অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২।০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা। New Series, January 1913. ❋ নূতন সংস্করণ। জানুয়ারী ১৯১৩। Vol. VII. No. 1.

আমাদের নিবেদন।

—:*:—

ভগবানের অনুগ্রহে "কাজের লোক" সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিল। ইহার উন্নতি অবনতি সমস্তই গ্রাহকগণের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, অতি ক্ষুদ্র প্রার্থনা—এতদিন সকলেই "কাজের লোককে" যেরূপ স্নেহের চক্ষে দেখিয়াছেন, আশা করি সে স্নেহ, সে সাহায্য হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না।

আমাদের একটী ত্রুটী, পরের প্রেসে কাগজ ছাপা হয়, ঠিক সময়ে আমরা গ্রাহকগণের হাতে দিতে পারি না—এদেশের বাঙ্গালা ছাপাখানার কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবই এইরূপ বিলম্বের কারণ, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। অবশ্য অনেক কাগজই আমাদের ন্যায় অপরের প্রেসে ছাপা হয় সত্য, কিন্তু হয়ত তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা ভাল, না হয়, লোক বল বেশী।

বিলম্বের দ্বিতীয় কারণ, কাজের লোকে যে সকল বিষয় বাহির হয়, তাহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ। একটী বিষয়ও আমরা কখন প্রকাশ করি না, যাহা দেশের ও দশের নিতান্ত আবশ্যকীয় বলিয়া সকলেরই নিকট আদৃত না হয়। সুতরাং বহু অনুসন্ধানে, নিগূঢ় তত্ত্ব জানিয়া আমাদিগকে প্রত্যেক বিষয়টী প্রকাশ করিতে হয়, এইটুকু করিতে আমাদের কঠোর পরিশ্রম, যথাযোগ্য সময় এবং যথেষ্ট অর্থ আবশ্যক হয়। গ্রাহকগণও তাহা অনুমান করিতে পারেন। সেইজন্য প্রার্থনা, যদি কখনও ২।১০ দিন কাগজ পাইতে বিলম্ব হয়, সেটুকু দয়া করিয়া সহ্য করিয়া লইতে হইবে।

কিন্তু ইহা সুনিশ্চয় যে, আমরা প্রাণপণে ১২ মাসের মধ্যেই সে বর্ষের সমস্ত কাগজ বাহির করিয়া দিব এবং বরাবরই তাহাই করিয়া আসিতেছি, তাহা সকলেই দেখিতেছেন। একবার পূজার পূর্ব্বে এবং আর একবার ডিসেম্বরে বিলম্বিত কাগজগুলি সমস্তই বাহির করিয়া দিই। "কাজের লোকের" পক্ষে নিশ্চয়ই ইহা অগৌরবেরই কথা বটে, কিন্তু কি করিব, শত চেষ্টা করিয়াও যখন ঠিক রাখিতে পারিতেছি না, তখন উপায় নাই বই আর কি বলিব। তবে আমরা প্রাণপণে এ বৎসরের কাগজ মাসের ঠিক শেষ তারিখে যে বাহির করিব, তাহার চেষ্টা করিতেছি।

এই ত্রুটী স্বত্বেও যাঁহারা "কাজের লোকের" প্রথমাবধি গ্রাহক, তাঁহারা যে আমাদিগকে তাঁহাদের অনুগ্রহ কণাদানে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, ইহা তাঁহাদের অতুল মহত্বের পরিচায়ক, তাহার সন্দেহ নাই। এই মহত্বের জন্য আমরা চিরবাধিত।

বর্ষে বর্ষে আমরা একটী আশাপ্রদ লক্ষণ দেখিয়া পুলকিত হইতেছি, প্রকৃত কাজ করিতে অনেকে নামিতেছেন। প্রত্যেক গ্রাহক ব্যক্তিগত ভাবে পরামর্শ লইয়া কাজ করিতেছেন। প্রত্যহ বহু পত্রের আমাদিগকে

উত্তর দিতে হয়, পরামর্শ দিতে হয়। এরূপ কাজ শ্রম-সাপেক্ষ হইলেও আমরা অকাতরে পরিশ্রম করিয়া থাকি, যে উদ্দেশ্যে "কাজের লোকের" জন্ম, সে উদ্দেশ্য যদি কথঞ্চিৎও সফল হয়, তাহা হইলেই সমস্তই সার্থক বিবেচনা করি।

"কাজের লোকে" চিত্র নাই, গল্প, উপন্যাস নাই, এমত অবস্থায় যে "কাজের লোক" জন সমাজে আদৃত হইবে, তাহা স্বপ্নেও কখন আশা করিতে পারি নাই। কেবল একবার বেড়া নাড়িয়া দেখিবার উদ্দেশ্যেই যেন প্রথম "কাজের লোক" প্রকাশিত হইয়াছিল। সে "কাজের লোক" যে আজ সাতবর্ষ জীবিত রহিতে পারিয়াছে, এ কেবল ভগবানের অনুগ্রহে এবং গ্রাহকগণের সহানুভূতিতে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। এজন্য ভগবান এবং গ্রাহকগণকে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। যাহাদের উদ্দেশ্যে "কাজের লোকের" সৃষ্টি, তাহাদের হস্তে "কাজের লোক" একটু আদর পাইলেই কৃতার্থ হইব।

সংবাদ পত্র পরিচালনে ব্যবসায়ীর সাহায্যও বড় কম মূল্যবান নহে। আনন্দের সহিত প্রকাশ করা যায়, দেশের গণ্য মান্য সমস্ত সৎব্যবসায়ীই কাজের লোকের সহিত সংশ্লিষ্ট—"কাজের লোকের" বিজ্ঞাপনগুলি দেখিলেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণও অনুগ্রহদানে কুণ্ঠিত হয়েন নাই, "কাজের লোকে" অনেকগুলি বিদেশীয় বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে।

বিষয় নির্ব্বাচনে যথা সাধ্য ত্রুটী করি নাই। যাহা কিছু জানিবার, শিখিবার, দেখিবার, বুঝিবার ৬ বৎসরে তাহার যথেষ্টই লিপিবদ্ধ করিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান বর্ষে বহু বিষয়ের আলোচনায় "কাজের লোকের" ক্ষুদ্র কলেবর পূর্ণ করিতে প্রয়াস পাইব।

সকলেই সুস্থ দেহে, প্রফুল্ল অন্তঃকরণে "কাজের লোককে" দীর্ঘজীবন প্রদান করুন, এবং আমরাও কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম হই, ইহাই শেষ প্রার্থনা।

ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ, ওঁ স্বস্তিঃ।

"Idle folks have least leisure" যাহারা অলস, তাহাদের ফুরসৎ কম, সারাদিনে কাজই ফুরায় না, তবে বিশ্রাম করিবে কখন?

আলস্যই অভাবের জনক, এদেশের এই-টাই বিষম সাংঘাতিক রোগ—তাই আসমুদ্র অভাব।

এই অভাব অপনোদন করিতে হইলে কর্ম্মী হইতে হইবে—কিছু করিতে হইবে।

সমস্ত কর্ম্মেরই ফল আছে, কর্ম্ম কখন বৃথা যায় না। সৎ কর্ম্মের সুফল এবং অসৎ কর্ম্মের কুফল হইতে পারে—তাহাই হয়।

আলস্যে জীবন অতিবাহিত করিবার তোমার অধিকার নাই, কেননা দেশের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ আছে। তুমি অলস হইয়া, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে সমাজ তাহার জন্য অল্প বিস্তর ক্ষতিগ্রস্থ হইবে—সুতরাং আয়াস লইয়া তোমার বসিয়া থাকাটা তোমার অনধিকার।

তোমার আলস্যের জন্য তোমারই শুধু অভাব হইবে না—সমগ্র সমাজ, সমগ্র জাতি তজ্জন্য সহ্য করিতে বাধ্য। যেহেতুক তুমি যে সমাজ যন্ত্রের একটা আবশ্যকীয় অংশ, কোন যন্ত্রের কোন অংশ অচল হইলে সে যন্ত্র আর চলে কি? তেমনি তোমার সমাজ, তোমার জাতিও তোমার অভাবে অচল হয়। সুতরাং কর্ম্মী হইতেই তুমি বাধ্য।

যে জাতীর প্রত্যেক লোকেই কর্ত্তব্য পরায়ণ হয়, তাহারাই উঠিতে পারে—যে জাতির কর্ত্তব্যের ঠিক নাই, তাহারা অবনত হইবেই, ইহাই স্বভাবের নিয়ম।

সেইজন্য আগে নিজে নিজের উন্নতির চেষ্টার আবশ্যক। নিজে নিজের কর্ত্তব্যবিচারের বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কিন্তু বলদেখি ভাই! আমরা কয়জন এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রয়াসী।

ইংরাজের, আমেরিকার ও জাপানের ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই কর্ত্তব্যপরায়ণতার জলন্ত দৃষ্টান্ত আছে। আমাদের যখন লক্ষ্মীশ্রী ছিল—এই কর্ত্তব্য জ্ঞানই তখন প্রবল ছিল। যে জাতিই উন্নত হইতে পারিয়াছে, অনুসন্ধান কর, কর্ত্তব্য জ্ঞানই তাহাদের ভিত্তি। বর্ত্তমানে সে গুণ আর এদেশে নাই, তাই এত দুর্দ্দশা।

যদিই তাহা না থাকে, অভাব তাহার প্রতিফল, অভাবের কঠোর দংশনে তোমাকে অনুতাপ করিতেই হইবে।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে, Confine your tongue otherwise tongue will confine you."

এদেশের অবস্থাও ঠিক তাই দাঁড়াইয়াছে, বাক্য সংযম নাই, তাই রাশি বচনের ঝুড়ি,—কাজ নাই।

এদেশে বক্তৃতায়, রচনায় জগত স্তম্ভিত হয়, কিন্তু কাজের কোন খপর নাই। ইংরাজ জাতি কথায় সংযমী, কাজে সুদৃঢ়। এমন

আদর্শ দেখিয়াও এদেশে মানুষ হইতে পারে না, আশ্চর্য্য! The tongue has confind!

প্রত্যেক লোকের নিকট শুনিবে, বাণিজ্য ব্যবসায় কর, দেশের ভাল কর, ইত্যাদি ইত্যাদি—কিন্তু স্বার্থত্যাগ করিবার লোক কৈ? সর্ব্বস্ব দিতে চাহিতেছ—কিন্তু ঘরের চাবি কৈ? এইখানেই যত মজা।

এইদেশের লোক জাতি মধ্যে গণ্য হইতে চায়—জাতীয়তার ভান করে! আর একটু সুবিধা পাইলেই কিছু ঘাল করিয়া সরিয়া পড়ে! চরিত্রগত দোষ না সংশোধিত হইলে কি মানুষ হওয়া যায় ভাই? ঘোর।

দেশের কাজ কর্ম্ম করিতে হইলে, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি করিতে হইলে দশের সাহায্য আবশ্যক ত? একের বোঝা দশের লাঠী। অন্য দেশে যৌথ মূলধনে বড় বড় শিল্প বাণিজ্য চলিতেছে, এদেশেও চলিত। কিন্তু হাত টানেইত সব মাটী হইয়াছে, তাড়া কি একশত বার বেলতলায় যায়?

ELECTRO-PLATING.

বা

গিল্‌টী করার কাজ।

—:•:—

তামা পিতল, রূপা প্রভৃতির দ্রব্যকে সোণালী অথবা রূপালী গিল্‌টী করিয়া অনেক লোকে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন—এই সকল অলকার গরীব লোকের মহিলাগণ ব্যবহার করে—কাটতিও বিলক্ষণ। কলিকাতা মেছুয়া বাজার প্রভৃতি স্থানে, বর্দ্ধমান কামার পাড়া গ্রাম এইরূপ গিল্‌টীর গহনার কারখানার জন্য বিখ্যাত। গহনা ব্যতীত আজকাল অনেক জিনিসই গিল্‌টী করা হইতেছে, সেই জন্য ইহা শিক্ষা করা উচিত। ইহা দ্বারা অনেক অন্ন পুঁজীর ও বেকারের উপায় হইতে পারিবে।

এই ইলেকট্রোপ্লেটিং বা গিল্‌টীর কাজ শিক্ষা করিতে হইলে "ব্যাটারীর" আবশ্যক। ব্যাটারী কাহাকে বলে? যে যন্ত্র দ্বারা তাড়িত উৎপন্ন করা যায়, তাহাকে ব্যাটারী Battery বা ইলেক্‌ট্রীক সেল্ (Shell) বলে।

উপরে যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে, উহার বাম পার্শ্বের খ চিহ্নিত পাত্রটী ব্যাটারী এবং চতুষ্কোন খ চিহ্নিত পাত্রটী (Electric-Bath) ইলেকট্রিক বাথ্ নামে অভিহিত। ইলেক্‌ট্রো প্লেটিং এর কাজ বুঝিতে হইলে আগে "ব্যাটারী" কি এবং কেমন করিয়া তাহা প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অবশ্যই বুঝিতে হইবে এবং আমি পাঠকগণকে তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

বাম পার্শ্বে যে গোলাকার পাত্রটী দৃষ্টি গোচর হইতেছে, এই পাত্রটী একটী কাচ বা চীনে মাটীর পাত্র। ইহাতে একখণ্ড তামার পাত, এবং একখণ্ড দস্তার পাত, মধ্যস্থলে একখণ্ড কাষ্ঠতে আঁটিয়া ঐ জারের বা গোলাকার পাত্রের মধ্যে দিতে হইবে, পাত দুখানা গায়ে গায়ে না সংস্পর্শ হয়, এই উদ্দেশ্যেই মধ্যস্থলে কাষ্ঠ দেওয়া। কাষ্ঠ ভিন্ন অন্য কোন ধাতু দিলে কাজ হইবে না। কারণ কাষ্ঠের বিদ্যুৎ পরিচালনের ক্ষমতা নাই, নন্‌কনডক্‌টর বা অপরিচালক। উভয়ের শক্তিকে পৃথক রাখিতে হইলে কাষ্ঠ মধ্যে থাকারই আবশ্যক। এখন পাত্রের মধ্যে উপরোক্ত প্রকারে দস্তা ও তামার পাতকে কাষ্ঠ দ্বারা সংলগ্ন করিয়া দিবার পূর্ব্বে, ঐ গ্লাস বা চীনা মাটীর পাত্রটীতে—১ ভাগ গন্ধক দ্রাবক বা Sulphuric Acidএ দশ ভাগ জল মিশ্রিত করিয়া তাহার ভিতর ডুবাইয়া দিতে হইবে। দস্তা ও তামার পাত দুটী যেন ঐ জার বা গ্লাস হইতে এক দুই অঙ্গুলী বড় থাকে এবং ঐ তামা ও দস্তার মাথায় যেন তার ছুড়িবার জন্য ছিদ্র করা থাকে। পাত্রের পূর্ব্বোক্ত জারকে তামা ও দস্তার খণ্ড ডুবাইয়া তাহাদের মাথায় যে ছিদ্রের কথা বলিলাম, তাহাতে ২ গাছি তামার তার বান্ধিয়া ঐ দুইটী তার একত্র সংলগ্ন করিবা মাত্রই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরম্ভ হইবে। তখন তারে হাত দিলে গরম হইতেছে এবং তাহার নিকট সূচিকা লইয়া যাইলে আকৃষ্ট হইতেছে বুঝিতে পারা যাইবে। এই এক প্রকার যে ব্যাটারী, ইহার নাম ভল্‌টা ব্যাটারী বা শেল্। এদেশের মুসলমান গিল্‌টী ওয়ালারা মেছুয়া বাজার প্রভৃতি স্থানে নিজেরাই এইরূপ ব্যাটারী করিয়া লইয়া পিতলের ও তামার গহনা গিল্‌টী করে, অনেকেই দেখিয়াছেন। এই ব্যাটারীর দোষ, ইহার বিদ্যুত স্রোত অধিকক্ষণ থাকে না। এইজন্য ইহা দ্বারা ভাল কাজ হয় না। কারণ উভয় তার সংযুক্ত হইবামাত্রই বৈদ্যুতিক ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া বুড়বুড় করিয়া জলে বুদবুদ্ উঠিয়া তাম্র ফলকের গায়ে লাগিয়া যায়, এবং বৈদ্যুতিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। এই কারণে প্রথমে ভল্‌টা ব্যাটারীতে যেমন কার্য্য আরম্ভ হয়, শেষে তেমন থাকে না।
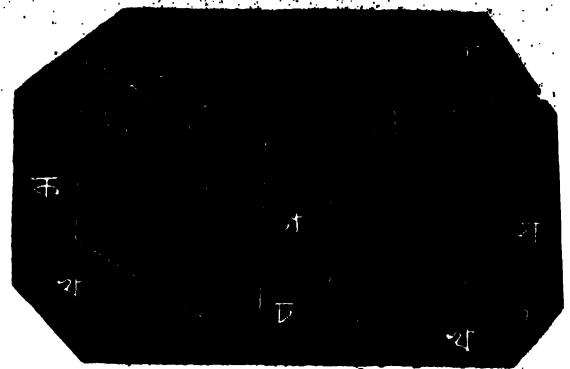
যাহাতে এইরূপ তাড়িত প্রবাহ কমিয়া না যায়, তাহার জন্য আরও দুই প্রকার

ব্যাটারী প্রচলিত হইয়াছে। একটীর নাম ডানিয়েল ব্যাটারী। যাহারা ঘরে ব্যাটারী নিজেরাই প্রস্তুত করিয়া লইতে চাহেন, তাহাদিগকে এই উভয় প্রকার ব্যাটারীর কথা আমরা পরে বলিতেছি কিন্তু আজকাল ব্যাটারী ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কলিকাতা বহুবাজার ষ্ট্রীটস্থ (Indian Scientific apparatus Co.) "ইণ্ডিয়ান সায়েণ্টিফিক অ্যাপারেটস কোম্পানির নিকট পাওয়া যাইবে। মূল্যও অধিক নয়, ৩॥• হইতে ৪৲ ৫৲ মাত্র।

বর্ত্তমান সময়ে বুনসেন এবং ডানিয়েল ব্যাটারীই উত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমাদের উপরোক্ত চিত্রে যে ব্যাটারীর চিত্র বাম পার্শ্বে দেখিতেছেন, ইহা বুনসেন ব্যাটারী বা তাড়িত কোষ। বুনসেন ব্যাটারী প্রথমে একটী পাথর বা মাটী বা কাচের মোটা পাত্র, ইহাতে গন্ধক দ্রাবক ১ভাগ ও জল ১০ভাগ দিয়া যে সলুইসেন বা দ্রাবক হয়, তাহা ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সলুইসনে একটা দুই মুখ খোলা দস্তার চোং বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা ঘ চিহ্নিত চোং। এই ফাঁপা দস্তার চোঙ্গের মধ্যে আর একটী মাটীর পাত্র বসান হইয়াছে, তাহাতে অর্থাৎ ঐ মাটীর চোঙ্গার ন্যায় পাত্রের মধ্যে তীব্র সোরা দ্রাবক বা Nitric acid ঢালিয়া দিয়া একটা অঙ্গারদণ্ড বসান হইয়াছে। বুনসেনের তাড়িত কোষে অঙ্গার দণ্ড দেওয়া হয়, কিন্তু অন্য ব্যাটারীতে তাম্র খণ্ড থাকে। এই অঙ্গার দণ্ডের উপর একটী স্ক্রু দেওয়া হয়। এবং পূর্ব্ব কথিত দস্তার চোঙ্গেও একটী স্ক্রু থাকে, এখন রেশম মণ্ডিত ১টী তার ঐ অঙ্গার দণ্ডের স্ক্রুর সহিত এবং অন্য একটী রেশম মণ্ডিত তার ঐ দস্তার স্ক্রুর সহিত সংযোগ করিয়া ২টী তার একত্র করিবামাত্রই বিদ্যুত স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই প্রণালীতে প্রস্তুত ব্যাটারীর নাম বুনসেন ব্যাটারী। এখন আমি যথাসাধ্য ডানিয়েল ব্যাটারীর কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ব্যাটারীর বিষয় বুঝিতে একটু মনোযোগ দিতে হইবে, কিন্তু বুঝিলে অপার আনন্দ হইবে।

ডানিয়েলের ব্যাটারী বা তাড়িত কোষ।

—:•:—

ডানিয়েলের ব্যাটারী দেখিতে এইরূপ।

প্রথমে একটা মাটীর পাত্র, ইহাতে তুঁতিয়ার জল দিতে হইবে, তাহার পর একটী তামার চোঙ্গা বসাইতে হইবে। এই চোঙ্গাটার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকা আবশ্যক, ইহার ভিতর জল মিশ্রিত গন্ধক বা সলফিউরিক অ্যাসিড্পূর্ণ একটী মৃত্তিকা পাত্র দিতে হইবে। এই মাটীর পাত্রটার মধ্যে একটা দস্তার দণ্ড বসাইয়া দিয়া এই দস্তাতে ও মাটীর পাত্রের যে তামার চোঙ্গা বসান হইয়াছে, তাহাতে ২ গাছি রেশম মণ্ডিত তামার তার সংলগ্ন করিলেই বিদ্যুত প্রবাহ বহিতে থাকিবে। ইহাই ডানিয়েলের ব্যাটারী।

২টী তার একত্র না হইলে তাড়িত প্রবাহ বুঝিতে পারা যায় না। তাড়িত দুই প্রকারে উৎপন্ন হয়।

(১) ঘর্ষণ দ্বারা, (২) রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা। উভয় তড়িত একই প্রকৃতির হইলেও ঘর্ষণ দ্বারা উৎপন্ন তাড়িত অপেক্ষা রাসায়নিক ক্রিয়া দ্বারা উৎপন্ন তাড়িত অধিকক্ষণ থাকে। আমরা উপরে যে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ব্যাটারীর কথা বলিলাম, ইহাই রাসায়নিক তাড়িত, ইহা দ্বারা ব্যবসায় বাণিজ্যের বহুদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। এখন এই ব্যাটারী দ্বারা কেমন করিয়া যে তাড়িত প্রবাহ লইয়া কেমন করিয়া ইলেকট্রোপ্লেটীং বা গিল্টীর কাজ করা হইয়া থাকে, তাহা আগামীবারে বুঝাইব। আজ ব্যাটারীর কথা বলিলাম আমাদের চিত্রে যে চতুষ্কোন পাত্র দেখিতেছেন, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিব। অন্য স্থানাভাব।

এদেশে কোন কারবার চলে না কেন ?

এক সময়ে অযোধ্যার কোন ডিপুটী কমিশনার কোন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে যাইয়া সমবেৎ বালক মণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহাদের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্য কি ? প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৫০টী বালক সমস্বরে বলিয়াছিল—"চাকরী করা" চাকরী করিবার জন্যই আমাদের লেখা পড়া শিক্ষা করা" কমিশনার আরও কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—"কিরূপ চাকরী ?" বালকগণ পুনরায় বলিয়াছিল "গবর্ণমেণ্ট চাকরী" কমিশনার সবিস্ময়ে বলিয়াছিলেন :—"Alas! a nation of officials and lawyers would certainly starve" অর্থাৎ "হায় হায়, এইরূপ কেরাণী এবং অফিসার জাতি অনাহারে মরিতেই বাধ্য"। এদেশের লোকের ধারণাই চাকরী করিয়া জীবনাতিপাত করা। সেইজন্য ব্যবসায় বাণিজ্যে,কৃষি শিল্পে এদেশের আস্থা কম। একজন ইংরাজ লেখক ঠিকই বলিয়াছিলেন যে—

"So far as food, clothing and shelter are concerned, they (Indians) are not producers, but consumers" অর্থাৎ খাদ্য, পোষাক, পরিচ্ছদ, বাসস্থান প্রভৃতি সকল কার্য্যেই ভারতবাসী কেবল ক্রেতার জাতি, ইহারা দেশে জিনিস জন্মাইতে পারে না। যে জাতি দেশজাত দ্রব্য হইতে নিজেদের অভাব মোচন করিতে অক্ষম, দীনতা, তাহাদের অনিবার্য্য পরিণাম ফল। এই জন্য এদেশের লোক যতদিন না কার্য্যকরী শিল্প শিক্ষা করিবে, যতদিন না দেশের দ্রব্য হইতে আপনাদের অভাব পূরণ করিতে শিখিবে, ততদিন দীনতা ঘুচিতেই পারে না। সে শিক্ষার জন্য দেশই দায়ী, দেশের লোককে তাহার পন্থা নিজেই দেখিয়া

লইতে হইবে। শুধু গবর্ণমেণ্টের মুখাপেক্ষী হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। জাপান, আমেরিকা ও জর্ম্মানীর উন্নতি দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, প্রত্যেক সাধারণ পাঠাগারের সহিত কার্য্যকরী শিল্পশিক্ষা সংশ্লিষ্ট, তাহারা বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষা করিবে, সঙ্গে সঙ্গে অতি অবশ্যই কোন না কোন বিশেষ বিষয় শিক্ষা করিবে, যাহা দ্বারা ভবিষ্যৎ জীবনে আপনার অন্নকষ্ট দূর করিতে পারিবে।

আমরা বলিতেছিলাম যে, সে শিক্ষার পন্থা দেশের লোকই নিজে নিজে দেখিতে বাধ্য। যে দেশের লোকে আশা করিতে পশ্চাৎপদ, তাহারা দেশের উন্নতির জন্য কোন কল্পনা করিতেই পারে না।

যেমন গবর্ণমেণ্টের উৎসাহ এবং সাহায্যের আবশ্যক, তেমনি দেশের লোকেরও স্বার্থত্যাগ এবং অর্থেরও আবশ্যক। তখন সদাশয় গবর্ণমেণ্টের এবং দেশবাসীর উৎসাহ ও অর্থে দেশের শিল্প, কৃষি বাণিজ্যের উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারিবে। দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহায্যসমষ্টি একত্র হইলে এই কার্য্য করা দুরূহ হইয়া উঠে না। কিন্তু এদেশের সে দিকে ত প্রবৃত্তি নাই, উকিল হইতে হইবে, না হয় চাকুরী করিতে হইবে এই ধারণার উপরই ভিত্তি সংস্থাপন করিয়া এদেশের লোকে শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়। সেই জন্য কেহ শিল্প পুস্তক পড়িতে চাহে না, কোন শিল্প বিদ্যালয়ে নিজেদের ছেলেদিগকে পাঠাইতে চাহে না। কাজেই এদেশের শিল্পের উন্নতি সহজে হইতেই পারে না।

লোক সংখ্যায় ভারতবাসী কম নহে, প্রত্যেক সংসার হইতে মাত্র ।० আনা পয়সা সংগৃহীত হইলে ক্রোড় ক্রোড় টাকা উঠিয়া যায়, কিন্তু দেশে এমন বিশ্বাসী লোক প্রায় একজনও নাই যে, তাহার হস্তে এই জাতীয় মূলধন ন্যস্ত করিয়া লোকে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে! এদেশের প্রায় অনেকেই যাঁহারা জননায়ক বলিয়া আখ্যা লইয়া থাকেন, লোকে এখন তাঁহাদিগকে তাহারূপই চিনিয়াছে, আর অর্দ্ধ পয়সা দিয়া বিশ্বাস করিতে নারাজ। সুতরাং দেশের সকল ভাল কার্য্যের উদ্যোগের মূলেই একেবারে কুটারাঘাত করা হইয়াছে। যে দেশের এত গলদ, সে দেশের কিছু হয় না, হইতেও পারে না। ইহাও এদেশের অবনতির অন্যতম কারণ; এবং প্রধান উপসর্গ। সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত নামজাদা ব্যক্তিগণ আমাদের মাথায় থাকুন, তাঁহাদের কাছ হইতে আশার বড় একটা কিছু নাই। জনসাধারণ বলে,—

কোন রূপে গোল মাল তুলিয়া কিছু হস্তগত করিয়া সরিয়া পড়াও এদেশে অনায়াস সাধ্য একটা ব্যবসার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। যে দেশের শিক্ষিতের চরিত্রবল এত হেয়, সে দেশের দুর্দ্দশা ঘুচে কি?

যাক, এমন অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? সকলেই আমরা চাকরী পাইনা, সকলে উকিল বা এটর্ণি হইতে পারি না, অথবা হইয়াও আমরা কিছু করিতে পারি না। তাহা হইলে আমাদের অন্নকষ্টের উপায় কি?

উপায়—শিল্প এবং কৃষির উন্নতি সাধন। যদি তেমন কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হঠাৎ সাহায্য করিতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে দেশের যে যেমন বিষয়ে শিক্ষিত, তাহাদিগকে উৎসাহিত করিয়া, তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক পল্লীতে, শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। সূত্রধর, কর্ম্মকার প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্যবসায়ীগণের দ্বারা এখনও যে আমাদের অভাব পূরণ হইতেছে, তাহাদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়, কেন না সাধারণের সহানুভূতি কম, লোকের সাহায্য পায় না, নিজের গ্রামের শিল্পীর জিনিস লোকে কিনে না। যদি তাহাদিগকে স্থানীয় লোকেই সাহায্য করে, তাহাদের প্রস্তুত দ্রব্য ক্রয় করে, তাহা হইলে তাহাদের কারখানা গুলিই এক একটী হাতে হেতেরে শিখিবার বিদ্যালয় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। জল্পনা কল্পনা করিয়া চিরজীবন অতি বাহিত করা অপেক্ষা এই পন্থায় ভাল হইবে। যাহা নিজ গ্রামে জন্মে, তাহাই সেখানকার লোকের ক্রয় করা উচিত। চাকরী স্থান হইতে তেমন জিনিস লইয়া যাইতে যে ব্যয় পড়ে, নিশ্চয়ই তাহা গ্রামে লইলে সুলভ হইবে। না লাভ হইলেও দেশের শিল্পীকে রক্ষা করা হইবে।

মূলধনের জন্য প্রত্যেক গ্রামবাসীর গবর্ণমেণ্টের প্রণোদিত কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটী স্থাপন করিলে সুফল হইবে, ইহার বিষয় "কাজের লোকে" আমরা ইতিপূর্ব্বে বহুবার আলোচনা করিয়াছিলাম। গ্রামের ছোট বড় সকলে একত্র হইয়া এইরূপ ক্ষুদ্রাকারে প্রকৃত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সুফল ও আসল কাজ হইবে।

গ্রাম্য শিল্পিগণ ক্রমে ক্রমে লোপ পাইতেছে, কারণ চাকরীপ্রাণ সৌখীন বাবুরা গ্রামে যাইবার সময় উচ্চ মূল্যে বহুব্যয়ে দেশে সে জিনিস পাওয়া যাইলেও লইয়া যান। কাজেই গ্রামের শিল্পী খাইতে না পাইয়া কার্য্যান্তর গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়, এই জন্যই গ্রাম্য শিল্প লোপ পায়। সকল গ্রামেই তাঁতি, ছুতার, কামার, কুমার ছিল, অসংখ্য ডোম বাঁশের কাজ করিত—সে সকল এখন বহু গ্রাম হইতেই লোপ পাইয়াছে। উৎসাহ না পাইলে, প্রস্তুত জিনিস কেহ না কিনিলে তাহারা কেমন করিয়া জীবিত থাকিতে পারে?

যাহাদের যেমন অবস্থা, তাহাদের সেইরূপ কার্য্যের জন্যই হস্ত প্রসারণ করাই সঙ্গত। এইকার্য্য প্রত্যেক গ্রামবাসী একত্রিত হইয়া করিতে পারেন—সেইস্থানে ছেলেদিগকে কিছু কিছু শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ ক্ষেত্রে বেতন দিয়া শিক্ষা করাও মন্দ নহে। শিক্ষার্থীদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্য বিক্রয় করিয়াও লাভ হইতে পারে, তেমন ভাল উদ্যম দেখিলে জেলাবোর্ড হইতেও সাহায্য পাওয়া যাইতে পারে। অন্য

দেশের আদর্শ দেখিয়া হাঁড়কাক হইয়া খঞ্জনের নাচ দেখাইতে যাইবার আমাদের এখন আবশ্যক নাই।

তোমার ঘরের শিল্প লোপ পায়, তুমি সহরে যাইয়া আমেরিকানদের মত, ইংরাজদের মত জাপানীদের মত চাল চালিতে যাইয়া সমস্ত গোল করিয়া ফেল। যেমন অবস্থা, যেমন সামর্থ্য, সেইরূপ কাজ করাই সঙ্গত নহে কি? জাপান আমেরিকার মত শিল্প বিদ্যালয় হউক, সভাসমিতি হউক, সেইরূপ বক্তৃতা হোক, এ সকল খেয়াল মাত্র। কখন রাধাও নাচিবে না, আর সাত মন তৈলও পুড়িবে না। তাহাদের মত প্রাণটা বড় কিনা, তাহা বুকে হাত দিয়া কেহ দেখিয়াছ কি?

তাহার পর শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাগ্রে চরিত্র সংশোধনের আবশ্যক হইতেছে। হৃদয়টাকে একটু বড়, ছাতি একটু চওড়া করিতে আগে শিখিতে হইবে। এজন্য অপরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অপেক্ষা ব্যক্তিগতভাবে নিজে নিজে সংশোধিত হইতে হইবে, একটু সাঁচ্চা হইতে হইবে। ঝুঁটো প্রাণ লইয়া লোক ঠকাইয়া নিজের দেশের বা দশের কোন কার্য্যই সাধন করা যায় না, হুজুক তুলিয়া লোক ঠকাইয়া আর কাজ নাই, যথেষ্ট হইয়া গিয়াছে, এ ব্যবসায়ে জাতীয় অবনতি ও নিজের অবনতি হয়। দোহাই তোমাদের, নিজে নিজেকে ঠিক কর, এই অনুরোধ, প্রার্থনা ও ভিক্ষা। চাল ছাড়, নিজে নিজের গ্রামের উন্নতি আগে কর দেখি। বাজে কথায় জীবন কাটাইলে কাজ করিবে কখন? ঢোঁড়া ধরিতে পার না, কেউটে ধরিত চাও কোন সাহসে?

CUTTINGS.

(চয়ন)

বাঙ্গালার শিল্পীকুলকে রক্ষা করিতে হইবে।

—:*:—

এক সময়ে বাঙ্গালা দেশ শিল্প গৌরবে পৃথিবীর মুকুটমণি ছিল—এখন প্রাচীন শিল্পীকুল ধ্বংশ পাইতে বসিয়াছে। মালদহে এক সময়ে সকল জাতির মধ্যে বয়ন প্রথার প্রচলন ছিল। পুরাতন মালদহের অধিবাসী তেলীজাতি দ্বারা যে রেশম ও সূত্র মিশ্রিত উৎকৃষ্ট থান প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানে কাল-প্রভাবে উহা লোপ পাইতে বসিয়াছে। প্রাচীন শিল্পীগণের বংশধরগণের মধ্যে এখন ২।৩ জন অবশিষ্ট আছেন, ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে মালদহী থানের বিলোপ ঘটিবে। মালদহের মূলতান সেখ নামক এক ব্যক্তি রেশম ও সূত্রমিশ্রিত উৎকৃষ্ট কোটের কাপড় প্রস্তুত করিত। ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে ইহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটীও বিলুপ্ত হইয়াছে। মালদহে পূর্ব্বে বহু কাগজের কারখানা ছিল, এই কাগজ নানা স্থানে রপ্তানী হইত। মালদহের মৃগাপুর গ্রামে "কাগজীয়া" বলিয়া এক সম্প্রদায়ের লোক ছিল—এখন ঐ গ্রাম জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। "কাগজীয়া"গণের বংশধরদিগের কেহ থাকিলেও তাহারা প্রাচীন ব্যবসায় ভুলিয়া গিয়াছে। দেশীয় গাছ গাছড়ার ফুল, ফল ও পত্রাদি হইতে যে রঙ্গ প্রস্তুত হইত, তাহা এক সময়ে খুব গৌরবের সহিত ব্যবহৃত হইত,—মালদহের রঞ্জনশিল্পের জন্য বিখ্যাত রংরেজ বাজার এখন ইংরেজ বাজারে পরিণত হইয়াছে। সাহাপুরে রঞ্জনশিল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ ২।১ জন লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এখন সুলভ মূল্যের বিদেশী রং দেশে প্রচলিত হওয়ায় সকলে এই প্রাচীন প্রথা ভুলিয়া যাইতেছে। প্রাচীন গৌড়ের ও পাণ্ডুয়ার-ধ্বংসাবশেষের প্রতি দৃষ্টি করিলে মালদহের উন্নত শিল্প গৌরবের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। গৌড়ের তুলসীমন্দির বা মনুমেণ্ট পিরু সা নামক জনৈক শিল্পী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। আমরা বাঙ্গলার অতীত শিল্পগৌরবের নিদর্শন স্বরূপ একটী মাত্র জেলার শিল্পসম্ভারের পরিচয় প্রদান করিলাম। এইরূপে কত জেলায় কত প্রাচীন শিল্প কালের প্রভাবে লোপ পাইয়া যাইতেছে। আমরা যদি আমাদিগের দেশের লোককে বাঁচাইতে না পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমাদিগকেই অপরাধী হইতে হইবে।

এশিয়া মহাদেশের মধ্যে জাপান শিল্প-গৌরবে ক্রমশঃই উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু জাপানের লোক কল কারখানার সঙ্গে দেশের প্রতি গৃহকে এক একটী শিল্পাশ্রমে পরিণত করিয়া তুলিতেছেন। জাপানের রমণী ও বালক বালিকাগণ গৃহে বসিয়া ছোট ছোট তাঁতের ও যন্ত্রের সাহায্যে যে বস্ত্র ও শিল্প দ্রব্য উৎপন্ন করে, তাহাই বিদেশের বাজারে কত আদরে বিক্রীত হয়। বাঙ্গালার গৃহে গৃহেও এক সময়ে চরকার প্রচলন ছিল। তখন নিরাশ্রয়া বিধবা রমণীও আপনাকে স্বাধীন বলিয়া মনে করিতেন। এক একজন স্ত্রীলোক এই স্বল্প উপার্জ্জনের সঞ্চয় হইতেই অনেক সৎকার্য্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। প্রতি গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্তশিল্পের প্রচলন করিতে পারিলে, উহার ফলে প্রতি গৃহকে এক একটী স্বাধীনতার দুর্গ বিশেষে পরিণত করা যায়—প্রতি পরিবার তাহার ধর্ম্ম, শিক্ষা দীক্ষা ও আত্মস্বাধীনতায় উন্নত হইয়া উঠে। আর ইহার জন্য প্রাচীন শিল্পীকুলকে বাঁচাইতে হইলে তাহাদিগের মধ্যে উন্নত শিল্পশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে—যাহারা অর্থাভাবে হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগকেও ক্রমে অর্থ সাহায্য দ্বারা সকল বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে।

জেলার নেতাগণ এ বিষয়ে মনোযোগ প্রদান করুন—প্রকৃত কর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া এক এক জেলার ভার গ্রহণ করুন। ইহার ফলে বাঙ্গলায় পল্লীভূমি বাঁচিয়া উঠিবে। বাঙ্গলায় আবার সুখের দিন দেখা দিবে। সঞ্জীঃ।

HEALTH.

স্বাস্থ্য-প্রসঙ্গ।

আজ কাল সিগারেটের ধূম্রপান খুবই প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে—সিগারেটের ধূম্রের সহিত নায়কোটিন নামক এক প্রকার বিষ থাকে, উহা মানব শরীরে প্রবেশ করিয়া দেহের অনিষ্টসাধন করিয়া থাকে। ষোল বৎসরের কম বয়স্ক বালক সিগারেটের ধূম্রপান করিলে তাহার শরীরের বৃদ্ধি হ্রাস পায়, তার পর নানারূপ দুরারোগ্য ব্যাধি জন্মে। তথাপি লোকে এই বিষ গলাধঃকরণ করে।

অনেকে মনে করেন যে, ঠাণ্ডা লাগিয়া কিম্বা হিম ভোগ করিয়া অনেকে সর্দ্দি কাশিতে পীড়িত হইয়া থাকেন। সম্প্রতি আমেরিকার যুক্ত রাজ্যের এক ডাক্তার এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হিমবাত সর্দ্দির কারণ নহে, বরং উহা আমাদিগের স্বাস্থ্যের অনুকূল। রুদ্ধ গৃহের অবিশুদ্ধ তপ্ত বায়ুই সর্দ্দি বা ঐ জাতীয় রোগের কারণ। অনেক সময়ে ধূলির সহিত সর্দ্দি প্রভৃতি রোগের বীজাণু আমাদিগের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। এই বৈজ্ঞানিকের মতে শীতে আমাদিগের শরীর ভাল থাকে।

ক্ষয়রোগের চিকিৎসা।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের মতে ক্ষয় রোগ এতদিন অসাধ্য বলিয়াই বিবেচিত হইত। সংপ্রতি ডাক্তার ফ্রিডম্যান নামক একজন জার্ম্মাণ চিকিৎসক ক্ষয়রোগের ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ইহার আবিষ্কৃত ঔষধ কেবল অস্থির ক্ষয়নিবারণেই সমর্থ বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু এখন নাকি উহা সকল প্রকার ক্ষয়-রোগেই অব্যর্থ মহৌষধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত তিনি ঐ ঔষধের সাহায্যে সাড়ে বার শত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছেন এবং প্রত্যেক স্থলেই আশানুরূপ ফল লাভ করিয়াছেন। এই ঔষধ পিচকারী দ্বারা চর্ম্মভেদ করিয়া শোনিতের সহিত মিশাইয়া দিতে হয়। জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্টও এই ঔষধের উপকারিতা স্বীকার করিয়াছেন। জার্ম্মাণির বাহিরে কোন দেশে এখনও এই ঔষধ ব্যবহৃত হয় নাই।

মেলেরিয়াবারিণী সমিতি।—যশোহরের মেলেরিয়াবারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সমিতির কার্য্য প্রশংসনীয়। স্বয়ং লর্ড কারমাইকেল এই সভার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া দেড় শত টাকা দান করিয়াছেন; প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর কমিং সাহেব দিয়াছেন পঞ্চাশ টাকা; যশোহরের জেলা জজ লেডেল সাহেব দিয়াছেন এক শত টাকা; ম্যাজিষ্ট্রর লিওসে দিয়াছেন এক শত টাকা; সিবিল সার্জ্জন কক্স দিয়াছেন কুড়ি টাকা; রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর দিয়াছেন দুই শত টাকা ইত্যাদি। মজুমদার মহাশয়ই এই সভার সেক্রেটারী। ইনি ম্যালেরিয়াদমন কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহশীলতারই পরিচয় দিতেছেন। বঙ্গের মেলেরিয়া প্রধান প্রত্যেক জেলায় এইরূপ সমিতির প্রতিষ্ঠা এখন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে।

মানবের ভাবীখাদ্য।

পৃথিবীতে লোক সংখ্যা-বৃদ্ধির সহিত মানবের খাদ্যাভাব ঘটিতেছে বলিয়া পাশ্চাত্য জগতের বহু বৈজ্ঞানিক ভবিষ্যতের ভাবনায় আকুল হইয়াছেন। তাঁহারা কেবলই চিন্তা করিতেছেন যে, ইহার পর জনসাধারণ কি খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবে? সকলে দেহরক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী কোথায় পাইবে? একজন বিজ্ঞানবিদ্ বলেন যে, তাড়িতের সাহায্যে বায়ুমণ্ডল হইতেই আমাদের জীবনধারণের উপযোগী উপাদান আবিষ্কৃত হইতে পারিবে। সেই উপাদান হয়ত ভোজন, চর্ব্বণ ও গলাধঃকরণ করিতে হইবে না। ক্ষুধা বোধ হইলে সেই অনাবিষ্কৃত উপাদান স্পর্শ বা আঘ্রাণ করিলেই ক্ষুধা দূর হইবে, অধিকন্তু শরীর সবল ও নীরোগ থাকিবে। এইরূপ কত কথাই কল্পনাপ্রবণ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সংপ্রতি বেলজিয়মের মসিয়ে এক্রও নামক একজন বিজ্ঞানবিদ্ বলিয়াছেন যে, এক প্রকার স্বাদবিহীন শ্বেতবর্ণ চূর্ণই মানবের ভাবীখাদ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। তিনি বিগত কয়েক বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের পর এই চূর্ণ আবিষ্কার ও প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তবে উহা প্রস্তুত করিতে এখন অত্যধিক অর্থব্যয় হইতেছে বলিয়া উহা এখনও সাধারণের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতেছে না। মসিয়ে এক্রও আশা করেন যে, তিনি অচিরকাল মধ্যেই অতি অল্পব্যয়ে ঐ চূর্ণ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। চিকিৎসকগণ নাকি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ চূর্ণ দ্রব্যে মানবের জীবন ধারণ ও দেহপুষ্টির উপযোগী সকল প্রকার উপাদান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান আছে।

বিবিধ তথ্য।

"নেটিভ"।—ভারত গবর্ণমেণ্ট আদেশ দিয়াছেন, অতঃপর সরকারী কাগজপত্র সমূহে "নেটিভ" শব্দের পরিবর্ত্তে "ইণ্ডিয়ান" শব্দ ব্যবহার করিতে হইবে। তবে "ষ্টেটুটেরি নেটিভ অব ইণ্ডিয়া" এবং "নেটিভ ষ্টেট্‌স্" এই দুইটী কথার সংশোধন চলিবে না।

বিজ্ঞান বার্ত্তা।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে ফরাসী দেশের বিজ্ঞানবিদ্‌গণ গগনমার্গে নক্ষত্রগণের স্থান নির্ণয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া একখানি মানচিত্রের উপর কোথায় কোন গ্রহ নক্ষত্র কিরূপ ভাবে সন্নিবেশিত আছে, তাহার চিত্র আঁকিতে আরম্ভ করেন—এই কার্য্য শেষ করিতে আরও ২৫ বৎসর লাগিবে। পৃথিবীর ১৭টী বিখ্যাত মানমন্দির এই কার্য্যে যোগদান করিয়াছেন। তবু কেবল মাত্র এক পঞ্চমাংশ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। অনুমান এক শত বৎসর পরে গগনমণ্ডলের ক্ষুদ্রতম নক্ষত্রও লোকের নিকট অপরিজ্ঞাত থাকিবে না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে দান।

ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের তহবিলে লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। ইহা সুখের কথা। বাঙ্গালায় ধনের রাসবিহারী আরও আছেন, হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাদিগের নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতে পারে না কি?

নগরের উন্নতি।

আজকাল কলিকাতার উন্নতি লইয়া চারিদিকে নানা প্রকার আন্দোলন ও আলোচনা হইতেছে। নগরের প্রকৃত উন্নতি কিরূপে করিতে হয়, তাহা মার্কিনেরাই জানেন। আমেরিকার কালিফোর্ণিয়া প্রদেশের অন্তর্গত উইলমিটন নামক একটি নগরকে সংপ্রতি উন্নত করা হইতেছে। ঐ নগরটি অত্যন্ত নিম্নভূমিতে অবস্থিত। ইঞ্জিনীয়ারগণ হিসাব করিয়া বলেন যে, যদি নগরটিকে আট ফিট উচ্চ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। যেমন এই প্রস্তাব, অমনি কাজ আরম্ভ হইল। নগরের প্রত্যেক অট্টালিকার তলদেশ খনন করিয়া বড় বড় বাহাদুরী কাঠ চালাইয়া দেওয়া হইল এবং কলিকলের সাহায্যে অট্টালিকার সহিত সেই কাষ্ঠখণ্ডকে তুলিয়া ধরা হইল। ওদিকে সমুদ্রোপকূলকে গভীর করিয়া খনন করা হইতেছিল, সাগরগর্ভ হইতে বালুকা আনিয়া উত্তোলিত অট্টালিকার তলদেশ ভর্ত্তি করা হইল। এইরূপে সমগ্র নগরটি, মায় গাছপালা বাগান রাজপথ, সকল স্থানের উন্নতি (অর্থাৎ উর্দ্ধপাত) করা হইতেছে। আর কয়েক মাসের মধ্যেই সমগ্র নগরটি তাহার পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা আট ফিট উন্নত হইবে।

বর্দ্ধমানে লাট সাহেব।

বর্দ্ধমানে লাট সাহেব।—সেদিন বুধবার লর্ড কারমাইকেল মুর্শিদাবাদ হইতে বর্দ্ধমান গিয়াছিলেন; লেডি কারমাইকেলও কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। দেলখোস বাগানে সস্ত্রীক লর্ড কারমাইকেলের অবস্থানের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। সহরের ষ্টেশন এবং পথ প্রভৃতি সুসজ্জায় অপরূপ সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ সস্ত্রীক লর্ড কারমাইকেলের যথেষ্টরূপ অভ্যর্থনা-অভিনন্দন করিয়াছিলেন। লেডি কারমাইকেল বর্দ্ধমান ফ্রেজার হাঁসপাতালের অংশস্বরূপে এক নূতন রোগিণী-চিকিৎসা প্রকোষ্ঠের ভিত্তি পত্তন করিয়াছেন। এই সম্পর্কে ইনি সংক্ষেপে বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। তাহাতে ইনি বলিয়াছেন,—"এই নূতন প্রকোষ্ঠে ব্যয় পড়িবে বিশ সহস্র টাকা। বর্দ্ধমানের মহারাজ বাহাদুর দিয়াছেন, দশ হাজার টাকা; বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট দিয়াছেন পাঁচ হাজার; আর আমাদের এই বর্দ্ধমান ভ্রমণের স্মৃতিরক্ষার স্বরূপ গবর্ণর স্বয়ং দিতেছেন—অবশিষ্ট পাঁচ হাজার টাকা" লেডি কারমাইকেলের নামেই এই নূতন প্রকোষ্ঠের নামকরণ হইয়াছে। বর্দ্ধমান টাউনহলে বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড এবং মুসলমান সমিতি লাট বাহাদুরকে অভিনন্দন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। লাট বাহাদুরও যথাসম্ভব আশা ভাষায় সে সকলের উত্তর দিয়াছেন। রায় ললিতমোহন সিংহ বাহাদুর, রায় বাহাদুর লালা জ্যোতিঃপ্রকাশ নন্দি এবং রায় মণিলাল সিংহ বাহাদুর প্রভৃতি লর্ড বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। লর্ড কারমাইকেল সের আফগানের সমাধি এবং এক শত আট শিবমন্দির প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। আতসবাজী প্রভৃতিরও প্রচুর উৎসব হইয়াছিল।

চীনের কাগজের কাপড়।

পৃথিবীর মধ্যে চীন দেশেই সকলের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পুরাতন কাগজ বিক্রয় হয়। বিগত ১৯১১ সালে একমাত্র নিউ চ্যাং বন্দরে ৫ লক্ষ ৪০ হাজার মণ পুরাতন কাগজ বিক্রীত হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, চীনাগণ এই কাগজের অপব্যবহার করে না। এক প্রকার কীটের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইহারা গৃহপ্রাচীর সমূহ কাগজের দ্বারা মুড়িয়া দেয়। এই সকল কীট কাগজ ভেদ করিতে পারে না; ফলে এই উপায়ে তাহাদিগের মূল্যবান পোষাক পরিচ্ছদ রক্ষা পাইয়া থাকে। কাগজের রুমাল, কাগজের জামা, কাগজের ওয়েষ্ট কোট প্রভৃতি নানা প্রকার দ্রব্য চীনাগণ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এই সকল জামা, ওয়েষ্ট কোট প্রভৃতির উপর তাহারা অন্য জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনাগণের বিশ্বাস, কাগজ খুব শীতনিবারক। তাই তাহারা কাগজের পরিচ্ছদের পক্ষপাতী।

বাণিজ্য সংবাদ।

মহীশূর গবর্ণমেণ্ট চন্দন কাঠের ব্যবসা নিজের হস্তে রাখিয়াছেন। এই ব্যবসা যে কিরূপ লাভজনক, বিগত ১৯১১—১২ খ্রীষ্টাব্দের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টই উপলব্ধি হইবে। এই এক বৎসরে মহীশূর হইতে ১২,৫৪,১৫৫ টাকার কাষ্ঠ বিক্রয় হইয়াছিল। প্রতিমণ চন্দন প্রায় ২০ টাকায় বিক্রয় হইয়াছিল, ইহার পূর্ব্ব বৎসর উহার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল। কাষ্ঠের মূল্য ও বিক্রীত কাষ্ঠের পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

নানা গুজব।—গুজব উঠিয়াছে, বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের কর্ম্মাবসানের পর সম্রাট বংশধর কেহ ভারতের ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি কর্ম্মগ্রহণ করিবেন। আর কোন রাজনীতি-কুশল অভিজ্ঞ ব্যক্তি ভারতের গবর্ণর জেনেরেল হইবেন। এখনকার মত এই দুই পদ আর এক ব্যক্তিতেই ন্যস্ত থাকিবে না। রাজপ্রতিনিধি দিল্লী সহরেই অবস্থান করিবেন; আর গবর্ণর জেনেরল শীতকালে কলিকাতায় এবং অন্য সময় মধ্যপ্রদেশ বা অন্য কোন শৈল-নিবাসে অবস্থিতি করিবেন। গবর্ণর জেনেরল যখন কলিকাতায় থাকিবেন, তখন বঙ্গের গবর্ণর থাকিবেন ঢাকায়।—গুজব, রাজপ্রতিনিধিরপদ কোন সম্রাট বংশধর গ্রহণ করিবেন, আর তিনি দিল্লী সহরেই অবস্থান করিবেন বলিয়াই দিল্লী সহরে নূতন রাজধানী নির্ম্মিত হইতেছে। দেখা যাউক, কার্য্যতঃ কতদূর কিরূপ হইয়া উঠে।

নববর্ষ।

সুস্বাগতঃ নববর্ষ! সহাস্য বয়ান
দীপ্তিময়, মনোহর, মধুর উজ্জ্বল,
উদ্যম, উৎসাহ, প্রেম, সুখ, শান্তি সহ
কর্ম্মময় রূপে আজি এস মরলোকে।
ফিরে যাক ধরা হতে শোক, তাপ ক্লেশ,
অশান্তি, কলহ, দুঃখ, তব আগমনে।
ডুবুক অতীত স্মৃতি বিস্মৃতির জলে
মিশুক অতীত বর্ষ কালস্রোত-মাঝে॥
মঙ্গল কামনা হৃদে করিয়া ধারণ
গাহ নব আশা গীতি ধরণী মণ্ডল
রহুক মগন সদা মহাকর্ম্ম-মাঝে
রাখিয়া অনন্ত স্মৃতি অঙ্কিত তোমার।
আগচ্ছ! আগচ্ছ! বর্ষ করি আবাহন
দাঁড়ায়ে প্রকৃতি রাণী করিতে বরণ।

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলে লাভ।—"বেঙ্গলীতে প্রকাশ,—হুগলী শ্রীরামপুরের বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের-কলের কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকাশ করিয়াছেন, গত জানুয়ারী হইতে জুন পর্য্যন্ত এই ছয়মাসে ইহারা অংশীদারগণকে শতকরা পাঁচ টাকা হারে লাভ দিবেন। এই কলের কাপড়ের কাটতি দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে।" নিশ্চিতই আনন্দের কথা।

বিজ্ঞান-বার্ত্তা।

যাঁহারা বৈদ্যুতিক কারখানার কার্য্য করেন, অনেক সময়ে তাঁহাদিগের জীবন বিপন্ন হইয়া থাকে। যদি এমন দেখা যায়, হঠাৎ বৈদ্যুতিক প্রবাহে কোন লোকের দেহ অবশ হইয়া গিয়াছে, তবে তাহাকে মৃতজ্ঞানে অকস্মাৎ স্পর্শ করিও না, তাহা হইলে আরও বিপদ হইবে। এ অবস্থায় আহত ব্যক্তির গাত্রের কোট কিম্বা সেইরূপ কোন স্থূল পরিচ্ছদাগ্রভাগ ধরিয়া তাহাকে বৈদ্যুতিক তার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইও। গাত্রে কোন প্রকার পরিচ্ছদাদি না থাকিলে চেষ্টা করিয়া কোন স্থূল বস্ত্র সংগ্রহ করিবে; তার পর তাহারই সাহায্যে লোকটীকে প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। কাপড় সর্ব্বাবস্থায় সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক হওয়া প্রয়োজন। শুষ্ক ও স্থূল বস্ত্রের মধ্যদিয়া বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিচালিত হইতে পারে না। ডাক্তার মর্টন বলিয়াছেন, বৈদ্যুতিক প্রবাহে লোকের প্রকৃত মৃত্যু হয় না। কৃত্রিম প্রণালীতে শ্বাস প্রশ্বাসের উপায় করিতে পারিলে এরূপ লোককে জীবিত করা অসম্ভব নহে।

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃত্রিম রেশম প্রস্তুত-প্রণালী উদ্ভাবিত হইয়াছে। পাট ও গ্লিসিরিণ কিছুদিন এক সঙ্গে রাখিয়া দিলে উহা খামির ন্যায় একটী পদার্থে পরিণত হইবে। এই জিনিসটাকে জলের সহিত উত্তমরূপে ধৌত করিয়া সোডিয়াম পেরক্সাইড নামক রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে শুভ্র রেশমের আকারে পরিণত করা যায়। এইরূপ কৃত্রিম উপায়ে রেশম উৎপন্ন করিতে পারিলে উহা নিশ্চয়ই সুলভ হইবে। সঞ্জীঃ

স্বাস্থ্যবার্ত্তা।

ডাক্তার গোল্ডবেরী বলিয়াছেন, সর্ব্বদা জামা গায়ে দিয়া থাকা ভাল নয়। ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয়। খোলা গায়ে থাকা খুব ভাল। আমাদের মনে হয়, ডাক্তার গোল্ডবেরীর কথা যুক্তিযুক্ত। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শরীরকে অস্বাভাবিক নিয়মের অধীন করিলে উহাতে মঙ্গল হইতেপারে না।

বঙ্গের বিদ্যালয়সমূহে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের তৈলচিত্র বিনামূল্যে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে। এই তৈলচিত্র হইতে সম্রাটের মূর্ত্তি বালকদিগের হৃদয়ে অঙ্কিত হইবে।

বঙ্গের রেশম-শিল্প।

কৌষেয় শিল্পে বঙ্গ এক সময়ে অদ্বিতীয় ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রেশমের জন্যই বঙ্গে আসিয়া বসিয়াছিলেন। ঐ কোম্পানির রেশমকুঠীও চারিদিকে বসিয়াছিল। বঙ্গের ও ভারতের প্রথম গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস মুরশিদাবাদ কাসিমবাজারের কুঠীতে ছিলেন। রেশমের একচেটিয়া উপলক্ষে ইউরোপীয় কর্ম্মচারীদিগকে এদেশের লোকের সহিত অনেক বিবাদ বিসংবাদ করিতে হইয়াছিল; বাঁকুড়া, বীরভূম, প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধের ন্যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে হইয়াছিল। বঙ্গের রেশম তখন ইউরোপের বাজারে অদ্বিতীয় বলিয়া আদৃত হইত। এখন কৌষেয় শিল্পে ইউরোপের ইটালি ফ্রান্স এসিয়া জাপান প্রধান হইয়াছে। চীনা-সহরে আদি শিল্পী চীন এখন পূর্ব্ববৎ প্রাধান্যে বঞ্চিত। কিন্তু বঙ্গের মত হীনতা, চীনেরও হয় নাই। গবর্ণমেণ্ট বঙ্গের কৌষেয় শিল্পে উৎসাহ দিতেছেন, অর্থে সামর্থ্যে সাহায্য করিতেছেন। মুরশিদাবাদ, মেদিনীপুর, রাজসাহী প্রভৃতি জেলায় কৌষেয় কার্য্যের উৎপাদন পক্ষে উন্নতি সাধনের চেষ্টা হইতেছে, কৌষেয় শিল্পেরও উন্নতি চেষ্টা হইতেছে। কৌষেয় শিল্পের শিক্ষালয়ও দুই

একটী হইয়াছে। রাজসাহী ও মুরশিদাবাদের ন্যায় মেদিনীপুরের সবউ অঞ্চলে কৌষেয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। কীট-পোষণ সর্ব্বত্রই একটী মুখ্যকার্য্য বলিয়া পরিচিত হইতেছে। বীজের দোষেই রেশম-শিল্পের অবনতি হইয়া থাকে। কৌষের কীটকে নানারোগে রুগ্ন হইতে হয়; রুগ্ন কীট পুষ্ট রেশম দেয় না; রোগদুষ্ট কীটের রেশমও দুষ্ট হয়। কীটোন্নতির জন্যই বঙ্গের কৌষেয় শিল্প দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট অন্যান্য দিকে উদাসীন না হইয়াও, বীজদোষনিবারণের এবং সুকীটপোষণে অধিক মনোযোগী হইয়াছেন! সরকারী কীটশালায় সুকীটবীজ উৎপাদিত, ও পোষিত হইয়া, চারিদিকে বিতরিত হইতেছে। অনেক কৌষেয় কৃষক এখন সুকীট পাইয়া, কৌষেয় শিল্পের উন্নতি করিতেছে। উত্তর বঙ্গের মালদহ ও রাজসাহীর ন্যায় বগুড়াও এক সময়ে রেশমে শ্রেষ্ঠ ছিল, সেই বগুড়ায় আবার রেশমশিল্পের উন্নতি দেখিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট উৎসুক হইয়াছেন। কীটোৎপাদন ও কীট-পোষণের জন্য বগুড়ায় উন্নত ব্যবস্থা হইতেছে। বীজক্ষেত্রের জন্য ১৬ বিঘা জমি লওয়া হইতেছে, ঐ ক্ষেত্রের তুঁতপাতায় কৌষেয় কীটানীরা পোষিত হইয়া ডিম্ব প্রসব করিবে, উৎকৃষ্ট পত্রে পোষিত কীটানীরা উৎকৃষ্ট ডিম্ব দিবে, উৎকৃষ্ট ডিম্বের উৎকৃষ্ট কীট আবির্ভূত হইয়া, উৎকৃষ্ট পত্রচর্ব্বণে পোষিত হইবে; শেষে সকলেই উৎকৃষ্ট রেশম প্রদান করিবে। পরন্তু ঐ কীটশালার উৎকৃষ্ট কীট বিতরিত হইয়া, কৌষেয় কৃষকদিগের সাহায্য করিবে। বঙ্গে কৌষেয় শিল্পের পুনরুন্নতি দেখিলে, গবর্ণমেণ্ট তুষ্ট হইবেন; আমরাও একান্ত আনন্দিত হইব। দৈঃ চঃ।

Agricultural Notes.
কৃষিকথা।

উচ্চশ্রেণীর কৃষিপদ্ধতি চালাইবার জন্য আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় অনেকে জাপান ও বিলাত যান, কিন্তু ভারতে উন্নত প্রণালীর কৃষিপদ্ধতি চালাইবার মূলে যে কি মজা আছে, সেটা কেহ চিন্তা করিয়া দেখেন না। সে বিষয়টা না ভাবিলে উন্নত প্রণালী ত দূরের কথা যে পদ্ধতি আমরা এখন জানি, তাহাই অচল হইয়া দাঁড়ায়। এদেশের প্রধান শস্য ধান্য। অবশ্য যে দেশ বর্ষায় জল প্লাবিত হয়, সে দেশের লোকে এসকল কথা বুঝিবে না, কিন্তু যে সকল স্থানে নদী নালা নাই, ক্যানেল নাই, সে সকল স্থানে জলকষ্টেই শস্য মরিয়া যায়। এদেশের কৃষকেরা যাহা জানে, তাহাতেও কাজ চলিতে পারে, কিন্তু আকাশের জলের প্রত্যাশায় উন্নত এবং অবনত সকল প্রকার কৃষির অবস্থাই সমান হইয়া দাঁড়ায়। কৃষির উন্নত প্রণালী প্রচলনের প্রয়াস অবশ্য দেখিতে শুনিতে বেশ বটে, কিন্তু জলকষ্ট নিবারণের চেষ্টা আগে না হইলে সকল চেষ্টাই বিফল হয়। যে দেশের কৃষির অনুকরণে আমাদের দেশের কৃষির অবস্থা ফিরাইতে চাহিতেছি, সে দেশের জমির অবস্থা অন্যরূপ, এক চকে—এক মাঠে এক জনের প্রচুর জমী থাকে। তাহারা কলের লাঙ্গলে চাস করে, তাহাদের সমস্ত ক্ষেত্র জলকষ্ট নিবারণের জন্য চারি ধারে পরিখাবেষ্টিত, জলের জন্য ভাবিতে হয় না। এদেশে বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, হুগলী এবং অনেক জেলার অনেক স্থানে জমী শুষ্ক, আদৌ সরস নহে। সে সকল স্থানে ক্যানেলাদি না হইলে শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন করিলে যে কি হইবে, তাহা ত আমরা বুঝিয়াই উঠিতে পারিতেছি না। সুতরাং এইরূপ দেশে কৃষিসম্বন্ধে যে সকল গবেষণা কৃষিবিষয়কপত্রিকাদিতে বাহির হইতেছে, তাহা কেবল বৃথা বাগাড়ম্বরে পরিণত হইয়া যায় মাত্র। এদেশের জলকষ্ট নিবারণের উপায় অগ্রে করিতে হইবে, পরে অন্য কথা। যে সকল স্থান সরস, কোন নদীর তীরভূমি, সে সকল স্থানের কৃষির অবস্থা ভাল করিতে বড় প্রয়াস পাইতে হয় না, সেদিন আমাদের মাননীয় গবর্ণর মহোদয় স্পষ্টই এই কথা বলিয়াছেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় মাত্রেই বুঝিতে পারেন যে, জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্ট যখন তখনই সাহায্য করিয়া উঠিতে পারেন না অর্থাৎ সেরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্টের তহবিলের অবস্থা বুঝিয়া করা না করা সম্ভব হইতে পারে।

দেশের লোককে নিজেও কিছু করিতে হয়, বাঙ্গালার অনেক বড় জমিদার, অনেক রাজা আছেন, তাঁহারা একত্রিত হইয়া যৌথ উপায়ে টাকা তুলিয়া ক্যানেলাদি করিলে তবে যদি কখন এই জলকষ্ট নিবারিত হয়। যদি তাহাও অসম্ভবত হয়, তবে মাঠের পুকুরগুলির জীর্ণ সংস্কার করিয়া তাহাতে জলরক্ষা করিতে পারিলে কথঞ্চিৎ হিতসাধন হইতে পারে। তবে দেশে ক্যানেলের প্রাচুর্য্য হইলে চাষের অবস্থা যে কতকটা উন্নত হয়, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ক্যানেল হইলে প্রজারা তাহার কর দেয়, নানাবিধ ফসল জন্মিতে পারে, প্রজার কর দিতেও কষ্ট বোধ হয় না। উন্নত প্রণালীর চাষের কথা তুলিলে আমরা আশ্চর্য্য হই যে, কেমন করিয়া জলাভাবে কৃষির অবস্থা উন্নত করা যাইতে পারে।

এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় যাঁহারা এদেশের কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে কোন অনুসন্ধান করেন না, তাঁহারা অবশ্য বিলাত, জাপান ও আমেরিকার কৃষিক্ষেত্র মনে করিয়াই বোধ হয় এইরূপ গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েন। কিন্তু এদেশের অতি অল্পলোকেরই এক মাঠে ২।৪ বিঘা জমি থাকে, এমাঠে একবিঘা, ১ ক্রোশ দূরে অন্য বিঘা—এরূপ স্থলে কি বিলাতে চাষের পদ্ধতি চালান সম্ভব?

২য় অসুবিধা, মাঠের মধ্যে কেহ আপনার জমিটুকু বেড়া দিয়া আটক করিতে সক্ষম হয় না। মাঠের সমস্ত লোক একই প্রকার চাষ করিতে না পারিলে তাহার ফসল রক্ষা করা দায় হয়। এতগুলি কথা ভাবিতে হইবে ত?

শুষ্ক কাগজে কলমে লিখিলে কি হইবে? পরামর্শ ত দেন অনেকে, কিন্তু সকল পরামর্শ মত কাজ হয় কৈ? এ ত আর সখের চাষ নয় যে দু-বালতি জল দিলেই চলিবে? ভারতের চাষ বড় কঠিন, জলাভাবই চাষের প্রধান গলদ্।

সাহিত্য সংবাদ ও সংক্ষিপ্ত সমালোচনা

পূজা—১ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩১৯ অগ্রহায়ণ। ১৩৪ নং বহুবাজার হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। আলোচ্য সংখ্যায় "জাতীয়তা বা ন্যাশনালিটী" প্রবন্ধটী চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। "নির্ব্বাসনে কীর্ত্তন" পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অশ্বিনী কুমার দত্ত মহাশয়ের নির্ব্বাসন কালে লিখিত ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত, ভাবময় এবং হৃদয়স্পর্শী, আত্মদর্শন ক্রমশঃ প্রকাশিত প্রবন্ধ, "অনুচিকীর্ষা" গবেষণাপূর্ণ। শ্রীযুক্ত কুমুদকান্ত বসু মহাশয় "বেদ কি অপৌরুষেয়, প্রবন্ধ লিখিতেছেন—বেশ্। শ্রীমতী গিরিন্দ্রমোহিনী দাসীর "শ্যামার প্রতি রাধিকা, সুমধুর কবিতা, এতদ্ভিন্ন অপরাপর প্রবন্ধ গুলিও বেশ্। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। পূজার "রুচি, প্রবন্ধটী পাঠকগণকে স্থানান্তরে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। আমরা সর্ব্বান্তকরণে সহযোগীর দীর্ঘ জীবন কামনা করি।

বঙ্গদর্শন। (নব পর্য্যায়) দ্বাদশ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা। প্রবন্ধ পারিপাট্যে বঙ্গদর্শন উচ্চ শ্রেণীর মাসিক পত্র। সমস্ত প্রবন্ধেই গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ মাসিক পত্রিকাই সুখপাঠ্য বলিয়া মনে হয়। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ৩।৵০ আনা, ২০ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট মজুমদার লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত।

সাহিত্য সংবাদ—দ্বিতীয় বর্ষ; ৩য় সংখ্যা—হাবড়া, পৃথিবীর ইতিহাস কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। আলোচ্য সংখ্যায় নাস্তিকের ঈশ্বর ভক্তি, সুন্দর, ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস,। "ব্রহ্ম দেশের ইতিবৃত্তে" বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। তারাদেবী ক্ষুদ্র গল্প। গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ, কুরু ভারত, পৌরাণিক ভূগোল, অতি গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের উপদেশ মত যখন "সাহিত্য সংবাদ" পরিচালিত হয়, তখন "সাহিত্য সংবাদের" গৌরব বৃদ্ধি হইবারই কথা। সাহিত্য সংবাদে অনেক জানিবার ও শিখিবার বিষয়ই থাকে। বেশ কাগজ।

ব্যবসায়ী, ১ম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা। এ সংখ্যার "ঢাকাই মসলিন" প্রবন্ধটীই উল্লেখযোগ্য। এরূপ কাগজে ব্যবসায় সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য প্রবন্ধের প্রাচুর্য্য না দেখিলে সুখ হয় না। উদ্দেশ্য ঠিক রাখিলে ব্যবসায়ী ক্রমে সুখপাঠ্য হইতে পারে। আমরা ব্যবসায়ীর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কলেরা চিকিৎসা।

ডাক্তার শ্রীধীরেন্দ্রনাথ হালদার প্রণীত, জেলা নদীয়া আন্দুলবেড়িয়ার মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে প্রকাশিত। "কলেরা চিকিৎসা"র প্রথম সংস্করণেই আমরা ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলাম। দ্বিতীয় সংস্করণে পুস্তকখানিতে বহু আধুনিক নতন বিষয় সংযোজিত হইয়া এবং সুন্দর অ্যান্টিক কাগজে রোগের উপসর্গ এবং চিকিৎসার নামগুলি বড় বড় অক্ষরে দেওয়ায় পুস্তক খানি আরও সুন্দর হইয়াছে। ডাঃ ধীরেন্দ্র বাবু সুচিকিৎসক, "চিকিৎসা প্রকাশ" নামক চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্রের সুযোগ্য সম্পাদক, "কলেরা চিকিৎসা" তাঁহার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ। আমরা প্রত্যেক গৃহস্থকে এবং পল্লীগ্রামের প্রত্যেক চিকিৎসককে এক একখানি রাখিতে অনুরোধ করিতেছি। বিষয়গুলি অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সন্নিবেশিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। পুস্তকের কলেবর ও কাগজাদি মূল্যবান দেওয়া স্বত্বেও মূল্য সেই ।০ আনাই রাখা হইয়াছে, ইহা আরও প্রশংসার কথা।

ঠাকুর মা।

শ্রীমন্মথ নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, এবং "শিল্প ও সাহিত্য" বিভাগ হইতে শ্রীযুক্ত শ্যামলাল চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত, মূল্য ॥০ আনা মাত্র। এখানি ঠাকুরমা এবং নাতনী বিমলার কথোপকথনচ্ছলে নরনারীর বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ একখানি উৎকৃষ্ট হিন্দুস্ত্রীপাঠ্য পুস্তক। বালিকা বয়স হইতে প্রগৃতি অবস্থা পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকের যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুর মার উপদেশে তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই। সংসারে আমরা পদে পদে আধুনিক বিলাসিনী মহিলাগণের সর্ব্ববিষয়ে অনভিজ্ঞতার জন্য অনেক সময় বিব্রত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িতে বাধ্য হই, "ঠাকুরমা" আমাদের আধুনিক মহিলাগণের পরিচালিকা স্বরূপা হইলে সংসারে যে শান্তি বিরাজ করিতে পারিবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে পারে। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। প্রত্যেক সংসারে "ঠাকুরমার" আদর হওয়া উচিত। শ্বশুরালয়ের কর্ত্তব্য, গর্ভাবস্থায় কর্ত্তব্য, শিশু পালনের কর্ত্তব্য, সামাজিক সমবেত মণ্ডলীর মধ্যে কর্ত্তব্য, সেকালের শিশু চিকিৎসার মুষ্টিযোগ, আদর্শ হিন্দুরমণীর যাহা কিছু জানিবার, শিখিবার, বলিবার, কহিবার, তাহা সমস্তই "ঠাকুর মা" অতি সরল কথোপকথনচ্ছলে শিক্ষা দিয়াছেন। "ঠাকুর মা" অত্যাবশ্যকীয় উচ্চ শ্রেণীর স্ত্রীপাঠ্য মধ্যে গণ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

তোষিণী—বালক বালিকার উপযুক্ত মাসিক পত্রিকা, ঢাকা হইতে প্রকাশিত। তোষিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিতে পারিয়াছেন। সুন্দর সুন্দর বহু চিত্র দিয়া

বালক বালিকাগণের শিক্ষার অনেক প্রবন্ধই তোষিণীতে স্থান পাইয়াছে। ভাষা আরও প্রাঞ্জল হইলে ভাল হয়। বহুকাল পূর্ব্বে "সখা ও সাথী" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হইয়া কিছুদিন পরে বন্ধ হইয়া যায়। হতভাগ্য দেশে গ্রাহক ও পাঠকের সহানুভূতি এবং উৎসাহ দানের অভাবে কোন কাজেরই স্থায়িত্ব হয় না। বিলাতের ছেলে মেয়েদের জন্য অসংখ্য কাগজ, কিন্তু এদেশে একখানি কাগজ চালানই ভার। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তোষিণীর দীর্ঘজীবন কামনা করি!

চিত্র—কলিকাতা ৭নং ওলড্ কোর্ট হাউস ষ্ট্রীটস্থ প্রসিদ্ধ জুয়েলার শ্রীযুক্ত বিনোদ বিহারী দত্ত মহাশয় আমাদিগকে একখানি সুন্দর সুরঞ্জিত বিলাতি চিত্র উপহার দিয়াছেন। ইহাদের দোকানে সোণার ও জড়োয়ার সুন্দর সুন্দর অলঙ্কার, ঘড়ি, চেন, মূল্যবান আংটী বিক্রয় হয়, ইহাঁরাই গিনি সোণার উপর মিনের কাজ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন এবং এলাহাবাদ শিল্প প্রদর্শনীতে সুবর্ণ-পদক পাইয়াছিলেন। আমরা "কাজের লোকে" তাহা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ভদ্রতা এবং স্থায় নিষ্ঠতার জন্য বহু কালের প্রতিষ্ঠা আছে, নূতন করিয়া বলিবার কিছু নাই।

জাতীয় মঙ্গল—শ্রীযুক্ত মহম্মদ মোজাম্মেল হক প্রণীত, দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ।৵০ বাঁধান ॥৵০। জাতীয় মঙ্গলের প্রত্যেক কবিতাই সরল এবং সরস, যদিও মুসলমান সমাজের নিষ্কর্ম্মণ্যতা দূরীকরণোদ্দেশে প্রায় সমস্ত কবিতাই লিখিত হইয়াছে, তথাপি ইহা সকল সমাজেরই অবশ্য পাঠ্য, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। জাতীয় মঙ্গলের কবিতা দেখুন :—

"কর্ম্মের যুগে তুমিই একা
প্রেম-গীতি আর গেয়োনা ;
অমন করে দ্বারে দ্বারে
"দাও" বলে হাত পেতো না।

হায়, হায়, কবে এদেশের লোকে আত্ম নির্ভরতা শিখিয়া প্রকৃত কর্ম্মী হইবে জানি না। কবিতাগুলির পড়িয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান যুবকের এমন মধুর বাঙ্গালা কবিতা-রচনার ক্ষমতা নিশ্চয়ই প্রশংসার যোগ্য। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ ভাল; ৫৬ নং রয়েড্ ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

লর্ড কারমাইকেল এবং তাঁহার উদারতা।

আমরা বড় সৌভাগ্যবলেই এরূপ শাসন কর্ত্তা পাইয়াছি। প্রজার অকালমৃত্যুতে ব্যথিত হইয়া পল্লী স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তাহা গতবারে আমরা দেখাইয়াছি, আজ তাঁহার আরও কয়েকটী উদারতার পরিচয় দিব। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর স্বচক্ষে পল্লীচিত্র দেখিতে মানস করিয়াছেন। একদিন হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সারদা বাবু অবশ্য তাঁহার সহিত ইংরাজীতে কথা কহিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলেন, "দেখুন, সারদা বাবু! আপনারা ইংরাজিতে কথা কহিয়া থাকেন, ইহাতে আমি দুঃখিত।" সারদা বাবু এই কথা শুনিয়া যেন কিছু অপ্রতিভ ভাবে বলেন,—"কেন?" ইহাতে লর্ড কারমাইকেল বলেন, —"আমার বাঙ্গলা শিখিতে এবং বাঙ্গালা কহিতে বড় সাধ। আপনারা যদি সকলে ইংরাজিতে কথা কহেন, তাহা হইলে আমার বাঙ্গালা বলিবার পক্ষে সুযোগ কিসে হইবে?" এই কথা শুনিয়া, সারদাবাবু অবশ্য আনন্দিত হইয়াছিলেন। এ প্রমাণ পাইয়া কে না আনন্দিত হইবে? এক দিন প্রয়াগের "পাইওনিয়র" বলিয়াছিলেন, এ দেশের শাসকবৃন্দের এদেশীয় ভাষা শিক্ষা করা অতি অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

সারদা বাবুর সহিত লাট বাহাদুরের পল্লীগ্রাম সম্বন্ধে অনেক অনেক কথাবার্ত্তাই হইয়াছিল। সারদা বাবু বলেন—"আপনি আমাদের পল্লিগ্রামগুলি স্বচক্ষে দেখুন"। লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর বলেন—"আমার তাই ত সাধ। চলুন, একদিন আপনার সহিত আপনাদের গ্রাম দেখিয়া আসি।" ইহাতে সারদা বাবু বলেন—"আমাদের গ্রামে যাইলে তত সুবিধা হইবে না; কেন না আমাদের চেষ্টায় আমাদের গ্রামের অবস্থা যেরূপ একটু উন্নত হইয়াছে, তাহাতে আপনার খাঁটি পল্লীগ্রামের ধারণা পড়িবার সুবিধা হইবে না।" লাট বাহাদুর বলেন—"ভাল! অতঃপর একদিন আপনার সহিত পল্লীগ্রাম দেখিবার ব্যবস্থা করিব।"

এরূপ সহানুভূতিসূচক শাসক বাঙ্গালার ভাগ্যে এই নূতন। এরূপ মহত্ত্ব আমরা যেন আর কখনও দেখি নাই। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া দীনের দুঃখ মোচনে নিয়োজিত রাখুন। দীন পরিত্যক্ত উপেক্ষিত পল্লিবাসীর মুখের পানে তাকায়, এমন লোক এদেশে বিরল। তাহারা পঙ্কিলক্লেদপূর্ণ জল পান করিয়া কঠোর সংক্রামক পীড়ার হাতে নিঃশব্দে আত্মসমর্পন করে, কেহ দেখেও না, জানিতেও পারে না! হে মহান্! তাহাদের কিছু উপায় করিলে বাস্তবিকই তুমি নররূপী দেবতা—দীনের দুঃখ মোচনার্থে বাঙ্গালার সৌভাগ্য ক্রমে ত্রাণকর্ত্তা রূপে বঙ্গসিংহাসনে উপবেশন করিয়াছ।

পেটেণ্ট ঔষধ।—আমেরিকা নিউইয়র্ক সহরের বিখ্যাত দুইশত পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতার নামে গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট জারি হইয়াছে। অভিযোগ,—জাল ঔষধে লোক ঠকান। অনেক নামজাদা বড় বড় পেটেণ্ট ঔষধ বিক্রেতাও ওয়ারেণ্টের আমলভুক্ত হইয়াছেন। নিউইয়র্ক সহরে হুলস্থূল ব্যাপার পড়িয়াছে।

গার্হস্থ্যবিজ্ঞান।

Science.
Perspiration.

ঘর্ম্ম।

শিষ্য— আচ্ছা গুরুদেব, মানুষের ঘর্ম্ম হয় কেন?

গুরু। পরিশ্রম এবং উত্তাপদ্বারায় ঘর্ম্ম হয়। মানুষের চর্ম্মের উপরিভাগে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কূপ আছে, এইগুলিকে লোম কূপ বলে। এই লোম কূপ গুলি বৃথা নাই, শরীরের মধ্যস্থ রক্তে জলের প্রয়োজন আছে, এই লোম কূপ দ্বারা রক্তে জল মিশ্রিত হয়। এবং শরীরের চর্ম্মের উপরিভাগকে শীতল এবং আর্দ্র করিয়া থাকে। উত্তাপ ও পরিশ্রমে শরীরের মধ্যে এক উত্তাপ হইতে থাকে, তাহা বাহিরের শীতল বায়ু সংস্পর্শে জলীয় পদার্থে পরিণত হয়, তাহাকেই আমরা ঘর্ম্ম বলিয়া থাকি। এই ঘর্ম্মের সহিত শরীরের অনেক অনেক অনাবশ্যকীয় পদার্থ ও বাহির হইয়া যায়।

শিষ্য। কিন্তু পীড়ার সময় অতিরিক্ত ঘর্ম্ম ভয়াবহ হয় কেন?

গুরু। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে রক্তের জলীয় অংশ বাহির হইয়া যাইলে রক্ত গাঢ় হইয়া যায় এবং রক্তের গতি মৃদু হইয়া অথবা নিশ্চল হইয়া হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগীর মৃত্যু হইতে পারে।

শিষ্য। অকস্মাৎ ঘর্ম্ম বন্ধ হইলে পীড়া হয় কেন?

গুরু। অকস্মাৎ উত্তপ্ত শরীরে শীতল বায়ু লাগিলে চর্ম্মের উপরস্থ পূর্ব্বোক্ত লোম কূপ গুলির ক্রিয়া বিকার উপস্থিত হয়, সুতরাং স্রাবন ক্রিয়ারও ব্যাঘাত হওয়া পড়ে, ভিতরের জলীয় অংশ বাহির হইতে না পারিয়া ফুসফুস প্রভৃতি স্থানে জল সঞ্চয় হওয়া কাশী, সর্দ্দি, এমন কি সাংঘাতিক পীড়া মুহুর্মুহু উৎপন্ন হওয়া থাকে।

"Because the effect of cold arrests the action of the vessels *of skin* and suddenly throws upon the internal organs the excretory labour *which* skin should have sustained.

শিষ্য। গুরুদেব, গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিলে লোকের ফুসফুসের প্রদাহ বা বেদনা হয়, বুকে বা শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইলে লোকে বলে, ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়াছে, গাত্রে ঠাণ্ডা লাগিলে ফুসফুসে বেদনা হইবে কেন, বুঝিতে পারি না।

গুরু। যেহেতুক শরীরের মধ্যে প্রধানতঃ দুইটী জিনিস দ্বারাই শরীরের জলীয় অংশ নিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। ফুসফুস এবং চর্ম্ম দ্বারাই স্রাবন ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাহিরের শীতল বায়ু সংস্পর্শে যখন স্রাবন ক্রিয়ার প্রতিরোধ হয়, তখন গাত্রেও বেদনা হয়, এবং ফুসফুসেও বেদনা হয়। কারণ পূর্ব্বে যে বলিয়াছি, চর্ম্মের যেমন pore বা ছিদ্র বা লোম কূপ আছে, ফুসফুসেও সেইরূপ ছিদ্র আছে, শীতল বায়ু দ্বারা সেই সকল ছিদ্র গুলির জলীয় অংশ নিকাশের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। সুতরাং সেই জলীয়াংশ ফুসফুসের ভিতরেই থাকিয়া প্রদাহ উৎপন্ন করে।

শিষ্য। কেন তাহাতে বেদনা উৎপন্ন হইবার কারণ কি।

গুরু। চর্ম্মের দ্বারা স্রাবণ পথ অবরুদ্ধ হইলে ফুসফুসকে একা সেই স্রাবণ ক্রিয়া চালাইতে হয়, যে কার্য্য দুইজনে হইত, এক জনে তাহা করিতে যাইলে over worked হইয়া পড়ে সুতরাং প্রদাহ তাহার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম।

শিষ্য। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকায় শরীরের কি উপকার হয়।

গুরু। স্বাস্থ্য ভাল থাকে। প্রতি মুহূর্ত্তেই অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবর্জ্জনা চর্ম্মের উপরে লাগিয়া ঐ স্রাবণ ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়, সুতরাং ঠাণ্ডা লাগিয়া যে সকল উপসর্গ হইতে পারে, অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধুলাদি দ্বারাও লোম কূপ বন্ধ হইয়া সেই সকল উপসর্গ এবং শারীরিক যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার উপস্থিত হইতে পারে। পরমেশ্বর শরীরের যন্ত্রগুলিকে এমন স্বাভাবিক শক্তি দিয়াছেন যে, প্রত্যেক যন্ত্র নিজে নিজের ময়লা পরিস্কার করে এবং সেই সকল ময়লা লোমকূপ ও ফুস ফুস প্রভৃতি দ্বার বাহির হইয়া যায়। ধুলাদি দ্বারা পথ অবরুদ্ধ হইলে, সে সকল আবর্জ্জনা শরীরের মধ্যেই থাকিয়া শরীরের সমস্ত যন্ত্রকে ময়লা যুক্ত করিলে আর কল চলিবে কেন? সেইজন্য বাহ্যচর্ম্ম পরিস্কার থাকিলে ভিতরের ময়লা আপনা হইতে বাহির হইতে পাইবে। বুঝিয়াছ?

শিষ্য। এখন বুঝিয়াছি, কিন্তু পরিশ্রম দ্বারা কেমন করিয়া স্বাস্থ্যোন্নতি হয়, সেই রহস্যটী বুঝাইতে হইবে।

গুরু। যে হেতুক শরীরের যে সকল যন্ত্রে জীবনী শক্তি রক্ষিত হয়, পরিশ্রম দ্বারা সেই সকল যন্ত্রের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়—"Exercise assists all the functions upon which life depends.

শিষ্য। কেমন করিয়া তাহাত ভাল বুঝাইলেন না।

গুরু। বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি একথা বুঝিতে পারত যে, পরিশ্রম করিলে রক্তের গতি বৃদ্ধি হয়? সেই রক্ত শ্রমদ্বারা শরীরের সর্ব্বস্থানে যাইয়া শরীরের প্রত্যেক অংশে বণ্টিত হইয়া যন্ত্র গুলিকে বলবান করে। অস্থি শক্ত হয়, পেশি দৃঢ় হয়, শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, মস্তিষ্কে বলাধান হয়, পাকস্থলীর ক্রিয়া বর্দ্ধিত হয়, তখন শরীরের জড়তা বিনষ্ট হইয়া স্বাস্থ্যের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। শ্বাস প্রশ্বাস বর্দ্ধিত হইলে আমরা অক্সিজেন বায়ু ভিতরে অধিক লইতে পারি, এবং কার্ব্বন গ্যাস ও সেই পরিমাণ পরিত্যাগ করি. এই সকল কারণে শরীরের অবস্থা ভালই হইয়া থাকে। আরও ভাবিয়া দেখ, পরিশ্রমে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া শরীরের আবর্জ্জনা নিকাশ হইবার পথ পরিস্কৃত হইয়া শরীরের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া তুলে।

যাহারা অলস, তাহারা অসুস্থ হইবেই, কারণ শারিরিক যন্ত্র সমূহ নিষ্কর্ম্ম হইয়া বসিয়া থাকিলে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠে এবং নানা ব্যাধির আকর হইয়া দাঁড়ায়। তাহাদের অধ্যবসায়, চিন্তাশক্তি নষ্ট হয়, কারণ মস্তিষ্কের শক্তি হ্রাস হইয়া পড়ে। শ্রম ব্যতিত জীব শরীর রক্ষা হইতেই পারেনা। নিয়মিত পরিশ্রম ও বিশ্রাম সেই জন্য দীর্ঘজীবন লাভের অতি আবশ্যকীয় উপকরণ। শ্রমে বিমুখ হইও না।

শিষ্য। আপনার উপদেশে ধন্য হইলাম।

গুরু। আমি তোমাকে বিষয়টা মোটামুটি বুঝাইলাম মাত্র, মানুষ যদি শরীর-যন্ত্রের বিধান সমূহ বুঝিতে চেষ্টা করে, তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইয়া যায়। সময় সময় আমি তোমাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

শিষ্য। জীবের প্রতি ভগবানের কি অপার করুণা!

গুরু। নিশ্চয়ই।

বঙ্গের স্বাস্থ্য সমিতি।

গবর্ণমেণ্ট সৎ ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ গ্রামে গ্রামে যাইয়া গ্রামবাসীগণ কেমন করিয়া সুস্থ থাকিতে পারে বলিয়া বেড়াইলে স্বাস্থ্যের অবস্থা উন্নত হইবে না, বৃথা অর্থব্যয় এবং পণ্ডশ্রম হইয়া হয়ত শেষে বিষয়টা চাপাই পড়িয়া যাইবে। সেই জন্য আমাদের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। পল্লীবাসীগণ বড় সংকীর্ণ মনা, স্বার্থপর। আমার বাড়ীর পার্শ্বে পচা সারডোবা আছে, আগাছা, বাঁশবন আছে, সরল উপদেশে যে কেহ সহসাই তাহা কাটিতে যাইবে, বা পচা সারডোবা বা পুকুর বুজাইয়া সাধারণের স্বাস্থ্যের দিকে তাকাইবে, বিধাতা সে সুবুদ্ধিটা আমাদের ঘটে দেন নাই। আমাকে বাধ্য না করিলে আমি তাহা করিব না, এইরূপই পল্লীগ্রামের নীতি ও রীতি। সুতরাং পল্লী স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে বাধ্যতামূলক নিয়মের আবশ্যক হইবে। গ্রাম্য পুষ্করণী, গ্রাম্য পয়ঃ প্রণালী এবং গ্রাম্য রাস্তা গুলির সংস্কার এই গুলিই গ্রাম্য স্বাস্থ্যোন্নতির প্রধান উপকরণ। এই কার্য্যগুলি গ্রামের কাহারও দ্বারা সম্ভবে না, তাহা পুর্ব্বেইত বলিয়াছি, লোকের চক্ষু লজ্জা, বিবাদ বিসম্বাদের ভয় প্রভৃতি এইরূপ কার্য্যের বিশেষ অন্তরায়।

এই সকল কার্য্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিত কখনই সম্ভব নহে। সেইজন্য বাধ্যতামূলক কিছু হওয়া আবশ্যক আছে। অবশ্য তাহাতে যে সাধারণকে অল্পবিস্তর ক্ষতিগ্রস্ত না হইতে হইবে, এমন নহে, তবে নানা প্রকার ব্যাধির হস্তে সবংশে নির্ব্বংশ হওয়ার অপেক্ষা ক্রমে তাহা হিতকর বলিয়াই বোধ হইবে। ধরুন, গ্রামের জমীদার বা তালুকদারের পুকুর, ডোবা, গাছ পালা কোন প্রজার বাটীর নিকট আছে, গ্রামে কাহারও এমন সাহস হইবে না যে, প্রবলের বিপক্ষে বা তাহার স্বার্থহানিকর কোন কথা বলিতে পারে, যদি সে তাহা করিতে চায়, তাহা হইলে নানা প্রকারে তাহাকে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করিতে হইবে। এমন কি, গ্রামে তাহার বসবাসই কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য এরূপ কার্য্যে গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ না করিলে কোন সুফলই হইবে না। এইরূপ অবস্থায় গ্রামের লোকের হাতে গ্রামের উন্নতির ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে কোন কার্য্যই সুসম্পন্ন হইবে না। যদি তাহা হইবার হইত, তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ তাহা এতকাল নিজেই করিতে পারিত, গবর্ণমেণ্টকে মনোযোগ দিতে হইত না।

ম্যালেরিয়া এবং অপরাপর সংক্রামক পীড়া সমূহের প্রধান কারণ, দূষিত পানীয় জল এবং দূষিত পয়ঃপ্রণালী। রাস্তার দুইধারে জল আটক হইয়া নানা প্রকার দূষিত পদার্থ পচিয়াই মসকাদি জন্মে ও বায়ু দূষিত হয়। কাজেই সংক্রামক পীড়ার প্রাদুর্ভাব তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল। এই সকলের প্রতিবিধান করিতে হইলে পানীয় জল এবং গ্রাম্য পয়ঃ প্রণালীর সংস্কার প্রথমেই না করিলে কোন সুফলই হইবে না।

লোকাল বোর্ডের টাকার সদ্ব্যবহার প্রার্থনীয়। ভোট ভিক্ষা করিয়া সাধারণের প্রতিনিধি মেম্বরগণ বাস্তবিক কোন গ্রামের কিছু করেন কি নিজেদের গ্রাম্য রাস্তার সংস্কার করেন, তাহা উচ্চ কর্ম্মচারীগণের বিশেষ দৃষ্টি রাখার আবশ্যক। বহুকাল রোড্‌সেসাদির সৃষ্টি হইয়াছে, তবে এতকাল প্রায় কোন গ্রামেরই রাস্তাঘাট সুচারু সংস্কার হইল না কেন, ইহার কারণ কি? এই গুঢ় রহস্যের প্রতি আমরা আমাদের সদাশয় গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, এবং যদি কোন রহস্য থাকে, তবে তাহার প্রতিবিধান করিলে তবে গ্রাম্য স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে পারে।

Homeopathic.

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী।

(লেখক—ডাঃ অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস, হড়া-ব্রাহ্মণপাড়া)

যাঁহারা পল্লীগ্রামে থাকিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন এবং পাড়া প্রতিবেশী ও দেশের গরিব লোকদিগকে ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ করেন, তাঁহারা যদি ব্যাক ডাইলিউশন আনাইয়া ঘরে ক্রম প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করেন, তাহাতে তাঁহাদের খরচও খুব কম পড়ে, এবং সদ্য প্রস্তুত হওয়াতে ওষুধের কাজও খুব ভাল হয়। ভাল জায়গা হইতে ওষুধ কিনিতে হইলে নিম্নক্রম ।০ চারি আনা, ১২ ক্রম হইতে ৩০ ক্রম পর্য্যন্ত ।৵০ আনা, তদূর্দ্ধে ৷৷০, ৸০, ১৲ ১৷০ টাকা পড়ে এবং ২০০ ক্রমের উপর আরও দর বেশী। কিন্তু ব্যাক ডাইলিউশন ভাল যায়গা হইতে আনাইয়া ঘরে ক্রম প্রস্তুত করিয়া লইলে ৴১০, ৶০, ৵০, আনার বেশী খরচ পড়ে না।

মনে করুন, ১ ড্রাম ৩x আপ ন ।০ চারি আনা দিয়া আনাইলেন, ঐ এক ড্রাম ৩x এর সহিত ৯ ড্রাম য়্যালকোহল মিশাইলে ১০ ডাম ৪x পাইলেন। ৯ ড্রাম য়্যালকোহলের দাম ৵১০ কি ৶০, তা হলেই ধরুন আপনি ৪x মোট ।৵১০ কি ।৶০ আনায় পাইলেন। ১০টী ১ ড্রাম শিশি কর্ক সহ ।/০ পাঁচ আনা। মোট খরচ হইল, ৷৵১০ কি ৸০। প্রতি ড্রামের দাম পড়িল, ৴২৷৷ বা কিছু বেশী ৴১৬ পর্য্যন্ত।

ঐ ১০ ড্রাম ৪x এর সহিত ৯০ ড্রাম য়্যালকোহল মিশাইলে ১০০ ড্রাম ৫x হইল, এখন ধরুন ১০ ড্রাম ৪x এর খরচ আপনার সর্ব্বশুদ্ধ ৸০ আনা পড়িয়াছে, আর ৯০ ড্রাম alchohal (১১ আউন্স ২ ড্রাম) এর দাম ১৷০ টাকা, আর ১০০টী শিশির (কর্ক সহ) দাম ৩৶০, টাকা, মোট ১০০টি ৫x এ খরচ পড়িল সর্ব্ব সমেত ৫।৶০।

ঐ ১০০ ডাম ৫xএর সহিত ৯০০ ভাগ alchohal মিশাইলে ১০০০ শিশি ৬x পাইবেন, মায় শিশি ১০০০ ড্রাম ৬x এর খরচ পড়িবে, মোট ৪৬।০ টাকা অর্থাৎ প্রতি ড্রাম প্রায় ১৫ পয়সা করিয়া পড়িল। তবেই দেখুন কত সুবিধা। ৩x এর কম হইতে করিতে হইলে ২।৩ রকম Spirit ব্যবহার হয়, তাহা না করিয়া ৩x এর পর হইতে করিবেন। প্রায় সকল ঔষধই absolute alchohal বা Rectified spirit যোগে হয়। সংক্ষেপ প্রস্তুত প্রণালী ৩x এর পর হইতে দেওয়া গেল। মাদার টিংচার হইতে সকল ঔষধ একই নিয়মে প্রস্তুত হয় না এবং সে বিষয় বলিতে গেলে আলাহিদা এক খানি ফার্ম্মাকোপিয়া হইয়া পড়ে।

সংক্ষেপ ক্রম প্রস্তুত প্রণালী।

১ ভাগ ৩x ঔষধ ও ৯ ভাগ absolute alchohal বা ৬০ ও, পী রেক্টিফায়েড স্পিরিট্ মিশাইলে ৪x হয়। যথা একটী ২ ড্রাম শিশিতে ৮১ ফোঁটা absolute alchohal বা ৬০ ও, পী, রেক্ট, স্পিরিট্ দিয়া তাহাতে ৯ ফোঁটা ৩x ওষুধ দিয়া শিশির কর্কটী বেশ করিয়া আঁটিয়া ডান হাতের বুড়া আঙ্গুলের দ্বারা কর্কের মাথা টিপিয়া বেশ করিয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া বাম হাতের তেলোর উপর জোরে ৬০ বার ঝাঁকাইলে ৪x হইবে, ঐ ৪x ১ ভাগ ও ৯ ভাগ রেক্টিফাইড স্পিরিট্ মিশাইয়া উপরিলিখিত নিয়ম অনুসারে ৬০ বার ঝাঁকাইলে ৫x; ঐ ৫xএর ১ভাগ ও ৯ ভাগ রেক্টিফাইড স্প্রিট মিশাইয়া উপরোক্ত নিয়মে ৬০ বার ঝাঁকাইলে ৬x হয়। এইরূপ নিয়মকে দশমিক পদ্ধতি বলে।

এইবার শততমিক ক্রমের কথা বলিব: একটী ২ ড্রাম শিশিতে ১১c ২৯c ৯৯c কিম্বা ১৯৯০ ক্রমের ১ ফোঁটা ওষুধ লইয়া তাহাতে ৯৯ ফোঁটা alchohal কিম্বা ৬০ ওঃ পী রেক্টিফায়েড্ মিশাইয়া উপরি লিখিত নিয়ম অনুসারে ৬০ বার ঝাঁকাইলে যথাক্রমে ১২,c ৩০c ১০০c কিম্বা ২০০c ক্রম প্রস্তুত হইবে। এ রকম করিয়া ব্যবহারে ঔষধের কাজও খুব ভাল পাওয়া যায়, ফলে ওষুধও টাটকা প্রস্তুত হইবে, এবং খরচ ও খুব কম পড়ে। ইহাতে বিতরণেরও সুবিধা হয়।

চুর্ণ ঔষুধ প্রস্তুত প্রণালী।

দশমিক ও শততমিক পদ্ধতিতে-প্রস্তুত প্রণালী।

১টী কাঁচের নিক্তির দুই ধারে সমান ওজনের দুই খানি শাদা কাগজ দিয়া নিক্তির এক দিকে ঐ কাগজের উপর ১টী গ্রেণ দিয়া এবং নিক্তির অপর দিকে ঐ কাগজের উপর ১x চুর্ণ ঔষধ দিয়া সমান ওজন করিয়া ঔষধটী খলে ঢালুন। তার পর নিক্তির দ্বারা ৯ গ্রেণ sugar of milk ওজন করিয়া তাহাকে ১ গ্রেণ, ৩ গ্রেণ ও ৫ গ্রেণ করিয়া ৩ টুকরা কাগজে ৩টী ভাগ করুন।

প্রথম ১ গ্রেণের ভাগটী ১ গ্রেণ ১x চুর্ণের সহিত স্প্যাচুলা দ্বারা বেশ করিয়া মিশাইয়া ৬ মিনিট কাল ডাণ্ডি দ্বারা উত্তম রূপে সজোরে পাক দিয়া মাড়িবেন, এইরূপে ৬ মিনিট কাল মাড়া হইলে পর ৪ মিনিট কাল স্প্যাচুলা দ্বারা খলের ডাণ্ডিটী ও খল উত্তমরূপ চাঁচিবেন, বেশ করিয়া চাঁচা হইলে আবার ৬ মিনিট কাল ঐটিকে বেশ করিয়া মাড়িবেন, মাড়া হইলে আবার ৪ মিনিট কাল উত্তমরূপে চাঁচিবেন। এইরূপে দুইবার মাড়া ও চাঁচা হইলে পর ৩ গ্রেণের sugar of milk এর মোড়াটা ঐ খলে মাড়া ওষধের উপর ঢালিয়া আগেকার মত ২ বার ৬ মিনিট করিয়া মাড়িয়া ও ৪ মিনিট কাল চাঁচিয়া লইবেন। উত্তম রূপে চাঁচা হইলে বাকি ৫ গ্রেণের sugar of milk এর মোড়াটী উহার উপর খলে ঢালিয়া পূর্ব্বের মত ৬ মিনিট করিয়া ২ বার মাড়িয়া ও ৪ মিনিট করিয়া ২ বার স্প্যাচুলার দ্বারা চাঁচিয়া লইয়া একটী পরিষ্কার শুকনা শিশিতে পুরিয়া উত্তমরূপে কর্ক বন্ধ করিয়া রাখিবেন। এই চুর্ণটী ২x হইল। আবশ্যক হইলে বেশী করিয়াও প্রস্তুত করিতে পারেন। হিসাব পূর্ব্বের ন্যায়, ১ ভাগে ৯ ভাগ—যথা ১ গ্রেণের সহিত ৯ গ্রেণ, ২ গ্রেণের সহিত ১৮ গ্রেণ, ৩ গ্রেণের সহিত ২৭ গ্রেণ ইত্যাদি। চুর্ণ ঔষধ প্রস্তুত করিতে হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ মিনিট মাড়িতে হইবে, প্রতিবারে ২০ মিনিট করিয়া ৩ বারে ৬০ মিনিট সময় আবশ্যক।

এই ২xহইতে ৩x। ৩x হইতে ৪x ইত্যাদি দশমিক চুর্ণ প্রস্তুত হইবে।

অনেকে বলেন যে, ১x হইতে ২x করিতে হইলে ৯ গ্রেণ সুগার অফ মিল্ককে ২ ভাগ করিয়া প্রথমতঃ ১ ভাগ স্প্যাচুলার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ৬ মিনিট করিয়া ২ বার মাড়িয়া ও ৪ মিনিট করিয়া চাঁচিয়া লইবেন, এইরূপে প্রথম মোড়াটী দুইবার ১২ মিনিট মাড়িয়া ও ২ বারে ৮ মিনিট চাঁচিয়া (প্রথম মোড়াটী মাড়া ও চাঁচায় মোট ২০ মিনিট

আবশ্যক) sugar of milk এর দ্বিতীয় মোড়াটী উগাতে ঢালিয়া উপরোক্ত নিয়মে ৬ মিনিট মাড়িয়া ও ৪ মিনিট চাঁচিয়া আবার ৬ মিনিট মাড়িয়া ৪ মিনিট চাঁচিয়া লইলেই ২x প্রস্তুত হইল। দ্বিতীয় মোড়াটী মাড়িতে ও ২০ মিনিট সময় লাগিবে, এইরূপে ২টী সুগার অফ মিল্কের মোড়া মাড়িতে মোট ৪০ মিনিট সময় লাগিবে।

কিন্তু ট্রাইটুরেসন প্রস্তুত করিতে হইলে যত বেশীক্ষণ মাড়া ও চাঁচা যায়, ততই ভাল। এইজন্য প্রতিবারই সুগার অফ মিল্ক ৩ ভাগ করিয়া ১ ঘণ্টা মাড়িয়া প্রস্তুত করাই উচিত।

ওষুধ প্রস্তুত করিতে ধাতু নির্ম্মিত ছুরি বা খল কদাচ ব্যবহার করা উচিত নয়, কাঁচের খলই ভাল।

শততমিক পদ্ধতিতে চূর্ণপ্রস্তুত।

প্রথম ৩৩ গ্রেণ করিয়া ৩টী sugar of milk এর মোড়া করিবেন, এক গ্রেণ ওষুধ খলে ঢালিয়া তাহাতে ১টী সুগার অফ মিল্কের মোড়া দিয়া ডাটার দ্বারা পুর্ব্বোক্ত নিয়মে ৬ মিনিটকাল বেশ করিয়া মাড়িয়া ও ৪ মিনিট কাল স্প্যাচুলার দ্বারা চাঁচিবেন, আবার ঐটীকেই ৫ মিনিট কাল মাড়িয়া ও ৪ মিনিট কাল চাঁচিয়া লইবেন, এইরূপে প্রথম ৩৩ গ্রেণের মোড়াটি ২ বারে ২০ মিনিট কাল মাড়িয়া দ্বিতীয় ৩৩ গ্রেণের মোড়াটি ঐরূপে ২ বারে ৬ মিনিট করিয়া ১২ মিনিট মাড়িয়া ও ৪ মিনিট করিয়া ৮ মিনিট স্প্যাচুলার দ্বারা বেশ করিয়া চাঁচা হইলে তৃতীয় ৩৩ গ্রেণের sugar of milk এর মোড়াটি ঐ নিয়মে দুইবার ৬ মিনিট করিয়া ১২½ মিনিট বেশ করিয়া মাড়িয়া ৭ মিনিট করিয়া ৮ মিনিট কাল স্প্যাচুলার দ্বারা ভাল করিয়া লইবেন। এই নিয়মের শততমিক ক্রম পর পর যত ইচ্ছা প্রস্তুত করিতে পারেন। অর্থাৎ ১cহইতে ২c ২c হইতে ৩c ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাদার টিংচার হইতে ৩x পর্য্যন্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে যে যে spirit ব্যবহার হয়, তাহা ঔষধের বিবরণে বলিব। সময়ান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কৃষি-প্রসঙ্গ।

(সংগৃহীত)

জর্ম্মেনীতে কৃষিশিক্ষা।

সেক্সনি-দেশ জর্ম্মেনী সাম্রাজ্যে; ইহা জর্ম্মনীর একটী সমৃদ্ধ দেশ। এইস্থানে সুবিখ্যাত লিপ্‌জিক বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত; ইহার সংশ্রবে, কৃষি বিদ্যা-শিক্ষার নিমিত্ত, একটী স্বতন্ত্র বিভাগ আছে। এই বিভাগে প্রায় চারিশত ছাত্র কৃষি বিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিতেছেন। এতদ্ব্যতীত একটী আরণ্য বিদ্যালয় (Forest School) একটী পশু চিকিৎসালয় (Veterinary College) এবং বিভিন্ন ১৫টী কৃষি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। প্রুশিয়-দেশও জর্ম্মন-সাম্রাজ্যে। এইস্থানে দুইটী কৃষি কলেজ (ইহার প্রত্যেকটীই প্রায় এক একটী বিশ্ববিদ্যালয়ের তুল্য) দুইটী আরণ্য বিদ্যালয় এবং ১৬টী উচ্চ-শ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত আছে। তদ্ভিন্ন আরও ২২টী নিম্নশ্রেণীর কৃষি বিদ্যালয়, ১৩৮টী শীত বাসরীয় কৃষি বিদ্যালয় (Winter Schools) এবং বিশেষ বিশেষ বিষয়ে কৃষি-বিদ্যা শিক্ষার নিমিত্ত ১৭৭টী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। বিশেষ কৃষি বিদ্যালয়ে সাধারণতঃ গো-পালন বা ডায়েরী ফারম প্রদত্ত হইয়া থাকে।

সমগ্র ইয়োরোপে বার্লিন ইনষ্টিটিউট (বার্লিন কৃষি বিদ্যালয়) কৃষি শিক্ষার আদর্শস্থল। কারণ কৃষি-বিদ্যা শিক্ষা প্রদানের যাবতীয় উপকরণ ইহাতে রহিয়াছে। এই বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যে সরকারী (State Fund) প্রদত্ত ২৭০০০ পাউণ্ড এবং ছাত্র বেতন ও অন্যান্য উপায়ে সংগৃহীত ৯০০০ পাউণ্ড সর্ব্বসাকল্যে ৩৬০০০ পাউণ্ড বা প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা বার্ষিক ব্যয়িত হইয়া থাকে। কৃষি-বিদ্যা-শিক্ষায় ও কৃষি তত্ত্বানুসন্ধান কার্য্যে কেবল গবর্ণমেণ্ট নহেন, স্থানীয় কৃষি-সমিতির কার্য্য ও সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। কৃষি-সমিতি, কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্রে অর্থ-সাহায্য-প্রদান এবং উপযুক্ত বেতনভুক কৃষি-শিক্ষক প্রেরণ করিয়া, দেশে কৃষিতত্ত্ব প্রচারের সাহায্য করিয়া থাকেন। কৃষি-শিক্ষকগণ, কখনও কেন্দ্র-কৃষি-বিদ্যালয়ে, কখনও বা স্থানীয় ক্ষুদ্র কৃষি-বিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট রহেন। কোন কোন স্থলে ইঁহারা সমিতির সভ্যদিগকে, ঘুরিয়া ফিরিয়া কৃষি-কার্য্যের উপদেশ প্রদান করেন। ক্রমশঃ

সমগ্র জার্ম্মান-সাম্রাজ্য, ৭০টী কৃষি-পরীক্ষাক্ষেত্র আছে; তন্মধ্যে এক মাত্র প্রুশিয়া-দেশেই ৪৬টী এবং সেক্সনি-প্রদেশে পাঁচটী কৃষি-পরীক্ষা-ক্ষেত্র রহিয়াছে ভিন্ন ভিন্ন ষ্টেটের সংশ্রবে, এই কৃষি-বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হইতেছে। বার্লিনে একটী শস্য-চিকিৎসা-বিদ্যালয়ও আছে।

শ্রমশিল্প-দ্রব্যের সুলভতায়, জার্ম্মেনী আজ কাল প্রতিদ্বন্দ্বীবিহীন। যে দেশে বাণিজ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, সেই জার্ম্মেন-সাম্রাজ্যও কৃষি-বৃত্তি বিড়ম্বিত নহে। পক্ষান্তরে, ভারত-বর্ষ কৃষি-প্রধান দেশ হইলেও, ভারতবর্ষে কৃষি-বৃত্তি অনাদৃত; কৃষক সমাজ-বিধ্বস্ত। ভারতবর্ষের আয়তন জার্ম্মেন-সাম্রাজ্যের প্রায় চতুর্দ্দশ গুণ অধিক; অথচ, জার্ম্মেনীর তুলনায় ভারতবর্ষে কৃষি-শিক্ষার বিশেষ কোন ব্যবস্থাই নাই। কৃঃ সঃ

ভারতে উকিল স্কুল মাষ্টারের আর কেরাণীর চাষ আবাদই বেশী, সেইজন্য সেইরূপ বিদ্যালয়েরই আয়োজন আগ্রহ বেশী—ক্রমে এ দেশে শস্য চাষ উঠিয়া গিয়া উকিলের চাষই অধিক হইবে। দেশে আর চাষই মোটে থাকিবে না। এ দেশের শিক্ষিত সমাজের চাষের প্রতি ভয়ানক ঘৃণা; সেইজন্যই কৃষক বালক আজ উকিল, মাষ্টার এবং কেরাণী হইবার জন্য বদ্ধ পরিকর। কাঃ সঃ

AGRICULTURAL SUGGESTIONS.

কৃষি শিক্ষা এবং গবেষণা।

"Philippine Agriculture Review" ফিলিপাইন এগ্রিকলচার রিভিউ নামক পত্রে আমেরিকার কৃষিসম্বন্ধীয় একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহাতে আলোচিত হইতেছে যে, আমেরিকার কৃষি বিভাগে প্রায় ৬০০ এজেণ্ট বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন। তাহারা প্রায় ৩০টী বিভিন্ন ষ্টেটে প্রায় ১০০০০০ কৃষককে কৃষি বিধি শিক্ষা দিয়া বেড়াইতেছে। এই সকল এজেণ্টস্ বা কৃষিবিভাগের বহুদর্শী শিক্ষকগণ অতি দূরতম গ্রামসমূহে যাইয়া তাহাদিগকে যাহারা সুদূর পল্লীতে থাকিয়া উন্নত প্রণালীর কৃষিবিষয়ক কোন সন্ধান জানিবার সুবিধা পায় না, এই সকল কৃষকদিগকে শিক্ষা দিবে। ইহা দ্বারা এই একটী বিশেষ সুবিধা হয় যে, কৃষকেরা অভিজ্ঞ কৃষিতত্ত্ববিদ্‌গণের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়া বহু বিষয়ের সংশয় মিটাইয়া লইতে পারে। এই উপায়ে আমেরিকার পল্লীগ্রাম সমূহের কৃষির বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। হইবারই কথা। আমরা "কাজের লোকে" বাঙ্গালার কৃষিবিভাগকেও একবার বলিয়াছিলাম যে, বঙ্গের কৃষির উন্নতি করিতে হইলে শুদ্ধ গবর্ণমেণ্টের আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের গবেষণার কাগজ মুদ্রিত করিয়া রাখিলে চলিবে না, গ্রাম্য শিক্ষকগণকে কিছু কিছু দিয়া নৈশ-সম্মিলনী বসাইতে হইবে। তাঁহারা সন্ধ্যার সময় গ্রাম্য কৃষকমণ্ডলী একত্র করিয়া গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিষয়ক গবেষণাগুলি বুঝাইয়া দিতে পারিলে, তবে এদেশের কৃষকগণের বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ দ্বারা সুমঙ্গল হইতে পারিবে। নচেৎ এই বিভাগে অজস্র অর্থ ব্যয়ে এখন যাহা হইতেছে, তাহাতে প্রত্যক্ষভাবে প্রজার বিশেষঃ উপকার বোধ হইবার সম্ভাবনা কম। আমরা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের আমাদের এই Suggestionটীর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ প্রার্থনা করিতেছি। গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক মেম্বর নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা যাহা আছে, তাহা দ্বারা দেশের লোকে অজ্ঞ ও উদাসীন না হইলেও কতক কাজ হইতে পারিত, কিন্তু এদেশের লোক যে অবৈতনিকভাবে অনেক কর্ত্তব্য পালনে সক্ষম নহে, তাহা গবর্ণমেণ্টেরও বোধ হয় অবিদিত নাই। এদেশের অবৈতনিক সভ্য, অবৈতনিক বিচারক পাওয়া যায় বটে এবং তাঁহাদের দ্বারা সুফলও হইতেছে, সন্দেহ নাই। লোকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াও সে সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইবার জন্য লালায়িত হইয়াও থাকেন, কারণ ঐ সকল কার্য্যে মানসম্ভ্রম আছে—কিন্তু চাষাকে শিক্ষা দিয়া নিজেদের কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কাহাকেও স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে দেখা এদেশে বড় সহজ সাধ্য নহে। সেইজন্য গ্রাম্য পাঠশালার শিক্ষকগণকে এই কার্য্যের জন্য সামান্য সামান্য সাহায্য করিলে সুফল হইতে পারে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস। বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ বিষয়টী বিবেচনা করিয়া দেখেন, ইহাই প্রার্থনা। কৃষির উন্নতির জন্য আমেরিকার প্রজা ধনকুবের সদৃশ—ভারতের জমী উর্ব্বর ও শস্যশালিনী, কিন্তু এদেশে অসংখ্য জমি পতিত হইয়া থাকে!

ইংলণ্ডপ্রবাসী বাঙ্গালীর খাঁটি মত।

লণ্ডন।

সঞ্জীবনীর বিলাতস্থ পত্রলেখক লিখিতেছেন:—

"আমার পূর্ব্ব পত্র হইতেই বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে, আমার সমুদ্রপীড়া হয় নাই। শুনিয়াছিলাম যে, ইংলিশ প্রণালী পার হইবার সময় সমুদ্রপীড়া না হইয়া যায় না, কিন্তু আমার তাহা হয় নাই।

লণ্ডন সহরটা অতি বিশ্রী। বিলাত আসিবার সময় ইহার অনেক প্রশংসা শুনিয়াছিলাম, দেখিয়া কিন্তু মনে হইতেছে যে, আমাদিগকে লোকে বড় ঠকানই ঠকায়। টেমস নদীটা একটা নালা, গিরিধির উস্রী নদীর আধখানা, কি তাহার একটু বেশী। টাওয়ার ব্রিজটা 'টয়' ব্রিজ (খেলিবার পোল)। পার্লামেণ্ট গৃহ প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বড় ত নহেই, ছোট হইলেও হইতে পারে, ইহার উপর ধূমার কাল হইয়া গিয়াছে। বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ, ঠিক পাটের গুদাম! তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া এক পুলিসম্যানকে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ কোন জায়গায় দেখাইয়া দিতে বলায়, সে কিয়ৎক্ষণ আমার প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পরে বলিল, সম্মুখেই। কে যে বেশী আশ্চর্য্য হইয়াছিল, বলা যায় না।

এখানকার ধূমার কথা আর কি বলিব। বেলা দুইটার সময় বিজ্ঞানালয়ে কাজ করিতে হইলে, চারিধারে ইলেকট্রিক লাইট জ্বালিয়া, টেবিলের উপর টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়া কাজ করিতে হয়। মিঃ ডি, এল, রায় লিখিয়াছেন, "বিলেত দেশটা মাটির," তিনি একদম ভুল লিখেছেন। বিলেত দেশটা ধোঁয়ার এবং কাজে ও কথায়ও তাহাই।

অনেকে বিলাতের অনেক সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, সুন্দর টেম্সের বান্ধান তীর, তার উপর এমন বিশাল পার্লামেণ্ট গৃহ, কিন্তু দেখে যে কি রকম শুকি চটিয়া গিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। বাকিংহাম প্রাসাদের স্থাপত্য ঠিক সিটি কলেজের মত। কোথায় বা আকবরের ফতেপুর সিক্রী, কোথায় বা দিল্লী! অবশ্য খুবই লম্বা চওড়া, যেমন কলিকাতার ষ্ট্রাণ্ড রোডের ধারের পাট গুদাম।

এখানে দেখিবার জিনিষ অনেক আছে, তাহার মধ্যে একটী লণ্ডনের পুলিস। কলিকাতার পুলিসের পোষাকটা সুন্দর,

চেহারাগুলো দেখলে মনে হয় যে, যত ওঁছা লোক পুলিসের দলে যাইয়া টেক্কা দিতেছে। বোম্বাইএর পুলিস এক হাস্যকর চিজ্—ঠিক যেন যাত্রার দলের জুড়ি বা উকিল। মিসরের পুলিসের শরীর ও পোষাক খুব ভাল। কিন্তু সেটা ডাকাতের ধরণের। আর লণ্ডনের পুলিস—আহা এমন মোটা সোটা নাদুস নুদুস চেহারা দেখা যায় না। সে যেন যত বাড়ীর আদুরে ছেলে (যথা যাত্রার রামশশী,—"ক্ষীর সর ননী ছানা দিব কার চাঁদবদনে" ইতি কৌশল্যা বিলাপ) ধরে এনে পুলিস করেছে। যাহা হউক, অধিকাংশ পুলিস খুব ভদ্র, আর অনেক জানে শুনে ও খবর রাখে।

এডিনবরার ভারতীয় ছাত্রের প্রতি ব্যবহার।

আমি এখানে পৌছিয়া এডিনবরা যাইবার জন্য যোগাড় দেখিতেছিলাম, কিন্তু অনেকে বারণ করায় এখনো যাই নাই। ডাঃ মিত্র বলিলেন যে, সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ ভারতীয় ছাত্রদিগের প্রতি বড় অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন; কিছু অভিযোগ করিলে বলেন, আমরা ভারতীয় ছাত্রদিগকে চাই না, তোমরা কেন এখানে আসিয়া জোট। তিনি আরও বলিলেন যে, "নিতান্ত দায়ে না পড়িলে এডিনবরায় কিছুতেই যাওয়া উচিত নয়।"

তাহার পর আরও কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দেখা হইল; তাহারা চিকিৎসা বিষয়ে অধ্যয়ন করিতেছেন, তাঁহারাও সেই কথা বলিলেন। একজন পঞ্জাবী ছেলেকে ক্রমাগত ক্লাসে অনুপস্থিত করায় সে বড় কর্ত্তা-ডিন 'অফ' ফ্যাকাল্‌টির কাছে অভিযোগ করে। তিনি অধ্যাপকের কৈফিয়ত চাওয়ায় তিনি উত্তর দেন, "তাহাকে অনুপস্থিত করার কারণ এই যে, আমি এই হাসপাতালে ভারতীয় ছাত্রকে পড়িতে দিতে চাই না।" ইহাতে সেই ছেলেকে হাসপাতাল ছাড়িতে হয়। এই সকল দেখিয়া আমার এডিনবরা যাইবার ইচ্ছা নাই।

আমি লণ্ডনেই পড়া আরম্ভ করেছি। এডিনবরা হইতে যঃ চিঠি লিখিয়াছে, এখানে কিছুতেই আসিও না; এখানকার কর্ত্তৃপক্ষ বড়ই খারাপ ব্যবহার করিতেছেন। তিনি আরও বলেন, যদি অপর যায়গায় থাকিবার স্থান থাকে, তাহা হইলে এ স্থানে না আসাই ভাল। আমার মতে আমি আমার কোন বন্ধুকে এ স্থানে আসিতে বলিতে পারি না, কারণ এই স্থানে ছাত্রদিগকে ভয়ানক অপমান করে। তাহার পর স—র—এডিনবরার F. R. C. S. তিনি বলিলেন, ভদ্রলোকের ছেলের সেখানে যাওয়াই অসম্ভব। আমি কিছু ঠিক না করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান অপেক্ষা এখানে থাকাই ঠিক করিয়াছি, কারণ সময় বেশী ছিল না। শুনিলাম, লিড্‌সেও ঐরূপ কাণ্ড এবং খরচা আরও বেশী। এখানে খরচ যে খুব বেশী তাহা নহে, কারণ অনেকে এখানে আছেন, তাঁহাদের খরচা ৮ পাউণ্ড—১২০৲ টাকা অপেক্ষা বেশী নহে। তবে এখানকার স্কুলের বেতন বেশী ও ফরাসী ও জর্ম্মাণ ভাষা পড়িলে আরও ৭৫৲ টাকা লাগে। আমি সায়েন্স পড়িতেছি। আমার ক্লাসে ভারতীয় ছাত্র একটিও নাই। এডিনবরা অপেক্ষা লণ্ডন অনেক ভাল, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মান্য অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অনেক বেশী।"

EDITOR IN COUNCIL.
সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

—:*:—

শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ নাথ, গ্রাহক নং ১৩২৫

আমি অম্লরোগে বড় কষ্ট পাইতেছি, আহারের পর বুক জ্বালা করে, মাথা ধরে, বুকে বেদনা হয়, অথচ কোষ্ঠ বদ্ধতা আছে। প্রতিকারের কোন সহজ উপায় জানা থাকিলে দয়া করিয়া "কাজের লোকে" প্রকাশ করিলে আমার এবং অনেকেরই উপকার হইতে পারে।

উত্তর। "Prepared Chalk" ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়, এই প্রকার অম্লরোগে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। আহারের কিয়ৎক্ষণ পরে ১০ গ্রেন্ পরিমিত ২।১০দিন মধ্যে মধ্যে খাইয়া পরীক্ষা করিতে পারেন।

—অহীন্দ্র কুমার সেন—আপনাকে উত্তরে জানাইতেছি যে, ল্যাম্পে যদি ধুম নির্গত হইতে থাকে, তাহা হইলে পল্‌তেটীকে খুব কড়া ভিনিগারে ভিজাইয়া শুষ্ক করিয়া ব্যবহার করিলে ধুম হইবে না।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাপ্রসাদ রায় (গ্রাহক)

প্রশ্ন:—নকল মধু (Imitation Honey.) কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়।

উত্তর। "কাজের লোকে" ইহা ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, যদি আপনি অনুসন্ধানের জন্য কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তবে অগত্যাই পুনরায় বলিতে হয়।

সাদা চিনি ৪ পাউণ্ড, ইহাতে প্রায় ২ কোয়ার্ট বোতল জল দিয়া অগ্নিতে আন্দাজ ১০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া ইহার গাদ কাটিয়া ফেলুন, তাহাতে প্রায় ১ পাউণ্ড আসল মধু দিয়া নাড়িয়া গরম অবস্থাতেই ছাঁকিয়া ফেলুন, কেহ কেহ ইহাতে এক ফোঁটা গোলাপী আতর অথবা পিপারমেণ্ট অয়েল দেন। কিন্তু তাহা হইলে মধুর গন্ধ থাকে না। ইহাকেই ইমিটেশন হনি বা মধু বলে। ইহাতেও উপকার হয়, খাইলে অনিষ্ট হয় না।

বেকারের উপায়।
HOW TO EARN IN LEISURE HOURS.
বিশ্রাম সময়ে উপার্জ্জন পন্থা।

—:*:—

মিঃ জন্ ম্যাকডোনক্ আমেরিকার নিউ অর্লিনের জনৈক ক্রোড়পতি, তিনি তাঁহার সমাধির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটী মূল্যবান কথা লিখিয়া দিবার আদেশ করিয়া যান।

১। স্মরণ রাখিও যে, পরিশ্রম জগতে আপনার অস্তিত্ব রক্ষার একটী উপকরণ।

২। সময় মূল্যবান—এক মুহূর্ত্তও বৃথা নষ্ট করিও না। প্রত্যেক মিনিটের হিসাব না রাখিলে কখনও বড় হওয়া যায় না।

৩। কদাচ যে কাজ নিজে করিতে পার, তাহা করিতে অপরকে আদেশ করিও না।

৪। লোকের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার আশা করিবে, সেইরূপ ব্যবহার নিজেও করিবে।

৫। যত ক্ষুদ্রই হউক, কোন বিষয়কেই উপেক্ষা করিও না।

৬। নিজের জীবনে যত বেশী পার, অপরের ভাল করিতে চেষ্টা করিও।

৭। পোষাক পরিচ্ছদে অপব্যয় করিও না, অথচ নীচতাব্যঞ্জক পরিচ্ছদও করিও না।

৮। যতক্ষণ জীবন, ততক্ষণ পরিশ্রম করিতে হইবে। বড় হইতে হইলে শ্রম কাতরতা সম্ভবে না। "Labour then to the last moment of your existence."

সুতরাং বিশ্রাম সময়েও কিছু কিছু উপার্জ্জন না করিলে মানুষ সীমাবদ্ধ বেতনের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিলে অবস্থার উন্নতি করিতে পারে না। হে ধীমান! কর্ম্মে পরাঙ্মুখ হইও না। অর্থোপার্জ্জনে মূলধন অপেক্ষা শ্রমশীলতা এবং একাগ্রতারই অধিক আবশ্যক, একথা বহুবারই বলিয়াছি। কিন্তু কিছুই ত করাইতে পারিলাম না। কৈ—কেহ কিছুই ত করিলে না—সময়ের মূল্য ত বুঝিলে না। বড় পরিতাপের কথা সন্দেহ নাই। অনারেবল জন্ ফ্রিডলী মহোদয় সেইজন্য বলিয়াছিলেন—

'It is a mistaken notion, that capital alone is necessary to succeed in business. If a man has head and hands suited to his business, It will soon procure him capital' অর্থাৎ কাজ কারবারে যে কেবল মূলধনেরই আবশ্যক, ইহা ভ্রান্ত ধারণা, যদি কারবারের উপযুক্ত মস্তিষ্ক এবং হস্তপদ থাকে, তাহা হইলে মূলধন আপনা হইতেই যোগাড় হইয়াই যায়। তিনি বলেন যে, আমার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল "আত্ম নির্ভরতা" "*self-reliance*" আমার জীবনে আমি যতগুলি কৃতী পুরুষের জীবনী পর্য্যালোচনা করিয়াছি, তাহাতে আমার ধ্রুব বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, ঐ সমস্ত বড় লোকের প্রায় দশ জনের মধ্যে নয় জন ব্যক্তি শুদ্ধ মস্তিষ্ক এবং হস্ত পদের সাহায্যেই বড় হইতে পারিয়াছিলেন—স্থির লক্ষ্য—শ্রমশীলতা, সময়ের সদ্ব্যবহার; এই সমস্ত সদ্‌গুণই তাঁহাদিগকে উন্নতির উচ্চ সোপানে আরোহিত করিয়াছিল। সকলেরই মূলধন থাকে না। পরিশ্রমের বিনিময়ে মূলধন আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে। বিশ্রাম সময়ে আমরা অনেকবারই অনেক করণীয় কার্য্য দেখাইয়াছি, কিন্তু হায় রে! এ ঘুম আমাদের যে ভাঙ্গিবার নয়! তথাপি আমরা দেখাইব; যদি কোন দিন কোন বাঙ্গালী সচেতন হইয়া দেখিয়া তাহার গন্তব্য পথ স্থির করিতে পারে। তুমি পড় বা না পড়, কর বা না কর, সে লক্ষ্য "কাজের লোক" আর রাখিবার আশা রাখে না—সে আশা যে দুরাশা, তাহা অনেক দিনই বুঝিয়াছি। কেবল রেকর্ড করিয়া যাওয়া মাত্র। ভাই! তুমি সমাজের সংস্কার করিতে যাইবে, গাল গল্প করিবে, বক্তৃতা দিবে, উপদেশ দিবে, কিন্তু নিজের সংস্কার করিতে পারিবে না; যে হেতুক সময়ের মূল্যবোধ ত তোমার নাই। তুমি ডুবিতেই ভালবাস, তোমাকে রাখে কে? তুমি আয়াস না হইলে বাঁচিতেই পার না, পেট্ ভরিলেই তোমার আনন্দ! তুমি ত দেশের বা দশের কোন সংবাদই রাখিতে ভাল বাস না। এ রোগের ঔষধ নাই। তুমি বলিবে, এত পারি না, এত ভাল লাগে না; কিন্তু তুমিত বুঝিতে চাহিবে না, যে তোমার উপর আমরা আরও দশজন নির্ভর করি; তোমার অস্বচ্ছলতায় আরও দশজন অসচ্ছল হয়, সেজন্য আরও দশজন অধঃপাতে যায়। যদি আমরা সকলেই এইরূপেই অধঃপাতে যাই; তাহা হইলে গোটা দেশটাকে দীনতারই ত গ্রাস করিবার কথা। কিন্তু সে কথা তুমি বুঝিলে ভাবনা কি? একবার চিন্তা করিয়া এইটুকু দেখিবে কি?

বিশ্রাম সময়ে।

১। যাঁহারা শিক্ষিত, তাঁহারা পুস্তকের ক্রেতা সংগ্রহ করিতে পারেন, পুস্তকের কমিশন হইতেও যথেষ্ট অতিরিক্ত উপার্জ্জন করা যায়, আমেরিকার অনেক নর নারী বিশ্রাম সময়ে এই কাজ করিয়া থাকেন।

২। কোন অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের অনুবাদ করিয়া সংবাদ পত্রের আফিসে দিলে অর্থ পাওয়া যায়।

৩। Short-hand শিখিয়া বিলক্ষণ উপার্জ্জন করা যায়।

৪। হোমিওপ্যাথিক পড়িয়া পরের উপকার এবং উপার্জ্জন করা যায়।

৫। ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট রূপে সকল দেশেই ভদ্র সন্তানগণ উপার্জ্জন করিতেছেন। শিক্ষিত অথচ বেকার হইলে এই কার্য্য করিলে উপার্জ্জন হইবে। ক্রমশঃ

পাটের কলে লাভ।—বরাহনগর পাটের কলে গত বৎসর শতকরা ১০ টাকা লাভ হইয়াছে। চটের কাটতি অসম্ভব বৃদ্ধি হওয়াতে পাটের কলের বেশী লাভ হইতেছে। দুঃখের বিষয়, কোন বাঙ্গালী পাটের কল স্থাপনের উদ্যোগ করিতেছেন না।

সার সংগ্রহ।

—:*:—

বন্য পক্ষী ও পশুরক্ষা বিধায়ক আইন

১৯১২ সালের ৮ আইন।

যেহেতু কোন কোন বন্যপক্ষী ও পশুকে রক্ষা ও নিরাপদ করিবার উৎকৃষ্টতর বিধান করা বিহিত; অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

(১) এই আইন বন্যপক্ষী ও পশুদিগের রক্ষাবিধায়ক ১৯১২ সালের আইন নামে অভিহিত হইতে পারিবে।

(২) ইহা ইংরাজাধিকৃত বেলুচিস্থান, সাঁওতাল পরগণা এবং স্পিটি পরগণা সমেত সমগ্র ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রচলিত হইবে।

আইনের প্রয়োগ (১) তফসীলের নির্দ্দিষ্ট পক্ষী ও পশুরা যখন তাহাদের বন্য অবস্থায় থাকে, তখন সেই সকল পক্ষী ও পশুদিগের প্রতি এই আইন প্রথমতঃ বর্ত্তিবে।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় তফসীলের নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন অপর যে কোন প্রকারের বন্যপক্ষী বা পশুকে রক্ষা কিম্বা নিরাপদ করা বাঞ্ছনীয় হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া সেই প্রকারের বন্যপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি এই আইনের বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

শিকার বন্ধ রাখিবার কাল :—এই আইন যে প্রকারের বন্যপক্ষী কিম্বা পশুর প্রতি প্রযুক্ত হয়, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া, এমন কোন প্রকারের বন্যপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত বা সেই প্রকারের স্ত্রী বা অপরিণতবয়স্ক বন্যপক্ষী বা পশুর নিমিত্ত, তদধীন সমস্ত প্রদেশের মধ্যে কিম্বা তাহার কোন অংশের মধ্যে, সমস্ত বৎসর বা তাহার কোন অংশ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারিবেন; এবং এই আইনের অন্তর্গত পরবর্ত্তী বিধানসমূহের অধীনে, তদ্রূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে, ও ঐ বিজ্ঞাপনের নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে—

তদ্রূপ কোন পক্ষী কিম্বা পশু ধৃত করা, অথবা ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধৃত করা হয় নাই, এমন তদ্রূপ কোন পক্ষী বা পশু বধ করা যাইতে পারিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কাল আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ধৃত কিম্বা নিহত হয় নাই, এমন তদ্রূপ কোন পক্ষী বা পশু কিম্বা তাহার মাংস বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা চলিবে না।

ঐরূপ শিকার বন্ধ রাখিবার কালের মধ্যে ধৃত কিম্বা নিহত তদ্রূপ কোন পক্ষী হইতে পালক সমূহ সংগৃহীত হইয়া থাকিলে তদ্রূপ পালকসমূহ বিক্রয় করা কিম্বা ক্রয় করা কিম্বা বিক্রয় বা ক্রয় করিবার প্রস্তাব করা কিম্বা অধিকারে রাখা যাইতে পারিবে না।

দণ্ড :—যদি কোন ব্যক্তি বিধান লঙ্ঘন করতঃ কোন কার্য্য করেন, কিম্বা করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তি পূর্ব্বে এই ধারামতে দোষী সাব্যস্ত থাকিলে, ঐ ধারামতে তাঁহার বিরুদ্ধে পুনরায় অপরাধ প্রমাণিত হইলে, প্রথম বারের পর প্রতিবার ঐ অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার জন্য তাঁহার এক মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

বাজেয়াপ্ত করণ :—এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রমাণিত হইলে, যে ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তিকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন, তিনি, যে পক্ষী কিম্বা পশুসম্বন্ধে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে, সেই পক্ষী বা পশু কিম্বা সেই পক্ষী বা পশুর মাংস বা অন্য অংশ, সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ অপরাধের নিমিত্ত অপর যে দণ্ডের বিধান আছে, ঐ বাজেয়াপ্তকরণ তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

অপরাধের বিচারাধিকার :—প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিম্নতর কোন আদালত এই আইনের বিরুদ্ধে কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

অব্যাহতি প্রদান করিবার ক্ষমতা :—যে স্থলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের উপকারার্থ এই পথ অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয় হয়, সে স্থলে ঐ গবর্ণমেণ্ট যে সকল সঙ্কোচ ও সর্ত্ত ধার্য্য করেন, তদধীনে, যে কার্য্য বিধি অনুসারে অবৈধ বলিয়া ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা করিবার অধিকারদায়ক লাইসেন্স কোন ব্যক্তিকে প্রদান করিতে পারিবেন।

রক্ষণ :—আত্মরক্ষার্থে কিম্বা অপর কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য কোন ব্যক্তি কোন বন্যপশু ধৃত বা বধ করিলে, কিম্বা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিরক্ষার্থে কোন বন্যপক্ষী কিম্বা পশু ধৃত কিম্বা নিহত হইলে, এই আইনের কোন কথা তৎপ্রতি প্রয়োজ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

রহিতকরণ :—বন্যপক্ষী রক্ষাকরণবিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

বন্য পক্ষী যথা :—বন্য পেরু, বাষ্টার্ড, পাতিহাঁস, চরস (হিন্দী), বন্যকুকুট, তিতিরপক্ষী, স্যাণ্ড গ্রাউজ (বন্ তিতুর), চিত্রিত কাদাখোঁচা, স্পারফাউল, বন্য মোরগ, বক, ক্রৌঞ্চ (egrets), রোলার এবং মাছরাঙা।

বন্য পশু যথা :—কৃষ্ণসার, গর্দ্দভ, বাইসন, মহিষ, হরিণ, গ্যাজেল, নামজ হরিণ, ছাগল, খরগোষ, বৃষ, গণ্ডার ও মেষ।

অপূর্ব্ব মিলন।

কি সে মধুময় স্মৃতি! স্মৃতির সে মধুময় জাগরণ প্রাণে একটা অবসাদ ডেকে আনে। একটা অব্যক্ত অনুভূত বেদনায় প্রাণটা আকুল আবেগে কেঁদে উঠে। সে স্মৃতির লক্ষ্যে মন একবার আকৃষ্ট হ'লে আপনা ভুলে সেই ভগ্ন স্মৃতিকে বুকে নিয়ে সেই পথে মন উধাও হয়।

কৈশোর জীবনের এক মধুময় প্রভাতে একদিন আজিমগঞ্জের প্রশান্ত জনপথের উপর দিয়া আমরা দুইটী বন্ধু সেই জনবহুল পথ অতিক্রম করিয়া গ্রামের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে চলিতেছিলাম। আমাদের গন্তব্যের কোনও নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল না। দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া সরাসর কত জনপথ অতিবাহিত করিয়া দেশের শোভা সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে যাইতেছিলাম। বিগত কয়দিনের পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়ায় একটু বিশ্রাম লইবার বাসনা হইল। কিন্তু বাটী হইতে গোপনে পলাইয়া আসিয়া চোরের মত মন হইয়াছিল। সেই কারণ কোলাহল মুখরিত নগরের মধ্যে বিশ্রাম করিবার জন্য আশ্রয়ান্বেষণের বাসনা ত্যাগ করিলাম। পরে দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল; পরপারে বালুচড় গ্রাম, ঐ স্থানে আসিয়া আশ্রয় অন্বেষণ করিব। যখন আমাদের এ বিষয়ের কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, তখন উভয়েই অত্যধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু উপায় নাই, পলায়িত ফেরারীর মত মন কিছুতেই দৃঢ়তা আনিতে পারিতেছিল না। কাজেই আর সে নগরে থাকা হইল না।

সাত পাঁচ ভাবিয়া উভয়ে সেই নদী তীরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। এক্ষণে পার হইবার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। এই সময় আমার বন্ধু পরেশ বলিল, "এস হে একটা নৌকা ভাড়া করা যাক্ নতুবা আর ভিন্ন উপায় নাই।" আমার কিন্তু মন তাহাতে মানিতে ছিল না। বিদেশে আসিয়াছি, দু' পয়সা যাহাতে সাশ্রয় করিতে পারি, আমার সেই চিন্তা। সে কারণ আমি বলিলাম, "না হে পরেশ! এসো শেয়ারের নৌকা দেখা যাক্, পেরো নৌকায় পার হইলে সস্তা হইবে।" পরেশ আমার কথায় সম্মতি না দিয়া সে চুপি চুপি আমাকে যাহা বলিল, সে কথা ভাবিতে এখনও দেহে রোমাঞ্চ আসে, বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে। সে বলিল, "ওহে না, তুমি জান না। এখানে ভয়ানক ঠেঙ্গাড়ের উপদ্রব! বিদেশী লোক পাইলেই মারিয়া ধরিয়া তাহাদের নিকট যাহা কিছু থাকে কাড়িয়া লয়। ঐ সম্প্রদায়ের লোক বেশীর ভাগ পেরো নৌকাতেই থাকে। বিদেশী লোকের অনুসন্ধানে ঘোরে।" কাজেই আমি আমার সাশ্রয় করিবার সে বাসনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। কিন্তু আজিমগঞ্জ হইতে বালুচড়ের পরপারের ব্যবধানের এত সঙ্কীর্ণতা দেখিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না যে, এইটুকু পথের মধ্যে কেমন করিয়া লোকের দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতে লোক সামর্থ্য হয়। তথাপি আমার একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আমি শেয়ারের নৌকায় পার হইবার বাসনা একেবারে ত্যাগ করিলাম। পরে, একখানি নৌকা ডাকিয়া মাঝীকে পার করিয়া দিতে বলিলাম। একখানি নৌকা আলাদা ভাড়া করায় এবং আমাদের বিদেশী দেখিয়া মাঝী তাহার রোজগারের শুভ সুযোগ টুকুর সদ্ব্যবহার করিতে ভুলিল না। তৎক্ষণাৎ ডবল চার্জ্জ করিয়া বসিল। একবারে বলিয়া বসিল "সকলের অপেক্ষা কম দাম চাহিতেছি।" আমাদের বুঝিতে আর কিছু বাকী রহিল না। অধিকন্তু মাঝীর সরল চাহনীর সে হাবভাবটুকু তাহার গোপন ছুরির মত বেশী চার্জ্জের কথা প্রকাশ করিয়া দিতে-ছিল। আমরা বুঝিয়াও ন্যাকা সাজিলাম। কারণ প্রাণে ভয়, পাছে পথিমধ্যে কোনও গোলযোগ বাধায়। সেই সময় আমাদের বিদেশ ভ্রমণেচ্ছু ভরসা বর্জ্জিত ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বাঙ্গালী প্রাণটুকুর কথা মনে জাগিতেছিল। ভবিষৎ বিপদাশঙ্কায় হৃদয়ের স্পন্দনটুকু যদি গৃহ বহিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে অনুভব করিতাম, তাহা হইলে কোন্ আহাম্মুক গৃহের বাহির হইত। এই সব কত কি মনে জাগিতেছিল। কিন্তু এই এত চিন্তার প্রবল স্রোতের মধ্যে জলবুদ্বুদের মত আর একটী ছোট রকমের স্মৃতি জাগিতেছিল। সেটী adventureless বাঙ্গালী জীবনে যৎকিঞ্চিৎ ঘটনা সঞ্চয় করা। মনে হইতেছিল, তাহা হইলেই বাটী যাইয়া জলধর সেনের মত ভ্রমণ কাহিনী লিখিয়া ফেলিব হ'লই বা সে আজিমগঞ্জ আর বালুচড় ভ্রমণ। মনে করিতে লাগিলাম, যাইয়া লিখিব, জন্মভূমির নিকট হইতে কিছু দিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করতঃ প্রবাসের উপযুক্ত প্রান্তরে প্রান্তরে কত পর্ব্বত, নদী, বন, উপত্যকার উপর দিয়া, কখনও বা বালারুণ কিরণোদ্ভাসিত মধুময় সূর্য্যালোকে কত দুর্ভেদ্য পর্ব্বত বিস্তীর্ণ ধূ ধূ প্রান্তর অতিক্রম করিলাম। কখনও বা অস্তগমনোন্মুখী দিনমনির পর্ব্বতান্তরালে গাত্র ঢাকা দেওয়া সন্ধ্যার মসীবর্ণ কৃষ্ণ যবনিকাখানি ধীরে ধীরে পৃথিবী বক্ষে ছড়াইয়া পড়া—চাঁদের আলো, সূর্য্যের কিরণ পাখীর কাকলী, পর্ব্বতের ঘনসন্নিবিষ্ট মনোরম দৃশ্যাবলির কথা কত কি লিখিব। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এমন করিয়া প্রাণে দাগা দিয়াছে, ক্ষুদ্র বাঙ্গালী জীবনে বালুচড় ভ্রমণে একটা মাঝীর দ্বারা কোন কিছু ঘটিবার ভবিষ্যদাশঙ্কায় হৃদয় দুর্ব্বলতা, মৃদু মৃদু বক্ষের সবেগ স্পন্দনটুকুর কথা কিছুই লিখিব না। লোকে জানিবে,

আমি একটা ভয়ানক রকমের ব্যক্তি। জীবনে কত ভ্রমণ করিয়াছি। কি সুন্দর আমার adventureময় জীবন! হায়, এরূপ চিন্তাপ্রবাহ বাঙ্গালী জীবনে না থাকিলে যে কি হইত, তাহা সেই সৃজনকর্ত্তা শ্রীভগবানই জানেন, আর বিদেশ ভ্রমণে ফেরৎ মহোদয়েরাই বলিতে পারেন। যাক্ কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম।

আমরা ত সেই ডবল ভাড়া দিয়া কোন ক্রমে প্রাণটুকুকে হাতে করিয়া সজোরে চাপিয়া ধরিয়া নদীপার হইলাম। এপারে পৌছিয়া মাঝীর দাম চুকাইয়া দিলাম। অবশ্য এইখানকার আর একটু বিশেষ ঘটনা বলা উচিত। তীরে দাঁড়াইয়া যখন দেখিলাম, বেশ লোকজন চলা ফেরা করিতেছে, তখন প্রাণে বেশ একটু ভরসা হইল। কাজেই বাঙ্গালীর প্রাণে ভরসার উত্তেজনায় বক্ষটাও সবেগে স্ফীত হইয়া উঠিল। তখন আমাদের মজ্জাগত রীতি ত্যাগ করিব কেন? কাজেই গম্ভীরভাবে মাঝীকে বলিলাম,—"দেখ বাবু মাঝী! তুমি ভাড়াটা বড় বেশী লইতেছ। আমার তো এদিকে প্রায়ই যাওয়া আসা আছে, আমি দর বেশ জানি। তোমার ৬ আনা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" মাঝী আমার কম্পিত কণ্ঠের সে ছোট ছোট কথা বেশ বুঝিয়া লইল যে, বাবুর এ ধাপ্পা, আর ভয় চতুর বাঙ্গালীর চাতুরী—তায় মাত্র ৬ আনা ছাড়িতে বলিয়াছি। সে আমার হৃদয়ের বলটুকু সহজেই অনুমান করিয়া লইল। কাজেই বলিল "দেখুন, আপনাদের বলে তাই এত সস্তায় দিয়াছি। নতুবা আরও চারি আনা বেশী লইতাম। আমি দর করিতে আসি নাই। ভাল চাহেন তো দাম চুকাইয়া দিউন, নতুবা আমি লোক ডাকিব। সকলে শুনিবে, ভদ্রলোক হইয়া আপনাদের কিরূপ ব্যবহার।" মাঝীর কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল। সত্যই যে, আমি ভদ্রলোক তাহা এতক্ষণে মনে পড়িল। কাজেই ভদ্রলোকের মত আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সুড়সুড় করিয়া তাহার দাম চুকাইয়া দিলাম। আমার সমভিব্যাহারী বন্ধুটীরও যে, ইহাতে সম্মতি আছে, সে বিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কারণ মাঝীর সেই তেজগর্ব্ব কথা শুনিয়াই তিনি আমার গা টিপিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ দাওনা হে, হাঙ্গামে দরকার কি, চুকাইয়া দাও। মোট কথা আমরা যে, হাঙ্গামাশূন্য সরল সভ্য বাঙ্গালী, এইটুকুই আমরা যেন অসভ্য অর্থগৃধ্নু সেই হিন্দুস্থানী মাঝীকে শেষ বুঝাইয়া দিলাম।

আমরা যখন বালুচড়ে আসিয়া পৌছিলাম, তখন প্রায় এগারটা বাজে। গ্রামখানি গণ্ডগ্রাম বটে! কিন্তু আজকালের পল্লীগ্রামের মত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্জ্জিত নহে। আমরা পারে নামিয়া জনশূন্য নির্জ্জন বিশ্রামোপযোগী কোনও বৃক্ষতল খুঁজিতে ছিলাম, ইচ্ছা ছিল, সেইখানেই যা হয় কিছু পাক করিয়া দু'মুঠা আহার করিব। পূর্ব্বদিন হইতে অনাহার বশতঃ ক্ষুধারও বেশ উদ্রেক হইয়াছিল, সহজ কথায় বলিতে গেলে পেট বাপান্ত করিতেছিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল সেই গ্রামের মধ্য দিয়া যাইয়া অবশেষে একটা পুষ্করিণী তীরে আসিয়া পৌছিলাম। পুষ্করিণীটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। পাড়ের তিন পাশে কদলীবৃক্ষরাজি মাতার মত তেউড় পুত্রসহ দোলায়মান পত্র বিস্তার করিয়া অবগুণ্ঠনবতী রমণীসদৃশ সলজ্জ দাঁড়াইয়া আছে। পুষ্করিণীটাতে নামিবার বেশ সুবিধা। সান বাঁধান ঘাট। ঘাটের সম্মুখে প্রকাণ্ড দুইটী বৃক্ষ। একটী বট ও একটী বকুল। প্রকাণ্ড বহুল শাখা বিস্তৃত বট ও বকুলের ঘনচ্ছায়া তলদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। দেখিয়াই আমরা সিদ্ধান্ত করিয়া লইলাম যে, নিশ্চয় কোনও ধনী বাগান ও ঘাট নিজের বেড়াইবার উদ্দেশে এরূপ মনোরমরূপে সৃজন করিয়াছেন। কাছাকাছির মধ্যে একখানিও লোকালয় দৃষ্ট হইল না। আমরা এই স্থানটীকেই নির্জ্জন বুঝিয়া সেই বৃক্ষছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। পরে উভয়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া উপবেশনপূর্ব্বক পথশ্রম ক্লান্তি অপনোদনার্থে সেইখানে একখানি ময়লা কাপড় বিছাইয়া শয়ন করিলাম। বহুদিনের পথশ্রমক্লান্তি, তায় অনশন পীড়িত। এমন স্নিগ্ধ ছায়াতলে শয়ন করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যে উভয়েই ঘুমাইয়া পড়িলাম। সেই শ্রান্ত ক্লান্ত অবস্থায় বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর কুজিত সুন্দর সে মলয় স্পর্শনসুখ এখনও বিন্দু বিন্দু অনুভূত হইলে প্রাণ পূর্ণ সুখে পুলকিত হয়। শ্রমজনিত ক্লান্তির কারণে আবেশাবসাদে অঙ্গ ঢলিয়া পড়িয়া মৃত্তিকাশয্যায় অপাঙ্গ ঢালিয়া দিয়া নিদ্রার অলস ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করার সুবিমল সে সুখ বুঝি জীবনে আর ঘটিবে না। কতক্ষণ এমনিভাবে ঘুমাইয়া ছিলাম জানি না। যখন উঠিলাম, দেখি সূর্য্যের সে প্রখর কিরণ আর নাই। দিনের উত্তাপ একেবারে অপসারিত। তখন অতিরিক্ত ক্ষুধার উদ্রেক হইয়াছে। কাজেই বন্ধুকে বলিলাম, 'ভাই! পরেশ কিছু খাবার দে?" সে বলিল, এখন আর খাবার কি আছে, তবে তাহার নিকট কাগজে মোড়া খানিকটা গুড় ছিল। সে তাহাই একটু আমাকে দিয়া বলিল "এই লও, একটু খাও। খেয়ে এক অঞ্জলি জলপান করে কতকটা ক্ষুধার উপশম কর।" আমি ত স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইলাম। মিত্রকে Thanks (ধন্যবাদ) দিয়া তাহার সেই বন্ধু প্রদত্ত গুড়খণ্ডটুকু সাগ্রহে হাতে লইয়া

একেবারে উদরসাৎ করিলাম। পরে পুকুরে নামিয়া খুব খানিকটা জল অঞ্জলি করিয়া তুলিয়া পান করিলাম। তখন এত তৃষ্ণা যে, মনে হইতেছিল, গো মহিষের মত মুখ ডুবাইয়া পান করিলে বুঝি আরও পেট ভরিত, বেশী তৃপ্তি হইত। কিন্তু তাহা পারিলাম না। কারণ সভ্য বাঙ্গালী, তায় সহরে বর্দ্ধিত সুখময় বাবু জীবন!

কিয়ৎক্ষণ পরে দুই বন্ধুতে কিছু শুষ্ক কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলাম। পুকুর পাড় হইতে কতকটা মৃত্তিকা তুলিয়া আনিয়া তদ্বারা গুছাইয়া একটী উনান প্রস্তুত করিলাম। পরে উনান ধরিলে কাপড়ের খুঁটে বাঁধা যে কয়েক মুষ্টি চাউল ছিল, ঐগুলি ফুটাইয়া লইলাম। অদূরে পরিদৃশ্যমান সেই কলা গাছগুলি হইতে একছড়া কাঁচকলা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া একত্রে কোনক্রমে সেই চাউল ও কলা সিদ্ধ করিয়া দুই বন্ধুতে আহারে বসিলাম। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম যে, এ সময় দ্বিতীয় ভাগের উপদেশপূর্ণ ছড়াটী না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ করিলে চুরি করা হয়, একথা স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হইয়াছিলাম। কারণ তখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় এমনই কাতর যে, শিক্ষাজীবনের মার্জ্জিত Moral Courageটুকু একেবারেই ছিল না। যাক্ দুই বন্ধুতে আলুনি সেই কাঁচকলা ভাতে আর সিদ্ধ চাউল (ভাত) গুলা তো কোনরকমে উদরসাৎ করিলাম। হায় অদৃষ্ট! মুখে কি আর সে রোচে! কিন্তু উপায় নাই, কি করিব। নিকটে কোনও দোকান পশারি নাই যে, একটু লবণ বা আর কোন কিছু আহারীয় সামগ্রী ক্রয় করিব। কাজেই মধু অভাবে 'গুড়ংদদ্যাৎ' এই ধারণাটুকু পোষণ করিয়া কোন প্রকারে পেট ভরাইয়া লইলাম। আমার সেই গুড় ও জলেই পেট একরকম ভরিয়া গিয়াছিল। তবে সারাদিনের মত না খাইলে নয়, কাজেই কিছু আহার করিলাম।

এমনই ভাবে ভারগ্রস্ত জীবন লইয়া দিনের পর দিন তো কাটিতে লাগিল! সমস্ত দিন আমরা প্রায় বাহিরে বাহিরে থাকি—সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রত্যহ সেই নির্জ্জন স্থানে বাজার হইতে তৈজসাদি আহারাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রন্ধনাদি করি ও আহার করি। পরে রাত্রে সেই বৃক্ষতলে সানের উপর নিদ্রা যাই। সান বাঁধান ঘাট অত্যুচ্চ পাঁচীল দেওয়া, তায় ঠেসান দিবার মত হেলান একটু দেওয়াল দেওয়া। এমনি ভাবে তো দিনের পর দিন করিয়া তিন দিন কাটিয়া গেল। আমাদের সঙ্গে বেশী কাপড় ছিল না। মাত্র একখানি গামছা ও একখানি বাড়তি কাপড় স্নানাদি করিবারার্থে লইয়াই বাহির হইয়াছিলাম। কাজেই এক কাপড়, বড় ময়লা হইয়া যায়। সে কারণ আমরা রাত্রে প্রত্যহই কাপড়ে সাবান দিয়া থাকিতাম। কোন কোন দিন পরিধিত পিরাণটীও কাচিতাম।

আমরা এই বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছি, সে আজ চতুর্থ দিবস। বসন্তকাল রাত্রি আন্দাজ দশটা বাজে। অবশ্য সঠিক সময় বলিবার উপায় নাই। কারণ আমাদের নিকট ঘড়ি ছিল না। আজ পূর্ণিমা নিশি, চন্দ্রমা ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া সুবিমল স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কিরণ পৃথিবীবক্ষে ছড়াইতে অদূরে শ্বেতবর্ণ আকাশে উদিত হইয়াছে। পৃথিবী আজ জ্যোৎস্না কিরণে উদ্ভাসিত। অদূরে সরোবরটীকে বেশ স্বচ্ছ দেখাইতেছে, তায় মলয় সমীরণ বহিয়া পুষ্করিণীর বারিরাশিতে হিল্লোল আনিয়াছে। আমার বন্ধু পরেশ ঘাটের সিড়িতে বসিয়া কাপড়ে সাবান দিতেছে, আর গুন গুন করিয়া গান গাহিতেছে। পরেশের গলাটী অতি সুমিষ্ট ছিল। তাহার সেই দূরাগত গুন গুন স্বরলহরী আমার কর্ণে মধুর লাগিতেছিল। তাই আমি নিবিষ্টমনে বসিয়া তাহার গীত শুনিতেছিলাম। আর বসিয়া বসিয়া দৈনন্দিন ঘটনা 'ডায়রী' লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম। এমনি ভাবে বেশ খানিকক্ষণ কাটিয়া গিয়াছে।

কতক্ষণ তা বলিতে পারি না। হঠাৎ কর্ণে শুষ্ক পত্রের মর্ম্মর শব্দ প্রবেশ করিল। চকিতে একবার চারিদিকে লক্ষ্য করিলাম। কিছুই দৃষ্ট হইল না। তখন একবার পরেশের দিকে চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিলাম। দেখিলাম পরেশ পূর্ব্বের মত তেমনি নিবিষ্ট ভাবে বসিয়া বসিয়া কাপড় কাচিতেছে, আর গুন গুন গান গাহিতেছে। তখন আমি ভরসায় বুক বাঁধিয়া ও কিছু নয় ভাবিয়া আবার লেখায় মনোনিবেশ করিলাম। পুনরায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি, সে বোধ হয় দুই মিনিটও অতিবাহিত হয় নাই, আবার সেই মর্ম্মর ধ্বনি। ক্রমেই যেন সে শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছিল। তখন আমার বক্ষটা বারেক সবেগে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। প্রাণে ব্যাকুলতা বেশ একটু সাড়া দিতেছে অনুভব করিলাম। মুহূর্ত্তে সে ব্যাকুলতাটুকু ভয়ে পরিণত হইল। তখন কি এক অজানা ভয়ে যেন বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। আবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। স্পন্দিত অনুসন্ধিৎসু ব্যাকুল চাহনীতে নিমেষে একবার চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য করিলাম। কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কাজেই অনিচ্ছাসত্ত্বে ভগ্নমনে 'ডায়রিতে কি লিখিয়াছি, সে লেখাটুকুর দিকে দেখিতে লাগিলাম। আমার সামনে একটী ছোট লণ্ঠনের ভিতরে মোমবাতি জ্বলিতেছিল। লণ্ঠনের সে অল্প পরিমিত অস্পষ্টালোক আমার নিকট হইতে পাঁচ হাত দূর ব্যাপিয়া পড়িয়াছিল কি না সন্দেহ আমি সেই অস্পষ্টালোকে জ্যোৎস্না

হাহাযে যতদূর লক্ষ্য হয়, বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়া একবার দেখিয়া লইলাম। একবার লেখার দিকে, আর একবার সেই সতৃষ্ণ চাহনী দূরস্থিত প্রান্তরদিকে পড়িতেছিল। মন কিছুতেই স্থির হইতে ছিল না। কারণ শুষ্ক পত্রের সেই মর্ম্মর ধ্বনি তখনও কর্ণ কুহরে স্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছিল। সহসা দেখি এক অবগুণ্ঠনবতী রমণী অদূরে দাঁড়াইয়া আমাকে হাত ছানি দিয়া আহ্বান করিতেছে। দেখিয়াই আমার বক্ষটা পূর্ণাবেগে স্পন্দিত হইয়া আমার চিত্তকে ভয় বিহ্বল করিয়া তুলিল। আমি অমনি পরেশ, পরেশ! বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলাম, আমি প্রাণের আবেগে এত জোরে চিৎকার করিয়াছিলাম যে, অন্য সময় হইলে বোধ হয় সে ধ্বনি সুদূর প্রান্তরে গিয়া পৌঁছিতে পারিত। কিন্তু তখন আমার চিত্ত ভয়ে এমনই বিহ্বল যে, আমার হৃদয়ের দ্বার, কণ্ঠের আওয়াজ কে যেন রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। আমার চিৎকার ধ্বনি পরেশ ভিন্ন বুঝি আর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করে নাই। তবে যে ধ্বনি কম্পিত রুদ্ধ ব্যাকুলতা জড়িত। পরেশ ছুটিয়া আসিল। আমি তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছি। আমার চিৎকারে দূরস্থিত সেই অবগুণ্ঠনবতী রমণীটাও ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। পরেশ ছুটিয়া আসিয়া আমার ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তখনও প্রকৃতিস্থ হইতে পারি নাই। কি ঘটিয়াছে, তাহা সবিশেষ স্মরণ করিতে পারিতেছিলাম না। কাজেই পরেশকে প্রত্যুত্তর প্রদানে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম। এমন সময় চাহিয়া দেখি, সেই রমণী আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মানা। তখন আমি অঙ্গুলি সঙ্কেতে পরেশকে দেখাইয়া দিয়া বলিলাম, এই সেই!

ক্রমশঃ

Cocoanut Sugar.

নারিকেলের চিনি।

তাল এবং খর্জ্জুর গাছের ন্যায় নারকেল গাছেও রস হয়। সেই রস কয়েক ঘণ্টা থাকিলেই গাঁজিয়া উঠিয়া যায়। ইহা ভয়ানক মাদক গুণবিশিষ্ট "Imperial Institute Bulletin" নামক পত্রে প্রকাশ এই তাল প্রভৃতির রস কয়েক সপ্তাহ পড়িয়া থাকিলে আসেটিক অ্যাসিড্ জনিত গাঁজলা উঠিতে থাকে, এইরূপ তাড়ি ভিনিগার-রূপে পরিণত হইয়া থাকে। অগ্নির উত্তাপে চড়াইয়া জলীয়াংশ উড়িয়া যাইলেই চিনি ন্যায় একটা তলানি পড়ে, ইহাকে "জাগারী" বা পাম্-সুগার বলে। নারকেল হইতেও এইরূপে চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এইরূপ চিনি কারখানা হইতে রস সংগ্রহ করিবার তাল বা নারকেলের মস্তকে বাগড়ার সঙ্গে এক প্রকার জালীর মত থাকে তাহা সকলেই দেখিয়াছেন, সেই জালীদ্বারা ছাঁকিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ চুণ এবং Vatirea Indica নামক এক প্রকার উদ্ভিদের ছাল দিয়া রাখা হয়। এইরূপ প্রক্রিয়ার পর নারকেলের রস আর গাঁজিয়া উঠিতে পারে না। তাহার পর মৃদু জালে চড়াইয়া খেজুরের গুড় করার মত জাল দিলেই গুড় হইয়া যায়। তাহাকে নারকেলের মালাতেই ঢালিয়া ফেলিয়া গোলাকার জমাট যে এক প্রকার বস্তু হয় তাহাকে আমাদের দেশে নবাত বলে তাহাই হইয়া থাকে। ইহাকে নারকেলের পাতা জড়াইয়া বিক্রয় করা হইয়া থাকে। যে দেশে নারকেলের গাছ অধিক তাহারা এই উপায়ে গুড়কে ভাল রিফাইন করিয়া চিনি প্রস্তুতের প্রণালীতে চিনি করে। আট গ্যালন রস হইতে ২ গ্যালন জাগারী উৎপন্ন হয়। জাভা প্রভৃতি দেশে ঐ জাগারীকে গাঁজাইয়া (By fermentation) তাহার পর চোলাই করিয়া সুরাসার প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। নারকেল গাছ হইতে প্রায় একশত প্রকার কাজ হয়, তাহা আমরা সিংহলের ইতিহাস প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম, তাহা বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ থাকিতে পারে। এখন নারকেলের মাখন হইতে কোকোটাইন নামক এক প্রকার বিশুদ্ধ উদ্ভিজ্জ ঘৃত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা সমস্ত হাঁসপাতালেই ব্যবহৃত হইতেছে। কোন পাঠকের "কোকোটাইন" আবশ্যক হইলে আমাদিগকে লিখিতে পারেন। মূল্য ১ পাউণ্ড ৮/০ আনা পণ্ডীচেরী হইতে কলে আবদ্ধ হইয়া এই সকল টীন আনীত হইয়াছে।

জোৎস্না।

কে তুমি গভীর রাতে ছিলে গো দাঁড়ায়ে,
জানালাটী খুলে দিতে, ছুটে এলে এ গৃহেতে,
"চখে" মুখে হাসিরাশি দিলে গো ছড়া'য়ে।
তোমার পরশ পেয়ে, সকলে দেখিছে চেয়ে,
মধুবত্তা গৃহখানি দিল যে ভরা'য়ে।
ফুলদানে ফুল ফুটী উঠেছে হাসিয়ে॥

চিত্রিত ও পরীদল গলা ধরাধরি,
পাখী সবে যায় চলে, কোথা কোন ভুমগুলে,
এলায়িত কেশরাশি ফুলমালা পরি
হেরিয়া তোমার হাসি, বুঝিবা নামিয়া আসি
নিকুঞ্জের পুষ্পমাঝে, চিত্র পরিহরি।
তোমারে ধরিতে যাবে, করতেল ভর'॥

এখানে ফুটেনা তবু তোমার মাধুরী,
কাননে ফুলের মুখে, হেরিলে অনন্ত সুখে,
পাপিয়া ঝঙ্কার দিত, সাধা গলা ধরি'।
হাসিত তারকা গুলি, হাসিত কুসুম কলি,
হাসিত নলিনী জলে স্বরগেতে পরী।
গাহিতেন কবি শত স্তুতি বাদ করি॥

যমুনার কালো জল যাইতেছে বহি'
তরঙ্গ ভঙ্গিম ছলে, ঐ হাসি ঢেলে দিলে,
তরাতে হেরিত যদি, [illegible] চাহি'।
অলস নয়ন তুলে, সরল পরাণ খুলে,
কতই আদর দিত, কত গান গাহি'।
আনন্দে নাচিয়া জল ধীরে যেত বহি'॥

কোথা হ'তে এস তুমি সৌন্দর্য্যের কণা?
কি এক স্বপন ঘোরে, প্রাণ মন দাও ভরে,
জাগাও হৃদয়ে ভাব কি এক অজানা।
শোক স্মৃতি রেখে ফেলে, যাহারা গিয়াছে চলে,
তাহাদের আঁখি হ'তে এস কি জোছনা?
তাই কি তোমার হাসি, লাগে চেনা চেনা?

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

The Hon'ble Maharajah Manindra Chandra Nandi Bahadur of Cossimbazar, Member of the Council of His Excellency the Right Hon'ble the Viceroy and Governor General of India.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা। | New Series, February 1913. | নূতন সংস্করণ। ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩। | Vol. VII. No. 2.

সৎ পথে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্থ হওয়াও বরং অসৎ পথে থাকিয়া লাভ অপেক্ষাও ভাল। কেননা তাহাতে হৃদয়টা তবু শান্তিতে থাকে।

"Second thoughts are always best" অকস্মাৎ যাহা মনে আসে, তাহাই করা উচিত নয়, বিষয়টাকে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিলেই ভাল মন্দ বুঝিতে পারা যায়। প্রত্যেক বিষয় করিয়া ফেলিয়া আহম্মক হওয়া অপেক্ষা করিবার পূর্ব্বে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিলে নিরাপদে থাকা যায়।

মনের অন্ধকার অপেক্ষা গাঢ় অন্ধকার আর কোথাও নাই। পার যদি, জ্ঞানালোকে সেই অন্ধকার দূর করিবার জন্য প্রয়াসী হইও।

জীবনের দৈনিক ঘটনাবলী লিখিয়া তাহার বিচার করিতে হয়—ইহাদ্বারা গলদ থাকিলে সংশোধিত হইতে পারে।

কাল্পনিক আশার বশবর্ত্তী হইয়া কখন নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিতে নাই। করিলে প্রায় ঠকিতে হয়।

মিতব্যয়িতা নিজস্ব টাকশাল—হিসাব করিয়া চলিতে জানিলে, টাকার ভাবনা কি, অভাব হইতেই পারে না।

যে লোকের শত্রু বেশী, তাহার সৎ এবং ভদ্র হওয়ারই দরকার। কেননা মহত্ব এবং সততার নিকট শত্রুগুলী কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? শত্রুরও হিতসাধনের চেষ্টায় থাকিবে, একদিন এমন একটী ঘটনা আসিতে পারে, যাহাদ্বারা সমস্ত শত্রু তোমার চরণরেণু লইবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িবে।

যে ধার্ম্মিক, তাহারই নিদ্রায় সুখ হয়। কেননা এমন কোন অসৎ কাজই সে করে নাই, যাহার জন্য তাহাকে শয্যায় শুইয়া ভাবিতে হইবে।

সুপ্রভাত কাহার? যে ব্যক্তি শ্রমশীল। "Morning is welcome to industrious" যে ব্যক্তি অলস, বিলাসী—সে প্রভাতের শুভাগমনে আনন্দ অনুভব করে না।

"Gold is the dust that blinds all eyes" সুবর্ণ অর্থাৎ অর্থ ধুলিকণার ন্যায় প্রায় সকলেরই চক্ষুকেই অন্ধ করিয়া দেয়। কথাটা ঠিক।

মিথ্যাবাদীর অসম্ভব স্মরণ শক্তির আবশ্যক, নচেৎ সে কথার মিল রাখিতে না পারিয়া ধরা পড়ে।

পৃথিবীতে যত প্রকার মাদক দ্রব্য আছে, তাহার মধ্যে আফিংএর নেশাই গুরুতর, কত গুলিখোর প্রতিনিয়তই মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে—বুঝিয়াও অভ্যাস ছাড়িতে পারে না। ঠিক যেন যমের টান—স্ত্রী পুত্র মাতা পিতা সে কিছু চায় না—গুলিই তাহার ধর্ম্ম

মোক্ষ কাম—কি ভীষণ আত্মহত্যা!—ইহাদের পরের কথা সহ্য হয় না, কিন্তু নিজেরা নিজেদের সর্ব্বনাশে কুন্ঠিত নয় বরং যত্নবান—কি মোহ ঘোর—পাপের ভীষণ পরিণাম!

এক স্কোয়ার ফুট মাত্র মৌচাকে ৯০০০ গর্ত্ত থাকে, ধন্য ভগবানের কারুকার্য্য।

গড়ে সমস্ত মানুষের মস্তিষ্কের ওজন ৩$\frac{১}{২}$ পাউণ্ড, স্ত্রীলোকের ২ পাউণ্ড ১১ আউন্স সুতরাং মেয়ে মানুষের মাথা হাল্কা হইবারই কথা।

Special for "Businessman."

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য সহজ-শিল্প।

Smelling Salt.

স্মেলিং সল্ট্।

—:*:—

মাথা ধরিলে, অধিকক্ষণ মানসিক পরিশ্রমের পর শিরঃপীড়া হইলে, মূর্চ্ছা ভাঙ্গাইবার জন্য প্রত্যেক সংসারে স্মেলিং সল্ট্ একটা থাকা মন্দ নয়, তাহা ছাড়া যেরূপ হিষ্টিরিয়ার বাজার পড়িয়াছে, তাহাতে স্মেলিং সল্টের যেন প্রত্যেক ঘরেই আবশ্যক হইতেছে। বিক্রয় করিবারও ইহা একটা ভাল জিনিস।

প্রস্তুত প্রণালী—

কার্ব্বনেট্ অফ্ আমোনিয়া—১ পাউণ্ড লইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ছোট ছোট গ্লাসষ্টপার্ড শিশিতে পুরিতে হইবে, সেই জন্য শিশির মুখের আয়তন বুঝিয়া খণ্ড খণ্ড করিতে হইবে।

এই খণ্ডগুলিকে একটি কাচ পাত্রে রাখিয়া অয়েল লাভেণ্ডার ২ আউন্স, এসেন্স অফ্ বারগামট্ ১ আউন্স, লবঙ্গের তৈল ২ ড্রাম, এই সকল দ্রব্য দিয়া খণ্ড খণ্ড আমোনিয়াগুলিকে শোষণ করাইয়া শিশিতে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিতে হইবে। তাহার পর লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে হইবে। মূল্য ৵০ আনা করিলেই যথেষ্ট লাভ হইবে। ষ্টেশনারি দোকানে বিক্রয় হইয়া থাকে। মাল মসলাগুলি কলিকাতার ভাল ঔষধ বিক্রেতাগণের নিকট পাওয়া যায়।

SEALING WAXES.

বাতিগালা প্রস্তুত প্রণালী।

একটি তামার পাত্রে বাতিগালা ৪আউন্স দিয়া গলাইয়া ভিনিস টার্পেটাইন ১০ আউন্স দিয়া মিশ্রিত করিবে, একটু পরে ইহাতে ১ আউন্স চিনের সিন্দুর দিয়া নাড়িয়া যখন একটু শীতল হইতে থাকিবে, তখন একটা প্লেন তক্তার উপর ফেলিয়া ডলিয়া গোলাকার বাতির মতলম্বা করিয়া ইহার উপর নিজের নামের শীল করিয়া ৬ ইঞ্চি পরিমিত লম্বা রাখিয়া কাটিবে। ১২টী করিয়া এক একটী কাগজের বাক্সে রাখিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করিতে পারিবে। এইটী হইল, লাল বাতি গালা। বাতি গালা নানা রঙের হয়, যথা—সবুজ, নীল, কাল ইত্যাদি। এই প্রকার বাতি গালাই উৎকৃষ্ট। কিন্তু সুলভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায়ে রজনাদি মিশাইয়া সুলভ করা হইয়া থাকে। সে সকল প্রক্রিয়াও পরে পরে দেখান যাইতেছে।

২য় প্রকার।

ধুনা ৪ পাউণ্ড,

পাতগালা ২ পাউণ্ড,

প্রথমে অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ভিনিস টার্পিন ১॥০ পাউণ্ড ও মেটে সিন্দুর ১॥০ পাউণ্ড দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় বাতি প্রস্তুত করিতে হইবে।

৩য় প্রকার।

উৎকৃষ্ট চাঁচ গালা ৪ আঃ

ভিনিস টার্পেন্টাইন ২ আঃ

ম্যাগনেসিয়া ১॥০ ড্রাম

দিয়া গলাইলা ইহাতে কলোফোনি ১॥০ আউন্স ও সিন্দুর ১॥০ আঃ দিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

ইহাতে সিন্দুর দিলে যেমন লাল হইবে, কাল করিতে হইলে ভুষা দিলে কাল হইবে। কিন্তু সবুজ ও নীল করিবার প্রক্রিয়ার প্রার্থক্য আছে।

নীল।

পাত গালা ৪ আঃ

ডামার ধুনা ৪ আঃ

বর্গাণ্ডী পীচ ২ আঃ

ভিনিস টার্পিন ২ আঃ

আলট্রামেরিন ৬ আঃ

অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

ভিনিস টার্পিন প্রস্তুত প্রণালী।

কৃষ্ণবর্ণ ধুনা ৪৮ পাউণ্ড, অগ্নির উত্তাপে গলাইয়া ইহাতে ২ গ্যালন টারপিন তৈল মিশ্রিত করিলে, ভিনিস টারপিন প্রস্তুত হয়। ইহা বাজারেও ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

HOUSE-HOLD INFORMATION.

পশমী কাপড় কীট দ্বারা দষ্ট না হইবার সহজ উপায়।

১। সিন্দুক বা কাপড়ের পাটের মধ্যে স্পিরিট টারপেন্টাইন কাগজে মাখাইয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাপড়ের পাটের মধ্যে মধ্যে দিয়া রাখিলে, কীটদষ্ট হইবে না। কিটিংস পাউডার্ ছড়াইয়া কাপড় রাখিলেও পোকা লাগিবে না। ১ কৌটা কিটিংস পাউডারের (Keating's Insect Powder) দাম ।০ ।৵০ আমাদিগকে লিখিলেও পাঠাইয়া দিতে পারি, ইহা দ্বারা ছারপোকা মরিয়া যায়।

২। বস্ত্রাদিতে তৈল বা আলকাতরা লাগিলে উঠাইবার উপায়।

এক সের আন্দাজ জলে আধ ছটাক আন্দাজ পটাস্ এবং লেবুকে ছোট ছোট ফালি করিয়া কাটিয়া নিংড়াইয়া

সেই রস উত্তমরূপে মিশাইয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হইবে, তাহার পর সুতা বা রেশমী কাপড়ের যে যে স্থানে দাগ লাগিয়াছে, সেই সেই স্থানে উক্ত আরক লাগাইয়া রগড়াইয়া ধৌত করিলে দাগ উঠিয়া যাইবে।

রেশমী কাপড়ের দাগ তুলিতে হইলে শুধু সেই অংশে স্পিরিট তারপিন তৈল লাগাইয়া রগড়াইলেই দাগ উঠিয়া যায়।

HOME INDUSTRY—2.

ELECTRO-PLATING.

গিলটী করার কাজ।

(২)

আমরা জানুয়ারীর সংখ্যায় ব্যাটারীর কিয়দংশ বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। আজ আরও কিছু বিষদরূপে বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পাঠকগণের প্রতি অনুরোধ, যেন একটু ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বিষয়টী বুঝিবার জন্য কষ্ট স্বীকার করেন, তাহা হইলেই শ্রম সফল হইবে।

গতবারে আমরা বুনসেন এবং ডানিয়েল ব্যাটারীর বিষয় বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কেহ কেহ তাহা বুঝিতে পারেন নাই লিখিতেছেন, সেইজন্য চিত্রদ্বারা বুঝাইব— এখন বুঝিতে কোন কষ্ট হইবে না।

ভল্টা কোষ।
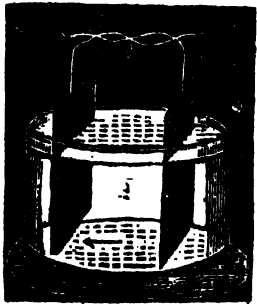
এই যে চিত্রটী দেখিতেছেন— ইহা ভল্টা ব্যাটারী বা তাড়িত কোষ। একটা কাঁচের পাত্রে সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্ ১ভাগ এবং জল দশ ভাগ দিয়া তাহাতে একখানি তামার পাত এবং একখানি দস্তার পাত্র ডুবাইয়া দিয়া দুইধার হইতে তামার তার দুইগাছিকে কেমন করিয়া সংলগ্ন করা হইয়াছে, তাহা দেখিতেছেন। ভল্টা কোষের দোষগুণ গত বারের কাগজে বুঝাইয়াছি, এখন আর তাহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

দ্বিতীয় প্রকার।

ডানিয়েল ব্যাটারী।

ড্যানিয়েল ব্যাটারী

ইহার প্রথমেই একটী কাচের জার। ইহার মধ্যে কি কি আছে? প্রথমে তুঁতের জল ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহার পর একটী তামার ফাঁপা চোং বসান হইয়াছে, চিত্রে ত চিহ্নিতটী তামার চোং। তাহার গাত্রে ছোট ছোট ছিদ্র করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিতে পাইতেছেন।

তাহার পর একটী মাটীর পাত্রে গন্ধক দ্রাবক অর্থাৎ সলফিউরিক অ্যাসিড্ ১ভাগ ও জল দশ ভাগ দিয়া শোষণ করিয়া ঐ পূর্ব্বোক্ত তামার ফাঁপা চোঙের মধ্যে দেওয়া হইয়াছে চিত্রে (ম) চিহ্নিত দেখুন, পাত্রটী মাটীর পাত্র ইহার ভিতরে গন্ধক দ্রাবক প্রদত্ত হইয়াছে।

তাহার পর ঐ মাটীর পাত্রটার মধ্যে একটা দস্তার দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এই দস্তাদণ্ডের মস্তকে যে বাঁকান তাম্রখণ্ড দেখিতেছেন, তাহা হইতে রেশম মণ্ডিত তাম্র তার এবং তাম্রের ফাঁপা চোং হইতে ঐরূপে রেশমী মণ্ডিত তাম্র তার একত্র যোগ করিবামাত্রই ব্যাটারীর কাজ আরম্ভ হইবে। একথা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। এইরূপে ডানিয়েলের ব্যাটারী প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।
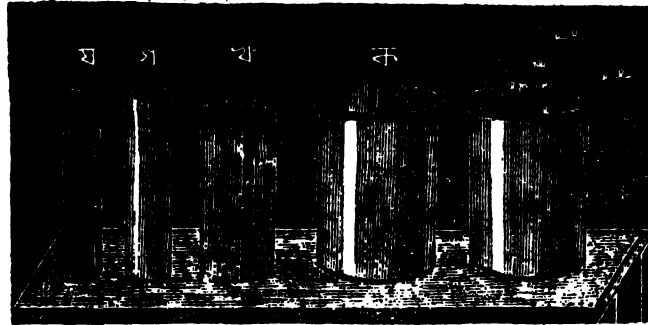
৩য় প্রকার—বুনসেন ব্যাটারী।

বুনসেন ব্যাটারী দ্বারা কাজ ভাল হয়, তাড়িতের পরিমাণ অধিক হয় বলিয়া অনেকে বুনসেন ব্যাটারীই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

এই চিত্র সমষ্টির ডান ধারে তারসংলগ্ন যে গোলাকার পাত্রটী দেখিতে পাইতেছেন, এইটী একটী সম্পূর্ণ (Complete Battery) বা বুনসেন তাড়িতকোষ। ইহার ভিতরে কি কি থাকে, তাহা বুঝাইলেই, আপনি বুনসেন ব্যাটারী বুঝিতে পারিবেন, দয়া করিয়া মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। এই সম্পূর্ণ ব্যাটারীর পার্শ্বে ক চিহ্নিত ফাঁপা জিনিসটী একটী মাটীর জার বা কড়ি মাটীর জার— ইহার ভিতরে মৃদু গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। মৃদু গন্ধক দ্রাবক কি? দশ ভাগ জল, আর এক ভাগ সল্‌ফিউরিক অ্যাসিড্। পূর্ব্বেও অনেকবারই একথা বলিয়াছি। তাহার পর দস্তার পাত দ্বারা প্রস্তুত একটা দুই মুখ খোলা দস্তার চোং বসান হইয়াছে। এই চোংটা মৃত্তিকার জার অপেক্ষা অর্দ্ধ ইঞ্চি বা এক ইঞ্চি পরিমাণ উচ্চ রাখা উচিত। জারের মধ্যস্থ গন্ধক দ্রাবকে ঐ দস্তার দু মুখ খোলা চোঙটা ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যথা খ চিহ্নিত জিনিসটী। বেশ।

আমাদের উপরোক্ত চিত্রে (গ) চিহ্নিত একটা দ্রব্য দেখিতে পাইতেছেন। ইহা একটা মাটীর পাত্র (অবশ্য পোড়ান)। এই পাত্রটাও নলের মত ফাঁপা। ইহার এক মুখ খোলা এক মুখ বন্ধ, লম্বা ভাঁড় বিশেষ। ইহার মধ্যে তীব্র সোরা দ্রাবক বা Nitric acid নাইটিক্ অ্যাসিড্ প্রদত্ত হইয়াছে। সাবধান, এই নাইট্রিক অ্যাসিড্ হাতে লাগিলে পুড়িয়া যাইবে। সুতরাং সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

এই মৃত্তিকার চোং বা নলটার মধ্যে এক খণ্ড অঙ্গার দাও (যথা (ঘ) চিহ্নিত দ্রব্যটা) ইহা একটী অঙ্গার দণ্ড সুতরাং আপনি দেখিতেছেন, ডানিয়েলের ব্যাটারীতে যেমন তাম্র খণ্ড বা দণ্ড দেওয়া হয়, ইহাতে সেইস্থলে অঙ্গারদণ্ড দেওয়া হইয়াছে। এইবার সম্পূর্ণ চিত্রটী দেখুন। তাহাতে দেখিতেছেন, এই অঙ্গার দণ্ডের উপর একটী স্ক্রুতে রেশম মণ্ডিত তামার তার সংলগ্ন এবং দস্তার চোঙের উপর হইতে ও স্ক্রু দ্বারা তামার তার সংলগ্ন করা হইয়াছে, এখন এই দুইটী তার একত্র সংলগ্ন হইবামাত্রই তাড়িতস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এখন আমরা উপরের চিত্রে কি কি দিলাম, আর একবার দেখি, যথা—প্রথমে মাটীর জার—তাহার ভিতর—গন্ধক দ্রাবক, —তাহাতে ডুবান হইয়াছে—দস্তার ফাঁপা দু মুখ খোলা চোঙ্গ, তাহার পর দেওয়া হইয়াছে. মাটীর পাইপ—তাহাতে দেওয়া হইয়াছে, নাইট্রিক অ্যাসিড্, তাহার পর দেওয়া হইয়া অঙ্গারদণ্ড সুতরাং বুঝিতে বাকী রহিল না যে বুনসেন ব্যাটারীতে কি কি আছে। অঙ্গার এবং দস্তার উপরে সংলগ্ন তামার তার একত্র সংলগ্ন করিলেই তাড়িত প্রবাহ বহিতে লাগিল।

অধিক পরিমাণ তাড়িত আবশ্যক হইলে এইরূপ অনেকগুলি ব্যাটারীকে পরস্পর পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হয়, ইহা দ্বারা তাড়িতের প্রবাহ অধিক ক্ষমতাশালী হইয়া থাকে।

কিন্তু গিল্টীর কার্য্যে একটী বুনসেন ব্যাটারী দ্বারাও কাজ হইতে পারিবে। সাধারণতঃ এদেশের মুসলমান গিল্টী ওয়ালারা একটী মাত্র ব্যাটারী দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। পাঠকগণ এরূপ ব্যাটারী নিজেরা না করিয়া লইলেও ক্রয় করিতে পারেন। ৮।১০ টাকার অধিক ব্যয় পড়ে না। এইরূপ ব্যাটারী দ্বারা ইলেক্‌ট্রিক্ বেল, গিল্টী করা, এবং ইলেকট্রিক লাইট্‌ও জ্বালান যায়। যদি আমাদের বাসনা হয়, আমরা পরে তাহার আলোচনা করিতে পারি। এখন কেবল কেমন করিয়া গিল্টী হয়, তাহাই বুঝাইতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

INDUSTRIAL OPENINGS.
"ক্যাপিটাল"এর ইঙ্গিত।

ভারতের অসংখ্য দ্রব্যের বিদেশে কাট্‌তি আছে, কিন্তু পরিতাপের কথা, ভারতবাসী সে সকল সন্ধান জানে না। জানিবার জন্য কোন চেষ্টাও করে না। দেশজাত দ্রব্য রপ্তানী করিয়া অন্য দেশের অর্থ করায়ত্ত যাহারা করিতে জানে, তাহারাই সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে এবং এই উপায়ই উচ্চ শ্রেণীর ব্যবসার মধ্যে গণ্য। নিম্নলিখিত ইঙ্গিতগুলি ক্যাপিটাল পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য তাহার সারাংশ প্রদান করিলাম।

ক্যাপিটাল বলিতেছেন :—কদলীখাদ্য Bannana Meal জর্ম্মানীতে বিশেষঃ খাদ্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। কদলীর পুষ্টিকারিতা গুণ অধিক বলিয়া জর্ম্মানী এবং অন্যান্য দেশে কদলীর বিশেষ আদর হইতেছে। কলাকে শুষ্ক করিয়া ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করিতে একটু অসুবিধা আছে, ইহাকে শুষ্ক এবং চূর্ণ করিতে যথাযোগ্য যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইলেই কদলীর ঐ সমুদয় দেশে যে যথেষ্ট কাট্‌তি হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। পশ্চিম আফ্রিকাতেও কলা জন্মে, শুনা যায়, সেখানকার কলা শুষ্ক করিবারও সেইরূপ অসুবিধা আছে। কেবল ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়ার কদলীর সে অসুবিধা, নাই সেইজন্য আমেরিকায় কদলীর কাজ বেশই চলিতেছে, কিন্তু ভারতীয় কলাকে শুষ্ক করিবার যন্ত্রাদির উন্নতি সাধন করিতে পারিলেই ভারতের কদলীতে যে টান পড়িবে না, তাহা কে বলিতে পারে? সেইজন্য ভারতের কদলী হইতে একদিন প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা আছে।"

এইরূপ এদেশের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ আছে, যাহা দ্বারা এদেশের সুন্দর আয় বৃদ্ধি হইতে পারে।

ক্যাপিটাল বলিতেছেন যে,—

"But there are many possible minor industries in India that are only waiting for a commercial Napoleon to lead them on to the Victory."

"অর্থাৎ ভারতে এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শিল্প আছে, সেই গুলিকে পরিচালিত করিয়া জয়লাভের জন্য কোন ব্যবসায়ীনেপোলিয়ন আবশ্যক মাত্র!"

কিন্তু হায় এদেশে সেইটারই অভাব। এদেশে গলাবাজী, পরামর্শ, জল্পনা, কল্পনা সমস্ত পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থের সৎব্যবহার করিতে বা দেশের জিনিসকে ব্যবসায় বাণিজ্যে লাগাইতে তেমন নেপোলিয়ন পাওয়া যায় না প্রকৃতই এদেশে তাহা দুর্লভ।

দৃষ্টান্ত দ্বারা ক্যাপিটাল দেখাতেছেন যে প্রতিবৎসর আমরা প্রায় ২০ লক্ষ টাকার উপর মৎস্য আনয়ন করিয়া থাকি। কিন্তু বঙ্গোপসাগরেও উৎকৃষ্ট মৎস্য পাওয়া যায়। এদেশেও অন্যান্য দেশের ন্যায় মাছ টীনের মধ্যে করিয়া এখানকার অভাব পূর্ণ করিলেও জগতের প্রত্যেক মৎস্যভুক দেশে রপ্তানী করা যাইতে পারে, লোনা মাছ, শুষ্ক মাছ

কলিকাতার বাজারে কম বিক্রয় হয় না। ইহা ভারতের একটী অর্থকরী কাজ তাহার সন্দেহ নাই। এইরূপ কার্য্য যৌথ মূলধন দ্বারা চালাইতে পারিলে অংশীদারগণ নিশ্চয়ই উচ্চহারে লাভ পাইতে পারেন, * * * কিন্তু এইরূপ ব্যবসায়ে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আধুনিক উন্নত প্রণালীর সমস্ত আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি লইয়া নামিতে হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

আর একটী কারবার একদিন ভারতে উচ্চশ্রেণীর আয়কর কাজ হইয়া দাঁড়াইতে পারে। এদেশের আম্র বহুকাল বিদেশে সাদরে বিক্রয় হইয়া থাকে। কেহ সাহস করিয়া নামিলে ইহাতে যথেষ্ট লাভ করিতে পারিবেন। এই জিনিসের জন্য জগতের সর্ব্বত্রই উৎকৃষ্ট বাজার পাওয়া যাইতে পারিবে। ভারতের কাঁচা আম বিলাতে রপ্তানী হইয়া যায় এবং সেখান হইতে সুদক্ষ লোক দ্বারা চিনি এবং সিরপ মণ্ডিত হইয়া জগতের নানা-স্থানে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। এখানে আধুনিক উন্নত প্রণালীতে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার সহিত প্রস্তুত হইয়া অন্য দেশে রপ্তানী হইয়া যাইলে প্রচুর অর্থাগমের সম্ভাবনা। প্রিসার্ভড (Preserved) আম অপেক্ষা কাঁচা আমের রপ্তানী প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি হইতেছে। (কাজের লোকের পাঠকগণকে আমরাও বহুবার এই কথা বলিয়াছিলাম)। ক্যাপিটাল বলিতেছেন যে, স্বাভাবিক খনিজ জল একটী উৎকৃষ্ট অর্থকরী দ্রব্য। একবার এই কার্য্যে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য একটী বুলেটীন বাহির হইয়াছিল, কিন্তু এখনও এই কার্য্যে প্রকৃতই লাভ হইবে কিনা বলিয়া লোকে ইতঃস্তত করিতেছে।

আসাম এবং পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে অনেকস্থানে এই প্রস্রবণ জাত খনিজ জল (Natural mineral water) পাওয়া যায়। ভারতের মিনারেল ওয়াটার আমদানী জর্ম্মাণ প্রভৃতি দেশের খনিজ জল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। প্রত্যেক বোতলেই ২৲ টাকা লাভ হইতে পারে, তাহার সংশয় নাই, এই সকল জল বিদেশে রপ্তানী করিলে অর্থাগমের একটী অসীম পন্থা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

এই কার্য্য করিতে হইলে সুদক্ষ লোকের আবশ্যক এবং কয়েকটী উৎকৃষ্ট প্রস্রবণ হস্তগত করিয়া মুগ্ধকর বিজ্ঞাপন প্রচার দ্বারা ভারতের এই খনিজ পানীয় বিক্রয় করিতে হয়, ভারতের খনিজ পানীয় যে "ভিচি কাউন্টেস, ভিলি প্রভৃতি জার্ম্মাণ এবং ফ্রান্স দেশীয় খনিজ জল অপেক্ষা উপাদেয় এবং হিতকর তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

সঙ্কেতগুলি সমুদয়ই সুন্দর, কিন্তু এদেশের লোকে অন্ধ, চক্ষুতে খোঁচাইয়া অঙ্গুলি দিলেও যে চৈতন্য হইবে না, এরোগের প্রতিকার নাই। এইগুলি কোন দিন না কোন দিন পাশ্চাত্য কর্ম্মবীরগণই যে করিবেন তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। ভারতবাসী কেবল পুটু পুটু চাহিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে দেখিয়া তারিফ্ করিবে মাত্র।

ভারতবাসী বিশেষ বঙ্গসন্তান কেবল গলাবাজীতে, সমাজ সংস্কারের জন্য নিরুঞ্চাটে লাঙ্গুল নাড়িতে সুদক্ষ। নারীর ঘোম্‌টা টানাটানি, আর বিধবা বিবাহ এই দুইটীই ভারত উদ্ধারের অভ্রান্ত পন্থা স্থির করিয়াছেন। ভারতের যত কিছু উন্নতির মূল বাবুরা ঐ দুইটীতেই সন্ধান পাইয়াছেন। গোয়ালার গরুর মত পড়িয়া পড়িয়া ল্যাজ নাড়ার ত কোন ঝঞ্ঝাটই নাই—জ্বালা কি কম?

The Causes of Merchantile Failure.

ব্যবসার ধ্বংসের কারণ।

কি কারণে ব্যবসাদার অকৃতকার্য্য হয়, সংক্ষেপে আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব। আমেরিকায় একবার এই সম্বন্ধে বিশেষরূপ অনুসন্ধান হইয়াছিল। মিঃ বোস্তার বলেন, কারবারের সংকল্পের অপূর্ণতাই অকৃতকার্য্যতার মূলকারণ। আমেরিকায় দেউলিয়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া ইহার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধান হইয়াছিল। সেই অনুসন্ধানের ফলে প্রকাশ পায় যে, শতকরা ৩ জন মাত্র ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থায়ী হইতে দেখা যায়। অনৈক ভদ্রলোক এ কথার যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া অনুসন্ধানের জন্য তাঁহার অনৈক ব্যবসায়-তত্ত্ববিদ্ বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে শতকরা ৫ জন মাত্র লোকের ব্যবসায় স্থায়ী হইয়াছে দেখা যায়। কোন ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টর বলিয়া ছিলেন—"Bankruptcy is as certain as death, they fall single and alone and are thus forgotten"—অর্থাৎ "দেউলিয়া হওয়া মৃত্যুর ন্যায় সুনিশ্চিত; তবে ইহা একাকী এবং সর্ব্বদাই এক জনের উপর পতিত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে, কাজেই মানুষ চক্ষে দেখিয়াও নিজে সতর্ক হইতে ভুলিয়া যায়।" গবর্ণর ব্রিগ্ এবং তাঁহার সেক্রেটারী পরিষ্কাররূপে তাঁহাদের মন্তব্যে প্রকাশ করেন যে, পল্লীগ্রাম হইতে যে সকল ব্যক্তি রাজধানীতে সৌভাগ্য লাভের আশায় আসে, তাহাদের মধ্যে শতকরা ৯৯ জন ব্যবসায়ে অকৃতকার্য্য হয়। এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশেও ঠিক সেইরূপ অবস্থা। প্রায় শতকরা ৯৯জন ব্যবসায়ীর

পতন ঘটিয়া থাকে, কৈ ৪০ বৎসর একটা বাঙ্গালীর ব্যবসা সমান চলিয়াছে, এরূপ আদর্শ দেখাও দেখি? নিশ্চয়ই তাহা দেখাইতে পারিবে না। যত দিন যায়, ব্যবসা ততই খারাপ হয়—ক্রমে লোপ পাইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? সেইটাই এক্ষণে আলোচ্য বিষয়।

বাঙ্গালার লোক এখন মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে নারাজ। অতি অল্প পরিশ্রমে—লঘু কাজ করিয়া রোজগার করিতে চায়—এই কারণেই আমেরিকার যুবকগণেরও অতি শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহারা উদ্যমশীল, অকস্মাৎ দেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই রক্ষা। আমাদের অতি অদ্ভুত দেশ, সর্ব্বদাই তন্দ্রাগত—আত্মহারা— নির্জ্জীব, কে তাহাদিগকে জাগাইয়া চৈতন্য-সম্পাদনে তৎপর হইবে? ব্যবসারে অবনতির প্রথম কারণ, ব্যবসায় বুদ্ধির অভাব। আমাদের ব্যবসায়ের মাথা নাই। উইলিয়ম ম্যাথিও নামক জনৈক পণ্ডিত বলিয়াছেন—"No man can succeed in his calling for which his providence did not intend him." সকলেই চিত্রকর, সকলেই গায়ক, সকলেই বীর, সকলেই সাহসী হওয়া সম্ভবপর নয়। ভগবান যাহাকে যেমন বুদ্ধি দিয়াছেন, সে সেইরূপ কার্য্যে প্রবেশ করিলে পারদর্শিতা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যাহার যে বিষয়ে বুদ্ধি নাই, সে সেকাজে অকৃতকার্য্য হইবে, ইহা সুনিশ্চিত। তেমনি সকলে ব্যবসাদার হওয়াও সম্ভবপর নয়। ব্যবসায়-বুদ্ধিও ঈশ্বরদত্ত, সকলের সে বুদ্ধি থাকে না, কিন্তু অনেকেই অপরের অনুকরণে ব্যবসায় করে, ফল অকৃতকার্য্যতা। পণ্ডিতবর বলিয়াছেন—"The first and most obvious cause of failure is the lack of business talent." বাঙ্গালী ভাবে, ব্যবসায় যে সে করিতে পারে, কিন্তু তাহা হইবার নয়। যাহার যাহাতে আন্তরিক রুচি, সে যদি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সেইব্যক্তি কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব। মৌলিক ব্যবসায়-বুদ্ধি আমাদের নাই, আমরা সেজন্য ভাবিয়াও দেখি না—অনুকরণ করাই আমাদের লক্ষ্য।

দ্বিতীয় কারণ—রাতারাতি বড়লোক হইবার ইচ্ছা, "an excessive haste to be rich"। এই দোষেই আমাদের দেশের ব্যবসায়ী হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়, দারুণ অর্থ-পিপাসায় ক্রেতার শোণিত শোষণ করে, ফলে অচিরে কারবার ধ্বংস মুখে পতিত হয়। ব্যবসারের স্থায়িত্বের ভিত্তি লোকের বিশ্বাস। অর্থ-পিপাসায় যখন ব্যবসায়ী উন্মাদ হয়, ক্রেতার প্রতি তখন মনোযোগ থাকে না, সেই কারণে ফল বিষময় হয়। ২।৪ বৎসর বেশ চলে, কিন্তু ক্রমে কারবার অচল হয়।

৩য় কারণ—"Speculation" বা চাল্—একটা ব্যবসায়ে যখন দু পয়সা লাভ হয়, সেই পয়সা লইয়া অন্য কারবার করিতে ধাবমান হয়। কাজেই আদি ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি থাকে না, এদিকে পুরাতন কাজের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, নূতন কার্য্যে সম্যক্ মনোযোগ দেওয়া অসম্ভব হইয়া পড়ে, সুতরাং তাঁতিকুল ও বৈষ্ণব কুল দুই যায়। তখন সর্ব্বনাশ হয়, যথাসর্ব্বস্ব হারাইয়া অকুল পাথারে ভাসিতে থাকে।

চতুর্থ কারণ—সর্ব্বদাই ব্যবসায় পরিবর্ত্তন। আজ একটা কারবার করিতেছি; কাল অন্যটা ধরিলাম, এইরূপে প্রত্যেক বার নূতন কাজ, আর তাহার পরিবর্ত্তন, এই করিতে করিতে কোনটার সফলতা হয় না, ব্যবসায়ে বহুদর্শিতাও লাভ হইতে পায় না, সুতরাং ব্যবসায়ী কারবারের ভাল মন্দ বুঝিতেও পারে না। এই প্রকারের লোক শীঘ্রই ধ্বংসমুখে পতিত হয়, একটা বিষয়ে ঐকান্তিকতার সহিত লাগিয়া না থাকিলে সে কার্য্য কদাচই সফল হয় না।

চতুর্থ দোষ—ঘোর স্বার্থজ্ঞান। এইটাই বড় সাংঘাতিক। ইহা দ্বারা শত্রু বৃদ্ধি হয়। "Selfisnness is Self-defeating" স্বার্থপরতাই আত্ম-পরাজয়। এই স্বার্থপরতার, ব্যবসায়ের কর্ম্মচারীগণ শত্রু হয়, প্রতিবাসী ব্যবসায়ী শত্রু হয়; অচিরে ঘৃণিত ও পরিত্যক্ত হইয়া অপযশের ভার মস্তকে লইতে বাধ্য হয়, সেই সঙ্গে সাধারণের সহানুভূতি না পাইয়া কারবার নষ্ট হইয়া যায়।

পঞ্চম কারণ—নীচতা—meanness; ইহা স্বার্থপরতার সহচর। ইহাও কারবার নষ্টের এইটা বিশেষ কারণ। ব্যবসায়ীর এই স্বভাব থাকিলে সকলেই তাহাকে ঘৃণা করে। কারবারও সাধারণের ঘৃণার জিনিস হইয়া দাঁড়ায়।

ষষ্ঠ কারণ—বিলাসিতা Extravagant living." পাশ্চাত্য ব্যবসায়িগণ সর্ব্বদাই জাঁকজমকশূন্য—অপব্যয়শূন্য; কিন্তু এদেশীয় ব্যবসায়ী, বাবুর একশেষ—কার্য্যস্থলে গদিয়ান হইয়া মুখে নল লাগাইয়া তামাক খায়। বাগান-বিহার, থিয়েটার, নাচ-গানে, অজস্র অর্থ ব্যয় করেন, গাড়ী, ঘোড়া, চাকর-নফর, কাপড়-চোপড়ে যাহা কিছু লাভ হয়, দু' দিনে উড়িয়া যায়। তারপরে শুনা যায়, হাজার হাজার টাকা দেনা, এত বড় লোক দেউলিয়া আসামী! বুঝেছ? বেশ। S. P.

HOME STORES AND THEIR CLAIMS ON HOME PATRONAGE.

গ্রাম্য দোকানদার এবং তাহাদের সহানুভূতির দাবী।

এ দেশের সহরের দোকানদারও যেমন বাহিরের খরিদ্দার ধরিবার জন্য বিজ্ঞাপনাদি দিতে অক্ষম। সেইরূপ পল্লী দোকানদারগণও স্থানীয় সহানুভূতি পায় না। গ্রামে কাপড়

ও মসলাদির দোকান থাকিতেও অনেক লোকই ব্যয় বাহুল্য করিয়া সহর হইতে জিনিস খরিদ করিয়া লইয়া যায় ও গ্রামের দোকানের অবস্থা মন্দ হইয়া পড়ে। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ পরে বুঝাইব। কিন্তু গ্রাম্য দোকানদারের দাবী কি আগে সেইটা দেখা যাউক। গ্রামের দোকানদারগণ বলে যে, আমরা বারমাস গ্রামে পড়িয়া থাকি, আমাদিগকে সাহায্য করা উচিত, কিন্তু এই যুক্তি কখন মানুষকে করায়ত্ত করিতে পারে না। মানুষ চায় সুলভে, সহরের মত টাট্‌কা ভাল জিনিস। এদেশের গ্রাম্য দোকানদার তাহা করে কি? সে সহর হইতে যত সুলভ বস্তাপচা, ভেজাল দ্রব্য সমস্তে গস্ত করিয়া লইয়া যাইবে, সহরের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জিনিসে ধুলা মিশাইয়া, তাহাতে জল দিয়া ভিজাইয়া ভারি করিয়া লোককে প্রতারিত করিয়া বিক্রয় করিবে, এইরূপ দোকানদারগণের স্বগ্রামে বাস হইলেও কোন জন যে সেখানে স্বেচ্ছায় ক্রয় করিবে, তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার গ্রাম্য দোকানদারের মস্তিষ্ক নাই। সেইজন্য সে স্থানীয় লোকের সহানুভূতি পাইতে পারে না।

গ্রাম্য দোকানদারের ব্যয় কম, সে অনায়াসে সহরের খুচরা দোকানের অপেক্ষা সুলভে নিশ্চয়ই বিক্রয় করিতে পারে, করাও উচিত। কিন্তু সেই স্থানে সে একটী দর চড়াইয়া জাল চালান নিজে প্রস্তুত করে, এবং লোককে তাহা দেখাইয়া বলে—এই তাহার কেনা দাম, ইহার উপর ৵০ আনা লাভ লইতেছি। এইরূপে প্রায় শতকরা ৩০৲ টাকার হিসাবে লাভ করিয়া সেই সকল সহরের দোকানদারের পরিত্যাক্ত দ্রব্য নিরীহ স্থানীয় লোককে বিক্রয় করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিয়া শেষে গণেশ উল্টাইয়া সরিয়া পড়ে।

এইরূপে কোন কারবারই বড় বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কারণ অবিলম্বে সে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস হারাইতেই বাধ্য হয়। কেমন করিয়া এদেশের কারবারের পাপের প্রতিফল হয়, তাহা বুঝাইতেছি। সহরের দোকানদারকে বাহিরের পাইকারের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যখন গ্রাম্য ব্যবসায়ের অবস্থা মন্দ হয়, তখন সহরের দোকানদারেরও কপাল ভাঙ্গে, সেখানে না চলিলে সহরের মাল কাটে না। বহুদিনে সে সকল মাল নষ্ট হইতে বসে, তখন সে সুলভে ক্ষতি স্বীকার করিয়া বিক্রয় বা না বেচিতে পারিয়া গণেশ উল্টাইতে অর্থাৎ ফেল হইতেই বাধ্য হয়। সুতরাং দেশের সমস্ত কারবারই দিনগত পাপে ক্ষয়ের ভার কোন প্রকারে পড় পড়, মর মর অবস্থায় চলিতে থাকে। গ্রাম্য দোকানদার যদি বুদ্ধিমান হয়, তাহাহইলে সে যথাসম্ভব সহরের খুচরা দোকানদার অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে পারে, তখন স্থানীয় সাধারণের সহানুভূতি ও সাহায্য পাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় না। সুতরাং গ্রাম্য দোকানের অবস্থা উন্নত করিতে হইলে কি কি করিতে হইবে?

১। ভাল টাট্‌কা মাল রাখিতে হইবে।

২। সহরের খুচরা দোকান অপেক্ষা সুলভে বিক্রয় করিতে হইবে।

৩। মাল যাহাতে পড়িয়া না থাকে, প্রাণপণে তাহার উপায় করিতে হইবে।

চালান জাল করিয়া কেনাদামের চালাকী এখন কেহ বিশ্বাস করে না—ও সকল বোকার চালাকী এখনকার চালাকযুগে চলে না, এটা অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে। এইরূপ সৎ এবং প্রকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করিলে ক্রমে গ্রাম্য ব্যবসায়ীর অবস্থা ফিরিবে, তখন Consumerএর বা কাটতিকারীর দল বৃদ্ধি হইলেই সহরের কারবারগুলির অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য হইবে, দেশে তখন দেশীয় ব্যবসায়ীর অবস্থা ভাল হইবে। প্রত্যেক সপ্তাহেই সহরের বাজার দর এবং স্থানীয় দোকানদারের দর পাশাপাশী টাঙ্গাইয়া রাখিলে স্থানীয় লোকের চিত্তাকর্ষক হইবে।

নিতান্ত মামুলী অর্থাৎ পুরাতন প্রথায় দোকান করিলে এখন আর কারবার চালান দায় হইবে। সুব্যবস্থা কর, গ্রামই বা কি আর সহরই বা কি, সকল স্থলেই ব্যবসায় বানিজ্যে লাভ হইবে। তোমার কথায় ত আমি নিজের ক্ষতি করিয়া তোমাকে সাহায্য করিতে পারি না, আমার সুবিধা ও দরে সুলভ হইলেই আমি অবশ্যই গ্রামেই খরিদ্ করিব। আমেরিকান দোকানদারগণের মত হইতেছে "Selling will be easer if the price is easy" দাম যদি সুলভ হয়, ব্যবসায়েও সুবিধা হইবে। পরিতাপের কথা, এদেশের ব্যবসায়ী এই নীতি জানে না, এবং এই জন্যই এত দুর্দ্দশা। বুঝেছ ভাই?

EDUCATIONAL AND INDUSTRIAL NOTES.

শিল্প বানিজ্য সম্বাদ।

বোম্বে পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট।

স্যার স্যাশন ডেভিড্, অনরেবল থ্যাকার সে, স্যার শাপুরজী ব্রোপ এবং আরও অন্যান্য গণ্য মান্য ব্যক্তিগণ কাট্‌নী সিমেণ্ট এবং ইন্‌ড্রাষ্ট্রিয়াল কোম্পানী 'লিমিটেড্‌ নাম দিয়া বোম্বে পোর্টল্যাণ্ড সীমেণ্ট প্রস্তুতের এক প্রকাণ্ড কারখানা খুলিয়াছেন, এই কারখানায় পোর্টল্যাণ্ড সীমেণ্ট, উৎকৃষ্ট প্রকারের টালী এবং পাইপ্ প্রভৃতি প্রস্তুত হইবে। জব্বলপুরের মার্ব্বেল রক্ নামক যে পাহাড় আছে, তাহা হইতে Soap Stone এবং চায়নাক্লে প্রভৃতিও এই কারখানায় প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে। মূলধন ২০ লক্ষ টাকা। পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট গত ১৯১১ সালের মার্চ্চ পর্য্যন্ত ১২৬৬৪৪ টন হইয়াছিল, তাহার মূল্য লক্ষ টাকা। ভারতে সীমেণ্টের কাট্‌তি খুবই, বিলাতি ইঞ্জিনিয়ারগণের পরামর্শে এইরূপ কারখানা খোলা হইয়াছে এবং একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারও নিযুক্ত হইয়াছেন। বোম্বের মেঃ ম্যাকডোনালড্ এণ্ড কোং ভারতীয় এবং ইংলণ্ডের সীমেণ্টের ফারম ইহাদের এজেণ্ট নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতে প্রস্তুত সীমেণ্ট সম্ভবতঃ মূল্যে সুলভ হইলে কাট্‌তি আরও বৃদ্ধি হইবারই সম্ভাবনা।

পাথুরে কয়লা। আসামের পূর্ব্বোত্তর ভাগে পাথুরে কয়লার বিস্তর খনি আবিস্কৃত হইয়াছে। সাফ্যাই চা-বাগানের নিকট পাথুরে কয়লার কাজ ত বহুদিন হইতেই চলিতেছে। এই খনির লাগাও আরও বহুদূর পর্য্যন্ত মৃদঙ্গারের অস্তিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই সাফাই আসাম-বেঙ্গল রেলপথের এক ষ্টেশন; সুতরাং এই ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী স্থানেই কয়লার কাজ অধিকতর সুবিধাজনক হইবার সম্ভাবনা। অন্যান্য স্থানেও কয়লার সন্ধান হইয়াছে। আসামী কয়লা কিছু নরম, তবে ষ্টীমের কাজের ভারি উপযোগী; কোক্‌-হিসাবেও মন্দ নহে। ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে আসামী কয়লার প্রচুর প্রচলন ইতিমধ্যেই হইয়াছে। কলিকাতা অঞ্চলে এখনও আসামী কয়লার আমদানী নাই, তবে আজকাল কয়লার বাজারে যেরূপ টান, তাহাতে মনে হইতেছে,—এ অঞ্চলেও অচিরকালেই আসামের কয়লার আবির্ভাব হইবার সবিশেষ সম্ভাবনা।

২০০০ গুটিপোকায় তবে ১ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন করিতে পারে।

---

১ পাউণ্ড পরিমিত মাকর্সার জাল প্রস্তুত করিতে ২৭৬০০ মাকর্সার পরিশ্রম আবশ্যক।

১৩০০ খৃষ্টাব্দে কট্‌কিরি আবিস্কৃত হইয়াছিল।

মানুষের স্বাভাবিক হৃদিস্পন্দন দৈনিক ৯২১৬০ বার। ভয়ে রাগে আরও বাড়িয়া যায়। বেশী বাড়িলে মরিয়াও যায়।

AGRICULTURAL NOTES.

জমীতে চুণ পরীক্ষার উপায়।

কোন ক্ষেত্রে চুণের অভাব হইলে তাহার উর্ব্বরতা শক্তি কমিয়া যায়। ক্ষেত্রে চুণ আছে কিনা, তাহা পরীক্ষার সহজ উপায়, ক্ষেত্রের ২।৪ স্থানের ২।৪ কোদাল মাটী তুলিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া খুব সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে, এবং সমস্ত পৃথক পৃথক স্থানের মাটী একত্র মিশাইয়া একটা লোহের হাতায় লইয়া ২।৪ আউন্স আগুণে চড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতে হইবে। সেই ভস্মগুলি যখন শীতল হইবে, তখন একটা কাচের গ্লাসে যথেষ্ট পরিমাণ জল দিয়া সেই চূর্ণগুলি ফেলিয়া দিয়া একটা কাটি দ্বারা বা কাচের দণ্ড দ্বারা নাড়িতে হইবে, এই যে আটার মত দ্রব্যটী হইল, ইহাতে ১ আউন্স হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড যাহা মিউরেটীক অ্যাসিড অথবা স্পিরিট অফ্ সল্ট্ নামে বিক্রয় হয়, তাহাই মিশাইতে হইবে, এবং খুব ঘন ঘন নাড়িতে হইবে। যদি এই পদার্থটা ফুটিতে থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, ক্ষেত্রে যথাযোগ্য চুণের অংশ বিদ্যমান আছে। আর যদি না ফুটিতে থাকে বা অতি সামান্য ফুটে, তাহা হইলে ইহার চুণ নাই বা চুণের অংশ অতি সামান্য আছে বুঝিতে হইবে, সুতরাং চুণ দেওয়া আবশ্যক আছে।

AGRICULTURE AND POULTRY-KEEPING.

পক্ষী বিষ্ঠা এবং উর্ব্বরতা।

যে সকল ক্ষেত্রের নিকট মুরগী পারাবত প্রভৃতি পক্ষী পালন করা হয়, তাহার চতুষ্পার্শ্বের জমীর উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়, বেলজীয়মের National Poultry Organisation Society নামক সোসাইটীর পত্রে মিঃ এড্‌ওয়ার্ড ব্রাউন এফ্, এল, এস্ এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি দেখাইতেছেন যে, হাঁস মুরগী পারাবত প্রভৃতির বিষ্ঠা নিকটস্থ জমীতে পরিত্যক্ত হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী জমীর উর্ব্বরতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বাঙলায় তুলার আবাদের চতুর্থ বিবরণী—১৯১১-১২

বাঙলায় জলদি তুলার পরিমাণের অর্দ্ধেক রাঁচিতেই জন্মায়। সাঁওতাল পরগণা, আজুল মানভূম এবং সিংভূম জেলাতে জলদি তুলা জন্মায়, তবে তাদৃশ অধিক নহে। আলোচ্য

The Hon'ble Maharajah Ranajit Sinha Bahadur of Nashipur, Member of the Councils of Their Excellencies the Viceroy and Governor-General of India and the First Governor of the Presidency of Fort William in Bengal, &c., &c.

বর্ষে জল হাওয়া জলদি তুলা চাষের অনুকূল ছিল না। জল হাওয়া নাবী তুলাচাষের অনুকূল ছিল। নাবী তুলাচাষের প্রধান কেন্দ্র—সারণ। এখানকার চাষের অবস্থা ভাল। কটক ও হাজবন্ধে নাবী তুলা জন্মে। হাজবন্ধে অতি বৃষ্টিতে এবং কটকে অনাবৃষ্টিতে তুলার আবাদের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু মোটের উপর তুলার আবাদের অবস্থা ভাল। জলদি তুলার আবাদী জমির পরিমাণ—৫৯,৯৬২ একর; নাবী তুলার জমির পরিমাণ ৩২,০৯২ একর, উৎপন্ন—১১,৪২৬ বেল নাবী তুলা জন্মিবে বলিয়া অনুমান করা হয়।

ভারতে ধানের জমির পরিমাণ

১৯১১—১২ সালে—ধানের আবাদী জমির পরিমাণ সমগ্র ভারতে ৫,৬৪,৪৩,০০ একর। ইহার পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ১৫,৮৬,০০০ একর কম জমি। ধানের আবাদী জমির পরিমাণ প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ কম। শতকরা ৬৬ ভাগ ধানের জমি বঙ্গদেশে ও আসামেই অবস্থিত।

ভারত হইতে চা রপ্তানি—

ইউরোপ ও আমেরিকার আবাল বৃদ্ধ বনিতা চা পান করিয়া থাকেন। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী প্রত্যেক লোকের জন্য গড়ে প্রায় ৪ পাউণ্ড চায় প্রয়োজন। এই চা ইউরোপ ও আমেরিকায় জন্মে না। এসিয়া মহাদেশ হইতে প্রতি বৎসর ২১ কোটী টাকার চা রপ্তানি হয়; সিংহল হইতে যে পরিমাণ চা ইউরোপ এবং আমেরিকায় রপ্তানি হইয়া থাকে, তাহার মূল্য ১৮ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এতদ্ব্যতীত চীন, জাপান, যাভাদ্বীপ ও ফরমোজাদ্বীপ হইতে ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হয়।

হেম্পটন্ কোর্ট দ্রাক্ষা বৃক্ষ—

এই বিখ্যাত দ্রাক্ষা বৃক্ষের বয়স কিঞ্চিদধিক ১৫০ বৎসর। ইহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৪০ ফীট। ইহার কাণ্ডের পরিধি ৩২ ইঞ্চি। কোন কোন ঋতুতে এই বৃক্ষে ত্রিশতাধিক দ্রাক্ষাগুচ্ছ জন্মে, প্রত্যেক গুচ্ছের পরিমাণ গড়ে ১৭ আউন্স অথবা সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় এক টন। এই সকল ফল সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ব্ল্যাক্ হামবার্গ জাতীয় এবং প্রধানতঃ ব্রিটনেশ্বরের ব্যবহারার্থই রক্ষিত হইয়া থাকে।

লেবুর গুণ—

কয়েক জন পাশ্চাত্য জৈবজ্যতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, লেবুর রসের কলেরা বীজ নষ্ট করিবার অসাধারণ শক্তি আছে। কলেরার বীজ ইহাদ্বারা ১৫ মিনিটের মধ্যে বিনষ্ট হয়। সচরাচর পল্লীগ্রামে জল ফিল্টার অথবা উত্তপ্ত করিয়া লওয়া হয়, কিন্তু জলে লেবুর রস দিলে অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। পল্লীগ্রামের যে সকল স্থানে অত্যন্ত ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বা যেখানে মধ্যে মধ্যে কলেরা দেখা দেয়, সেই সকল স্থানে জলের সহিত লেবুর রস দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বরদারাজ্যের সাধারণ পাঠাগারের অভিনব উপায়।

বরোদা রাজ্যের প্রত্যেক গ্রামে সাধারণ পাঠাগার বা লাইব্রেরী স্থাপনের এক অভিনব উপায় উদ্ভাবিত হইতেছে। রাজ্য মধ্যে প্রত্যেক গ্রামের জন্য ১০০৲ টাকা বাৎসরিক সাহায্য দেওয়া হইবে, গ্রামের লোককেও ১০০৲ টাকা তুলিয়া সেন্ট্রাললাইব্রেরী ডিপার্টমেন্টের হস্তে আগে দিতে হইবে, কমিটী পুস্তক বাছাই করিয়া উপরোক্ত মূল্যের পুস্তক গ্রামবাসিগণকে প্রদান করিবেন এইরূপে প্রত্যেক গ্রামেই সাধারণ পাঠাগার স্থাপিত হইয়া শিক্ষা বিস্তার হইবে। কোন গ্রাম হইতে সাধারণে ২৫৲ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিলেও ঐরূপ টাকা বরদা গবর্ণমেন্ট দিয়া গ্রামবাসিগণকে সাহায্য করিবেন। প্রত্যেক জেলাতেও ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ব্যবস্থা অতীব প্রশংসনীয়। বরোদারাজ্যের লোকহিতকর কার্য্যাবলী ও উদ্যোগ সমস্ত দেশীয় রাজ্য অপেক্ষা অধিক।

চুল আমদানী।

ফ্রান্সের গত ১৭ বৎসরে চুলের আমদানী অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৯৪ সালে ১৫০০০০ পাউণ্ড চুল আমদানী হইয়াছিল। ১৮৯৯ সালে উপরোক্ত আমদানী চুলের ডবল অর্থাৎ ৩০০০০০ পাউণ্ড হইয়াছিল, এবং এইরূপ হারেই গত বৎসর পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। চীন এবং জাপান হইতেই ফ্রান্স প্রায় লক্ষাধিক পাউণ্ডের অধিক চুল আমদানী করেন। এই সকল চুল যে ফ্রান্স সমস্তই নিজের দেশেই ব্যবহার করেন, এমন নহে, চুলের পাট ছাট হইয়া প্রায় সিকি চুল রপ্তানী হইয়াও বিদেশে যায়। তাহা হইলেও পরচুলের ব্যবহার ফ্রান্সে কম নহে, ফ্রান্স হইল ফ্যাসানের দেশ।

ভারতবাসী সৌন্দর্য্য বাড়াইবার জন্ত পরচুল ব্যবহার করে না। পরচুল যাত্রা থিয়েটারেই ব্যবহৃত হয়। একবার বহুপূর্ব্বে আমরা "কাজের লোকেই" প্রকাশ করিয়াছিলাম যে, মৃত ব্যক্তিকে চীনে গোর দেওয়ার পরই অনেক লোক চুল চুরি করিবার জন্ত কবর খুঁড়িয়া শবদেহ বাহির করিয়া চুল কাটিয়া লইত, মৃতের প্রতি এই অত্যাচার নিবারণের জন্ত চীন গবর্ণমেন্টকে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। চীন ও জাপান মহিলার চুল সুদীর্ঘ এবং পারিপাট্যময়, সম্ভবতঃ উচ্চ মূল্যেও বিক্রয় হয়। জগতে কোন দ্রব্যই আর ফেলা যায় না। বিজ্ঞান এবং মস্তিষ্কের প্রভাবে সমস্তই কাজে লাগিতেছে।

EDITOR'S NOTE-BOOK.

বিবিধ সংগ্রহ।

—:*:—

জাপানে শ্রমশিল্প। জাপানীরা কি যুদ্ধ বিদ্যা, কি শিল্প, কি বাণিজ্য সকল বিষয়েই পাশ্চাত্য জগতকে পর্য্যন্ত চমৎকৃত করিয়াছে। জাপানী বাণিজ্যের পসার দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। অন্যান্য দ্রব্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া রেশম ব্যবসায়ের কথা ধরিলে দেখা যায় যে, জাপান ১৯০৮ সালে প্রায় এক কোটি ২০ লক্ষ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করিয়াছে। উক্ত বৎসরে তাহারা আমেরিকা যুক্তরাজ্যে ৮৯,১৬২ বেল, ইউরোপে ৪১,২৭০ বেল রেশম রপ্তানি করিয়াছে।

জাপানীরা খুব অধ্যবসায়ী ও নিপুণ শিল্পী, কত প্রকারের মনোহারী দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া তাহারা কত পয়সা বিদেশ হইতে রোজগার করে। জাপানী ছাতা, জাপানী পাখা, জাপানী ল্যানটান্, জাপানী কাগজের রুমাল প্রভৃতি কত দ্রব্যই তাহার দৃষ্টান্তস্থল। জাপানী দেশলাইয়ের বাক্সগুলিই কত সুন্দর, দেখিলেই লইতে ইচ্ছা হয়। ঐ সকল দ্রব্য সস্তার চূড়ান্ত। ইহাদের শিল্প কুশলতা শিখিবার জন্য বাস্তবিক লোভ হয়।

গাঁদা ফুলের উপকারিতা।

—•:*:•—

নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী ১৩১৪ সালের ১লা চৈত্র তারিখের 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটী বিশেষ উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিয়া প্রবন্ধটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া "কাজের লোক" পত্রে মুদ্রিত হইবার জন্য প্রেরণ করিলাম।

বিশেষ অনুসন্ধান ও পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, গাঁদা ফুল অনেক রোগের মহোপকারী ঔষধ। ইহার ন্যায় সুলভ অথচ এরূপ মহোপকারী ঔষধ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গাঁদার পত্র ও পুষ্প উভয়ই যারপরনাই উপকারী। ফুলের বীজ (ফুলের যে কৃষ্ণাংশ পুতিলে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়) যাবতীয় শুক্রদোষ দূর করে। আকবর বাদশাহ আয়ুর্ব্বেদ ও ইউনানি চিকিৎসা শাস্ত্রে মিশাইয়া এক অপূর্ব্ব পুস্তক রচনা করাইয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকে গাঁদা ফুলের বীজ শুক্র স্তম্ভনের জন্য ব্যবহার বিধি আছে। একটী গাঁদাফুলের সমুদয় বীজগুলি প্রতিদিন চিনির সহিত সেবনে শুক্রমেহের (অজ্ঞাতসারে শুক্র স্খলন রোগের, বিশেষতঃ নিদ্রাবস্থায়) আশ্চর্য্য উপকার হয়।

দেহের সার শুক্র বা ধাতু। এই ধাতু যে পরিমাণে দেহে রক্ষিত হইবে, মানবের সেই পরিমাণে দেহ মন সুস্থ এবং সতেজ থাকিবে। শুক্র ধাতুতে জীবনশক্তি বিশেষরূপে নিহিত থাকে বলিয়া শাস্ত্র বলিয়াছেন "শুক্র ধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।" তাহার অর্থ শুক্র ধাতুই প্রাণ স্বরূপ। আজকাল মার্কিন দেশে এক অদ্ভুত দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম 'রবার্ট হিউলি লিঙ্ক কোভি' এই ঔষধ দেহাভ্যন্তরে রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়া দিলে রাজযক্ষ্মা (ক্ষয়কাশ,) মৃগী, শূল, জ্বরা প্রভৃতি রোগে সমধিক ফল হয়। শুক্র ধাতু স্বকাভ্যন্তরে প্রবেশ করাইলে এ সকল দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়।

উপকার ব্যতীত কোন দোষের হইতে পারে না বিবেচনায় এই প্রসঙ্গে ২।১টী জন্তুর কথাও উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন মুষ্কের ভূয়োভূয়ঃ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত—ডাক্তার ব্রাউন সেকার্ড সাহেব শশক মুষ্কের নির্য্যাস ব্যবহার করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় যুবকের ন্যায় বলশালী হইয়াছিলেন। আয়ুর্ব্বেদ মতেও পাঁটার মুষ্ক দুগ্ধে সিদ্ধ করতঃ ঘৃতে ভাজিয়া ব্যবহার করিলে উত্তমরূপ সুফল লাভ করা যায়। এতদ্ব্যতীত গন্ধ মার্জ্জার অর্থাৎ খটাস প্রভৃতি জন্তুর মুষ্কেও সমফল দর্শে। এইরূপ অনেক জন্তুর শুক্র ধাতু ও আভ্যন্তরিক প্রয়োগ বিধি চিকিৎসা শাস্ত্রে লিখিত আছে।

এক্ষণে ফলকথা এই,—যাঁহারা শুক্র ধাতু রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা এই গাঁদা বীজে অশেষ ফল পাইবেন। মেধ, আয়ু, বল সমস্তই ধাতুর উপর নির্ভর করে। অনিচ্ছা সত্বে শুক্র ধারণ বন্ধ করিতে ইহা একটী বিশেষ ফলপ্রদ ঔষধ।

দেখিয়া দুঃখ হয়, আজকাল অনেক যুবাপুরুষ ক্ষয় রোগ প্রাপ্ত হইতেছেন, ইহার কারণ আর কিছু নহে। পক্ষান্তরে আবার ইহাও দেখা যায়, অনেকেরই বীর হইবার চেষ্টা হইতেছে; ইহা অতি সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু শাস্ত্রে বলে, "বীরো জিতেন্দ্রিয়ো বীরঃ।" ধীর ও জিতেন্দ্রিয় পুরুষই বীর। অতএব এস্থলে দেখা উচিত যে, সেই বীরভাবরূপ কঠোর ব্রত পালন করিতে গেলে, সর্ব্বাগ্রে শুক্রধাতু রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক। আমার বিশ্বাস, এই সামান্য ও সুলভ গাঁদা ফুলের বীজ ঐ মহাব্রতের অনেক সহায়তা করিতে পারে।

মূত্র যন্ত্রের উপর গাঁদা ফুলের ক্রিয়া,—মূত্র পরিষ্কার না হইলে ৪।৫টী গাঁদা ফুল, বিশেষতঃ লাল ও ছোট পাঁচনের ন্যায় জলে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে প্রস্রাব পরিষ্কার এবং যন্ত্রণা দূর হইবে। শোধিত শিলাজতুর সহিত গাঁদা ফুলের রস সেবন করিলে প্রস্রাব রোধ অর্থাৎ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ অচিরে আরোগ্য হয়।

ক্ষত রোগে গাঁদা পাতা,—পৃষ্ঠব্রণ এবং অন্যান্য দুষ্ট ক্ষতে গাঁদা পাতা বাঁটিয়া অল্প ময়দা বা সুজির সহিত মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ উত্তপ্ত করতঃ পুলটিস দিলে ব্রণের সমস্ত দোষ দূর হয়। এই পুলটিস দিতে দিতে, পৃষ্ঠব্রণ ক্রমশঃ নরম হইয়া আইসে এবং পরে উহা হইতে সমস্ত দূষিত পদার্থ নির্গত হইয়া গিয়া

শীঘ্রই আরাম হয়। ছোট গোয়ালে পাতার প্রলেপেও বিশেষ উপকার দর্শে বটে, কিন্তু উহাতে ব্রণ স্থান চুলকায়, গাঁদা পাতায় তাহা হয় না। যে কার্বাঙ্কলে অর্থাৎ পৃষ্ঠ ব্রণে পিত্ত প্রকোপ অধিক থাকে, তাহাতে গুলঞ্চ বাটিয়া তাহার পুলটিস দিয়া, পরে গাঁদা পাতার পুলটিস দিলে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়।

এইরূপ দেহের কোন স্থানে কোন কারণ বশতঃ বিশেষ আঘাত লাগিয়া যদি ঐ স্থান অতিশয় ফুলিয়া উঠে এবং তাহাতে অসহ্য যন্ত্রণা হয়, কিম্বা ক্ষত হইয়া শোথ হয়, সহজে আরাম হওয়া অসম্ভব বোধ হয়; এমন কি উহা সন্ধি স্থল হইলেও কতিপয় গাঁদা পাতা সিদ্ধির জলে বাটিয়া, তাহাতে কিঞ্চিৎ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করতঃ সেই ক্ষতে, অথবা বেদনাযুক্ত স্থানে প্রলেপ দিতে আরম্ভ করিলে শীঘ্রই আশাতীত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত না হইলে ঘৃতের প্রয়োজন হয় না। প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় দুইবার প্রলেপ দিলেই যথেষ্ট হয়।

ক্ষতের জন্য গাঁদা পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া বা উহার টিংচার জলে মিশ্রিত করিয়া ক্ষত ধৌত করিলে অতি শীঘ্র উপকার দর্শে। যাঁহাদের আইডোফরম প্রভৃতি উগ্র ঔষধ সহ্য হয় না, তাঁহাদের পক্ষে এই গাঁদা পাতা প্রয়োগ অতীব হিতকর।

অনেক দীনহীন ক্ষত রোগী এই সুলভ ঔষধের উপকারিতা ও ব্যবহার জানিতে পারিলে উপকৃত হইবেন এই আশায়, আমি এই প্রবন্ধ পাঠাইতে সাহসী হইলাম। অনেক ব্যয়সাধ্য ড্রেসিং যাঁহাদের ক্রয় করিবার সামর্থ্য নাই, তাঁহাদিগকে এই ঔষধের গুণ জানাইয়া দিয়া উপকার করা সকলেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে ক্ষতাদি সারিয়া যায় এবং পুঁযাদি জন্মিতে পায় না। *

ডাঃ হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি।

* এই মহোপকারী প্রবন্ধটী স্বর্গীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন এম্, ডি, লিখিত। প্রবন্ধটী হারাইয়া গিয়াছিল, বহুদিন পরে পাইয়া প্রকাশ করিলাম। কাঃ সঃ।

তৈলপ্রদ ঘাস।

'কিউ' হইতে একজন বিশেষজ্ঞ তৈলপ্রদ ঘাস সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহাতে ১২ রকম ঘাসের উল্লেখ আছে। এই ১২টী ঘাসের মধ্যে ১১টী ভারতবর্ষে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে লেবুঘাস (Cymbopagon flexuosus) একটী, যাহা হইতে কোচিন ও মালাবার উপকূলে লেবুঘাস তৈল উৎপন্ন হয়। অপর একটী, উহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট জাতীয় লেবুঘাস আছে (C. Citratus)। এই ঘাসটীই ভারতবর্ষে অনেক বাগবাগিচায় চাষ করা হয়। খান্দেশে যাহা হইতে রসা তৈল (Rusa) প্রস্তুত হয়। অপর একটী লেবুঘাস আছে, তাহার নাম (C. Martini)। খস্‌খসও একটী তৈলপ্রদ ঘাস (Andropagon Muricatus)। ইহার মূল হইতে ভারতবর্ষে আতর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য তৈয়ারি হয় এবং উহা ইউরোপে তৈল উৎপাদনের জন্য রপ্তানি করা হয়। খস্‌খসের বাঙ্গালা নাম বেনার মূল।

নূতন প্রথায় গমের চাষ।

রুসিয়াতে এই নূতন প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। কোণ আকারে* ১ফুট ১॥০ দেড় ফুট গভীর এক একটী গর্ত্তে একটীর হিসাবে গম বপন করা হয়। গমটী অঙ্কুরিত হইয়া অঙ্কুর যত বড় হইতে ও পাতা বাহির হইতে থাকে, প্রত্যেক পাতা বাহির হইবার সময়েই গোড়ায় মাটী চাপা দেওয়া হয়। এই প্রকারে পাঁচ ছয় বার মাটি দিবার পর গর্ত্তটী ক্ষেত্রের সহিত সমতল হয়। এইরূপ করিলে প্রত্যেক পাতার ও ডাঁটার সন্ধিস্থল হইতে অসংখ্য তেউড় বাহির হয় এবং দেখা গিয়াছে যে, এই প্রথায় বপন করিলে একটী গমের বীজ হইতে ১৯,৬৮৩টী তেউড় বাহির হইতে পারে। জেনারল লেভিট্‌স্‌কি ইহার প্রবর্ত্তক। তিনি "নভো-ভ্রম্য" নামক রুসীয় পত্রিকায় এই কথা প্রচার করিয়াছেন।

* অর্থাৎ গর্ত্তটার উপর মুখ চওড়া এবং ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া ক্রমে একটী বিন্দুতে পর্য্যবসিত হইবে।

নারকেল ছোবড়া বা কয়ার।

বঙ্গে যথেষ্ট নারিকেল গাছ আছে। নারিকেল ফল আমাদের অনেক কাজে লাগে। ইহার ব্যবহার বঙ্গের লোকমাত্রেই জানেন। নারিকেল ফলের শস্য খাওয়া হয়, উহাতে তৈল হয়, উহা শুকাইয়া, উৎসবাদিতে (খুব্‌নী) পোড়ান হয়। নারিকেল খোলে হুঁকা হয়, ছোবড়ার দড়ি হয়, গদী হয়, পাপোষ হয়, ঘোড়ার গাড়ীর গদী হয়, দড়ি ও কাছি হয়; নারিকেল পাতার কাটীতে ঝাঁটা হয় ইত্যাদি বহুপ্রকার কাজে এই উপকারী বৃক্ষ নিযুক্ত। এই নারিকেল ছোবড়ার সুতাকে (আঁশকে) ইংরাজীতে কয়ার বলা হয়।

কলিকাতা হইতে প্রচুর কয়ার ইয়ুরোপখণ্ডের বণিকেরা ক্রয় করিয়া থাকেন। ইহার রীতিমত বাণিজ্য চলে। আমাদের দেশে নারিকেল-দড়ি প্রভৃতির জন্য মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হইতে লাখোদাগণ জাহাজে করিয়া গাঁট গাঁট নারিকেল ছোবড়া কলিকাতায় আমদানি করেন। উহা দ্বারা এদেশী অভাব মিটাইয়া আবার উহা কলিকাতা হইতে বিদেশে রাশি রাশি রপ্তানি হয়। বিদেশী বণিকেরা উহা ৬৲ মণ হইতে ১২৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে ক্রয় করেন। দুঃখের বিষয়, এদেশে এত নারিকেল থাকিতে —উহার ছোবড়া থাকিতে এদেশবাসী উক্ত ছোবড়া নুটি পাকাইয়া তামাক খাইয়া দগ্ধ করে। এদেশে যে নারিকেল দড়ি দেখা যায়, তাহা এদেশের নারিকেল ছোবড়ার নহে। আমরা ডাব খাইয়া উহার খোলা ফেলিয়া দিই, উহা নষ্ট হয় মাত্র, কোন কাজে লাগে না।

আশা করি, ইহার কারখানা এদেশে করিবার জন্য যাঁহারা এই কাজ করেন, তাঁহারা চেষ্টিত হইবেন। শুনিলাম, উল্টাডিঙ্গিতে নারিকেল-দড়ি প্রস্তুতের কয়েকটী

কারখানা আছে। তাঁহারা বিদেশী কয়ার বাজার হইতে ক্রয় করিয়া দড়ি করিয়া থাকেন। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, এখন হইতে তাঁহারা স্বদেশী কয়ার বাহির করিয়া তদ্দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করিবেন। কলিকাতার সন্নিকট বেগড়ী প্রভৃতি স্থানে হুঁকার খোলের কাজ অনেকের আছে। তাঁহারা বড় বড় ঝুড়ির মাপে নারিকেল ছোবড়া বিক্রয় করেন, গৃহস্থেরা ইহা দ্বারা উনুন ধরাইবে বলিয়া লইয়া থাকেন। অধিকাংশ সময়ে হুঁকার কারবারওয়ালাদের ছোবড়া মাটীতে স্তূপাকারে থাকিয়া রৌদ্র, বৃষ্টি এবং মৃত্তিকায় নষ্টই হয়, অথচ আমরা বিদেশী ছোবড়ায় এদেশে অনেক কার্য্য করি। কেহ কেহ বলেন, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের অবস্থা উন্নত, এজন্য উহার আঁশ ভাল; তাই দেশী আঁশ ফেলিয়া, ঐ সকল দ্বীপের আঁশ এদেশে প্রচলিত। পরন্তু ঐ সকল দ্বীপও স্বদেশের মধ্যে পরিগণিত এবং ঐ সকল স্থানের ব্যবসায়ীরাও ভারতবাসী; যখন উহা চলিতেছে, তাহাতেও আপত্তি নাই।

আমাদের দেশের নারিকেল-ছোবড়া বা যে কোন দ্রব্য প্রচুর থাকিতে নষ্ট হইবে, অথচ উহাই আমরা আবার ক্রয় করিব, তাহা কখনই হইতে পারে না। স্বীকার করি, উক্ত সকল দ্বীপপুঞ্জের কয়ার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট, কিন্তু গদীর জন্য নাই বা উক্ত ভাল কয়ার ব্যবহার করিলাম, তাহাও কি এদেশী কয়ারে হইবে না? আপনারা এদেশী নারিকেলের আঁশ বাহির করুন, উহা যেরূপই হউক, নিশ্চিতই বিদেশী বণিকে ক্রয় করিবে, জগতে ভাল মন্দ দুই চলে।

পাড়ায় পাড়ায় আস্তাকুঁড়ে যে সকল ডাব নারিকেলের খোলা পড়িয়া থাকে, দুঃখী লোকের দ্বারা উহা সংগ্রহ করুন; তৎপরে রৌদ্রে শুকান, বেগড়ি হইতে ছোবড়া ক্রয় করিয়া আনুন। উহার উপরকার শুক ছাল ফেলিয়া দিয়া কুলির দ্বারা মুগুরের আঘাতে ভিতরের নরম আঁশের কুঁড়া ঝাড়িয়া বাহির করুন, বেশ্ সুন্দর কারবার হইবে। মঃ বঃ

কার্ব্বলিক টুথ পাউডার :—

কিসেলগর (খুব সূক্ষ্ম চূর্ণ)	১ আউন্স
কার্ব্বলিক এসিড	১০ গ্রেন
সলুবল্ (soluble) স্যাকারিণ	১ ”
অটো অফ্ রোজ	অতি সামান্য

গোলাপী রং করিতে হইলে যৎসামান্য কারমাইন রং মিশ্রিত করিতে হয়।

কোচের নিমিত্ত কাল ভার্ণিস্ :—

আসফ্যাল্টাম	৭॥০ আউন্স
অম্বার	৪০ আউন্স
রেজিন	৭॥০ আউন্স
লিনসিড্ তৈল	১।০ পাইট

দুগ্ধ পরীক্ষা :—

প্যারিস প্লাসটার দুগ্ধে গুলিয়া কাদার মত করিতে হয়। উৎকৃষ্ট দুগ্ধ হইলে উক্ত প্লাসটার শক্ত হইতে ১০ ঘণ্টা, সিকিভাগ জল মিশ্রিত হইলে ২ ঘণ্টা, অর্দ্ধেক জল থাকিলে দেড় ঘণ্টা, তিন ভাগ জল থাকিলে ৩০ মিনিট লাগে। জল যত বেশী হইবে, প্লাসটার তত শীঘ্র শক্ত হইয়া যাইবে।

আমের আঁটির ও তেঁতুল বীজের ময়দা।

প্রকৃতির কোন দ্রব্যই উপেক্ষার বা অবহেলার যোগ্য নহে। এদেশে যে তেঁতুলের বীজ ও আমের আঁটি অব্যবহার্য্য বলিয়াই, আবর্জ্জনাস্তূপে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহাও ব্যবহার করিতে পারিলে, বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। আমের আঁটির অভ্যন্তরস্থ কসি চূর্ণ করিয়া, ময়দার ন্যায়, ব্যবহার করা যায়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোকে এই ময়দার দ্বারা রুটী প্রস্তুত করিয়া আহার করে। প্রথমতঃ আমের কসি চূর্ণ করিয়া ছাতুর ন্যায় করিতে হয়; তৎপর, বিশেষরূপে বারম্বার ধৌত করিয়া, উহার কষায়ত্ব দূর করিলেই, উহা ময়দার ন্যায় ব্যবহার করা যায়। তেঁতুলের বীচি হইতেও ময়দা প্রস্তুত করিতে পারা যায়। ময়দা-প্রস্তুত-প্রণালীও কষ্টসাধ্য নহে। প্রথমতঃ, বীচিগুলিকে সামান্য পরিমাণ ভাজিয়া লইয়া, জলে সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। তৎপর, জলে ভিজাইয়া, উপরিস্থ আবরণটা তুলিয়া ফেলিলেই, শ্বেতাংশ বাহির হইয়া পড়ে। ইহা রৌদ্রে শুকাইয়া, গুড়া করিলেই, ময়দা প্রস্তুত হয়। এই উভয় প্রকারের ময়দাই সুমিষ্ট ও পুষ্টিকর। তেঁতুল বীজের ময়দার সহিত সামান্য পরিমাণ ডা'লের বেশম মিশ্রিত করিয়া লইলে, তাহাদ্বারা অনায়াসে নানাপ্রকার পিষ্টক কিম্বা রুটী প্রস্তুত হইতে পারে। তেঁতুল বীচি পল্লীগ্রাম হইতে অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়; সংগৃহীত বীজে ময়দা প্রস্তুত করাও কষ্টকর নহে।

পাঞ্জাবে নীলের চাষ—বঙ্গদেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও ভারতের নানা স্থানে নীলের চাষ হইয়া থাকে। বিগত ১৯০৯ খৃঃ অব্দে, পাঞ্জাবে ৪৩,৪০০ একর জমিতে নীলের চাষ করা হইয়াছিল। ১৯১০ খৃঃ অব্দে, এই ভূমির পরিমাণ হ্রাস হইয়া, ৩৫,৩০০ একর হইয়াছে। 'ক্যানেল' (সরকারী খাল) হওয়াতে, মুলতানেই নীলচাষের ভূমির পরিমাণ অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারক

জর্জ্জ ষ্টিফেনসন।

আসুন পাঠকপাঠিকাগণ! আজ আপনাদিগকে আর একটী কর্ম্মবীরের জীবনী উপহার দিতেছি। অর্থহীন অবস্থা হইতে নিতান্ত অশিক্ষিত হইয়াও কেমন করিয়া একজন সামান্যব্যক্তি প্রতিভাবলে জগতের একটি মহৎ উপকার করিয়াছিলেন—তাহা পড়িবার এবং ভাবিবার বিষয়, সেই অদ্বিতীয় প্রতিভাবান পুরুষ—মহাত্মা জর্জ্জ ষ্টিফেন্‌সন্। ইনি বাষ্পীয় শকটের আবিষ্কারকর্ত্তা—তবে আমি বলিতে পারি না যে, আপনাদের উপন্যাস এবং গল্পপিপাসুপ্রাণে ইহা ভাল লাগিবে কি না। কিন্তু না লাগিলে কি করা যাইবে, আলস্যপীড়িত রোগীর এই সকল কর্ম্মবীরের জীবনীই পরম মহৌষধি বটে। কিন্তু রোগী আর কোন কালে স্বেচ্ছায় ঔষধ সেবন করে বলুন? এখন আরম্ভ করা যাক্।

ইংলণ্ডের উত্তরপূর্ব্বভাগে টাইন্ নদীতীরস্থ বিখ্যাত কয়লার আকর-ভূমি নিউক্যাসাল নামক প্রদেশে ষ্টিফেনসন জন্মগ্রহণ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংলণ্ডপ্রদেশের জনপথসমূহের কিঞ্চিৎ সংস্কারসাধিত হয়, এবং অশ্ব ও বলদবাহিত দ্বিচক্রযানসমূহেরও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হয়। তৎকালে ভারবাহী অশ্বগণ কর্ত্তৃক দ্রব্যসম্ভার বহন করান হইত। ইংলণ্ডে কয়লার প্রচলন অতি অল্প দিনের কথা, যখন তথায় জ্বালানি কাষ্ঠ অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ও দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠে, তখন তদ্দেশবাসী জনসাধারণের নিউক্যাসল প্রদেশস্থ বিখ্যাত কয়লার খনির কয়লার প্রতি মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করিতে থাকে। এক্ষণে এই আকর-ভূমি উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রায় পঞ্চাশ মাইল বিস্তৃত। এই প্রদেশের প্রায় সকল স্থানেই খনির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এই আকরসমূহে যে সকল কর্ম্মচারী কাজ করিত, তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কতকগুলি খনির তলদেশে এবং কতকগুলি উপরিভাগে কার্য্য করিত। বাষ্পীয় যন্ত্র আবিষ্কার হইবার পূর্ব্বে কয়লা এবং জল উত্তোলন করিবার নিমিত্ত গিন্ নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। এই যন্ত্রটী আকারে ঠিক ঢাকের মত, সমতলভাব, এবং ইহাতে রজ্জু-সন্নিবিষ্ট থাকিত, যেরূপ বলদ কর্ত্তৃক ঘাণি বৃক্ষ চালিত হইয়া থাকে, একটা ঘোটকের সাহায্যে এইরূপ ইহা চালিত হইত, তাহাতে রজ্জু গুটাইয়া নিম্নের কয়লা উত্তোলন করা হইত।

আকর-ভূমির নিম্নপ্রদেশস্থ কর্ম্মচারীগণ যদিও অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিল, কিন্তু তাহারা অতিশয় রুক্ষ এবং অশিক্ষিত ছিল। তাহারা তাহাদের অবকাশ সময়, কুকুর এবং কুক্কুটের লড়াই লাগাইয়া মদ্যপানে সময় অতিবাহিত করিত।

ষ্টিফেন্‌সনের জন্মভূমি হাইলাম নামক একখান গণ্ডগ্রামে, নিউক্যাসাল হইতে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা সর্ব্বদাই ভস্মরাশি ও কয়লার ধূলায় আচ্ছাদিত থাকিত, এবং গ্রামস্থ কুটীরসমূহ ভস্মরাশিতে ও ধূমে পরিপূর্ণ থাকিত। এই স্থানে অধিকাংশই কয়লা-খনির শ্রমজীবীগণ বাস করিত। এই গ্রামের ১০০ একশত গজ পূর্ব্বে একটী টাইল আচ্ছাদিত বাটীতে ১৭৮১ খৃঃ অব্দে ৯ই জুন তারিখে ষ্টিফেন্‌সন জন্ম-গ্রহণ করেন। ষ্টিফেন্‌সনের পিতা রবার্ট একজন মেষ-পালকের পুত্র ছিলেন এবং তিনি কার্য্যব্যপদেশে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তিনি কিছুদিন কয়লার খনিতে মজুরের কার্য্য করিয়া কিয়দ্দিন পরে একটী বাষ্পীয় যন্ত্রের পরিচালক হয়েন, ইঁহার স্ত্রী মগবেল অত্যন্ত পরিশ্রমী ছিলেন। জর্জ্জ ছয়টী ভ্রাতার মধ্যে দ্বিতীয় ছিলেন। জর্জ্জের পিতার যৎসামান্য আয় ছিল, সুতরাং তিনি পুত্রগণের বিদ্যাশিক্ষা এবং ভরণপোষণার্থে বিশেষ কিছু ব্যয় করিতে সক্ষম হইতেন না। তদ্ধেতু তাঁহার কোন পুত্রই সুন্দররূপে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারেন নাই। যখন ষ্টিফেন্‌সনের বয়স ৯ নয় বৎসর, তখন খ্রীষ্টান্ পাদরীরা নিউক্যাসেলে Sunday school খোলেন। কিন্তু অত্যন্ত দুরবস্থাবশতঃ জর্জ্জ

বিদ্যালয়ে যাইতে অপারগ হইতেন। বাল্যকাল হইতেই জর্জ্জ তাঁহার ছোট ভাই ভগিনীগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন, এবং তাঁহার পিতার খাদ্যাদি কার্য্যস্থলে বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। তাঁহার পিতা অবকাশ সময়ে তাঁহাকে ক্ষেত্র এবং পশু পক্ষী এবং পাখীর বাসা দেখাইতেন, কিন্তু পুত্রের পক্ষী লইবার ইচ্ছা হইলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "বৎস ইহা কেবল দেখিতে হয়, ইহা স্পর্শ করিতে নাই।"

পিতার এই উপদেশ-বাণী বালকের হৃদয়ে প্রস্তর ফলকের অঙ্কনের ন্যায় অঙ্কিত হইয়াছিল। তিনি কোন বালককে পক্ষীর ছানা লইয়া যাইতে দেখিলে অমনি তাহাকে বলিতেন, "কেন পক্ষীটী লইয়া যাইতেছ? উহার মাতার বড় কষ্ট হইতেছে, উহাকে বাসায় রাখিয়া আইস। দূর হইতে দর্শন কর, উহাদিগকে স্পর্শ করিও না; আমি বাল্যকালে ঐরূপ করিতাম।"

প্রত্যেক বৎসরের শেষে নিউক্যাসেলে একটী করিয়া মেলা হইত। একবার এই মেলায় জর্জ্জ তাঁহার ভগিনী নেলের সহিত গমন করেন। তথায় একটী মাথার টুপি দেখিয়া তাঁহার ভগিনী নেলের কিনিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাঁহাদিগের নিকট নির্দ্ধারিত মূল্য না থাকায় জর্জ্জ তাঁহার ভগিনীকে বলিল, তুমি এখানে একটু অপেক্ষা কর, আমি শীঘ্রই মূল্য লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া তিনি ভগিনীকে তথায় দণ্ডায়মান রাখিয়া চলিয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে হাসিতে হাসিতে দৌড়াইয়া আসিয়া বলিলেন, "নেল, আমি পোষাকের মূল্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। নেল জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে? জর্জ্জ উত্তর করিলেন, ভদ্রলোকদিগের ঘোটক রক্ষা করিয়া। অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে জর্জ্জ প্রথম কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। একটী বিধবা স্ত্রীলোকের গরু চরাইয়া তিনি দৈনিক দুইআনা করিয়া উপার্জ্জন করিতেন; ক্রমে ক্রমে ঘোটক কর্ত্তৃক ভূমি-কর্ষণ করিয়া চারি পেনী এবং কয়লা হইতে ইষ্টক ও পাথর বাছাইকার্য্যে ছয় পেনী করিয়া এবং পরে গিন্ নামক যন্ত্রের অশ্বচালক-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আট পেনি করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। তাঁহাকে তাঁহার পিতার কার্য্যক্ষেত্র হইতে দুইমাইল দূরে কার্য্য করিতে যাইতে হইত। সুতরাং তাঁহাকে অতি প্রত্যুষেই কর্ম্মক্ষেত্রে গমন করিতে হইত, এবং সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন করিতে হইত। তিনি অত্যন্ত লম্বা আকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং নগ্নপদে কর্ম্মস্থলে গমন করিতেন, সেজন্য অনেকেই তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি পিতার কার্য্যে সহকারীরূপে Steam-Engine এর কার্য্য প্রাপ্ত হন এবং মাসিক এক শিলিং করিয়া উপার্জ্জন করিতেন। এই সময় হইতে তাঁহার জীবনের উন্নতির পথ পরিষ্কার হইবার সূত্রপাত হয়; কিন্তু পাছে কর্ত্তৃপক্ষগণ তাঁহার অল্পবয়স দেখিয়া তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করেন, এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই ভীত হইতেন, এবং অধ্যক্ষগণের আগমনকালে তিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে লুক্কায়িত থাকিতেন। পরে তিনি অপর একটী খনিতে কার্য্যপ্রাপ্ত হইয়া মাসিক ১২ বারশিলিং করিয়া উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন, "এতদিনে আমি মনুষ্যপদবাচ্য হইলাম।" কয়লার খনির কার্য্যে এবং বাষ্পীয় রথ-সম্বন্ধীয় কার্য্যে জর্জ্জের বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি কর্দ্দমে প্রস্তুত বাষ্পীয়যান সকল লইয়া ক্রীড়া করিতেন। ১৭ সতর বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি একটী জল বিশুদ্ধ করণ যন্ত্রের পরিচালকরূপে নিযুক্ত হন, এই সময়ে এই সকল যন্ত্রের সংস্কারকার্য্যের আবশ্যক হইলে তিনি উহার প্রত্যেক ভাগ খুলিয়া ফেলিয়া সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করতঃ পুনরায় নূতনের ন্যায় করিয়া দিতেন। জর্জ্জ বাষ্পীয় রথ পক্ষী পালনের ন্যায় ভালবাসিতেন, এবং ইহার নির্ম্মাণও সংস্কার বিষয়ে অল্পদিনেই সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার যন্ত্রাদি বিষয়ের পুস্তক পাঠ করিতে অত্যন্ত আগ্রহ হয়। কিন্তু তিনি আদৌ লেখা পড়া জানিতেন না। এই সময় হইতে তিনি একটী নৈশ-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন, এবং গণিতশাস্ত্রেও কিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন অবকাশ সময়ে খড়ির দ্বারা পাথর অথবা কাষ্ঠের উপর অঙ্ক কসিতেন। তাঁহার একটী প্রিয় কুকুর ছিল, সে প্রত্যহ জর্জ্জের নিমিত্ত বাটী হইতে কর্ম্ম স্থলে খাদ্য বহন করিয়া লইয়া যাইত। একদিন তাঁহার কুকুরের সহিত অপর একটী কুকুরের ঝগড়া হয়, অপর কুকুরটী উঁহার কুকুরটীকে দংশন করিয়া রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। কিন্তু তবুও সে তাহার প্রভুর খাদ্য পরিত্যাগ করে নাই।

অসীম পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দ্বারা জর্জ্জ পরিশেষে Brakes-man পদে উন্নীত হন, তদানীন্তন কালে বাষ্পীয় যন্ত্রাদি বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ না হইলে কেহ এই পদে মনোনীত হইত না, কিন্তু বিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে জর্জ্জ এই পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই কর্ত্তব্য সাধন করিয়াও অতিরিক্ত সময়ে জুতা মেরামত করিয়া কাটাইতেন, এবং জুতা প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেন, এইরূপে তিনি সপ্তাহে এক পাউণ্ডেরও অধিক উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এবং এই অতিরিক্ত আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি Fanny Handerson নাম্নী একটী কোমলচেতা দয়ালু হৃদয়া, এবং সৎস্বভাববিশিষ্টা রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। জর্জ্জ যখন Brakesman এর কার্য্য করিতেন, তখন তিনি খনন বিষয়ক একটী কথা লইয়া একজন খননকারীর সহিত বচসা করেন, কিন্তু জর্জ্জ কলহপ্রিয় ছিলেন না। তিনি বাক্‌বিতণ্ডার পরে আবার খননকারীর হস্তমর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ হন। বাল্যকাল হইতেই যে জর্জ্জ ক্ষমাশীল এবং মহৎ ছিলেন, এই ঘটনাগুলিই তাহার জলন্ত নিদর্শন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আহার এবং মুখশ্রী।

দৈনিক আহারের ব্যবস্থা বিশেষে যে মুখশ্রীর উন্নতি অবনতি হয়, বোধহয় আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জ্ঞাত নহেন। যাহারা অধিক খায়, (great eaters) তাহারা কখনও "great thinker" চিন্তাশীল হইতেই পারে না। সেইজন্য ইহাদের মুখমণ্ডলে প্রতিভার সমুজ্জ্বল আভা প্রতিভাত হওয়া সম্ভব নয়। মুখ যেন কেমন নিষ্প্রভ, বোকাকান্ত গোছের, তাহাদের—তেমন মুখের সৌন্দর্য্য থাকে না।

যাহারা মাংসভোজী, তাহাদের মুখেও সৌন্দর্য্য থাকে না। কেমন একটা Coarseness অর্থাৎ কর্কশতা—মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। তাহাতে যেন মানবের মুখশ্রীর পরিবর্ত্তে পাশবিক ভাবই প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এরূপ লোকের মুখের সৌন্দর্য্য বিদ্যমান থাকে না। মদ্যপায়ী, উদ্ভিজ্জ ভোজী, মাংসভোজী, পেটুক, স্বল্পাহারী সকলেরই আহার্য্য দ্রব্যের উপর অনেক পরিমাণে মুখের সৌন্দর্য্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করে।

প্রোফেসর কিরুকি সাহেব লিখিয়াছেন—বিশুদ্ধ শোণিতই প্রকৃত মুখশ্রী প্রদান করিতে সক্ষম। বিশুদ্ধ শোণিত লাভ করিতে হইলে বিশুদ্ধ আহার, বিশুদ্ধ বায়ু, এবং বিশুদ্ধ পানীয় এই গুলির আবশ্যক। আহার্য্য দ্রব্য সহজপাচ্য হওয়া উচিত। বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, বিশুদ্ধ পানীয় জল পানকরা উচিত, নচেৎ বাহিক সহস্র সহস্র 'ভিনোলিয়া' 'ক্যালিডোর' মাখিলেও বাঞ্ছনীয় মুখশ্রী লাভকরা যায় না। মুখ মণ্ডল প্রতিভা সমুজ্জ্বল অনাকুঞ্চিত, সরলতা পরিপূর্ণ আয়তলোচন আরক্তিম গণ্ড এগুলি উত্তম পরিপাকশক্তিসম্পন্ন সুস্থ শরীর ব্যতীত লাভ করা যায় না। বিশুদ্ধ শোণিত যদি ধমনীতে প্রবাহিত রাখিতে হয়, তাহা হইলে বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ আহার্য্যের আবশ্যক। তৎসঙ্গে মিতাচারী হইতে হইবে, বিশুদ্ধ বায়ুতে পরিমিত পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে কৌমার্য্যের সরল হাব ভাব-মিশ্রিত সদ্যঃ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মুখসৌন্দর্য্য লাভ করা যাইতে পারে। সাবান কোল্ডক্রিম, কালিডোর মাখিয়া সৌন্দর্য্য লাভ করা যায় না। কেবল বিলাসিতা বাড়ে মাত্র, অপব্যয় হয়।"

আমাদের আহুরে গোপালেরা কি বলেন? জগতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ সৌন্দর্য্য-তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের তো এই মত।

গার্হস্থ্য শিল্প।

ফ্রেঞ্চমেটাল বার্ণিস।

ফেরিক অক্সাইড—১ ভাগ, কার্ব্বনেট অফ ম্যাগনেসিয়া—৫০ ভাগ, একত্র মিশ্রিত করিয়া রাখিতে হইবে, কোন ধাতব দ্রব্যকে পালিশ করিবার সময় জিনিসটাকে পরিষ্কার করিয়া একটা ন্যাকড়াকে ঈষৎ ভিজাইয়া এই চূর্ণে স্পর্শ করিয়া জিনিসটাতে মাখাইয়া শুষ্ক চামড়া দ্বারা ঘর্ষণ করিলেই চক্‌চকে হইবে। ইহাও পেটেণ্ট করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে।

Varnish for Labels.

লেবেলের জন্য বার্ণিস।

এই বার্ণিস প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। নানাপ্রকার লেবেল ছাপার পর সেই কাগজকে এই বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করিলে সুন্দর বিলাতি লেবেলের মত হইয়া থাকে।

সাণ্ডারাক	৪ আউন্স
রেজীন বা রজন	২ আউন্স,
কর্পূর	১ আঃ
আল্‌কোহল	২৪ আঃ

উপরোক্ত দ্রব্য গুলিকে চূর্ণ করিয়া আল্‌কোহল বা সুরাসারে ফেলিয়া দিলেই গলিয়া যাইবে। ২ দিন এইরূপে রাখিয়া তাহার পর কোমল তুলিদ্বারা লেবেলে লাগাইতে হইবে। ধুলা না লাগে, সাবধানে শুষ্ক করিতে হইবে।

নানাকথা।

সার্ব্বজনীন শিক্ষার প্রসার।—মান্দ্রাজের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারকল্পে ভারত গবর্ণমেণ্ট ২৫ হাজার টাকা সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

নাটক বন্ধ।—বাবু অমৃতলাল বসু প্রণীত "চন্দ্রশেখর" অভিনয় দর্শন করিলে গবর্ণমেণ্টের প্রতি লোকের বিতৃষ্ণা জন্মিবে, এই হেতুতে গবর্ণমেণ্ট ঐ নাটকের অভিনয় বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

বিদেশী জিনিস বর্জ্জন।—কলিকাতায় দেড় সহস্রাধিক মুসলমান এক সভায় সমবেত হইয়া বলিয়াছেন, তাঁহারা ইউরোপের কোন জিনিস ব্যবহার করিবেন না। সমস্ত ইয়ুরোপ ভূখণ্ড তুরস্কের মঙ্গলসাধনে যেরূপ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার জন্য ব্যথিতচিত্ত হইয়া তাঁহারা এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন।

উকীলের সংখ্যা।—মক্কেলের অপেক্ষা উকীলের সংখ্যা এখন অনেক স্থানেই অধিক হইয়াছে; উকীলের ইহাতে কিছু অসুবিধা হউক, আর না হউক, আদালতের কর্ত্তৃপক্ষ ইহাতে কিছু অসুবিধা মনে করেন। উকীলদের সংখ্যা কমাইবার জন্য পঞ্জাব চিফ-কোর্টের কর্ত্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক ইস্তাহার জারি করিয়াছেন। এই ইস্তাহারের মর্ম্ম—১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মধ্য হইতে প্রথম ত্রিশজন ব্যতীত আর একজনকেও উকীলের খাতায় নাম লেখাইতে দেওয়া হইবে না।

প্রাচীন কীর্ত্তিরক্ষা।—গৌড়ের প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ রক্ষাকল্পে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট যত্নবান হইয়াছেন। বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ঘোষণা করিয়াছেন, অতঃপর কেহ নিম্নলিখিত প্রাচীন কীর্ত্তির কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না—(১) সাগরদীঘি গ্রামে চাঁদ সদাগরের ভিটা; (২) গড়মহলী নামক স্থানে কোতয়ালি দরওয়াজা; (৩) নাজির-খানি নামক স্থানে গুণমন্ত মস্‌জিদ; (৪) গোমতি ফটক; (৫) লুকাচুরি ফটক; (৬) বাঙ্গালা কোট নামক স্থানে বাইসগজী প্রাচীরের উত্তরাংশ, মধ্যাংশ ও মধ্যবর্ত্তী প্রাচীর।

অভিনব আবিষ্কার।

আমেরিকার ডাক্তার এডিসন সম্প্রতি কিনেটোফন নামক এক প্রকার যন্ত্রের আবিষ্কার করিয়াছেন। এই যন্ত্রের সাহায্যে সচল চিত্রপ্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে ফনোগ্রাফের সাহায্যে কথা বলা চলিবে। অর্থাৎ যখন যে চিত্র প্রদর্শন করা হইবে, তখন সেই সকল চিত্র ঠিক জীবিত ব্যক্তির ন্যায় কথা কহিবে। কুকুরের ডাক, শিঙ্গা ও বাঁশীর শব্দ পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি বেশ স্বাভাবিক হইয়াছিল। এডিসনের এই নূতন আবিষ্কার জগতে নিশ্চয়ই বিস্ময়োৎপাদন করিবে সন্দেহ নাই।

নিউইয়র্কের রক্ ফেলার ইন্‌ষ্টিটিউটের ডাক্তার এলেকিস কেরিল জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের জীবনীশক্তি সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া "নোবেল" পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। সম্প্রতি ইনি একটী বিড়ালের হৃদ্‌যন্ত্র, পাকস্থলী প্রভৃতি দেহ বিচ্ছিন্ন করিয়া ১৩ ঘণ্টা পর্য্যন্ত বিড়ালটাকে জীবিত রাখিয়াছিলেন।

সম্প্রতি আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরে এক অদ্ভুত অস্ত্রচিকিৎসা সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। হ্যারি হেয়ার নামক কোন যুবকের পাকস্থলীতে যন্ত্রণা হওয়ায় যুবকের পাকস্থলী বাহির করিয়া ক্রুশের আকারে উহা চিরিয়া ফেলা হয়। ডাক্তার দেখিতে পান, খাদ্য-দ্রব্যের গমন পথে একটা বড় রকমের ক্ষত হইয়াছে। ক্ষত ভাল হইল, কিন্তু স্ফীতি কমিল না। এই পথে খাদ্যদ্রব্যের গমনাগমনে কষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া অস্ত্র-চিকিৎসক উহার পার্শ্বে আর একটী ছিদ্র করিয়া উদরের অন্ত্রসমূহকে সেই ছিদ্রপথের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিলেন। মিঃ হেয়ার সুস্থ হইয়া তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগকে এক আনন্দভোজ দিয়াছেন।

বাণিজ্য সংবাদ।—তুলার বিচি হইতে তৈল হয়, আমরা এই কথা বহুদিন হইতে শুনিতেছি, কিন্তু বোম্বাইএর উদ্যোগী পুরুষেরা তাহার কারখানা স্থাপন করিয়া তৈল প্রস্তুত করিতেছেন। শ্রীযুক্ত গোকুলদাস পারেখ, মিঃ কে, জে, বিলিমোরিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত লোকেরা ২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া লাওমারি নামক স্থানে এক কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি এই কারখানার মূলধন ১০ লক্ষ করার প্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে। মূলধন বৃদ্ধি করাতে লাভ বেশী হইবে। বোম্বাইয়ের লোকেরা আর বচনবাগিশ বাঙ্গালী নয়—তাহারা কাজ করিতে চায়।

মান্দ্রাজের অন্তর্গত সালেম জেলায় ম্যাগনেসাইটের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট অপেক্ষাও ভাল সিমেণ্ট প্রস্তুত হইতে পারে। খনি হইতে প্রতি মাসে ৭০ হাজার মণ ম্যাগনেসাইট উৎপন্ন হয়। জর্ম্মনেরা ইহা ক্রয় করিয়া হল্যাণ্ডে প্রেরণ করে, তথায় তাহা গুঁড়া করিয়া নানা স্থানে চালান দেওয়া হইয়া থাকে।

আর্জেণ্টাইন দেশে এবার অতি বেশী ভূট্টা জন্মিয়াছে। তাহা বিদেশে প্রেরণ করিতে থলিয়ার প্রয়োজন হওয়াতে, ডণ্ডি হইতে তাহা আমদানি করা হইতেছে। সুতরাং ডণ্ডির চট-নির্ম্মাতাগণ দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চটের ব্যবসায়ীগণও প্রতি সপ্তাহে ৩০ হাজার টাকা লাভ করিতেছে।

পাটের থলিয়া—বিলাতের ডণ্ডি সহরের পাটকলের মালিকেরা এবার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অনুমান ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটের থলিয়ার কন্‌ট্রাক্ট পাইয়াছেন। এক সঙ্গে এত অধিক টাকার কন্‌ট্রাক্ট এ পর্য্যন্ত আর কখনও তাঁহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এবার জুটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা তাঁহারা ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের 'টাইমস' বলেন,—ভারতের কোন কোন কলের অধিকারীকেও এই কন্‌ট্রাক্টের ভাগ দেওয়া যাইবে। কারণ, এত থলিয়া তৈয়ারি করিয়া দেওয়া ডণ্ডীর কলওয়ালাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কথাটা যদি ঝুটা হয়, তাহা হইলেও আপাততঃ শুনিয়া সুখী।

আবগারীর আয়।—বিহার এবং উড়িষ্যা গবরমেণ্টের অধীন কতিপয় জেলা গবরমেণ্টের আফিম প্রভৃতি আবগারী আবাদের জন্য বিখ্যাত। এই জেলা কয়টী হইতেই গবরমেণ্টের বার্ষিক ৬৭ সাতষট্টি লক্ষ টাকা আয় হইত। গত বৎসর এই কয়টী জেলার আবগারী আয় বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাতষট্টি লক্ষ হইতে একেবারে ৯৯ নিরানব্বই লক্ষ টাকা! গ্রামে গ্রামে গুপ্ত গুলির আড্ডা, আফিং খোরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। নেসাতেই যে দেশটীর আরও সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা বলা বাহুল্য মাত্র।

Health and Hygine.

—:o:—

এলুমিনিয়াম ধাতু—১৯০৫ সালে উক্ত ধাতুর প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র মোটর কারের বাহুল্য বশতঃই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু প্রচুর পরিমাণে অথবা প্রয়োজনমত উক্ত ধাতু না পাওয়ায় মোটরকার কারিকরগণ বাধ্য হইয়া এলুমিনিয়ামের পরিবর্ত্তে এক প্রকার ইস্পাতের পাতলা পাত ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন যে, এই ইস্পাতের পাত যেরূপ দৃঢ়, এলুমিনিয়াম্ সেইরূপ দৃঢ় ব্যবহার করিতে হইলে এলুমিনিয়াম লৌহ অপেক্ষা অধিকতর ভারী হইয়া পড়ে। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯১০ সালের মধ্যে এলুমিনিয়াম ৯,০০০ টন হইতে ৩৪,০০০ টন বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং মূল্যও ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া ১৯০৫ সালে যেরূপ ছিল, ১৯১০ সালে তাহার অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি ইস্পাত ব্যবহৃত হইতেছে বলিয়া মোটরকারে আর এলুমিনিয়াম প্রয়োজন হয় না, কাজেই এই ধাতু এখন তৈজসাদি ও অন্যান্য দ্রব্যে ব্যবহৃত হইতেছে। এক নূতন উপায়ে, এলুমিনিয়ামের পাত পরস্পর সংযুক্ত করিবার জন্ত পৃথক "ঝাল" (solder) ব্যবহার না করিয়া দুইটী পাতকে গলাইয়া একেবারে একটী পাতের ন্যায় করা হইতেছে। এই সমস্ত পাত হইতে নানাবিধ রাসায়নিক তৈজস বিনির্ম্মিত হইতেছে। বিশেষতঃ গৃহস্থ-তৈজসের জন্ত বর্ত্তমান কালে এলুমিনিয়াম একটী প্রধান ধাতু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা অতিশয় লঘু। ইহা তাম্রাদির ন্যায় আদৌ বিষাক্ত নহে। ইহাতে তাম্রাদির ন্যায় "কলঙ্ক" পড়ে না। বস্তুতঃ সাধারণ অন্যান্য ধাতু অপেক্ষা ইহা অতি সহজে "জরিয়া" যায় না। অধিকন্তু অন্যান্য ধাতব পাত্রে খাদ্যাদি রাখিলে খাদ্যের বর্ণ যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া সেই ধাতুর স্বাভাবিক একটা বর্ণে পরিণত হয়, এলুমিনিয়মে সেরূপ হয় না। মদ চোলাইএর কারখানায়, পদার্থ "গাঁজাইয়া" ফেলিবার কারখানায় ও অন্যান্য অনেক কারখানায় আজকাল এলুমিনিয়মের প্রচলন বৃদ্ধি পাইয়াছে। এলুমিনিয়ম পাকস্থলীর আদৌ অপকারী নহে।

এলুমিনিয়াম্ ধাতু-পাত্রের অপকারিতা। কলিকাতাবাসী ভিন্ন ভারতের নানাস্থানের লোকগণ ইদানীং চলিত এলুমিনিয়ম্ নামক ধাতু-নির্ম্মিত পাত্র সকল বহুলরূপে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি ইউরোপের গ্লো নামক জনৈক প্রসিদ্ধনামা বৈজ্ঞানিক ডাক্তার বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, ইহার পাত্র রন্ধনকার্য্যে ব্যবহার করিলে খাদ্য-সামগ্রী সকল বিষাক্ত হইবার সম্ভাবনা। আমরা অতঃপর এসম্বন্ধে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। সর্ব্বপ্রথমে এনামেল্ পাত্রাদির যখন প্রচলন আরম্ভ হয়, তখন আমরা কেহই ইহার অনিষ্টকারিতা বিশেষ বুঝিতে পারি নাই, পরে এখন বুঝিয়াছি। এলুমিনিয়ম্ নির্ম্মিত পাত্রাদিরও সেই দশা না ঘটিলেই মঙ্গল। যাহা হউক, আমাদের এই মহানগরে প্রসিদ্ধনামা বৈজ্ঞানিকের অভাব নাই। দয়া করিয়া কেহ একবার ইহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া আমাদিগকে জানাইলে আমরা বিশেষ কৃতজ্ঞ হইব এবং সাদরে তাহা পত্রস্থ করিব।

Medical Notes.

চর্ম্মরোগে সলফারেটেড অয়েল (Sulpharated oil)।—ডাঃ Hwerre মহোদয় প্যারিসের থিরাপিউটিক্ সোসাইটীতে সলফারের (গন্ধক) প্রয়োগ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে, উত্তাপ সহযোগে ক্যাষ্টার অয়েলের সহিত গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করিলে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং চর্ম্মপথে শোষিত হইয়া কোন প্রকার কুফল উপস্থিত করে না। এইরূপ প্রয়োগ দ্বারা বিবিধ চর্ম্মরোগে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। (New York Medical Journal)

পাঁচড়া রোগের ফলপ্রদ ব্যবস্থা-পত্র।—মার্কস আয়চিতস নামক পত্রে পাঁচড়া রোগের একটী সুফলদায়ক ব্যবস্থা পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। নিম্নে উহা উদ্ধৃত হইল। যথা—

Re.

বেটা ন্যাফথোল	...	২০ গ্রেণ।
সলফার	...	১ ড্রাম।
বালসম পেরু	...	১ আউন্স।
জিঙ্ক অয়েণ্টমেণ্ট	...	১ আউন্স।

একত্র মিশ্রিত করিয়া মলম প্রস্তুত করত উষ্ণ জল দ্বারা পাঁচড়াগুলি উত্তমরূপে ধৌত করিয়া এই মলম প্রয়োগ করিবে। কথিত হইয়াছে, এই মলম দ্বারা সর্ব্বাপেক্ষা শীঘ্র উপকার পাওয়া যায়।

ম্যাগ্নেসিয়ম সলফেটের সুখসেব্য প্রয়োগরূপ (Palatable Preparation of Mag. sulph)।—বিরেচনার্থ সচরাচর ম্যাগ সলফ প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার বিকট লবণাস্বাদ প্রযুক্ত অনেকে ইহা সেবন করিতে চাহেন না, পরন্তু ইহা সেবনে পেটের কামড়ানি ও বমন প্রভৃতি হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা দূরীকরণার্থ সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ A. E, Halderman

মহোদয় মেডিক্যাল কর্টনাইটলী পত্রে ম্যাগ্নেসিয়া সলফেটের একটী সুখসেব্য প্রয়োগ রূপ প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নলিখিতরূপে ইহা প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। যথা—

Re.

সলফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া .	১ আউন্স।
লাইকর স্তাকারিন্ কনসেন্ট্রেটেড	১ ড্রাম।
অয়েল এনিসি ...	২ ফোঁটা।
অয়েল মেন্থপিপ ...	২ ফোঁটা।
জল ...	২ ড্রাম।

একত্র মিশ্রিত করিয়া একমাত্রা একবারে সেব্য। নিম্নলিখিতরূপে স্তাকারিণের গাঢ় দ্রব (লাইকর স্তাকারিণ কনসেন্ট্রেটেড প্রস্তুত করিতে হয়। যথা—স্তাকারিণ চূর্ণ ১ আউন্স সোডি বাই কার্ব্ব ২ আউন্স। জল ২ আউন্স।' একত্র মিশ্রিত করিয়া ফিল্টার করিবে।

বিরেচনার্থ সলফেট ম্যাগ্নেসিয়া প্রয়োগ করিতে হইলে উক্তরূপে প্রয়োগ করা সর্ব্ব বিষয়েই সুবিধাজনক।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সংরক্ষক-দ্রব (Preserving solution)।—কোন কোন দ্রব্যে উদ্ভিজ্জ বা জান্তব পদার্থ নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে, উহা অনেক দিন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, কিন্তু অনেক স্থলেই কিছু দিন পরে ঐ সকল দ্রব্যের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। অনেকেই বোধ হয়, মেডিক্যাল কলেজের মিউজিয়মে বা এসিয়াটিক সোসাইটীর মিউজিয়মে বড় বড় কাচের জারে রক্ষিত নানাপ্রকার অদ্ভুত জীবজন্তুর ভ্রূণ, শিশু প্রভৃতি দেখিয়া থাকিবেন। এই সকল জীবজন্তু আদি একপ্রকার দ্রব মধ্যে রাখা হইয়া থাকে। এই সকল দ্রবে উহারা অবিকৃত অবস্থায় থাকিলেও কিছুদিন পরে উহাদের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। সম্প্রতি বার্লিনের যুরোলজিক্যাল মিউজিয়মের অধ্যক্ষ Mr. Wickersheimer মহোদয় প্রাকটীক্যাল ড্রুগিষ্ট নামক পত্রে একপ্রকার দ্রবের বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, এই দ্রবে, কোন উদ্ভিদ বা জন্তু আদি নিমজ্জিত করিয়া রাখিলে বহুদিনেও তাহাদের কোন প্রকার বিকৃতি বা বর্ণ পরিবর্ত্তন হয় না—ঠিক আসল অবস্থায় থাকে। নিম্নলিখিতরূপে এই দ্রব প্রস্তুত করিতে হয় যথা—১০০ গ্রাম এলম, ২৫ গ্রাম সোডি ক্লোরাইড, ১২ গ্রাম পটাস নাইট্রাস, ৬০ গ্রাম পটাস কার্ব্বনেট, ১০ গ্রাম আর্সেনিক ট্রাই অক্সাইড, এই দ্রব্য গুলি ৩০০ c. c. ফুটিত জলে দ্রব কর, অতঃপর এই দ্রবে ১২০০ c. c. গ্লিসিরিন এবং ৩০০ c. c. মেথিলেটেড স্পিরিট যোগ করিবে।

কাজের জিনিষ।

মুখের মেচেতা নষ্ট করিবার উপায়।—সাসকো-কারবনেট অফ জিঙ্ক ২ ভাগ, গ্লিসিরিন ২৫ ভাগ, গোলাপজল ২৫ ভাগ, স্পিরিট ৫ ভাগ মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লও। পরে ঔষধটি প্রাতে, সন্ধ্যার সময় ও শুইবার পূর্ব্বে মুখে লাগাইলে মুখের মেচেতা দূরীভূত হয়।

চর্ম্ম পরিষ্কৃত করিবার সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। —নিম্নলিখিত ঔষধটি যদি কোন স্থানে ঘসড়ানি লাগে বা ক্ষত থাকে, সে স্থানে লাগান একেবারেই উচিত নহে। এই ঔষধ প্যারিসের বাজারে "Lait antiphelique" নামে অতি উচ্চমূল্যে বিক্রিত হইয়া থাকে। ইহার দ্বারা ব্যবসাও চলিতে পারে। ১২ গ্রেণ করোসিভ সাব্লিমেট, ৩ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটারে গলাইয়া লও, পরে বিশুদ্ধ হাইড্রোক্লোরিক এসিড তিন ড্রাম ঢালিয়া দাও। উত্তমরূপে নাড়িতে থাক। পরে উহা এক পাশে রাখিয়া দাও। বাদাম (তিক্ত) থেতো করিয়া একটা খলে রাখিয়া রীতিমত নাড়িতে থাক, তাহাতে ১ আউন্স গ্লিসারিন ঢালিয়া ঐরূপে নাড়িতে থাক, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া নাড়া আবশ্যক, যখন থিচশূন্য কাদার ন্যায় হইয়া যাইবে, তখন তাহাতে ৫ আউন্স অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া দাও। এই সময়ে ভয়ঙ্কর জোরে এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া নাড়া আবশ্যক; এইরূপে নাড়িবার সময় ফোঁটা ফোঁটা করিয়া দুই ড্রাম বেন্জিন্ টিঙ্কার ঢালিতে থাক। উত্তমরূপে নাড়া হইয়া গেলে তাহাতে পূর্ব্বোক্ত করোসিভ সাব্লিমেট ইত্যাদির সলিউসন ঢালিয়া দাও। পরে ইহাকে ব্লটিং পেপার দিয়া ছাঁকিয়া লও। তাহাতে আরও অরেঞ্জ ফ্লাওয়ার ওয়াটার ঢালিয়া এক পাইন্ট কর। ইহা পূর্ব্বোক্ত উপায়ে মুখে এবং গাত্রে লাগাইতে হইবে। গাত্রের যেন কোন স্থানে আঁচড় না থাকে।

চুল উঠাইবার উপায়।—অনেক সময় চুল উদ্গত হয় না, যে স্থানে চুল উদ্গত হইতে পারে, কিন্তু সম্প্রতি হইতেছে না, সেই স্থানে ইহা লাগাইলে চুল বাহির হইয়া থাকে। এসেটিক এসিড ১ ড্রাম, কলোনস ওয়াটার ১ আউন্স জল মিশাইয়া ছয় আউন্স করিয়া যে স্থানে চুল বাহির করিতে হইবে, তথায় সর্ব্বসময়ে লাগাইতে হইবে।

চুনীর বা ঐরূপ দ্রব্যের জন্য অদাহ্য উপাদান।—উৎকৃষ্ট কাঁকর বালী রীতিমত পুড়াইয়া লইয়া উত্তপ্ত অবস্থাতেই জলে ফেলিয়া ঠাণ্ডা কর। অতঃপর চালুনীতে করিয়া ছাঁকিয়া মিহি বা মোটা দানা যেরূপ ইচ্ছা বাহির করিয়া লও। এই বালীর ১০০ ভাগের সহিত ৭ ভাগ কিম্বা ৮ ভাগ পাথুরে

চুণ এবং ও কিবা ১ ভাগ কেওলিন মিশাইয়া দাও। এক ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টায় যতটুকু আন্দাজ যাইতে পারে, ততটুকুতে জল মিশাইয়া কাদার মত কর। পরে যাহাকে জোড়া লাগাইতে হইবে, তাহাতে লাগাইয়া দাও। একবারে অনেক পরিমাণ জলে গোলা উচিত নহে, কেননা দুই এক ঘণ্টা পরে জল মিশ্রিত উক্ত পদার্থ এত দৃঢ় ও কঠিন হইয়া যায় যে, তাহা আর ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে না। (বিজ্ঞান)

গ্রাহকগণের প্রতি

নিবেদন।

১৯১৩ সালের জানুয়ারীর সংখ্যা পাইয়াও অনেকে এখনও কাজেরলোকের বার্ষিক মুল্য পাঠাইতে উদাসীন আছেন। এ বৎসরে ক্রমে ক্রমে "কাজের লোকের" কলেবর বৃদ্ধি পাইতেছে, চিত্রাদি দ্বারা অনেক বিষয় বুঝাইতে হইতেছে সুতরাং অর্থের যে নিতান্তই প্রয়োজন, ইহা আমাদের সহৃদয় পাঠকগণ যেন প্রণিধান করিয়া মণিঅর্ডার দ্বারা স্ব স্ব দেয় পাঠাইয়া চিরানুগৃহীত করেন ইহাই সানুনয় প্রার্থনা। নচেৎ মার্চ্চ মাসের সংখ্যা ভিঃ পি তে পাঠান যাইবে, যেন গ্রহণ করিয়া উৎসাহিত করেন। কাজের লোকের গ্রাহক-গণের অধিকাংশই সম্ভ্রান্ত রাজা জমীদার প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য বরেণ্য ব্যক্তিগণ, তাঁহাদিগকে ভি পি পাঠাইতে লজ্জিত এবং কুণ্ঠিত হই। দয়া করিয়া মণিঅর্ডার দ্বারা দেয় মূল্যটা পাঠাইয়া দিবার আদেশ হইলে বড় সুন্দর হয়।

বশম্বদ

কার্য্যাধ্যক্ষ।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

পাকা ফলসার মোরব্বা।

মোরব্বার পক্ষে পাকা ফলসাই প্রশস্ত। প্রথমে গরম জলে ফলসা ফলগুলি অল্পক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হয়। পরে তাহা আধ দণ্ড সিদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। সিদ্ধ হইলে জাল হইতে নামাইয়া জল ফেলিয়া দিয়া শীতল জলে ধুইয়া লইতে হয়।

যদি একসের ফলসার মোরব্বা করিতে হয়, তবে দুই সের চিনি লাগিয়া থাকে। চিনির একতার বন্দ রস প্রস্তুত করিয়া জালে চড়াইতে হয়। এবং উহা গরম হইলে তাহাতে ফলসা ফলগুলি দিয়া মৃদুতাপে দুই একবার ফুটাইয়া নামাইয়া লইলেই মোরব্বা প্রস্তুত হইল।

আশার গৃহসুখ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূজাবাড়ী।

আজ সপ্তমী, নীলপুরের একটা বাড়ীতে দুর্গাপূজা, বাড়ী নিমন্ত্রিত লোকে পরিপূর্ণ, অন্দরে চারিদিকেই আবশ্যকীয় গৃহকার্য্য হইতেছে, কোন স্থানে বস্ত্রালঙ্কার মণ্ডিতা যুবতীরা পান সাজিতেছেন, পান সাজা যত হউক না হউক, গল্প খুব চলিতেছে। উঠানে ঝিয়েরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রোহিত মৎস্য কুটিতেছে, ও তাহার মধ্যে দু'একখানি স্তূপীকৃত আঁইসের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে। বৃদ্ধা প্রতিবাসিনী ও পুরবাসিনীগণ কুটনা কুটিতেছেন, এবং "মেজ বৌ নিজে অমন সুন্দরী, বৌ করেছে যেন পেত্নী," "ইন্দুর ছেলে চাকরী করে এক পয়সা মাকে দেয় না, সব বৌয়ের হাতে দেয়," 'বামুনদের বিধবা মেয়েটা আজও হাতে বালা পরে রয়েছে," ইত্যাকার আলোচনা করিতেছেন। একটা বড় রন্ধনগৃহে ব্রাহ্মণেরা রন্ধন করিতেছে, তাহার পার্শ্বে একটা ছোট রন্ধনগৃহে গৃহস্বামীর বিধবা জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ আশালতা দুধ জাল দিতেছে, চা প্রস্তুত করিতেছে, কাহারও রুগ্ন পুত্রের সাগুবার্লী তৈয়ার করিতেছে। গৃহস্বামীর দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মৃত, কনিষ্ঠ তরুণ জীবিত; তরুণ এক কেটলী জল আনিয়া কহিল, "বৌদিদি দুধটা শীঘ্র নাবাও, আমার আফিসের দুটী লোক এসেছে, আমার এই জলটা এখনি গরম করে দাও" আশা সত্বর উত্তপ্ত দুগ্ধ-পূর্ণ কটাহ নামাইয়া কেটলী বসাইল। গৃহিণী একবার দ্বারের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার দেহ স্থূল, বর্ণ গৌর, হাতে মোটা মোটা তাগা, বালা, নাকে বড় বড় মুক্তার নথ, কহিলেন, "বড় বৌ!

সকাল থেকে এত বেলা পর্য্যন্ত কি করছ, আধমন দুধ জাল দিতে কি দিন কাটাবে নাকি? হৃষ্টপুষ্ট দীর্ঘাকার গৃহস্বামী আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁগা, আজ কে কে অঞ্জলি দিবে?" গৃহিণী মাথার কাপড় ললাট পর্য্যন্ত নামাইয়া কহিলেন, "আজ অঞ্জলী দিতে বেলা তিনটা বাজবে, আমার শরীর ভাল নয়, আমি কাল সকাল সকাল হ'বে, কাল দিব, আজ আর পারব না। পীসিমা, কাকিমা, ও বাড়ীর দিদি, আর বড় বৌ আজ দিবে।" গৃহস্বামী কহিলেন, "আমিও দিব," বলিয়া চলিয়া গেলেন। আশা গৌর বর্ণ ও ক্ষীণকায়া, এত বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী থাকিয়া ও অগ্নিতাপে মুখখানি আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, ললাট হইতে স্বেদধারা বহিতেছে, তরুণ বলিল, "মা? বৌদিদি অত বেলা পর্য্যন্ত থাক্‌তে পারবেন না, একে এই আগুন তাত, কষ্ট হ'বে।" গৃহিণী বলিলেন, "তুই চুপ কর, ধর্ম্মে কর্ম্মে যাতে মন হয়, আমি তা' দেখ্‌ব না? ২৫।৩০ বৎসর বয়স হইল আবার কি? পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল নিজেও ভুগছে, আমাকেও ভোগাচ্ছে।" তরুণ কহিল, তোমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল উপ'স করিবে, একখানা ভাল ধর্ম্মগ্রন্থ পড়্‌তে দাও কি? সাধু লোকের কথা শুন্‌তে দাও কি? পূর্ব্বজন্মের পাপের কথা যে বলছ, পূর্ব্বজন্ম বা পাপের কে সাক্ষী আছে বল?" মা কহিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ তুই ভারী পণ্ডিত হয়েছিস্?" তরুণ মুখ ফিরাইয়া হাস্যমুখে কহিল, "বৌ দি!" চুপি চুপি দুটো সন্দেশ খেয়ে অঞ্জলি দিও।" আশা মুখ নত করিয়া একটু হাসিয়া উত্তপ্ত কেটলী তাহার হাতে দিল। তরুণ লইয়া চলিয়া গেল। বাহিরের কুটনোকোটা মহিলারা কহিলেন, "তাইত, বিয়ে হ'তে না হ'তে রাক্ষসী তা'কে খাইয়া ফেলিল, এজন্মে পাঁচটা ভাল কাজ না করলে পরজন্মের উপায় কি হ'বে? আহা সে ছেলেত নয় যেন কার্ত্তিক, তাই ভেবেই ত শাশুড়ী অমন আধখানি হয়ে গেছে।" গৃহিণী বস্ত্রাঞ্চলে অশ্রুমার্জ্জনা করিলেন।

বেলা ৪টায় সময় সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া, আশা অঞ্জলী প্রভৃতি দিয়া যেখানে মেয়েরা পান সাজিতেছিলেন, তথায় গিয়া বসিল, এবং পান সাজিতে লাগিল, আশার ননদ মেনু কহিল, "বৌদিদি! আমরা পান সাজ্‌ছি, তুমি ভাই উপরের ঘরের সব বিছানাগুলো করে এস, কোথায় বালিস, কোথায় বিছানা, কে কোথায় শোবে, সব ঠিক করে দিও।" আশা উঠিয়া দাঁড়াইতেই গৃহিণী আসিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ বড় বৌ! তুমি বেড়িয়ে বেড়াচ্ছ? ভাঁড়ার ঘর গোছ করবে কে?" আশা কহিল," এই বিছানা ক'রে যাচ্ছি।" গৃহিণী কহিলেন, "বিছানা রাত্রে কোরো, এখন আমার সঙ্গে ভাঁড়ার ঘরে চলো।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঘরের কথা।

আশালতা দরিদ্রা বিধবা জননীর একমাত্র কন্যা, তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার শ্বশুর মহাশয় পুত্রের সহিত বিবাহ দেন, বিধবা জননীর যাহা কিছু ছিল, সমস্তই কন্যার বিবাহে ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে গৃহিণীর যোগ্যবোধ হয় নাই। আশা বিধবা হইবার পরে, শশ্রূ বা ননদিনীগণ অলক্ষণা বলিয়া কেহ তাহাকে দেখিতে পারিত না, শ্বশুর মহাশয় যত্ন বা অযত্ন কিছুই করিতেন না। তরুণ আশাকে যত্ন করিত, কিন্তু তাহার স্ত্রী ছোট বৌ আশাকে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন না। আশালতা যখন নব-বৈধব্যের পর হাতের চুড়ী, গলার হার খুলিয়া থান কাপড় পরিয়াছিল, তখন তরুণ কাঁদিয়া বলিয়াছিল, "বৌদিদি তুমি এত শীঘ্র এ সাজ কোরোনা।" শাশুড়ী বলিয়াছিলেন, "হাতে গহনা পরে থাকলে ত আর সে ফিরে আসবে না, ও না পরাই ভাল।" গৃহস্বামী ভাবিয়া ছিলেন, পুত্রবধূ যত বৈরাগ্যের পরিচয় দেয় ততই ভাল। একাদশীর দিন যখন আশা ক্ষুধাতৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করে, তখন তরুণ অনেকবার নিষ্ফল অনুরোধ করে, "বৌদিদি! তুমি ঠাকুরের প্রসাদী ফলমূল ও গঙ্গাজল খাও, যা পাপ হয়, তা আমার হ'বে।"

আশার জননী কন্যার পীড়নের কথা সমস্তই শুনিতেন, কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে জামাতার বিয়োগে কন্যার অতুল বিষয়ের উত্তরাধিকারিত্ব গিয়াছিল, তথাপি যদি মন যোগাইয়া চলিলে, কিছু মৃত্যুকালে দিয়া যান, এরূপ আশাও রাখিয়া ছিলেন, তাহা ব্যতীত তাঁহার খাইতে দিবারও সংস্থান ছিল না।

তরুণের বিবাহ হইলে যখন গৃহিণী আশার সমস্ত গহনা পত্রাদি লইয়া ছোট বৌকে দিলেন, তখন তরুণ অনেক আপত্তি করিয়াছিলেন, সে আপত্তি টিকে নাই। তাহা ব্যতীত "বড় বৌ তোমার বেগুনী বেণারসী খানা তোমার আর কি হ'বে ছোট বৌকে দাও না" বড় বৌ তোমার ভেলভেটের জামাটা তুমিত আর পরবে না, ছোট বৌ কে দাও না।" করিয়া তাহার বস্ত্র অলঙ্কার, খেলনা পত্র সমস্তই লইয়া ছিলেন। আশা অনবরত খাটিয়া, সকলের মন যোগাইয়া কিছুতেই পার পাইত না, গৃহের সকল ভারই আশার উপর, গৃহিণী নিয়মিত স্নানাহার করিতেন ও প্রায়ই শয়ন করিয়া থাকিতেন—বলিতেন, "পুত্রের মৃত্যুতে আমার দেহ এককালে শক্তিহীন হইয়াছে।" আশা সারাদিন না খাইলেও খাইল কি না দেখিতে কেহ নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আরতি দেখা।

মর্ম্মর প্রস্তরমণ্ডিত কারুকার্য্যময় দালানে দুর্গার আরতি হইতেছে, দেওয়ালের গাত্রে নানাবিধ ছবি, উপরে ঝাড় ঝুলিতেছে, থামের গাত্রে জরীমণ্ডিত রেসমী নিশান উড়িতেছে, উঠানে বাজকরেরা বাজ বাজাইতেছে, বাটী লোকে পরিপূর্ণ, দালানে অন্দরের দিকে স্ত্রীলোকেরা ও তাহার বিপরীত দিকে পুরুষেরা দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছেন, আশা ছোটবৌয়ের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সকল স্ত্রীলোকেরাই মূল্যবান বা নববস্ত্রে সাজিয়া, অলঙ্কার পরিয়া বেশবিন্যাস করিয়া আসিয়াছে, ছোটবৌয়ের গলায় আশার মুক্তার মাতুনর, ও আশার পুষ্পহার, হাতে আশার বালা, চুড়ি, ব্রেসলেট্, কর্ণে আশার স্বামীর প্রদত্ত মণিময় কর্ণাভরণ, ঐ ইয়ারিং দু'টী দেখিলেই আশার মৃতপতিকে মনে পড়ে, নিজের পয়সা জমাইয়া ঐ অলঙ্কার কিনিয়া, তিনি যখন তাহাকে স্বহস্তে পরাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দীপালোকিত কক্ষ, নিস্তব্ধ রাত্রি, স্বামীর সেই সহাস্য মুখমণ্ডল মনে করিয়া সে অশ্রুসংবরণ করিতে পারে না। তিনি একদিন দু'টী যুঁইফুল আশার মাথায় সাদরে দিয়া দিয়াছিলেন, অভাগিনী মৃতপতির প্রেমচিহ্ন সেই বিবর্ণ যূথিকাগুলি,কাগজে মুড়িয়া কোহিনুর অপেক্ষাও মূল্যবান ভাবিয়া সযত্নে রাখিয়া দিয়াছে। আশা চতুর্দ্দিকের বধূদিগের সহাস্যমুখ দেখিয়া, নীরবে আপন দুর্ভাগ্যের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল, তাহার কপোল বহিয়া মুক্ত অশ্রুপ্রবাহ অবিরত বহিতে লাগিল। বাটীতে অপর কেহ বিধবা নাই, তাহার আহারের কোন ব্যবস্থাও হয় নাই, সে দুইটা সন্দেশ খাইয়া সমস্ত দিন কাটাইয়াছে, তাহার উপর অবিরত পরিশ্রম। এক্ষণে মনের এই অবস্থায় সে যেন সংজ্ঞাহীনা হইয়া পড়িতে লাগিল, আরতি দেখিতে আর তাহার মন ছিল না, আপন দুঃখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

গৃহিনীর ভ্রাতুষ্পুত্র বীরেন্দ্র সস্ত্রীক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন, বীরেন্দ্র সুশিক্ষিত এবং সচ্চরিত্র যুবক, দেখিতে সুপুরুষ। বীরেন্দ্র একধারে দাঁড়াইয়া আরতি দেখিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আশার প্রতি পড়িল, আশার অবিরত নয়নধারা দেখিয়া, তিনি মনে বড় ব্যথা পাইলেন, এই অভাগিনীর প্রতি সকলে যেরূপ কুব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া অন্তরে ব্যথা পাইতেন, এক্ষণে এই শান্ত সহিষ্ণু বিধবার রোদন দেখিয়া তাঁহার নয়নে দুইফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল, তিনি আরতি দেখা ভুলিয়া অন্যমনে আশার প্রতি চাহিয়া নীরবে তাহার দুঃখ ভাবিতে লাগিলেন। বাটীর দূরসম্পর্কীয় অপর একটী যুবক প্রমথ দাঁড়াইয়া, এই যুবক যুবতীর রোদন দেখিতেছিল, আরতি শেষে সকলে প্রণাম করিল, আশা ও করিল, কিন্তু বীরেন্দ্র প্রণাম করিতে ভুলিয়া গেলেন, প্রমথ প্রণাম করিয়া বীরেন্দ্রকে একটু ধাক্কা দিয়া কহিলেন, "কি হে, মাকে প্রণামটাও করবে না?" বীরেন্দ্র চমকিয়া প্রণাম করিলেন।

পরদিন বেলা দুইটার সময় মেয়েরা খাইতে বসিয়াছে, আশা দুয়ারের নিকট বসিয়া কলাপাতা কাটিতেছে, বীরেন্দ্র বলিলেন, "বৌদিদি! সকলে খেতে বসেছেন, আপনি খাবেন না?" গৃহিনী বলিলেন, "সমস্ত মাছের রাস্তে ওর আর ভাত রান্না হয় নাই, ও জল টল খেয়ে থাক্‌বে অখন। "বীরেন্দ্র বলিলেন, "সেকি পীসিমা! বৌদিদি এই কয়দিন না খেয়ে কি করে থাক্‌বেন? উনি কেন নিজের ভাত নিজে রেঁধে নিন্ না!" গৃহিনী বলিলেন, "ও আবার নিজের রাঁধ্‌তে গেলে এদিকে করে কে? চার দিন ভাত না খেলে কি আর মানুষ মরে যায়, তা'তে আবার ওদের মৃত্যু নাই।"

বীরেন্দ্র একটু বিমর্ষ হইল, প্রমথ দাঁড়াইয়াছিল একটু মুচকিয়া হাসিল।

আশা একে ক্ষীণকায়া, তাহাতে সমস্ত দিন অবিরত পরিশ্রম করিয়া সন্ধ্যাকালে একেবারে নির্জ্জীব হইয়া পড়িল; সে গৃহে আসিয়া অঞ্চল বিছাইয়া ভূমিতে শুইয়া পড়িল, গৃহিনী আসিয়া কহিলেন, "ও মা! বৌ এর মধ্যে শু'ল যে? গেরস্ত ঘরের বৌ, একদিন একটু খাটতে হ'লেই মুস্কিল, বাপের বাড়ীতে ক'টা দাসদাসী ছিল, জানি না।" সেজ কহিল, "বৌ দিদি! আমার ছেলেরা কাঁদছে, এদের খাইয়ে ঘুম পাড়াও দেখি।" আশা উঠিয়া শিশুদের লইয়া বাহিরে গেল, বাহিরে ছোটবৌ দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাকে কহিল, "ভাই! এই ছেলেদের খাবার এনে দিচ্ছি, খাইয়ে নাও না, আমার কেমন অসুখ করছে!" ছোটবৌ কহিল, "সমস্ত দিন গোলমালে আমার যা মাথা ধরেছে, সে বলবার নয়, কি করে ছেলেদের খাওয়াই?" আশা অগত্যা চলিল, বীরেন্দ্র সমস্তই দেখিতেছিলেন, তিনি আশাকে বলিলেন, "বৌদিদি! আপনার কি অসুখ করছে!" আশা বলিল, "মাথা কেমন করছে, শরীর কেমন করছে!" বীরেন্দ্র করুণভাবে বলিলেন, "ভাল ঠাণ্ডা তেল মাথায় দিয়ে মাথাটা ধুয়ে ফেলুন, আর একটু বিশ্রাম করতে পারলে ভাল হইত। আমাদের বাড়ীতে দিন কতক যাবেন বৌ-দিদি? আপনার এখানে বড় কষ্ট হয়, আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি।" এই স্নেহবাক্যে আশার নয়ন দিয়া ঝর২ করিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে চলিয়া গেল। প্রমথ কাল হইতে, বীরেনের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেছে, সে নিকটে আসিয়া বলিল, "আজ কাল বৌদিদির জন্য ভাব্‌বার তবু একটী লোক হ'য়েছে।" বীরেন্দ্র বলিলেন, "বাস্তবিক বৌদিদির জন্য আমার বড় ভাবনা হয়।" প্রমথ কহিল, "তা'র আর আশ্চর্য্য কি?" বলিয়া একটু বিদ্রুপের হাসি হাসিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পবিত্রতার কলঙ্কদান।

পরদিন সকল কথাটা নানারূপে প্রচারিত হইল. খড়ের চণ্ডীমণ্ডপে অশিক্ষিত, নিষ্কর্ম্মা ভদ্রবংশীয়, যুবকদল এ কথায় আলোচনা করিতেছিল, কেহ বলিল, "বীরেন বৌয়ের চোখ মুছাইয়া দিয়াছে, প্রমথ দেখিয়াছে।" কেহ বলিল, "বীরেন বৌয়ের মাথায় নিজের হাতে ভাল তেল মাখাইয়া দিতেছে, অনেকে দেখিয়াছে।" কেহ বলিল, "বীরেন আর বৌ রাত্রিকালে পুকুরধারে হাতধরাধরি করিয়া কাঁদিতেছে, আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

দাসীদল কাজকর্ম্ম সারিয়া স্তুপীকৃত মুড়ী ও মিঠাই লইয়া রৌদ্রে পা ছড়াইয়া বসিয়া খাইতে খাইতে আশার কথা আলোচনা করিতেছিল, একজন বলিল, "বীরেন্দ্রকুমার বৌদিদিকে এবার বাড়ী নিয়ে যাবেন।" অপরা কহিল, বৌদিদির নামে একখানা বাড়ী লিখে দিয়েছেন, আর নিজে গিয়ে একবাক্স গহনা দেবেন বলেছেন, আমি নিজের কানে শুনেছি।" অপরে কহিল, "বৌদিদিকে অত খাটান বলে বীরেনবাবু গিন্নিমার সঙ্গে মহা ঝগড়া করেছেন।"

যুবতীমহলে যথায় নানাবিধ কেশবন্ধন বা বেণীরচনা হইতেছিল, যথায় কুন্তলীন, জবাকুসুম, পমেটম, কাঁটা, জরী, ফিতা, সোনার চিরুণী, ফুল, প্রজাপতি, জমা রহিয়াছে; ২০ খানা আর্শি ও ২৫ খানা চিরুণী নীরবে কার্য্য করিতেছিল; একঘটী জল ও দশখানি তোয়ালে কেশ ধারিণীর অবাধ্য কেশের বাধ্যতা সম্পাদন করাইতেছিল, "বৌদি রাত্রে রাত্রে মাথায় পমেটম মাখে, আমি সকালে কতদিন গন্ধ পেয়েছি।" শোভা বলিতেছিল, "বীরেনবাবু এইবার নাকি বৌদিদিকে নিয়ে গিয়ে সাহেববাড়ী থেকে চুল ছাটিয়ে দিবেন।" চারু বলিল, শুনছি নাকি, বীরেন বাবু বৌদিদিকে বিধবা বিয়ে করবেন।"

বৃদ্ধামহলে যথায় হাতের হরিনামের মালা হাতের মধ্যে দ্রুতভাবে দৌড়াদৌড়ী করিতেছিল, তথায়ও মালাধারিণীর রসনা, বীরেন্দ্র ও আশার আলোচনা করিয়া স্বর্গের পথ পরিষ্কার করিতেছিল; একজন বলিলেন, "ঐ জন্তে না তরুনের মা বৌটাকে দেখ্‌তে পারে না; ও চিরকাল অমনি।" অন্যা কহিলেন, "বৌটা লুকিয়ে লুকিয়ে বোধ হয় মাছও খায়। ও বৌয়ের কত কাণ্ড আমি দেখিছি, আমি কথায় থাকি নি, না হ'লে লোকে শুন্‌তে পেত।"

অভাগিনী আশালতা কাঁদিয়া চক্ষু ফুলাইল, নির্ম্মল পবিত্র চরিত্রে একি অন্যায় দোষারোপ! রটনাকারীরা জানে না, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কার্য্যের বিচার সেই রাজাধিরাজের নিকট নিশ্চয়ই হইবে। গৃহিণী বীরেনের অসাক্ষাতে আশাকে অজস্র তিরস্কার করিতেছেন। তরুণ লোকের অবিচারে মর্ম্মাহত হইয়া মুখখানি মলিন করিয়া আছে। বীরেন্দ্র লোকের ব্যবহার দেখিয়া আশ্চর্য্য ও মর্ম্মাহত!

দশমীর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া বীরেন্দ্র স্ত্রীকে কহিলেন, "তোমার জিনিস পত্র গুছাইয়া লও, অদ্যই বাড়ী যাইব।" বালিকা মাথের নাকের নোলক দুলাইয়া কহিল, "দিদিকে ছেড়ে যেতে পার্‌বে?" বীরেন্দ্র সক্রোধে আরক্তিম মুখে বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার! ঐ নীচ কথায় রসনা কলুষিত করিও না, বৌদিদি আমার মা!" বালিকা ক্ষণেক স্তম্ভিত থাকিয়া বলিল, "আমায় মাপ কর, অত না বুঝে বলেছি।" বীরেন্দ্র দুই বিন্দু অশ্রু মুছিয়া বলিল, "তুমি ছেলেমানুষ, তোমার দোষ কি? আমি কা'র মুখে হাত চাপা দিব। অভাগিনী বৌদিদির জন্যই আমার বড় কষ্ট হচ্ছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শেষ।

একাদশীর দিন সন্ধ্যাবেলা আশালতা কর্ম্মাদি সারিয়া, পুষ্করিণীতে গাত্রধৌত করিতে যাইতেছে। কৃষকেরা গরু লইয়া চলিয়াছে, নীচবংশীয়েরা সমস্ত দিন শ্রমের পরে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে গৃহে আসিতেছে, পক্ষীসকল কুলায় ফিরিতেছে, অস্তগামী সূর্য্যের হেমকিরণ তরুশিরে খেলা করিতেছে, আকাশের এক কোনে একখণ্ড সিন্দুরবর্ণ মেঘ করিয়াছে, পুষ্করিণীর ওপারে বহুদূর প্রসারিত ময়দান; তাহার বহুদূরে তাল খর্জ্জুর বৃক্ষাদি দূরত্বশতঃ ক্ষুদ্র২ দেখাইতেছে। আশা অন্যমনে এক২ পদ করিয়া সোপানে নামিতে লাগিল, নয়ন দিয়া বিন্দু২ জল পড়িয়া বারিরাশিতে মিশিতেছে, বিধবার প্রতি অশ্রুবিন্দু ও দীর্ঘশ্বাসের অন্তরালে যে কত বেদনা লুকায়িত থাকে, কে সহানুভূতির ভাবে তাহার তত্ত্ব রাখে? আশার নয়ন দুটী উপরের লোহিত মেঘে নিবদ্ধ, বহুদিন গত হৃদয়েশ্বরের স্নেহমণ্ডিত মুখচ্ছবি স্মরণ করিয়া আশা কাঁদিতেছে, এই কঠোর সংসারের প্রত্যেক ঘাত প্রতিঘাতে কি সে তাঁহাকে স্মরণ করে নাই? ঐ মেঘের পারেই কি তিনি আছেন? তবে যাইনা কেন? এই অসার দেহকে এই জলের নীচে রাখিয়া, ঐ মেঘের পারে, সেই শান্তিময় ক্রোড়ে যাইনা কেন? আশা অন্যমনে একে২ সোপানে নামিল, তাহার চিবুক পর্য্যন্ত জল উঠিল, সহসা কয়েকটা বুদ্বুদ উঠিল, পরক্ষণেই জল এপারে ওপারে তরঙ্গায়িত হইতে লাগিল, আশার মোহন মুখচ্ছবি আর জলের উপর ভাসিয়া নাই।

বাটির লোকে অনেক খুঁজিয়া আশাকে জল হইতে তুলিল ও ঘাসের উপর মাদুর বিছাইয়া তাহাকে শয়ন করাইল, ও চৈতন্য সম্পাদনে যত্ন করিতে লাগিল। আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, মধুর হিমাণী জলহলে পড়িয়া

অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিতেছিল, আশার মুদিত নয়ন মনোহর মুখের উপর পড়িয়াছিল; দূরের কোন পর্ণকুটীরে বোধ হয় কোন কৃষক বংশীরবে পল্লী মুখরিত করিতেছিল, বনফুলের গন্ধে স্থানটী আমোদিত।

গৃহিণী বলিতেছিলেন, "তোর কি মরণ আছে, মর্‌বি? এখুনি আবার কোঁড় ফুঁড়ে উঠবি এখন! বীরেন চলে গেছে বলে বুঝি সেই থেকে প্রাণ বার করা? তা' হোক না, আমিও ত তা হ'লে বাঁচি। রকমে রকমে চলাচলি, যদি বাঁচিস্ ত এখানে আর রাখ্‌ব না, আর বাড়ী নিয়ে যাব না। এইখান থেকেই পাল্কীকরে বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে তবে ঘরে যাব।"

কিন্তু আশার মৃত্যু হইল না, উপন্যাস জগতে মৃত্যু যত সুলভ, জীবজগতে মৃত্যু তত সুলভ নহে, এখানে মৃত্যু তত সুলভ নহে, পুত্রহারা জননীর ইচ্ছায়, পতিহারা যুবতীর ইচ্ছায়, দারিদ্র পীড়িত দরিদ্রের ইচ্ছায় মৃত্যু আসে না, আবার অসময়ে বিনা আহ্বানে আসিয়া, যুবক যুবতীর সুখের সংসার ছারখার করে, বংশের দুলাল মাতার নয়নের মণিকে হরণ করিয়া লয়। আশার এখন মৃত্যু হইলে আর অন্নাভাবে তাহাকে কাঁদিতে হইত না, তাহার জননীকে কাঁদাইতে হইত না, কিন্তু তাহার মৃত্যু হইল না, সহসা আশা চক্ষু মেলিল। তরুণ কাঁদিয়া বলিল, "বৌদিদি! কাল আমি তোমাকে তোমার মা'র কাছে রেখে আস্‌ব। আমি যখন স্বাধীন হ'ব, তোমাকে মাসে মাসে খরচ দিব, তুমি সেই খানেই থেকো।"

পরদিন আশা শিবিকায় উঠিয়া দরিদ্রা জননীর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে গেল। সে প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিতেই মা দেখিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, "আশা! আমি নিজে না খেয়ে তোকে খাওয়া'ব, তুই এই খানেই থাক্ মা!" সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

পরিত্যক্ত পদার্থ।

ভারতবর্ষে যেরূপ জিনিসের অপচয় হয়, পৃথিবীর আর কোনও উন্নত দেশে বোধ হয় সেরূপ হয় না। ইহার কারণ প্রথমতঃ অজ্ঞানতা ও শিক্ষাহীনতা, এবং দ্বিতীয়তঃ জাতি বিচার। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, আজ কত শতাব্দী ধরিয়া মৃত পশুর হাড়গুলি মাঠে পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে। ইহার ব্যবসায়ে যে লাভ হইতে পারে, তাহা কাহারও মনে আসে নাই। এই হাড় হইতে যে উৎকৃষ্ট সার ও গৃহস্থালীর কত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, এ দেশের লোকে তাহা জানিত না। ইংরাজগণ আজ যে ১৫০ বৎসর এই দেশ অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রথমতঃ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারেন নাই। ২০ বৎসর হইল, ভারত প্রবাসী ইংরাজগণ হাড়ের গুণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন যে, বিদেশে বহু পরিমাণে এই হাড় রপ্তানি হইতেছে এবং ইহার অনেক ক্রেতা আছে, তখনই ইহার মূল্য বুঝিতে সমর্থ হইলেন। হাড় গুঁড়া করিবার জন্য ভারতবর্ষে দুইটি কি একটা কারখানা হইয়াছিল। কিন্তু এই গুঁড়া হাড়ও ভারতে বিক্রয় হইল না, বহু পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইতে লাগিল। ইহার কারণ জাতি বিচার। বোধ হয় এই জন্যই বোতাম বা ছুরির বাঁট তৈয়ারী করিতে হাড় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আজ বিলাত হইতে আমদানি হাড়ের বাঁটের ছুরি বা হাড়ের বোতাম বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করিতেছেন। ইহা হাস্যকর বিষয় বটে।

ভারতে খুব ভুট্টা হয়। তাহার শস্য বাহির করিয়া লইয়া শীষ ফেলিয়া দেওয়া হয়। ইহা আর একটি অপব্যয়। ভারতে ভুট্টার চাষ অতি বিস্তৃত। করদ রাজ্য সমূহে প্রায় ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ও ইংরেজাধীন ভারতে ১ কোটি ৮১ লক্ষ বিঘা জমিতে ইহার চাষ হয়। এই হিসাব হইতে কত পরিমাণ ভুট্টার শীষ প্রতি বৎসর নষ্ট হয়, তাহা হিসাব করিয়া দেখিবার বিষয়। মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ও ইয়ুরোপে এই পরিত্যক্ত শীষ হইতে গবাদির খাদ্য প্রস্তুত হয়। বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহাতে পশুর খাদ্যের উপযুক্ত জিনিষ প্রচুর পরিমাণে আছে। এগুলিকে প্রথমে পিষিয়া ফেলিয়া তাহার সহিত অল্প-মূল্যের শস্য মিশাইয়া দিলে, অতি মূল্যবান খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হয়। জর্ম্মণীতে ভুট্টার শীষ হইতে অল্প মূল্যের স্পিরিট প্রস্তুত হয়। ইহা হইতে যাহারা গবাদির খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে, তাহারা খুব ধনশালী হইতেছে। আফ্রিকার অন্তর্গত রোডেসিয়া নামক স্থানে এইরূপ এক পদার্থ হইতে এলকহল প্রস্তুত করিবার জন্য লণ্ডনে এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, ইহা হইতে যে স্পিরিট প্রস্তুত হইবে, তাহার প্রতি গ্যালন আট আনা মূল্যে বিক্রয় করিতে পারিবেন, এবং মোটরকার প্রভৃতিতে পেট্রলের পরিবর্ত্তে ইহা ব্যবহার করিতে পারা যাইবে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, পেট্রল অপেক্ষা ইহার মূল্য সস্তা হইবে। মোটরকারে পেট্রলের খরচই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ভারতে শিল্পের আদর থাকিলে, এই ভুট্টার শীষ হইতে স্পিরিট প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত আয়োজন হইতে পারিত।

বর্ত্তমানে ছোলার গাছ ও তাহার পাতা সবই ফেলিয়া দেওয়া হয়; এমন কি ছোলার খোসা পর্য্যন্তও ফেলা যায়। ইহার সবই গবাদির খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার পাতা ও ডালে অনেক পরিমাণ নাইট্রোজেন আছে; এবং পশু ও মানুষের পক্ষে নাইট্রোজেন, খাদ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান জিনিষ। নানাপ্রকার ডাল ও তিল গাছ হইতে ডাল ও তিল বাহির করিয়া লইয়া, আমাদের দেশে তাহার ডালপালা হয় ফেলিয়া

দেয়, অথবা তাহা দ্বারা রন্ধন কার্য্য নির্ব্বাহ করা হয়। ইহাও আর একপ্রকার অপব্যয়। ইহার সকলগুলি হইতেই পরাবিধ উৎকৃষ্ট খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। এইগুলি যদি ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া রাখিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির সময় পশুগণের খাদ্যের জন্ম ক্লেশ পাইতে হয় না।

কাগজ বা পিচবোর্ড প্রস্তুতের জন্ম ব্যবহৃত হইতে পারে, এরূপ অনেক জিনিষ বর্ত্তমানে নষ্ট হইতেছে। কাগজের কলওয়ালাগণ তাহার কোন খবরই জানেন না; তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিতে এক সাবাই ঘাস ও পাটের পরিত্যক্ত অংশ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। ১৯১০-১১ সালে ভারতে যে ৮০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিসি রোপিত হইয়াছিল, তাহার শিকড় ও বৃন্ত সকল কোথায় গেল? তিসি বাহির করিয়া লইবার পর তাহার গাছ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ১৯১০-১১ সালে সমগ্র ভারতে ১ কোটি ৫০ লক্ষ বিঘা জমিতে তিল রোপিত হইয়াছিল, তিলের গাছ হইতে বেশ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ কত জিনিষ যে নষ্ট হইতেছে, তাহা বলা যায় না; এইগুলি হইতে কতপ্রকার যে লাভজনক ব্যবসা হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। (সঞ্জীঃ)

পাশ্চাত্য জাতির বিবিধ জীবনোপায় পন্থা।

—০:০—

ছবি মেরামত—অনেকে অয়েল-পেন্টিং ছবি মেরামত করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। বেশ ভাল একটী গোল আলুকে দ্বিখণ্ড করিয়া, আগে অয়েল পেন্টিং ছবিখানির সমস্ত ময়লা ঝাড়িয়া এই এক খণ্ড আলু দ্বারা ছবিখানির উপর হইতে নিম্নদিকে গোলাকারে সার্কেল করিয়া মৃদু ঘর্ষণ করিতে থাকে, সমস্ত ময়লা উঠিয়া গিয়া নূতনের মত হইয়া যায়। ছবির আকার বুঝিয়া ৫ শিলিং হইতে তদূর্দ্ধ পর্য্যন্ত চার্জ্জ করিয়া সুখে দিনাতিপাত করে।

ফটোগ্রাফ টচিং—বহু নরনারী ফটোগ্রাফ টাচ করিয়া জীবনাতিপাত করে। ফটোগ্রাফ তোলা হইলে টচিং পেনসিল দিয়া ইহারা কেবল ফটোগ্রাফারদের দোকানে এই কাজ অবসর সময়ে করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয়—বহু নরনারী বিশ্রাম সময়ে পুরাতন পুস্তক ক্রয় বিক্রয় করিয়া দৈনিক আয় বৃদ্ধি করে। ইহারা বসিয়া থাকিয়া অমূল্য সময় নষ্ট করে না।

গ্রাফোলজী বা হস্তাক্ষর দেখিয়া চরিত্র পাঠ—এই এক অদ্ভুত কাজ অনেক নরনারী করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করে। লোকে ইহাদের নিকট হাতের লেখা পাঠাইয়া দেয়, ইহারা সেই লেখা দেখিয়া চরিত্র স্বাস্থ্য প্রভৃতি বলিয়া দেয়। এ সম্বন্ধে ভাল ভাল পুস্তক আছে, ইহারা তাহা পড়িয়া শিক্ষালাভ করে, এদেশেও বই পাওয়া যায়। কিন্তু পড়ে কে?

লেটার বাক্স সরবরাহ। পিয়ন ডাক বিলি করিতে যাইয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকে। কতকগুলি বিলাতি লোকের কাজ তাহারা ঘরে ছোট বড় নানা রকমের লেটার বাক্স প্রস্তুত করিয়া ঘরে ঘরে বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

প্রস্তুত দ্রব্য গৃহদ্বারে পাইলে সকলেই ক্রয় করে। এদেশের কি সে অভাব নাই। বিলাতের লোক আবশ্যকের সৃষ্টি করিয়া কেনা বেচা করিয়া বেড়ায়। এদেশ যে অলস।

থিয়েটারের টিকিট বিক্রী। বিলাতের বহু নরনারী এই কাজ করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিয়া বেড়ায়। ইহারা টিকিট থিয়েটার হইতে লইয়া বাড়ী বাড়ী বিক্রয় করে এবং কমিশন পায়। বিলাতের থিয়েটারে অসম্ভব ভীড় হয়, লোকে ঘরে বসিয়া টিকিট পাইলে তৎক্ষণাৎ ক্রয় করে। এদেশেও কি চলে না? কিন্তু কেবল হাত টানের ভয়ে থিয়েটরের ম্যানেজার কাহাকেও বিশ্বাস করিতে চায় না।

খপরের কাগজ এবং মাসিক পত্রের গ্রাহক সংগ্রহ—এই কাজটা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেক লোকেই করে। বিশ্রাম সময়ে অনেক মাসিক পত্রের নমুনা লইয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইয়া গ্রাহক করে, কমিশন পায়।

কপি করা—ভাল হাতের লেখা হইলে কতক লোক বিশ্রাম সময়ে লোকের বাড়ী বাড়ী চিঠি, আদালতের কাগজ, দরখাস্ত নকল করিয়া বেড়ায়, বিশ্রাম সময়টায় বেশ দুপয়সা উপার্জ্জন হয়।

আর এদেশে বিশ্রাম সময়ে গাল গল্প, তাস পাশা, আলবোলা তামাকের ব্যবস্থা! তা যার অবস্থা ভাল সেও করে; যার অতি দৈন্য দশা, সেই তাই করে। অর্থ উপার্জ্জন না করিলে যে অবস্থার পরিবর্ত্তন হয় না, বিলাতের লোকে সেটা বোঝে, তাই একতিল সময় নষ্ট করা তাহারা পাপ মনে করে। বিলাতি লোকের ঐরূপ অসংখ্য উপায় দেখাইব। শুদ্ধ পড়িয়া যাইবেন না—একটু ভাবিবেন।

কতজন ১০০০ টাকা এবং তদূর্দ্ধ বেতন পান, এবং তন্মধ্যে হিন্দু মুসলমান কত জন, নিম্নলিখিত হিসাব হইতে তাহা বুঝিতে পারিবেন। ১৮৬৭ সালে ১০০০ টাকা বেতনের চাকুরের মধ্যে মোট ৬৬৮ ছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দু ছিল বার জন, মুসলমান কেহই ছিলেন না। ১৯০৩ সালে মোট সংখ্যা ১৩৭০ জন, তাহার মধ্যে হিন্দু ৭১ জন মুসলমান ২১ জন। ১৯১০ সালে মোট সংখ্যা ১৮৮২ জন ইহার মধ্যে হিন্দু ১০৫ জন মুসলমান ২৭ জন।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৷৷০ Registered No. c. 421.

THE BUSINESSMAN

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা। New Series. March 1913. নূতন সংস্করণ। মার্চ্চ ১৯১৩। Vol. VII. No. 3.

(বীরভূমি হইতে সংগৃহীত)

বীরভূমে গালার কারবার।

(২)

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সাহেবী আমল।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সাহেবী আমলেই ইলামবাজারের গালার কারবার প্রসার ও উন্নতি লাভ করিয়াছিল। ইংরাজ কুঠিয়ালদের সাহায্যে অনেক দেশীয় ব্যবসায়ী গালার কুঠি খুলিয়া বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নীল ছাড়াইয়া গালার উপর পড়িবার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ইলামবাজারের নিকটবর্ত্তী অনেকগুলি গ্রামে গালা তৈয়ারী হইত, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বীরভূমের অন্যত্র এ কারবার ছিল না। সাহেবী আমলে ইলামবাজার এবং সন্নিহিত গ্রামসমূহে, যে কেহ দুই পয়সা সঞ্চয় করিতে পারিত, সেইই নিজ আলয়ে ক্ষুদ্র আকারে গালা তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিয়া ফেলিত। অনেকে সাহেবের কুঠিতে কার্য্য করিত। গালা তৈয়ারী করিয়া চালান দিবার ভাবনা ছিল না, কারণ ইংরাজ বণিকেরা নিজেদের কুঠির উৎপন্ন গালা রপ্তানি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন না; তদ্দেশীয়গণ কর্ত্তৃক প্রস্তুত গালাও তাঁহারা ক্রয় করিয়া চালান দিতেন। অনেকে আবার কুঠিয়াল সাহেবদের নিকট হইতে দাদন লইয়া কারবার করিত।

আর্স্কাইন কোম্পানী।

ধরিতে গেলে Erskine and Co. নামক একটি সাহেবী কোম্পানীই ইলামবাজার অঞ্চলের সমস্ত বাণিজ্য হস্তগত করিয়াছিলেন। নীলকুঠি লইয়া আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ লাক্ষা কুঠি, কয়লা ও জমিদারীতেও এই কোম্পানী প্রচুর অর্থ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। বীরভূম জেলায়, ইসলাম বাজার একটি সুপ্রতিষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব সময়ে আবশ্যক হইলে কলিকাতা হইতে সৈন্য আসিয়া ইলামবাজার রক্ষা করিত। প্রায় এক শতাব্দী ধরিয়া, আর্স্কাইন কোম্পানী এই ইলামবাজার কেন্দ্রের একচ্ছত্র বণিকরাজারূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে প্রত্যেক বাণিজ্যপ্রধান জেলায় একজন করিয়া Commercial Resident থাকিতেন। কোম্পানীর তরফ হইতে বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণ করিবার ভার এই কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিত। রেসিডেণ্ট নিজেও বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন।

১৭৮২ খৃঃ অব্দে জন চীপ (John Cheap) নামক বঙ্গীয় সিবিল-সার্ব্বিসভুক্ত একজন সাহেব বীরভূমের সর্ব্বপ্রথম রেসিডেণ্ট হইয়া আসেন। বোলপুরের দুইমাইল পশ্চিমে সুরুল নামক গ্রামে তাঁহার সুবৃহৎ কুঠি ও কার্য্যালয় প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। এখনও সুরুলে চীপ্ সাহেবের কুঠি বর্ত্তমান আছে; ইহার মধ্যে "ছোটকুঠি" নামক গৃহ অধুনা রাইপুরের সিংহ-পরিবারের সম্পত্তি। চীপ্ সাহেবের নিজের কারবারের প্রধান কর্ম্মচারীরূপে, ডেভিড্ আর্স্কাইন David Erskine নামক একজন অধ্যবসায়শীল ব্যবসায়ী

যোগদান করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে ডেভিড্ আর্স্কাইন বীরভূমে আগমন করেন। তিনি বে-সরকারী বণিক ছিলেন এবং ইংলণ্ডে কোর্ট অব্ ডিরেক্টারদের নিকট হইতে কোম্পানীর জমিদারী মধ্যে বাণিজ্য করিবার অনুমতি-পত্র (a free-merchant's charter) লইয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। চীপ্ সাহেব ইহার দক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া, বোলপুরের ৭ মাইল পশ্চিমে দারান্দা Daronda নামক স্থানে নীলকুঠি স্থাপন করিবার জন্য ডেভিডের হস্তে যথেষ্ট মূলধন প্রদান করেন। ডেভিড্ এই অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া অনেক উন্নতি সাধন করেন। কারবারের উন্নতি ও প্রসার বৃদ্ধির সহিত ডেভিডের ধনসম্পত্তি বাড়িয়া উঠে। তিনি ২১ বৎসরের মধ্যে ইলামবাজারেও নীল কুঠি স্থাপন করেন; অল্প সময়ের মধ্যে ইলামবাজারের লাক্ষার ব্যবসায়ের উপর তাঁহার ঝোঁক পড়িয়া যায়। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারখানাগুলি একত্র করিয়া সুবৃহৎ কারখানার প্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলেন।

ডেভিড্ শুধু বীরভূমেই নীল ও লাক্ষার কুঠি স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা নহে। বাকুড়া, বর্দ্ধমান ও সাঁওতাল পরগণার নানাস্থানে তাঁহার নীলের কুঠি ছিল। অল্প সময়ের মধ্যে ডেভিড্ আর্স্কাইন অশেষ অর্থোপার্জ্জন করিয়া সমৃদ্ধিশালী বণিক সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। ১৭৬৮ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই ডেভিডের জন্ম হয়; সুতরাং ভারতবর্ষে যখন তিনি সর্ব্বপ্রথম আসেন, তাহার বয়স মাত্র ১৯ বৎসর ছিল। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দের ১৩ই এপ্রিল তারিখে, ৬৯ বৎসর বয়ক্রমে, ইলামবাজারেই ডেভিডের মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বাণিজ্যগুরু জন্ চীপ্ সাহেব ৪১ বৎসর রেসিডেন্টের কার্য্য করিয়া ১৮২৩ খৃঃ অব্দে অবসরগ্রহণ করেন। ১৮২৮ খৃঃ অব্দে ৬২ বৎসর বয়ঃক্রমে, গদুটিয়া রেশম কুঠিতে তাঁহার মৃত্যু হয়। ডেভিড্ আর্স্কাইন সাহেবের ৭ পুত্র ও দুই কন্যা ছিল; প্রথম জন্, দ্বিতীয় জেমস্ এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ হেনরী, তাঁহাদের পিতার সহিত ইলামবাজারেই বাস করিতেন। কন্যাদ্বয় এবং অপর চারিজন পুত্র কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই। ডেভিডের মৃত্যুর পর পুত্র জন্, জেমস্ এবং হেনরী সুচারুরূপে তাঁহাদের পিতার কারবার চালাইতে লাগিলেন। নীল ও লাক্ষার কারবারে তাঁহাদের আশাতীত লাভ হইতে থাকিলে তাঁহারা অন্যবিধ কারবারে মূলধন প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়া ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিতে লাগিলেন। কয়লার প্রতি ইহাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইলে Birbhum Coal Co. বীরভূম কোল কোম্পানী নামে এক কয়লার কারবার প্রতিষ্ঠিত হইল। জন এবং জেমস্ কয়লার কারবারের কার্য্যাধ্যক্ষ হইলেন; হেনরি, ইলামবাজারে থাকিয়া নীল ও লাক্ষার কারবার পরিচালন করিতে লাগিলেন। অল্প অল্প করিয়া হেনরী কিছু জমিদারীও কিনিয়া ফেলিলেন। নীল ও লাক্ষা এবং জমিদারী কারবার তখন হইতে Erskine and Co. আর্স্কাইন কোম্পানী এই নামে পরিচিত হইল। ডেভিডের মৃত্যুর পর ৩৫ বৎসর যাবৎ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আর্স্কাইন কোম্পানীর ক্রোড়গত ছিলেন।

১৮৫৭ খৃঃ অব্দে, ইলামবাজারেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জনের মৃত্যু হয়; জেমস্ও অল্পদিনের মধ্যেই জ্যেষ্ঠের অনুগমন করেন। এই সময় হইতেই এই পরিবারের অবনতির সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। জনের দুই পুত্র ছিল; প্রথম পুত্র, জন, ২৬ বৎসর বয়ঃক্রমে ১৮৬২ খৃঃ অব্দে কালগ্রাসে পতিত হয়; দ্বিতীয় পুত্র তাহার ২১ বৎসর পূর্ব্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। জেমস্ ও হেনরীর সন্তানাদি ছিল না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদ্বয় এবং উপযুক্ত ভ্রাতৃপুত্রদ্বয়ের মৃত্যুতে, হেনরী অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়েন, এবং কারবার গুটাইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করেন। ঘটনাক্রমে হেনরীর ভাগিনেয় উইলিয়ম ওয়াকার ফারকুহারসন Farquharson এবং ত্রিহুতের Campbell সাহেব একযোগে নীল ও লাক্ষা কারবারে, হেনরীর অংশ ক্রয় করেন। কিন্তু নীল, কয়লা ও গালা এবং জমিদারী প্রভৃতির কারবার এমন বৃহৎ ও বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল যে, সর্ব্ববিষয়ের সুবন্দোবস্ত করা সহজসাধ্য ছিল না।

তখন হইতে নীল ও গালার কারবার ফারকুহারসন এবং ক্যাম্বেল কোম্পানীর নামে চলিতে লাগিল, কিন্তু জমিদারী আর্স্কাইন নামেই থাকিল। ওদিকে কয়লার কারবারে নূতন অংশীদার জুটিয়া যাওয়াতে উহার নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া নিউ বীরভূম কোম্পানী New Birbhum Coal Co. নামে পরিচিত হইল। অবশ্য হেনরী আর্স্কাইনের কয়লার অংশ ছিল। তিনি জমিদারী এবং কয়লার কারবার প্রভৃতি পরিচালনের ভার ফার্কুহারসন সাহেবের উপর দিয়া ১৮৭০ খৃঃ অব্দের পর বিলাত-যাত্রা করেন। তিনি বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সুতরাং নিশ্চিন্ত হইয়া বিলাতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।*

প্রথম দুই বৎসর নূতন কোম্পানী বেশ লাভবান হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৭২ খৃঃ অব্দে ফারকুহারসন্ সাহেব পীড়িত হইয়া স্বদেশে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি ক্যাম্বেল সাহেবকে প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ রাখিয়া গেলেন। এই তিনজন সহকারী যাহাতে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া কারবারের বিভিন্ন শাখা পরিদর্শন করিতে পারেন, তাহারও বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া তিনি স্কট্লণ্ড গমন করেন। তাঁহার যাইবার কয়েকমাস পরেই ক্যাম্বেল সাহেব বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি কলিকাতাতেই বেশী থাকিতে ভালবাসিতেন, ইলামবাজারে কদাচিত আসিতেন। কাজে কাজেই সহ-

* তিনি লণ্ডনেই বাস করিতেছিলেন! প্রায় ১৪ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার পত্নী এখনও জীবিতা আছেন। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৮৮ বৎসর হইবে। ইনিও লণ্ডনেই আছেন; ইহাদের সন্তানাদি নাই।

লেখক।

কারী তিনজন সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। নানাবিধ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল, এবং সহকারীদের ব্যবহারে প্রজাগণ এবং কারখানার কর্ম্মচারীবৃন্দ এবং অন্যান্য সকলেই উত্যক্ত হইয়া উঠিল। মামলা মোকর্দ্দমার সংখ্যা বাড়িতে লাগিল, খাজনা বাকী পড়িতে লাগিল, দাদনের মাল আদায় হইল না। সুতরাং কুঠিতে গালা ও নীলের 'ঘাঁট্‌তি' পড়িয়া গেল! চারিদিকে আয় কমিয়া গেল, কিন্তু ইউরোপীয় সহকারীগণের মোটা বেতন প্রভৃতিতে ব্যয় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। কোম্পানী অত্যল্প সময়ের মধ্যে দেনাগ্রস্ত হইল।

মেসার্স কোলভিন কোম্পানী Messrs. Coulvine and Co. নামে কলিকাতায় এক বিখ্যাত দালালী ও মহাজনী কারবার ছিল। এই কোম্পানীর নিজেদের জাহাজও ছিল, ইহারাই ফারকুহারসন এবং ক্যাম্বেল কোম্পানীর এজেন্ট বা দালাল এবং মহাজনও ছিল। প্রথমতঃ ঋণ এই কোম্পানীর নিকট হইতেই লওয়া হয়।

ওদিকে সহকারী কার্য্যাধ্যক্ষদের উৎপীড়নে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল; তাহাদের কৌশল, দক্ষতা এবং বাণিজ্য বুদ্ধির অভাবে নানাদিকে কোম্পানীর অজস্র অর্থব্যয় হইতে লাগিল; আয় অর্দ্ধেকের উপর কমিয়া গেল। ঠিক এই সময়ে একটা অভূতপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল। চেষ্টা করিলে এই সুযোগেই ফারকুহারসন কোম্পানীর সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইয়া যাইত, এবং কয়েক বৎসরের ক্ষতিরও আংশিক পরিপূরণ হইত, কিন্তু ফারকুহারসন সাহেবের লাভের কপাল ছিল না।

আজকাল বাজারে পাতগালা মণকরা ৩১৲, ৩২৲ টাকা দরে বিক্রয় হইতেছে, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বে দর ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু মণকরা ৮০৲। ৯০৲ টাকা দর কখনও শুনা যায় নাই। যাহা হউক, প্রদীপ নিভিবার পূর্ব্বে যেমন মুহূর্ত্তের জন্য উজ্জ্বল হইয়া উঠে, গালার দরও এক সময়ে তেমনি হইয়াছিল। ১৮[illegible] খৃঃঅব্দে পাতগালা (Shellac) এবং রংবড়ির (lac-dye) দর অভাবনীয় রূপে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, পাতগালার একমণের মূল্য ১৩০৲ টাকা এবং রংবড়ির ৪০৲ টাকায় উঠিয়াছিল। গালার কারবারের এই অশ্রুতপূর্ব্ব সৌভাগ্য দেখিয়া ব্যবসায়ীগণের হৃদয়ে আনন্দ উছলিয়া উঠিতেছিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ইলামবাজার এবং নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে যে গালা উৎপন্ন হইত, তাহা আর্স্কাইন কোম্পানী পরে ফারকুহারসন্ কোম্পানী কিনিয়া কলিকাতায় দালালগণের নিকট প্রেরণ করিতেন। শেষোক্ত কোম্পানীর গুদামে শতশত মণ গালা ছিল। এই সুযোগে সমস্ত বিক্রয় করিয়া দিলে কোম্পানীর আশাতিরিক্ত লাভ হইত। কিন্তু কার্য্যাধ্যক্ষের লোভের মাত্রা সম্ভবের সীমা অতিক্রম করিয়াছিল। দেশীয় কারখানার অধিবাসীগণ কুঠির যাবতীয় কর্ম্মচারী এবং কোম্পানীর অপরাপর প্রধান ইংরাজ কর্ম্মচারীগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, সেই অতিবুদ্ধি কার্য্যাধ্যক্ষের লোভাতিশয্যের নিকট উপেক্ষিত হইল। কার্য্যাধ্যক্ষ মাল ছাড়িয়া দিলেন না। সুতরাং 'তাঁতিও ডুবিল'। বর্দ্ধিত মূল্য এক বৎসরের অধিক স্থায়ী হইল না। ইউরোপে এই একচেটিয়া ব্যবসায়ের প্রতিকূলে বিজ্ঞানের সাহায্য গৃহীত হইল। গালায় দর্পচূর্ণ হইল, ১৮৭৯ খৃঃ অব্দে গালার মূল্য একেবারে কমিয়া গেল, যেমন আকস্মিক বৃদ্ধি, হ্রাসও তেমনি আকস্মিক এবং দ্রুত হইল। ক্ষতি হইল চতুর্গুণ।

এই সংবাদ এডিনবরায় ফার্কুহারসন সাহেবের নিকট পৌছিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। অবিলম্বে স্কট্‌লাণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভারত-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইলামবাজারে উপস্থিত হইয়া তিনি দেখিলেন যে, উদ্ধারের আর উপায় নাই; কারবার, ঋণ-জালে ঘনজড়িত; বিবিধ ব্যয়সাধ্য মোকদ্দমায় কার্য্যাধ্যক্ষের কর্ম্মপটুতা পর্য্যবসিত; কর্ম্মচারী ও সহযোগী সকলেই বিরক্ত। সর্ব্বোপরি কারবারের আয় অর্দ্ধেকে অবনত, ফারকুহারসন সাহেব তবুও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া দেখিলেন; তাঁহার অধ্যবসায় ও কার্য্যকুশলতায় স্রোত ফিরিল না। উপায় না দেখিয়া তিনি কোলভিন কোম্পানীর নিকট কুঠি কারখানা বন্ধক রাখিয়া নূতন উদ্যমে কার্য্যারম্ভ করিয়া দিলেন। সম্ভবতঃ কিছু দিন এইরূপ ভাবে থাকিলে কারবারের উন্নতি হইত; কিন্তু অন্যদিক হইতে বিপদ আসিয়া ফারকুহারসন সাহেবের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিল। তাঁহার আশা ও উদ্যম একেবারে বিনষ্ট হইল। কোলভিন কোম্পানীকে দেনার দায়ে দেউলিয়া হইতে হইতে হইল। বীরভূম, বাঁকুড়া, মানভূম ও বর্দ্ধমানের সমস্ত কুঠি ১৮৮০ খৃঃঅব্দে Official Assignee সরকারী রিসিভারের হস্তে সমর্পিত হইল। বাকি থাকিল আর্স্কাইনদের জমিদারী; ফারকুহারসন সাহেব আর্স্কাইনদের আমমোক্তাররূপে জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিলেন। সমস্ত সম্পত্তি বিক্রীত হইবার পূর্ব্বেই আর্স্কাইন কোম্পানীর ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ থাণ্ডাইত মহাশয়ের স্কন্ধে কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া ফারকুহারসন সাহেব স্কটল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। এডিনবরানগরে তিনি সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি Representative Church of Scotland এর সম্পাদক ও ধনরক্ষকরূপে কার্য্য করিতেছিলেন। গত বৎসরের ২৩শে ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার এক পুত্র তিনটি কন্যা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী এখনও জীবিত আছেন। বাঁকুড়ার রায় বগলানন্দ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর ফ্যাকটরী-গৃহ ও আবাস-গৃহ ক্রয় করিয়াছেন। জমিদারী কাছারী সরকার বাহাদুর ডাকঘরে পরিণত করিয়াছেন; ডেভিড্ আর্স্কাইনের পত্নীর আবাসগৃহ, বীরভূমের

জেলা বোর্ড, ডাক বাংলার জন্ত ক্রয় করিয়াছেন। ডাক বাংলার উত্তরে আর্স্কাইনের পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে সর্ব্বসমেত ৭টী সমাধি এখনও অতীতের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

ফারকুহারসন ও আর্স্কাইন পরিবারের অনেক কথাই বলা হইল। বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সারজন উডবরণের সহিত প্রথমোক্ত পরিবারের সম্বন্ধ অতি নিকট ছিল। কলিকাতার পাদরী গিলান (Rev. Gillan) সাহেবের নাম বোধ হয় অনেকের মনে থাকিতে পারে; এই গিলান সাহেব, ফারকুহারসন সাহেবের পত্নীর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। ইহাদের বিবাহের সময় ১৮৬৪খৃঃ অব্দে সারজন ইলামবাজারে উপস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার ছোটলাট হইয়া ১৯০২ খৃঃ অব্দে তিনি পুনরায় ইলামবাজার পরিদর্শনে আসিয়া ইহার পতন ও দুরবস্থা দেখিয়া যান। ৪০ বৎসর মাত্র সময়ের মধ্যে একটি সমৃদ্ধিশালী গ্রামের এরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সহৃদয় সার্ জন অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিলেন।

আমরা ইলামবাজারের সমৃদ্ধ অবস্থার দুই একটি বিষয় আলোচনা করিয়া এই বিবরণ সমাপ্ত করিব।

বীরভূমের দক্ষিণ সীমা অজয় নদী। ইলামবাজার এই অজয়ের তীরে অবস্থিত। যখন রেল-লাইন হয় নাই, সে সময়ে ইলামবাজারের গমনাগমনের সুবিধা খুব বেশী ছিল। রেল হওয়ার পরেও তিনটি পাকা রাস্তা ইহার সহিত বীরভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানের সংযোগ সাধন করিয়াছিল। একটী পাকা রাস্তা, অজয় পার হইয়া বর্দ্ধমানের কাঁকসা থানা হইয়া, পানাগড় ষ্টেশনের নিকট দিয়া গিয়া, বাঁকুড়া জেলার সোণামুখী ও বিষ্ণুপুর হইয়া বাঁকুড়ার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। আর একটি রাস্তা পূর্ব্বে বোলপুর হইয়া লাভপুর দিয়া পশুটিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর একটি রাস্তা পূর্ব্বে সাহাপুর দিয়া সিউড়ী পর্য্যন্ত গিয়াছিল; এখন তাহা দুবরাজপুর হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় মাল পাঠাইতে হইলে পূর্ব্বে বর্দ্ধমান হইয়া গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড দিয়া বাহিরে যাইতে হইত। বর্ষাকালে নৌকা করিয়া মাল চালান হইত, অজয় নদীতে বর্ষাকালে নৌকা চলে; অজয় কাটোয়ার নিকট গঙ্গার সহিত মিশিয়াছে। আর্স্কাইন কোম্পানীর অনেকগুলি নৌকা নদীতে বাঁধা থাকিত; তাহাদের আমলে নৌকা মেরামত এবং তৈয়ারী করিবার জন্তই একটা স্বতন্ত্র কারখানা ছিল।

আমরা যে সমস্ত প্রতিকৃতি পাইয়াছি, তাহার মধ্যে আর্স্কাইন কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতার পুত্র হেনরি আর্স্কাইন ও তাঁহার পত্নীর দুইখানি ফটো আছে। ফটো দুইটি সুদৃশ্য ফ্রেমে বাঁধান, এই ফ্রেমও পূর্ব্বে ইলামবাজারে প্রস্তুত হইত। ফ্রেম দুইটি সুকৌশলে কাঠ ও গালা দিয়া নির্ম্মিত। গালার নানাবিধ খেলনা ব্যতীত পূর্ব্বে ইলামবাজারে কাঠের বাকস এবং অন্যান্য আসবাব পত্র গালা দিয়া রং করা হইত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, সাহেব কোম্পানীর আমলে ইলামবাজারের গালার রং করা আসবাব বিলাতে প্রচুর পরিমাণে যাইত।

প্রথম প্রস্তাবে ইলামবাজারের তথা বীরভূমের গালার কারবারের অবনতির প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। দেশীয় কারখানার অধিস্বামীগণ আরও তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করেন; (Shellac) এখন আর কাট্‌তি নাই; ৫০ বৎসর পূর্ব্বে ইহা বহুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হইত। (২) ইংরাজ কুঠিয়ালদের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা অক্ষম। (৩) Lac-dye রং গালার পরিবর্ত্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত রংএর প্রচলন।

যাঁহারা সংবাদ রাখেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, Shellac বা পাতগালার এখনও কাট্‌তি যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারণগুলি ভাবিবার বিষয় বটে।

শ্রীসত্যেশচন্দ্র গুপ্ত।

পেঁপে।

পেঁপের আটা ক্রিমিনাশক, পেঁপে গাছকে ছুরিকা দ্বারা একস্থানে একটু কাটিলেই দুগ্ধবৎ আটা নির্গত হইবে। বিলাতি ডাক্তারগণ বলেন, এই পেঁপের আটা এক চামচই একজন পূর্ণ বয়স্ক রোগীর পক্ষে যথেষ্ট। বালকগণের বয়সানুসারে অর্দ্ধচামচ সিকিচামচ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রয়োগ-প্রণালী—১ টেবেল চামচের ১ চামচ পেঁপের আটাতে সম পরিমাণ মধু এবং ২ আউন্স গরম জল মিশাইয়া সেবন করাইতে হইবে। ইহার ২ ঘণ্টা পরে রোগীকে ১ আউন্স ক্যাষ্টর অয়েল এবং তাহার সহিত অর্দ্ধ চামচ লেবুর রস মিশাইয়া খাওয়াইয়া দিতে হইবে। ইহা Round worm বা বৃহৎ গোলাকার ক্রিমিরই উৎকৃষ্ট ঔষধ, এইরূপ প্রক্রিয়ায় সেবন করিলেই মৃতক্রিমি বহির্গত হইয়া যাইবে। উপর্য্যপরি ২ দিন এইরূপ ব্যবহার করিলে ক্রিমির সন্দেহ দূর হইবে। ডাক্তার এইচ্ এইচ্ গুডিভ্ বলিয়াছেন, কাঁচা পেপেঁকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া দদ্রু বা দাদবিশিষ্ট স্থানে ঘর্ষণ করিলে দাদ ভাল হইয়া যাইবে।

১৮৭৫ সালে মিঃ এভাস সাহেব ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটে বৃহৎ যকৃৎ এবং প্লীহা রোগে কাঁচা পেপের আটা উৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া অতিশয় প্রশংসা করিয়াছেন, তিনি বলেন, এইরূপ রোগীর ৬০ জনের মধ্যে ৩৯ জন আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

প্রায় ১টা চামচের ১ চামচ পরিষ্কার দুগ্ধবৎ আটাকে সমপরিমাণ চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া ৩টী বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে এবং প্রাতে, মধ্যাহ্নে এবং সন্ধ্যায় সেবন করিতে হইবে। বালকগণের জন্য ১ ফোঁটা আটা এবং কিঞ্চিৎ চিনি দিয়া খাওয়াইয়া যথেষ্ট উপকার হইয়াছিল। কাঁচা পেপের সারাংশকে সিদ্ধ করিয়া প্লীহা ও যকৃতের উপর প্রলেপ বা পুলটিস দেওয়ায়

উপকার হইতে পারে। কিন্তু ডাক্তার এতার্ন এইটীতে তেমন নির্ভর করিবার প্রমান পান্ নাই। তিনি বলেন, অরুণ রোগে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। এইরূপ পেপের আটা সেবনে তেমন কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। কখন কখন পাকস্থলীতে সামান্য উগ্রতাবোধ হইতে পারে; যদি এইরূপ কোন প্রকার উপসর্গ অনুভূত হয়, বা গাস্ত্রীক অর্থাৎ অম্লের উগ্রতা জন্মে, তাহা হইলে ঐ আটার সহিত অতিশয় অল্প মাত্রায় আফিং মিশাইয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা আফিং ব্যবহারের পক্ষপাতী নহি।

হোমিওপ্যাথিক প্রাক্টিশনার ডাক্তার কার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয় একবার লেখককে বলিয়াছিলেন যে, যদি শিশুগণের কঠিন এবং মৃত্তিকাবর্ণ দাস্ত হয়, তাহা হইলে শিশুদের দুগ্ধ উত্তপ্ত করিবার সময় কাঁচা পেপে আটা সমেত ১খণ্ড ফেলিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইলে লিভারের ক্রিয়াবিকার বিদূরিত হইয়া হাত পা জ্বালা, কঠিন পিত্তশূন্য মলে মৃত্তিকাবৎ বর্ণ দূরীভূত হইতে পারে। পরীক্ষা করা উচিত।

কাঁচা পেঁপের মোরব্বা প্রস্তুত প্রণালী।

কাঁচা পেপেগুলির ছাল ছাড়াইয়া বাখাড়ী বা বাঁশের বাতার শলাকাদ্বারা সে গুলির গাত্রে যেরূপ কুমড়াই মিঠাই করিবার মত খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া বিদ্ধ করে, সেইরূপ করিয়া শীতল জলে কচলাইয়া ধুইয়া এরূপে সিদ্ধ করিতে হইবে, যেন একবারে গলিয়া না যায়। পরে গরম জলটা ফেলিয়া দিয়া পুনরায় শীতল জলে ধৌত করিতে হইবে। তাহার পর ১ সের ফল ও অর্দ্ধসের চিনি চড়াইয়া একতার বাঁদ রস প্রস্তুত করিয়া ঐ সিদ্ধ করা পেপের খণ্ডগুলিকে রসে ফেলিয়া দিতে হইবে; যদি দানাইয়া দিবার ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে রস গাঢ় করিয়া নামাইলেই শীতল হইলেই জমিয়া যাইবে। যদি রসে ভাসমান রাখিবার বাসনা হয়, তাহা হইলে রস তরল রাখিতে হইবে। ঈষৎ শীতল হইলে উৎকৃষ্ট গোলাপ জলের ছাপ টা দিয়া মুখ চওড়া বোতলে বায়ুরোধ করিয়া পুরিয়া রাখিতে হইবে। ছোট এলাচের গুঁড়া দিলেও মন্দ হয় না; গন্ধটা ভাল হয়, তাহা অবশ্য রুচি সাপেক্ষ।

মোরব্বার কাজটী লাভজনক কাজ, কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বাঙ্গালীরা এদিকে দৃষ্টিপাত করেন না। হিন্দুস্থানীগণ নানা প্রকারের চাটনী ও মোরব্বা করিয়া ব্যবসা করিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

"কাজের লোক" প্রত্যেক মাসের ৩০শের মধ্যে বাহির হইয়া গ্রাহকগণের নিকট যায়। পরমাসের ১ সপ্তাহের মধ্যে কাগজ না পাইলে আমাদিগকে লিখিলেই তৎক্ষণাৎ আমরা পাঠাইয়া দিব। তৎপূর্ব্বে বা দীর্ঘকাল পরে জানাইলে কোন ফল হইবে না। আমরা আর কাগজ বিনামূল্যে দিতে পারিব না। তাহার যথাযোগ্য মূল্য পাইলে তবে পাঠাইতে পারিব। অনেকে কাগজ হারাইয়া ফেলিয়াও এইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ করেন।

"কাজের লোক" কার্য্যাধ্যক্ষ।

দিল্লীতে বোমা।

অতি ঘৃণা, লজ্জা এবং ক্ষোভের বিষয় যে, গত ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লী সহরে আমাদের মহামাননীয় রাজপ্রতিনিধি মহাসমারোহে যখন নগর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেই সময় কোন দুরাত্মা এই মহা আনন্দের দিনে দিল্লীর ন্যাশন্যাল ব্যাঙ্কের বারাণ্ডা হইতে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিল। ফলে বড়লাট বাহাদুরের ছত্রধারী জমাদার তদ্দণ্ডেই হত হইয়াছিল, লাট বাহাদুর স্কন্ধদেশে গুরুতর আঘাত পাইয়াছিলেন, লাটমহিষী সম্পূর্ণ অনাহত ছিলেন। আমরা ভগবানকে মুক্তকণ্ঠে বড়লাট এবং বড়লাট মহিষীর জীবনরক্ষার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শান্তিপ্রাণ ভারতে একি ঘৃণিত পৈশাচিক কাণ্ড হইতে লাগিল! এই ভীষণ লোমহর্ষণ সংবাদে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত লোকেই স্তম্ভিত এবং মর্ম্মাহত হইয়াছে।

ভগবানের কৃপায় লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর সুস্থ হইয়াছেন। তাঁহার ক্ষতস্থান হইতে প্রেক স্ক্রু প্রভৃতি বাহির করিতে হইয়াছিল। অস্ত্রোপচারের পর তাঁহার অবস্থা প্রতিদিনই ভালই হইতেছিল। এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছেন।

লাট বাহাদুর ছত্রধারীর পরিবারবর্গকে ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছিলেন, লাটমহিষীও পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন।

৫০০০০৲ পুরস্কার।

এই ভীষণ কাণ্ডের নেতাকে ধরিবার জন্য অর্দ্ধ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হইয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত হত্যাকারী ধৃত হয় নাই। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত পুলিস অনুসন্ধান চলিতেছে। যে কেহ হত্যাকারীকে ধরিয়া দিতে পারিবে, বা কোন সন্ধান দিতে পারিবে, সে উপরোক্ত পুরস্কার পাইবে।

লর্ড হার্ডিঞ্জের সাহস ও ধৈর্য্য।

যখন বড়লাট বাহাদুর হস্তিপৃষ্ঠে আহত হয়েন, তখন লাটমহিষী বড়লাট বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনাকে কি লাগিয়াছে? বড়লাট বলিয়াছিলেন "Alright go on" "ও কিছুই নয়, চল।"

লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুর দেশবাসীর পরম সুহৃদ্ বলিয়া সমগ্রদেশের জন সাধারণের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন, এরূপ দুর্ঘটনার

কোন কারণ কেহ ভাবিয়া উঠিতেই পারিতেছে না। এই উপলক্ষে কোন নির্দ্দোষ নিগৃহীত না হয়, সেজন্য তাঁহার বিশেষ আদেশ আছে। দিল্লীর যে বাড়ী হইতে বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, দিল্লীর মিউনিসিপ্যালিটী সেই বাড়ী কিনিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে মনস্থ করিতেছেন।

পাটের থলিয়া।—বিলাতের ডণ্ডী সহরের পাটকলের মালিকেরা এবার দক্ষিণ আমেরিকা হইতে অনুমান ত্রিশ লক্ষ টাকা মূল্যের পাটের থলিয়ার কনট্রাক্ট পাইয়াছেন। এক সঙ্গে এত অধিক টাকার কনট্রাক্ট এ পর্য্যন্ত আর কখনও তাহাদের ভাগ্যে জুটে নাই। এবার জুটিয়াছে বটে; কিন্তু তাহা তাহারা ভোগ করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের 'টাইমস' বলেন,—ভারতের কোন কোন কলের অধিকারীকেও এই কনট্রাক্টের ভাগ দেওয়া হইবে। কারণ, এত থলিয়া তৈয়ারী করিয়া দেওয়া ডণ্ডীর কলওয়ালাদের পক্ষে সম্ভবপর নহে। কথাটা যদি ঝুটা হয়, তাহা হইলেও আপাততঃ শুনিয়া সুখ।

আবগারীর আয়।—বিহার এবং উড়িষ্যা গবর্ণমেণ্টের অধীন কতিপয় জেলা গবর্ণমেণ্টের আফিম প্রভৃতি আবগারী আবাদের জন্য বিখ্যাত। এই জেলা কয়টী হইতেই গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৬৭ সাতষট্টি লক্ষ টাকা আয় হইত। গত বৎসর এই কয়টী জেলার আবগারীর আয় বিলক্ষণ বাড়িয়া গিয়াছে। সাতষট্টি লক্ষ হইতে একেবারে ৯৯ নিরনব্বই লক্ষ টাকা!

পরোলোকগত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর।

বাঙ্গালা ভাষার প্রতিভাবান্ লেখক মনস্বী পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় বিগত ২৩শে নবেম্বর ৪৩ বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। দেউস্কর মহাশয় বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ট সাধক ছিলেন। ইনি মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইহার পিতা সদাশিব গণেশ দেউস্কর দিঘোড়ের রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। হিতবাদীর ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক স্বর্গীয় কাব্যবিশারদ মহাশয় ইহার পরম বন্ধু ছিলেন। দেউস্কর মহাশয় প্রথমে হিতবাদীর প্রুফ সংশোধনের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং পরে হিতবাদীর সম্পাদকের পদ প্রাপ্ত হন, এই সময়ে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হওয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তিনি বায়ু পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত পশ্চিমে গিয়াছিলেন, তথায় তাঁহার মৃত্যু হয়, তিনি অল্পকাল মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষায় বহু পুস্তক প্রণয়ণ করিয়া বঙ্গদেশে যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার আত্মার শান্তিকামনা করি। শান্তিময় পরমেশ্বর তাঁহার শোক সন্তপ্ত আত্মীয়বর্গের হৃদয়ে শান্তিবারি সেচন করুন।

বহুবাজার নিঃস্ব-হিতৈষিণী সভা।

বিধবার দান।

কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া পরদুঃখ মোচন পরায়ণা হিন্দু বিধবা বহুবাজার নিঃস্বহিতৈষিণী সভায় এক কালীন একশত টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি সভার অনাথ আশ্রমের বালকগণকে এক একখানি করিয়া শীতবস্ত্র ও মিষ্টান্নাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাই ত দানের উপযুক্ত ক্ষেত্র এবং অবশ্য অনুকরণীয় কার্য্য।

কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটীর সুযোগ্য কমিশনার মাননীয় মিষ্টার শেলটন্ মহাশয়ের পত্নি, বেলভিডিয়ার ফিটের সম্পাদিকা ১৯শে ফেব্রুয়ারী তারিখে নিঃস্বহিতৈষিণী সভার অনাথ আশ্রম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি সভার কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "এই সভাটী ভবিষ্যতে একটী আদর্শ সভা বলিয়া পরিগণিত হইবে।"

বিগত ১লা মার্চ্চ শনিবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার সময় বহুবাজার ২১১ নং অভয় হালদার লেনস্থ ৺যাদবকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভবনে বহুবাজার নিঃস্বহিতৈষিণী সভার একটী বিশেষ অধিবেশন হয়। মান্যবর শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ বসু এম, এ, বারিষ্টার মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে বহু ভদ্র মহোদয়ের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথমে সভার অনাথ বালকগণ কর্ত্তৃক একটী স্তব পাঠ হইলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল, আগামী বৎসরের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচন। শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র এম, এ, বি, এল, "কাজের লোক" সম্পাদক শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, এবং সভাপতি মহাশয় সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দ্বারা জন সাধারণকে বিমুগ্ধ করিয়াছিলেন।

নিম্নলিখিত ভদ্র মহোদয়গণ আগামী বর্ষের কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সভাপতি।

রায় শ্রীশচন্দ্র মিত্র বাহাদুর বি, এ,

সহঃ সভাপতি।

পণ্ডিত ক্ষেত্রমোহন বিদ্যারত্ন।

শ্রীযুক্ত বিপিন চন্দ্র মল্লিক, এম, এ, বি, এল,

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত নির্ম্মল চন্দ্র চন্দ্র, এম, এ, বি, এল,

শ্রীযুক্ত তপন কুমার দাস।

সহঃ ধনাধ্যক্ষ।

শ্রীযুক্ত অনুকূল চন্দ্র চন্দ্র।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দোপাধ্যায়।

তত্ত্বাবধায়ক।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বন্দোপাধ্যায়।

সহকারী।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ বসু।

অবৈতনিক শিক্ষকগণ।

শ্রীযুক্ত রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শ্রীমতিলাল মজুমদার।

সভ্যগণ।

শ্রীযুক্ত তারকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, বি,টি.
শ্রীযুক্ত গগন চন্দ্র বড়াল এম, এ,।
শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ,।
শ্রীযুক্ত হরিচরণ মুখোপাধ্যায় বি, এ
শ্রীযুক্ত অন্নকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বি, এ,
ডাক্তার অমুকূল চন্দ্র বিশ্বাস।
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সরকার।
শ্রীযুক্ত বঙ্কিম চন্দ্র ঘোষ।
শ্রীবসন্ত লাল ক্ষেত্রী।
শ্রীকালীদাস বসু বি, এ,।

এই সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত সভার প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ এবং সহানুভূতি বৃদ্ধি হইতেছে দেখিয়া আমাদের আনন্দের সীমা নাই। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সারগর্ভ বক্তৃতার এক স্থানে বলিয়াছিলেন "দেশের দীনতা দূর করিয়া, তাহাদের শিক্ষা ও অবস্থার উন্নতি করাই আমাদের প্রকৃত স্বায়ত্ব শাসন। দেশবাসীন! এই মহান কার্য্যে যাহার যতটুকু ক্ষমতা সাহায্য করিয়া ধন্য হউন—ইহার ক্রমোন্নতি করিয়া বহুশাখা প্রশাখায় বিস্তৃত করতঃ দেশের অনাথ পরিবারগণের দুঃখ দূর করুন, ইহাই প্রার্থনা বা অনুরোধ।

কাঃ সঃ

বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারক

জর্জ্জ ষ্টিফেনসন।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

জর্জ্জ এইরূপে একজন উপযুক্ত কাজের লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন। শনিবার অপরাহ্নে যখন অপর কর্ম্মচারীগণ বৃথা আমোদে সময়ের অপব্যয় করিত, জর্জ্জ তখন বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ খুলিয়া পরিষ্কার করিতেন এবং পুনরায় কার্য্যোপযোগী করিয়া রাখিতেন। ভারযুক্ত দ্রব্যসম্ভার বহন, হাতুড়ীচালন এবং লম্ফপ্রদান তিনি চিত্তবিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এই সমস্ত বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। বিংশবৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি উক্ত বেতনে একটী বাষ্পীয় যন্ত্রের তত্ত্বাবধারক পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং একটী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া স্বামী স্ত্রীতে একত্রে স্বাধীনভাবে বাস করিতে মনস্থ করিলেন। এই সময়ে জর্জ্জ তাঁহার পিতামাতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বীয় জন্মভূমি হইতে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী একটী স্থানে বাস করিতে লাগিলেন। জর্জ্জের স্ত্রী ফ্যানি তাঁহাদের গৃহটী সদাসর্ব্বদা পরিষ্কার রাখিতেন এবং জর্জ্জও তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য সমাপনান্তে জাহাজে মাল বোঝাই ও খালাস করা কার্য্যে কিছু কিছু উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। একদিন দৈবক্রমে তাঁহার গৃহে আগুন লাগিয়া যাওয়ায় নিকটস্থ প্রতিবেশীগণ অনবরত জল আনিয়া ঢালিতে থাকেন এবং অগ্নি নির্ব্বাণে যত্নবান হয়েন। তাঁহার গৃহে একটী প্রকাণ্ড ঘড়ি ছিল, সমস্ত আসবাবপত্র বাহির হইল, কিন্তু কেহ ঘড়িটাকে বাহির করিতে পারিল না। জর্জ্জ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ঘড়িটীর প্রত্যেক অংশ খুলিয়া বাহির করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু তিনি ইতিপূর্ব্বে কখন ঘড়ির ভিতরকার যন্ত্রাদি দর্শন করেন নাই। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব প্রভাবে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি পুনরায় ঐ ঘড়িটীকে সুন্দরভাবে সংস্কার করিয়া চালিত করিয়া দিলেন। এই সময় তিনি একজন ঘড়িনির্ম্মাণকারক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন এবং বহু সংখ্যক ঘটিকাযন্ত্র সংস্কারের নিমিত্ত তাঁহার নিকট আনিত হইতে লাগিল। দরিদ্রদিগের বিনামূল্যে এবং ধনবান দিগের নিকট হইতে উচিত মূল্য গ্রহণ করিয়া তিনি ঘড়ির সংস্কার সাধন করিয়া দিতেন। ইহা ব্যতীত তিনি জামা প্রস্তুত প্রভৃতি কার্য্যও সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে জর্জ্জের একটী পুত্র সন্তান হইল। জর্জ্জ তাহার নাম রাখিলেন, রবার্ট, কিন্তু পুত্রের জন্মলাভের

কয়েক মাস পরেই জর্জ্জের স্ত্রী ফ্যানি ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে জর্জ্জ পত্নী বিরহ ব্যথা দূরীকরণার্থে এবং কিছু দিন মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিবার নিমিত্ত স্কটলণ্ডের উত্তরে একস্থানে কার্য্যের যোগাড় করিলেন এবং তাঁহার পুত্রটী তত্ত্বাবধারণের নিমিত্ত পিতার নিকট রাখিয়া একটী মাত্র কাপড়ের পুঁটুলি লইয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিলেন। কিছুদিন পরে কিঞ্চিৎ অর্থসংগ্রহ করিয়া তিনি পুত্র এবং পিতা মাতাকে দেখিবার নিমিত্ত স্বীয় দেশে প্রত্যাগমন করিলেন। তথায় আসিয়া তিনি দেখিলেন যে, কোন দুর্ঘটনা বশতঃ তাঁহার পিতার চক্ষু দুইটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং তিনি এক্ষণে কর্ম্মে অপারক হওয়ায় তাঁহাদিগকে প্রায় উপবাস করিয়া থাকিতে হইতেছে।

তিনি স্বীয় পিতামাতাকে এবং তদীয় পুত্রকে স্বীয় বাটীতে লইয়া গেলেন এবং তথায় সামান্যভাবে জীবন যাপন ও সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মহাবীর নেপোলিয়নের সহিত ফরাসিদিগের অত্যন্ত যুদ্ধ চলিতেছিল এবং যে কোন উপযুক্ত লোককে সৈনিক বা নাবিকের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে প্রেরিত করা হইতেছিল। জর্জ্জ এই কার্য্যে মনোনীত হইলেন কিন্তু তিনি বৃদ্ধ পিতামাতা ও মাতৃহীন পুত্রটীকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। দিন দিন ভীষণ অভাব তাঁহাকে গ্রাস করিতে লাগিল, তিনি কার্য্যের অন্বেষণে বহুস্থানে আবেদন ও ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুরদৃষ্ট বশতঃ কোনস্থানে তাঁহার কার্য্যের যোগাড় হইল না।

এক্ষণে তিনি কার্য্যের অন্বেষণার্থে আমেরিকা যাইতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু পাথেয় না থাকায় যাইতে অক্ষম হইলেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে, উদ্যোগী পুরুষ শীঘ্রই জয়শ্রীলাভ করেন, জর্জ্জকেও কার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। তিনি ওয়েষ্টমুর নামক স্থানে একটী বাষ্পীয় যন্ত্রের তত্ত্বাবধারকের কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন। জর্জ্জের পুত্র রবার্টের দিন দিন বয়স বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পিতা পুত্রকে যথাসাধ্য বিদ্যাশিক্ষাদানে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি জীবনের শেষভাগে তাঁহার বক্তৃতাবলীর এক অংশে লিখিয়া গিয়াছেন "In the earlier period of my career, when Robert was little boy, I saw how deficient I was in education, and I made up my mind, that he should not labour, under the same defect. I would put him into a good school, and give him a liberal training I was however a poor man. I betook myself to mending my neighbours clocks and watches at nights, offer of my daily labour was done and thus I procured the means of educating my son."

কিলিংওয়ার্থ নামক কয়লার খনিতে জল নির্গমনের জন্য একটী বৃহৎ বাষ্পীয় যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাতে খনি হইতে সুন্দর রূপে জল নির্গত হইত না। মহা মহা রথীগণ বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কিছুই করিতে পারিলেন না। তাঁহারা বিবেচনা করিলেন, ইহা অসাধ্য। একদিন জনৈক কর্ম্মচারী জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিল, জর্জ্জ তুমি এই জল নির্গমনের উপায় করিয়া দিতে পার? জর্জ্জ উত্তর করিল বোধহয় পারি। সত্বর এই সংবাদ অধ্যক্ষের নিকট প্রেরিত হইল, অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং বিশেষ ক্ষতি হইবে না বিবেচনা করিয়া জর্জ্জকে চেষ্টা করিয়া দেখিতে বলিলেন। জর্জ্জ তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ সমভিব্যাহারে বাষ্পীয় যন্ত্রের প্রত্যেক অংশ খুলিয়া ফেলিলেন এবং নিরূপিত স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া কিয়দ্দিনের মধ্যেই খনির অভ্যন্তরস্থ সমস্ত জল নির্গমনের পথ নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। সকলেই বিস্ময়ান্বিত হইয়া রহিলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন এবং তথাকার যন্ত্রের সংকারী অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। এই সময় হইতে জর্জ্জ একজন ইঞ্জিন ডাক্তার বলিয়া পরিচিত হইলেন। পুত্রের বিদ্যাশিক্ষা এবং পিতামাতার ভরণ পোষণার্থে জর্জ্জ অতীব পরিশ্রম করিতে এবং বাষ্পীয় যন্ত্রের কার্য্যাদি সমাপনান্তে অতিরিক্ত সময় নানারূপ শিল্প কার্য্যেরদ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। পুত্র রবার্ট যখন নিউক্যাসল প্রদেশস্থ বিদ্যালয়ে যাইবার উপযুক্ত হইল, তখন জর্জ্জ তাহার নিমিত্ত একটী অশ্ব ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং তাহার পোষাক স্বহস্তে তৈয়ারী করিয়া দিলেন। সে প্রত্যহ যখন অশ্বে আরোহণ করিয়া বৃহৎ খাবারের ও পুস্তকের ব্যাগ গলদেশে ঝোলাইয়া বিদ্যালয়ে যাইত, তখন পথিপার্শ্বস্থ ব্যক্তিগণ এবং সহপাঠীগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিত। কিন্তু রবার্ট কোন বিষয়ে লক্ষ্য করিত না। রবার্ট পরিশেষে বিদ্যালয়ের একজন সৎস্বভাব বিশিষ্ট ও উৎসাহী বালক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ এই সময় হইতে পুত্রকে যন্ত্রাদি সম্বন্ধে কিছু কিছু উপদেশ দান করিতে লাগিলেন এবং এই বিষয় সম্যক হৃদয়ঙ্গম রইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। জর্জ্জ কিয়দ্দিন জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া একটী সূর্য্য ঘড়ি (Sundial) নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিলেন, তিনি একটী কাগজের উপর প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া পুত্রের দ্বারা একটী পাথর খোদাই এবং পালিশ করাইয়া একটী সুন্দর সূর্য্য ঘড়ি নির্ম্মাণ করিলেন। এই ঘটিকা যন্ত্রটী খনির কর্ম্মচারীগণের সুন্দর সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিত। কিলিংওয়ার্থের কয়লার খনির ইঞ্জিনিয়ার মারা যাইবার পর জর্জ্জ তাহার স্থানে বার্ষিক

১০০ পাউণ্ড বেতনে নিযুক্ত হইলেন। এই সময় তিনি অতিরিক্ত শারিরীক পরিশ্রম হইতে কথঞ্চিৎ অব্যাহতি পাইলেন।

এই সময় হইতে তিনি অতিরিক্ত সময় বাষ্পীয় যন্ত্রের উন্নতি সম্বন্ধে বিস্তর পুস্তকাদি পাঠ করিতে লাগিলেন এবং এই সময়ে প্রত্যেক খনিতে পরিভ্রমণ করিবার নিমিত্ত তিনি একটী অশ্ব ক্রয় করেন। কিয়দ্দিন পরে একখানি গাড়ীও ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ইহাতে আরোহন করিতে খুব সঙ্কুচিত হইতেন, পাছে কেহ তাঁহাকে গর্ব্বিত মনে করেন।

কয়লার খনি হইতে কয়লা বোঝাই করিবার স্থানে শীঘ্র উপস্থিত করিবার নিমিত্ত তিনি Slowping Road নামক রাস্তা তৈয়ারি, করিয়াছিলেন এবং এইরূপে তিনি খনির উপর প্রদেশে বিস্তর উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। রবার্ট চারি বৎসর বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়া এডিনবর্গ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Colliery বিষয়ে বিস্তর প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইল এবং গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া পিতার অশেষ সন্তোষ বিধান করিলেন। ১৪ বৎসর ঐ স্থান থাকিয়া ১৮২০ খৃষ্টাব্দে জর্জ্জ এলিজাবেথ হিণ্ডমার্স নামক একটী কৃষক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এলিজাবেথ রবার্টকে স্বীয় পুত্র নির্ব্বিশেষে পালন করিতে লাগিলেন এবং জর্জ্জের বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

অধিকাংশ গভীর খনিতে একরূপ প্রাণ সংহারক বাষ্প জন্মিয়া, তাহাকে আগ্নেয় বাষ্প কহে। যদি কোন আলোক এই খনির মধ্যে আনয়ন করা হইত, তাহা হইলে বারুদের ধূমের ন্যায় এক প্রকার ধূমের সঞ্চার হইয়া খনির মুখে কাষ্ঠ এবং প্রস্তরাদি জন্মিয়া বাতাস বন্ধ করিয়া দিত এবং অভ্যন্তরস্থ মনুষ্য এবং ঘোটকাদি নিশ্বাস বন্ধ হইয়া মরিয়া যাইত।

Government এই বাষ্পদুরীকরণার্থে একটী খনির আলোক আবিষ্কার জন্য, পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহই পুরস্কার লাভে সমর্থ হন নাই।

একদিন জর্জ্জ খনির তত্ত্বাবধায়কের সহিত এইরূপ একটী বিপদের পর খনির অবস্থা পরিদর্শনে বহির্গত হইলেন। তাঁহারা তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, অনেক মৃত শরীর পড়িয়া রহিয়াছে। এবং তাঁহাদের পিতা ভ্রাতা স্ত্রী কন্যা পুত্র প্রভৃতি সকলেই তথায় সমবেত হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। কতকগুলি একেবারে মারা গিয়াছে, কতকগুলি অত্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছে। তত্ত্বাবধারক কিছুক্ষণ তথায় অপেক্ষা করিয়া সেই লোমহর্ষণ ব্যাপার দর্শনে নিমর্গভাবে জর্জ্জকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এই ভীষণ ব্যাপার প্রতিরোধ করিতে কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন কি? জর্জ্জ কহিলেন "বোধ হয় পারি।" তত্ত্বাবধারক একটী শিশু পুত্রের মৃত পিতার প্রতি অশ্রু ভারাক্রান্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং জর্জ্জকে বলিলেন, "মহাশয় আপনার নিকট একান্ত অনুরোধ, আপনি যে কোন উপায়ে এই প্রাণ হন্তারক বায়ু হইতে খননকারীগণের জীবন রক্ষা করুন। এই খননকারীগণের উপর শত শত নর নারী ও বালক বালিকার জীবন নির্ভর করিতেছে। এক্ষণে জর্জ্জ কিরূপে ঐ বাষ্প সমূহ খনিগর্ভ হইতে বহির্গত হইতে পারে, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন এবং এমন একটী আলোক আবিষ্কার করিলেন, যে যাহার নিম্নদেশ হইতে বায়ু প্রবেশ করিয়া উপর দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে। তিনি বিবেচনা করিলেন, এইরূপ আলোক নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার করা যাইতে পারিবে, এবং করিলে আর বিপদ ঘটিবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

(*Special For "Businessman".*)

HOME-INDUSTRY.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

—:০:—

ম্যাজিক পালিস পাউডার।

যে কেহ এই জিনিস প্রস্তুত করিয়া অবকাশ সময়ে নিজের আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রথম উদ্যমে আগে ১ ডজন আন্দাজ কাগজের কাডবোডের বাক্স সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী।

হোয়াইটিং—————৪ পাউণ্ড

ক্রিম অফ্ টারটার—½ পাউণ্ড

ক্যালসাইন ম্যাগনেসিয়া—৩ আউন্স।

এই গুলিকে পিষিয়া উত্তমরূপে মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহার পর উপরোক্ত কাডবোডের বাক্স গুলি পূর্ণ করিয়া লেবেল দিতে হইবে—"ম্যাজিক পাউডার" বা ঐরূপ যাহা ইচ্ছা বা সুবিধা হয়। আমেরিকায় ইহার অন্ততঃ কাটিতি, এক এক বাক্স ২৫ সেণ্ট করিয়া বিক্রয় হয়, এখানে স্বচ্ছন্দে ॥০ আনা ।৵০ আনায় বিক্রয় করা যাইতে পারে। এই পাউডার দ্বারা স্বর্ণ, রৌপ্য, তামা, পিতল, কাচ, টিন, ইস্পাতের জিনিস অথবা যে কোন জিনিস যাহার উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক, তাহাকে সুন্দর পালিশ করা যাইতে পারিবে, এই চূর্ণ মাখাইয়া সাময় লেদার বা কোমল বস্ত্র দিয়া ঘর্ষণ করিবা মাত্র মুহূর্ত্ত মধ্যে হাই পালিস এবং উজ্জ্বল হইবে। দ্রব্যগুলি ভাল ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়।

—•—

ডাক্তার ডিউক্‌স লোমনাশক পাউডার।

চূর্ণ———১০ অং,
হরিতালচূর্ণ—১ আউন্স,
ষ্টার্চ্চ চূর্ণ———১৪ আউন্স

একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ জলদ্বারা লোমে লাগাইলে উঠিয়া যায়। কিন্তু এ সকল ব্যবহার করা অনেক সুচিকিৎসকের মতে বিপজ্জনক।

—o—

লিকুইড্ গ্লু বা তরল শিরীষ।

১ পাউণ্ড ভাল শিরীষকে গলাইয়া তাহাতে ২ পাউণ্ড নাইট্রিক ইথার দিয়া "লিকুইড্ গ্লু" "Liquid Glue" নাম ও লেবেল দিয়া।০ আনা দামে ২ আউন্স শিশি বিক্রয় করা যায়।

—•—

FIRE-EXTINGUISHING FLUID.

অগ্নিনির্ব্বাণকারী আরক।

অগ্নি নির্ব্বাণকারী আরক নিতান্ত আবশ্যকীয় বস্তু। ইহা হ্যাণ্ড পম্প বা পিচকারী দ্বারা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া যে ঘরে আগুন লাগিয়াছে, তাহাতে দূর হইতে দিতে পারিলে আগুন নিবিয়া যায়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

জল———৭৫ ভাগ
(Crude Calcium Chloride)
ক্রুড ক্যালসিয়ম ক্লোরাইড্———২০ ভাগ
সাধারণ লবণ———৫ ভাগ

একত্রে মিশ্রিত করিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিয়া দাও, বিপদের সময় ইহাদ্বারা মহৎ উপকার হইতে পারে। প্রতি বোতল ॥০ ও ॥৵০ ও ১৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেও ক্ষতি নাই।

—•—

CLOTH REVIVER.

কাল পুরাতন গরম ও সুতার পোষাককে নূতনের ন্যায় করিবার আরক, ইহাকে বলে—"Cloth Reviver".

ওয়াশিং সোডা ———১ পাউণ্ড
ফুটন্ত জল———১ গ্যালন
সাধারণ আকারের অকৃস গলনট চূর্ণ —৪টা

এই সলুইসনে কাপড় চুবাইয়া লইয়া নিংড়াইয়া শুকাইয়া লইলেই উৎকৃষ্ট নূতনের ন্যায় রং হইবে, তাহার পর ইস্তিরি করিয়া লইতে হইবে।

—o—

PARISIAN TOOTH-WASH.

প্যারিসের দন্ত-ধাবনের আরক।

খুবই ভাল জিনিস, দাঁত শক্ত ও মুখের বাস্তবিক দুর্গন্ধ নষ্ট করে।

প্রস্তুত-প্রণালী।

অরিশ রুট চূর্ণ———২ আউন্স,
পেরুভিয়ান বার্ক———১ আউন্স,
ওক্ গাছের ছাল———১ আউন্স,
জল———১ কোয়াড
আল্‌কোহল———১ কোয়ার্ড,

কোন একস্থানে উপরোক্ত মাল মসলা গুলি দিয়া ১২ দিন রাখিয়া দাও, তাহার পর ফিল্‌টার করিয়া ৫ আউন্স বা ৮ আউন্স শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া পড়তা বুঝিয়া বিক্রয় কর, ভাল জিনিস। পাউডার অনেকেই করিয়াছে, কিছু নূতন কর, তবে ত কিছু হইবে।

—o—

PERFECT TOOTH POWDER.

পারফেক্‌ট্ টুথ পাউডার।

কোন্ সাহেবের, তাহা বলিবার যো নাই, প্রস্তুত-প্রণালী বলিতেছি।

চূর্ণ চিনি———১ আউন্স,
চারকোল্ বা কাঠের কয়লা চূর্ণ ১ আউন্স,
পেরুভিয়ান বার্ক বা
সিঙ্কোনার ছাল চূর্ণ———½ আউন্স,
ক্রিম অফ্ টারটার———½ আউন্স,

খুব সূক্ষ্মভাবে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া কৌটায় করিয়া বিক্রয় কর। খুবভাল দাঁতের মাজন। মাল মসলা ডাক্তারখানার পাওয়া যায়।

—•—

PEARL POWDER.

পারল্ পাউডার।

পারল্ পাউডার বলিয়া একটা পাউডার যাহা বিলাত হইতে এদেশে আসিয়া বিক্রয় হইয়া থাকে, তাহাতে কি আছে জান? কেবল খড়ির অতি সূক্ষ্ম চূর্ণ, ভাল পুষ্পসারে সুবাসিত করা আছে। লেবেল কৌটা ইহারই যাহা মূল্য পড়ে, কিন্তু বিক্রয় হয় ।০ আনা ।৵০ আনায়, ইহাও দাঁতের মাজন। সৌখিন নাম দেখে আমরাও কিনি। বিলাসিতার ধুম কত দেখ্‌লেন? বেশ্।

(GRAHAM'S) "BLOOM OF ROSE."

ব্লুম অফ রোজ।

খুব ভাল কারমাইন্———৪ আউন্স, আমোনিয়া (লাইকার) সলুইসন ৪ আউন্স, একত্র একটা গ্লাস ষ্টপার্ড বোতলে পুরিয়া ২দিন শীতল স্থানে রাখিয়া দাও, এবং মধ্যে মধ্যে বোতলটা ঝাঁকনাইয়া দাও, তাহার পর ইহাতে ২ পাইণ্ট ভাল গোলাপ জল, ৮ আউন্স এসেন্স অফ রোজ দিয়া এক সপ্তাহ কোনস্থানে রাখিয়া দাও। ইহার নীচে তলানি পড়িতে পারে, আস্তে আস্তে তরল অংশ ঢাঁলিয়া লইয়া ১ আউন্স শিশিতে পুরিয়া প্রত্যেক শিশি।০

আনায় বিক্রয় কর, বেশ লাভ হইবে। ইহা সুন্দর ছেলেমেয়ে, সুন্দরী মহিলাগণের গালে ও ঠোঁটে তুলিদ্বারা লাগাইয়া দিলে সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় দেখায়।

এ সকল জিনিসের জন্য সুন্দর শিশি এবং লেবেল আবশ্যক। কাগজের বাক্সের মধ্যে ১ ডজন করিয়া সাজাইয়া বিক্রয়ার্থ মণিহারির দোকানে দিলে বিক্রয় হইবে।

LEATHER WATER PROOFING PASTE.

চামড়া ওয়াটার প্রুফের পেষ্ট।

ঘোড়ার সাজ, জুতা, চামড়ার ব্যাগ এই সকল জিনিসে লাগাইলে জল পড়িলেও সহসা ভিজিবে না।

প্রস্তুত-প্রণালী

প্যারাফিন্ ওয়াক্স——৩ আউন্স.

প্যারাফিন্ অয়েল——১ কোয়ার্ট,

উত্তাপে এই দুইটীকে মিশাইয়া ফেলিয়া ১ সপ্তাহ একস্থানে রাখিয়া দাও. একটু পরে অবশ্যই জমিয়া যাইবে। তাহার পর চামড়ায় লাগাইয়া দাও, ওয়াটার প্রুফ বাজন সহনীয় হইয়া যাইবে। ইহাও বিক্রয় হইবে না কেন ? বিদেশীয় ব্যবসায়ীগণ "আবশ্যকের" সৃষ্টি করিয়া জিনিস বিক্রয় করিয়া বাণিজ্য করে। কে লইবে ভাবিও না, জিনিস বাজারে বাহির হইলেই আবশ্যকেরও সৃষ্টি হইবে। আলস্যে বসিয়া দিন কাটাইতে নাই—বেশী ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজই বা কখন করিবে, আর কখনই বা উপার্জ্জন করিবে, অনেক উপায়ই ত দেশের লোককে দেখাইয়াছি, কিন্তু কে কি করিলেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না। কেহ কিছু করিলে শ্রম সার্থক হইত।

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্ত্রণা-সভা।

জে, সি ভৌমিক (গ্রাহক)।

প্রঃ। লৌহ বা ষ্টীলের জিনিসের উপর কাল ল্যাকার করিবার উপায় কি ?

উত্তর। উপায় আছে। গন্ধক চূর্ণ ১ ভাগ, টারপিন্ দশ ভাগ, মিশ্রিত করিয়া আগে জিনিসটায় মাখাইতে হইবে। তাহার পর একটা স্পিরিট ল্যাম্পে যে পর্য্যন্ত কাল পালিসের ন্যায় রং না হয়, ততক্ষণ অগ্নি-শিখায় ধরিয়া থাকুন, বেশ কাল হইলে কার্য্য শেষ বুঝিবেন। পরীক্ষা করুন।

শ্রীশ্যামাপদ চট্টোপাধ্যায়— —গ্রাহক

প্রঃ। একটী ৩বৎসরের শিশুর পেটের অসুখ হইয়াছে—একটু একটু করিয়া বড়ীর মত বাহ্যে হইতেছে, ক্ষুধা কম, বাহ্যে যাইবার সময় গোগল বাহির হইয়া পড়ে। শিশু এলোপ্যাথিক ঔষধ খাইতে চাহে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আমার আছে, কিন্তু কি দিই কিছু ঠিক করিতে পারিতেছি না। কোন সদুপায় বলিতে পারেন কি ? বাহ্যের রং মেটেবর্ণ।

উত্তর। হোমিওপ্যাথিক পডোফাইলম (৬) ২।১ ডোজ দিয়া দেখিবেন, বোধ হয় গোগল বাহির হওয়া সারিয়া যাইবে। দাস্তে পিত্তাভাব, তাই মেটে রং হয়। যকৃতের দোষ থাকা বশতঃ এইরূপ হইতে পারে। সুচিকিৎসার দিকে আশু দৃষ্টির আবশ্যক, এখান হইতে সকল পরামর্শ দেওয়া সম্ভব নহে।

শ্রীদ্বিজপদ সামন্ত।

প্রঃ। মহাশয়, আমি বড় গরীব, ১০৲টাকা মূলধনে পল্লীগ্রাম হইতে কোন কাজ আরম্ভ করিতে পারা যায় কি না।

উত্তর। আমরা কয়েক জনকে একটী কাজ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলাম, তাঁহারা মন্দ কাজ করিতেছেন না। আপনিও তাহা করিতে পারেন। খড়মের মত বগ্‌লোহীন কাঠের চটি জুতার ন্যায় কাম্বিসের ফিতে দেওয়া কাঠের জুতা বহু ভদ্র লোকে ব্যবহার করিতে নারাজ; কারণ ঠক্ ঠক্ শব্দ হয়। তলায় একটু একটু রবর দিলে এইরূপ শব্দ হয় না। দেশে আম, সেমুল প্রভৃতি কাঠ সস্তা, দেশের মিস্ত্রি দিয়া সেইরূপ করাইয়া কলিকাতায় চালান দিলে খুবই বিক্রয় হইবে ও হইতেছে। চটি জুতার দাম হইয়াছে ১৷০, ২৷০। মধ্যবিত্ত লোকে আর চটী ব্যবহার করিতে পারিয়া উঠিতেছেনা। কাঠের সেইরূপ করিলে।০ ।৵০ আনায় অনেকেই কিনিবে। দশ টাকা মূলধন লইয়া কাজ চালান যায়। ১ইঞ্চি× ৮ ইঞ্চ কাঠের তক্তায় ১জোড়া হইবে, খরচা ৵০ আনা ৵০ আনা পড়িতে পারে। ডবল লাভ কেন করা যাইবে না, আমরাত বুঝিতে পারি না। চেষ্টা করিতে পারেন।

মজলিস্।

জগবন্ধু বড় সরল লোক, একদিন তাঁহার এক বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ। বন্ধু আদর আপ্যায়নের পর বল্লেন, "ভায়ার নাকটা এত লাল দেখ্‌চি কেন ?"

জগবন্ধু হাসতে হাসতে বল্লেন, ও কিছু নয় ওটী বন্ধুত্বের ফল! বন্ধু আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, "সে কি রকম ?"

"ঐ আমার একটী বন্ধু ছিলেন, তিনি বড় ব্রাণ্ডিপ্রিয়, এক সময় বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলেন, বন্ধু আর ব্রাণ্ডি খেতে পারেন না তাই আমি চেকে দিতেন, ঐ চাক্‌তে চাক্‌তে ক্রমে আমিও পাকা চাকনদার হয়ে গেলেম। সেই বন্ধুত্বের ফলস্বরূপ নাকের ডগ্‌টী লাল হয়েছে আর কি ?"

বন্ধু সহাস্যে "বল্লেন বটে! তবে বিনা পয়সায় নাকটা রঙ্গিয়ে নিয়েছ ভাল।"

সম্রাট নেপোলিয়ন যে শুদ্ধ বীরই ছিলেন, তাহা নহে, সময়ে সময়ে তাঁহার রসালাপেরও পরিচয় পাওয়া যায়। নেপোলিয়ন যখন অল্প বয়সেই একজন গোলন্দাজ সৈন্যের অফিসাররূপে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন জনৈক প্রুসিয়ার সেনানায়ক অহঙ্কারে আরও ছাতি ফুলাইয়ে "বল্লেন আমার দেশবাসী কেবল গৌরবের জন্যই যুদ্ধ করে, কিন্তু ফরাসীরা টাকার জন্য যুদ্ধ করে মাত্র" এই কথায় নেপোলিয়ানের চক্ষু হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া গেল "বল্লেন ঠিক্, ঠিক্, যাদের যাহা অভাব, তার জন্য তাহারা যুদ্ধ করিবে বৈকি, ফ্রান্সের ত আর গৌরবের অভাব নাই। প্রুসিয়ান সেনানায়ক নির্ব্বাক!

লর্ড রবার্ট যখন মান্দ্রাজের প্রধান সেনাপতি, অর্থাৎ কমাণ্ডারিনচিপ্ ছিলেন, তখন তাঁহার সঙ্গে জনৈক সেনা-নায়কের বন্ধুত্ব হয়। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে বন্ধুটীর মহারাণী কুইন ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সুযোগ উপস্থিত হয়। বহুযুদ্ধে তিনি মেডেলাদি পাইয়াছিলেন, তাঁহার বক্ষঃস্থল নানাপ্রকার সজ্জায় সুশোভিত। কিন্তু তাঁহার বাম হস্তটী কাটা। দয়ার মূর্ত্তি মহারাণী দয়া-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "কোন যুদ্ধে তাঁর হাতটী কাটা গেছে?" সেনানায়ক একটু তোতলা ছিলেন, অতি কষ্টে বল্লেন, "Ra—Ra—Ra—Ra—It was Rabit Shooting mad'm" অর্থাৎ খড়গোশ মারতে!

আদেশ পালনের দৃষ্টান্ত।

লর্ড কিচ্নার বিবাহিত সেনাগণের প্রতি বড় নেক্ নজর রাখিতেন না। শুধু তিনি কেন, অনেক উচ্চ কর্ম্মচারী সৈন্যগণের বিবাহে আপত্য করিতেন। এইরূপ মতের জনৈক ভারতবর্ষের কোন সেনাদলের কর্ণেল ছিলেন, তাহার অধীনের একজন লেপ্টেনান্ট যুবক অফিসার অসুস্থ হইয়া শৈলাবাসে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আগমন করেন। বিধাতার নির্ব্বন্ধ, সেখানে এক সুন্দরী যুবতীর প্রেমপাশে আবদ্ধ হন, ভালবাসাটা এত প্রগাঢ় হইয়া উঠিল যে, শেষে বিবাহ অনিবার্য্য হইয়াই উঠিল।

ও দিকে কোন সূত্রে যুবকের উচ্চকর্ম্মচারী কর্ণেল সাহেব ব্যাপারটা শুনিতে পাইলেন; পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ণেল সাহেব বিবাহ বিরোধী, তৎক্ষণাৎ টেলিগ্রাফ করিলেন, মাত্র তিনটী কথা—Join at once"

যুবক টেলিগ্রাফ পাইয়া বসিয়া পড়িলেন, কি সর্ব্বনাশ! ৫ দিন পরেই বিবাহ—এখন কেমন করিয়াই বা যাই। তিনি টেলিগ্রাফখানি লইয়া তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট যাইয়া কাগজ খানি হাতে দিয়া চোরটীর মত দাঁড়াইয়া রহিলেন। বালিকা মনোযোগের সহিত পাঠ করিল, হর্ষে তাহার সুললিত গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল। তাহার এই শোচনীয় সময়ে এরূপ হর্ষোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া লেপ্টেনান্ট বলিলেন, একি ব্যবহার? সুন্দরী হাসি মুখে বলিলেন, তবে যে তুমি বলিতে, তোমার কর্ণেল সাহেব বিবাহ-বিরোধী, তিনি ত যত শীঘ্র পার বিবাহ শেষ করিতেই বলিয়াছেন। যুবক কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না কিন্তু সুন্দরী অবিলম্বে আয়োজন করিয়া বিবাহ শেষ করিয়া ফেলিলেন। পরদিন কর্ণেল সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলেন "Your orders were obeyed, we are joined at once" অর্থাৎ আপনার আদেশ পালন করিয়াছি, আমরা তদ্দণ্ডেই পরস্পরের পাণিগ্রহণ করিয়াছি। কর্ণেল নিশ্চয়ই এইরূপ অদ্ভুত আদেশ পালনের নমুনায় অবাক হইয়াই থাকিবেন।

"It is better to be faithful than to be famous" নাম কিনিবার জন্য ব্যস্ত হওয়া অপেক্ষা লোকের বিশ্বাসী থাকাই ভাল।

যদি শিব গড়িতে বান্দর গড়িয়া ফেল, তবে শিব নাই গড়িলে কে আর তোমার শিব দেখিতে ব্যস্ত বল।

প্রার্থনা।

দাও মোরে প্রভু, করমের বোঝা,
তুলে দাও মোর শিরে।
রহিব সতত যাহে নত শির
চাহিব না পিছু ফিরে॥
একটু দুঃখ দাও মোরে নাথ
যাহাতে ব্যথিত বক্ষ।
চঞ্চল হয়ে তোমারি চরণে
করিবে কাতর লক্ষ্য॥
দিবা অবসানে ক্ষণিকের তরে
দিও নাথ শান্তি সুধা।
পান করি তাহা দূরে যাবে প্রভু
সারা দিবসেরি ক্ষুধা॥
বিতর করুণা তোমারি আশিষে
দূরে যাক রোগ শোক।
জীবনে মরণে হই যেন নাথ
তোমারি কাজের লোক॥

সন্তোষ।

[illegible] প্রবাদ।

[illegible] শৈশব অবস্থায় জননীকে শোষণ করে, আর বড় হইলে পিতাকে শোষণ করে।

"Never quit certainly for hope." নিশ্চিত বিষয়কে সহসা আশার প্রলোভনে পরিত্যাগ করিতে নাই, তাহা হইলে ঠকিতে হয়।

প্রভুত্ব প্রয়াসী হইও না—যদি তোমার কোন ক্ষমতা থাকে, তাহার অপব্যবহার করিও না—সেই ক্ষমতা পরহিতে ব্যয় করিলেই লোকপ্রিয় এবং অমরত্ব লাভ করিতে পার।

আজ যাহাকে আশ্রয় দিয়া শ্লাঘা বিবেচনা করিয়াছ—কোন বিশেষঃ অপরিহার্য্য কারণ না হইলে কাল তাহাকে দলিত করিও না। নিজের মস্তকে অত্যুচ্চ মনে করিও না। ভুল করিতেছ, তাহা যদি তুমি না বুঝিতে চাও, তবে তুমি মানুষ নও, পশু বিশেষ।

গো-বধ করিয়া জুতা দানের ফল নাই। একজনের ভাল করিতে যাইয়া অপরের হৃদয়ে আঘাত করিও না বরং তুমি পরহিত স্পৃহার ভান না করিলে ভাল করিতে।

জগতের ভাল করিতে বাসনা যদি প্রকৃতই তোমার থাকে, আগে বিশ্বপ্রেম শিক্ষা কর। প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী জগতের কাহারও অনিষ্ট করে না, সকলেই তাহার চক্ষে সমান—তাহার যশোলিপ্সা থাকে না। সে সর্ব্বদাই প্রফুল্ল এবং প্রশান্ত হৃদয়। যশের জন্য তোমার লালায়িত হইবার আবশ্যক নাই, সৎকাজ কর, আপনা হইতে তুমি যশস্বী হইয়া যাইবে। যদি তাহা তোমার বোধগম্য করিবার শক্তি না থাকে, তবে নিশ্চয় তুমি অন্ধ, এতদ্ব্যতীত, অনবরত, [illegible] ঘুরিয়া বেড়াও মাত্র।

Saying and doings are two things—বলা এক, করা অন্য—বলিয়া যদি কথায় ঠিক রাখিতে পার, তবেই তুমি মানুষ—লোকে তোমাতে এবং দেবতাতে তখন কোন পার্থক্য দেখিবে না।

তোমার যেমন ক্ষমতা, আগে সেইরূপ কার্য্যেই হস্তক্ষেপ করিবে, বড় কাজ করিতে হইলে ছোট হইতেই ত আরম্ভ করিতে হয়। বামনের চাঁদ ধরিতে হস্ত প্রসারণ করা উপহাসাস্পদ প্রগলভতা, মনিষীগণ বলেন,—"Venture a small fish to catch a great one".

সৌভাগ্য অন্ততঃ একবার প্রত্যেক মানবের দ্বারেই আঘাত করে, যে জাগ্রত, সেই অভ্যাগতকে উপভোগ করিয়া ধন্য হয়, যে নিদ্রিত, অলস, সে দ্বারে আঘাত শব্দ শুনিয়াও উপেক্ষায় অভ্যর্থনা করে না।

চারিটী জিনিস শূন্য হইলেই শোচনীয় অবস্থা হইয়া দাঁড়ায়। কি কি? মানুষের মাথা—মস্তিষ্ক হীন হইলেই গোলমাল, ঠাট্টা তামাসা বেহুস ও বিবেচনাশূন্য হইলেই অনর্থপাত।

হৃদয়—সততাশূন্য হইলেই অশেষ অনিষ্টের কারণ হয়, আর—পকেট্ খালি হইলেই শোচনীয় অবস্থায় পড়িতে হয়, মুণ্ড ঘুরিয়া যায়। সুতরাং প্রাণপণে এই ৪টীকে খালি করিতে নাই।

জ্ঞানের অজ্ঞানই কেবল মাত্র শত্রু, মানবের সকল অবস্থাতেই জ্ঞানের উপযোগিতা। জ্ঞান যুবককে পরিপুষ্ট করে, বৃদ্ধকে আনন্দিত করে, উন্নত অবস্থাকে অলঙ্কৃত করে, মস্তিষ্কও স্থির রাখিতে পারে।

জ্ঞানী যুক্তিতেই সতর্ক হয়, কিন্তু অজ্ঞানী ঠেকিয়া শিক্ষালাভ করে। অতি বড় মূর্খ অভাবে পড়িলে শিক্ষালাভ করে, কিন্তু পশু প্রকৃতির দ্বারা অভিজ্ঞ হয়।

বীরত্ব কাহাকে বলি,—শত্রুকে করায়ত্ত করিয়াও যিনি তাহার হিত ব্যতীত অহিত চিন্তা করেন না—তিনিই প্রকৃত বীর। প্রকৃত বীর সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল।

উচ্চ কাজে, অনাবশ্যকীয় বাক বিতণ্ডায় জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করিও না। ইহা পাপ—ইহাই প্রকৃত আত্মনাশ।

ক্ষণভঙ্গুর জীবন কেবল কর্ম্মের দ্বারাই অমরত্ব লাভ করে, বাকবিতণ্ডা, পরহিংসা, পরচর্চ্চায় দুর্লভ সময় কাটাইলে ভাল কাজ কখন করিতে পারিবে? ভাল কাজ কর—অমর হও, জগত তোমার কীর্ত্তি-কলাপ ঘোষণা করিয়া ধন্য হউক।

জগতে অসংখ্য লোক, বিভিন্ন তাহাদের প্রকৃতি—নিজের হৃদয় যাহার দুর্ব্বল, সেই পরের কথায় পরের প্রশংসা বা অপ্রশংসায় টাল খাইয়া যায়। সুদৃঢ় হৃদয় প্রশান্ত, অচল, অটল—সুখে দুঃখে পুরস্কারে তিরস্কারে কদাচ বিচলিত হয় না। হৃদয়কে এমনিই করিয়া লইতে হয়। সামান্য একটু আঘাতে যদি ভাঙ্গিয়া পড়, তেমন হৃদয় কি রাখিতে আছে। এমন আঘাত প্রতি মুহূর্ত্তেই ঘটিতে পারে, কেননা ভিন্ন প্রকৃতির লোক লইয়াই যে সংসার করা। এ সংসারে থাকিতে হইলে ঘাত প্রতিঘাত যে অনিবার্য্য—সেই জন্য হৃদয় দৃঢ় করিতেই হইবে, নচেৎ চিরকাল ভীষণ মনাগুনে দগ্ধ হইবারই কথা। বুঝেছ।

ELECTRO-PLATING—III

গিল্‌টীর কাজ।

(৩)

গতমাসে পাঠকগণকে ব্যাটারী বা তাড়িত কোষের চিত্রাবলী দ্বারা যথাসাধ্য সহজে তাড়িত-কোশ প্রস্তুতের কথা বুঝাইয়া ছিলাম, এবারে এই ব্যাটারী সম্বন্ধে আরও কয়েকটী জ্ঞাতব্য বিষয় বুঝাইয়া কেমন করিয়া যে এই গিল্‌টীর কাজ সামান্যরূপে চালাইয়াও উপার্জন করা যায়, তাহা দেখাইয়া দিব।

পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, একটী ব্যাটারী দ্বারাতেও কাজ চলে। কিন্তু ব্যাটারীর ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হইলে ৪।৫টা ব্যাটারীকে একত্র যোগ করিলে এই ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। নিম্নে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা দ্বারা বুঝিতে পারিবেন যে, কেমন করিয়া ব্যাটারীগুলিকে পরস্পর যোগ করিয়া তাড়িত সমষ্টি করা হইয়াছে।
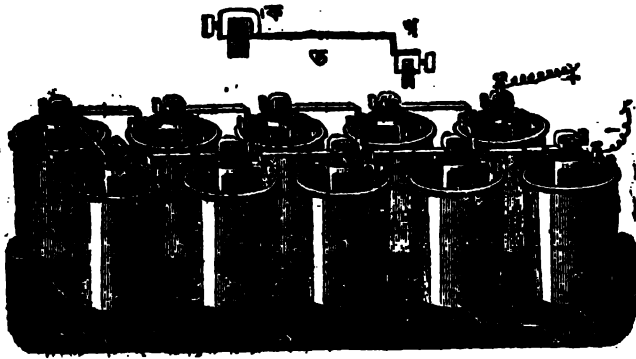
তাড়িত কোশ সমষ্টির চিত্র।

উপরোক্ত চিত্রে দেখিতেছেন যে, ক, ত, খ নামক তাম্র তার দ্বারা ১ম কোশের দস্তার সহিত, দ্বিতীয় কোশের অঙ্গারের বা কার্ব্বনের সহিত যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এবং দ্বিতীয় কোশের দস্তার সহিত তৃতীয় কোশের অঙ্গারের সহিত সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এইরূপ ভাবে যোগ করিয়া দেওয়ায় তাড়িতের গতি একমুখীন হইয়াছে, অর্থাৎ সমস্ত ব্যাটারীগুলির তাড়িতের গতি একদিকেই ধাবিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, এইরূপে সমস্ত ব্যাটারীর তাড়িতের সমষ্টি খুবই ক্ষমতাশালী হইয়াছে। উপরোক্ত বিষয়টী পরিস্কাররূপে বুঝিতে হইলে পাঠকগণকে একবার বুনসেনের ব্যাটারীর প্রতি যাহা গতবারে পরিস্কাররূপে বুঝাইয়া দিয়াছি, তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করিতেছি। বুনসেনের ব্যাটারীতে কি কি পদার্থ পর পর সাজান আছে, তাহা দেখিলেই বুঝিবেন যে, পূর্ব্ব কথিত তামার পাত কিরূপে প্রথম ব্যাটারীর দস্তার ফাঁপা চোঙ্গের সহিত দ্বিতীয় ব্যাটাপীর অঙ্গার দণ্ডের যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। একটু মনোযোগ সহকারে দেখিলেই অতি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। ব্যাটারী সম্বন্ধে মোটামুটী যাহা বুঝাইবার আজ তাহা শেষ করিলাম। এখন গিল্‌টীর কাজ আপাততঃ মোটা মুটী বুঝাইবার চেষ্টা করিব। ব্যাটারীর সঙ্গে ইহার সম্বন্ধ কতদূর, তাহা আগে না বুঝাইলে আপনাদের ধৈর্য্য থাকিবে না, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি। সেই জন্যই আমি আজ একটু আভাষ দিতে বাধ্য হইলাম। তবে এই কাজটীর সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি আমি একে একে অতি সরল ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।
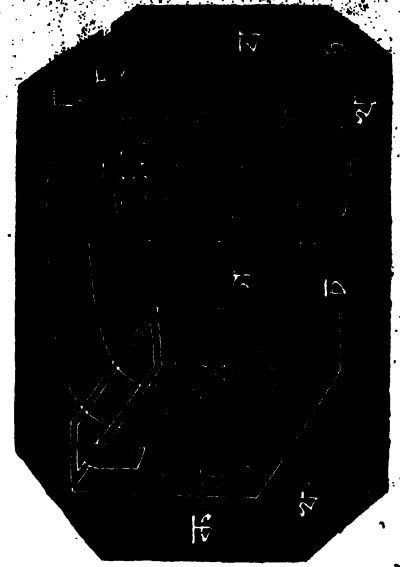
এক্ষণে একবার উপরোক্ত চিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। উপরোক্ত চিত্রের একধারে যে গোলাকার পাত্র দেখিতেছেন। এইটী বুন্‌সেনের ব্যাটারী এবং অন্যদিকে যে চতুষ্কোন পাত্রটী দেখিতেছেন, এই পাত্রটীতে গিল্‌টী করা হইবে। ধরুন, আপনি একটী রৌপ্যময় অলঙ্কারকে সোনার গিল্‌টী করিতে যাইতেছেন, তখন আপনাকে কি করিতে হইবে? ব্যাটারীর অঙ্গার দণ্ড হইতে যে তামার তার আসিয়া চতুষ্কোন পাত্রে আসিয়াছে, সেই তারের মুখে রৌপ্যের অলঙ্কারটীকে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া দিতে হইবে।

এবং ব্যাটারী দস্তার ফাঁপা চোঙ্গের মাথা হইতে একটী তাম্রতার আসিয়া চতুষ্কোন পাত্রের মধ্যে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে, ইহাতে একখণ্ড সোনার পাত সংলগ্ন আছে। ঐ পাত্রের মধ্যে ক্লোরাইড্ অফ্ গোল্‌ডের সলুইশন প্রস্তুত করিয়া দেওয়া আছে। কিয়ৎক্ষণ পরেই দেখিবেন, রৌপ্যালঙ্কারের গায়ে সুবর্ণের একটা অতি সূক্ষ্ম আবরণ তড়িতশক্তি প্রভাবে সুবর্ণখণ্ড হইতে ক্ষয় হইয়া লাগিয়া যাইতেছে। তাহা একটী অতি সূক্ষ্ম লেয়ার বা আবরণ মাত্র। এখন কথা হইতেছে যে, ঝুলাইয়া দেওয়া যে

সোনাটা আছে, তাহা হইতে স্বর্ণ যখন ক্ষয় হইয়া, রৌপ্যে লাগিতেছে, তখন পুনরায় গোল্ড অর্থাৎ সোনার আরক দিবার প্রয়োজন কি ? সেই প্রয়োজনের কথা বুঝাইয়া দিয়াই আজিকার প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

তাড়িত শক্তিকে যেমন স্বর্ণখণ্ডের ক্ষয়িত অংশ রৌপ্যের গায়ে লাগিয়া গিল্টী করিয়া ফেলিতেছে, তদিকে ঐ গোল্ড সলুইশন বা স্বর্ণের তরল আরকের সোনা স্বর্ণখণ্ডের ক্ষয়িত অংশ পূরণ করিয়া দিতেছে। তাহা হইলেই দেখা যাইতেছে যে, স্বর্ণখণ্ড কিছুই ক্ষয় হইতেছে না, প্রকৃতপক্ষে সোনার আরকটাই ক্ষয় হইতেছে। এইত গিল্টী করার মোটামুটী আভাষ। এখন এইটুকুকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য অনেক কথাই বলিতে হইবে। কিন্তু সে কথা আজিকার নহে, বারান্তরে বুঝাইব। কারণ তাহা আরও চিত্রদ্বারা বুঝাইতে হইবে, অদ্য বিদায় গ্রহণ করিতেছি।

THE RESPONSIBILITIES OF DIRECTORS.

ডাইরেক্টর হওয়ার দায়ীত্ব।

কোন যৌথ কারবার করিতে যাইলেই তাহার কতকগুলি ডাইরেক্টর নির্ব্বাচন করা হয়। এদেশে সেই ডাইরেক্টর নির্ব্বাচন অবস্থা এবং সামাজিক প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই নির্ব্বাচিত হয় মাত্র। বাস্তবিক সেরূপ কারবারে তাহার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে কোন বিবেচনা বা বিচার করা হয় না। এইরূপ সম্ভ্রান্ত অবস্থা দেখিয়া ডাইরেক্টরের পদে বসাইয়া দিলে প্রথমে বহুলোক তাঁহাদের মুখপানে তাকাইয়া বিশ্বাস করিয়া কারবারে টাকা ন্যস্ত করে, তাহার পর ডাইরেক্টারগণের উপযুক্ত অভিজ্ঞতার অভাবে যখন অংশীদারগণ কিছু না পাইয়া ন্যস্ত অর্থও হারাইয়া হতাশ হয়, তখন যে লোকে কি অশ্রাব্য মন্তব্য এবং গালাগালি ও ভৎর্সনা বর্ষণ করিতে থাকে, এবং চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া যায়, তখন সে দৃশ্য দেখিলে ডাইরেক্টর হইবার কণ্ডুয়ন প্রবৃত্তি বাস্তবিকই নিবৃত্ত হইয়া যায়। জনৈক অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদ্ বলিয়াছেন যে,—

"Indeed the common theory of a director is that he acts more or less like head of the Government department bringing a sound general knowledge of business to the conduct of particular concern. Taking the advice of permanent officials but deciding board questions of policy himself" অর্থাৎ যাঁহারা ডাইরেক্টর হইবেন, তাঁহাদের ঠিক গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহের উচ্চ কর্ম্মচারীর মত হওয়া চাই। কারবারের যাঁহারা স্থায়ী কর্ম্মচারী, তাঁহাদের পরামর্শ লইয়া কারবারের বোর্ডের উদ্দেশ্য মত নিজে সমস্ত বিষয়ের নিষ্পত্তি করা চাই। ইহাই ডাইরেক্টর হইবার মূল সূত্র।"

এইটুকু করিতে যাইলেই, মনের বল, সৎসাহস, কার্য্যে সম্যক অভিজ্ঞতা, সত্যনিষ্ঠা, নিজের দায়িত্বজ্ঞান এই গুণগুলি অপরিহার্য্য হয়। কাহারও স্বার্থ প্রণোদিত পরামর্শে বা চাটুবাক্যে গলিয়া যাইলে চলিবে না, অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের আপত্তির বিরুদ্ধে বুঝিবার ক্ষমতা ও মানসিক বল থাকা চাই। শত সহস্র লোকে যাহাদের নাম দেখিয়া কত উৎসাহে টাকা ন্যস্ত করে, তাহাদের যদি কাজ বুঝিবার ক্ষমতা, বা দেখিবার সময় না থাকে, যদি সৎসাহস বা প্রকৃত নৈতিক বল না থাকে, তাহা হইলে এরূপ দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যে শুদ্ধ কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া লোকের সর্ব্বনাশ করা কি লজ্জাকর এবং নিতান্ত উপেক্ষার কথা নহে।

জনৈক পাশ্চাত্য অর্থতত্ত্ববিদ বলিয়াছেন, "The real truth is that a good director is almost as rare as a good cabinet minister" অর্থাৎ ভাল উপযুক্ত ডাইরেক্টর একটী উপযুক্ত মন্ত্রীর ন্যায় প্রকৃতই দুর্লভ। এইটাই আসল সত্য কথা। কিন্তু হা হতোস্মি—এদেশে ডাইরেক্টরের বাজার বর্ষার বেঙ্গের ছাতার ন্যায় এত সুলভ যে আশ্চর্য্য হইয়া যাইতে হয়। এখানে যে সে এই উচ্চ আসনে বসিতে কুণ্ঠিত হয় না। আয়াসী বাঙ্গালী, কিছুই দেখিতেও চায় না, দেখিতে জানেও না। কেবল খাতিরের জন্য এবং চাটুবাক্যে মোহিত হইয়া ডাইরেক্টর হয় এবং দুদিন পরে যখন কারবারের গণেশ উল্টাইয়া যায়, কত দীন কত মধ্যবৃত্তি ব্যক্তি যখন তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট জনিত কষ্টে আর্ত্তনাদ করিয়া দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করে, সেই সময় এই সকল অবৈতনিক ডাইরেক্টরগণ কিছু তহুরুপাত না করিয়াও কত কালের অর্জ্জিত সুনাম ও সুযশ হারাইয়া বাঙ্গায়ান হইয়া সরিয়া পড়েন। লোকের টাকা যাউক, সুনাম যাউক, কিন্তু তাহার সঙ্গে আরও কি যায় ?—"জাতীয় "সৌভাগ্য" ক্রমাগত গণেশ উলটানয় ধূমে" লোকে যখন সৎ এবং অসৎ সমস্ত লোককেই, সমস্ত কারবারটাকেই একটা বিভীষিকা স্বরূপ দেখিতে থাকে, আর কেহ যৌথ কারবারের দিক মাড়াইতেও চাহেনা—অথচ প্রত্যেক সুসভ্য দেশ ও জাতি যৌথ কারবার ব্যতীত অবস্থার উন্নতিই করিতে পারে না। তাই এই বলিতে ছিলাম, এই সঙ্গে শুধু টাকা এবং মান যায় না, ইহার সঙ্গে অনেক চলিয়া যায়।

সেইজন্য ডাইরেক্টর হইবার সময় বুঝিতে হয় যে, আমি কি কি করিতে যাইতেছি। আমার দায়ীত্ব কত, কিন্তু অতি পরিতাপের কথা, এদেশের ডাইরেক্টরগণ একটু প্রভুত্ব

পিপাসার জন্ত—একটু নাম জাহির করিবার জন্ত সমগ্র দেশ এবং জাতীয় উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বসেন, ইহা নিতান্তই লজ্জাকর ব্যাপার। যাহাতে অভিজ্ঞতা নাই তেমন কাজেও কি যাইতে আছে? এইটুকুই আজ সঙ্কেৎ করিলাম মাত্র। দায়ীত্ব জ্ঞান এদেশের কতদিনে হইবে?

আশ্চর্য্যের বিষয়, অনেকে ডাইরেক্টর হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মের উদ্দেশ্যও বুঝিতে বা শুনিতেও পায় না, ছাপাকাগজে নাম উঠে, আর অমনি আহ্লাদে আটখানা হইয়া যান। আশা কি কম? এইরূপে এই দীন দেশের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ নষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য সকল কার্য্যেই যে এইরূপ হইয়া যায়, তাহা নাও হইতে পারে। কিন্তু লাল বাতি জ্বালারও অভাব নাই। এদেশের লোকের যৌথকারবারে দিকে দৃষ্টি পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু অনেকে ঘা খাইয়া হতাশ হইয়াছে, যৌথ কারবারে অনেক ভক্তের দ্বারা গাজন নষ্ট হইয়া যায়—কে কার খোলা কাটে, তাহার ঠিক থাকে না। পাশ্চাত্য জাতির ন্যায় গুণ এদেশের লোকের এখনও হয় নাই, তাহা অবশ্যই বলিতে হইবে।

ভারতে দেশলাইয়ের কারখানা।

ভারতে দেশলায়ের কারখানার আর বুঝি কোন ক্রমেই উন্নতিই হইতে পারিল না। আমদানি দেশলায়ে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছে। দেশলাই প্রত্যেক লোকের নিত্য আবশ্যকীয় সামগ্রী, এই কার্য্যের এদেশে উন্নতি হইলে যে দেশের অর্থ স্বাচ্ছল্য হইতে পারিত, তাহার সংশয় নাই, কিন্তু সেদিকে এদেশের দৃষ্টি পড়িল না। সেদিন লাহোরে দয়াল সিং কলেজের প্রোফেসর এন্ এন্ [illegible], M. A. B. Sc. ক্রিশ্চিয়ান কলেজ হলে দেশলাই সম্বন্ধে একটী সুললিত বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন যে, দেশলাই প্রস্তুতের সমস্ত দ্রব্যই এদেশে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, দেশলাইয়ের কাঠাদি ভারতের হিমালয় প্রদেশে, বর্ম্মা এবং পুনা প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মূলধনও অন্যান্ত বিদেশীয় ধনীগণের তুলনায় কম হইলেও, যৌথ উপায়ে এদেশেও সংগ্রহ করা অসম্ভব নহে। ভারতে মজুর যথেষ্ট এবং সুলভ। কেবল শিক্ষার অভাবে বিশৃঙ্খল মাত্র, শিখাইয়া পড়াইয়া লইলেও এদেশের শ্রমজীবিও দক্ষ হইয়া উঠে। কিন্তু এদেশে Experts অর্থাৎ যাহারা অভিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের পরিচালনের দক্ষতার অভাবেই এদেশের দেশলাইয়ের কার্য্য সুচারু চলিতে পারে না। তদ্ভিন্ন ফসফরাস্ প্রভৃতি আমদানী করার পক্ষে বহুব্যয় পড়িয়া যায়, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিলে এদেশের দেশলায়ের কারবারেও যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট বনবিভাগে দেশলায়ের উপযোগী বৃক্ষরোপণ করিলে, যথা সম্ভব সুলভে রেলওয়ে দ্বারা মাল মসলা আমদানীর ভাড়ার হার কমাইয়া দিলে, এই সকল অসুবিধা দূর হইতে পারে। ভারতে কিরূপ ভাবে দেশলাইয়ের আমদানী বৃদ্ধি পাইতেছে, পাঠকগণ নিম্নলিখিত মোটামুটী হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

১৮০৭।৮ সালে বিদেশ হইতে আমদানী দেশলাই ছিল। ৪৯১৭৮৯০০০ পাউণ্ড, ১৯০৮ ১৯০৯ সালে ৪৯৮৬৭১০০০ পাউণ্ড, ১৯০৯ ১৯১০ সালে ৫০৩৬৮৭ পাউণ্ড, ১৯১০।১১ সালে ৫৫১৪১১০০০ পাউণ্ড ১৯১১—১৯১২ ৫৮৩৮৮৪০০০ পাউণ্ড, পাঠক দেখিতেছেন, দেশলায়ের আমদানী ভারতে কিরূপ দ্রুত বৃদ্ধি হইতেছে। সমগ্র পৃথিবীতে ২ হাজার লক্ষেরও উপর দেশলাই দৈনিক ব্যয়। ভারতে গড়ে প্রত্যেক লোকে দৈনিক একটি দেশলাই, ইয়োরোপের প্রত্যেক ব্যক্তি গড়ে ৪টা দেশলাই খরচ করে। কারণ ঐ সকল দেশে সিগারেট ও চুরুটাদির ধূমপানের মাত্রাটা অধিক। এই সকল গণনা হইতে সহজেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এদেশে দেশলায়ের কারখানার উন্নতি হইলে দেশের কত অর্থ রক্ষা হইতে পারিত, দেশের লোকে অর্থের সদ্ব্যবহার ত জানেই না, অধিকন্তু স্বদেশী দেশলাই ক্রয় করিতেও চাহে না। তাই মনে হয়, এ দেশের দেশলায়ের কারখানার উন্নতি বুঝি সুদূর পরাহত।

কেমন করিয়া আমি ব্যবসায় করিয়াছিলাম।

(১)

বাঙ্গলা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যখন কলিকাতা স্কুলে আসিয়া থার্ডক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম, তখন বয়স প্রায় ১৫ বৎসর। ক্লাসে আমার নাম হইয়া গেল "বুড়ো ছেলে"। যদিও চুল পাকে নাই, দাঁতও পড়ে নাই—শ্যামোজ্জল বর্ণ—পাঁড়াগেঁয়ে ছেলে, ঈষৎ গোঁপের রেখা দিয়াছে, ইহাতেই মাষ্টার মহাশয় হইতে সমস্ত সহপাঠী যে আমার কি লক্ষণাবলী দেখিয়া আমাকে "বুড়ো ছেলে" নাম দিয়াছিল, বলিতে পারি না। কিন্তু আমার নাম শ্রীমান রমেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় হইলেও সে নাম লোপ পাইয়া বুড়োছেলেই সাব্যস্ত হইয়া গেল।

কোন রকমে ঠাট্টা লাঞ্ছনা গঞ্জনায় বৎসর খানেক কাটিল, যখন আমি সেকেণ্ড ক্লাসে প্রমোশন পাইলাম, তখন সহসা একদিন আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের একখানি পত্র পাইলাম। পিতা লিখিতেছেন—

"রমেন, আগামী শনিবারে অতি অবশ্যই ১২৷৷০ টার ট্রেণে বাড়ী আসিবে, আসিবার সময় ফর্দ্দমত জিনিসগুলি লইয়া আসিবে,

বাড়ীতে কয়েকটী ভদ্রলোক আসিবেন, যেন কোন ক্রমেই আসিতে অন্যমত করিও না।"

পরদিন টাকা আসিল, স্কুলে বিদায় লইয়া হাবড়া ষ্টেশনে বেলা ১২॥০টার ট্রেণে আমার গ্রামাভিমুখে রওনা হইলাম। গাড়ীতে উঠিয়া ভদ্রলোক আসিবেন, আমার যাইবার আবশ্যক ইত্যাদি নানাবিষয় ভাবিতে লাগিলাম। বেলা ৪॥০ টার সময় ষ্টেশনে নামিয়া আমাদের গ্রামাভিমুখে মুটের মাথায় জিনিসপত্র চাপাইয়া দিয়া পদব্রজে হাটিতে লাগিলাম, রাত্রি ১০টার সময় বাড়ী পৌছিলাম।

(৩)

পরদিন বাড়ীতে মহাসমারোহ, আমার পিতা আমার বিবাহের জন্য একটী কন্যা দেখিয়া আমার সম্বন্ধ করিয়াছেন, আজ তাহার পাকা দেখা। আমি এই অভাবনীয় বিপদের কথা শুনিয়া বসিয়া পড়িলাম; আমার পড়া শুনার সময়, সবে মাত্র আমি সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছি, এই কি আমার বিয়ে করিবার সময়? আমার বয়সে মেট্রোপলিটন কলেজে কত ছেলে বি, এ পড়িতেছে। আমি বাবাকে ভয় করিতাম, তাঁহার নিকট ঘেষিতে পারিলাম না। তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক, এ সকল কথা বুঝিতে চাহিবেন না। জননীকে কাতর কণ্ঠে বলিলাম "মা আমি বিয়ে করিব না, আমি সবে মাত্র সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিয়াছি, এখন আমার বিয়ে করা কোন ক্রমেই সাজে না। জননী পিতাঠাকুরকে বলিলেন, কিন্তু পিতা বলিলেন "কেন, ওর মত বয়সে আমি বিবাহ করিয়া যে ন্যায়ের অধ্যাপক হইতে পারিয়াছি, বিয়ে কল্লে কি লেখাপড়া হয় না? ভদ্রলোকদিগকে কথা দিয়াছি, এখন আর কেমন করিয়া সত্যভঙ্গ করিয়া পরকালের পথ রুদ্ধ করিব? সে কথা শুনিব না? বিশেষতঃ ছেলে দুপাতা ইংরাজি পড়েই এরমধ্যেই পিতৃ-আজ্ঞা অবহেলা করবে।" ইহার উপর আর যুক্তি নাই, তর্ক নাই, পাকাদেখা—তারপর বিবাহ পর্য্যন্ত হইয়া গেল, আমি কলিকাতার ফিরিয়া আসিলাম।

পিতা ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লোক ছিলেন; বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃতের বা সংস্কৃত পণ্ডিতের আর তেমন আদর নাই, কোন রকমে সংসার চলিতেছিল মাত্র। যে সময় পাণ্ডিত্যের আদর ছিল, তখন আমার পিতাঠাকুর যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া দোল দুর্গোৎসবাদিও করিয়াছিলেন, বহু আগন্তুককে অন্ন ও বিদ্যাশিক্ষা দিয়া ছিলেন, বাড়ীতে টোল ছিল অনেক ছেলেকে অন্নদান ও শিক্ষাদান করিয়াছিলেন। তাহারা এখন বড় বড় পণ্ডিত, আমরা অনেক গুলি ভাই ছিলাম, সকলেই অল্প বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিল, কেবল আমি একমাত্র সন্তান জীবিত ছিলাম।

আমি যখন ফাষ্টক্লাশে উঠিলাম, অকস্মাৎ একটা টেলিগ্রাম পাইলাম যে, তদ্দণ্ডেই আমাকে বাড়ী যাইতে হইবে। গ্রামে ভয়ানক মহামারীর প্রকোপ, পিতা মাতা উভয়েই সংকটাপন্ন অবস্থায় পড়িয়া আছেন। পত্র পাঠ মাত্র আমি মালগাড়ীতে ছয়গুণ ভাড়া দিয়া—যখন বাড়ীতে পৌছিলাম, তখন দেখিলাম, জননী গত হইয়াছেন—পিতা তখনও জীবিত আছেন বটে, অবস্থা নিতান্তই আশাশূন্য,—রজনী দ্বিপ্রহর অতীত হইতে না হইতে তিনিও মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন, আমার শিক্ষা-দীক্ষা আশা ভরসার উপর চিরদিনের জন্য যবনিকা পড়িয়া গেল। আমি সমস্ত সংসারটা অন্ধকার দেখিলাম। স্ত্রী নিতান্ত বালিকা—আমিও সংসারের কোন কিছুই বুঝিতাম না। পিতৃমাতৃদায় হইতে কেমন করিয়া যে আমি উদ্ধার হই, সেই দারুণ চিন্তায় আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোনরূপে পিতা সংসার চালাইতে ছিলেন মাত্র।

প্রতিবেশীগণ এত বড় পণ্ডিত, এত বড় বিখ্যাত লোকের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ না করিলে ভাল দেখায় না ইত্যাদি উপদেশ অতি অযাচিতভাবেই দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না—অবশেষে বাড়ীটুকু স্থিত বন্ধক রাখিয়া ৫০০ টাকা দেনা করিয়া পিতৃ-মাতৃ দায় হইতে রক্ষা পাইলাম। শ্রাদ্ধ অবশ্য পাড়াগাঁয়ের হিসাবে সমারোহেই সম্পন্ন হইয়া ছিল, জ্ঞাতি কুটুম্বকে আমাদের ক্ষুদ্র কুটীরখানি মুখরিত হইয়া ছিল সন্দেহ নাই। (ক্রমশঃ)

শিক্ষার জন্য মজুত টাকা।

বাঙ্গালীর একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের নিকট নানা কারণে ১ কোটি ৮ লক্ষ ৩০ হাজার ৪ শত টাকা বা কোম্পানীর কাগজ গচ্ছিত আছে। তন্মধ্যে শিক্ষার জন্য কে কত টাকা টাকা দিয়াছেন, তাহা জানিবার জন্য অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে, আমরা তাই তাহার তালিকা নিয়ে প্রকাশ করিতেছি।

মলিন ফণ্ডের স্থায়ী আমানত্তি ১০,৫৭,০০০০ ও অস্থায়ী আমানতি ৯০,৪০০ টাকা হিন্দু কলেজের ১,২৬,৬০০, বার্ড বৃত্তি ৯৫০০, দুর্গাচরণ লাহা ফণ্ড ৫০,৮০০ চুনিলাল শীল ৫০০০০, বেঙ্গল ফেমিন অরফান ফণ্ড ৩৫০০০ একাউণ্ট্যাণ্ট জেনারেলের নামে জমা আছে।

গোপাললাল ঠাকুরের ১৪০০০, হড্‌সন ফণ্ডের ৪৭০০, ওয়েন ফণ্ডের ১২৩০০, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ১২৬০০, এজরা হাসপাতালের ২৩০০০, কেগান ফণ্ডের ১১০০, গেইলার ফণ্ডের ২০০০, রবার্টসের ১০০০, আলোয়ারের মহারাজের ১৫০০, বর্দ্ধমানের মহারাজের ৫০০, আবদুলগণি বৃত্তি ৭৫০০, গুডিব বৃত্তি ৪০০০, এক, সি, চাটার্জ্জি বৃত্তি ৫০০০, লেডি এলিয়ট বৃত্তি ২৩০০, গোয়ালিয়ার প্রাইজ ৩০০, গুডিব প্রাইজ ৭০০, এডিনবরা প্রাইজ ৮০০, ভোলানাথ বসু প্রাইজ ১০০০, রে প্রাইজ ১৬০০, ম্যাকনামারা রৌপ্য মেডেল ৬০০,

This Form printed at the Durbar Press by S. B. Nath.

মেডিকেল কলেজ সেমেরিটান ফণ্ড ৮৩০০ মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপালের নামে জমা আছে।

প্রিন্স গোলাম মহম্মদের ১৬৩০০ টাকা মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল ও জেনারেল হাসপাতালের সার্জ্জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নামে গচ্ছিত রাখা হইয়াছে।

অম্বিকাচরণ চৌধুরীর ১৪০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নামে জমা রাখা হইয়াছে।

গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ার দান ৩৫০০, অভয়চরণ পাল প্রাইজ ১০০, সুবলকৃষ্ণ দাস প্রাইজ ১০০, যদুলাল মল্লিক প্রাইজ ২০০, হীরেন্দ্রনাথ মিত্র ফ্রি ষ্টুডেণ্ট ফণ্ড ৩০০০, গিরিশচন্দ্র দেব প্রাইজ ৫০০, গোয়ালিয়ার মেডেল বা প্রাইজ ৬০০, রামধন ভট্টাচার্য্য প্রাইজ ১০০০, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন প্রাইজ ৪০০, প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপালের নামে জমা আছে।

কাউয়েল বৃত্তি ১৫০০, হীরালাল মুখোপাধ্যায় ফ্রি ষ্টুডেণ্ট ৭০০, গোয়ালিয়ার প্রাইজ ৫০০, দ্বারভাঙ্গা প্রাইজ ও বৃত্তি ৫৪০০ বর্দ্ধমানের মহারাজের সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষার ৫৩০০, মাধব গিরির বৈদিক অধ্যাপক ও বৃত্তি ১৩৫০০, সতী দেবী ফ্রি ষ্টুডেণ্টসিপ ৬০০, মহেশ্বরী দাসী বৃত্তি ১৬৬০০, প্রসন্নকুমার ঠাকুর বৃত্তি ২৮০০, মহারাণী স্বর্ণময়ী বৃত্তি ৮৭০০, ক্ষেত্রমণি দেবী প্রাইজ ১৫০০ রাণী মধুমতী দেবী বৃত্তি ৮৫০০, রাজকৃষ্ণ রায় দর্শন ও সাহিত্য বৃত্তি ৩০০০, হরকুমার ঠাকুর প্রাইজ ২২০০ হরকুমার ঠাকুর টোলের বৃত্তি ৫০০, অভয়চরণ মল্লিক বৃত্তি ৩৩০০, বিজয়মোহিনী মেডেল ৫০০, করালীচরণ সরকার বৃত্তি ৫১০০, সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপালের নামে গচ্ছিত আছে।

সিন্ধিয়া ও ভূপালের ১০০০, গোয়ালিয়ার প্রাইজ ৬০০, নরমান স্মৃতিফণ্ড ৪ হাজার, দ্বারভাঙ্গা বৃত্তি ১৫৫০০, স্যার চাল'স এলিয়ট ফণ্ড ২শত, নবাব আবদুল লতিফ রিপন প্রাইজ ৩শত টাকা কলিকাতা মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের নামে জমা রাখা হইয়াছে।

আইন শিক্ষার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ৬৫০০, শীতলাসুন্দরী বসু মেডেল ৩শত, বেথুন স্কুলের ১৭১০০, আমির ই কবি (মাদ্রাসা) ১৭২০০, ভৈরবচন্দ্র মেডেল ২০০ উড্রো স্মৃতি ফণ্ড ৫শত, হরকুমার ঠাকুর সংস্কৃত বৃত্তি ৬৭০০, মৌলবী সৈয়দ আবি আমুদ রিপণ প্রাইজ ৫শত, প্রিন্স জাহান কাদের রিপণ প্রাইজ পাঁচ শত সৈয়দ আলি খাঁ বাহাদুরের রিপণ প্রাইজ তিন হাজার পাঁচ শত, মহম্মদীয় লিটারারী সোসাইটির রিপন প্রাইজ এক হাজার, সাহেবজাদা মহম্মদ নাসিরুদ্দীন হাইদার রিপন প্রাইজ তিন শত, নবাব জেইনল আবাদিন রিপণ প্রাইজ পাঁচ শত, নবাব আলানউদ্দিন রিপণ প্রাইজ তিন হাজার পাঁচ শত, সাহিবজাদা মহম্মদ রহিমমুদ্দিন রিপণ প্রাইজ এক হাজার, কাসিম আরিফ রিপণ প্রাইজ পাঁচ শত, মির্জা আবদুল করিম রিপণ প্রাইজ ৩০০, কক্স বাজার স্কুল মেডেল তিন শত, তারিণীচরণ সরকার ফ্রি ষ্টুডেণ্ট এক হাজার, অভয়চন্দ্র দাস প্রাইজ তিন হাজার পাঁচ শত, দৌলৎচন্দ্র রায় মেডেল দুই হাজার, বরিশাল কাশীপুর প্রাইজ ২ শত এলিয়ট মেডেল ৪০০, উমেশচন্দ্র পাল ফণ্ড ২ শত, সার এণ্ড্রু ফ্রেজার মেডেল পনর শত, কৃষ্ণদাস কুণ্ডু মেডেল পাঁচ শত, দত্ত বৃত্তি পাঁচ হাজার, টোলের ছাত্রদের প্রাইজ দুই হাজার, রামগোপাল সেন ফণ্ড পাঁচ শত টাকা শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টারের নামে জমা আছে।

ক্রসের দান ১০,৪৬,২০০ টাকা ক্রস ইনিষ্টিটিউনের সেক্রেটারীর নামে আছে।

বেথুন প্রাইজ ফণ্ড ১৯০০ বিদ্যাসাগর বৃত্তি ১৫০০, গোয়ালিয়ারের মহারাণী সখিয়া রাজা সাহেবা প্রাইজ ৪০০ মোহিতবালা প্রাইজ ৫০০ বেথুন কলেজের লেডি প্রিন্সিপালের নামে গচ্ছিত আছে।

শিবরক্ষ বগলা বৃত্তি ২৫০০ পশুচিকিৎসা বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপালের নামে জমা আছে।

বেণীমাধব ঘোষ বৃত্তি ৬০০, ফরিদপুর স্কুলের ফ্রি ষ্টুডেণ্টদিগের জন্য কালীপদ রায়ের ৩০০, টাকী বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য যতীবর রায় চৌধুরীর ৩০০০, এডেদহ স্কুলের জন্য শ্রীরাম ভট্টাচার্য্যের প্রাইজ ৪০০, প্রেসিডেন্সী বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টারের নামে জমা আছে।

টাকি গবর্ণমেণ্ট স্কুলের জন্য রাজমোহন রায় চৌধুরীর ৭৫০০ টাকা, টাকী স্কুলের হেড মাষ্টার, ভোলানাথ প্রাইজের জন্য ৫০০ টাকা বারাকপুর স্কুলের হেড মাষ্টার, খগেন্দ্রকুমার মেডেলের জন্য ২০০ টাকা বারুইপুর স্কুলের হেডমাষ্টার কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রদত্ত ছাত্র বেতনের জন্য ১৩৩০০, বিপ্রদাস ও শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মেডেলের জন্য ১০০ ও বিপ্রদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাইজের জন্য ১০০ টাকা বারাসতের হেড মাষ্টারের নামে জমা আছে।

শ্রীশচন্দ্র [illegible] ৬০০ টাকা হরিনাভি স্কুলের সম্পাদকের নামে জমা আছে।

কৃষ্ণনগর কলেজের ৪৫৬০০, মোহিনীমোহন রায় প্রাইজ ১৯০০, স্মিথ ও ম্যাকডোনাল্ড প্রাইজ ৫০০, লিভিংষ্টোন ফণ্ড ২০০, কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের নামে জমা আছে।

ম্যাকেঞ্জি মেডেলের ৫০০ টাকা বহরমপুর কলেজের ট্রষ্টীদের নামে গচ্ছিত আছে।

যশোহর স্কুলের পাঁচ হাজার টাকা হেড মাষ্টারের নামে রাজীবলোচন বৃত্তি এক হাজার পাঁচ শত, বহরমপুর কলেজ বাটীর ফণ্ড চৌদ্দ হাজার বহরমপুর হোষ্টেল ফণ্ড চৌদ্দ হাজার মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর নামে, —ভুবনমোহন মুক্তকেশী মেডেলের ৫ শত টাকা বাঁকুড়ার হেড মাষ্টারের নামে, উত্তরপাড়া স্কুলের ৮ শত টাকা তথাকার হেড মাষ্টারের নামে, রাণী কাত্যায়নী ফ্রি ষ্টুডেণ্ট-

সিপ ৯ হাজার ৫ শত, থোরেট স্মৃতি ফণ্ড বার হাজার ও জমিদারী বৃত্তি ৫ হাজার হুগলী কলেজের প্রিন্‌সিপালের নামে, মেও স্মৃতি ফণ্ড ১৯ শত, মোহিনীমোহন রায় প্রাইজ তিন হাজার, রাজসাহী কলেজের প্রিন্‌সিপালের নামে, রাজসাহী কলেজের এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার ২শত টাকা তথাকার কালেক্টরের নামে, রাজকুমার সরকার প্রাইজ এক শত, রাজসাহী জেলাবোর্ডের নামে, রঙ্গপুর স্কুলের ১৮ হাজার ৯ শত টাকা হেড মাষ্টারের নামে, হরিমোহিনী দেবী প্রাইজ, এক শত রাজসাহীর ইন্‌স্পেক্টারের নামে, ব্রেনাণ্ড প্রাইজ ১ হাজার, রামলোচন ঘোষ প্রাইজ এক হাজার, পোপ ফণ্ড পনর শত, লুইস মেন্ডেল পাঁচ শত, ডনেলী ৫ শত রাজা কালীনারায়ণ বৃত্তি ৬ হাজার, শ্রীনাথ ফণ্ড দুই শত টাকা, ঢাকা কলেজের প্রিন্‌সিপালের নামে, মৌলবী ওবেদুল্লা ফণ্ড পাঁচ শত ঢাকা মাদ্রাসার সেক্রেটারীর নামে জমা আছে।

উপরের তালিকা পাঠ করিয়া একটা নূতন খবর পাইলাম। লর্ড রিপণের স্মৃতি রক্ষার জন্ত মুসলমানেরা যে অনেকগুলি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছেন, তাহা আমরা জানিতাম না। সঞ্জিঃ।

শিক্ষা।—১৯১০—১৯১১ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ইংরাজ শাসনাধীন ভারতে ৬৩॥ লক্ষ ছাত্র সংখ্যা। ইহার মধ্যে ৫৫ লক্ষ পুরুষ, ৮॥ লক্ষরও উপর স্ত্রীলোক।

খাস বাঙ্গালার শিক্ষিতের সংখ্যা।

১৯১১ সালের লোক-গণনায় স্থির হইয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশের মোট লোক সংখ্যা ৬২৬ $\frac{২}{৩}$ লক্ষ, ইহার মধ্যে লিখিতে পড়িতে জানে ৩৩ লক্ষ মাত্র, বাকী লোক নিরক্ষর। সমগ্র ভারতবর্ষে ছেলেদের বিভালয় সংখ্যা দেড় লক্ষ, বালিকা বিদ্যালয় পনর হাজার মাত্র।

ELECTRIC CALLING BELL.

বৈদ্যুতিক ডাকিবার ঘণ্টা।

বোম্বের করাচি বন্দর হইতে মেসার্স ইষ্টারণ ইলেক্‌ট্রিক এবং ট্রেডিং কোম্পানী আমাদিগকে ১ সেট কলিংবেল উপহার পাঠাইয়াছেন। কলিংবেলের আবশ্যকতা এই যে, প্রত্যেকবার লোক ডাকিতে হাঁকাহাকি ডাকাডাকি করিতে সময় নষ্ট হয় এবং বিরক্ত হইয়া উঠিতে হয়। এই কলিংবেলে ৪০ ফুট রেশম মণ্ডিত নিরাপদ তার ও খুব নিরাপদ স্থায়ী ড্রাইব্যাটারী, তার খাটাইবার হুক প্রভৃতি দেওয়া আছে। আপনার দ্বিতল বা ত্রিতল বা দূরস্থিত কক্ষ হইতে তোষাখানা বা সদরদ্বার পর্য্যন্ত সংলগ্ন করিয়া রাখুন, এবং আপনার কক্ষের তার সংলগ্ন বোতামটীতে অঙ্গুলী দিয়া একটু টিপুন, দূরে তোষাখানা বা সদরদ্বারে সংলগ্ন ঘণ্টা ক্রমাগত ঝন্ ঝন্ শব্দে বাজিতে থাকিবে এবং পরমুহূর্ত্তে লোক আসিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইবে। বিপদের সময় দূরে অপর বাড়ী পর্য্যন্ত সংলগ্ন রাখিলে, না চেঁচাচেচী করিয়া লোক ডাকিয়া সাহায্য পাইতে পারেন। সুতরাং ইহা সংসারে একটা থাকাও মন্দ নহে বরং হিতকর। পূর্ব্বে এই রূপ বেল বা ঘণ্টা বড় লোকে ব্যবহার করিতে পারিতেন, ১২।১৪ টাকা ব্যয় পড়িত। আলোচ্য ঘণ্টা উৎকৃষ্ট এবং বহুদিন স্থায়ী এবং সম্পূর্ণ নিরাপদ ব্যাটারী সংযুক্ত, সমস্ত ঠিক করা, হাতে পড়িবামাত্র বালকেও নিরাপদে ব্যবহার করিতে পারিবে। আমাদের আফিসে ইহা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছি, এই ব্যাটারী দ্বারা অন্যান্য কাজ হয় যথা—গিল্‌টী করা ইত্যাদিও চলিতে পারে। আমাদের গ্রাহকগণ কেহ লইতে ইচ্ছা করিলে সমস্ত সরঞ্জাম সমেৎ মায় ডাক মাশুল ৬৲ টাকায় পাইবেন, বড় সুন্দর, বড় আমোদজনক গার্হস্থ্য আসবাব। আমাদের নিকট লিখিলে আমরা আপনার অর্ডারটী পাঠাইয়া দিলে আপনার আরও একটু সুবিধা, একটী ইলেক্‌ট্রিক পকেট ল্যাম্প বিনামূল্যে পাইবেন!" দেখিতেও অতি সুন্দর।

আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইতেছি।

(সংগৃহীত।)

আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কৃত গাছের হস্তলিপি।

কেমন করিয়া গাছ আপনার জীবনের ইতিবৃত্ত কাগজ কলম ধরিয়া লিখিয়া দেয়।

আচার্য্য বসুর নূতন আবিষ্কৃত "প্ল্যাণ্ট অটোগ্রাফ" নামক যন্ত্রটির এই কাজ। এই যন্ত্রটি আপনা আপনিই কলে চলে। গাছের যে কোনও অংশের সহিত ইহার সংযোগ করিয়া দিলেই আপনা আপনি রেখাপাত করিয়া—গাছের তৎকালীন সমস্ত জ্ঞাপন করায়। এই আবিষ্কারটি তাহার অন্যান্য পূর্ব্ব আবিষ্কারগুলির ভিত্তির উপর ন্যস্ত। যথা—

তাহার প্রথম পুস্তকের—

"জড় ও জীবের সাড়া দিবার ক্ষমতা"—
'Response in the living and the non-living."

দ্বিতীয় পুস্তকের—

"উদ্ভিদের সম্বন্ধে এই তত্ত্ব বিশিষ্টভাবে অনুশীলন।"—Plant Response."

তৃতীয় পুস্তকের—

"উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের অবস্থা।"

এতগুলি পুস্তকের এতগুলি তত্ত্ব—বিশদরূপে যন্ত্র সংযোগে আপনা আপনি রেখাপাত করিয়া অঙ্কনই এই যন্ত্রটির মুখ্য উদ্দেশ্য। সারাদিন সারারাত্রি কেহ ছোঁয় নাই, কেহ দেখে নাই, কেহ শুনে নাই—কাগজে আপনিই রেখাপাত হইয়া রহিয়াছে।

কোষ পরম্পরায় সঙ্কোচ হইতেই গাছে রস সঞ্চালন হয়—এইটি ঠিক যেন প্রাণী দেহেরই রক্ত সঞ্চালনের মত—কেবল প্রভেদ এই যে, মানব হৃদয় সুবৃহৎ এক কেন্দ্র হইতে রক্ত সঞ্চালন করে, উদ্ভিদের কিন্তু প্রতি কোষ এক একটি ছোট ছোট হৃদয়ের মত ব্যবহার করে।

কোনও প্রকার উত্তেজক প্রয়োগে যে গাছের অভ্যন্তরে উত্তেজনা হয়—তাহা একটি অতি বিস্তর ঊর্দ্ধ রেখা দিয়া অনুস্থচিত হয়।

তেমনি অবসাদের রেখা নিম্ন দিকে যায়। মদিরা সিঞ্চনের উত্তেজনায় উদ্ভিদের রেখা অসংযত হইয়া মাতালের মত টলমল করে। আর অতিরিক্ত বিষ প্রয়োগে উদ্ভিদের সাড়া-সূচক রেখাটি ক্রমে কমিয়া যায় ও পরে হঠাৎ অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া চিরকালের মত সাড়া দিবার ক্ষমতা হারায়। এইটিই উদ্ভিদের মৃত্যুরেখা। ঠিক যেন জীব জগতের মৃত্যু-কালের মৃত্যুযন্ত্রণা "খেচুনীর" মত।

শুধু তাই নয়—এই সকল জ্ঞান কর্ম্ম জগতেও আমাদের কত সাহায্য করিতে পারে। জমীতে তড়িৎ চালনা করিলে বা গাছের গোড়ায় গরম জল দিলে উদ্ভিদের আরও শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। শুধু তাই নয়—জীব-জন্তু ও মানব দেহে ও মনেও ঐ সকল আবি-ষ্কারের কতক প্রয়োগ হইতে পারে। মানব-দেহে স্নায়ু বিকারে ও পাগলামী ইত্যাদি মান-সিক বিকারেও এই আবিষ্কারের অনেক সদ্ব্যবহার হইতে পারে। শিশুশিক্ষা শাস্ত্র সম্বন্ধে শিশুর দেহ মনের উত্তেজনা অবসাদ ক্লান্তি প্রভৃতি মানসিক অবস্থা এই যন্ত্রে এমন সুন্দরভাবে জ্ঞাপন করা যায় যে, সেটি শিশু-শিক্ষা কার্য্যে অতিশয় সাহায্য করে। অযথা শিশুর শক্তি অপচয় হয় না।

এই সকল বিশাল তত্ত্বগুলি এতদিন কেহ এত বিশদভাবে জানিত না। কেহই জানিত না যে, বিভিন্ন জিনিসে এই পৃথিবীতে এত ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ও সামঞ্জস্য আছে। ঋগ্বেদ প্রভৃতি নানা ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন শাস্ত্রে, বিশেষতঃ কবিদের উচ্চ কল্পনায়—এই সকল কথা বহু পুরাকালেও ব্যক্ত হইয়াছে সত্য; কিন্তু কেবল কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করা ছাড়া তাঁহারা কেহই এই তত্ত্ব সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। আচার্য্য বসুর এই সকল যন্ত্রে বিশেষতঃ "Plant Autograph" নামক যন্ত্রে, তাহা আপনা আপনিই প্রত্যক্ষ দেখা যায়।

এই সব যন্ত্রযোগে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া ও ইহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া আচার্য্য বসু দেখাইয়াছেন যে, আমাদের এ দেশের লোকের মস্তিষ্কের এমন লুক্কায়িত ক্ষমতা আছে, যাহা বিজ্ঞান জগতে বড়ই কার্য্যকরী হইতে পারে ও হইতেছে। ভারতবর্ষের এই উচ্চ চিন্তার শক্তি বড়ই প্রবল। তবে এতদিন কেবলই একঘেয়ে ভাবে কাল্পনিক তত্ত্বচিন্তায় সময় কাটিয়াছিল বলিয়া এই সকল জ্ঞানের তত্ত্ব অভিব্যক্তি হইতে পায় নাই। এখন পাশ্চাত্য জগতের জড়বিজ্ঞানের প্রচারে তাহাদের সেই শক্তির ঠিকানা করিয়া দিয়াছেন, তিনি আশা করেন, সময়ক্রমে ভারতের লোকের উচ্চ বিজ্ঞান জগতের নেতা হইবে।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা। Registered No. C. 42.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা। New Series, April 1913. ✱ নূতন সংস্করণ। এপ্রিল, ১৯১৩। Vol. VII. No. 4.

"কাজের লোক" সম্বন্ধে অন্যান্য প্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের মন্তব্য।

REIS AND REYET বলিয়াছেন,—

"The January and February numbers of the "Kajer-loke" a a Bengali monthly are to hand. It is just seven years old, and has kept up its reputation as a publication of useful hints on diverse industries. If they are taken up by young men in the right way there is very likely to be a new opening for earning an honest livelihood. It is difficult to point to one subject in preference to another which is without a practical end if followed up. There are good, interesting moral sayings of great men grouped together under catching heads which are very entertaining as well as profitable. Science in Bengali has yet to be made popular. It will be no exaggeration to "Kajer loke" one of the first in making science industrially and commercially useful to society. The end of science could not be better served than by utilising nature around to practical purposes." * *

"INDIAN NATION" বলিয়াছেন—

"The January and February number of the *Kajerloke* cr *Businessman* to hand are as usual full of interesting, practical and profitable reading, and thoroughly maintain the reputation the journal has enjoyed for the last six years. The fact open to remark, however, is that the journal although almost the only one of its kind, does not possess the encouragement and public patronage which its single handed and devoted conductor so eminently deserves. With its nominal annual subscription of Rs. 2-8 the Journal should find its way like almanacs to every home." * * *

"হাকিম" বলিয়াছেন,—

"কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক বাঙ্গালা মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কলিকাতা ১৭ নং অক্রুর দত্তের লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২॥০ টাকা ৭ম বর্ষের ১ম সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়া ইহার আগাগোড়া অতি আগ্রহ সহকারে পাঠ করিয়াছি। দেখিলাম, ইহার আগাগোড়াই কাজের কথাতে পরিপূর্ণ। ব্যবসানভিজ্ঞতাই যে এদেশের অবনতির প্রধান কারণ, তাহা পাঠককে বুঝাইয়া দিয়া ব্যবসায়ের সহজ সুগম পন্থা দেখাইয়া দেওয়াই "কাজের লোকের" উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সম্পাদক আজ ছয় বৎসর ধরিয়া যেরূপ অবিচলিতভাবে দেশের কাজে নিয়োজিত থাকিয়া স্বার্থত্যাগ ও পরিশ্রম করিতেছেন, তজ্জন্য তিনি বঙ্গবাসীর যথার্থই ধন্যবাদের পাত্র। ইহার প্রবন্ধগুলি অতীব সময়োপযোগী ও ব্যবসা কার্য্যে প্রবেশেচ্ছুক যুবকগণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় হইয়াছে। ইহা পাঠে পাঠক ব্যবসাকার্য্যের নূতন পন্থা ও নূতন উপদেশ প্রাপ্তে স্বতঃই কার্য্যে প্রণোদিত হইবে, আশা করা যায়। আমরা আরও আশা করি, "কাজের লোক" নিজগুণে বঙ্গীয় পাঠক মাত্রেরই নিকট সমধিক আদরণীয় হইবে এবং ইহা দ্বারা দেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।"

SOME MAXIMS AND MORALS OF BUSINESS.

জর্জ্জ ওয়াশিংটন বলিয়াছিলেন, "undertake not what you can not perform, but be careful to keep your promise" অর্থাৎ যে কাজ সুসম্পন্ন করিতে পারিবে না, সে কার্য্যে হস্তক্ষেপও করিবে না। যাহা স্বীকার করিবে, তাহা সুসম্পন্ন করিবে।

Lawrence (লরেন্স) বলিয়াছিলেন, "আমি প্রথম বৎসর কাজ করিয়া ১৫০০ ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪৭০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহার পর বৎসরের কাজে ৪০০০ ডলারের উপর অর্থাৎ প্রায় ১৬০০০ টাকা লাভ করিয়াছিলাম, সহসা এত বৃদ্ধির কারণ, আমার কারবারের আদৌ অনাবশ্যকীয় ব্যয় ছিল না। আমার জীবনে আমি কখন মাত্র চারি আনা পয়সাও অনাবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয় করি নাই; এবং দ্বিতীয় বর্ষের কার্য্যে যতক্ষণ না ঐ ৪০০০ ডলার না করিতে পারি, ততদিন বিলাসিতা অপব্যয় সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত ছিলাম। তবে আজ আমি এত ধনের অধীশ্বর হইতে সক্ষম হইয়াছি।"

এমন লোক সমগ্র ভারত খুঁজিয়াও কেহ দেখাইতে পারেন কি? এদেশের ব্যবসায়ী বিলাসী, বাবু, অপব্যয়ী রূক্ষ, কর্কশ বিষয় বুদ্ধিহীন, তোষামোদপ্রিয়, এবং লক্ষ্য হীন—সেইজন্য যখন কারবারী লোক মরিয়া যান, প্রায় এক কপর্দ্দকও থাকে না, ঋণজালে জড়িত দেখা যায়।

আরথার (Arthur) বলিয়াছেন, we have heard literary lips say "Commerce is a dirty thing" অর্থাৎ সাহিত্য সেবীগণ বলেন, ব্যবসায় বাণিজ্য আবর্জ্জনাময় কাজ। তা হইতে পারে, কিন্তু তাহাদের বুঝিতে ভুল হয় যে, এইরূপ শ্রেণীর যাঁহারা ব্যবসায়কে ঘৃণা করেন, তাঁহারা অধিকাংশই ব্যবসাদারের অর্থের উপরই নির্ভর করেন। বড় বড় কলেজ, বিদ্যালয়ের ভিত্তিতে ব্যবসায়ের প্রচুর অর্থ নিহিত হইয়াই সেগুলি সংস্থাপিত হইয়াছে।

Lord Chesterfield লর্ড চেষ্টার ফিল্ড বলিয়াছেন "Do not be in hurry to get rich, gradual gains are the only natural gains" হঠাৎ বড় লোক হইবার বাসনায় অসম্ভব লাভের জন্য ব্যস্ত হইও না। সচরাচর ক্রমে ক্রমে লাভ করাই স্বাভাবিক লাভ।"

এদেশের অনেক ব্যবসায়ী হঠাৎ বড় লোক হইবার আশায় প্রথম কোপে যাহাকে সম্মুখে পায়, তাহারই গলা কাটিয়া থাকে, কি জানি যদি এ খরিদ্দার কাল না আসে। সুতরাং কোনরূপে প্রতারণা করিয়া অবশ্যই কিছু লইতেই হইবে, এই এদেশের অনেক ব্যবসায়ীরই নীতি। ফলে ইহারা স্থায়ীত্ব রক্ষা করিতে পারে না। আজীবন সে ব্যবসায়ীদের অভাব ভিন্ন, স্বচ্ছলতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যবসায়ীরও নীতিজ্ঞান থাকার বিশেষ আবশ্যক আছে, ব্যবসায়কে স্থায়ী করিতে হইলেই নীতিবান হইতেই হইবে। হাত টানেই ত সব মাটী হয়। সেইজন্য রেভারেণ্ড উইলিয়াম আর্থার বলিয়াছেন—"your duty as tradesman is so to frame your method of Business that it shall serve the interests of the public in highest degree" বুঝেছ ভাই, আমার দেশের ব্যবসাদার? তোমার লাভ অপেক্ষা সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ যে তোমার ব্যবসায়ের একটী অপরিহার্য্য উপাদান, সেটা কখন মনে ভাব কি? কবে চৈতন্য হইবে?

A Money Wisdom.

একটী অর্থনীতি।

অর্থ সুবিবেচনার সহিত কারবারে ন্যস্ত হইলে, সে টাকাত ফিরিয়া আসেই, অধিকন্তু আরও কিছু বেশী টাকা ধরিয়া আনে।

কিন্তু কেমন করিয়া যে টাকা ন্যস্ত করিলে, টাকা বৃদ্ধি হইতে পারে, সেই টুকুই বিশেষ চিন্তার কথা।

অনেক সময় দেখা যায়, একই প্রকার কারবারে দুই বা ততোধিক জনও টাকা ন্যস্ত করিয়াছে, কিন্তু কাহারও অর্থ বৃদ্ধি পায়, কাহারও সর্ব্বনাশ হয়। এ দোষটা কারবারের বলা যায় না, দোষ ব্যবসায়ীর, নিশ্চয়ই এমন কোন গলদ থাকে, যাহাতে সর্ব্বনাশই হইয়া পড়ে। কারবারের দোষ হইলে, উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারিত।

বর্ত্তমান যুগে কোন একটা কারবার ব্যতীত অর্থ স্বাচ্ছল্য করা কঠিন কথা। ব্যবসায় বাণিজ্যেই অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তাহা প্রমাণের জন্য যুক্তি অনাবশ্যক। বর্ত্তমান যুগের ব্যবসায়ে বর্ত্তমান যুগেরই উপকরণ মাল মসলার আবশ্যক, নচেৎ মামুলী সেকালের পদ্ধতিতে ব্যবসায় চালাইতে গেলে একটা ভয়ানক ভুল হয়।

বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি এবং সংরক্ষণের উপকরণ কি? পাশ্চাত্য-জাতি যাঁহারা ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন, কারবারে বর্ত্তমান যুগে উন্নতি লাভের এক মাত্র অপরিহার্য্য উপকরণ—বিজ্ঞাপন "Advertising"

সেকালের ব্যবসায় সমালোচনা করিলেই

দেখিতে পাওয়া যায় যে, কারবারের "সুযশ" একটা উৎকৃষ্ট উপকরণ ছিল, বর্ত্তমান যুগেও সেই সুযশই উপকরণ বটে, তবে পার্থক্য কি? সেই টুকুই বুঝিবার এবং বুঝাইবার কথা। সে কালের লোকে সরল বাহ্যিক-আড়ম্বরশূন্য ছিল, সুযশই মুখে মুখে ঘোষিত হইয়া বিজ্ঞাপনের কাজ করিত, এখন সমগ্র জগত আড়ম্বরে পরিপূর্ণ—বড় কোলাহলময়, বিজ্ঞাপনের উচ্চভেরী ধ্বনি ব্যতীত কাহাকেও কারবারের সুযশ বা কিসের কারবার, তাহা বুঝাইবার বা শুনাইবার উপায় নাই। সেইজন্ত বিজ্ঞাপন প্রচারের পন্থাই উৎকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। দ্রব্য-সম্ভার খরিদে যত ব্যয়, বিজ্ঞাপনেও প্রায় তত ব্যয় করাও টাকা জলের মধ্যে গণ্য হইল। কারণ তাহা না হইলে ক্রীত দ্রব্য-সম্ভার লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইত—কেহ জানিতে ও শুনিতে পাইত না, জিনিসের আবশ্যকতা বুঝিত না—ব্যবহার করিতেও শিখিত না। সেই জন্ত বাণিজ্যকুশল পাশ্চাত্যজাতি—বিজ্ঞাপনে ব্যয়ের টাকাটা Investment মধ্যে গণ্য করিয়া লইলেন এবং এতদূর এই উপায়ে বাণিজ্য ব্যবসায়ের উন্নতি হইল যে, বিজ্ঞাপন ব্যতীত যে কোন কাজই চলিতে পারে না—ইহাই ধ্রুব সত্য মধ্যে দাঁড়াইল।

অন্যান্ত দেশের তুলনায় বর্ত্তমান যুগ ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবসায় বাণিজ্যক্ষেত্রে এদেশ নিতান্তই নাবালক অথবা শিশুর মধ্যে এখন গণ্য। সেইজন্ত আমরা বিজ্ঞাপনে ব্যয়িত অর্থকে Investment মধ্যে গণনা করিতে সক্ষম না হইয়া এটা বাজে খরচ মধ্যে ধরিয়া বসি।

কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞাপন-পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহারাই শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি করিতেছেন ইহাও অনেকেই দেখিতেছেন। আমেরিকান ব্যবসায়ীগণ বলেন,—

"The man who does the best advertising usually does the best business or planning to do best business later."

অর্থাৎ যিনি ভালরূপে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রচার করেন, তিনি ব্যবসায়ের এবং ভবিষ্যৎ ব্যবসায়ের উন্নতি করেন। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের এ দেশের প্রত্যেক ব্যবসায়ীর ইহা জানা উচিত যে, কোন কারবারই এখন আর কোন প্রকার না কোন প্রকার বিজ্ঞাপন ব্যতীত দাঁড়াইতেই পারে না।

কিন্তু বিজ্ঞাপন দিতে হইলেও মৌলিক হইতে হইবে—যদি তাহা হইতে না জানা থাকে, তাহা হইলে বিজ্ঞাপন বিষয়ক প্রবন্ধাদি পাঠ করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে, এবং এইরূপ প্রবন্ধাদি পাঠ করা একটা অবশ্য কর্ত্তব্যের মধ্যে ধরিয়া তবে এ কার্য্যে নামা উচিত।

"A sound advertisement will cause interest and make business."

Advertising world.

"The best way to get a man interested is to put something interesting in the advertisement."

এই সকল অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীর এবং জগতের অদ্বিতীয় বিজ্ঞাপনদাতার মন্তব্য।"

আমাদের দেশের ব্যবসায়ী এই সকল রহস্যে আদৌ অভিজ্ঞ নহেন, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। সে কালের ব্যবসায় নীতি অবলম্বনে এখন আর ব্যবসায় বাণিজ্য চালান প্রকৃতই অসম্ভব। বাহিরের ক্রেতা না ধরিতে চেষ্টা করিলে শুধু পণ্য সম্ভার সাজাইয়া হাঁটুতে হস্ত বেষ্টন করিয়া পথের পথিকের মুখের দিকে তাকাইয়া আশা এবং নৈরাশ্যের সহিত যুঝিতে থাকা বাস্তবিক কি শোচনীয় অবস্থা!

এ দেশের অনেক ব্যবসায়ীর এইরূপ অবস্থা। তাঁহাদিগকে কিছুতেই বুঝাইতে পারা গেল না যে, বিজ্ঞাপনে টাকা খরচ করা একটা Investment.

ভারতে সিমেণ্টের কারখানা।

ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকে" একবার এ বিষয় পাঠকবর্গকে জানাইয়া ছিলাম।

সম্প্রতি বোম্বাইয়ের ভাভা সন্স এণ্ড কোম্পানীর চেষ্টায় সিমেণ্ট প্রস্তুত করিবার জন্ত এক কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর লর্ড সিডেনহাম এই কোম্পানীর সুবৃহৎ কারখানার ভিত্তি স্থাপনকালে বলিয়াছেন, "পাশ্চাত্য দেশের বিজ্ঞানবুদ্ধি ও প্রাচ্যদেশে কর্ম্মশক্তির সম্মিলনে ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের পরিত্যক্ত জিনিসের সদ্ব্যবহার হইতেছে, ইহা বড়ই আনন্দের কথা। এই সুবৃহৎ কারখানার জন্ত যেরূপ সহজে টাকা পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শিখিবার বিষয় অনেক আছে। আমার মনে হয়, বোম্বাই প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য প্রদেশও ইহা হইতে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। আমরা অনেক সময়ে ভারতীয় শিল্পের অবনতির কথা শুনিয়া থাকি। ইংলণ্ডেও যখন শিল্পোন্নতি আরম্ভ হয়, তখনও লোকে এইরূপ অবনতির কথা বলিত। বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে যেরূপ শিল্পোন্নতি হইতেছে, ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে কখনও এরূপ শিল্পোন্নতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। সমস্ত দেশের জাতীয় উন্নতির সময় কোন না কোন উপায়ে শক্তির অপচয় হইয়াছে। কিন্তু এই যে শক্তির অপচয় হইয়াছে, আমরা যদি কেবলমাত্র ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া ভারতবর্ষে কি অসম্ভব ব্যাপার সম্ভব হইতেছে মনে করি, তাহা হইলে আমরা বর্ত্তমানের কৃতকার্য্যতা ও ভবিষ্যতের আশায় পূর্ণ না হইয়া থাকিতেই পারি না। পাঁচ বৎসরের কিছু অধিক কাল আমি ভারতবর্ষে অবস্থান করিতেছি। এই পাঁচ বৎসরে ভারতের

অর্থ ও শিল্পোন্নতি সম্বন্ধে লক্ষ্য করিয়া আমার ইহাই দৃঢ়-প্রতীতি হইয়াছে যে, এই সময়ের মধ্যে যতদূর আশা করা যাইতে পারে, ভারতের পক্ষে ততোধিক শিল্পোন্নতি হইয়াছে। ভারতের লোক প্রধানতঃ কৃষির উপর নির্ভর করে। যদি এই সকল লোক অকস্মাৎ কৃষিকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শিল্প ও ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে কৃষির অবনতি ঘটিবে; ফলে খাদ্যশস্য দুর্ম্মূল্য হইবে। ইহার পর এই সকল শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সহরের উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হইবে। আমরা অদ্যাপি তাহা পারিয়া উঠি নাই। অপর পক্ষে চিন্তা ও ধীরতা সহকারে অগ্রসর না হইলে নানারূপ অসম্ভব কল্পনা জড়িত হইতে হইবে এবং শিল্পের উন্নতি সাধন দূরে থাক, উহাতে জাতীয় জীবনের অবনতি হইবে। ভারতে ব্যবসায় ও বাণিজ্য মূলধনের অভাব নাই— বর্ত্তমান কোম্পানী উহার অন্যতম প্রমাণ।”

আমরা কিন্তু লর্ড সিডেনহামের সমস্ত কথায় সায় দিতে পারিলাম না। লর্ড সিডেনহাম ভারতের অতীত শিল্পগৌরবকে খাট করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। ভারতীয় শিল্পের সম্যক পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তিনি কখনই ভারতের ইতিহাসে বর্ত্তমান যুগকে শিল্প সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন না। যে কর্ম্মকুশল শিল্পিগণের দ্বারা ভারতের তাজমহল সম্ভবপর হইয়াছিল, আজ তাহারা কোথায়? যে বস্ত্র শিল্পের দ্বারা পৃথিবীর অগণিত নরনারীর শোভা সম্পাদন হইত, সে বস্ত্রশিল্প কোথায় গেল? বিগত কয়েক বৎসরে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি হইয়াছে, এ কথা আমরা স্বীকার করি, ভবিষ্যতে যে উন্নতি হইবে তাহাতেও আমাদের সন্দেহ নাই, কিন্তু বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের তুলনায় অতীতকে বিস্মৃত হইলে চলিবে কেন? লর্ড সিডেনহাম আশঙ্কা করিয়াছেন, ভারতের শিল্প ব্যবসায়ের উন্নত হইলে কৃষির অনিষ্ট হইবে। ইহাও সত্য নহে। এখনও ভারতে অসংখ্য লোক আছে, কৃষি যাহাদিগের প্রধান অবলম্বন নহে। আমাদিগের সর্ব্বপ্রধান দরকার হইতেছে, শিক্ষা ও শিল্প ব্যবসায়ের বিস্তার সাধন। শিক্ষা ভূমি প্রস্তুত করিবে, শিল্প উহারই উপর বিশাল হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিবে। উহাতে ভারতের কৃষি সম্ভারের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না। ভারতের পল্লীভূমির গৌরব ও ঐশ্বর্য্যের কিছুই ব্যতিক্রম হইবে না। লর্ড সিডেনহাম এদেশের পল্লীভূমি বিশেষভাবে জানেন না, তাই পল্লীভূমির ঐশ্বর্য্য নাশের আশঙ্কায় ভীত হইয়াছেন। ভারতের শিল্পগৌরব বৃদ্ধি হউক, ইহাই আমাদিগের কামনা।

সঞ্জীবনী বলেন:—নূতন আদমসুমারি অনুসারে সমগ্র ভারতবর্ষে ১ বৎসর হইতে ৫ বৎসর, এবং ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়স্কা পরিণীতা বালিকা ও বিধবার সংখ্যা দেওয়া হইল—

বয়স	পরিণীতা বালিকার সংখ্যা	বিধবার সংখ্যা
১—৫	৩০২,৪২৫	১৭,৭০৩
৫—১০	৫০০,০০০	১১২,০০০

স্থূলভাবে দেখিতে গেলে ১ বৎসর হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষে ৮ লক্ষ ২ হাজার ৪শত ২৫টী বালিকা পরিণীতা— ইহার ১ লক্ষ ২০ হাজার ৭ শত ৩টী বালিকা বিধবা। অল্প বয়সে যে সকল বালিকার বিবাহ দেওয়া হয়, তাহাদিগের মধ্যে গড়ে প্রতি ৮ জনের মধ্যে একজন বিধবা হইয়া হইয়া থাকে। ভারতের বালিকাদিগের এই দুঃখের চিত্র যতদিন ভারতের ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত না হইবে, ততদিন ভারতের দুর্গতির অবসান হইবে না।” বর মহাশয়দের জন্য টাকার জোগাড় করিতে না পারায় ১৫ বৎসরেও বালিকার বিবাহ হইতে পাইতেছে না। সুতরাং ক্রমে বিধবার সংখ্যা কমিতে পারে, কিছু দিন পরে মোটে হয়ত বিবাহই হইবে না, তা আর বিধবা ত দূরের কথা।

বাঙ্গলায় ঋণদান সমিতি।

সেদিন বাঙ্গলায় প্রাদেশিক ঋণদান সমিতির পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন হইয়াছিল। লর্ড কারমাইকেল, শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মৌলবী এ, কে, ফজলল হক, নবাব সৈয়দ নবাবালি চৌধুরী, মিঃ এ, কে, গজনবী, মেদিনীপুরের শ্রীযুক্ত অটলবিহারি সিংহ, শ্রীযুক্ত আনন্দ চন্দ্র রায়, মাননীয় নবাব সৈয়দ হোসেন হায়দার চৌধুরী, শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র দত্ত প্রভৃতি সভার কার্য্যে যোগদান করিয়াছিলেন। যাহাতে সমিতির সভ্যগণের শিক্ষা, নীতি ও সমাজ বিষয়ক উন্নতি হয় এবং বাঙ্গলা দেশে একটা প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক স্থাপিত হইতে পারে, তাহার আলোচনা হইয়াছিল। গো-মহিষাদি পশু রক্ষা করে সভা স্থাপন, পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে গৃহে-গৃহে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য বাক্স প্রদান এবং জমিদার ও মহাজনদিগের বর্ত্তমান ঋণদান প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা হয়, বাঙ্গলার কৃষককুলের প্রধান অবলম্বন গো-মহিষাদি রক্ষার উপায় করিতে পারিলে অতি ভাল কাজ হইবে। ইহার জন্য আগেই সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন।

বেকারের উপায়।

জিনিসের ব্যবহার জানিলে অনায়াসেই অর্থ সংস্থান করা যায়। সমগ্র সভ্য জগতের এখন লক্ষ্যই হইতেছে, to do some from nothing, যাহা পরিত্যক্ত, মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না, তাহা হইতে মূল্যবান কিছু করা।

প্রত্যক্ষ দেখুন,—ভাগাড়ের পরিত্যক্ত অপদার্থ হইতে, হাড়েরগুঁড়া, সাবান, গ্লিসারিণ অস্ত্র শস্ত্রের বাঁট, সেলুইলয়েড্ প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে এবং অতি উচ্চ মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। তেমনি অনেক জিনিস

আছে, তাহা মূল্য দিয়া কিনিতে হয় না কিন্তু একটু চাক্‌চিক্যময় করিয়া সভ্য-জগতের হাতে দিলেই তাহার গ্রাহকের অভাব হয় না। তাহারও দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি। জাপানে বাঁশের কাজ হয়, নানাপ্রকার জাপানী পাখা, জাপানী ছাতা, জাপানী বাস্‌কেট, জাপানী বাঁশের কত তর বেতর সামগ্রী জগতের নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া যায়—জাপানের আয় বৃদ্ধি হয়। কলিকাতার বাজারে আমরা দেখিতেছি, জাপানী খড়্‌কেও আমদানী হইতেছে এবং দিব্যি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট ছোট আঁটাবান্ধা বংশ শালাকা সুন্দর একটা কাগজের বাক্‌সে করিয়া বিক্রয় হইতেছে, লোকে সাদরে ক্রয় করিতেছে। দিব্য পকেটে যায়, ঠিক দেশলাইয়ের বাক্‌সের মত, তাহাতে এক গ্রোস খড়কে "Tooth Pick" বিদ্যমান, মূল্য ৫ পয়সা। জাপানে বাঁশের কাজের যে সকল ছাঁট ছুট পড়ে, সেইগুলিকে চাঁচিয়া ছুলিয়া এই এক নূতন কাজ চলিতেছে।

এদেশের খড়্‌কে কুঁচী কাটা। স্বাভাবিকই পরিস্কার পরিচ্ছন্ন; কেহ অনায়াসে কুঁচী কাটি সমান আকারের কাটিয়া ছোট বাক্‌সে পুরিয়া অনায়াসে একাজ করিতে পারেন। অতি গরিবের ঘরেও ৩।৪ গ্রোস বৎসরে দেশলাই কাটে, খালী বাক্‌সগুলি সংগ্রহ করিয়া উপরে নাম ঠিকানা বিশিষ্ট লেবেল আঁটিয়া পয়সায় ২টা অনায়াসে বিক্রয় করা যায়। অথচ খালি দেশলায়ের বাক্‌স গুলির সুন্দর সদ্ব্যয় হইতে পারে। লেবেলে অন্য লোকের বিজ্ঞাপন লইলে এক কপর্দ্দকও ব্যয় হয় না। কাট্‌তি অনেক হইবে, সুতরাং বিক্রয়েও লাভ আছে। কেহ পরীক্ষা করিতে পারেন। আমরা নিজেরা পরীক্ষা করিয়া জানিয়াছি, ইহা একটি বেশ লাভজনক কাজ। ক্ষুদ্র কাজ বলিয়া অনাস্থা করিবেন না, ক্ষুদ্রের সমষ্টিই যে বৃহতের ভিত্তি, সেটা মনে রাখিতে হইবে।

সংবাদপত্র পরিচালনা।

Journalism বা সংবাদপত্র পরিচালনার কাজ শিখিতে হইলে এবং তাহা জ্ঞান থাকিলে এই একটা ভাল কাজ, ইহাতে অর্থ এবং সম্ভ্রমও যথেষ্ট। দুঃখের বিষয়, এদেশের অনেক যুবক সুশিক্ষিত হইয়াও কোন উপার্জ্জন পন্থা খুজিয়া পান না, অথচ মুরুব্বি না থাকায় কোন চাক্‌রীও পাওয়া কঠিন হইয়া উঠে। সংবাদ পত্রের কাজ শিখিতে হইলে প্রথমতঃ সংবাদ পত্রে সত্য সংবাদ দিয়া জন সাধারণে পরিচিত হইতে হয়। এক বা দুইখানা কাগজে প্রথমে নিয়মিত লিখিতে আরম্ভ করিতে হয়, কপি রাখিয়া সংবাদ পত্রে লিখিয়া পাঠাইলে যখন ছাপাই হয়, তখন মিলাইয়া দেখিতে হয় যে লিখিত প্রবন্ধ অবিকল ছাপা হইয়াছে। কি কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া মুদ্রিত হইয়াছে এইরূপ করিতে করিতে লিখিবার শক্তি আপনা হইতেই জন্মিতে থাকে, ক্রমে সুলেখক হইতে পারা যায়। অল্প কথায় পাঠকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ছোট ছোট প্রবন্ধ লিখিতে হয়। প্রুফ সংশোধন শিখিতে হয়। ক্ষুদ্র উপন্যাস, সংবাদ ,প্রবন্ধ লিখিতে শিখিতে হয়। প্রথম প্রথম কাজটা কঠিন বোধ হইতে পারে কিন্তু অভ্যাসবশতঃ ক্রমে পথটা সরল বলিয়া বোধ হয়। কাজ খুব ভাল এবং সম্মানের, কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, অর্থ উপার্জ্জনও হইয়া থাকে। দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এদিকে দৃষ্টিপাত হওয়া উচিত।

অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে সংবাদ পত্রে লিখিবার বহু উপকরণ সংগ্রহ করা যায়। নানাস্থানের লোকের আচার ব্যবহার, শিল্প, বাণিজ্য সামাজিক তথ্য ইত্যাদি সাধারণ পাঠকের চিত্তাকর্ষক সুতরাং সেই সমুদয় বিষয়েই প্রথম প্রথম হস্তক্ষেপ করা উচিত। পারকপক্ষে রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া উচিত নয়, তাহাতে বিপত্তি আছে, এবং বিষয়ও কঠিন। সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আভাষ দেওয়া গেল মাত্র। তাহা জ্ঞান থাকিলে কোন সংবাদ পত্রের অফিসে থাকিয়া সম্পাদকীয় কার্য্যপ্রণালী শিখিলে আরও সুবিধা হইতে পারে।

জগতে উপার্জ্জনের অসংখ্য পন্থা, অলস বাক্য বাগিস না হইলে এবং সময়ের মূল্য জ্ঞান থাকিলে সৎ উপায়ে উপার্জ্জন করিয়া ভদ্রজনোচিত জীবন যাপন করা যাইতে পারে। "where there is will, there is way" ইহাতে বিশ্বাস থাকিলে রাস্তা দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা অতিশয় সত্য কথা।

ELECTRO-PLATING.

বা

গিল্‌টির কাজ।

(৩)

আমরা ইতিপূর্ব্বে যে সকল ব্যাটারীর বর্ণনা করিয়াছি, উহার প্রত্যেক Cellর দুই দিকে যে তার লাগান থাকে, উহার এক দিককে positive ও অপরদিককে negative pole বলে। দস্তার দিককে Negative ও তামার বা কার্ব্বনের দিককে positive pole বলে। অনেকগুলি cell একত্র করিলে তড়িৎ শক্তি বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। কিন্তু একত্র সংযোগ করিবার সময় একটার positive pole অপরটার negative এর সহিত দ্বিতীয়টার positive তৃতীয়টার negativeর সহিত এইরূপ তৃতীয়টার positive চতুর্থটার negative সহিত ক্রমান্বয়ে এই প্রকারে সংযোগ করিতে হয়। এখন দেখ এইরূপ ভাবে সংযোগ করিলে প্রথমটার negative ও শেষটার positive pole অসংযুক্ত অবস্থায় থাকিবে। ঐ দুইটী অসংযুক্ত poleএ cellর সংখ্যা অনুসারে

শক্তি বৃদ্ধি হয়। এই তড়িৎ শক্তি দ্বারা উত্তাপ, আলোক, গতি, রাসায়নিক ক্রিয়া প্রভৃতি সম্পন্ন হয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ গিল্টির কার্য্যও এক প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়া।

Electro-gilding আবিষ্কারের পূর্ব্বে পারদ ও স্বর্ণ সংযোগে গিল্টি করা হইত। পারদ সকল ধাতুর সহিত সহজে মিশিয়া যায়। সেই জন্য পারদ মিশ্রিত স্বর্ণ কোন কোন ধাতব পদার্থের উপর ঘর্ষণ করিলে উহার গাত্রে আবরণের ন্যায় লাগিয়া যায়; পরে ঐ দ্রব্যটা উত্তপ্ত করিলে পারদ গলিয়া বাহির হইয়া যায় এবং স্বর্ণ পাৎলাভাবে ঐ ঐ দ্রব্যের উপর লাগিয়া থাকে। রূপার গিল্টিও এইরূপভাবে হইত। কিন্তু এই প্রক্রিয়া অধিক ব্যয়সাধ্য ও অস্বাস্থ্যকর। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ব্রুগ্নেটেলি (Brugnatalli) নামক ভল্টার (Valta) জনৈক ছাত্র প্রথম সিদ্ধান্ত করেন যে, ক্ষার সংযুক্ত স্বর্ণ মিশ্রিত দ্রব ও বেটারির সাহায্যে গিল্টি করা যাইতে পারে। ডি লা রিভ ইহা প্রথমে কার্য্যে পরিণত করেন। পরে এলকিংটন, রুলজ ও অন্যান্য কয়েকব্যক্তি উত্তরোত্তর এই প্রক্রিয়ার উন্নতিসাধন করেন।

আমরা রূপা ও সোণার গিল্টির বিষয়ই লিখিব। কারণ এই দুইটীই সচরাচর আবশ্যক হয়। যে ধাতু দ্বারা গিল্টি করিতে হইবে, প্রথমে সেই ধাতু মিশ্রিত জল বা বাথ প্রস্তুত করিতে হইবে অর্থাৎ রূপার গিল্টি করিতে হইলে রূপার জল বা Silver bath প্রস্তুত করিতে হইবে।

কিরূপে Silver bath বা রূপার জল প্রস্তুত করিতে হয়।

রূপার জল নানাপ্রকারে প্রস্তুত হয়; তন্মধ্যে ডবল্ সায়েনাইড্ অফ সিল্ভার ও পটাসিয়ম্ double cynide of silver and potassium সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং উহাই সচরাচর কারিকরেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশুদ্ধ নাইট্রিক্ এসিড্ ও বিশুদ্ধ রূপার পাত বা গুঁড়ার প্রয়োজন। বাজারে ডি, ওয়াল্ডি কোম্পানির বিশুদ্ধ নাট্রিক্ এসিড্ অনেক মসলার দোকানে অথবা ডাক্তারখানায় পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ রূপার পাত বা গুঁড়া সেক্‌রার দোকান হইতে প্রস্তুত করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। বড়বাজারে সোণা রূপার দোকানে গিলটি করিবার জন্য পাৎলা সোনা ও রূপার সরু সরু পাতও বিক্রয় হয়। এক্ষণে উক্ত নাইট্রিক্ এসিডে একচতুর্থাংশ জল মিশাইয়া লও, ঐ মিশ্র পদার্থ একটী কাচ পাত্রে করিয়া ঈষৎ গরম কর (অর্থাৎ ১০০ ডিগ্রিফারেন্‌হিট্), এবং রূপার গুঁড়া বা পাত ধীরে ধীরে উহাতে দিতে থাক, যেন অধিক জোরে ফুটিয়া না উঠে। পাত্রটী উর্দ্ধদিকে লম্বা হইলে ভাল হয়, কারণ তাহা হইলে ফুটিবার সময় উথলিয়া পড়িয়া যাইবে না। এ দেশে সাধারণতঃ রূপার পাতই ব্যবহার হয়, গুঁড়া ব্যবহার হয় না। যদি অধিক ফুটিয়া উঠে এবং উথলিয়া পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা দেখ, তাহা হইলে একটু ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া দিবে। একেবারে অধিক রূপা দিবে না, অল্প অল্প করিয়া দিবে, এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ্যাসিডে রূপা গলিবে, ততক্ষণ দিবে। যখন দেখিবে, আর রূপা গলিতেছে না, তখন ঐ রৌপ্যমিশ্রিত এসিডকে অগ্নির উত্তাপে মারিয়া ফেল। খুব সামান্য থাকিতে আগুণ হইতে নামাইয়া রাখ। কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাণ্ডা হইলে দানা বাঁধিয়া যাইবে। এই পদার্থকে নাইট্রেট্ সিল্‌ভার বা লুনার কষ্টিক্ বলে। ইহা বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু গিল্টির জন্য ঘরে প্রস্তুত করিলেই ভাল হয় এবং ভাল ভাল কারিকরেরা উহা ঘরেই প্রস্তুত করিয়া থাকে, সেই জন্য উহার প্রস্তুত প্রণালী উপরে বর্ণিত হইল। নাইট্রিক্ এসিডে রূপা গালাইবার সময় ফাঁকা জায়গায় গালান আবশ্যক, কারণ উহার বাষ্প অস্বাস্থ্যকর। কিন্তু রৌপ্যমিশ্রিত এসিড্ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া নাইট্রেট সিল্ভার প্রস্তুত করিবার সময় অন্ধকার স্থানে করা উচিত বা অস্বচ্ছ কাচ কিম্বা পোর্সিলেন্ পাত্র ব্যবহার করা উচিত। সূর্য্যালোকে উহা কাল হইয়া যায়। ইহা গাত্রে লাগিলে সেই স্থানে কাল দাগ হয়। সুতরাং অতি সাবধানে ব্যবহার করিবে, হাত দেওয়া উচিত নহে। নাইট্রেট্ সিল্ভার সহজেই জলে দ্রব হইয়া যায়। পরে ডিষ্টিল্ড ওয়াটার বা পরিস্রুত জলে নাইট্রেট্ সিল্ভার দ্রব করিয়া সলিউসন্ অফ্ সিল্ভার নাইট্রেট প্রস্তুত কর। সাধারণতঃ এক পাইন্ট পরিস্রুত জলে ৭ পেনিওয়েট্ নাইট্রেট সিল্ভার দ্রব হইতে পারে। ডিষ্টিল্ড ওয়াটারের পরিবর্ত্তে অন্য জল দিলে সলিউসনটী সাদা চুণের মত হইয়া যায়। এখানকার কারিকরেরা কলের জলই ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু ডিষ্টিল্ড ওয়াটার ব্যবহার করাই ভাল। আর একটি কাচপাত্রে এক পাইন্ট জলে ২ আউন্স পটাস্ সায়েনাইড্ নামক পদার্থ গুলিয়া আর একটা সলিউসন্ প্রস্তুত কর। ইহাকে সলিউসন্ অফ্ পটাসিয়ম সায়নাইড বলে। সচরাচর কারিকরেরা উহাকে পটাসের জল বলে।

সতর্কতা।

এই পদার্থ প্রবল বিষধর্ম্মী, সহজেই মারাত্মক হয়, সুতরাং খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। এমন কি ইহার আঘ্রাণ লওয়া উচিত নহে, আঘ্রাণও মারাত্মক হইতে পারে। ইহা লইয়া কাজ করিবার সময় একটি এমোনিয়া বা স্মেলিং সল্টের শিশি নিকটে রাখা আবশ্যক। যদি হঠাৎ ইহার আঘ্রাণে মাথা ধরে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলে সারিয়া যাইবে। এক্ষণে নাইট্রেট সিলভারের জল একটি প্রশস্ত পাত্রে রাখিয়া উহাতে পটাসের জল ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক ও সিলভারের জলটা নাড়িতে থাক, দেখিতে পাইবে, সাদা

দধির মত পদার্থ তলায় থিতাইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐরূপ পদার্থ থিতাইতে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পটাসের জল একটু একটু করিয়া ঢালিতে থাক। যখন দেখিবে, যাহা থিতাইবার থিতাইয়াছে, আর অধিক থিতাইতেছে না তখন পটাসের জল ঢালা বন্ধ করিবে। এই সাদা দধির মত থিতান পদার্থের নাম সায়নাইড্ অফ্ সিল্ভার্। পরে ঐ পাত্রটি কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া যখন সমস্ত সিল্ভার সায়েণাইড তলায় থিতাইবে, তখন ধীরে ধীরে উপরের জলটি এরূপভাবে ঢালিয়া ফেল, যেন থিতান পদার্থটি গুলিয়া উহার সহিত বাহির হইয়া না যায়। এক্ষণে ঐ থিতান পদার্থ পুনরায় জল মিশ্রিত করিয়া গুলিয়া ফেল এবং কিছুকাল স্থিরভাবে রাখ, তাহা হইলে পুনরায় সিলভার নাইট্রেট্ তলায় থিতাইয়া পড়িবে। পরে পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় ধীরে ধীরে উপরের জলটা ফেলিয়া দেও। এইরূপ ৩।৪ বার কর। শেষবারে সমস্ত জলটুকু সাবধানে ঝরাইয়া ফেল। ২ভাগ সায়েনাইড সিল্ভার্, ২ভাগ পটাস সায়েনাইড ও ১৫০ ভাগ জল মিশ্রিত করিলে রূপার জল বা সলিউসন অফ সিলভার সায়েনাইড্ প্রস্তুত করা হইল। আমাদের দেশের কারিকরে রূপার ঠিক ঐরূপভাবেই করে না। তাহারা সলিউসন্ অফ নাইট্রেট সিলভারে খানিকটা লবণ ফেলিয়া দেয়, কিছুক্ষণে পরে ক্লোরাইড্ অফ সিলভার্ তলায় থিতাইয়া পড়ে। পরে উহার জল ফেলিয়া দিয়া পুনরায় ৩।৪ বার জল মিশাইয়া পূর্ব্বের ন্যায় ধৌত করিয়া ফেলে, অবশেষে ইহার সহিত পটাসের জল মিশায়। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত রূপার জল সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

যে জিনিষ গিল্টি করিতে হইবে, উহা প্রথমে পরিষ্কার করিয়া ছাই বা সুরকি দ্বারা মাজিয়া ফেল। পরে ডাইলিউট জল মিশ্রিত নাইট্রিক্ অ্যাসিডে কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখ, যখন দেখিবে, কোন ময়লা নাই, তখন তুলিয়া লও এবং ডিষ্টিল্ড ওয়াটারে ভাল করিয়া ব্রুস দিয়া পরিষ্কার করিয়া ফেল। পরে পরিষ্কার কাপড় বা করাতের গুঁড়া দ্বারা তাহার গাত্রের জল শুখাইয়া ফেল। এক্ষণে যে দ্রব্যটী গিল্টি করিতে হইবে উহাকে negative pole এ সংযোগ করিয়া সিল্ভার্ বাথের মধ্যে ঝুলাইয়া রাখ এবং এক টুকরা রূপার চাদর positive pole এ বাঁধিয়া উক্ত রূপে জল মধ্যে, ঝুলাইয়া দেও। পরে সলিউসন্ অফ সিল্ভার সায়েনাইড্ বিশ্লিষ্ট হইয়া negative pole এ সংলগ্ন দ্রব্যের উপর রূপা লাগিয়া যায় এবং positive pole সংলগ্ন রৌপ্য খণ্ড ক্ষয় হইয়া হাইড্রোসায়েনিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুনরায় সিল্ভার সায়েনাইডের সলিউসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল পরে যখন দেখিবে, উপযুক্ত পরিমাণ রূপা ধরিয়াছে, তখন একটী কাচ দণ্ড বা কাষ্ঠদণ্ডের সাহায্যে নেগেটিভ পোলের তারটা ধরিয়া বাথ হইতে তুলিয়া ফেলিবে। কড়া ব্রুসের দ্বারা ঝাড়িবে ও পুনরায় রূপার জলে ডুবাইয়া দিবে। মাঝে মাঝে এইরূপ করিবে। যখন দেখিবে, বেশ পুরু হইয়া রূপা ধরিয়াছে, তখন উহা তুলিয়া বাতাসে শুখাইয়া ফেলিবে। পরে ইস্পাত নির্ম্মিত বার্ণিশার দ্বারা উহাকে বার্ণিশ করিতে হইবে। বার্ণিসারগুলি সাধারণতঃ ইস্পাত নির্ম্মিত। উহাদের মুখ মোটা ও মসৃণ, এবং ধরিবার জন্য কাঠের বাঁট আছে। ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্য বার্ণিস করিবার জন্য সরু, মোটা, বাঁকা, সোজা, গোল, খাঁজকাটা প্রভৃতি নানাপ্রকারের বার্ণিসার আছে। নিয়ে উহার কতকগুলি প্রতিকৃতি দেওয়া হইল।

বার্ণিসার দ্বারা ঘসিলে গিল্টি উজ্জ্বল ও মসৃণ হয়। উহাকে বার্ণিস করা বলে। ইহাই সাধারণ রূপার গিল্টি হইল। উহাকে আয়নার মত উজ্জ্বল পালিস করিতে হইলে রুজ নামক পদার্থ দ্বারা কলে পালিস করিতে হয়। ঐ কল পা দিয়া বা হস্তদ্বারা অথবা ডাইনামো দ্বারা চালান যাইতে পারে। উহাতে একটী বফিং হুইল আছে। উহা এক প্রকার মোটা কাপড় নির্ম্মিত। কাপড়গুলি গোলাকার করিয়া কাটা। অনেকগুলি কাপড়ের চাকা একত্র করিয়া মধ্যে চামড়া দিয়া সেলাই করা থাকে। ঐ চামড়ার মধ্যস্থলে ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দ্বারা কলের একটী দণ্ড বা রডের সহিত উহা সংযোগ করা যায়। কল চালাইলে বফিং হুইলটী সজোরে ঘুরিতে থাকে। উহাতে রুজ মাখাইয়া পরে যে দ্রব্যটী পালিস করিতে হইবে উহার উপর ধরিলে খুব উজ্জ্বল পালিস হয়।

সোনার গিল্টি করিতে হইলে সলিউসন্ অফ্ ডবল্ সায়েনাইড্ অফ্ গোল্ড এণ্ড পটাসিয়ম্ বা সোনার জল প্রস্তুত করিতে হইবে। রূপার জলের ন্যায় ইহাও প্রস্তুত করা যায়। সোনা সাধারণ এসিডে গলে না। এক ভাগ নাইট্রিক্ এসিড ও তিন ভাগ মিউরিয়েটিক্ মিশ্রিত করিলে দ্রাবকরাজ বা Aqua regia প্রস্তুত হয়। ঐ দ্রাবকরাজ একটী কাচ পাত্রে করিয়া মৃদু উত্তাপে উষ্ণ করিয়া উহার মধ্যে বিশুদ্ধ সোনার পাত টুকরা টুকরা করিয়া ক্রমে ক্রমে ফেলিয়া দিতে থাক। যতক্ষণ সোনা গলিতে থাকে, ততক্ষণ এইরূপ কর।

৪ আউন্স দ্রাবকরাজে এক আউন্স সোনা গলিতে পারে। পরে উত্তাপ দ্বারা উহার জলীয় অংশ শুখাইয়া ফেল। অল্প থাকিতে থাকিতে নামাইয়া রাখ। পরে উহা শীতল হইলে জমিয়া পীতবর্ণ গুঁড়ার মত পদার্থ হইবে। উহাকে ক্লোরাইড্ অফ গোল্ড বলে। ইহা জলে দ্রবনীয়। এক্ষণে ক্লোরাইড্ অফ গোল্ড জলে গুলিয়া উহাতে অধিক পরিমান জল মিশ্রিত কর। পরে পটাসের জল উহাতে অল্প অল্প করিয়া ঢালিতে থাক। দেখিতে পাইবে, এক প্রকার পীতবর্ণ পদার্থ

তলায় জমিতেছে। যখন দেখিবে, আর অধিক থিতাইতেছে না, তখন পটাসের জল ঢালা বন্ধ করিবে। ইহাতে আরও একটু পটাস সায়েনাইড্ মিশাইয়া লইবে। ইহাই সোণার জল প্রস্তুত হইল। এক্ষণে ব্যাটারির পজিটিভ্ পোলে এক টুক্‌রা সোণার পাত বাঁধিয়া ও নিগেটিভ্ পোলে গিল্‌টি করিবার দ্রব্যগুলি বাঁধিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সোনার জল মধ্যে ঝুলাইয়া রাখ্। অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি ঠিক রূপার গিল্টির মত। আমাদের দেশের কারিকরেরা কিন্তু এরূপে গিল্টি করে না। তাহারা নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করে। সলিউসন্ অফ পটাস সায়েনাইড্ একটী কাচ পাত্রে করিয়া আগুণে চড়াইয়া রাখে। পরে ব্যাটারির positive pole এ এক টুক্‌রা সোণার পাত বাঁধিয়া উক্ত পটাসের জলে ডুবাইয়া রাখে এবং negative pole শুধু তারটীও ঐ জলে স্পর্শ করাইয়া রাখে। এই-রূপে দেখিতে পাইবে, সোণার পাতটি ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া পটাসের জলের সহিত মিশিয়া যাইতেছে। যখন দেখা যায় যে যথেষ্ট সোণা পটাসের জলের সহিত মিশিয়াছে, অর্থাৎ negative pole এর তারে সোণা ধরিতেছে, তখন ঐ তারটি তুলিয়া উহাতে গিল্টি করিবার দ্রব্যটি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেয়। যখন দেখে সোণা ধরিয়াছে, তখন উহা তুলিয়া ব্রুস দিয়া ধুইয়া ফেলে। যদি সোণা অধিক ধরাইতে ইচ্ছা করে, আরও ২।১ বার ঐরূপ করিয়া ধরায়।

বলা বাহুল্য সোণার গিল্টি করিবার দ্রব্যগুলিও রূপার গিল্টির বিবরণোক্ত প্রক্রিয়ানুযায়ী পরিষ্কার করিতে হইবে। সোণার গিল্টির দ্রব্য গিল্টি করার পর ব্রুস দিয়া পরিষ্কার করিয়া লয়; কলে প্রায় পালিশ করে না। পালিস আবশ্যক হইলে রুজ দিয়া হাতে পালিস করিয়া লয়। কারণ সাধারণতঃ কারিকরেরা সোণা কম করিয়া ধরায়; সুতরাং কলে পালিস করিলে উহা উঠিয়া যাইতে পারে এবং সোণা ক্ষয় হইয়া অনেক ক্ষতি হয়। প্রথমোক্ত প্রকারে সোণার গিল্টি অতি উৎকৃষ্ট ও বহুকালস্থায়ী। কিন্তু উহাতে সোণা অধিক লাগে ও পরিশ্রম অধিক, সুতরাং উহাতে খরচ অত্যন্ত অধিক হয়।

সোণা ও রূপার গিল্টি করিবার প্রকরণ বর্ণনা করিলাম। এক্ষণে আমাদের আর এক বিষয় বলিবার আছে। সাধারণতঃ যে সকল দ্রব্য গিল্টি করা হয় সেগুলি প্রায় তামা বা পিত্তল নির্ম্মিত। কেহ কেহ রূপার জিনিসেও সোণার গিল্টি করিয়া থাকে; তাহাও পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে হইবে। কিন্তু সীসা, দস্তা, রাং বা লৌহ নির্ম্মিত দ্রব্যের উপর সোণা বা রূপার গিল্টি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাল ধরে না। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্য গিল্টি করিতে হইলে, অগ্রে উহার উপর তামা ধরাইতে হইবে। যে প্রক্রিয়া অনুসারে তামা ধরাইতে হয়, উহাকে ইলেক্‌ট্রো কপারিং বলে। ঐ প্রক্রিয়াটী নিম্নে বর্ণিত হইল। ৪ আউন্স পটাসের জল প্রস্তুত কর; উহাতে আরও এক বোতল (কোয়ার্ট) জল মিশাও। আর একটী পাত্রে পটাসের পরিবর্ত্তে তুঁতে দিয়া ঠিক ঐরূপ পরিমাণ জল প্রস্তুত কর। এক্ষণে তুঁতের জলে পটাসের জল ধীরে ধীরে ঢালিতে থাক, ও নাড়িতে থাক। যতক্ষণ তলায় সবুজ রংয়ের গুড়া থিতাইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এইরূপ কর। পরে উপরের জলীয় পদার্থ ধীরে ধীরে ঢালিয়া ফেল। উহাতে আরও অধিক জল মিশাইয়া ছাকিয়া লও, ঐ গুড়া পদার্থের নাম কপার্ সায়েনাইড্। এক্ষণে ৪ গ্যালন জলে ২ পাউণ্ড পটাস্ সায়েনাইড্ গুলিয়া উহাতে যতটুকু সায়েনাইড্ কপার্ দ্রব হইতে পারে মিশাও। পরে আরও ৪ আউন্স পটাস সায়েনাইড্ উহাতে মিশাও ইহাই তামার জল প্রস্তুত হইল। এখন পূর্ব্বের ন্যায় ব্যাটারির positive pole এ একখণ্ড তামা ও negative pole এ গিল্টির দ্রব্যটী বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ। ঠিক রূপার গিল্টির ন্যায় তামার গিল্টি হইতে থাকিবে। তামার জলের পাত্রটী আগুণে বসাইয়া রাখিলে ভাল হয়। তামা ধরাইতে একটু জোর তড়িৎ প্রবাহ আবশ্যক অর্থাৎ ব্যাটারির সেল কয়েকটী বেশী করিলেই হইবে। তামার গিল্টির পর উহার উপর ইচ্ছামত সোণা বা রূপার গিল্টি করা যাইতে পারে।

ভারতের আয় ব্যয়।

রাজস্ব-সচিব সার গাইফ্লিট উড উইলসন অতি সহৃদয় ও ন্যায়বান পুরুষ। ইনি ন্যায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে কাহারও মুখাপেক্ষী হন নাই। যখন প্রয়োজন হইয়াছে, তখন গবর্ণর জেনারেলের কার্য্যেরও প্রতিবাদ করিয়াছেন, যখন উচিত মনে করিয়াছেন, তখন অন্যান্য মন্ত্রীর বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। তিনি ভারতের হিতকল্পে স্বাধীন মত প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। ইহার কার্য্য কাল শেষ হইল, সুতরাং এই বৎসরেই তিনি কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্বদেশ যাত্রা করিবেন। ১৯০৮ সালের শেষভাগে তিনি রাজস্ব মন্ত্রীর পদগ্রহণ করিয়াছিলেন, ১৯১৩ সালের শরৎ-কালেই তাঁহার কার্য্যের সময় উত্তীর্ণ হইবে। গত শনিবার ভারতের আয় ব্যয়ের হিসাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করিবার কালে তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সেই দিনই প্রকৃত-পক্ষে তাঁহার কার্য্যকাল শেষ হইল। তিনি শোকার্ত্ত হৃদয়ে এই কথা বলিয়াছেন, আমরাও তাঁহার কথা শুনিয়া শোকদগ্ধ হইয়াছি।

১৯১২—১৩ সালের আয় ব্যয়।

রাজস্বমন্ত্রী ইহা প্রকাশ করিয়াছেন যে, ১৯১২ সালের মার্চ্চ মাসে এইরূপ অনুমান করা হইয়াছিল যে, এক বৎসরে ভারতের

আয় প্রায় ১১৯ কোটি টাকা হইবে। কিন্তু এই মার্চ্চ মাসে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আয় প্রকৃতপক্ষে ১৩০ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা হইয়াছে।

রেলওয়ে, অহিফেন এবং আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক হইতে বেশী আয় হওয়াতেই ভারতের রাজস্ব বৃদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গলা ও ব্রহ্মদেশ হইতে অত্যধিক চাউল বিদেশে রপ্তানি হওয়াতে রপ্তানি শুল্ক বেশী হইয়াছে।

সৎকার্য্যে ব্যয়।

ভারত গবর্ণমেণ্টের খুব সচ্ছল অবস্থা হওয়াতে বিভিন্ন প্রদেশের শিক্ষার জন্য এককালে ২॥০ কোটি, নগর সমূহের স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য ১॥০ কোটি, ব্রহ্মদেশে যাতায়াতের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য ৩০ লক্ষ, আসামের উন্নতি সাধনের জন্য ২০ লক্ষ এবং ভারতের সমস্ত প্রদেশের সাহায্যার্থ ১ কোটি, এই মোট ৫॥০ কোটি টাকা দান করা হইবে। ৫॥০ কোটি টাকা দান করিয়াও ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে ৫ কোটি টাকার বেশী সঞ্চিত থাকিবে।

দিল্লীর ব্যয়।

বর্ত্তমান বর্ষে দীল্লির অস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। নূতন দিল্লী কোথায় কিরূপে নির্ম্মিত হইবে, তাহা অদ্যাপিও নির্ণীত হয় নাই। শুনা যায়, শীঘ্রই এই প্রশ্নের মীমাংসা হইবে। ১৯১৩—১৪ সালে দিল্লী নির্ম্মাণের জন্য ২ কোটি টাকা ব্যয় করার কথা হইয়াছে।

১৯১৩—১৪ সালের আনুমানিক আয় ব্যয়।

আগামী এপ্রিল মাসে যে বৎসর আরম্ভ হইবে, সেই বৎসর ১২৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা আয় এবং ১২৫ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। সুতরাং আয় অপেক্ষা ব্যয় ২ কোটি, ৯ লক্ষ ৪৫ হাজারের বেশী হইবার সম্ভাবনা। বর্ত্তমান বর্ষে ১১৯ কোটি, ৪০ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আগামী বর্ষে বর্ত্তমান বর্ষ অপেক্ষা প্রায় ৬ কোটি টাকা বেশী ব্যয় করা হইবে।

সৎকর্ম্মে দান।

আগামী বর্ষে শিক্ষার জন্য ১ কোটি টাকা দান করা হইবে। এই এক কোটি টাকার মধ্যে বড় বড় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টকে ৮৫ লক্ষ, ভারত গবর্ণমেণ্টকে ৭ লক্ষ দেওয়া হইবে, ৮ লক্ষ ভারত গবর্ণমেণ্টের হস্তে মজুত থাকিবে।

কৃষির জন্য ১০ লক্ষ ও চিকিৎসার জন্য ১০ লক্ষ মঞ্জুর করা হইবে। এই ২০ লক্ষের মধ্যে ১৫॥০ লক্ষ বড় প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে ভাগ করিয়া দেওয়া হইবে।

রেলওয়ে।

১৯০৯—১০ সাল হইতে ১৯১১—১২ সাল পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর বার কোটি টাকাও রেলওয়ের জন্য ব্যয় করা হইত না। বর্ত্তমান বর্ষে ১৩॥ কোটি টাকা ব্যয় করার প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পনর কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। আগামী বর্ষে রেলওয়ের জন্য আঠার কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইবে।

রেলওয়ে গবর্ণমেণ্টের একটা বৃহৎ লাভের পথ। বর্ত্তমান বর্ষে রেলওয়ে হইতে শতকরা ৫·৮৯ টাকা লাভ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট শত করা ৪ টাকা হারে টাকা ধার করিয়া রেলওয়ে করিতেছেন, সুতরাং প্রতি শতে ১৮৯ টাকা লাভ থাকিতেছে। রাজস্বমন্ত্রী বলিয়াছেন, যে রেলওয়েতে লাভের সম্ভাবনা, কেবল তাহাই নির্ম্মাণ করা উচিত। নতুবা রেলওয়ের লাভ লোকসানে পরিণত হইবে।

খাল ও বাঁধ।

১৯১২ সালের ৩১এ মার্চ্চের মধ্যে ছোট বড় ৫৮,৫৩৪ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইয়াছিল। বর্ত্তমান বর্ষের শেষ পর্য্যন্ত ৫৯০০০ মাইল দীর্ঘ খাল কাটা হইবে। এই খালের দ্বারা ১৪৭০ লক্ষ বিঘা জমি কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত করা হইয়াছে। খাল হইতে শত করা ৮·৮১ টাকা লাভ হইতেছে।

অপার চেনাব খাল ১৯১২ সালের ১২ই এপ্রেল খোলা হইয়াছে। লোয়ার বারি দোয়ার খাল আগামী এপ্রিল মাসে খোলা হইবে। ১৯১৪ সালের শরৎকালে অপার ঝিলম খাল খোলা হইতে পারে। ১৯১৪ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে অপার সোয়াট নদীর খাল খনন শেষ হইবে। সক্কর ও রোহি খাল মঞ্জুর করাইবার জন্য ভারত সচিবের নিকট পত্র লেখা হইয়াছে। কাবেরী জলাধার ও সরদা গঙ্গা ও যমুনা খাল কাটার আয়োজন শেষ হইয়াছে, কিন্তু যে সকল দেশীয় রাজ্যের মধ্যে উহা নির্ম্মিত হইবে, তাহাদের সহিত অদ্যাপি বন্দোবস্ত ঠিক হয় নাই। এই বৎসর ভারত-সচিব নীরা নদীর খাল কাটিতে অনুমতি দিয়াছেন। নীরার খাল কাটিতে দুই কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

এতদ্ব্যতীত কৃষ্ণা নদীরও বাঁধ বাঁধিয়া গভীর জলাশয় সতলজ গোকা ও উপত্যকার খাল ও যমুনার বাঁধ নির্ম্মাণ করার প্রস্তাব হইয়াছে। ৮॥ কোটি ঘন ফুট জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে। এমন সুবৃহৎ জলাশয় জগতের আর কোথাও দেখা যাইবে না। গোকা খাল নির্ম্মাণ করিতে দুই কোটি, সতলজ খাল নির্ম্মাণে ৯ কোটি, যমুনা বাঁধ তৈয়ার করিতে ৫ কোটি টাকা খরচ হইবে।

ঋণ গ্রহণ।

১৯১৩—১৪ সালে আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হইবে। ট্যাক্স স্থাপন করিয়া আয় ব্যয়ের সমতা রক্ষা করা যাইত, কিন্তু তাহাতে লোকের মনে অসন্তোষ জন্মে। রাজমন্ত্রী ভারতবর্ষে ৩ কোটি টাকা ঋণ করিয়া ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

আমাদের মন্তব্য।

ভারত গবর্ণমেন্ট পঞ্জাব, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে খাল কাটিয়া অনুর্ব্বর ভূমি উর্ব্বরা করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্গের বহু নদ নদী থাকাতে বাঙ্গলা দেশে অনুর্ব্বর ভূমি নাই বলিলে বড় অত্যুক্তি করা হয় না। কিন্তু সেই নদ নদী ক্রমে মজিয়া যাইতেছে। আর কিছুদিন পরে জলাভাবে অনেক স্থান কৃষির অযোগ্য হইবে।. এখনই কি তাহার প্রতিকার করা উচিত নয়? বর্দ্ধমান, বীরভূম বাঁকুড়া জেলার অনেক স্থানে জলাভাবেই প্রতি বৎসরই শস্য মরিয়া যায়। গবর্ণমেণ্টের এদিকে দৃষ্টিপাত হইলে ভাল হয়।

HEALTH AND HYGENE.

স্বাস্থ্য বিষয়ক

বিবিধ সংগ্রহ।

আমেরিকার যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি সভার কোন সভ্য খাদ্যদ্রব্য বিশুদ্ধ রাখা সম্বন্ধে এক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, টিনে বন্ধ করা যে খাদ্যদ্রব্য বিদেশে চালান যায়, তাহা অত্যন্ত ঘৃণাকার-জনক অবস্থায় তৈয়ারী হয়। যাহারা যেই স্থানে কর্ম্ম করে, তাহারা নানা প্রকার রোগগ্রস্ত। তাহারা যেরূপ স্থানে কার্য্য করে, সে স্থানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা অসম্ভব। এই সকল স্থানে নানা প্রকার ফল ও শাক শব্জী টিনে বন্ধ করা হয়। মিস চেম্বারলেন নামক কোন মহিলা কর্ম্মচারীরূপে এই সকল স্থানে প্রবেশ করিয়া এই সকল তথ্য বাহির করিয়াছেন। যাঁহারা বিদেশের টিনে বন্ধ করা খাদ্যদ্রব্য পরিতোষরূপে ভক্ষণ করিতেছেন, তাঁহারা সাবধান হউন।

ঔষধ ব্যবহার করার পরও যে সকল ক্ষত সহজে ভাল হইতে চাহেনা, তাহা ডাঃ লাকেরিয়ের ও লুবিয়ের সাধারণ ইন্‌ক্যাণ্ডি-সেণ্ট ল্যাম্পের আলোকে ভাল করিয়াছেন। একটি ৩২, মোম বাতির আলোক সম্পন্ন ল্যাম্পের পশ্চাতে আলোক প্রতিফলিত করিবার জন্য একটি রিফ্লেক্টর বসাইয়া তাহার সম্মুখে ক্ষতস্থান প্রত্যহ ২০ হইতে ৩০ মিনিট পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হয়। তাহা হইলে ভাল হইয়া যায়।

বাঙ্গলার সূতিকাগার।

বাঙ্গলা দেশে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা কম নহে। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, বাঙ্গলাদেশের সূতিকাসমূহ যেরূপ অস্বাস্থ্যকর, তাহাতে এই সূতিকাগারই অনেক শিশুর মৃত্যুর কারণ। কলিকাতায় প্রতি বৎসর অনেক শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে এক বৎসরের তালিকা প্রদান করিলাম। প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে এই বৎসরে ইংরেজ শিশু ৫৮, ফিরিঙ্গি শিশু ৩০৬, হিন্দু শিশু ৩১৫ ও মুসলমান শিশু ৩১৩ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। হিন্দু মুসলমান ও ফিরিঙ্গির মধ্যে গড়ে প্রতি ৪ জনের মধ্যে এক জন শৈশবে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। ডাক্তার মেক্‌লয়েড বলিয়াছেন, কলিকাতায় যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদের শতকরা ৪৩টির মৃত্যুর কারণ ধনুষ্টঙ্কার। অপরিচ্ছন্ন সূতিকাগারের দূষিত বায়ুতে শিশুগণ এই রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। কুসংস্কারাপন্ন লোকে ইহাকে "পেচোয় পাওয়া" বলিয়া থাকে। ডাক্তার স্যাণ্ডার্স বলিয়াছেন, কলিকাতা ইডেন হাস্পাতালের একটী শিশুরও এই ধনুষ্টঙ্কার হইতে দেখা যায় না, কারণ সেখানে সর্ব্বদা মুক্ত বায়ু চলাচল করিতে পারে। এই ত গেল সহরের কথা। পল্লী গ্রামের অবস্থা আরও ভয়ানক। অনেক সময়ে গৃহ প্রাঙ্গণে তৃণ দ্বারা ক্ষুদ্র এক খানি কুটীর প্রস্তুত করা হয়। ইহার একটী মাত্র দ্বার, তাহাও দিন রাত বন্ধ রাখিবার ব্যবস্থা। এই ঘরে সারা-রাত্রি আগুণ জলে। বদ্ধ বায়ুতে ধাত্রী, শিশু ও প্রসূতিকে প্রায় এক মাস বাস করিতে হয়। কোন প্রসিদ্ধ ডাক্তার লিখিয়াছেন, "আমি যখন প্রথম ডাক্তারী ব্যবসা আরম্ভ করি, তখন একটী নবজাত শিশুকে দেখিবার জন্য কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারে গমন করি। জন্ম হইতেই শিশুটীর ক্রন্দনের বিরাম ছিল না। আষাঢ় মাস, খুব গরম পড়িয়াছে। আমি দেখিলাম যে, ঘরটিতে শিশুকে রাখা হইয়াছে, উহার দুয়ার জানালাগুলি বন্ধ। ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলিত আছে। শিশুটীর গাময় ঘামাচি হইয়াছে। পিপাসায় তাহার তালু বিশুষ্ক প্রায়। শিশুটি যে গরমের জন্য কাঁদিতেছে, এই সহজ কথা বুঝাইবার জন্য সে দিন আমাকে বিশেষ চেষ্টা পাইতে হইয়াছিল।" বাঙ্গলার শিশু মৃত্যু হ্রাস করিতে হইলে এই সকল সূতিকাগারের উন্নতি সাধন ও স্ত্রীলোকের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার করিতে হইবে। দেশের লোক ইহার জন্য যত্নবান হউন। সঞ্জীবনী।

Bleaching Powder as the substi tute for soap.

ডাক্তার জি, এফ্‌ সাচার বলেন যে যাহারা কল কারখানায় ধাতু সংশ্লিষ্ট কাজ করে অর্থাৎ যাহারা তামা, দস্তা, সিসা, পারা, আণ্টিমণি, আর্সেনিক, বিসমথ প্রভৃতি লইয়া নাড়া চাড়া করে, তাহারা প্রায় হাত ধুইতে সাবান ব্যবহার করে অথবা শুদ্ধ হাত ধুইয়া তামাক খায়, ও আহারাদি করিয়া থাকে, সেই জন্য এই সকল বিষাক্ত ধাতু কিয়ৎ পরিমাণে ক্রমে ক্রমে উদরসাৎ করিয়া বিষাক্ত হইয়া পড়ে এই অনিষ্ট নিবারণের জন্য সাবান অপেক্ষা "ব্লিচিং পাউডার" ব্যবহার করিয়া হস্ত ধৌত করিলে কোন অনিষ্টেরই সম্ভাবনা থাকে না। ব্লিচিং পাউডার ডাক্তার খানায়

ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। ইহা দ্বারা বস্ত্রাদি ধৌত করা হয়। ইহা দ্বারা সাবানও প্রস্তুত হয়। পরীক্ষা করিয়া স্থির হইয়াছে যে, ইহা বিষদোষ নষ্ট করিয়া চর্ম্মকে পরিষ্কার করে।

AGRICULTURAL NOTES.

কৃষি সংবাদ।

পাটের আবাদ।

পাটের আবাদ।—এবৎসর রাজসাহী জেলার অতিরিক্ত ত্রিশ হাজার বিঘা জমিতে অনেক চাষীই বিশেষ লাভ পাইয়াছে। আগামী বৎসর আবার ইহার অধিকও পাট হইবার সম্ভাবনা। রেলি ব্রাদার্স এবং ডেভিড কোম্পানি প্রভৃতি পাট-ব্যবসায়ীরা এখন হইতে রাজসাহী তালাইমারির বাজারের মাঠে স্থায়ী আফিস ও প্রেসমিল প্রভৃতি বসাইবার উদ্যোগ করিতেছেন।

তামাক চাষ।

ত্রিহুত-পুষার সরকারী কৃষিকলেজকর্ত্তৃপক্ষগণের তত্ত্বাবধানে স্থির হইয়াছে, বিহারে সিগারেট-তৈয়ারির উপযোগী উত্তম তামাক উৎপাদিত হইতে পারে। এ অঞ্চলের নীলকর সাহেবেরা এইরূপ তামাকচাষের বহুল প্রবর্ত্তন করিতে পারেন কিনা, এক্ষণে তাহারই পরীক্ষা ব্যবস্থা হইতেছে।

কমলালেবুর-চাষ।

ভারতবর্ষে ৯ হাজার বিঘা জমিতে কমলালেবুর চাষ হয়, কিন্তু কত কমলা জন্মে, তাহার হিসাব পাওয়া যায় না। আমেরিকার কালিফোর্ণিয়াতে ৪॥ লক্ষ বিঘাতে কমলালেবুর চাষ আছে। তথায় গত বৎসর ২৩৩ কোটী ৮০ লক্ষ ৬০ হাজার কমলালেবু জন্মিয়াছিল। এই কার্য্যে ১॥ লক্ষ লোক খাটিতেছে।

কালিফোর্ণিয়া ব্যতীত ইটালী, স্পেন, পালেষ্টাইন, জাপান কিউবা, জামেকাতেও অনেক কমলালেবু জন্মে।

আলুর বীজ রক্ষা করিবার উপায়।

পুসার কৃষিবিদ্যালয়ের প্রধান কীটতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত (Imperial Entomologist) অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল লেফরয় (Prof. Maxwell Lefroy) কৃষিবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী। তিনি সম্প্রতি ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি চলিয়া যাওয়ায় ভারতবর্ষ বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

তিনি উক্ত বিদ্যালয়ে আলুবীজকে কীটের বিষম আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অনেকগুলি পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে অনেক গুলিতে কৃতকার্য্য হইয়া উত্তম ফললাভ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে যে ক্রিয়াগুলি সহজ-সাধ্য তাহাই নিম্নে আলোচিত হইতেছে।

প্রত্যেকবারে পঁচিশ সের বাছা আলু পরীক্ষা আরম্ভ করা হইয়াছিল।

(১ম) পঁচিশ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই বা মাদুরের উপর ছড়াইয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল যে ৫ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুষ্ক হইয়াছে বলিয়া ওজনে আরও প্রায় ৫ সের কমিয়াছে। অবশিষ্ট ১৪ সের ১ ছটাক আলু উপযুক্ত সময়ে বপনের পর তাহা হইতে ৩ মণ চব্বিশ সের আলু উৎপন্ন হইয়াছে।

(২য়) পঁচিশ সের বীজ আলু বাছিয়া চাটাই এর উপর ন্যাপথালিন (Naphthalene) ও বালী দিয়া রাখা হইয়াছিল। ৩ মাস ১৫ দিবস পরে দেখা গেল ৩ সের নষ্ট হইয়াছে এবং শুখাইয়া গিয়া ১৫ সের ৮ ছটাক অবশিষ্ট আছে। বপনের পর তাহা তাহা হইতে ৫ মণ বাইশ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩য়) পঁচিশ সের বীজ আলু চাটাই বা মাদুরের উপর কাঠকয়লা বিছাইয়া রাখা হইয়াছিল, ৩ মাস পনর দিবস পরে দেখা গেল যে তিন সের দুই ছটাক নষ্ট হইয়াছে এবং শুখাইয়া গিয়া তের সের বার ছটাক অবশিষ্ট আছে, বপনের পর তাহা হইতে তিন মণ ছত্রিশ সের উৎপন্ন হইয়াছে।

ইহা ব্যতীত তিনি অনেক স্থানে অনেক প্রকার পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা সহজসাধ্য ও অধিক ফলদায়ক উপায় গুলিই বর্ণিত হইল।

যাঁহারা আলুর চাষ করিয়া থাকেন ও যাঁহাদিগকে কীটের উৎপীড়নে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়, তাঁহারা সকলেই উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই সুফল লাভ করিবেন।

মানবজীবনে বায়স্কোপের কার্য্যকারিতা।

বেলগ্রেডস্থিত আমেরিকান রাজদূত রিপোর্টে প্রচার করিয়াছেন যে, উক্ত নগরের যুবকগণ আমেরিকার আদব কায়দা ও পোষাক পরিচ্ছদের বড়ই পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছে। স্থানীয় দোকানসমূহে আমেরিকার টুপী, জুতা এবং পোষাক পরিচ্ছদের অত্যন্ত বিক্রয়াধিক্য হইয়াছে; এমন কি তাহারা আমেরিকার লোকের ন্যায় কেশেরও বিন্যাস আরম্ভ করিয়াছেন। এরূপ হইবার একমাত্র কারণ এই যে, বর্ত্তমানে যাবতীয় বায়স্কোপ চিত্র প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার সমস্তই আমেরিকায় প্রস্তুত হইয়াছে। ইহা হইতে আমরাও একটি বিষয় শিক্ষা করিতে পারি। যদি আমাদের দেশের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিদেশের কৃষি বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ের বায়স্কোপ ফিল্ম এ দেশে আমদানি করিয়া জনসাধারণ এবং কৃষিকুলকে চিত্র প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে আমাদের কৃষকগণ অনায়াসে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে পারে।

গবর্ণমেণ্ট ও মুর্গী।

গবর্ণমেণ্ট ঢাকায় মুর্গি পোষার ব্যবস্থা

করিবেন। এই কার্য্যের জন্ত ৬০০ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

জলকষ্ট নিবারণের জন্য গবর্ণমেণ্টের অর্থ দান।

পল্লীগ্রামের জলকষ্ট নিবারণের জন্ত বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্ট বঙ্গদেশের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড সমূহের হস্তে নিম্নলিখিত অর্থ দান করিয়াছেন:—বর্দ্ধমান তিন হাজার; বীরভূম দুই হাজার তেইশ; বাঁকুড়া এক হাজার দুই শত আঠানব্বুই; মেদিনীপুর এক হাজার ছয় শত উনয়াশি; হুগলী এক হাজার ৮ শত আঠার হাওড়া এক হাজার এগার; চব্বিশ পরগণা দুই হাজার নয় শত সাতানব্বুই; নদীয়া দুই হাজার নয় শত তেত্রিশ; মুর্শীদাবাদ ১,৯৫৫; যশোহর তিন শত ছাব্বিশ; খুলনা দুই হাজার আট শত আটত্রিশ; ঢাকা ৩,০০০; ময়মনসিংহ ৩,০০০; ফরিদপুর ৩,০০০; বাখরগঞ্জ দুই হাজার নয় শত আঠার; চট্টগ্রাম ১,৬৩; ত্রিপুরা ১০৪, নোয়াখালী ৩,০০০; রাজসাহী ৩,০০০; দিনাজপুর ১,৭৭৫; জলপাইগুড়ী ১,৮১৯; রংপুর ৪৩০; বগুড়া ৪১৫; পাবনা এক হাজার এক শত একুশ; মালদহ এক হাজার একানব্বুই টাকা গবর্ণমেণ্ট মোটের উপর ৪৮,০০৪ টাকা দান করিয়াছেন।

বাঙ্গলায় পাটের চাষ।—আগামী শরৎকালে যে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন হইতেই তাহার জন্ত টাকা দাদন করা হইতেছে। অনেকে ১০৸৹ পর্য্যন্ত মণ দিতে স্বীকার করিয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু পাটের মূল্য ৫৸৹ টাকার অধিক উঠে নাই। পাটের চাষে কৃষকের হস্তে নগদ টাকা আসিতেছে।

ধনের সদ্ব্যবহার।

আমেরিকা যুক্তপ্রদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবের কর্ণেল এষ্টর ট্যাইট্যানিক জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইয়াছেন। বিগত নবেম্বর মাসে কর্ণেল এষ্টরের জ্যেষ্ঠপুত্র মিঃ ভিন্‌সেণ্ট এষ্টর সাবালক হইয়াছেন। ইহার বিত্তের মূল্য বাইশ কোটি ৫০ লক্ষ হইতে ৩০ কোটি কিম্বা তাহার কিছু কম হইবে। ইনি স্থির করিয়াছেন, এই বিপুল সম্পদ তিনি কৃষি-কার্য্যের উন্নতির জন্ত ব্যয় করিবেন। মিঃ এষ্টর বলিয়াছেন, "হাঁ, আমি কৃষি কার্য্যের উন্নতি সাধন করিব। রাইণ বেকে আমার বিশ হাজার বিঘা জমি আছে। আমার পিতা ইহার কিছুই উন্নতি করেন নাই। আমি এখানে কৃষি সম্বন্ধে সর্ব্ববিধ পরীক্ষা করিব এবং জগতে সেই সকল পরীক্ষার ফলাফল প্রচার করিব। বিখ্যাত কৃষিতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এই আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিবেন। মিঃ এষ্টর উপযুক্ত আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার অর্থের দ্বারা সমগ্র জগতের মঙ্গলসাধন করিতে চান, জগতের ধনকুবেরগণ এই যুবকের নিকট শিক্ষালাভ করুন। এ দেশের ধনকুবেরগণ কখন স্বপ্নেও এমন কথা চিন্তাতেই আনিতে পারিবেন না। আমরা বুঝি, গাড়ী ঘোড়া, মটর ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘোড়া পোকা।

বঙ্গীয় কৃষিবিভাগ ঘোড়া সম্বন্ধে এক পত্র মুদ্রিত করিয়া তাহা প্রকাশার্থ আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এই পোকা পাটের পরম শত্রু; এই পোকার বিবিধ নাম যথা:—ডাকরা, তিরিং, ছাতা পোকা বা বাগদি পোকা। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে এই পোকা পাটের অঙ্কুর বা তাহার ডগা খাইয়া ফেলে। এক একটা স্ত্রী পোকা পাট গাছের পাতার নিম্নপৃষ্ঠে রাত্রিকালে এক শত হইতে দুই শত ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ক্ষুদ্র, গোলাকার দেখিতে ক্ষুদ্র এক ফোঁটা জলের মত। দুই তিন দিন পরে এই ডিম হইতে ক্ষুদ্র সবুজ বর্ণ পোকা বাহির হয়, সেই পোকা পাটের কচি পাতা খাইয়া ফেলে। পনের দিনে এই পোকা দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। তখন ইহা মাটীর নিচে প্রবেশ করে এবং গুটিতে পরিণত হয়। প্রায় এক সপ্তাহ পরে পোকা বাহির হয়। পাট কাটা শেষ হইয়া গেলে ইহা মাটীর নিচে যাইয়া থাকে এবং পর বৎসর পাটের সময় আবার বাহির হয়। এই পোকা অন্ত কোন শস্ত খায় না।

ইহা ধরিয়া মারিয়া ফেলা অপেক্ষা ইহা নষ্ট করার আর কোন প্রকৃষ্ট পন্থা এ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। পাট গাছে এই পোকা হইলে লম্বা দড়ি কেরোসিন তৈলে ভিজাইয়া দুই জন তাহার দুই পার্শ্ব ধরিয়া গাছের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া গেলে, পাটপাতায় কেরোসিন তৈল লাগিবে। বিস্বাদ প্রযুক্ত পোকায় পাতা খাইবে না। পোকা মারিবার এক উপায় এই যে পাট কাটার পরেই জমি চাষ করিলে পোকাগুলি মাটির উপর উঠিবে। তখন পাখীরা আসিয়া ইহা খাইয়া ফেলিবে।

সমালোচনা।

হাকিম—ইউনানী হাকিমি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক মাসিক পত্র বার্ষিক মূল্য এক টাকা প্রত্যেক সংখ্যা ৵৹ আনা মাত্র। ১১৪।১১৫ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটস্থ ইউনানী মেডিক্যালহল হইতে হাকিম মসিহর রহমান কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রথম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা। ডাক্তারী এবং কবিরাজীর ন্যায় রোগ বিশেষে হাকিমি চিকিৎসাও একটী উৎকৃষ্ট চিকিৎসা, এমনও দেখা গিয়াছে। আলোচনার অভাবে হাকিমি চিকিৎসা জনসমাজে এখন অনেকটা অপ্রসিদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। "হাকিম" সেই নষ্ট প্রায় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের জন্ত বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আলোচ্য সংখ্যায় ইউনানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, দ্রব্যগুণ, ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী, রোগের লক্ষণ, সহজসাধ্য মুষ্টিযোগ প্রভৃতি সুন্দর এবং সরল

বাঙ্গালার "হাকিমি" আলোচিত হইতেছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই নব সহযোগীর উন্নতি এবং দীর্ঘজীবন কামনা করি। যেরূপ নিয়মিত এবং সুন্দরভাবে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক-সম্পাদক দ্বারা "হাকিম" পরিচালিত, তাহাতে বঙ্গদেশের হিন্দু এবং মুসলমানের সমান শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইবেন।

তথ্য।

বঙ্গে শিক্ষার ব্যয়।

১৯১২—১৩ সালে শিক্ষার জন্য ৭৮,৪৫,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাব অনুসারে ৭৬,৬৯,০০০ টাকা ব্যয় হইবে; কিন্তু ১৯১৩—১৪ সালে ১,৩৪,৮৮০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

যুদ্ধক্ষেত্রে পিতা পুত্র।

তুরস্কের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে এপিরাস নামে একটী ক্ষুদ্র জেলা আছে। এইখানে যখন প্রবল যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন গ্রীক সেনাপতির পুত্র এক সৈন্যদলের অধিনায়ক স্বরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। যুবকের নাম লেপ্টেনাণ্ট কেলারিস। একদিন রাত্রিকালে খুব বড় রকমের যুদ্ধ হইবে—কিন্তু যুবক জ্বরে শয্যাশায়ী। তিনি বলিলেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিব। কেহই যুবককে বাধা প্রদান করিতে পারিল না। সেই রাত্রিতে শত্রুপক্ষের এক গুলির আঘাতে যুবকের মৃত্যু হয়। পর দিবস প্রাতঃকালে সেনাপতি যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে তাহাকে সেই শোচনীয় সংবাদ প্রদান করা হইল। সেনাপতি অবিচলিতচিত্তে পুত্রের মৃতদেহ অবলোকন করিয়া তাহার কপোলে চুম্বন করিয়া বলিলেন, "আজ তোমার পিতা বলিয়া আমার হৃদয় দুঃখে পীড়িত হইলেও, সেনাপতি স্বরূপে তোমার জন্য গৌরব অনুভব করিতেছি। লেপ্টেনাণ্ট কেলারিস, তোমার কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে, এখন শান্তি লাভ কর"। ইহার পর পিতা পুত্রের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক যুদ্ধক্ষেত্রের অভিমুখে অশ্ব পরিচালনা করিলেন।

জাপানে ডুবুরি রমণী।

জাপানের অসংখ্য রমণী ডুবুরির কার্য্য করিয়া থাকে। ১৩ বৎসর বয়স হইতে তাহারা এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং বৎসরের সমস্ত সময়েই হাঙ্গর, কুম্ভীর সমন্বিত সমুদ্র গর্ভ হইতে শুক্তি উত্তোলন করিয়া সাহসের পরিচয় প্রদান করে। দুর্দ্দান্ত জলজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হইলে ইহারা প্রবল বিক্রমে তীক্ষ্ণধার অস্ত্রের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। অনেক প্রসিদ্ধ ডুবুরী রমণীর গাত্রে এই সকল ভীষণ জন্তুর আক্রমণের চিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জাপানের রমণীগণ এই কার্য্যে পুরুষের অপেক্ষাও অধিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে।

তুরস্কনারীর স্বদেশ-প্রেম।

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী কনষ্টাণ্টিনোপলে নারীদের এক মহাসভা হইয়াছিল। স্বদেশ রক্ষার জন্য নারীগণ কি করিতে পারেন, তাহা নির্দ্ধারণ করাই সভার উদ্দেশ্য ছিল। নারীগণ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সকলকে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন। নারীগণ দেশের দুর্দ্দিনে অতি সামান্য বেশে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাহাদের গাত্রে যে যৎসামান্য অলঙ্কার ছিল, সকলেই তাহা স্বদেশের রক্ষার জন্য দান করিয়াছিলেন। তাহা বিক্রয় করিয়া ২০ হাজার টাকা হইয়াছে। নারীগণ তাঁহাদের যথা সর্ব্বস্ব দান করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

নারীগণ সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়াছেন। তাঁহারা সৈন্যদিগকে লিখিয়াছেন, "যদি তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া আইস, তবে আমিও নারীদের দেহ পদতলে দলন না করিয়া কখনও আপনাদের বাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। নারীগণ তাঁহাদের স্বদেশ, ধর্ম্ম ইজ্জতের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছেন, পুরুষগণ কি রণক্ষেত্র হইতে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিবে?"

রমণী ও জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়।

জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ে রমণী ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সম্প্রতি ২,৯৫৮ জন ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকাভুক্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রুসিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে ১,০৬২, তিনটি ব্যাভেরিয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ২৭৯, দুইটি ব্যাডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ৪১৭ এবং অবশিষ্ট ৩০০ সমগ্র জারমান দেশে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইহাদের মধ্যে ২,৫০০০ রমণী বিশুদ্ধ জর্ম্মান বংশসম্ভূতা। ২,৯৫৮ জন ছাত্রীর মধ্যে ১,৬৩৫ জন সাহিত্য এবং ইতিহাস, ৫৩০ গণিত এবং প্রকৃতি বিজ্ঞান, ৬০৫ জন চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩৯ জন আইন বিদ্যা, ২৮ জন দন্ত বিজ্ঞান ৭ জন ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী এবং ১১ জন ধর্ম্মনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন করিতেছেন।

বাঙ্গলা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষার জন্য ব্যয়।

বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বর্ত্তমান বর্ষে নিম্নশিক্ষার জন্য অতিরিক্ত ২৫ হাজার, সাহায্যকৃত ইংরেজী স্কুলের জন্য বার্ষিক ১,৫০,০০০, দরিদ্র ইউরেশীয়ানদের জন্য বার্ষিক ৪০০০০, কাল

[কলি]কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৬৫০০০, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বার্ষিক ৪৫০০০, কলিকাতা ও ঢাকার বাহির ছাত্রাবাস নির্ম্মাণের জন্য একদা ৪ লক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একদা ৪ লক্ষ, কলিকাতার ছাত্রাবাসের জন্য একদা ১০ লক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একদা ১০ লক্ষ, ভারতগবর্ণমেণ্ট হইতে শিক্ষার জন্য প্রাপ্ত একদা ৭৫ লক্ষ, ভারত গবর্ণমেণ্টের প্রদত্ত স্বাস্থ্যের জন্য একদা ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিবেন।

HOME INDUSTRIES.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

WATFR-PROOF-SOLUTION.

জল সহনশীল আরক।

ইহা কোন দ্রব্যে মাখাইয়া দিলে সহসা তাহাতে জল ধরে না, চামড়ার জিনিস, কাপড় ইহাদ্বারা "ওয়াটার প্রুফ" করিতে পারা যায়।

প্রস্তুত প্রণালী।

(১ম প্রকার)

ইণ্ডিয়া রবার, ফুটন্ত মসিনা তৈল, এই দুইটি দ্রব্য এইরূপ আরক প্রস্তুতে আবশ্যক হইবে। প্রথমে রবার গুলিতে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া খুব সূক্ষ্ম হইলেও ক্ষতি নাই, এইরূপে কাটিয়া লইতে হইবে। তাহার পর এই রবারগুলির ১ আউন্স আন্দাজ ওজন করিয়া লইয়া ১ পাইন্‌ট্ মসিনার তৈলতে দিয়া ফুটাইয়া গলাইয়া ফেলিতে হইবে। তাহার পর ইহাতে আর ১ পাইন্‌ট্ ফুটন্ত তৈল ঢালিয়া দিয়া খুব ঘন ঘন নাড়িয়া মিশাইতে হইবে। যখন শীতল হইবে, তখন ব্যবহারোপযোগী হইবে।

(২য় প্রকার)

মৌচাকের মোম ২ আউন্স
হলদে রজের রজন ৩ আউন্স

১ পাইন্ট ফুটন্ত তৈলে গলাইয়া ফেলিলেই শীতল হইলে ব্যবহারোপযোগী হইবে।

৩য় প্রকার।

শ্বেত মোম	১ আউন্স
স্পারমাসেটী	১ আউন্স
ভেড়ার চর্ব্বী	৪ আউন্স

১ পাইন্‌ট্ অলিভ বা হুইট অয়েলে গালাইয়া ফেলিলেই প্রস্তুত হইবে।

ব্যবহার বিধি:—এই সলুইসনগুলি যে জিনিসে লাগাইয়া ওয়াটার প্রুফ করিতে হইবে, তাহাকে সামান্য উত্তপ্ত করিয়া লাগাইতে হইবে, তাহার পর বাতাসে শুষ্ক হইলে আর ইহার উপর জল লাগিবে না।

WATERPROOFING FISHING LINES.

মাছধরা সূতাকে ওয়াটার প্রুফ করিবার উপায়।

মাছধরা সুতা ক্রমাগত জলে ভিজিয়া পচিয়া যায়, কিন্তু ইহাকে ওয়াটার প্রুফ করিতে পারিলে সহজে ইহাতে জল ধরে না, সুতরাং পচিয়া যায় না।

প্রস্তুত প্রণালী।

ফুটন্ত মসিনা তৈল	২ ভাগ
গোল্ড্ সাইজ	১ ভাগ

ফুটাইয়া একত্র মিশিয়া যাইলেই মাছ ধরা সূতাতে ফ্লানেল দ্বারা লাগাইয়া বাতাসে রাখিলেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। গোল্ড্ সাইজটা কি? তাহা বলিতেছি,—

লিন্‌সিড্ বা মসিনা তৈল	আধ পাউণ্ড
গম্ এনিমি	৩ আউন্স

গম্ এনিমিকে সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিয়া তৈলের সহিত ফুটাইয়া খুব ঘন করিতে হইবে এবং আল্‌কাতরা অপেক্ষাও ঘন হইবে। তাহার পর মোটা কাপড়ে ছাঁকিয়া লইয়া ইহাতে সিন্দুর দিয়া ঘুঁটিয়া ঘন করিয়া রাখিয়া দিতে হইবে, ইহাকে তরল করিতে হইলে টারপিন তৈল সংযোগ করিলেই তরল হইয়া তুলিতে ভাল সরিবে। ইহার নাম "গোল্ড্ সাইজ্" সম্ভবতঃ গম্ এনিমি (Gum Animi) রং ঔষধওয়ালার দোকানে পাওয়া যাইতে পারে। Gold Size বিক্রয় হয়, পাওয়া যাইতে পারে।

জাপানিজ গোলড্ সাইজ।

ফুটন্ত তৈল	৩ কোয়ার্টস্
লিথার্জ্জ	১ পাউণ্ড
গম্ শেল্‌লাক	১ পাউণ্ড

একত্রে সমস্তগুলি গলাইয়া ফেলিয়া অগ্নির উত্তাপ হইতে নামাইয়া ইহাতে ১ কোয়ার্ট টারপিন তৈল দিয়া ছাঁকিয়া বোতলে পুরিয়া রাখিতে হয়।

Business Terms.

Teacher and pupil.

বর্ত্তমান সময়ের যাবতীয় কার্য্যই প্রায় ইংরাজী নিয়মে পরিচালিত, কাজের লোকে ব্যবসায় বাণিজ্য সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা হইয়াছে, কিন্তু ব্যবসায় প্রথম শিক্ষার্থীর জন্য কতকগুলি ব্যবসা বাণিজ্য সম্বন্ধীয় Terms অর্থাৎ চলিত কথা শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। যাঁহারা ব্যবসায়ে অথবা ব্যব-

সারীর কার্য্যে নিয়োজিত আছেন, তাঁহারা সম্ভবতঃ অনেক কথাই জানেন, কিন্তু যাঁহারা প্রথম শিক্ষার্থী তাঁহাদের ব্যবসায় সম্বন্ধীয় সচরাচর চলিত কথা জানা আবশ্যক, নচেৎ তাঁহারা কোন বিদেশী ব্যবসায়ীর সঙ্গে কোন কাজ কর্ম্ম করিতেই পারিবেন না। সেই জন্ত ক্রমে ক্রমে শিক্ষক এবং ছাত্রর কথোপকথনচ্ছলে কতকগুলি বিশেষঃ প্রচলিত বিষয় শিক্ষা দিবার প্রয়াস পাইলাম। যে সময়টুকু ইহাতে নিয়োজিত করিলাম, সম্ভবতঃ তাহা পাঠকগণের বিরক্তিকর হইবে না।

শিক্ষক এবং ছাত্র।

ছাত্র। স্যার "Acceptance" কাহাকে বলে।

শিক্ষক। কোন বিল্, অথবা ড্রাফ্‌ট্ বা চেক কাহাকেও দিলে, তাহার টাকা চুকাইয়া দিতে স্বীকার করিলে Acceptance বলা হয়। অর্থাৎ কাহার নিকট প্রাপ্য টাকার বিল করিলাম, তিনি তাহার কোন প্রতিবাদ না করিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, এইস্থলে এই স্বীকারকে Acceptance বলা হয় বুঝেছ!

ছাত্র। আজ্ঞা হাঁ। "Account" কাহাকে বলে?

শিক্ষক। Account অর্থাৎ হিসাব—দেনা পাওনার হিসাব নিকাশের কাগজ পত্রকে "আকাউন্ট্" বলে।

ছাত্র। Current account কাহাকে বলে।

শিক্ষক। Current account বলে ক্রমিক হিসাব নিকাশের কাগজ পত্র।

ছাত্র। ভাল বুঝিতে পারিলাম না।

শিক্ষক। কোন একটা হিসাবে আগা গোড়া দেনা পাওনা লাভ ও ক্ষতির হিসাব নিকাশ দেখান। ইহাকে কারেন্ট আকাউন্ট বলে।

ছাত্র। আচ্ছা Aquittance কাহাকে বলে?

শিক্ষক। হাঁ একথাটা প্রায়ই শুনা যায়। কেহ কাহারও প্রাপ্য টাকা শোধ করিলে সেই ব্যক্তি দেনাদারকে যে লিখিত ছাড় পত্র বা রসিদ দিয়া দায়ীত্ব হইতে মুক্ত করে, তাহাকে আ্যাকুইটান্‌স্ বলা হয়।

ছাত্র। Advance কাহাকে বলে?

শিক্ষক। অগ্রিম দাদন, কোন জিনিস ডেলিভারি দেওয়ার পূর্ব্বে যে টাকাটা কারিকর বা কোন ব্যবসায়ীকে দেওয়া হয়। তাহাকে আড্‌ভান্‌স্ বা অগ্রিম দাদন বলা হয়।

(ক্রমশঃ)

সৎপ্রসঙ্গ।

জীবনের অন্ধকারময় ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গন করিতে বাসনা থাকিলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব এবং সাহসের আবশ্যক হয়। সাহসী বীর ব্যতীত কেহ ভবিষ্যতের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া সাফল্য—যাহাকে বলে "সিদ্ধি" সেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

কবি লংফেলো সেই জন্য বলিয়াছেন—

Go forth to meet the shadowy future without fear, and with a manly heart."

ব্যবসায় হউক, বাণিজ্য হোক, ধর্ম্ম হউক, কর্ম্ম হউক, ভবিষ্যৎ বড় অন্ধকারময় ভাবিয়া ভগ্নোৎসাহী হইলে সিদ্ধিলাভ হয় না, সাধনাতেই বসিতে পারে না, তা' সিদ্ধি ত দূরের কথা।

Dickenson একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক, অবশ্য বিলাসপ্রিয় স্বজাতিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন,—

It is too common with all of us but it is specially in the nature of a mean mind to be overawed by fine clothes and fine furnitures.

অর্থাৎ ইহা প্রায় আমাদের মধ্যে এবং বিশেষরূপে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি লোকের মধ্যে সৌখীন পোষাক পরিচ্ছদ এবং সৌখীন আসবাব্ পত্রে সচরাচর আসক্তি অধিক। অর্থাৎ বিলাসিতা প্রবৃত্তি বেশী। আমাদের মধ্যেও ক্রমে এই রোগ সংক্রামিক হইতেছে ইহা সকলেই দেখিতেছেন, কিন্তু কর্ম্মী ইংরাজের ভদ্রলোক বিলাসিতার পক্ষপাতী নহেন।

"No man should marry till he can listen to a baby crying in the next room and not feel like breaking the furniture".

"পার্শ্বের কামরায় ঠিক তৈজসপত্র ভাঙ্গার মত ছেলের কান্না সহিবার যার ক্ষমতা নাই, তার বিবাহ করা উচিত নয়।"

আব্রাহাম লিন্‌কলন:—ইনি আমেরিকার জনৈক জগদ্বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে, বাগ্মীতা একটা মহাশক্তি—বক্তৃতায় জাতিকে কর্ম্মে প্রবৃত্তি দেয়, মানবকে সাহসী করে—এই বাগ্মীতাই রোমের ধ্বংসের কারণ, এই বাগ্মীতাই জগতে খ্রীষ্টধর্ম্মকে আজও জীবিত রাখিয়াছে"।

"Oratory is the great power that moves nation to do and dare, it was oratory that wrecked Rome and make Christianity live.

A. Lincoln.

র্জ্জ ম্যাকডোনাল্ড্ ক্ষুদ্র স্কচ্ বালক যখন তাহার পাদুকা স্কন্ধে করিয়া পার্ব্বত্য পথ অতিক্রম করিতেছিল, সেই সময় বলিয়াছিল যে,—

to have what we desire that is riches, but to be able to do without it that is power—

'মানুষ যাহা পাইবার বাসনা করে' তখনি তাহা পায়, এটা হ'লো ধনের কাজ, মানুষের কোন ক্ষমতার পরিচায়ক নহে, কিন্তু ধনের অভাবে যাহা ইচ্ছা তাহাই পাইব, এইরূপ করিতে পারারই নাম "ক্ষমতা" প্রচুর অর্থ থাকিলে ত সমস্তই পাওয়াই যায়, কিন্তু অর্থের অভাবে কোন কাজ করিয়া বাসনা পূর্ণ করাইত বাহাদুরী" বলা বাহুল্য, এই বালক প্রকৃতই অতি দীনতার মধ্য হইতেও তাহার এই ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আমেরিকানগণ বলেন ঃ—

Have a plan and stick to it একটা মতলব স্থির করিয়া সহিষ্ণুতার সহিত তাহাতেই লাগিয়া থাক দেখি, সিদ্ধ মনস্কাম হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য ; কিন্তু অনেকে ধৈর্য্য রক্ষা করিতে পারে না—চঞ্চল অসহিষ্ণু, ফল ধরিবার আগে হতাশ হইয়া বৃক্ষ কাটিয়া ফেলে শেষে যোগভ্রষ্ট তপস্বীর ন্যায় ধ্বংসমুখে পতিত হয়। অতএব মতলব পরিবর্ত্তন করাও সাংঘাতিক ; কিছুতেই কোন কাজেই সে সফলতা লাভ করিতে পারে না।

রেলওয়ের জন্য গবর্ণমেণ্ট অনেক টাকা ব্যয় করিতেছেন। পূর্ব্ব বাঙ্গলা কি তাহার অংশ পাইতে পারে না? ভৈরব—নেত্রকণা—ময়মনসিংহ রেলওয়ে, ময়মনসিংহ হইতে টাঙ্গাইলের মধ্য দিয়া গোয়ালন্দের অপর পার পর্য্যন্ত রেলওয়ে ঢাকা হইতে গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত রেলওয়ে, সারাঘাট হইতে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত রেলওয়ে, নাটোর হইতে রামপুর বোয়ালিয়া পর্য্যন্ত, কাঁথি রোড হইতে কাঁথির সমুদ্র তীর পর্য্যন্ত, দেওঘর হইতে দুমকা পর্য্যন্ত, হাজারিবাগ পর্য্যন্ত রেলওয়ে নির্ম্মাণ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নয়।

The first 4 Forms printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press, 71 Sankaritola Lane, Calcutta.

বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারক

জর্জ্জ ষ্টীফেনসন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর)

খনির আলোক প্রস্তুত হইলে জর্জ্জ ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত উদ্বিগ্ন হইলেন এবং দুই জন সঙ্গী সমভিব্যাহারে খনির ভিতর উপস্থিত হইলেন এবং তদীয় পুত্র রবার্ট উপস্থিত হইলে খনির যে স্থানে অধিক পরিমাণে দূষিত বায়ু একত্রিত হয়, তথায় ঐ আলোকটী স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইলেন। যখন জর্জ্জ আলোক হস্তে অসীম সাহসিকতার সহিত ঐ বায়ুর প্রতিকূলে অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার অনুচরবর্গ ও সঙ্গীগণ আসন্ন বিপদ মনে করিয়া হতবুদ্ধি হইয়া কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু জর্জ্জ নির্দ্ধারিত স্থানে আলোকটী সন্নিবেশিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ পরে দেখিলেন যে, বায়ুমণ্ডলী স্তূপাকৃতি ভাবে আলোকের মধ্যে একত্রীভূত হইতেছে এবং বাষ্পের আধিক্যে আলোকটী ক্ষণিক উজ্জ্বল ও ক্ষণিক নিষ্প্রভ হইতেছে। তিনি বিবেচনা করিলেন, বুঝি এই-বার আলোকটী ভগ্ন হইয়া সকলের জীবন নাশ করিবে, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ পুঞ্জিভূত বাষ্পসমূহ আলোকের উপরদেশ দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতে লাগিল, জর্জ্জ বলিয়া উঠিলেন, এই বার ঠিক হইয়াছে। তখন তাঁহার সঙ্গীগণ অগ্রসর হইয়া দেখিল যে, প্রকৃতই ঐ আলোক বায়ুর প্রতিকূলতাচরণ করিয়া আর বাষ্পের উদ্ভাবন বা ধূমউদ্গীরণ করিতেছে না। তখন সকলে জর্জ্জের বুদ্ধিমত্তা ও অদ্ভুত বিচক্ষণতা দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ জর্জ্জ গবর্ণমেণ্ট হইতে পুরস্কার লাভ করিতে পারিলেন না। কারণ সেই সময়ে Royal Societyর সভাপতি বিখ্যাত বিজ্ঞান-বিদ Sir. H.Davy ঐ রূপ একটী Safety lamp নির্ম্মাণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট হইতে ২০০০ পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিলেন। জর্জ্জের বন্ধুবর্গ এবং খনির কর্ম্মচারীগণ একটা বহু মূল্য ঘটীকাযন্ত্র কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ জর্জ্জকে দান করিলেন। এইরূপে খনির আলোক আবিষ্কারে অসংখ্য অসংখ্য প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইল।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, নিউক্যাসাল একটী বিখ্যাত কয়লার আকর ভূমি, কতক গুলি জাহাজ টাইন নদী দিয়া উক্ত প্রদেশ হইতে কয়লা বহন করতঃ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে প্রেরণ করিত। প্রথমে মনুষ্য কিম্বা গর্দ্দভ দ্বারা খনি হইতে কয়লা জাহাজে বোঝাই করা হইত, তৎপরে অশ্বযানের ব্যবহার হইয়াছিল। কিয়ৎদিন পরে Walt নামক বাষ্পীয় যান কারকের ছাত্র উইলিয়ম নামক জনৈক ব্যক্তি প্রথমে একটী শকট নির্ম্মাণ করেন, কিন্তু পথের অপ্রশস্ততা ও অসমতা প্রযুক্ত তিনি স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে ভগ্নমনোরথ হইয়াছিলেন। জর্জ্জ এই বিষয়ে বিস্তর চিন্তা করিয়া এবং যন্ত্রাদি ক্রয় করিয়া তাঁহার খনি হইতেই একটী বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করিতে কৃত সংকল্প হইয়া অক্লান্ত পরিশ্রমও চিন্তাশীল তারপর "My Lord" নামক প্রথম বাষ্পীয়শকট আবিষ্কার করিলেন এই বাষ্পীয় শকট ৩০ খানি মাল গাড়ীর উপযুক্ত মাল বোঝাই লইয়া ৮টী মাল গাড়ীসহ ঘণ্টায় ৪ মাইল করিয়া চলিতে লাগিল। কিয়ৎ দিন পরে জর্জ্জ উত্তম উত্তম যন্ত্রাদি সংগ্রহ করতঃ বাষ্পীয় শকট আবিষ্কার করিলেন এবং উত্তম রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হইলেন। প্রথমে রেলপথ ঢালালোহে নির্ম্মিত হইতে লাগিল বটে, ইহাতে বাষ্পীয় শকটের প্রভূত অনিষ্ট সাধন হইতে লাগিল দেখিয়া জর্জ্জ পিটা লোহের রেলপথ নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং ঐ পিটা লোহা যাহাতে সমতল ও মসৃণ হইতে পারে, তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বহু পরিশ্রমে এইরূপে জর্জ্জ লঘু, সমতল, রেলপথ প্রস্তুত করিলেন। এই সময়ে জর্জ্জ তাঁহার সহচরগণকে বলিয়াছিলেন, "Now my friends, I will tell

you that I think you will live to see the day, though I may not live so long, when Railways will come to supersede all other methods of conveyance in this country, when Railways will become the great highway. The time is coming, when it will be cheaper for a working man to travel on a Railway than to walk on foot. I know there are great difficulties, but what I have said will surely come to pass." ভবিষ্যতে জর্জ্জের এই বাক্য অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত হইয়াছে এই বাষ্পিয়যান আবিষ্কারের পর হইতে জনসাধারণের কি প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। ইংলণ্ডের উত্তরে ডার্লিংটন নামক প্রদেশে একজন ধনী এবং পরোপকারী ব্যক্তি বাস করিতেন, তিনি কতকগুলি কয়লার খনির অধ্যক্ষ এবং প্রভূত সঙ্গতিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি ডার্লিংটন হইতে ষ্টক্টন নামক স্থান পর্য্যন্ত প্রায় ১২মাইলের মধ্যে যাহাতে ঐ স্থানের বন্দর হইতে মাল পত্রাদি নির্ব্বিঘ্নে সরবরাহ করিতে পারা যায়, তজ্জন্য একটী ট্রামওয়ে স্থাপন করিবার মনস্থ করেন, কিন্তু ইহাতে ব্যবসায়ীগণ তাঁহাদের বিশেষ ক্ষতি বোধে সম্মত না হওয়ায় এবং ভূমির অধিকারীগণেরও অসম্মতিতে তিনি মনোগত অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে অসমর্থ হয়েন। কিয়দ্দিন পরে যখন কর্ত্তৃপক্ষ ঐ ট্রামওয়ে নির্ম্মাণের অনুমতি প্রদান করিলেন, তখন জর্জ্জ উড্ নামক জনৈক সহকারীকে সঙ্গে লইয়া ঘোটক ব্যতিত বাষ্পীয় যন্ত্রের সাহায্যে মাল-গাড়ী চালিত করিবার নিমিত্ত সেই ধনীলোকদিগের নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা জর্জ্জের বিশেষ পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড বেতনে জমি জরীপ করিবার ভার অর্পণ করিলেন। জর্জ্জ আগ্রহের সহিত এই দুরূহ শ্রমসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এবং তাঁহার পুত্র রবার্টকে সহকারীরূপে সঙ্গে লইয়া দিবারাত্র কঠোর পরিশ্রমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু অনাহারের এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের পর ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে মে তারিখে, জর্জ্জ মহা উৎসবের সহিত বাষ্পীয় ট্রাম চালিত করিলেন। এই বাষ্পীয় ট্রাম প্রথম চালিত হইবার দিন অসংখ্য অসংখ্য দর্শক মণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। নানাদেশ হইতে দলে দলে লোক আসিয়াছিল। প্রথম বাষ্পীয়যান তৎপরে ৬টী মালে পরিপূর্ণ মালগাড়ী তৎপরে অংশীদারগণের বসিবার গাড়ী তৎপরে ২১খানি আরোহী পরিপূর্ণ গাড়ী সর্ব্বশেষে কয়লায় পরিপূর্ণ ৬খানি গাড়ী এইরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৪ খানি লইয়া বাষ্পিয়যান প্রথম চালিত হয়। এই সময়ে বাষ্পিয়যান নির্ম্মাণ করিবার নিমিত্ত জর্জ্জ একটী Factory কারখানা করিবার মনস্থ করিলেন। তিনি সেফ্টীলাম্প নির্ম্মাণ করিয়া ১০০০পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিকট হইতে ১০০০ পাউণ্ড গ্রহণ করিয়া Newcastleএ একটী বৃহৎ Engine factory নির্ম্মাণ করিলেন এবং নূতন নূতন Engine প্রস্তত করিতে লাগিলেন। একমাস পরে 'experiment" নামক বাষ্পীয় যানের সাহায্য নিয়মিত রূপে passenger carriage চালিত হইতে লাগিল এবং ষ্টিফেনসন্ জগতে অদ্ভুত engineer বলিয়া বিখ্যাত এবং যশস্বী হইলেন।

মানচেষ্টার এবং লিভারপুল লণ্ডনের খুব নিকটে এবং দেশ দুইটী ইংলণ্ডের এর মধ্যে খুব বৃহৎ দেশ বলিয়া বিখ্যাত। Manchester তুলার ব্যবসার বিখ্যাত স্থান। ইহার পৃথিবীতে প্রায় সকল স্থানেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইস্থান ও Liverpool তুলা আমদানী করিবার স্থান হইতে তুলা প্রায় সকল দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। Manchester স্থলপথে Liverpool হইতে ৩৬শ মাইল এবং জলপথে প্রায় ৫০শ মাইল। কিন্তু তৎকালে স্থল পথে গমনাগমন করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য এবং ব্যয় সাপেক্ষ বিবেচনা করায় অধিকাংশ মাল পত্রাদি জলপথেই আমদানী ও রপ্তানি হইত। Canalএর অধ্যক্ষগণও দ্বিগুণ, ত্রিগুণ কখন বা চতুর্গুণ মূল্য লইয়া নৌকা বা জাহাজ যোগে মাল সরবরাহ করিত।

এইরূপে Liverpool হইতে Manchesterএ মাল কিম্বা তুলা প্রেরিত হইলে প্রায় পৌঁছিতে ২১ দিন লাগিত। তুলা ব্যবসায়ীগণ নানা উপায় নির্দ্ধারণ করিতে লাগিল এবং বহু গবেষণার পর কতকগুলি ভদ্র মহোদয়ের সাহায্যে, কত জমিদার, কৃষক, প্রজা ও জনপল্লিবাসি প্রভৃতির সহিত বহু বিবাদ বিসম্বাদের পর William James নামক জনৈক ভদ্রলোক জর্জ্জের সহিত পরামর্শ করিয়া বাষ্পীয় যান চালিত করিবার প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু বহু শত্রুমণ্ডলীর অসদ্ব্যবহারে ইঁহারা পদে পদে ভগ্ন মনোরথ হইতে লাগিলেন। কিন্তু ষ্টিফেনসন ইহাতেও নিরুৎসাহ না হইয়া বরং অধিক উদ্যমের সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন। এই সময়ে Joseph Sandar নামক জনৈক Liverpool বাসী ৩০০০০০ পাউণ্ড চাঁদা সংগ্রহ করিয়া ষ্টিফেন্‌সনের নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহার উদ্যম কর্ম্মদক্ষতা, ও অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে ঐ অভিলষিত রেলপথের Engineer পদে মনোনীত করিলেন। এইরূপে শীঘ্রই রেলপথ প্রস্তুত হইয়া গেল। কিন্তু পার্লামেণ্ট এই রেল পরিচালন বিষয়ে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন, অধিকন্তু তাঁহাকে উন্মাদ বিবেচনা করিয়া উন্মাদাশ্রমে পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জর্জ্জ ইহাতেও ভগ্ন মনোরম হইলেন না। কিয়দ্দিন অনেক তর্ক বিতর্কের পর পার্লামেণ্ট হতে দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, এই দরখাস্ত মঞ্জুর করিতেই প্রায় ২৭০০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছিল।

এক্ষণে ডাইরেক্টর দিগের প্রথম meeting এ একজন Engineer নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব চলিতে লাগিল এবং বহু প্রস্তাবের পর ষ্টীফেন সন্‌কে বাৎসরিক ১০০০ পাউণ্ড মাহিনায় Engineer পদে মনোনীত করিলেন। Liverpool ও Manchester এর মধ্যবর্ত্তী পথে chatmoss নামে একটী বৃহৎ জলাভূমি ছিল। এই জলাভূমির উপর দিয়া Railway লইয়া যাইতে জর্জ্জকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। এই জলাভূমিটি উপরে তৃণে আচ্ছাদিত থাকিত। কত শত শত লোক এবং গো-মহিষাদি এই জলাভূমিতে অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার James নামক জনৈক ব্যক্তি এই জলাভূমির এক অংশ জরীপ করিতে গিয়া পিচ্ছিল মৃত্তিকা মধ্যে নিহিত হইয়া উত্থান শক্তি বিরহিত হইয়াছিল, এবং তাহার পাদদেশে এবং কটিপ্রদেশে রজ্জু সংলগ্ন করিয়া মৃত্তিকা মধ্য হইতে উত্তোলন করিতে হইয়াছিল। এই জলাভূমির সম্বন্ধে নানারূপ অমূলক জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যাইত। এইরূপে বহু অধ্যবসায় ও পরিশ্রম সহকারে জর্জ্জ chatmoss এর উপর দিয়া রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া এবং অসংখ্য নালা প্রভৃতির উপর সেতু নির্ম্মাণ করাইয়া নবীন উদ্যমে বাষ্পীয় যান চালিত করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া গভীর রাত্রে গৃহে প্রত্যাগমন করতঃ তাঁহাকে হিসাব পত্রাদি পরীক্ষা করিতে হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহাকে কতকগুলি Engineering শিক্ষার্থী ছাত্রকে রীতিমত এ বিষয়ে শিক্ষাও দিতে হইত।

এই সকল ছাত্রগণ পরিশেষে এক এক জন Engineer বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন ষ্টিফেন্‌সন্ একটী Locomotive engine আবিষ্কার করিয়া পাঁচ শত পাউণ্ড পুরস্কার লাভ করিলেন, এবং এইখানেই তাঁহার ভাগ্য লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন হইলেন। তাঁহার বাষ্পীয় যান জগতে সর্ব্বত্র পরিচালিত হইয়া কি রাজা, কি প্রজা, কি ধনী, নির্ধন সকলেরই প্রভূত উপকার সাধন করিল।

জর্জ্জ ষ্টিফেনসন এই সময়ে একজন বিখ্যাত ধনী এবং ভাগ্যবান পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইলেন এবং তিনি Chesterfield নামক প্রদেশের নিকট Tapton hall নামক একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকা ক্রয় করিয়া জীবনের অবশিষ্টাংশ কয়লা এবং চূণের ব্যবসায়ে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি গৃহে সামান্য লোকের ন্যায় অবস্থান করিতেন এবং বৃদ্ধাবস্থায় তিনি পুনরায় বাল্যকালের ন্যায় কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি লইয়া আনন্দে দিন যাপন করিতেন। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি কৃষিতত্ব সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেন এবং তাঁহার গৃহের প্রাঙ্গন ক্ষেত্রে বাঁধাকপি শাক-সবজি ইত্যাদি উৎপন্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাঙ্গনস্থ দ্রাক্ষাক্ষেত্রের দ্রাক্ষাফল London agricultur exhibition এ প্রথম পারিতোষিক প্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত তাঁহার শরীরে অসীম বল ছিল। ১৮ ৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই আগষ্ট তারিখে ৬৭ বৎসর বয়সে ১০ দিনের জ্বরে ষ্টিফেনসন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কি Liverpool, কি London সকল স্থানেই তাঁহার প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপিত করিয়া জনগণ স্মৃতি রক্ষা করিয়াছে।

জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের জীবনী হইতে আমরা কি কি শিক্ষা লাভ করিতে পারি?

১। শারীরিক শ্রমশীলতার আবশ্যকতা, বড় হইতে হইলে যে কত কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়, জর্জ্জষ্টিফেনসনের কঠোর শ্রমশীলতাই তাহার উৎকৃষ্ট আদর্শ। Harhert spencer বলিয়াছিলেন যে, "to be a good animal "is an important element of success in life,, জীবনে সাধনার সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে ভাল জীব অর্থাৎ স্বাস্থ্যবান শরীরের বিশেষ আবশ্যক। আমাদের দেশের ছেলেরা পঠদশায় শ্রমকাতর; উপার্জ্জন সময়ে বাবু, ফলে অল্প দিনেই নষ্টস্বাস্থ্য হইয়া জীবলীলা সংবরণ করিয়া বসেন, কাজ করিবেন কখন? সুদৃঢ় দেহ ব্যতিত সাধনার সিদ্ধিলাভ বাস্তবিকই অসম্ভব। জর্জ্জ ষ্টিফেনসন কঠোর পরিশ্রমের উপযুক্ত দেহধারণ না করিতে পারিলে কখনও সমগ্র জগতের এত উপকার করিতে পারিতেন না।

জর্জ্জষ্টিফেনসন—এত কঠোর পরিশ্রমেও তথাপি প্রকৃতির কার্য্য কলাপের প্রতি অমনোযোগী ছিলেন না। সামান্য পুষ্পলতা পশু পক্ষীতেও তিনি ভগবানের অপুর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইতেন। সকলকেই প্রেমের চক্ষে দেখিতেন। তাহার মহত্ব—অবস্থার উন্নতি হইলেও তিনি শৈশবের বন্ধুগণকে সমানু সম্মানের চক্ষে দেখিতেন। কদাচ অনাস্থা করেন নাই। যখন অতি দুঃখের সময় ঘড়ী মেরামত করিয়া জীবন কাটাইতেন, সে সময়ও তিনি দরিদ্রের কার্য্য করিয়া কখনও মজুরী গ্রহণ করেন নাই। প্রতিবেশীগণের প্রতি তিনি চিরদিনই সদ্ব্যবহার করিতেন। জর্জ্জ কখন কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করিতে জানিতেন না। এই মহৎগুণের জন্য তাঁহার কৃত সমস্ত কার্য্যই তাঁহার জীবনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইয়া লোক শিক্ষা প্রদান করিতেছে।

ষ্টিফেনসনের ধৈর্য্য অদ্বিতীয়, তিনি তাঁহার জীবনে কখন পরপ্রত্যাশী হন নাই—নিজে কঠোর পরিশ্রম করিয়া নিজের অভাব মোচন করিয়াছেন কিন্তু তথাপি কাহারও পরগ্রহ হইতে চাহেন নাই। কঠোর চেষ্টার নিকট দারিদ্রতা নতশির হইয়াছিল! আত্মোন্নতি স্পৃহাও তাঁহার অদ্বিতীয়, যে সময় তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন, সে সময় এখনকার তুলনায় অতি সামান্য সংখ্যক বিদ্যালয় ছিল, দীনবালক ষ্টিফেনসন কঠোর পরিশ্রমে স্বীয় চেষ্টায় শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের সম্বন্ধে কোন ইংরাজলেখক বলিয়াছেন, ভারতের ছেলেরা শ্রম কাতর, নিশ্চেষ্ট, সেই জন্য সময়াভাবের ওজর করে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে, ইহাদের প্রকৃতই

ইচ্ছার অভাব, সেই জন্য অলস, অকর্ম্মণ্য, The excuse generally made is want of time but the real cause is want of inclination.

জর্জ্জ ষ্টীকেনসনের অপেক্ষা এদেশের অনেক ছেলের অবস্থা ভাল নহে কি? কিন্তু জর্জ্জ দারিদ্রতার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে অমরকীর্ত্তি রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, ভারতের কোন লোক তাহা পারিয়াছেন কি? ঘরে বসিয়া স্বীয় অধ্যবসায় ও প্রতিভা বলে তিনি ইঞ্জিন ও রেলওয়ের সৃষ্টি করিলেন আর এদেশের যত্নপ্রতিপালিত বহু বালক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার হইয়াও কোন কিছু আবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন কি? ঐ একই কথা "সময়াভাব, কিন্তু সময়াভাব যে উন্নতির অন্তরায় নহে—জর্জ্জ ষ্টিকেনসনের জীবনই তাহার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। উন্নতি করিবার দৃঢ় সংকল্পের প্রতি লক্ষ্য থাকিলে সময়ের অভাব হয় না, ইহা সুনিশ্চিত। আমাদের দেশের ছেলেরা কবে ইহা শিক্ষা করিবে? *

(সমাপ্ত।)

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভবিষ্যৎ বাণীর ক্ষমতা।

আমেরিকার Rancola নামক স্থানের পথ প্রান্তে একজন হোটেল ওয়ালার দোকানে এক দিন প্রাতঃকালে একজন ভ্রমনকারী Gipsy আসিয়া হোটেল ওয়ালার সন্তানকে দেখিয়া অকস্মাৎ বলিল, এই বালক কালে রাজন্য বর্গের দ্বারা সমাদৃত হইবে এবং ইহার মৃত্যুরজন্য সমস্ত জাতীই শোক প্রকাশ করিবে,,

বেদিয়ার এই ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়া হোটেল ওয়ালা তাহাকে একপাত্র সুরা পান করিতে দিলেন। বালকের নাম "জিনপিসে ভার্ডি" কালে জগদ্বিখ্যাত সংগীতবিশারদ হইয়া রাজন্যবর্গের নিকট সমাদৃত হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর সমগ্র জাতিই শোক করিয়া ছিল।

এই ঘটনার দশবর্ষ পরে একজন বলিষ্ঠ যুবক নিজে দাঁড় টানিয়া নিউঅর্লিন নামক আমেরিকার এক নগরে অবতীর্ণ হইলেন, ইনি শ্রমজীবি বালক। কৃষি ক্ষেত্রে কার্য্য করিতে করিতে তাহার জনৈক সহচর বলিলেন, এই সহরে জনৈক মহিলা অদৃষ্ট গণনা করিতে পারেন, চল উভয়ে যাইয়া তাঁহার নিকট অদৃষ্ট গননা করিয়া আসি। উভয়ে এই বৃদ্ধার নিকট উপস্থিত হইলেন। যুবককে দেখিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, যুবক তুমি এখন হীন অবস্থায় রহিয়াছ, কিন্তু তোমার এ অবস্থা থাকিবে না। তুমি অতি উচ্চ পদে আরূঢ় হইবে,, কিন্তু রক্তপাত—না—আর—তোমার কিছু বলিব না, সহচর উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, আমি চল চল, আমাদের ন্যায় শ্রম-জীবির আবার অদৃষ্ট ফিরিবে।

কিন্তু এই ঘটনার ৩০ বৎসর পরে Abraham Lincoln আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইয়া ছিলেন। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টের পদও সম্রাটের সমতুল্য পদ। কিন্তু গননা কারিণীর শেষ কথাও ফলিয়াছিল, এবং সর্ব্ব পরে বুথ নামক একজন অভিনেতা দ্বারা ইনি নিহত হইয়াছিলেন সেই সকল ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা, জগতে অবিদিত নহে।

প্রকৃতির আরোগ্যকারী ক্ষমতা।

জীব রোগে জর্জ্জরিত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, স্রষ্টার তাহা অভিপ্রেত নহে—জীব দেহে সামান্য কখন যদি কোন উপসর্গ উপস্থিত হইয়া রোগ উৎপত্তি হয়, তাহার প্রতিকারেরও যথেষ্ট উপকরণ জীব দেহ এবং প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাবেই তিনি তাহা দিয়াছেন—যদি আমরা প্রকৃতি এবং তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি, তাহা হইলে আমরা স্থায়ী আরোগ্য লাভও করিতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া সামান্য রোগে ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া সামান্য উপসর্গকেও কঠিন করিয়া তুলি অহরহ ঔষধ সেবনে আমরা মৃত্যুর দিকেই অগ্রসর হই। সম্রাট নেপোলিয়ান সেইজন্য তাঁহার চিকিৎসক দিগকে বলিয়াছিলেন—"Doctor, no physicking, we are a machine made to live. We are organized for that purpose and such is our nature, do not counteract the living principles. Let it alone, leave it to liberty of defending itself—it will do better work than your drugs."

অর্থাৎ ঔষধের আবশ্যক নাই আমরা বাঁচিবার যন্ত্ররূপেই সৃষ্ট। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সম্পূর্ণ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ এবং আমাদের প্রকৃতিও তদনুরূপ। জীবিত থাকিবার সে সকল মূলসূত্রে বাধা দিওনা, সেই সকল জীবন ধারণের মূলতত্ত্বগুলিকে দেহ রক্ষার জন্য যুঝিতে দাও, তাহা হইলেই সে গুলি তোমার ঔষধ অপেক্ষা ভাল কাজ করিবে,,।

স্বাস্থ্যের প্রকৃত তথ্য না জানিয়া আমরা কতক গুলি কাল্পনিক উপায়ের দিকে অগ্রসর হইয়া মিথ্যা কাল্পনিক স্বাস্থ্যতত্ত্বের আশ্রয় লইয়া জীবন হারাই। স্বভাবের আরোগ্যকারী ক্ষমতাকে আমরা কার্য্য করিবার অবসর দিই না, এইজন্য অনেক সময় মৃত্যুকে অকালেও আলিঙ্গন করিতে বাধ্য হই।

অনেক পশু, পক্ষী, সরিসৃপকে কেহ ঔষধ দেয় না, তাহারা অনায়াসে জীবিত থাকে। মানব তাঁহার অতি প্রিয়জীব, স্বভাবের উপর নির্ভর করিয়া সে কি বাঁচিতে পারে না? কিন্তু আমরা নিজ বুদ্ধির দোষে রোগকে জটিল করিয়া তুলি, উপসর্গের কারণ দূরীভূত করি না, চাপা দিয়া যাই মাত্র।

কবি লংফেলো বলিয়াছেন:—

"Joy temperence and repose, stamp the door on doctors nose,,

'অর্থাৎ সর্ব্বদা সদানন্দ সংযমী হও, যথাযোগ্য বিশ্রাম লও এবং ডাক্তারের নাকের উপর দরজা বন্ধ করিয়া নীরোগ হইয়া বসিয়া থাক"।

অসুস্থতা বশতঃ এপ্রিলের "কাজের লোক" ৩০শে বাহির হইতে পারে নাই। ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। কাঃ সঃ।

---

* পরবর্ত্তী সংখ্যায় মহাত্মা গ্লাডষ্টোনের জীবনী পাঠকগণকে উপহার দিবার বাসনা রহিল।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২।।০ টাকা।

Registered No. O. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ। ৫ম সংখ্যা। | New Series, May, 1913. | নূতন সংস্করণ। মে, ১৯১৩। | Vol. VII. No. 5.

INDIAN LABOUR IS NOT CHEAP.

ভারতের শ্রম সুলভ নহে।

পাশ্চাত্য জাতি এবং পাশ্চাত্য শিক্ষিত-গণ প্রায়ই বলিয়া থাকেন, ভারতে মজুরীর মূল্য সুলভ। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ভারতের শ্রম অন্য দেশের তুলনায় বাস্তবিকই এখন আর সুলভ নহে, বরং জগতের সমস্ত দেশ অপেক্ষা মহার্ঘ্য। সমস্ত দিনের মজুরী অন্য দেশের তুলনায় উপরে উপরে দেখিতে সুলভ বোধ হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় শ্রমজীবির কর্ত্তব্য জ্ঞান এবং অপটুতার জন্য একদিনের কার্য্য চারি দিনেও শেষ হয় না, অথচ ভাল হয় না। ধরুণ, কেবল চীনে মিস্ত্রি কিম্বা গোরা মিস্ত্রিকে কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সে দৈনিক ২৲ টাকা মজুরী লইয়া থাকে বটে, কিন্তু কাজ এত সুন্দর এবং সে দৈনিক কাজ এত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দেয় যে, আমার দেশীয় শ্রমজীবি তাহা ৮ দিনেও সম্পন্ন করিয়া দিলেও মনঃপুত ত হয়ই না, বরং এমন ফাঁকী দিয়া যায় যে, দুদিন পরে তাহা কার্য্য বিশেষে বাতিলও করিয়া ফেলিতে হয়। সুতরাং চীনে মিস্ত্রির দৈনিক ২৲ মজুরীর সহিত দেশীয় শ্রম জীবির দৈনিক ।৵০ হিসাবে ৮দিন মজুরীর তুলনা করিলেই উপলব্ধি হইয়া যাইবে যে, দেশীয় শ্রমজীবির মজুরী কত মহার্ঘ্য। দেশী মজুরগণ ফাঁকী দিতে চায়, ইহাদের নিকট সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া ইহাদের উপর নজর না রাখিলে ইহারা বসিয়া গান জুড়িয়া দেয়, তামাক খায়—কাজ করে না। এই দোষে ইহাদের দীনতা দূর হয় না, লোকেও ইহাদের উপর নির্ভর করিতে চায় না।

সেকালের শ্রমজীবির ধর্ম্মজ্ঞান ছিল, তাহারা শ্রমশীল, সত্যপ্রিয় ছিল—যাহা করিত, তাহা এত নির্দ্দোষরূপে করিত যে, এখনও পাশ্চাত্য জাতি এক একটা দেব মন্দির প্রভৃতির কার্য্য কৌশল দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যায়। এখন এ কালের শ্রমজীবি কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব জ্ঞানহীন, প্রতারক, অলস, সেই জন্য সকল কার্য্যেই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে ও দীনতার করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিতেছে, আর তাহারই ফলে এ দেশের দেশীয় শিল্প উন্নতি লাভ করিতেছে না, করিতে পারেও না। সুতরাং ভারতের শ্রম ভারতবাসীর দোষেই সুলভ নহে, বরং মহার্ঘ্য। অনেকে মনে করেন এবং বলেনও বটে যে, ইহারা নিরক্ষর মূর্খ, ইহাদিগকে শিক্ষিত করিতে পারিলে ইহারা নষ্টকর্ত্তব্যজ্ঞানশিক্ষা করিয়া আবার কর্ম্মী হইতে পারে, কিন্তু শিক্ষিত লোকেরই বা এদেশে যে কতদূর কর্ত্তব্যজ্ঞান বা ধর্ম্মনিষ্ঠা বাড়িয়াছে, তাহাও ত বুঝা যাইতেছে না।

আসল কথা তাহা নহে। সেকালে ধর্ম্মে ও পাপ পুণ্যে যে একটা শ্রদ্ধা এবং আস্থা ছিল, সেইটা ক্রমেই এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে—লোকে যথেচ্ছাচারী হইয়া যাইতেছে, সমাজ শাসনের বাগ মানিতে চাহিতেছে না, রাজদণ্ডেও শিক্ষা লাভ করিতেছে না। পূর্ব্বেও অশিক্ষিত নিরক্ষর শ্রমজীবি ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম জ্ঞান ছিল, তাহারা ধর্ম্মে অন্ধ বিশ্বাস রাখিত। এখন আমরা নিজে

যুক্তির সৃষ্টি করিয়া শাস্ত্র ও ধর্ম্ম পুস্তকের নিষেধ সত্বেও অন্যায়কে ন্যায় করিয়া লইতে শিখিতেছি, সুতরাং পাপ পুণ্যে আস্থা কমিতেছে, এবং কর্ত্তব্য জ্ঞান ও সেই পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে। সেই জন্যই জাল জুয়াচুরী, প্রতারণা, নরহত্যা সমস্তই এত বৃদ্ধি হইতেছে।

প্রতি ক্ষেত্রেই দেখিতে পাইবেন, শিক্ষিত হইয়া আমাদের নীতি জ্ঞানের কিছুমাত্র উৎকর্ষতা সাধিত হয় নাই। আমাদের পাটোয়ারী বুদ্ধিই বাড়িতেছে মাত্র। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানের অভাব মাত্র। অন্যায়ের যে একটা পারলৌকিক দণ্ডের ভয়, সেটা এদেশের লোকের এখন নাই। দেশকে উন্নত করিতে হইলে ধর্ম্ম ভাব, ধর্ম্ম ভয় একান্ত আবশ্যক, সে যে কোন ধর্ম্মই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না, ধর্ম্মভয়টা সকল ধর্ম্মের মধ্যেই আছে। লোকে সেই ধর্ম্ম ভয়ের জন্য ন্যায়পথ অবলম্বন করিয়া চলে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচার করে, সমাজ সুশাসনে চলিয়া যায়। কোন্ আব হাওয়ায় যে এ দেশের সেই পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মভয় অন্তর্হিত হইয়া পাশবিকতা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার প্রতিবিধান না হইলে দেশের শ্রমজীবির অবস্থা আরও শোচনীয় হইবে, দেশের শ্রমসাধ্য শিল্পের আরও অবনতি হইয়া আরও দৈন্যদশা উপস্থিত হইবে। এই সকল গুলি চিন্তা করিয়া দেখিলেই ভারতের শ্রম মহার্ঘ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। অবশ্য অশিক্ষিত দেশবাসীর শিক্ষার বিরুদ্ধে আমরা কিছু বলিতেছি না, বরং আমরা শিক্ষার সানুকুলে এবং পক্ষে, কিন্তু এ দেশের শিক্ষায় নৈতিক উন্নতি হইতেছে কৈ? কর্ত্তব্য জ্ঞান বাড়িতেছে কৈ? দেশের প্রতি প্রকৃত ভক্তি কৈ? দেশের কথা ভাবিতে শিখিয়াছি কৈ? উচ্চ শিক্ষায় স্বার্থ জ্ঞান কমিয়া বিশ্বপ্রেম উপস্থিত হয়, সে সকল হইয়াছে কৈ? যদি সম্ভ্রান্ত ভদ্র সন্তানগণ শিক্ষিত হইয়া দেশের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মভয়কে ভ্রান্ত বিশ্বাস বলিয়া উপেক্ষা করিতে শিক্ষা করিয়া থাকি, শ্রমজীবি শ্রেণী যে তাহা হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পাশ্চাত্য দেশের শ্রমজীবি অশিক্ষিত হইলেও তাহারা কর্ত্তব্য জ্ঞানশীল, যাহা করিবে, যত টুকু খাটিবে, তাহাতে চৌকী পাহারা না বসাইলেও তাহা করিবে।

এদেশের বর্ত্তমান সময়ের শ্রমজীবির সে কর্ত্তব্য জ্ঞান নাই সেই জন্য প্রকৃতই শ্রম কাতর এবং অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছে। দেশের মজুরী বাড়িয়াছে, কিন্তু কাজ হইতেছে না, শিল্প কৌশল সমূহ লোপ পাইতেছে, গৃহস্থ এবং শ্রমজীবি উভয়েরেই সর্ব্বনাশ হইতেছে। ইহার প্রতিকারের জন্য প্রত্যেক লোকেরই চেষ্টা করা উচিত। সমাজ সংস্কারের কবির লড়াই অপেক্ষা শ্রমজীবিদের সংস্কার হইলে দেশের মহৎ উপকার হইবে। আসল কথা, এ দেশের যাঁহারা সংস্কারক, তাঁহারা এ সকল চাহেন না। দিব্য ধন অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য প্রণালীতে নর নারীকে স্বাধীন করিতে চাহেন, এই মতের সহিত ভারতের অসংখ্য মধ্যবিত্ত এবং শ্রমজীবির যে কোন সম্পর্কই নাই, এ কথা তাঁহারা ভাবিতে চেষ্টাও করেন না। দেশের উন্নতি অবনতি কাহাদের উপর নির্ভর করিতেছে? শুদ্ধ শ্রম জীবির উন্নতি অবনতির উপর,—ভারতের শ্রমজীবির কার্য্যকুশলতা এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধির উপর। তাহাদের উন্নতির জন্য যে কোন মহাপুরুষ চেষ্টা করিবেন, তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত দেশ হিতৈষী, প্রকৃত সাধু।

পরিতাপ তেমন লোক এ দেশে অতি বিরল। তাই বলি, বাজে আলোচনা পরিত্যাগ করুন, শ্রমজীবিদিগকে গ্রামে গ্রামে প্রাণ পণে বুঝাইতে চেষ্টা করুন, তাহাদিগকে সদুপদেশে, সমাজ শাসনে শিক্ষিত করিবার চেষ্টা করুন, দেখিবেন, সুফল ফলিতেছে। কিন্তু কে করিবে? আমরা যে হৃদয়-হীন!

EDITOR IN COUNCIL.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

মিঃ মহম্মদ ইজ হারুল হক, মহাশয় বেগুসরাই হইতে লিখিতেছেন—"তাহার সন্তানের বয়স ১৮ বৎসর, একবার জ্বর হইয়া বামপদে অতিশয় বেদনা হয়, এবং জ্বর ১০৫ ডিগ্রি পর্য্যন্ত হইয়াছিল, জ্বর আরোগ্য হইলেও পা ফুলিয়া আছে, অনেকে বলিতেছেন, তাহা শ্লীপদ বা গোদ। কাজের লোকের মধ্য দিয়া তিনি, হোমিওপ্যাথিক, অ্যালোপ্যাথিক কবিরাজী, হাকিমী চিকিৎসকগণের নিকট জ্ঞাপন করিতেছেন, যে, কেহ যদি অনুগ্রহ করিয়া কোন টোটকা বা প্রকৃত কার্য্যকারী চিকিৎসার ঔষধ বিনা মূল্যেই হউক বা মূল্য গ্রহণ করিয়াই হউক, ব্যবস্থা করিয়া দিয়া সন্তানটীকে আরোগ্য করেন, তাহা হইলে তিনি চিরানুগৃহীত বোধ করিবেন। দয়া করিয়া কেহ এসম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিলে কাজেরলোক সম্পাদকের নামে অথবা মিঃ মহম্মদ ইজ হারুল হক, বেগুসরাই B. & N. W. R. এই ঠিকানায় লিখিয়া পাঠাইলে অনুগৃহীত হইব।

মহম্মদ ইজ হারুল হক—

কলিকাতার বাজারে কাটের শ্লীপার প্রচুর বিক্রয় হইতেছে, কোন নির্দ্দিষ্ট ক্রেতা পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু মনিহারীর দোকানে চাঁদনীর ভিতর খড়মের দোকানে অনেক ক্রেতা পাওয়া যাইতে পারে। কেন? স্থানীয় গ্রাম এবং বাজারে দিয়াও দেখিবেন বিক্রয় হইবে। আমাদের অনেক গ্রাহক এই কাজটায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহারা নিজ নিজ গ্রামে ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে ৵১০ ৵ আনার বেশী বিক্রয় করিতেছেন। তবে কলিকাতায় কোন দোকানদারের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিতে পারিলে যথেষ্ট বিক্রয় হইবে। অসংখ্য নিত্যই বিক্রয় হইতেছে। আপনার ডিজাইন ঠিক হইয়াছে।

মহাত্মা গ্লাডষ্টোন।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

মার্কুইস অফ্ সেলিসবারি বলিয়াছিলেন, "উইলিয়ম্ এওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন একজন বিখ্যাত রাজনৈতিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন কালের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী পাঠ করিয়া উচ্চ নীতিপূর্ণ মনীষিগণের জীবনী তাঁহার নিজ জীবনের সম্মুখে প্রতিবিম্বিত করিতেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুগণের কীর্ত্তি কলাপ এবং প্রাচীন হিন্দু শিষ্যগণের গুরুগৃহে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাবলম্বনে শিক্ষা দীক্ষা অতি যত্নের সহিত পাঠ করিতেন এবং তিনি প্রকৃতই জগতের লোকের উপকারের জন্ত সতত চিন্তা করিতেন। জগতের কার্য্য তাঁহার স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যরূপে পরিগণিত করিতেন। তিনি বলিতেন, "Duty is a power which rises with us in the morning and goes to rest with us at night. It is the shadow which cleaves to us go where we will; and which only leaves us, when we leave the light of life. অর্থাৎ কর্ত্তব্যপরায়ণতা এমন একটী শক্তি, যাহা প্রভাত কালে আমাদের নিদ্রা ভঙ্গের সহিত হৃদয় মধ্যে জাগরিত হয় এবং সায়ংকালে শয্যায় গমনকালে সেও বিশ্রাম লাভ করে। ইহা ছায়ার ন্যায় আমাদের সঙ্গে গমনাগমন করে এবং যখন আমরা জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য বা গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করি, তখন সেও আমাদিগকে পরিত্যাগ করে।"

গ্লাডষ্টোনের পিতা এবং মাতা উভয়েই স্কট্লণ্ডবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা জন্ গ্লাডষ্টোন অতি অল্প বয়সে লিথ্ নামক স্থান হইতে Liverpool এ আগমন করেন এবং মেসার্স কোরি এণ্ড কোং Coorie and co নামক একজন ব্যবসায়ীর গৃহে কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার অদম্য উৎসাহ এবং মহান্ উদ্দেশ্য দ্বারা তিনি ক্রমশঃ Liverpool এর একজন বিখ্যাত বণিক বলিয়া পরিচিত হইলেন।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি Baronet ব্যারোনেট্ উপাধি লাভ করেন। তাঁহার ব্যবসায় কার্য্য সমগ্র ইউরোপ এবং রুশিয়া এমন কি পশ্চিমভারত পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গ্লাডষ্টোনের মাতা স্কট্লণ্ডের উত্তর দেশস্থ ডিংওয়াল নামক স্থানের শান্তি রক্ষকের কন্যা ছিলেন। তিনি তদ্দেশস্থ Sunday school বা রবিবাসরের ছাত্র ও ছাত্রীগণকে ধর্ম্ম-বিষয়ক শিক্ষা দান করিতেন এবং দীন দরিদ্র অসহায় এবং অসমর্থ রোগীদিগের গৃহে গমন করিয়া তাহাদের সেবা শুশ্রুষা এবং ঔষধ পত্রাদির ব্যবস্থা করিতেন। গ্লাডষ্টোন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর Liverpool এ ইনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে তাঁহাদের পিতা পুত্র দুইটীকে গৃহের নিকটবর্ত্তী একটী বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করিতে প্রেরণ করেন। এবং কয়েক বৎসর অতীত হইলে তাহারা Windsor এর নিকটবর্ত্তী এটনের বিখ্যাত বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থে প্রেরিত হন। এই বিদ্যালয়ের ইংলণ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ডের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ শিক্ষালাভ করিতেন। তৎকালে ঐ সকল দেশের শিক্ষা সমূহ অতিশয় কঠিন বলিয়া বিবেচিত হইত। Latin এবং Greek ভাষাই শিক্ষা দেওয়া হইত। অঙ্ক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত না। ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এটন্ বিদ্যালয়ে প্রথম অঙ্ক গণিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োজিত হয়। গ্লাডষ্টোন এবং তাঁহার ভ্রাতা কিছুদিনের মধ্যে তথাকার শিক্ষা সমাপ্ত করিলেন। গ্লাড্ষ্টোন "Eloquence" নামক একটী স্বীয় রচিত প্রবন্ধে তাঁহার বাল্যজীবনের সমস্ত ঘটনাবলী বিবৃত করেন, দুঃখের বিষয়, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণকে সেই প্রবন্ধটী উপহার দিতে পারিলাম না। তিনি এটন্ পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্বে একটী দেওয়ালে তাঁহার নাম অঙ্কিত করিয়া আসিয়া ছিলেন। তাহা প্রায় কুড়ি বৎসর একভাবে অঙ্কিত

ছিল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তিনি ডাক্তার Turner এর নিকট কিয়দ্দিন বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই মিঃ টরনারই পরিশেষে Bishop of Calcutta হইয়াছিলেন। কিয়দ্দিন পরে গ্লাডষ্টোন Oxfordএর Christe Church এ ছাত্র শ্রেণীতে নিবিষ্ট হন। Oxfordএ আগমন করিয়া তিনি পিতাকে পত্র লিখেন যে, তিনি গণিত শাস্ত্র শিক্ষা না করিয়া Latin এবং Greek শিক্ষায় মনোনিবেশ করিতে ইচ্ছা করেন। ইহাতে তাঁহার পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন এবং তিনি সত্বর লিখিয়া পাঠান,—I did not think a man is a man unless he knew Mathematics. অর্থাৎ মানুষ গণিত শাস্ত্রে দক্ষতা লাভ না করিলে মনুষ্য পদবাচ্য হইতে পারে না। গ্লাডষ্টোন এই সময় হইতে পূর্ণ উৎসাহে গণিত শাস্ত্র শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তিনি দিবাভাগে ৪ ঘণ্টা এবং রাত্রিকালে ৩ ঘণ্টা পাঠাভ্যাস করিতেন। তিনি কখনও রাত্রি জাগরণ করিয়া পাঠ ভ্যাস করিতেন না। প্রাতে এবং বৈকালে কিয়ৎক্ষণ উন্মুক্ত বায়ু সেবন করিতেন। কখনও কখনও নৌচালন প্রভৃতি ব্যায়ামাদিও করিতেন।

তাঁহার সকল বন্ধুগুলি সরল, পরিশ্রমী, ধর্ম্ম প্রাণ, এবং অধ্যবসায়শীল ছিলেন। Oxford Union নামে একটি Debating club এ প্রথমে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করিয়া গ্লাডষ্টোন পরে এই ক্লাবের সভাপতি বা প্রেসিডেণ্টের পদলাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অব্দে গ্লাডষ্টোন অতি উচ্চ সম্মানের সহিত Double first class Graduate উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তিনি কোন ধর্ম্মালয়ে যাজকতা পদ লাভ করিবার জন্য উৎকুণ্ঠিত হন। কিন্তু তাঁহার পিতা এ বিষয়ে অমত প্রকাশ করেন, এবং তাঁহাকে Lawyer হইয়া পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিতে বলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ১৩ই জানুয়ারি তারিখে তিনি Lincoln's inn নামক society তে ভর্ত্তি হন, এবং এগারটি terms সংরক্ষণ করেন। এই সময়ে তিনি ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ব্যস্ত হন। কিন্তু কিয়দ্দিন পরে তিনি দেখেন যে, রাজনৈতিক বিষয়ে তাঁহাকে এত নিমগ্ন থাকিতে হয় যে, অন্য বিষয়ে আর মনোনিবেশ করা যাইতে পারে না। তিনি ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ব্যারিষ্টার হইবার অভিপ্রায় পরিত্যাগ করেন।

ইংলণ্ডে দুইটী রাজনৈতিক দল আছে, প্রথমটীকে Conservative এবং দ্বিতীয়টীকে Liberal বলে। প্রথম দলটী দেশের গণ্য মান্য ব্যক্তিদের জন্য এবং পরবর্ত্তিটী সাধারণ লোকের জন্য। Oxfordএর যাবতীয় ব্যক্তিগণ বিদ্বান এবং ধনবান্, সুতরাং তাহারা conservative দলভুক্ত। গ্লাডষ্টোনের অবস্থা মন্দ ছিল না, উপরন্ত তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী ছিলেন। সুতরাং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে Duke of New castle তাঁহাকে কন্সারভেটিভ্ দলভুক্ত হইতে আহ্বান করিলেন। গ্লাডষ্টোন তৎকালে Italy প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি তথায় পত্র পাইবামাত্র তৎক্ষণাৎ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে ৯ই অক্টোবর তারিখে তিনি conservative দলভুক্ত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া তদ্দেশস্থ সংবাদপত্র সমূহ লিখিয়াছিলেন, "He will be classed in future amongst the most able statesman in the British Senate." ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তিনি West Indian Slavery তুলিয়া দিবার জন্য ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু বক্তৃতা ও তর্কের দ্বারা তিনি তাঁহার দলের মধ্যে এত উন্নতি লাভ করেন যে, তৎকালীন Primeminister (প্রধান মন্ত্রী) (Sir Robert peel) স্যার রবার্ট পিল ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে Junior Lord of Treasury এই পদে নিযুক্ত করেন, এবং কয়েকমাস পরে গ্লাডষ্টোন Secretary for the colonies উপনিবেশ সমূহের সম্পাদকতা পদ প্রাপ্ত হন। Gladstone এইরূপে স্বীয় বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা দ্বারা একজন বিখ্যাত লোক বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন "The state in its relations with the church" নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তক প্রণয়নে তাঁহার যশ গৌরব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৩০ বৎসর বয়ক্রম কালে গ্লাডষ্টোন Miss Catherine Glymne. মিস কাথারিন্ গ্লিন্ নামক একটী কুমারীকে বিবাহ করেন। কাথারিন্ এর বিবাহ সময়ে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে আহ্বান করিয়া একটী কবিতা রচনা করেন। তাহার প্রথম ছত্রটী নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"High hopes are thine oh ! eldest flower,
Great duties to be greatly done;
To soothe in many a toil-worn hour,
The noble heart which thou hast won"

গ্লাডষ্টোনের চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্যা ছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র Wiliam Henry উইলিয়াম হেনেরী কিছুদিনের জন্য parliament এর সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে Henry মানব লীলা সংবরণ করেন।

দ্বিতীয় পুত্র Edward Hawrden এডওয়ার্ড হাওয়ার্ডেন কলেজের Rector ছিলেন। তৃতীয় পুত্র Nevile. কলিকাতার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী ছিলেন। চতুর্থ পুত্র John জন Parliament এর সভ্য হন। প্রথমা কন্যা Anne. Wellington college এর প্রধান শিক্ষককে বিবাহ করেন। দ্বিতীয় কন্যা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তৃতীয় কন্যা Rev. W. drew কে বিবাহ করেন, এবং চতুর্থা বা সর্ব্বকনিষ্ঠা Oxford এর Newn ham college এর স্ত্রীলোক বিভাগের সহকারী অধ্যক্ষ ছিলেন।" (ক্রমশঃ)

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়।

বিজ্ঞাপন বিধান।

যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন, তাঁহারা প্রথমেই ইংরাজ ব্যবসায়ীদিগের বিজ্ঞাপন-বাহুল্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া থাকেন। লণ্ডনের রাজপথে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই দিকেই কেবল বিজ্ঞাপনই দেখিবেন। সুদূর পল্লীগ্রামও বিজ্ঞাপনের বন্যায় প্লাবিত হইয়া গিয়াছে। বাগানে, গাছে, জলাশয়-তীরে, সমুদ্রকূলে, শৈলগাত্রে—সর্ব্বত্রই ছোট বড় নানা প্রকার অক্ষরে নানাবর্ণের বিজ্ঞাপন। অনেক সময়ে বিজ্ঞাপনের দৌরাত্ম্যে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নয়নপথের অন্তরালে থাকিয়া যায়। সংপ্রতি পার্লামেণ্টে কাপ্তেন মরে নামক একজন সদস্য বিজ্ঞাপন-বিধান নামক একটি নূতন বিধানের পাণ্ডুলিপি, মহাসভায় উপস্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। যাহাতে বিজ্ঞাপনদাতারা বিজ্ঞাপন দিয়া কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য নষ্ট করিতে না পারে, প্রস্তাবিত আইনে তাহারই ব্যবস্থা হইবে। বলা বাহুল্য যে, যে সকল ব্যবসায়ী বিজ্ঞাপনে প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেন, তাঁহারা এই প্রস্তাবিত বিধানে আপত্তি করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। বিজ্ঞাপনই ব্যবসায়ে উন্নতি লাভের প্রধান উপায় এবং ইংরাজও ব্যবসায়ীর জাতি। সেইজন্য এই বিধানটির বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হইবার সম্ভাবনা।

নিউ সাউথ্ ওয়েলসের ব্যাক্স টাউন সহরে দশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এক গীর্জ্জা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে।

ফরাসী দেশের এক উদ্ভিদ্ তত্ত্ববিৎ গবেষণার ফলে অবগত হইয়াছেন, পৃথিবীর গ্রীষ্মমণ্ডলে নানা স্থানে এক অদ্ভুত বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে, এই গাছের পাতায় সামান্য পরিমাণে ধূলি পড়িলেই বৃক্ষপত্র কাশিতে আরম্ভ করে, যেন কোন ছেলেমানুষ কাশিতেছে।

নিদ্রা।

অনেকে বলেন, রাত্রে ৭ ঘণ্টা নিদ্রাই শরীর ও স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু মার্কিণ যুক্তসাম্রাজ্যের নবীন প্রেসিডেণ্ট ডাক্তার উডরো উইলসনের প্রত্যহ অন্ততঃ নয় ঘণ্টা নিদ্রা না গেলে চলে না। আমেরিকার সকলেই নূতন প্রেসিডেণ্টের এই কথায় বিস্মিত—চমকিত হইয়াছেন। তা হইবেন বই কি ; তাঁহারা যে অর্থের চেষ্টায় নিদ্রাকে একপ্রকার তাড়াইয়াছেন বলিলেই চলে। অনেকের আবার ধারণা, যতক্ষণ শয্যায় থাকে, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত থাকে,—ততক্ষণ তাহার বিপদের—অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। আমাদের মতে কুম্ভকর্ণের মত অতিনিদ্রা যেমন অশেষ অনিষ্টকর, অল্পনিদ্রা তদধিক অনিষ্টকর। প্রতিদিন রাত্রি ১০টা হইতে প্রাতে ৫টা—না হয় ৬টা পর্য্যন্ত—৭.৮ ঘণ্টা যদি সুনিদ্রা হয়, তাহা হইলে শরীর মন—দু'য়ের পক্ষেই মঙ্গল।

আমরা বাঙ্গালী ঘুমন্তজাতি বলিলেও চলে। দিন রাত্রি সন্ধ্যা সকাল কোন বিচারই নাই। কাজও নাই, ব্যস্ততাও নাই।

ভাগ্য-বিপর্য্যয়।

সংপ্রতি ম্যানচেষ্টারে কাপ্তেন ফিলিপ হেনরি নিকোলাস নামক একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের মৃত্যু হইয়াছে। ইদানীং তিনি স্থানীয় মিউনিসিপালটির চিকিৎসকের পদে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু এককালে তিনি যে একটা দেশের স্বাধীন রাজা ছিলেন, একথা অনেকেই অবগত নহেন। নিকোলাস ইংলণ্ডের অন্তর্গত ডিভনশায়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি সমুদ্রযাত্রার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন। একবার তিনি একখানা ষ্টীমারে আরোহণ পূর্ব্বক যবদ্বীপ বোর্ণিও ও সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে গমন করেন। বোর্ণিও দ্বীপে অবস্থানকালে বোর্ণিওর সুলতান হাজি মহম্মদ জমালাই কিরাম নিকোলাসের কোন কার্য্যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে একখানি রত্নখচিত তরবারি এবং "দাতো" উপাধি প্রদান করেন। ঐ উপাধি বোর্ণিও দেশে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানসূচক উপাধি। সুলতান মহোদয় ইহার পর মিঃ নিকোলাসকে মুলু নামক একটা দ্বীপ প্রদান করিয়া সেই দ্বীপে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে অনুরোধ করেন। মিঃ নিকোলাস কয়েক বৎসর সেই দ্বীপে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিলে বোর্ণিওর সুলতান তাঁহাকে জামাতৃপদে বরণ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তখন ইংলণ্ডে নিকোলাসের পত্নী বিদ্যমান ছিলেন, এক পত্নী বিদ্যমানে অন্য পত্নী গ্রহণ খৃষ্টধর্ম্মে নিষিদ্ধ। রাজবিধান অনুসারে উহা গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য। সুলতান তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিলে তিনি গোপনে আপনার রাজ্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অদ্যাবধি তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারে একজন সামান্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থরূপেই বাস করিতেছিলেন।

সরকারী আদেশ।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র বিধানের চতুর্থ ধারার প্রথম উপধারায় যে শ্রেণীর পুস্তক সংবাদপত্রের উল্লেখ আছে, সেই শ্রেণীর পুস্তক অথবা সংবাদপত্রের প্যাকেট, জলপথেই হউক, অথবা স্থল পথেই হউক, ইংরাজের অধিকারে প্রবেশ করিলে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, সেই প্যাকেট আটক করিতে পারিবেন, বঙ্গদেশের গবর্ণর বাহাদুর এইরূপ আদেশ প্রচার করিয়াছেন। যদি চীফ কষ্টমস্ অফিসার অথবা পূর্ব্বোক্ত কোন ম্যাজিষ্ট্রেট এইরূপ পুস্তক, সংবাদপত্র বা অন্যবিধ কাগজ সংবলিত প্যাকেট প্রাপ্ত হন, তবে তিনি উহা বঙ্গীয় গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইণ্টেলিজেন্স শাখার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকটে পাঠাইবেন।

বঙ্গেশ্বর আরও আদেশ করিয়াছেন যে, সংবাদপত্রের মুদ্রাকরগণকে স্ব স্ব জেলার

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকটে (প্রেসিডেন্সী টাউন হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রের পক্ষে পুলিশ কমিশনারের নিকটে) প্রত্যেক সংবাদ-পত্রের দুই খণ্ড পাঠাইতে হইবে।

ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্র বিধানের পঞ্চদশ ধারা অনুসারে, পোষ্ট অফিস হইতে বিলি হইবার পূর্ব্বে যে সকল দ্রব্য আটক করা হইবে, তৎসমুদায় গোয়েন্দা পুলিশ বিভাগের ইন্টেলিজেন্স শাখার সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকটে প্রেরণ করিতে হইবে।

ঈশ্বরের নামে পত্র।

একখানা জার্ম্মান সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, কিছুদিন পূর্ব্বে রুষিয়ার কোন ডাকঘরে কোন ব্যক্তি একখানা পত্র ডাক বাক্সে ফেলিয়া দেয়। পত্রের খামের উপরে জার্ম্মান ভাষায় লিখিত ছিল "আমার প্রিয় ঈশ্বর,—মোং স্বর্গ।" ঠিকানাটা বালকের হাতের লেখা বলিয়া বোধ হয়। রুষিয়ার ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই পত্রের ঠিকানা জার্ম্মান ভাষায় লিখিত ছিল বলিয়া জার্ম্মানিতে সেই পত্র প্রেরণ করেন। জার্ম্মানির ডাক বিভাগের কর্ম্মচারীরা সেই পত্রে লিখিত "ঈশ্বরের" অথবা তাঁহার বাসস্থান "স্বর্গের" কোন সন্ধান না পাইয়া পত্রখানা রুষিয়াতে পুনঃ প্রেরণ করেন এবং যথারীতি ঠিকানার উপরে লিখিয়া দিলেন "এ পত্রের ঠিকানা স্বর্গ, সেই স্থানের সহিত জার্ম্মানির কোন সম্বন্ধ নাই।" বহুকাল পূর্ব্বে রুষিয়া দেশেই এইরূপ একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে পত্র লেখার ফল আশাতীত মঙ্গলকর হইয়াছিল। রুষিয়ার কোন ভদ্রলোক রাজনৈতিক অপরাধে সাইবিরিয়ার প্রান্তরে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টে বাজেয়াপ্ত হইয়াছিল। সংসারে তাঁহার একটী পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র এবং পতিপ্রাণা স্ত্রী ব্যতীত কেহ ছিল না। তাঁহার পত্নী সেই শিশু পুত্রকে লইয়া একটী জীর্ণ কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ভীষণ দারিদ্র্যের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। বালক মধ্যে মধ্যে জননীকে জিজ্ঞাসা করিত, "মা, আমাদের এত কষ্ট কেন? আমাদের কি কেহ নাই?" পুত্রের কথা শুনিয়া ধর্ম্ম-প্রাণা জননী সজলনয়নে পুত্রকে বলিতেন, "বাছা, আমাদের ঈশ্বর আছেন, তাঁহাকে ডাক" বালক প্রায় প্রত্যহই জননীর নিকটে এই কথা শুনিত। একদিন সে জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন। বালক ঈশ্বরের ঠিকানা জানিতে পারিয়া সেই দিনই ঈশ্বরের নামে একখানা পত্র লিখিয়া ডাকবাক্সে দিতে গেল। বাক্সটা একটু উচ্চস্থানে ছিল, নাগাল পাইল না। পথে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোককে গমন করিতে দেখিয়া বালক তাঁহার হাতে সেই পত্রখানা দিয়া উহা ডাকবাক্সে ফেলিয়া দিতে অনুরোধ করিল। সেই ভদ্রলোক পত্রের ঠিকানা পড়িয়া বিস্মিত হইলেন এবং বালকের নিকটে তাহাদের সাংসারিক দুরবস্থার কথা ও পত্রের উদ্দেশ্য জানিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের সহিত আমার পরিচয় আছে, পত্রখানি আমিই তাঁহাকে দিব।" এই বলিয়া তিনি বালকের কুটীরখানি দেখিয়া প্রস্থান করিলেন। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক রুষ সম্রাটের পুরোহিত। পত্র-খানা পাঠ করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং সেই বালকের পিতাকে মুক্তি প্রদান করিবার জন্য সম্রাটকে অনুরোধ করিলেন। সম্রাট পত্রের মর্ম্ম, বালকের দুর্দ্দশা ও তাহার জননীর ধর্ম্মপ্রাণতার বিষয় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ বালকের পিতার মুক্তির আদেশ প্রদান করিলেন। ধর্ম্মযাজক মহাশয় সেই দুঃস্থ পরিবারের সাহায্যার্থ সহ-লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া সেই বালকের জননীকে প্রদান করিলেন। ঈশ্বর সেই অবোধ শিশুর ঐকান্তিক প্রার্থনায় কর্ণপাত করেন নাই কি? ঐকান্তিক ডাকে ভগবান কর্ণপাত করেন কিন্তু তেমন ডাক ডাকিতে জানে কয়জন?

নূতন আবিষ্কার।

নিদ্রাকর গুলি।

আলেকজান্ডার এফ, হাম্‌ফ্রি নামক এক-জন বৈজ্ঞানিক বন্দুকে ব্যবহার করিবার জন্য একপ্রকার গুলির আবিষ্কার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আহত হইলে সমরক্ষেত্রে সৈনিক যন্ত্রণাভোগের পরিবর্ত্তে মৃৎশয্যা গ্রহণ করিয়া নিদ্রিত হইবে। শিকারের সময়ে কোন হিংস্র পশু তদ্দ্বারা আহত হইলে বন্দুকের ধুম লক্ষ্য করিয়া সে আর শিকারীকে আক্রমণ করিতে পারিবে না, পলাতক অপরাধীর হস্ত অথবা পদ লক্ষ্য করিয়া এই গুলি চালাইলে সে অতি সহজেই ধরা পড়িবে। এই গুলির নাম "নার্কটিক্ বুলেট।"

বড় বড় বৈজ্ঞানিক এইগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে এই গুলি ব্যবহার করিলে জীবে দয়া প্রকাশ করা হইবে এবং শিকারের সময়ে ব্যবহার করিলে ইহা ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ হইবে। যদি লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়, তাহা হইলে আত্মরক্ষাকারীর পক্ষে এমন অস্ত্র পৃথিবীতে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বৈজ্ঞানিক হাম্‌ফ্রি এই গুলিতে কিঞ্চিৎ মরফিয়া ব্যবহার করিয়াছেন। সৈনিকগণ ইদানীং শিক্ষাকালে যে গুলি ব্যবহার করে, হাম্‌ফ্রি সেইশ্রেণীর গুলির ভিতরে মরফিয়া প্রয়োগ করিয়া এই অভিনব আগ্নেয়াস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ইহাতে প্রাণহানির আশঙ্কা নাই। এই গুলি দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও অস্থি চূর্ণ হইবে না।

যুদ্ধক্ষেত্রে যদি কোন সৈনিক এই গুলির দ্বারা সামান্যরূপেও আহত হয়—যদি তাহার গাত্রে এই গুলির একটা আঁচড় মাত্র লাগে তবে সেই ব্যক্তি সেদিনে আর যুদ্ধ করিতে পারিবে না, সে তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা গ্রহণ

হরিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবে। যদি কেহ এই গুলির দ্বারা গুরুতররূপে আহত হয়, তবে সে আঘাতের জন্ত যন্ত্রণা অনুভব করিবে না, কারণ দেহমধ্যে মরফিয়ার ক্রিয়া উপস্থিত হইবে বলিয়া সে অচেতন হইয়া থাকিবে, তাহাকে তখন অতি সহজে হাসপাতালে পাঠাইতে পারা যাইবে। আঘাত সাংঘাতিক হইলে সে আঘাতজনিত নিদ্রা-রপের সঙ্গে সঙ্গে মহানিদ্রায় অভিভূত হইবে।

যদি কোন দস্যু বা তস্করের হস্তে বা পদে আঘাত লাগে, তবে সে কয়েকপদ মাত্র অগ্রসর হইয়া মৃত্তিকায় হাত পা ছড়াইয়া শয়ন করিবে এবং নিদ্রা যাইবে। তখন একখানি গাড়ী আনিয়া তাহাকে থানায় লইয়া গেলেই চলিবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিকারী কর্ত্তৃক আহত হইবার পর ব্যাঘ্র সিংহ প্রভৃতি হিংস্র পশুগণ ধূম লক্ষ্য করিয়া শিকা-রীকে আক্রমণ করিয়া থাকে, কিন্তু এই গুলির দ্বারা আহত হইলে তাহারা দুই এক পদ দৌড়িবার পরই নিদ্রাগত হইবে।

বৈজ্ঞানিক হামফ্রির এই আবিষ্ক্রিয়া লইয়া বৈজ্ঞানিক মহলে খুব আলোচনা হইতেছে। সমরক্ষেত্রে ব্যবহার করিবার জন্ত পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ নিত্য নূতন অস্ত্রের আবিষ্কার করিতেছেন। তাহাতে কেবল নরহত্যার উপায় উদ্ভূত হইতেছে মাত্র। হামফ্রির গুলিতে গভীর ক্ষত উৎপন্ন না হইলেও ইহাতে জীবনের আশঙ্কা কম হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। ক্ষতস্থানে যন্ত্রণা না থাকিলে দেহমধ্যে অন্ত কোন পদার্থ রহিল কি না, ডাক্তারগণ তাহা স্থির করিতে পারি-বেন না। হামফ্রির গুলি সম্ভবতঃ বন্ধুরূপে দেহমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরিনামে ভীষণ শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। যাহা হউক, এই গুলি ব্যবহৃত হইবে কি না, বৈজ্ঞানিকদিগের আলোচনা শেষ না হইলে তাহা বলা যায় না।

বাঙ্গালায় পাটের চাষ।

আগামী শরৎকালে যে পাট উৎপন্ন হইবে, এখন হইতেই তাহার জন্ত টাকা দাদন করা হইতেছে। অনেকে ১০৷৷০ পর্য্যন্ত মণ দিতে স্বীকার করিয়াছে। বিগত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কিন্তু পাটের মূল্য ৫৷৷০ টাকার অধিক উঠে নাই। পাটের কৃষকের হস্তে নগদ টাকা আসিতেছে। সেইজন্ত এত বৃদ্ধি।

বর্দ্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সভা।

বর্দ্ধমানের সাহিত্যিকগণ এক সাহিত্য সভা সংস্থাপন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন। হলো কি? এতকাল পরে?

চাঁদপুরের হরিণা গ্রামের সরদার খাঁ নামক কোন মুসলমানের স্ত্রী দুই দিবসের মধ্যে দুইটী কন্তা ও একটী পুত্রসন্তান প্রসব করে। স্ত্রীলোকটী দ্বিতীয় দিবসে সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে।

বানিজ্যবার্ত্তা।

আমেরিকায় ঢালাই লৌহ উৎপন্ন করিবার খরচ খুব অধিক—এইজন্ত সম্প্রতি কলিকাতা হইতে ঢালাই লৌহ আমেরিকায় চালান হই-তেছে। আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে অতি শীঘ্র এক জাহাজ ঢালাই লৌহ পৌছিবে—এই সর্ব্ব প্রথম কলিকাতা হইতে আমেরিকায় ঢালাই লৌহ চালান দেওয়া হইতেছে। আমে-রিকায় পৌছিতে মণ প্রতি সর্ব্ববিধ ব্যয় ১।০ এক টাকা চারি আনার অধিক পড়িবে না। চীনের ঢালাই লোহা ইহার অপেক্ষা অতি অল্প মাত্র কম মূল্যে আমেরিকায় বিক্রীত হইয়া থাকে।

বোম্বাইয়ে বাণিজ্য কলেজ।

ভারতসচিব বোম্বাইয়ে বানিজ্য কলেজ স্থাপন সম্বন্ধে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন। আপাততঃ একজন প্রিন্সিপ্যাল, দুইজন অধ্যা-পক এবং দুইজন শিক্ষক কলেজে শিক্ষাদান করিবেন। প্রিন্সিপ্যালের বেতন হইবে ১২২৫ টাকা, অধ্যাপকদ্বয়ের প্রত্যেকের ৮৭৫ এবং শিক্ষকদিগের প্রত্যেকের ৩০০ হইতে ৫০০ পর্য্যন্ত বেতন হইবে। প্রথম তিন জনকে বিলাত হইতে আমদানি করা হইবে, ১৩ জন সভ্যের উপর কলেজের পরিচালন ভার থাকিবে। যাহারা এই কলেজে এককালীন অর্থ দান করিয়াছেন, যে সকল বিখ্যাত ব্যব-সায়ীর অর্থে কলেজের ব্যয় নির্ব্বাহ হইবে, তাহাদিগের এবং গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এই ১৩ জন সভ্য নির্ব্বাচিত হইবেন। কলেজ সম্পূর্ণরূপে গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় এই কলেজের "পরীক্ষো-ত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে "বেচিলার অব্ কমার্স" এই নূতন উপাধি প্রদান করিবেন। সুসংবাদ সন্দেহ নাই।

ভদ্রেশ্বরে এঙ্গাস জুট মিল নামে একটা নূতন পাটের কল খোলা হইয়াছে। এই কলের মূলধন ৩৭৷৷ লক্ষ টাকা। আমেরিকার ধনিগণ এই ৩৭৷৷ লক্ষ টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই ৫১৬টা তাঁত বসান হইয়াছে। কলের উৎপন্ন দ্রব্য সমস্তই আমেরিকার বাজারে বিক্রয় করা হইবে—লাভ পাইবেন আমেরিকার ধনপতি-গণ। এইরূপে ভারতের পরিশ্রমে আমেরিকা ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশের লক্ষপতিগণ কোটিপতি হইতেছেন—মূলধন ও ব্যবসায় বুদ্ধির অভাবে ভারতবাসিগণ জগতের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছেন, তথাপি বিলাস বিভ্রমের কম নাই, বেশ দেশ!

গো-চারণ ভূমি।

গোচারণ ভূমির অভাবে গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুকুলের আহার্য্য তৃণাদির অভাব হওয়াতে গবাদি পশুর ঘোর অবনতি ঘটিতেছে। গোজাতির এই শোচনীয় দুর্দ্দশার প্রতীকার কল্পে সর্ব্বভারতীয় গো-রক্ষিণী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাসাওয়ালা উক্ত সভার পরিগৃহীত প্রস্তাবানুসারে বিগত ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে ভারত গবর্ণমেণ্টের নিকট গোচারণ ভূমি সংরক্ষণ বিষয়ে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করেন। উক্ত আবেদন পত্রে এই প্রার্থনা করা হয় যে, প্রত্যেক ৩০০ বিঘা কৃষি যোগ্য ভূমির উপর যাহাতে ন্যূনকল্পে ১৫ বিঘা ভূমি পৃথকভাবে গোচারণার্থ নির্দ্দিষ্ট থাকে, গবর্ণমেণ্ট গোজাতির উন্নতিকল্পে তাহার ব্যবস্থা করুন। পাঠক অবগত আছেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট সভার এই প্রার্থনা পূরণ করেন নাই। কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে ঔদাস্য প্রদান করিলেও সভা তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সাধনে নিরুৎসাহ হন নাই। সংপ্রতি বাসাওয়ালা মহোদয় এ বিষয়ে ভারত সচিব মহোদয়ের নিকট একটী আবেদন করিয়াছেন। আমরা আশা করি, ভারত-সচিব মহোদয় তাঁহার ন্যায় সঙ্গত প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। ভারতের ন্যায় কৃষিপ্রধান দেশে পর্য্যাপ্ত আহার্য্যের অভাবে গোমহিষাদি পশুগণ ক্রমশঃ ক্ষীণ ও রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, কৃষককুলের ও কৃষিকার্য্যের ঘোর অনিষ্ট সাধিত হইবে এবং জন সাধারণেরও ক্লেশের অবধি থাকিবে না। ভারতে গবাদি পশুর সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষিকার্য্যের অবনতি ঘটিয়াছে। এ অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষ গোজাতির উন্নতি সাধনে নিশ্চেষ্ট থাকিলে ব্যাপার বড়ই সাংঘাতিক হইয়া উঠিবে। পূর্ব্বে এদেশের প্রত্যেক গ্রামেই গোচারণ ভূমি ছিল, কিন্তু জমিদারগণ অর্থলোভে সাধারণের ব্যবহার্য্য গোচারণ ভূমি বিলি করাতে পল্লীগ্রামসমূহে গোচারণ ভূমি এখন আর পরিদৃষ্ট হয় না। ভারতগবর্ণমেণ্ট যদি যথা সময়ে জমিদারদিগের এই কার্য্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে গোমহিষাদি গৃহপালিত পশুসমূহকে আজ খাদ্যাভাবে এরূপ নিদারুণ ক্লেশ পাইতে হইত না। কিন্তু তাঁহারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকাতে এই অনর্থপাত ঘটিয়াছে, সুতরাং ইহার প্রতিকার বিষয়ে আলস্য ও ঔদাস্য প্রকাশ করা সদাশয় গবর্ণমেণ্টের পক্ষে কোনমতেই শোভন ও সঙ্গত নহে। আমরা আশা করি, ভারত সচিব মহোদয় ভারতে সাধারণের ব্যবহার্য্য গোচারণ ভূমি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জন-সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

কেন বিবাহ করিয়াছ ?

পাশ্চাত্য দেশের একটা খেয়ালের কথা আজ বলিব। জনৈক ভদ্রলোক বিবাহের পর কিছু কাল পত্নীর সহিত সংসারধর্ম্ম করিয়া শেষে জীবনভার দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করেন। এমন "দিল্লীকা লাড্ডু" আর কয়জন খাইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য তিনি বিবাহিত পুরুষদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে তিনি এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলেন "আপনি কেন বিবাহ করিয়াছেন ?" এই প্রশ্নের উত্তর অনেকেই প্রদান করিয়াছেন। কয়েকজনের উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কেন যে বিবাহ করিয়াছি, এই এগার বৎসরকাল আমিও তাহাই ভাবিতেছি।—

(স্বাক্ষর) এক্স।"

"আমার স্ত্রীর মাতার সহিত সদ্ভাব রক্ষার জন্যই আমি বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু উভয়ের মনোমালিন্য এ পর্য্যন্ত দূরীভূত হয় নাই—

ডব্লিউ।"

"সারা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পাঁচটি যুবক সেই যুবতীর পাণিগ্রহণের জন্য উৎসুক হইয়াছিল—যাহার উপর এত লোকের নজর, তাহাকে বিবাহ করা সৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলাম।—সি।"

"আমরা সুদীর্ঘ আট বৎসরকাল কোর্টশিপ করিয়াই কাটাইয়াছিলাম। আমার পিতা একদিন বলিলেন, আট বৎসর কোর্টশিপই যথেষ্ট, কাজেই বিবাহ করিতে বাধ্য হইলাম।—বি।"

"সুন্দরীদিগের মনোরঞ্জনের জন্য নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় করিয়া এবং থিয়েটার ও কন্‌সার্টে যাইবার জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছিলাম, নিজেও ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই সকল দায় হইতে কিছুকাল উদ্ধার পাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এখন বিবাহ করিয়া অর্থের অপব্যয় হ্রাস করিয়াছি,।—

জে সি।"

"কেন বিবাহ করিয়াছি, সে কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কেন আর আমার মনের আগুন জ্বালাইয়া দিতেছেন ?—জে।"

"কেন বিবাহ করিয়াছি শুনিবেন ? এখন যিনি আমার পত্নী, তখন তাঁহাকে দেখিয়া ভাবিয়াছিলাম, রমণীকুলে এমন রত্ন সহস্রের মধ্যে একটি মিলিতে পারে। কিন্তু এখন আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, একের ভিতরেই এমন হাজার রত্ন পাওয়া যায়।—ই।"

দিল্লীকা লাড্ডু কেমন, আগে তাহা জানিতাম না বলিয়াই বিবাহ করিয়াছি।—জি।"

"কেন আমি বিবাহ করিতে গিয়াছিলাম, এই কথা আমার বন্ধুবর্গও আমাকে জিজ্ঞাসা করেন।—সি, এইচ।"

"তখন আমার অনেক টাকা ছিল—টাকা লইয়া কি করিব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতাম না। তাই বিবাহ করিয়াছি। এখন দেখিতেছি, করিবার জিনিষ অনেক, কিন্তু টাকায় কুলাইতেছে না।—বি, ডি।"

"মনুষ্যের মধ্যে নর ও নারী এই দুই শ্রেণী আছে। আমার বিপরীত শ্রেণীর একটি সঙ্গীর নিতান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, তিনি আমার পক্ষে এখনও বিপরীত।—এ।"

"কপালে ছিল, কি করিব?—পি, জে।"

"আমি সঙ্গীর জন্ম লালায়িত ছিলাম, এখন অহোরাত্রই সঙ্গী দেখিতেছি।—কাবল্।"

"পাটীগণিতের সমস্ত অঙ্ক শেষ করিয়াও আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না। পারিবারিক গুণ ও ভাগের মধ্যে, অনেক বাদ দিতেছি, অনেক যোগ করিতেছি, কিন্তু উত্তর ঠিক করিতে পারিতেছি না।—বৃদ্ধ।"

"পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন আদর্শ পত্নী লাভ করিবার অভিপ্রায়ে বিবাহ করিয়াছি।—সাইমন্"

HOME INDUSTRIES.

ইণ্ডিয়া রবার বার্ণিশ্

ইহাদ্বারা দুই টুকরা রবারকে জুড়িতে পারা যায়, এবং বুট জুতার উপরে লাগাইলে জল সহনশীল বার্ণিশ করাও হইয়া থাকে।

প্রস্তুতপ্রণালী।

রবারের টুকরা ১আউন্স বেঞ্জোইন্ (Bengoin) ১পাইট একটা বোতলের মধ্যে দিয়া ৪।৫ দিন মধ্যে মধ্যে ঝাঁকরাইলে দ্রব হইয়া যাইবে। যদি অধিক পাতলা হয়, গাঢ় করিবার জন্ত ইহাতে আরও রবারের টুকরা দিতে হইবে। কোন জিনিসে বসাইলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুষ্ক হইয়া যাইবে। যে সকল রবার ভলকানাইজ করা নহে, তাহাই ব্যবহার করা উচিত।

রঙ্গীন ছাপার উপর বার্ণিশ করিবার জন্য বার্ণিশ।

কানাডা বালসম	১ আউন্স
স্পিরিট্ টার্পিন	২ আউন্স

গলাইয়া ১টা শিশিতে রাখিতে হইবে।

রঙ্গিন কালিতে ছাপা কোন জিনিসের উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে Ising glass জলে গলাইয়া ঐ ছাপার উপর একবার তুলিদ্বারা টানিয়া জমী করিয়া লইতে হইবে শুষ্ক হইয়া যাইলেই ক্যামেল হেয়ার বা উটের লোমদ্বারা প্রস্তুত চাপ্টা তুলি দ্বারায় সমান্ ভাবে মাখাইয়া শুষ্ক করিলেই অতি সুন্দর চাক্‌চিক্যময় হইবে। ঔষধের লেবেলাদি এইরূপে সহজে বার্ণিশ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত দ্রব্যগুলি সমস্ত রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাইতে পারে।

ছবির বার্ণিশ

ছবির উপর বার্ণিশ করিতে হইলে প্রথমে ৪টী ডিমকে ভাঙ্গিয়া তাহার শ্বেতাংশকে লইয়া তাহার সহিত ২আউন্স লোফ্ সুগার চুণের জল দিয়া ফেটাইয়া ফেটাইয়া মিশাইতে হইবে। যখন বেশ মিশিয়া যাইবে এবং বুঝিতে পারা যাইবে যে, তুলির মুখে সরিতেছে, তখন তুলিদ্বারা লাগাইতে হইবে। যদি পাতলা করিবার ইচ্ছা হয়, চুণের জল মিশাইয়া পুনরায় ফেটিয়া কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইবে।

গোল্ড্ ল্যাকার বার্ণিশ কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়।

শুদ্ধ এসেন্স আর মাথার তেল করিলেই দেশের দুঃখ ঘুচিবে না, আরও আবশ্যকীয় দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালীও শিখিতে হইবে। গ্রাহকগণের অনেকেই মাথার তৈল, আর এসেন্স প্রস্তুতের জন্তই ব্যস্ত, কষ্ট স্বীকার করিয়া অন্য কিছু শিখিতে নারাজ। দেশে মাথার তৈল, কালির পাউডারের অভাব নাই, এসেন্স, তৈল এ সকল বিলাসিতার সামগ্রী, দেশের লোকে বিলাসিতা বৃদ্ধির জন্তই বদ্ধপরিকর। যাক্ কেমন করিয়া গোল্ড ল্যাকার বার্ণিশ প্রস্তুত হয় বলিব।

স্পিরিট অফ ওয়াইন ১ কোয়ার্ট, হলুদ চূর্ণ ২আউন্স, গাম্বুজ চূর্ণ ২ড্রাম, গম সাণ্ড্রাক ৭আঃ শেলল্যাক ২আউন্স, যখন উত্তমরূপে গলিয়া মিশ্রিত হইয়া যাইবে, তখন ছাঁকিয়া বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। টীনের দ্রব্যে, চামড়ার উপর এই বার্ণিশ দ্বারা বার্ণিশ করিলে সোনার মত রং দেখাইবে।

টীনের জন্য ল্যাকার।

টীনের লণ্ঠন প্রভৃতির উপর ল্যাকারিং করিয়া রং করা হয়। সেই ল্যাকার প্রস্তুতের প্রণালী নিম্নে বলিতেছি। উপরোক্ত গোল্ড ল্যাকারিং দ্বারাও এইরূপ রং করা যাইতে পারে, কিন্তু ব্যয় বাহুল্য হয়। সেইজন্ত সুলভ প্রক্রিয়াও প্রদত্ত হইল।

হলুদ চূর্ণ ১আউন্স খুন খারাপী (Dragoons blood)২ড্রাম, স্পিরিট্ অফ ওয়াইন ১পাইট। প্রস্তুতপ্রণালী পূর্ব্ববৎ। ইহা সুলভ হইবে। লণ্ঠনাদিতে লাগান যাইবে।

HEALTH AND HYGINE.

Milk cure for Lead-colic.

দুগ্ধদ্বারা সিস্‌শূল চিকিৎসা।

যাহারা সিসা এবং হোয়াইট্ লেড্ প্রভৃতি লইয়া রঙ্গের কাজ করে, তাহাদের এক প্রকার শূল (Colic) পীড়া হইয়া থাকে। "জর্ণাল অব্ মেডিসিন্" নামক চিকিৎসা বিষয়ক পত্রে এই সম্বন্ধে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। কয়েকটী সিসার রং প্রস্তুতের কলে বহুলোক কাজ করিত। তাহারা অনেকেই Lead colic রোগে আক্রান্ত হইত। কিন্তু ২জন মুন্সকার লোকের কেবল শূল-পীড়া হইতে দেখা যায় নাই। ইহার কারণ অনুসন্ধানে জানা গিয়াছিল যে, তাহারা প্রতিদিনই প্রচুর দুগ্ধ খাইত। এই রহস্য নিরাকরণের জন্ত মিলের প্রত্যেককে দুগ্ধ পানের ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে সুন্দরভাবে প্রমাণ হয় যে, দুগ্ধ সিস্‌শূলের উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। তাহার পর হইতে ঐ সকল কলের শ্রমজীবিগণ আর সিস্ শূলে আক্রান্ত হয় নাই। সেই অবধি কলের স্বত্বাধিকারীগণ যাহাতে প্রত্যেকে ৩ পোয়া আন্দাজ দুগ্ধ খাইতে পারে, তাহার জন্ত অতিরিক্ত কিছু কিছু বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়ায় ১৮৬৪ হইতে ১৮৭১ সালের মধ্যে আদৌ কাহারও পীড়া হয় নাই। সুতরাং যাহারা ছাপাখানার বা রঙ্গের কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া এই প্রকার শূলরোগে আক্রান্ত হয়, তাহাদিগকে দুগ্ধ পান করিতে দিলে এই রোগ আরোগ্য হইতে পারে। ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। এদেশের চিকিৎসকগণের ইহা পরীক্ষা করা উচিত।

(The Decorator's Assistant)
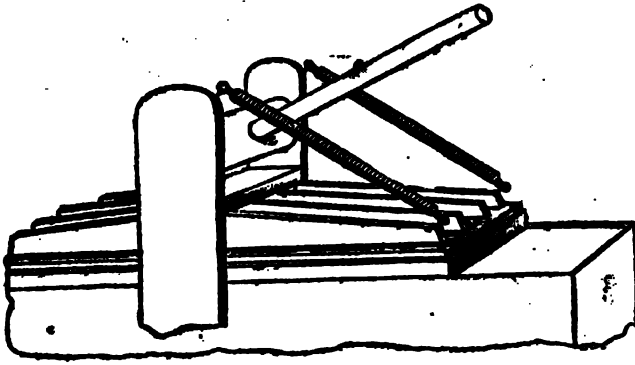
HANDICRAFTS.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Home-made Handpress.

আমাদের জনৈক গ্রাহক কাঠের প্রেস কেমন করিয়া প্রস্তুত হয়, জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। সেইজন্ত আমরা কেমন করিয়া সহজে কাঠের বা লোহের প্রেস প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। কাঠের প্রেস প্রস্তুত করিতে প্রথমে একখানা কাঠের মোটা তক্তা চাই, তাহাকে খুব প্লেন ও সমতল করিয়া লইতে হইবে। তাহার দুইদিকে ২খণ্ড কাষ্ট খণ্ড স্ক্রু দিয়া আটিয়া দেওয়া আছে। ইহার মধ্য দিয়া খিল দিয়া উপরের একটা প্লেট্ দেওয়া থাকে। তাহাতে ২ গাছা স্প্রিং সংলগ্ন। উপরের প্লেট্ খানার একটা হাণ্ডেল, বা হাণ্ডল্ দেওয়া থাকে। স্প্রিং দুইটীর জোরে উপরের প্লেট খানা উঠিয়া পড়িবে। এখন অক্ষর দিয়া কম্পোজ করা চেজে আটা ম্যাটারটাকে যে কাষ্ঠের পুরু তক্তার কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহার ভিতর ঢুকাইয়া দিয়া হাণ্ডেলটা ধরিয়া চাপ্ দিলেই অক্ষরের উপর প্রদত্ত কাগজের উপর চাপ পড়িয়া ছাপা হইবে, হাণ্ডেল ছাড়িয়া দিলেই উপরের প্লেট্ খানা উঠিয়া যাইবে তখন ম্যাটরটা টানিয়া বাহির করিয়া কাগজ তুলিয়া লইয়া পুনরায় কাগজ দিয়া পূর্ব্ব প্রথামত ছাপিতে হইবে। উপরে একটা কাষ্ঠের প্রেসের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, পাঠক দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। ইহা দ্বারা হ্যাণ্ডবিল, কার্ড দাখিলা, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি ছোট ছোট কাজ ছাপা যায়। কাঠের প্রেস যে উপায়ে প্রস্তুতের কথা বলিলাম, সেইরূপে লোহেরও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। কলিকাতার বটু তলায় এখনও কাঠের প্রেসে ছাপা হয় অনেকে দেখিয়া থাকিবেন।

কাঃ সঃ

মেছেতার ঔষধ।

গালে মেছেতা (Sun burn) হইলে মুখশ্রী নষ্ট হইয়া যায়। যাহাতে মেছেতা না হইতে পারে তাহার উপায়। রৌদ্রে ঘুরিয়া আসিয়া যে জলে মুখ ও হাত ধুইবেন, সেই জলে ৬.৭ ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়া মুখ ধৌত করিলে মেছেতা পড়িবে না কিম্বা ৩।৪ ফোটা গ্লিসারিন হাতের তালুতে লইয়া ফোটা কতক জল দিয়া মুখে মাখিয়া তাহার পর মুখ জল দিয়া ধুইয়া ফেলিলে এ রোগ হইবে না।

পানীয় জলে ফোটা কতক নেবুর রস দিলে জলের মধ্যে কোন রোগ বীজ থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগের সময় এইরূপ ব্যবস্থা করিলে অনেক নিরাপদে থাকাই সম্ভব।

FOR THE LEISURE HOUR-

সমাজ-ভ্রষ্ট।*

(গল্প)

ফণীন্দ্র বিলাত হইতে আসিয়া কলিকাতায় বাড়ীভাড়া করিলেন; তিনি দরিদ্রের সন্তান, আপনার বলিতে সংসারে কেহ ছিল না; পল্লীগ্রামের এক ধনবান ভদ্রলোক তাঁহার সুচরিত্র ও বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, আপন এক মাত্র কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। বিবাহের পরে ফণীন্দ্র একরূপ শ্বশুরের অর্থেই বিদ্যাশিক্ষা করেন; বিলাত যাইবার সময় শ্বশুরের সহিত একটু মনোমালিন্য ঘটে; হরমোহন বাবু বিষয়ের উত্তরাধীকারিনী একমাত্র কন্যা কিরণ বালাকে ত্যাগ করিতেও পারিবেন না, অথচ ফণী বিলাত ফেরত হইলে সমাজে তাহাকে লইয়া চলাও সম্ভব নহে, কাজেই জামাতার উচ্চ আশায় বাধা দিতে লাগিলেন। ফণী একজন বন্ধুর অর্থ সাহায্যে শ্বশুরকে লুকাইয়া বিদেশে গিয়া শিক্ষা-লাভ করিলেন। সেখানে গিয়া কিরণ ও শ্বশুরকে পত্রাদি দিতেন, এখন ফিরিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে সঙ্কোচ বোধ হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া পত্নীকে একখানি পত্র দিলেন।

কিরণের পত্র পড়িয়া বড় আহ্লাদ হইল, আনন্দে বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছিল, সে ঠাকুর ঘরে যেখানে মা সন্ধ্যা করিতে-ছিলেন, তথায় গিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। মা সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া বলিলেন, "কিরে কিরণ?" কিরণ একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "এই কল্কাতা থেকে একখানা চিঠি এসেছে, বাবার যদি মত থাকে, তবে এই রবিবারে এসে আমাকে নিয়ে যা'বেন।" শুনিয়া মাতার নয়নে জল আসিল, এতদিন যে স্নেহ পুত্তলীকে বক্ষে লইয়াছিলেন, সে সংসার অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবে? কিরণের মুখের দিকে চাহিলেন, দেখিলেন,

তাহারও নয়নে দুই বিন্দু অশ্রু দীপালোকে চক্‌চক্‌ করিতেছে।

কিরণের মা রাত্রে স্বামীর আহার করিবার সময়ে সমস্ত জানাইলেন, তিনি শুনিয়া বিমর্ষ মুখে বলিলেন, "সে কি ক'রে হ'বে? কিরণকে সেখানে পাঠাইলে আরত্ত বাড়ীতে আস্‌তে পারব না। সমাজ আমাকে এক ঘরে করবে।"

মা বলিলেন, "তা'হলে মেয়ে স্বামীর ঘরে যা'বেনা?" জয়মোহন বাবু বলিলেন, "কিরণের দু'দিক রক্ষা হ'বেনা। যদি মায়া ছাড়তে পারে, তবে তাকে পাঠিয়ে দাও। এ সব কথা আমি অনেক দিন ধরেই ভাবছি।"

দুইদিন ধরিয়া স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে অনেক কথা হইল, অবশেষে কিরণকে ডাকিয়া পিতা বলিলেন, "কিরণ! স্ত্রীলোকের স্বামিই সর্ব্বস্ব! কিন্তু এই বৃদ্ধ পিতামাতার তুইই নয়নের মণি, তোকে ছেড়ে একদণ্ড থাকৃতে পারব না। আমরা যতদিন আছি, তুই এখানে থাক্‌, আমাদের মৃত্যুর পর স্বামীর কাছে যাস্‌। আর যদি একান্ত যেতে চাস্‌, বাধা দিবনা, কিন্তু আমরা স্বামী স্ত্রীতে তা'হলে পথে পথে দেশে দেশে বেড়া'ব, ঘরে আর থাকৃব না।" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল, গৃহিনীও অশ্রুত্যাগ করিতেছিলেন। জয়মোহন বাবু নতশিরা কিরণকে আবার বলিলেন, "বল্‌ মা! তোর মত জানতে উৎসুক হচ্ছি।" কিরণ নত মুখে বলিল, "তবে যা'ব না।"

কিরণ স্বামীকে পত্র লিখিল, "সে বৃদ্ধ পিতামাতাকে ফেলিয়া যাইতে পারিতেছে না, কিন্তু তাই বলিয়া তিনি যেন তাহার দোষ না লয়েন, তাহার প্রাণটা সেখানে পড়িয়া আছে। তাঁহার যে খুব কষ্ট হইবে, তাহা কিরণের অবিদিত নহে, তিনি যেন আবার বিবাহ করিয়া সুখী হন, তবে যেন অভাগিনীকে একটু মনে রাখেন, আর সুযোগ মতে যেন এক এক বার গোপনে দেখা দেন।"

পত্র পড়িয়া ফণি সকলই বুঝিলেন, উত্তর দিলেন, "বিবাহ করা তাঁহার সাধ্যাতীত, এখানে যেমন কিরণ একাকিনী থাকিবে, সেখানে তিনিও সেরূপ একক থাকিবেন। ভগবানের যদি দয়া হয়, তবে মিলন হইতেও পারে। আর কিরণ যেন তাহার একখানি ফটো পাঠাইয়া দেয়।"

(২)

কিরণ পিতামাতার মুখ চাহিয়া রহিল বটে, কিন্তু তাহার প্রাণটা সত্যই ফণির নিকট পড়িয়া রহিল; হাতে কাজ করিত আর অন্তরে সর্ব্বদা ফণিকে ভাবিত। এখন তিনি আফিসে কাজ করিতেছেন, এখন তিনি প্রাতে উঠিয়া চা খাইতেছেন, এখন শয়ন করিয়া হয়ত আমার কথাই মনে করিতেছেন, পতির সমস্ত সে যেন নখদর্পনে দেখিত। না জানি তাঁহার কতই কষ্ট হইতেছে, আফিস হইতে আসিলে কে কথা কহিবে, গ্রীষ্মের দিনে ললাটে ঘর্ম্ম দেখিলে কে বাতাস দিবে। দাস দাসীর হস্তে সেই অমূল্য রত্নের সেবার ভার অর্পিত রহিল, আর এই দাসী কোথায় পড়িয়া রহিল। স্বামীর আমার কি মহত্ব, স্বয়ং কত ক্লেশ পাইতেছেন, তথাপি আর বিবাহ করিবেন না, কিরণের চক্ষু ভরিয়া জল আসিল। তিনি একটী এসেন্স দিয়াছিলেন, সুগন্ধী বারি ফুরাইয়া গিয়াছিল, শুভ্র স্ফটিক আধারটী সে কত যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল। তিনি একটি চম্পক পুষ্প দিয়াছিলেন, প্রসুন শুকাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু কিরণ তাহাকে পরম যত্নে তুলিয়া রাখিয়াছিল, বাক্স মধ্যে সতত্র রাখিয়াছিল, পাছে অন্যের আঘাতে তাহার জীর্ণ দলগুলি বৃন্তচ্যুত হইয়া পড়ে; স্বামীর প্রেম চিহ্ন মলিন কুসুমটীকে দেখিয়া সে কতদিন অশ্রুজল ত্যাগ করিয়াছে। যখনই প্রসুনকে হাতে লইত, সেইটী বিবাহ দিনের কথাটী স্মরণ করিত; প্রিয়তমের হাস্যময় মুখ, সুন্দর দীর্ঘ উন্নত দেহ, তপ্ত নিদাঘ মধ্যাহ্নের সেই মিলন মুহূর্তটী হৃদয়ে জাগরিত করিত। স্বামীর জন্য সময় সময় মন কেমন করিলে সে ছুটিয়া আসিয়া ফুলটীকে দেখিত, এবং দুয়ার বন্ধ করিয়া, নয়ন মুদিয়া পতিকে চিন্তা করিত। আহা ও পারে তুমি, এ পারে আমি! প্রেমিক প্রেমিকার সাধের মিলনে কে বাধা দিতেছে। সংসার সমুদ্রে যে পুষ্প যুগল পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, নির্দ্দয় তরঙ্গে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর কি সে প্রিয়জনের চরণে মিলিত হইতে পারিবে? ঐ যে তাহার চিরবাঞ্ছিত, গভীর প্রেমে আকুল আগ্রহে তাহাকে আহ্বান করিতেছেন, সে ঐ সহাস্য-মুখ প্রেমিকের স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে মিলিত হইবে, কে বাধা দিতেছে! প্রসারিত করে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ঐ যে মধুর স্বরে ডাকিতেছেন, "এস! এস!" কেহ বাধা দিওনা গো! তাহাকে যাইতে দাও।

কিরণ স্বভাবতঃ লজ্জা শীলা, সে পত্রে সহস্র মুখে এ সব প্রেমের কথা স্বামীকে জানাইত না, তিনি কাছে থাকিতে সে কখনও ভালবাসার কথা তাঁহাকে বলে নাই, লোকের নিকট এখনও কিছুই বলিত না, কিন্তু বৃন্তচ্যুত কুসুম কলিকার ন্যায় দিনে দিনে মলিন হইয়া যাইতে লাগিল।

একদিন কিরণ মধ্যাহ্নকালে পিতামহীর পাকাচুল তুলিতেছিল, পরিচারিকা দুর্গা আসিয়া একখানি পত্র দিল, কিরণ মধ্যে মধ্যে স্বামীর পত্র পাইত, অদ্য তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিয়া আনন্দে পত্র খুলিল, দেখিল তিনি অতি কষ্টে লিখিয়াছেন, "আমার বড় অসুখ, শীঘ্র আসিয়া শেষ দেখা করিবে। কিরণের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠাকুরমা বলিলেন, "কি-রে, কার চিঠি?" কিরণ কথা কহিতেও অক্ষম, কিরণের মা আসিয়া "ফণি ওঁকে টেলিগ্রাম করেছে, কিরণকে

নিয়ে উনি যেন যান, তার বড় অসুখ!" বলিতে বলিতে চক্ষু মুছিলেন।

ঠাকুর মা বলিলেন, 'হরমোহন কি বল্ছে?' বধূ বলিলেন, তিনি বল্ছেন কিরণ গেলেও এদেশে কথা হবে, তিনি একবার লুকিয়ে গিয়ে দেখে আস্বেন।" মা চলিয়া গেলে কিরণ কাঁদিয়া বলিল, "ঠাকু'মা! আপনার পায়ে পড়ি, আমাকে একবার যেতে দিন, না হয় দু'ঘণ্টার জন্যও একবার যাই।" বৃদ্ধা পৌত্রীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "অসুখ হয়েছে, সেরে যা'বে, কাঁদিস্নি, আমি তোর বাপকে বলছি, নিয়ে যা'বে এখন।"

* * * *

সেই দিনেই হরমোহন বাবু কন্যাকে লইয়া কলিকাতায় গেলেন, প্রতিবাসী ও দাসদাসীদের বলা হইল, তিনি কিরণকে লইয়া ভগিনীর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইতেছেন।

(৩)

একটী সুসজ্জিত কক্ষে ফণীন্দ্র চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন। হরমোহন বাবু কিরণকে লইয়া গেলে ফণীন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন, তিন জনেরই চক্ষে জলধারা বহিল। শুশ্রূষাকারিণী নার্স প্রমীলা বলিলেন, "আপনারা ধৈর্য্য ধরুন, রোগীকে কাঁদা'বেন না। এর এখন আরোগ্যের খুব আশা হয়েছে, ভয় নাই।"

ফণীন্দ্র মৃদুস্বরে শ্বশুরের নিকট মার্জ্জনা চাহিল, হরমোহন বাবু পুত্রস্নেহে তাঁহার শীর্ণ বাহুটী আপন বক্ষে লইয়া বলিলেন, "বাবা! সে কথা কি আমি এখনও মনে করে রেখেছি?"

কিরণ লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্বামীর চরণে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল. একটু পরে গৃহ নির্জ্জন হইলে ফণি কিরণকে বলিলেন, "কিরণ! আমার কথা তুমি কি মনে করিতে?" কিরণের রুদ্ধ প্রেমোচ্ছ্বাস শত মুখে উৎসারিত করিয়া দিয়া এই বহুদিনের বিরহ কাহিনী বর্ণনা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল, কিন্তু লজ্জায় কিছু বলিল না, কেবল মস্তকান্দোলনে সম্মতি জানাইয়া মস্তকটী কঙ্কালসার স্বামীর চরণের উপর রাখিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল, অস্ফুটস্বরে বলিল, "তুমি?" ফণী বহু কষ্টে চরণ সরাইয়া বলিলেন "ও কি! এ দিকে এস, আমি যে তোমার মনে করতুম, তা'র চিহ্ন ঐ দেখ।" কিরণ দেখিল, মর্ম্মর নির্ম্মিত টেবিলের উপর, রৌপ্যময় আকারে তাহার ফটো রহিয়াছে, ছবির উপর ফুলের মালা শুকাইয়া রহিয়াছে, বোধ হয় ফণী প্রত্যহই পুষ্পমালা দিতেন, এক ছড়া মণিমুক্তা খচিত নেক্লেস্ও পরাণ আছে। স্বামীর প্রেমের পরিচয় পাইয়া কিরণের ইচ্ছা হইতেছিল, আপন হৃদয়ের রক্তে তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দেয়।

কিরণ বলিল, "আমি আসিনি বলে তুমি কি রাগ করেছ?" ফণি বলিলেন আমি কি তোমার উপর রাগ করিতে পারি? তুমি যে পিতা মাতাকে ভক্তি করে নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিলে, এ জগতে এ আদর্শ বিরল।"

ফণী শীর্ণ হস্তে কিরণের হাত খানি লইয়া অনেক কথা বলিলেন, কিরণও কতক কথা বলিল। তাহার পর তাহাদের যাইবার সময় হইল, ফণী তাঁহাদের সেদিন থাকিতে অনুরোধ করিলেন, হরমোহন বাবু দেশের লোকের ভয়ে অসম্মত হইলেন। বিদায়ের সময় ফণী বলিলেন, "কিরণ! আবার কবে দেখা হবে?" কিরণ বলিলেন, "জগদীশ্বর যেদিন দয়া করবেন। ফণী বলিলেন, "সে দিনের জন্য রোজ প্রার্থনা কোরো, আর আমিও করবো।"

(৪)

হরমোহন বাবুর দেশে খুবই আন্দোলন হইতে লাগিল, যে তিনি ও কিরণ ফণীন্দ্রের বাড়ী গিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের সংস্রব রাখা হইতে পারে না।

গঙ্গার ঘাটে নামাবলী আচরিয়া ভট্টাভগিনী বলিতেছিলেন, 'কিরণের বর রোজ আসে, একদিন ভোরে আমার সামনে পড়ল, অমনি দৌড়ে পালিয়ে গেল, রোজ রাত্রে আসে, ভোরে যায়।" বসু গৃহিণী শিবপূজা করিতেছিলেন, তিনি বিল্ব পত্র হাতে লইয়া বলিলেন, কিরণত এখন জুতা পরে, গাউন পরে। ওমা! গেরস্তর মেয়ে, পূজা আচ্ছা বিসর্জ্জন দিয়ে এই সখ হ'ল? ঐ সব পাপে দেশে চালের দাম বেড়ে গেছে।" চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা মাথায় তৈল দিতে দিতে বল্লেন, "ভাজটা বড় দুষ্ট, বাড়ীতে রাত দিন কাজ; একবার বা'র হ'লে রাগ করে। এই নাইবার ছুতা করে এসেছি, বলি কথাটা কি জেনে আসি, তা'হলে সব সত্যি?" বিন্দু দিদি বহুকাল ধরিয়া ম্যালেরিয়া ভুগিতেছেন, তিনি স্নান করেন না, রোজ জল স্পর্শ করিবার ছুতায় আসিয়া এই সব সমালোচনা প্রভৃতি করেন, তিনি মালা জপা বন্ধ রাখিয়া বলিলেন, "সব সত্যি! আমার বাড়ীর কাছে, আমি পাকা কথা জানি, ঐ হরমোহন বাবুটা একেবারে গেছে, ওর বাড়ীতে রোজ পেঁয়াজ রসুন রান্না হচ্ছে, মুরগীর চাষ করেছে; বাড়ী শুদ্ধ লোক খায়। পুণ্য প্রয়াসিনী নারীগণ ঘৃণায় থুথু ফেলিয়া নানারূপে নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। গঙ্গা বারি এই মহিলাগণের হৃদয়ের নীচতা ও সত্যবাদিতা দেখিয়া ঘৃণায় কলকল রবে বহিয়া চলিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাহিরের ঘরেও আন্দোলন হইতেছিল, বিজয় বাবু বলিতেছিলেন, "আর হরমোহন বাবুকে নিয়ে সমাজে চলা যায়? উনি ওর স্ত্রী, কন্যা সকলে সেখানে ১০।১২ দিন থাকিয়া আহারাদি করিয়া আসিলেন, আর কি এতে হিন্দুসমাজ থাকে?" মুখোপাধ্যায় দেওয়ালের ছবিতে অঙ্কিত দুর্গার প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "মা জননী! দুর্গতি হারিণী! লোকের কি মতি গতি কর্লে মা? আবার আমার ছেলে কলকাতায় দেখে এসেছে, হরমোহন বাবুর মেয়ে জামাই ফিটনে চড়ে সাহেবী পোষাকে হাওয়া খেতে যাচ্ছে। ওদের নিয়ে আর চলা যায়?।"

সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে বৈঠকখানায় এই প্রস্তাব হইল, অতঃপর হরমোহন বাবু এক ঘরে হইলেন, তাঁহাকে লইয়া আর আহারাদি হইবে না। শীঘ্রই ললিত বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাশন হইল, তাহাতে হরমোহন বাবুর নিমন্ত্রণ হইল না। অধিকন্তু লোকের হাসি ঠাট্টা ও অপবাদের জ্বালায় তাঁহারা অস্থির হইলেন।

কিরণের ঠাকুর মা পুত্রের নিকট কাঁদিয়া বলিলেন, "হাঁ বাবা! এমন করে কি থাকতে পারা যায়?" পুত্র বলিলেন "আমি বুঝতে পাচ্ছি, যখন ফণীর বাড়ীর থেকে আমরা গাড়ীতে উঠি, সেই সময় আমার পরম শত্রু চাটুর্য্যে দেখতে পেয়ে ছিল। সেই এসে প্রথমে আগুন লাগায়, এখন সে অগ্নি শত মুখে জ্বলে উঠেছে। তা' যা'ক আমি আর কিরণ দু'ঘণ্টা ফণীর বাড়ীতে ছিলাম, এইতে যদি এত কথা হয়, তবে আর কি উপায় আছে? চল সকলে গিয়ে কলিকাতায় থাকি। আর সমাজের মুখ চেয়েই প্রাণের কিরণ ফণীকে কষ্ট দিয়েছি, তা'দের নিয়ে ঘর সংসার করি। কিরণকে শ্বশুর বাড়ী পাঠা'ব, ফণীকে যেমন জামাই আনব, আর আলা'দা বাড়ীতে, তুমি, আমি তোমার বৌ সকলে থাকব। যেমন মেয়ে বাপের বাড়ী আসে, কিরণকে আনব।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "হ্যা বাবা! তা'হলে আমি গঙ্গা নাইতে পারব? হরমোহন বাবু হাসিয়া বলিলেন," কেন পারবে না মা? জগদীশ্বরের চক্ষে কেহ একঘরে নয়। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, জৈন সকলে তাঁ'র চরণে বিশ্রাম পাইবে।"

জননী বলিলেন, "তা' হলেই হ'ল, গঙ্গাটা নাইতে পেলেই আমার হ'ল।"

(৫)

কলিকাতায় আসিয়া স্বতন্ত্র বাটী ভাড়া করিয়া হরমোহন বাবু স্ত্রী ও মাতাকে লইয়া রহিলেন। ফণীন্দ্র আরোগ্য হইয়াছিলেন, কিরণ তাঁহার বাড়ীতে গেল।

ফণীন্দ্র কিরণের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখ রোজ আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতাম, যেন শীঘ্র আবার তোমার সঙ্গে দেখা হয়। তবে দেখ, তিনি কত শীঘ্র আমাদের প্রার্থনা শুনলেন।"

কিরণ হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ! তিনি দয়া করে তা' শুনেছেন, তবে এই দুঃখ যে, আমার বাপ মা এক ঘরে হয়ে রহিলেন, আর নিন্দুক লোকে আমাদের নামে অজস্র নিন্দা রটিয়েছেন'।

ফণী বলিলেন, "নিন্দুকের নিন্দায় কি আসে যায় কিরণ? বড় বড় ধার্ম্মিক মহাত্মা যাঁ'রা পরের জন্য অম্লান বদনে প্রাণ বিসর্জ্জন করেছেন, কি ঈশ্বর প্রেমিক কি আজন্ম ব্রহ্মচারী, নিন্দুকের হাত তাঁ'রা যখন ছাড়াতে পারেন নাই; তখন আমরা ত সামান্য লোক! ধর্ম্ম পথে চলব, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখব, নামে কাজ করব, এতে যদি কেহ নিন্দা করেন, তা'তে আমাদের কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।"

সন্ধ্যার অন্ধকার তখন গাঢ় হইয়া আসিতেছিল, সন্ধ্যা গগনে নানাবর্ণের মেঘমালা পবনভরে গীত ধরিতেছিল, গৃহে গৃহে পুরনারীগণ শঙ্খ বাজাইয়া সন্ধ্যার আরতি করিতেছিলেন। অসংখ্য দীপমালা প্রজ্জ্বলিত হইয়া অন্ধকার দূর করিয়া সুবর্ণময় আলোক প্রকাশ হইল। বিরহ বিধুর হৃদয় দুইটী মিলিত হইয়া, জগদীশ্বরের শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিল।

কিরণবালা ও ফণীন্দ্র মধ্যে মধ্যে হরমোহন বাবুর বাড়ীতেও যাইতেন।

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

EXPERIENT'S ADVICES.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

আকাঙ্খাতেই অভাবের সৃষ্টি, আকাঙ্খা কমাইলেই অভাবও কমিবে। "He lacks most, who longs most" অভাব ঘুচাইতে হইলেই আকাঙ্ক্ষা কমাইতে হইবে, মিতব্যয়ী হইতে হইবে। নচেৎ অভাব অভাব ঘুচিবে কেন?

পাখী ধরা পড়ে ফাঁদে পা দিয়ে, আর মানুষ ধরা পড়ে কথা কয়ে। মানুষ হাঁ কল্লেই দেশের খপর পাওয়া যায়।

তুমি সব বিশ্বাস করিতে পার, কিন্তু তোষামোদ প্রিয় হামবড়া লোককে কদাচ সন্তুষ্ট করিতে পার, ইহা বিশ্বাস করিও না এরূপ দাম্ভিক লোক হইতে সমস্ত নিরীহ লোকই দূরে থাকিতে চায়, নচেৎ অপমানিত হইয়া পড়িতে হয়।

Industry pays debt, but despair increases them." শিল্পে ঋণ পরিশোধ করে, কিন্তু হতাশা ঋণ বৃদ্ধি করে, হা হুতাশ করিয়া কি করিবে, শ্রমশীল হও, দুঃখ মোচনের উপায় করিলে তবেত ঋণমুক্ত হইতে পারিবে এবং সুখী হইবে?

কোন ইংরাজ লেখক বলিয়াছেন "A good wife and health are a man's best wealth, অর্থাৎ সাধ্বী স্ত্রী এবং সুস্থ শরীর এই দুইটী মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধন স্বরূপ। যাহার এই দুইটীই আছে, সেত রাজাধিরাজ অপেক্ষাও সুখী। সে দীন দরীদ্র হইলেও তাহার সুখ স্বর্গীয় এবং অসীম।

টাকা আর সময় এই দুইটীই মানুষের পক্ষে সমান মূল্যবান। যে লোক সময়ের অপব্যয়ী, সে টাকারও অপব্যয়ী।

ধার করা অপেক্ষা জ্বর করাই ভাল। লওয়া অপেক্ষা বরং দেওয়াই ভাল বরং এক রাত্রি উপবাস দেওয়া ভাল, তথাপি ১০০ জন ডাক্তার ডাকা উচিত নয়।

"A good temper is the chief ingredient of happiness"খোস্ মেজাজ সুখের প্রধান উপকরণ। দিবারাত্র মেজাজ খারাপ করিয়া থাকিলে সুখের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। তুমি গরম মেজাজ দেখাইলে কেহ তোমার কাছ দিয়াও যাইবে না। তখন তুমি সমগ্র জাতিটার উপর চটিয়া গিয়া নিজেই জলিয়া মরিবে। স্বভাবের কেমন প্রতিহিংসা বুঝেছ ভাই? সুখী হইতে চাও ত সর্ব্বদা সুখে দুঃখে হাসি মুখে দিন কয়টা কাটাইয়া দাও। তোমার ও গরম মেজাজে জগতে আসে যায় কি?

পরনিন্দা পরচর্চ্চা পরপ্রত্যাসা এগুলি পরিত্যাজ্য অভ্যাস। এগুলির কোনটাই তোমার করিবার অধিকার নাই। যাহাদের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান নাই, তাহারাই পর মর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করিতে যায়, আর অপদস্থ হয়।

"True friendship is eager to give"—প্রকৃত বন্ধু দিইতে চায়, কখন লইতে চায় না। সহরের বন্ধুরা কেবল লইতেই অভ্যস্ত—সরল পল্লীবাসী সাবধান হইলেও চক্ষু লজ্জার কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। যেহেতুক তাহাদের ছাল পুরু বলিয়া চোখের পরদাও কিছু মোটা।

নির্ব্বাক থাক্‌লে কাহাকেও ক্ষুন্ন করিবার সম্ভাবনা কম। কিন্তু স্পষ্ট কথায় লোকে চটিয়া যায়। যেহেতুক নীতি জ্ঞান সকলের সমান নয়। কাজ কি কথায়?

ইংরাজেরা বলেন, "Good and obstinate people make lawyers rich" অর্থাৎ বোকা আর জেদাল লোকে নিজের যথা সর্ব্বস্ব ব্যয় ক'রে পথের কাঙ্গাল হয়ে মোকর্দ্দমা করে, আর তাহার উকিলকে বড় লোক করে, সমগ্র ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর এত বোকাও জন্মিয়াছে যে, তাহার একটা হিসাব দেওয়া কঠিন। ইহাদের রাত্রে ঘুম নাই, দিবসে শান্তি নাই—জানিনা এরূপ লোকের বাঁচিয়া সুখ কি?

যাহা আইন সঙ্গত, তাহাই যে সম্মানসূচক হইতেই হইবে, তাহার কোন মানে নাই। আইনে জিতিতে পার, কিন্তু তাহা ভদ্রজনোচিত সম্ভ্রম-সূচক কিনা সেটা ভাবিয়া দেখা উচিত।

পরমহংসদেব বলেছেন, আলু বেগুণ সিদ্ধ হলে যেমন নরম হয়, তেমনি সিদ্ধ ব্যক্তি নরম অর্থাৎ দীন ভাবাপন্ন হয়ে থাকেন।

সংবাদপত্র বা বিজ্ঞাপন দাতা

বিজ্ঞাপন দেওয়া বর্ত্তমান সময়ের ব্যবসায়ের অতি আবশ্যকীয় উপাদান। ব্যবসায় বড় করিতে হইলে বিজ্ঞাপন দিতেই হইবে।

কাগজ ভালরূপে চালাইতে হইলে অর্থের আবশ্যক, অমনি হয় না। এদেশের বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন দেন কমদরে, সুতরাং কাগজের উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। এইজন্য এদেশের যে কাগজ ৩।৪ হাজার ছাপা হয়, তাহাই বড় কাগজ বলিয়া গণ্য হয়। আমেরিকা এবং বিলাতের ৫০ হাজার হইতে ১ লক্ষ এবং ততোধিক গ্রাহক সংখ্যা। ১ লাইন বিজ্ঞাপন ১ বার ছাপা হইলে ৫।৬ টাকা ব্যয়। এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপন ২০৲ টাকাও একবার ছাপিতে ব্যয় হয়। তাহা দিলেও একবার ১ ইঞ্চি বিজ্ঞাপনে হাজার হাজার অনুসন্ধানের চিঠি আসিয়া পড়ে। বিলাতে ব্যবসাদার বিজ্ঞাপনের দাম দিতে কাতর হয় না। ও দিকে কাগজের আয় বাড়িলে ভাল বিষয় নির্ব্বাচন হইয়া প্রকৃতই সুপাঠ্য এবং অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে সংবাদপত্র ব্যবসায়ীকে এবং ব্যবসায়ী সংবাদপত্রকে সাহায্য করিয়া পরস্পরের শ্রীবৃদ্ধি করিতে থাকে। বিজ্ঞাপন দিয়া তাহাদের অর্থের সার্থকতা হয়; আর এখানে নিজের খেয়ালে নিজের স্বেচ্ছায় যৎকিঞ্চিৎ যাহা দেওয়া হয়, কাগজ ওয়ালাদের দীনতা ঘুচেনা, কাজেই উন্নতিও হয় না।

এখানকার বিজ্ঞাপন দাতা গ্রাহক সংখ্যা দেখিতে চায়—সংবাদপত্রের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখে না।

কাগজে যদি পাঠ্য বিষয় ভাল থাকে—তাহা হইলে একখানা কাগজ দশ কুড়ি জনে পড়ে। ছাপা কত ইহা লক্ষ্য নহে, পাঠকসংখ্যাই লক্ষ্যের জিনিস; সেটা বিজ্ঞাপনদাতাগণ ভুলিয়া যান। এই খানেই গলদ হয়। এদেশের ব্যবসায়ীর সে ক্ষমতাও নাই—এটা যে ভাবিতে হয়, তাহা মোটেই জানেন না। জনৈক অতি বড় আমেরিকান বিজ্ঞাপন দাতা বলিয়াছেন:—

ছোট—যাহা সহজে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতে পারা যায়, এমন কাগজ বিজ্ঞাপন দাতার সুবিধা জনক। বড় কাগজের বিজ্ঞাপন কদাচিত পটিত হয়। একবার কাগজ খুলিয়া পাঠ্য পড়াই দায়, তা বিজ্ঞাপন ত পরের কথা। কাজেই অর্থ ব্যয় অধিক হয়, কিন্তু আসল টাকাও উঠে না।

মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন স্থায়ী এবং অল্পব্যয় সাপেক্ষ, আমি তাহাই অধিক ব্যবহার করি, দৈনিক কাগজে কদাচ বড়

বিজ্ঞাপন দিই না, কারণ সমরাভাবে পঠিত হয় না—ছোট কম কথার বিজ্ঞাপন দৈনিকে ভাল, অথবা খুব বড় বিজ্ঞাপন ও ভাল। সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন বিস্তারিত হওয়া মন্দ হয়। ৭ দিন পঠিত হইবার সম্ভাবনা।

কিন্তু কাগজ আমি নিজে আগে পাঠ করিয়া দেখি। যে কাগজে সাধারণ আবশ্যকীয় বিষয় অধিক, আকৃতিতে সুবিধা জনক, সুখ পাঠ্য বিষয় নির্ব্বাচন ভাল—তাহা আমার নিজের পড়িতে যেমন সুখপ্রদ অপরেরও সেইরূপ হইবে এইরূপই আমার বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসে আমি প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাজ চালাইয়া আশাতীত সুফল পাইয়া থাকি।

বিজ্ঞাপন দেওয়ায় যে ব্যবসায়ের উন্নতি হয়, ইহা আমি বিশ্বাস করি। যাহা কিছু ছাপা হয়, তাহা পঠিত হয়, এমন কি রাস্তায় ছেঁড়া ছাপা কাগজ পড়িয়া থাকিলেও যখন লোকে তাহাতেও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পড়ে, তখন সংবাদ পত্রের বিজ্ঞাপন লোকে কেন পড়িবে না?

আমি মনে করি, ব্যবসায়ীর নিজের অমনোযোগীতাই তাহার সর্ব্বনাশের জন্য অধিক দায়ী, কাগজের দোষ নহে। কাগজকে আমরাই বড় করিতে পারি, ন্যায়মত মূল্য দিলে, সুময়ে বিজ্ঞাপন পরিবর্ত্তন করিলে বিজ্ঞাপনে সুফলই হইয়া থাকে, নচেৎ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেই হইবে।”

পাঠক! কথাগুলি প্রকৃত ব্যবসায়ীর কথা নয় কি? কিন্তু দেখাইলে কি হইবে; এদেশে এসকল উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায়। ব্যবসায় বুদ্ধিই যাহাদের নাই, তাহারা ব্যবসায়ের এই কূটনীতি কেমন করিয়া ধারণা করিবে? যাহারা বুঝে—তাহারা নিশ্চয়ই উন্নত ব্যবসায় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

HOMEOPATHIC NOTES

হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা তথ্য।

পুরাতন শিরপীড়া এবং মস্তকঘূর্ণনে কান্যাবিসের আশ্চর্য্য ক্রিয়া।

একজন গোয়ালার বয়স ৩০ বৎসর, সর্দ্দি এবং জ্বরের জন্য আলোপাথিক চিকিৎসা করায়, জ্বর সারিয়া যায়, কিন্তু শিরপীড়া ও মাথা ঘোরা যায় না। ২ বৎসর অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আলোপ্যাথিক চিকিৎসায় কিছু হয় নাই। হোমিওপ্যাথিক মতে ২।৪ দিন চিকিৎসা করা হইলেও রোগের উপশম হইল না, হঠাৎ রোগী এক দিন বলিয়া ফেলিল যে, “আমার বোধ, হইতেছে আমি এত হাল্কা হইয়াছি যে, শয্যা হইতে উঠিয়া উড়িয়া যাইতে পারি” আমি তাহাকে Canabis indica 3 x. ৩ ডোজ দিয়াছিলাম, ইহাতেই রোগী আরোগ্যলাভ করিয়াছিল।

ডাঃ গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

লক্ষণতত্ত্বে লঘুবোধ এখন মানসিক অবস্থায় কোন তত্ত্ব খুজিয়া পাই না। কানাবিস্ ইণ্ডিকার রোগী, সদানন্দ সামান্য কারণে উচ্চ হাস্য করে, শিরঃপীড়া থাকে, মাথার মধ্যে যেন একবার খুলিতেছে ও মুজিতেছে এমন বোধ হয়, মাথা ঘোরাও থাকিতে পারে, কিন্তু রোগীর নিজের উড়িয়া যাইবার মত কোন লক্ষণ দেখিতে পাই না। পরীক্ষার অবসর পাইলে পরীক্ষা করা উচিত।

নানাকথা।

ইজিপ্টে প্রাচীন সভ্যতা।—সমস্ত সভ্যজগতেই ইজিপ্টের ব্যাপার স্বপ্ন দৃষ্ট বলিয়া মনে হয়। প্রকৃতি দেবী ইজিপ্‌টের প্রাচীন কীর্ত্তি কলাপ সযত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি লণ্ডনের ইউনিভারসিটি কলেজে ব্রিটিশ স্কুল অফ আর্কিওলজি ইন ইজিপ্ট নামক একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল; এই প্রদর্শনীতে ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের পুরাতন দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছে; ইজিপ্‌টের কেইরো নগরের ৩৫ মাইল দক্ষিণে একটী সমাধিক্ষেত্রে কতকগুলি গৃহস্থ দ্রব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইজিপ্‌টের প্রাচীনমেম্‌ফিস্ নামক রাজধানী সংস্থাপনের পূর্ব্বের কোন রাজধানীতে এই সমাধিক্ষেত্র ছিল। পিরামিড নির্ম্মাণের পূর্ব্বে এই স্থানেই রাজধানী ছিল। ৭,০০০ বৎসর পূর্ব্বের সভ্যতা দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তখনকার গৃহস্থ তৈজস বর্ত্তমান যুগের তৈজসেরই সম্পূর্ণ অনুরূপ। তখনকার বস্ত্রাদি, ঝুড়ি, চুবড়ি, শয্যা, শবাধার সম্পূর্ণ বর্ত্তমানের ন্যায় ছিল।

ধাতব পাত্র সহজে পালিশ করিবার উপায়।—সাধারণ প্রস্তরের অতি সূক্ষ্ম চূর্ণের সহিত তারপিন তৈল মিশ্রিত করিয়া কাদার ন্যায় করত ধাতব পাত্রে লাগাইলে পাত্রের গাত্রে “কলঙ্ক” বা অন্য দাগ (oxides or sulphides) বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়া যায়। এই মিশ্রিত পদার্থ দ্বারা পাত্রটি মার্জ্জিত করিয়া পাত্রের গাত্র হইতে ইহাকে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া অতঃপর শুষ্ক কাপড় বা ভেলভেট দ্বারা ঘসিয়া লইলে পাত্রের বর্ণ বেশ উজ্জ্বল হয়।

কাচের ভঙ্গুরতার অপনোদন।—কাচ এরূপ ভঙ্গপ্রবণ কেন? কাচের উত্তপ্ত উপাদান সমূহকে সহসা শীতল করা হয় বলিয়াই কাচ এরূপ ভঙ্গুর হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন যে, কোন পদার্থ ক্রমাগত নাড়াচাড়া করিলে তাহার অণুগুলি ক্রমশঃ নূতনতর ভাবে সজ্জিত হইয়া পড়ে। কাচেও এইরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি সাধারণ লবণের ক্ষীণ জলীয় দ্রাবণে কাচকে ফুটাইয়া লওয়া হয়, অতঃপর অতি ধীরে ধীরে শীতল করা হয়, তাহা হইলে ইহার অণুগুলি এরূপ ভাবে সজ্জিত হয় যে, কাচের ভঙ্গুরতা অনেক পরিমাণে হ্রাস পায়। সাধারণ কাচের পাত্র এরূপ ভাবে ফুটাইয়া লইলে ইহাদের ব্যবহার ততটা ক্ষতিজনক হয় না। বিঃ

কৃষি কথা।

পাটের আয় :—বিগত ১৯০৭-০৮ খৃঃ অব্দে, সমগ্র ভারতবর্ষে ৩৮,৮৩,০০০ একর জমিতে পাটের চাষ করা হইয়াছিল। তৎ-পরবর্ত্তী বৎসরে ২৮,৩২,১০০ একর জমিতে পাটের চাষ হয়। এবৎসরও প্রায় ঊনত্রিশ লক্ষ একর জমিতে পাটের বীজ বপন করা হইয়াছিল। মোট যে পরিমাণ পাট জন্মে. তাহার ৮৩.৪ ভাগই পূর্ব্ববঙ্গে ও আসামে এবং অবশিষ্টাংশ পশ্চিম বঙ্গের নানা স্থানে উৎপন্ন হয়। বিগত ১৯০৭-০৮ খৃঃ অব্দে প্রায় ২২ কোটী টাকার পাট পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম হইতে রপ্তানি হইয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পাটের চাষে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কৃষকেরা বার্ষিক প্রায় ২২ কোটী টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

পশু-পালনের ব্যবস্থা—পঞ্জাব গবর্ণমেণ্ট মণ্টগোমারী জেলায় দুইজন জমিদারকে, পশুপালন ও পশুসংরক্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে, দুই হাজার বিঘা জমি ইজারা দিয়াছেন। পঞ্জাবের কৃষি-বিভাগের ডিরেক্টার এই স্থানে উৎকৃষ্ট জাতীয় পশু-উৎপাদন-কার্য্যের তত্ত্বা-বধান করিবেন।

তুঁতের চাষ—এই প্রদেশের কোন কোন স্থানে কি পরিমাণ তুঁত বৃক্ষের চাষ হয়, তাহার হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

স্থানের নাম	স্থানের পরিমাণ।
মালদহ	৬৯;০০০ বিঘা।
রাজসাহী	২৪০০ "
বগুড়া	৩৯০ "

সরিষা ও সরিষার তৈল—এই প্রদেশ হইতে প্রতিবৎসর যে পরিমাণ সরিষা রপ্তানি হয় এবং এই প্রদেশে যে পরিমাণ সরিষার তৈল আমদানী হইয়া থাকে, নিম্নে তাহার হিসাব প্রদত্ত হইল :—

স্থানের নাম	রপ্তানি	আমদানী।
আপার আসাম	৮৯০১২ মণ	১১৪৮৩ মণ
লোয়ার আসাম	১৩৩৪২০ "	১১৪৫১ "
সুরমাভেলি	১৭৫৫ "	৯৮৭৯৮ "
বরিশাল	১০৬১১ "	২২৩৫৫২ "
রাজসাহী	৯৬৭২ "	২৭২৫৪ "
ঢাকা	৪৩৩৬ "	১২০৩৮৯ "
ত্রিপুরা	২৯৭ "	৩২৫৫৪ "
চট্টগ্রাম	০	১৮১২ "
মোট	২৪৯০৮৫	৫২৭২৯৩

রপ্তানির অধিকাংশ আসাম হইতেই হয়। পূর্ব্ববঙ্গের সরিষা চাষের যে কিরূপ অবনতি হইয়াছে, তাহা উপরের হিসাব দৃষ্টে সহজেই অনুমেয়। দশবৎসর পূর্ব্বেও আমদানী অপেক্ষা রপ্তানির পরিমাণ এত কম ছিল না।

Printed and published by S. P. Chatterje at the Durbar Press 71 Sankaritola Lane Calcutta.

অগ্রিম বার্ষিক সডাক মূল্য ২৸০।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা, এবং সাহিত্য বিষয়ক সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited By S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ
৬ষ্ঠ সংখ্যা।

New Series.
June 1913.

নূতন সংস্করণ।
জুন ১৯১৩।

Vol. VII.
No. 6.

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রায় ৩০শের মধ্যেই আমরা "কাজের লোক" বাহির করিতে চেষ্টা করি, এবার শরীর অসুস্থ হওয়ায় প্রস্তুত কাগজ বাহির করিয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিলাম। পাঠকগণ বিলম্বের জন্য অনেক পত্র লিখিয়া তাগিদা দিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষুব্ধ হইতে হইয়াছে। কিন্তু উপায় ছিল না।

আরও কথা, পাঠ্য প্রবন্ধের উপকরণ বহু কষ্টে সংগ্রহ করিতে হয়। তাহাও সময় সাপেক্ষ। কোনক্রমেই সেই জন্য যথা সময়ে বাহির হইয়া উঠিতেছে না। ইহা নিশ্চয় আমাদের ত্রুটী সন্দেহ নাই।

বশম্বদ
"কাজের লোক" সম্পাদক

—— • ——

Bogus Insurance Companies.

ঝুঁটা—ইন সিয়োরেন্স কোম্পানী।

ইন্‌সিয়োরেন্স বা জীবনবীমা কোম্পানী এখন কলিকাতা এবং পল্লী গ্রামের যেখানে সেখানে—কেহ একটাকা, কেহ ।০ আনা পর্য্যন্ত প্রিমিয়মে জীবন ও বিবাহ বিমা করিয়া জন সমাজের সর্ব্বনাশ করিতেছেন—প্রতিকারের কোন উপায়ই হইল না! ক্রমে ক্রমে এই সকল প্রতারক ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীর এজেণ্টস্‌গণ পল্লীগ্রামও ছাইয়া ফেলিল। এজেণ্টস্‌গণ ঠিক আড়কাটীর মত নিরীহ নির্ব্বোধ গ্রামবাসীগণকে বাক্য বাগুরায় আবদ্ধ করিয়া সর্ব্বনাশ করিতেছে, এইরূপ সংবাদ প্রতিনিয়তই শুনিতে পাওয়া যায়।

জীবনবীমা ভাল আফিসেই করা উচিত, করিবার আগে অনেকই ভাবিতে হয়। কিন্তু কেমন করিয়া যে অজ্ঞাত কুলশীল—অজ্ঞাত স্থানের জীবনবীমা কোম্পানিকে লোকে বিশ্বাস করে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। গবর্ণমেণ্টের আশু প্রতিকারের জন্য মনোযোগ দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছে।

এত ইনসিয়োরেন্স কোম্পানী হঠাৎ কেন হয়, সে সকল কোম্পানীর অবস্থা কিরূপ, এগুলি গবর্ণমেণ্ট হইতে না দেখিলে প্রতিকারের উপায়ও নাই কেবল নিরীহ লোকে মারা যাইতেছে। আমরা অনেক গুলি ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানীর বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিতেছি, আবশ্যক হইলে পত্রগুলি প্রকাশ করিবার বাসনা রহিল।

সৎ ইন্‌সিয়োরেন্স কোম্পানী দ্বারা জাতীয় ধন বৃদ্ধি হইয়া জাতীয় উন্নতি হইতে থাকে, প্রতারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও দেশে এরূপ ভাল ব্যবসায় বানিজ্যে আর কেহ অর্থন্তস্ত করিবে না, সুতরাং এরূপ প্রতারক-গণকে সংযত না করিলে দেশের লোকে আর ইন্‌সিয়োরান্সের নাম পর্য্যন্ত মুখে আনিবে না। দেশের প্রত্যেক লোকের এজন্ত আলোচনা করিয়া গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষন করা উচিত। যৌথ কারবারে লোকে অনেকস্থলে অর্থন্তস্ত করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যেমন এখন আর কেহ সেদিক দিয়াও যাইতে চাহে না, ক্রমে কতগুকলি প্রতারক কোম্পানী দ্বারা এ কাজেরও সেই দশা হইবে।

অভাবেই স্বভাব নষ্ট হইয়া যায়। এদেশে লোকে পেটের দায়ে স্বজাতি ও স্বদেশবাসী-কেও মারিয়া তাহার শোণিত পানে কুণ্ঠিত হইতেছে না। এসকল শিক্ষিতের প্রতারণা অশিক্ষিতের ধরিবারও সাধ্য নাই। সাধারণের হঠাৎ বড়লোক হইবার প্রবৃত্তিও এই সকল প্রতারক কোম্পানীর উৎসাহ দাতা সন্দেহ নাই এবং সেই উৎসাহেই এত জীবনবীমা কোম্পানী বাড়িতেছে। সেইজন্য সাধারণকেও অনুরোধ, তাঁহারা যেন বিশেষ অনুসন্ধান না লইয়া জীবন বীমার ফাঁদে না পড়েন। ভাল কোম্পানী হইলে বীমা করিতে কোন আপত্যই হইতে পারে না। কিন্তু কলিকাতা সহরে যেখানে সেখানে জীবন বীমার সাইন বোর্ড দেখিয়া আমরা হাঁসি মাত্র। চাল নাই, চুলো নাই, অনায়াসে ইন্‌সিয়োর কোম্পানী হইয়া বসে। রাজধানীর বুকের উপর বসিয়া এই সব চলিতেছে কেহ দেখিয়াও দেখে না। অবাক কাণ্ড নয় কি?
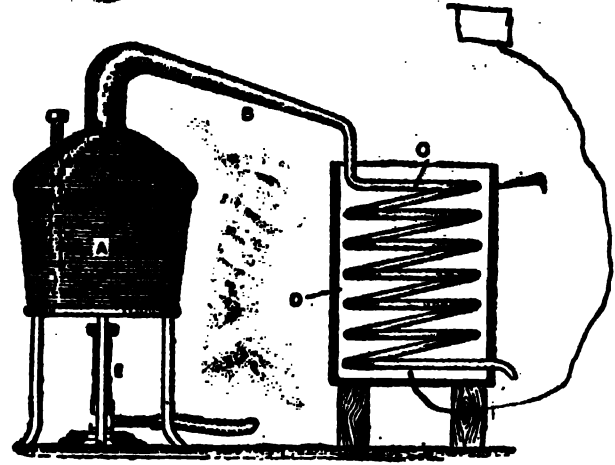
Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Distilled water and how to manufacture it.

পরিশ্রুত জল ও প্রস্তুত প্রণালী।

ডিসটিলড্ ওয়াটার বা পরিশ্রুত অর্থাৎ চোলাই করা জল বিশুদ্ধ এবং হাল্‌কা, এই কারণে নানাপ্রকার কার্য্যে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডাক্তারখানায় ঔষধ প্রস্তুতের কার্য্যে ইহার অতিশয় ব্যবহার দেখা যায়। ইহার নাম ডিস্‌টীলড্ ওয়াটার (Distilled water) বা চোলাই করা জল। জলকে ভাটিতে চড়াইয়া অগ্নির উত্তাপে বাষ্পাকারে পরিণত করতঃ তাহাকে শীতল করিয়া এই ডিস্‌টিল্‌ড ওয়াটার প্রস্তুত করা হয়।

বাজারে এই পরিশ্রুত জলের এক বোতল ।• আনায় বিক্রয় হয়। সুতরাং মূল্যবান এবং ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবসায় করাও চলে। এই জন্য ইহার প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে আজ আলোচনা করা মন্দ হইবে না।

উপরে যে চিত্র প্রদত্ত হইল, তাহাই ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটার প্রস্তুতের যন্ত্র। এখন এই চিত্রটাকে পাঠকগণকে বুঝাইয়া দিলেই সমস্ত বিষয় বুঝিতে সক্ষম হইবেন। চিত্রের A চিহ্নিত গোলাকার কেট্‌লীটির মত যে পাত্রটী দেখিতেছেন, এইটী ভাটী, ইহার মধ্যে সাধারণ জল দেওয়া হয়, এই জল হইতেই পরিশ্রুত জল বাষ্পাকারে B চিহ্নিত বকযন্ত্র বা বক্রনল দ্বারা গিয়া D নামক চতুকোন পাত্রে মধ্যে যে কুণ্ডলীকৃত C নল দেখিতেছেন, তাহার মধ্যে চলিয়া যায়, একথা পরে বুঝাইব। এখন ভাটীর দিকটাই বুঝাইতেছি।

B চিহ্নিত পাত্রটী ভাটি, ইহা একটা লৌহের ফ্রেমে উচু করিয়া বসান আছে। এই পাত্রটী লৌহ বা তাম্র নির্ম্মিত হইতেও পারে। ইহার মধ্যে সাধারণ জল দিয়া নীচে যে E চিহ্নিত জিনিসটা দেখিতেছেন, ঐটী একটী ল্যাম্প—ভাটির নীচে দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে জালিয়া দিলে ভাটীর জল উত্তপ্ত হইয়া গরম হইয়া বাষ্প হইতে থাকিবে। ল্যাম্প না দিয়া কয়লা বা কাঠের জাল দিলেও ক্ষতি নাই, জল উত্তপ্ত করা লইয়া কথা।

ভাটির উপরে B চিহ্নিত বাঁকা নল দিয়া চতুকোন পাত্রের মধ্যে ঢুকিয়া কুণ্ডলির মত গিয়াছে, শেষে ঠিক জলের কলের

মুখের মত একটা বাহির হইয়াছে, ইহার নীচে কাচপাত্র যথা বোতল বা কাচের জার দিয়া ডিস্‌টীলড্‌ বা চোলাই করা জল ধরিয়া বোতলে পুরিয়া শীল মোহর করিয়া বিক্রয়োপযোগী করা হইয়া থাকে। C চিহ্নিত চতুষ্কোণ পাত্রটী লৌহ বা মাটীর হইতে পারে, ইহা সর্ব্বদাই শীতল জলপূর্ণ। ইহার মধ্য দিয়া D চিহ্নিত কুণ্ডলীকৃত নলটা রহিয়াছে, বলা বাহুল্য, এই পাত্রের জল কোন ক্রমেই ঐ নলের মধ্যে প্রবেশের সম্ভবনা নাই। এই স্থানে একটী কথা বলিয়া রাখা ভাল।

যে চতুষ্কোন পাত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অর্থাৎ যাহার মধ্য দিয়া কুণ্ডলীকৃত নল গিয়াছে, ইহার মধ্যে আধুনিক প্রক্রিয়ায় যাহাতে ক্রমাগত শীতল জল দেওয়া যাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। নচেৎ বাষ্পের উগ্রতায় জল গরম হইয়া উঠিলে কুণ্ডলিকৃত নলের মধ্য দিয়া যে বাষ্প যাইতেছে, তাহা জলে পরিণত হইতে পাইবে না। আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ঐ নল মধ্যস্থ বাষ্পকে জলে পরিনত করা। কিন্তু উত্তপ্ত বাষ্প শীতল না হইলে কখন জলে পরিণত হয় না। সেই জন্যই এই পাত্রে শীতল জল দেওয়া আবশ্যক। এই জলকে ক্রমিক শীতল রাখিতে হইলে, ইহার মধ্যে একটা টীনের নল একেবারেই তলা স্পর্শ করিতে পারে, এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে, গরম জল স্বভাবতই লঘু, সে নিশ্চয়ই শীতল জলের উপরে থাকিবে, সেইজন্য এই নলটা তলস্পর্শ করিলে ইহার মধ্য দিয়া জল ঢালিলে তাহা গরম জলের নীচেই পড়িবে এবং গরম জল উপরে উঠিবে। এ দিকে গরম জল বাহির হইয়া পড়িবার বন্দোবস্তও চাই। সেই জল যে ধারে ডিষ্টিল্‌ড্‌ ওয়াটার ধরিবার পাত্র থাকিবে, সেই পাত্রের বিপরীত দিকে ঐ চতুষ্কোন পাত্রের উপরে একটা ছোট নল, পাত্রে ছিদ্র করিয়া লাগাইয়া দিলেই উক্ত জল সেই দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত নল দ্বারা অনায়াসে শীতল জল সরবরাহ করা চলিবে, এখন বুঝিয়াছেন। আরও এখন বুঝুন ঃ—

ভাটীর জল গরম হইয়া বাষ্পাকারে বাঁকা নল দ্বারা C চিহ্নিত শীতল জলপূর্ণ পাত্রে প্রবেশ করিল। ভাটীর গরম জলের বাষ্প, নিশ্চয়ই গরম, কিন্তু সেই বাষ্প যখন শীতল জলপূর্ণ কুণ্ডলীকৃত নলের মধ্যে যাইবে, তখনই শীতল হইয়া জল রূপে পরিণত হইয়া যাইবে ইহা স্বাভাবিক। এই বাষ্পজাত জলই— "ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার"

ভাটীর মধ্যেও একটি ক্ষুদ্র নল থাকে, এই নলের মুখে দেখিতেছেন, একটী প্যাচ ওয়ালা মুখ আছে, এইটী দেওয়ার তাৎপর্য্য, যদি ভাটীর জল কম হয়, তাহা হইলে এই নলের প্যাচ খুলিয়া জল দিলেই হইবে, ভাটী নামাইবার আবশ্যক নাই। এমন বন্দোবস্ত না থাকিলে ভাটী নামাইতে হইত, এবং সমস্ত খুলিয়া জল দিতে হইত। এই ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার যাঁহারা প্রস্তুত করেন, তাঁহারা কেবল একটা খালি বোতলে পুরিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া এইরূপ লেবেল দিয়া ডাক্তার খানায় বিক্রয় করেন। মূল্য প্রতি বোতল ।• আনা মাত্র। মেঘের জলও এই জলের সমতুল্য। কিন্তু বিশুদ্ধ ভাবে ধরিবার উপায় নাই। নানা-রকম ঔষধ, এসেন্স প্রস্তুত করিতে ইহার আবশ্যক হইয়া থাকে। ইহাও একটী উপার্জ্জন পন্থা।

যাহাদের অর্থের আবশ্যক, তাহারা এই গুলি বুঝে করিবার চেষ্টাও করে— বুঝিয়াছেন? এইজন্য এতক্ষণ লিখিলাম। দেশের দুর্ভাগ্য, দেশের লোকে শিল্পশিক্ষার প্রয়াসীও নহে, শিক্ষার পুস্তক এবং সংবাদ পত্রের আদরও নাই। আয়াসী প্রাণ, শুদ্ধ আয়াসের পুস্তকাদিই ভালবাসে। প্রেমগীতি উপন্যাস, গল্প গুজবের মদিরায় মজিয়া থাকিতে চায়। পেটের ভাতের সকলের সংস্থান থাকিলে সাহিত্যসেবার অছিলায় এরূপ আয়াস ভোগ সম্ভব হইতে পারিত বটে, কিন্তু অন্নকষ্টে দেশের শিল্প বানিজ্য যে লুপ্ত প্রায় হইয়া যাইতেছে, এইস্থানেইত যত মুস্কিল। সৎ সাহিত্য, লেখার মত লেখা সকলেরই আদরের সামগ্রী সন্দেহ নাই, কিন্তু ক্রমাগত অসার গল্প ও উপন্যাস পড়ারই নাম কি সাহিত্যসেবা? দেশের প্রকৃত সাহিত্যিকগণই তাহার বিচার করিলেই ভাল হয়।

দেশী মার্কিং ইঙ্ক বা ধোপার কালী।

কাপড়ে মার্কা করিতে হইলে অর্থাৎ নাম লিখিতে হইলে ভেলার কালী দ্বারা সহজে অথচ সুলভে তাহা সুসম্পন্ন হয়। ধোপারা ভেলাতে ছুঁচ ফুটাইয়া কস বাহির করিয়া কাপড়ে লেপে, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। কিন্তু প্রচুর কস বাহির করিয়া শিশিতে পুরিয়াও বিক্রয় করিতে পারা যায়, সেইরূপ কস বাহিরের প্রণালীই বলিতেছি। ভেলার দোষ, ইহার আটা হাতে লাগিলে ক্ষত হইতে পারে, ইহা বিষাক্ত জিনিস।

কস বাহির করিতে হইলে একটা জল পূর্ণ হাড়িকে চুলায় চড়াইয়া তাহার মুখে একখানা ন্যাকড়া দিতে হয়, সেই নেকড়ার উপর ভেলাগুলিকে দিয়া যেরূপে মেয়েরা পিষ্টক ভাপায়, সেইরূপে ভাপাইয়া লইয়া একটা সাঁড়াসী দ্বারা প্রত্যেকটাকে চাপিয়া ইহার কস বাহির করিতে হয়। এই কস্ এক ড্রাম শিশিতে পুরিয়া লেবেল দিয়া বিক্রয় করা যাইতে পারে। ভেলার কালী সহজে উঠে না। পেনে করিয়া লইয়াও কাপড়ে দাগ দেওয়া যাইতে পারে।
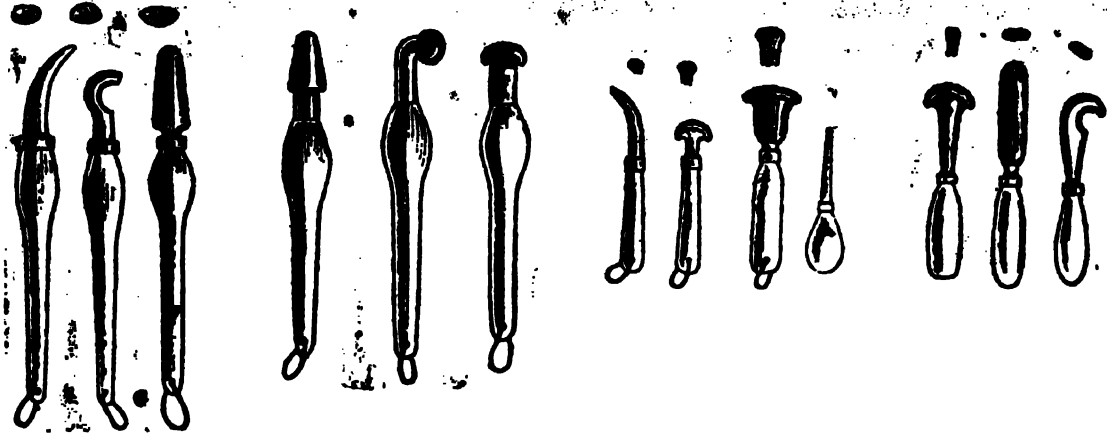
Electro-plating.
গিল্‌টির কাজ বার্ণিসার।

(শেষাংশ)

গত বারে আমরা বার্ণিসারের কথা বলিয়াছিলাম, অনেক পাঠক ভাল বুঝিতে না পারায় বার্ণিসার যন্ত্র গুলির প্রতিকৃতি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, সেইজন্য আমরা বার্ণিসারের কতকগুলি চিত্র ব্যয় বাহুল্য করিয়া প্রস্তুত করাইয়া পাঠকগণের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিতে বাধ্য হইলাম। উপরে যে চিত্রগুলি দেখিতেছেন ঐগুলি সমস্তই বার্ণিসারের চিত্র।

গিল্টিকৃত দ্রব্য একরকম হয় না। নানান আকারের দ্রব্যকে গিল্টি করিতে হয়। ঐ সকল দ্রব্যের নানা প্রকার খাঁচ্‌ খোঁজ থাকে। প্রত্যেক যন্ত্রই ঐরূপ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ইস্পাত নির্ম্মিত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই, গিলটীর কাজ" শীর্ষক প্রবন্ধটী বহুব্যয় করিয়া সম্পূর্ণ করিতে হইয়াছে। কোন উদ্যোগী যুবককে এ কাজ করিতে দেখিলে আমাদের শ্রম ও ব্যয় সার্থক হইবে।

নিঃস্ব হিতৈষিণী সভার ৬ষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন।

গত ৭ই জুন শনিবার বহুবাজারের নিঃস্ব হিতৈষিণী সভার ষষ্ঠ বার্ষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অবিরত বর্ষণের জন্য আমন্ত্রিত বহুলোক উপস্থিত হইতে না পারাতেও ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের সুবৃহৎ হলটীতেও আসনাভাব হইয়াছিল। জষ্টিস শ্রীযুক্ত হরিনাথ রায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বঙ্গবাসীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিহারী লাল সরকার মহাশয়ের সুললিত বক্তৃতায়, এবং নায়ক সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সারগর্ভ বক্তৃতায় শ্রোতা মণ্ডলী সভার উদ্দেশ্য বিলক্ষণ উপলব্ধি করিতে পারিয়া সভার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার মিঃ এস্ পি রায় মহাশয়ও বঙ্গ ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, অবশেষে সভাপতির সারগর্ভ ক্ষুদ্র বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ হইয়াছিল। মাননীয় সভাপতি মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "সভার আয় অল্প, ক্ষুদ্র কেন্দ্রের মধ্যে কাজ করিলেই সুফল হইবার সম্ভাবনা। একান্নবর্ত্তী পরিবারের পূর্ব্ব প্রথার অনেক স্থানে বৈলক্ষণ্য হইলেও, প্রতিবেশী অন্নাভাবে পড়িয়াছে জানিতে পারিয়াও যে কেহ সাহায্য করেন না, এমন তিনি মনে করেন না, এখনও তেমন সাহায্য অনেকেই করিয়া থাকেন।

যাহাহউক, ৬ বর্ষকাল বালকগণের সাহায্য ও চেষ্টার এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়া অনেকগুলি দুস্থ পরিবার এবং বালকগণকে সাহায্য করিয়া আসিতেছেন দেখিয়া বাস্তবিকই সুখী হইলাম। কিন্তু এতদিনেও সভা যেরূপ সাধারণ সাহায্য লাভ করিতে পারে নাই, ইহা নিতান্তই ক্ষোভের কথা। দেশে বিলাসিতায় কত যে অর্থ উড়িয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই, সেইরূপ কার্য্য সমূহ হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দীনদুঃখীর জন্য রাখিলে দেশের অনেক দুস্থ পরিবারের সাহায্য হইতে পারে। কিন্তু বিলাসপ্রিয় দেশের লোকের সেদিকে সহজে দৃষ্টি পড়ে না। যাহা হউক, আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহাতে সভার কার্য্যকারী সভ্যগণকে অনুরোধ করিতে চাই, যে যথাসাধ্য ব্যয় সংক্ষেপে করিয়া তাঁহারা যেন সভার স্থায়িত্ব রক্ষার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে একদিন না একদিন সভার সদনুষ্ঠানে সাধারণের মনোযোগ সহানুভূতিও দেখাইতে সক্ষম হইব। আরও এক কথা বলিয়া রাখা ভাল, এদেশের সমস্ত সদনুষ্ঠানের অধঃপতনের মূল কারণ সাধারণের অর্থে কার্য্যকারী সভ্যগণের যথেচ্ছাচার, এইজন্য এদেশের সমস্ত সদনুষ্ঠানই, এমন কি যৌথ কারবারাদি

পর্য্যন্তও রক্ষা হয় না। কারণ সাধারণ অর্থে যখন এই সমুদয় কার্য্য চলে, তখন সাধারণের মত অবশ্যই গ্রাহ্য করিতেই হইবে। অদূরদর্শী বালক ব্যতিত সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। আমরা এখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে সভাসমিতি করিয়া অনেক ব্যয় বাহুল্য করিয়া বসি, শেষে সর্ব্বস্ব হারাইয়া হাল ছাড়িয়া পলায়ন করিয়া থাকি। এই কারণে এদেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানে দলাদলীরও সৃষ্টি হইয়া পড়ে, এবং সাধারণ সহানুভূতি নষ্ট হইয়া যায়। অতি সুখের বিষয়, নিঃস্ব হিতৈষিনী সভার মধ্যে এখনও সে রোগ দেখা যায় নাই। উচ্চবংশের সন্তানগণ যখন নিঃস্বার্থভাবে এত পরিশ্রম করিতেছেন, তখন যে একদিন ইহা বহুজনের হিতকরী সভা হইবে, তাহা সুনিশ্চয় এবং ভগবানের নিকট প্রার্থনা যেন ইহার কখনও বিঘ্ন না ঘটে। অনেক দেখিয়াছি বলিয়া একথা আগে বলিয়া রাখিতে বাধ্য হইলাম। সদনুষ্ঠানের অনুষ্ঠাতা একজন, কিন্তু হন্তারক বহুজন। দেশে এরূপ কার্য্যে অর্থের অভাব হয় না, ইহাই আমাদের বিশ্বাস; প্রিয়ভাষী, প্রভুত্বপিপাসা বর্জ্জিত এবং অধ্যাবসায়শীল ব্যক্তি চেষ্টা করিলেই অতি ক্ষুদ্র সাহায্য হইতেও প্রকাণ্ড ব্যাপার করিয়া তুলিতে পারেন। দীনের সাহায্যের জন্ত মান মর্য্যাদা ভুলিয়া যে কেহ দীন সাজিতে পারেন, তিনিই এইরূপ সদনুষ্ঠানের প্রকৃত অনুষ্ঠাতা। কিন্তু হায় হায়, এ দেশে সেই লোকই দুর্লভ—

"তাই না ফুটিতে ফুল, না ধরিতে ফল"
কনক-লতিকা লুটায় ভূতল।

ভগবান এই ক্ষুদ্র সভাকে রক্ষা করুণ, ইহাই প্রার্থনা।

—•—

OPENINGS.

নূতন ব্যবসায়ের সন্ধান।

যদি কোন উদ্যোগী ব্যক্তি বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন, তবে "Businessman" পত্রের নামোল্লেখ করিয়া পার্শ্বস্থ নম্বর সমেৎ Director Of Commercial Intelligence, New Imperial Secretariate, Council house Street, Calcutta. এই ঠিকানায় আবেদন করিয়া সবিশেষ বিবরণ জানিতে পারেন।

চিনা বাদাম, তিল ও রেড়ী প্রভৃতি।

Triste ট্রিষ্ট হইতে জনৈক পত্র লেখক উপরোক্ত তৈলের বীজের রপ্তানিকারক গণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে চাহেন।

এনামেল এবং পেণ্ট—লিভার পুলের কোন ইঞ্জিনিয়ার বোম্বে কয়েক প্রকার রং এবং এনামেল বিক্রয়ের এজেণ্ট চাহেন।

আগ্রার কোন মহাজন হরিতকি, চীনা এবং মোম প্রভৃতি বিক্রয়ের জন্য ক্রেতার সন্ধান চাহেন। কলিকাতা এবং বোম্বের হইলেই ভাল হয়। কোন ইংলিস ফারমের, চায়ের কলের তৈল যাহাকে কামানিয়া বলে, তাহার বিক্রেতা এবং রপ্তানীকারকগণের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে চাহেন। B 194

ঘৃত—তুরস্কের অন্তর্গত Scio স্কিও নামক স্থানের জনৈক ব্যবসায়ী ঘৃত রপ্তানী করেন, এমন মহাজন খুজিতেছেন। B 194

অষ্ট্রেলিয়ার Sclamg নামক নগরস্থ কোন ব্যবসায়ী, কলিকাতার যাঁহারা কাচের ও মেটাল বোতাম, সেলুলয়েড প্রভৃতি আমদানী করেন, তাঁহাদের সন্ধান চাহেন। (B 204)

চাউল—আমেরিকার Tample Florida U. S. A. নামক স্থানের কোন ব্যবসায়ী যাঁহারা চাউল রপ্তানি করেন, তাহাদের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। B 207

ঝিনুক—বোম্বের কোন ব্যবসায়ী ঝিনুক যাহাতে বোতাম ও মুক্তা হয়, এইরূপ ঝিনুকের খুলির ক্রেতা চাহেন। (B 210)

ঔষধ, মসলা, গঁদ—প্যারিশের জনৈক ব্যক্তি ভারতীয় ঔষধ গঁদ মসলা বিক্রয়ের এজেণ্টস হইতে চাহেন। (B 212)

রেশম—কোন. ইংলিশ ফারম ভারতীয় উৎকৃষ্ট রেশম রপ্তানী কারকের সন্ধান চাহেন। (B208)

উপরোক্ত দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ী এবং রপ্তানীকারকগণ অনায়াসে পুর্ব্বোক্ত ঠিকানায় দরখাস্ত করিয়া নাম ঠিকানা জানিয়া পত্র ব্যবহার করিয়া বহু নুতন কাজ করিতে পারেন, এইজন্য এই সন্ধান গুলি দিলাম।

আমরা জানিতে চাহি।

এদেশের বাবলার ছাল, হরিতকী বহেড়া ঔষধের গাছ গাছড়া কাহারা ক্রয় করেন, এবং কাহারা বিলাতে রপ্তানী করেন। যদি কেহ এই সংবাদ আমাদের আফিসে দিতে পারেন, তাহা হইলে চিরবাধিত হইব। অনেকেরই উপকার করা হইবে।

স্বদেশী জাহাজ।

ইণ্ডিয়ান এবং পেনিনসুলার স্বদেশী কোম্পানী ৩খানি ১ম শ্রেণীর ষ্টীমার ক্রয়

করিয়া ইতিমধ্যে কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই জাহাজ-গুলি আধুনিক সমস্ত উৎকৃষ্ট সরঞ্জাম, তারবিহীন টেলিগ্রাফাদি দ্বারা সুসজ্জিত। কিছুদিন পূর্ব্বে কোম্পানী কেবল গোড়া হিন্দু ও মুসলমান, যাঁহারা সমুদ্র যাত্রা করিতে চাহেন, তাহাদের জন্যই ব্যবহৃত হইতেছিল এক্ষণে ইঁহারা বিলাতের উৎকৃষ্ট জাহাজ ওয়ালাদের সহিত পরামর্শ করিয়া উৎকৃষ্ট সাজ সরঞ্জামে সুসজ্জিত করিয়া লইয়া ইয়োরোপীয় যাত্রীও বহন করিতেছেন। গত ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে বহুযাত্রী সমেৎ ষ্টীমার বোম্বে উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানীর মূলধন ৫০০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, ইহার অর্দ্ধেক ইতি মধ্যেই চাঁদায় উঠিয়াছে। আমরা কোম্পানীর স্থায়ীত্ব এবং কৃতকার্য্যতার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, এরূপ কর্ম্মের উদ্যোগ এবং বাহুল্যে জাতীয় গৌরব এবং জাতীয় বৈভব বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই। এই কোম্পানী একটী স্বদেশের গৌরব।

সম্ভবতঃ এই কোম্পানী বোম্বের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে হইয়াছে।

বোম্বের ভাটিয়াল, পার্শী প্রভৃতি জাতি আজ কাল ভারতের ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ, তাহার পর মারোয়ারী, বিহারী প্রভৃতিগণ ও ব্যবসায়ের পক্ষপাতী কম নহেন, নই কেবল আমরা বাঙ্গালী,—দুটী অন্নের জন্য সদাসর্ব্বদা পরপদলেহনে কেবল আমাদেরই ঘৃণা নাই—তাই এত দুর্দ্দশা, জগতের সমগ্র জাতির চক্ষে এত হেয়। শিক্ষায় আমাদের কোন উন্নতিই হইতে পারে নাই। এ জাতীয় দুর্দ্দশা মোচন কি সহজে হইবার কথা? অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প এই তিনটীই প্রধান অবলম্বনীয় উপায়, কিন্তু পরিতাপ, বাঙ্গালী বিলাস প্রিয়, এ তিনটীতে তাহার প্রবৃত্তিই নাই, করিবে কে? কবে মোহনিদ্রা টুটিবে? আর ঘুচিবে! পার্শী, ইংরাজ, ইহুদী, মাড়োয়ারী এত আদর্শ চক্ষের উপর দেখিয়াও যাহাদের চৈতন্য হইল না, তাহারা আবার শিখিবে, ও কাজ করিবে!

তথ্য সংগ্রহ।

বিদ্যুত দ্বারা আইসক্রিম।

যতই বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, ততই আমরা নিত্য অভিনব ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেছি। আইসক্রিম প্রস্তুতের প্রক্রিয়া কতকটা কুল্পী প্রস্তুতের ন্যায়। কলিকাতার রাস্তায় একটা কল মাথায় করিয়া হিন্দুস্থানীগণকে আইসক্রিম বিক্রয় করিয়া বেড়াইতে অনেকেই দেখিতেছেন, বর্ণনা নিষ্প্রোয়োজন। এই আইসক্রিম প্রস্তুত করিতে প্রতি ১০০ গ্যালন আইসক্রিমে ১॥ টন বরফ এবং প্রায় ৮০ পাউণ্ড লবণ আবশ্যক হইত, তবে কলের অভ্যন্তরস্থ দুগ্ধ এবং ক্ষীর জমাট বান্ধিত। লবণ ও বরফ উভয়ই গলিয়া নষ্ট হইয়া যাইত। এক্ষণে এই অনর্থক ক্ষতি রক্ষার্থে ইলেকট্রিক মটর দ্বারা জমানের কার্য্য সুসম্পন্ন হইতেছে। এই ইলেকট্রিক মটর আবিষ্কৃত হওয়ার পর হইতে কাজটার উন্নতি অবনতি পাঠকগণ নিম্নলিখিত হিসাব হইতেই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবেন। ১৯০৬ হইতে ১০ সাল পর্য্যন্ত ৫১০০০০০০ গ্যালন হইতে ১০০০০০০০০ গ্যালনে উঠিয়াছে। ১৯১১ সালে ১২০০০০০০০ এক শত ২০ কোটী পর্য্যন্ত পর্য্যন্ত উঠিয়াছে, লোক সংখ্যার অনুপাতে গড়ে প্রত্যেক লোক ৫ কোয়াট আইসক্রিম খাইয়া ফেলিয়াছে, লবন ও বরফের তুলনায় ব্যয় অসম্ভব কমিয়াছে বলিয়া আইসক্রিমের ব্যবসায়ের এত বৃদ্ধি। বলা বাহুল্য এই হিসাবটা মার্কিন দেশের এবং কলের আবিষ্কার স্থান ও মার্কিন দেশ।

মনিবাক্স।

যুবক যুবতী এবং বালক বালিকাগণের মিতব্যয়িতা শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডের ডাক বিভাগে, শ্রমজীবি এবং মধ্যবৃত্ত লোকের বাড়ীতে পোষ্টাফিস সেভিংব্যাঙ্ক ডিপার্টমেণ্ট হইতে ঘরে ঘরে ছোট ছোট ক্যাশবাক্স দেওয়া হইতেছে। লোকে যত ক্ষুদ্রই হউক, না কেন, কিছু বাচাইতে পারিলেই ঐ বাক্সে ফেলিয়া দিবে এবং সেভিং ব্যাঙ্ক লোক আসিয়া বাক্স খুলিয়া লইয়া যাইয়া সেই সমুদয় লোকের নামে জমা করিয়া লইবে। এইরূপে কিছু কিছু জমিয়া জমিয়া জমাইবার প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পাইবে। বাক্সের চাবিটী কেবল পোষ্টাফিসে থাকে মাত্র, ভারতবর্ষের প্রজার জন্যও এইরূপ উপায় অবলম্বন করিলে হয় না? অমিতব্যয়ী বিলাসী প্রজারও সঞ্চয় প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে।

ভূমির মূল্য।

কলিকাতার স্থলবিশেষে জমীর মূল্য বৃদ্ধি দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়া যাই, আমেরিকার নিউইয়র্কের ১২৮০ বর্গফুট অপেক্ষাও কম একটা জমী দুই লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হ তাহা হইলেই বুঝুন, প্রতি বর্গ ইঞ্চির মূল্য পড়িয়াছে ২৩ শিলিং অর্থাৎ আমাদের ৮০ হিসাবে শিলিং ধরিলে ১৭৷০ ইঞ্চি পড়িল।

শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা।

ইংলণ্ডের হল নামক স্থানের জন্ম মৃত্যু তালিকার বহু গবেষণার সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে,

আগে যে সকল শিশু মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে নানা প্রকার কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করায় জন্য শিশুর মৃত্যুর সংখ্যা ভয়ানক বৃদ্ধি পাইতেছে। অলস জননীগণ এখন শিশুকে স্তন্যপান করাইতেই বিরক্ত, আমাদের গৃহিনীগণও পাশ্চাত্য গৃহিনীগণের মত হইতেছেন, ছেলে কোলে তুলিতে নারাজ। এই সংবাদে চৈতন্য হইবে ত?—মনে থাকে যেন, মাতৃস্তন্যই শিশুগণের উৎকৃষ্ট খাদ্য।

অনেকে বলিয়া থাকেন, স্তনে দুগ্ধ আর তেমন জন্মে না। না জন্মিবার কারণও অনেক। প্রসূতির প্রসবের পর কিছু কাল সংযমে থাকার আবশ্যক, এই অসংযত প্রকৃতির জন্য ঘন ঘন সন্তান উৎপত্তি এবং সেই রূপই মৃতকল্প শিশুর জন্ম। উপযুক্ত দুগ্ধ জন্মে না, প্রসূতির স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, সন্তান ক্ষীণবল হইয়া পড়িতে থাকে। সেইজন্য নকল কিছু না খাওয়াইলে ছেলে বাঁচে কেমন করিয়া? এই জন্য আর্য্য ঋষিগণ সন্তান [illegible] করিতে আদেশ করিয়া ছিলেন। কিন্তু সে উপদেশ এখন শুনে কে? সন্তানের কল্যান কামনা করিলে জনক জননীর সংযত-প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্তই অপরিহার্য্য। সেকালে এত বিলাসিতা ছিল না, মহিলাগণ সর্ব্বদাই গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিতেন। প্রবৃত্তি যে আপনা হইতেই সংযত হইয়া যাইত। মজা দেখুন পল্লীগ্রাম অপেক্ষা সহরেই শিশুমড়ক বেশী হয়। ইহার কারণ ঐ বিলাসিতা, অসংযত প্রবৃত্তি এবং আলস্যপরায়ণতা। দাস দাসীকে সন্তান পালনের ভার দিয়া সহরের মহিলাগণ নিশ্চিন্তা !! কাজেই কালংমড়কং।

HOME INDUSTREES.

গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা।

বিলাতি সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায়।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ গবেষণায় বিলাতি সৌন্দর্য্য রক্ষার উপায় স্থির করিয়াছেন। সৌন্দর্য্যের অসীম ক্ষমতা. সৌন্দর্য্য শত্রুকেও জয় করে. কোন কোন স্থলে অসম্ভব সহায়তাও করে। সুন্দর মুখশ্রী সংসারকে আনন্দ সুধায় আপ্লুত করিয়া শান্তির সমীরণ প্রবাহিত করিতে পারে। মুখই সৌন্দর্য্য বিকাশের ভিত্তি, সুতরাং মুখশ্রী অক্ষুন্ন রাখার আবশ্যক আছে। অনেকেই অনুভব করিতে পারেন যে, মুখের উপর এক প্রকার তৈলাক্ত চট্‌চটে আঠার মত পদার্থ দেখা যায়, এই জিনিষ মুখের লোমকূপ গুলিকে বন্ধ করিয়া দিয়া মুখের উপর কদর্য্য ভাব আনয়ন করে। সেই জন্য সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের আভা লুপ্ত হইয়া যায়।

যাহারা মুখ-পরিস্কার রাখেন, তাঁহাদের মুখশ্রী অক্ষুন্ন থাকে। যৌবনেই বার্দ্ধক্যের পক্কতা আসে না।

পাশ্চাত্য সৌন্দর্য্যতত্ত্ববিদগণ বলেন, "মেডো ক্লারেট" নামক মদ্য দ্বারা মুখ ধৌত করিলে বহুকাল মুখশ্রী থাকিয়া যায়। মদ্য যে দেশের খাদ্য, সে দেশে মদ্য ব্যবহারে আপত্য নাই। কিন্তু যদি অন্য দেশের অন্য জাতির আপত্য থাকে, তাহা হইলে এই মদ্যের পরিবর্ত্তে অন্য দ্রব্য ব্যবহার করিতে পারেন। স্ত্রীলোক এবং পুরুষ অনেকে নিম্নলিখিত ঔষধ দ্বারাও মুখ ধৌত করিতে থাকেন। যথা—

শুষ্ক গোলাপ পাতা	১ আঃ
শ্বেত শিরকা ওয়াইনক বা White vinigar wine	১ ,,
গোলাপ জল	১ পাইট

প্রথমে শুষ্ক গোলাপ পাতায় ভিনিগার ঢালিয়া দিয়া ১ সপ্তাহ রাখিয়া দিতে হয় তাহার পর ছাঁকিয়া লইয়া গোলাপ জল মিশাইতে হয়, তাহার পর পরিষ্কার বোতলে রাখিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখা হয়। শয়নের পূর্ব্বে প্রথমে মুখ ধৌত করিয়া শুষ্ক কোন বস্ত্র দ্বারা মুছিয়া একটা কোমল বস্ত্র ঐ লোশনে ভিজাইয়া ব্যবহার করা হয়। ইহা দ্বারা ঐ তৈলাক্ত পদার্থ নষ্ট হইয়া যায়, ইহা দ্বারা মুখে ভাঁজ পড়ে না। মুখ ফর্সা হয়, এবং ব্রণ মেছেতা নষ্ট হইয়া যায়।

কিন্তু আমাদের দেশে সেকালের আধ পয়সার বেসনেই মুখ পরিষ্কার হইত বটে, কিন্তু মেছেতা পড়া বন্ধ হইত না যদি মুখের তৈলাক্তভাব বড় বেশীই হয়, তাহা হইলে

সলফেট অফ জিঙ্ক	২ গ্রেনস্
কম্পাউণ্ড টীং অফ লাভেণ্ডার	৪ মিনিম
ডিস্‌টীলড্‌ ওয়াটার	১ আউন্স

এই লোশনও ব্যবহৃত হইতে পারে। এ সকল হইল, বিলাতি পদ্ধতি। কিন্তু আমরা বুঝি, স্বাভাবিক উপায়ে এদেশের সৌন্দর্য্য রক্ষার একটী উৎকৃষ্ট উপায় আছে, সেটী আমাদের "গঙ্গাস্নান" নিত্য প্রাতে হাঁটিয়া গিয়া গঙ্গাস্নানে স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখিয়াছি। সর্ব্ব প্রকার চর্ম্ম রোগই আরোগ্য হয়। [illegible]রের রং চম্পক কলিকার মত হইয়া য[illegible]। একথা শুদ্ধ হিন্দুর কথাই নহে, বহু [illegible]ংরাজ চিকিৎসকও গঙ্গার জলে যে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা ইহার অত্যাশ্চর্য্য চর্ম্মরোগ আরোগ্য কারীর ক্ষমতা, তাহা স্বীকার করিয়াছেন। গঙ্গোদকে সর্ব্বরোগ সংহারিনী শক্তি আছে। এদেশের নরনারীর এই উপায়েই সৌন্দর্য্য রক্ষা করা উচিত।

গলদ কোথায় ?

সুখের কথা, এ দেশের অনেকের সৎ কার্য্যে আবার প্রবৃত্তি হইতেছে। কিন্তু এদেশে এখন কোন সদনুষ্ঠান স্থায়িত্ব লাভ করে না কেন—গলদ কোথায় ? যদি আমরা গলদ না দেখিতে পাই, তাহা হইলে এ সকল কার্য্যেও ভরাডুবি সুনিশ্চিত। তাই এই গলদ গুলিতে আগে লক্ষ্য রাখার আবশ্যক। যিনি যখন কোন কাজ করেন, তখন তাহার গলদ নিজে দেখিবার ক্ষমতা থাকে না। অপরে দূর হইতে সে গলদ দেখিতে পায় এবং সাবধান করিয়া দেয়। যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানী, যাঁহাদের হৃদয় প্রশস্ত—তাঁহারা ত্রুটী দেখাইয়া দিলে ক্ষুন্ন হন না, তিনি তৎক্ষণাৎ সেই গলদ সারিয়া লইয়া ভরাডুবি হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টা করেন। আর যাহাদের আত্মাভিমান বেশী, প্রকৃত মনুষ্যত্ব বঞ্চিত, তাঁহারা নিজের ত্রুটী সারিয়া লইতে নারাজ, আপনার খেয়ালে যাহা ভাল লাগে, আপনার সংকীর্ণ অথবা অনভিজ্ঞ হৃদয়ে যাহা ভাল বুঝেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিয়া লোক মত অগ্রাহ্য করিয়া বিপন্ন হয়েন।

এ জগতে দুই শ্রেণীর লোক আছেন, কেহ সদনুষ্ঠান করেন, কেহ তাহাতে সহানুভূতি দেখান। কোন সৎকার্য্যই এই উভয় দলের আন্তরিক চেষ্টা ব্যতিত কদাচ সুসম্পন্ন হয় না, হইতে পারেও না। কারণ নিজের চেষ্টা এবং সাধারণ সহানুভূতি এ দুইটী সমস্ত কার্য্যসিদ্ধির মূল্যবান উপকরণ। সেই জন্য লোকমত অগ্রাহ্য করিলে সাধারণ সহানুভূতি হারাইতে হয়,—আর সাধারণ সহানুভূতি হারাইলেই আসল উদ্দেশ্য এবং আসল কাজ পণ্ড হইয়া স্থায়ীত্ব লাভ করিতে পারে না। এই টুকুই গুড় রহস্য, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

এ দেশেরও এই স্থানেই গলদ। সৎকাজ করিতে হইলেই কেমন এখন পাশ্চাত্য প্রণালীতে একটা এক্‌জিকিউটিব কমিটী গঠিত হয়। কমিটীর কার্য্যকারী সভ্যগণ সমস্ত কাজ, সমস্ত ক্ষমতা নিজের করায়ত্ত রাখেন, সাধারণ মেম্বর অর্থাৎ সভ্যগণ অর্থদ্বারায় হউক বা শারিরীক পরিশ্রমেই হউক, সাহায্য করেন মাত্র।

ইহাদের মধ্যে যাহারা সাধারণ সভ্য অর্থাৎ চাঁদা ও পরিশ্রম দ্বারা কার্য্যকারী সভ্যগণকে সাহায্য করেন, তাঁহারাই প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সদনুষ্ঠানের মূলভিত্তি স্বরূপ। যদি চাঁদা বন্ধ হইয়া যায়, যদি শ্রম সাহায্য বন্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে কার্য্যকারক সভ্যগণের হাত পা নাড়া এক দিনেই বন্ধ হইয়া পড়ে। কিন্তু অনেক স্থলেই এই কার্য্যকারী সভ্যগণ ভুলিয়া যান যে, তাঁহারা সাধারণের প্রতিনিধি এবং সাধারণের অনরারী বা অবৈতনিক কর্ম্মচারী মাত্র। প্রথমে উদারতা দেখাইয়া সাধারণের কার্য্যভার গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু সাধারণে ন্যায় অন্যায়ের উপর কথা কহিলেই তাঁহারা অগ্নিশর্ম্মা হইয়া সাধ্যমত তেমন মেম্বরকে বাদ দিবারই ফিকিরে ফিরিতে থাকেন। এই কারণেই আমাদের দেশের সদনুষ্ঠানেও দলাদলি হইয়া দাঁড়ায়, ফলে উভয় দলেই ক্রমে ত্যক্ত বিরক্ত হইয়া গিয়া মঙ্গল ঘটে লাথি মারিয়া যে যাহার আপনার রাস্তা দেখে এবং এইরূপেই এ দেশের যাবতীয় সদনুষ্ঠান অকালে কালগর্ভে প্রবেশ করে, গলদ এইখানে।

আমাদের দেশে পূর্ব্বেও বহু সদনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে—এমন দিন গিয়াছে যে, তাহা আশাতীত, কিন্তু তাহাতে কোন বিশেষ আড়ম্বর থাকিত না। সকলে একমত হইয়া একজনকে মুরুব্বি খাড়া করিয়া বড় বড় কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাদের অভিমান ছিলনা, প্রভুত্ব পিয়াসা ছিলনা, ছোট বড় পদের জন্য এখনকার মত মারামারি ছিলনা। বর্ত্তমানে আমাদের-অন্ততঃ নিজেদের ধারণা যে, আমারা শিক্ষিত এবং পরিমার্জ্জিত। কিন্তু সে কালের মত এখন যে আমাদের চরিত্র বল বাড়িয়াছে, হৃদয় প্রশস্ত হইয়াছে, এমনটা মনে করি না. আমরা এখন শিক্ষিত হইয়া পাটোয়ারী বুদ্ধিতে সেকালের লোককে পরাস্ত করিতে পারি, একথা বলিতে পারি বটে। কেমন আমাদের বিসদৃশ স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে যে, আমরা যেন সর্ব্বদাই প্রভুত্ব এবং মানের কাঙ্গাল, সামান্য ক্ষমতা পাইলেই প্রভুত্ব দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ি, লোকে অর্থ দিয়া, কায়মন দিয়া তাঁহাদের মত উপেক্ষিত হইতে দেখিতে চাহিবে কেন ? তাহা কেহ চায় না—যাহাদের সামগ্রী, যাহাদের ধন, তাহাদের কথা থাকে না, নেপা আসিয়া দধি খায়, এইটা—ক্রমে অসহ্য হইয়া পড়ে, কাজেই মতভেদ হইয়া ক্রমে উদ্দেশ্য বিফল হইয়া পড়ে। এই কারণেই দেশের যৌথ কারবার রক্ষা হয় না—সদনুষ্ঠান স্থায়ী হয় না,—লোকে দান দয়া নিজের মধ্যে সীমা বদ্ধ রাখিতে বাধ্য হয়, এই জন্য এদেশের সংকীর্ণতা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে, কেহ কাহাকে ও বিশ্বাস করিতে চায় না। তাই এদেশে কোন সদনুষ্ঠান করিতে দেখিলেই স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে হয়।

লোকের অর্থাৎ সাধারণের সাহায্যে কোন অনুষ্ঠান করিতে হইলে সাধারণের মত অবশ্য গ্রাহণীয়। সেদিকে আগে লক্ষ্য রাখিতে হইবে নচেৎ জানিয়া রাখিতে হইবে সে অনুষ্ঠান নিশ্চয়ই স্থায়ী হইবে না।

জনপ্রিয় লোক ব্যতিত কেহ কখন সাধারণের হৃদয় অধিকার করিতে পারে না --লোকপ্রিয় হইতে হইলে প্রিয়ভাষী বাহাড়ম্বড় শূন্য ? প্রভুত্ব প্রয়াস বিবর্জ্জিত হইতে হয়, দীনের সহিত দীন হইয়া মিশিতে জানিতে হয়, নিজে আদর্শ চরিত্র দেখাইয়া অপরের চরিত্র গঠন—করিয়া তবে কার্য্য সিদ্ধি করিতে হয়, নচেৎ শুদ্ধ তর্জ্জনী সোজা

করিয়া আদেশ চালাইতে এবং প্রভুত্ব দেখাইতে যাইলে কদাচই লোকপ্রিয় হইবার আশা করা যায় না। পরিতাপ, যখন আমরা আধুনিক প্রণালীতে সভ্য বা কমিটী গঠন করি, তখন আমরা এগুলিতে আদৌ লক্ষ্য রাখি না।

তাই কোন সদনুষ্ঠান দেখিলে, কোন ব্যবসায় বাণিজ্যের বা যৌথকারবারের অনুষ্ঠান দেখিলে আগেই ভয় হয় যে, বাস্তবিক এমন সদনুষ্ঠান স্থায়ীত্ব লাভ করিবে কিনা। এরূপ কার্য্যের যাঁহারা অনুষ্ঠাতা, তাঁহাদের যথাসম্ভব মার্জ্জিত নীতি জ্ঞান এবং স্বার্থ বিবর্জ্জিত হওয়াই উচিত। সভ্য নির্ব্বাচনের সময় বাহির সভ্য নির্ব্বাচন হওয়া উচিত, তাহা হইলে গলদ হইতে পারে না।

Origin of Post offices.

পোষ্টাফিসের প্রথম সৃষ্টি।

বহু পূর্ব্বে সভ্যতার আদিম অবস্থায় দূত বা লোক দ্বারায় সংবাদ আদান প্রদান হইত, কোন রাজকীয় ব্যবস্থা ছিল না। সাধারণকে নিজের সংবাদ নিজেই পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতে হইত।

এদেশের ডাক বিভাগ ইংরাজের কীর্ত্তি। কিন্তু ইংলণ্ডে কোন সময়ে প্রথম ডাকঘরের ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখা যাউক। অন্যান্য দেশের ন্যায় ইংলণ্ডেও লোক ও দূত দ্বারা সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থাই ছিল। কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায়, ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ এড্ওয়ার্ডের সময় প্রথম ইংলণ্ডে ডাক বিভাগ রাজকীয় বন্দোবস্ত স্থাপিত হইয়াছিল এবং পোষ্ট মাষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছিল যথা—

A system of Post was established in England during the time of Edward the IV about 1481 and postmaster was appointed.

Scrap Book.

কিন্তু এই পোষ্ট মাষ্টারদের কার্য্য তখন অন্য প্রকারছিল, এখনকার মত ছিল না। এই পোষ্ট মাষ্টার মহাশয়গণকে রাজকীয় বার্ত্তা বাহকগণকে ঘোড়া ও যাতায়াতের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইত মাত্র, সাধারণেরও কোন বিশেষ সংবাদ বা দ্রব্য পাঠাইতে হইলে যথারীতি ব্যয় বহন করিতে পারিলে এই পোষ্টমাষ্টারগণ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে পারিতেন। ১৬৩৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস (১ম) সর্ব্ব প্রথম চিঠির ডাক বিভাগ স্থাপন করিয়া দিলেন, কিন্তু তাহা কয়েকটী প্রধান প্রধান রাস্তায় ও প্রধান প্রধান নগরে মাত্র। কোন সময় ঠিক ছিল না, যখনই ডাকের গাড়ী আসিত, ডাক ঘরের কর্ম্মচারী তখনই ইহাতে চিঠি, প্যাকেট প্রভৃতি তুলিয়া দিতেন। পোষ্ট মাষ্টারদিগকে প্রত্যেক রাস্তার জন্য অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিতে হইত, এবং তজ্জন্য ২৷৷ পেন্স প্রতি মাইলে ব্যয় ধরিয়া লওয়া হইত। কিন্তু এই ব্যবস্থাতেও সুবিধা হইতে পারে নাই। ডাক্তার ব্রাও বলেন, Civil war এর সময় সংবাদ আদান প্রদানের ভয়ঙ্কর অসুবিধা হইয়াছিল, ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে Cromwell ক্রমওয়েল জাতীয় সাপ্তাহিক ডাক যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। ইহা দ্বারা সর্ব্বসাধারণের সুবিধা হইয়াছিল, তাহার পর হইতে ক্রমোন্নতি হইয়া বর্ত্তমান ব্যবস্থা। ইহা দ্বারা যে সাধারণের কত উন্নতি কত সুবিধা হইয়াছে, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। ভারতে ডাকের সুব্যবস্থা ইংরাজ রাজত্বের একটী সুকীর্ত্তি—

কিন্তু এমনও স্থান ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশে আছে, যেখানে ঘোটকাদি দ্বারা আজিও ডাক যাতায়াত করে। মরুপ্রদেশে এখনও উষ্ট্রের ডাক ব্যতিত উপায় নাই। কারণ উষ্ট্র ব্যতিত মরুভূমি অতিক্রম করা অন্য কোন প্রাণীর সাধ্যও নহে।

Agricultural Notes.

অবশ্য পাঠ্য।

বঙ্গের কৃষি সম্পদ।

সম্প্রতি কলিকাতার ষ্টুডেণ্টস হলে বাঙ্গলার কৃষিবিভাগের ডেপুটী ডিরেক্টার মিঃ স্মিথ "কৃষিদ্বারা শিক্ষিত যুবকদের জীবনোপায়" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

তিনি বঙ্গের কৃষিসম্পদের নিম্নলিখিত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন।

বঙ্গের পরিমাণফল	১৫ কোটি	বিঘা।
চাষী ভূমি	৭৷৷০ ,,	বিঘা
যতভূমিতে ২বার চাষ হয়	১ ,, ৬৫ লক্ষ	বিঘা
বন ভূমি	১ ,, ২০ ,,	বিঘা
চাষের অযোগ্য ভূমি	৩ ,, ৩০ ,,	বিঘা
চাষের উপযুক্ত বন	১ ,, ৫০ ,,	বিঘা
পতিত জমি	১ ,, ৪২৷৷০ ,,	বিঘা

চাষের যোগ্য পতিত জমির তালিকা।

প্রেসিডেন্সী বিভাগ	৩০ লক্ষ বিঘা
বর্দ্ধমান বিভাগ	৬০ লক্ষ বিঘা
রাজসাহী বিভাগ	৮ লক্ষ বিঘা
ঢাকা বিভাগ	৫ লক্ষ বিঘা
চট্টগ্রাম বিভাগ	৫ লক্ষ বিঘা

১৯১২—১৩ সালে বঙ্গের কত জমিতে শস্য হইয়াছে।

হৈমন্তিক ধান্য	৪ কোটি ৮৯ লক্ষ বিঘা
ভাদুই ধান্য	১ ,, ৫৯ ,, বিঘা
আশু ধান্য	১০ লক্ষ বিঘা

অর্থাৎ বঙ্গে প্রায় ৬ কোটি ৬০ লক্ষ বিঘা জমিতে ধান হইয়াছিল।

পাট	৯০ লক্ষ বিঘা

ইক্ষু	৬ লক্ষ ৬৫ হাজার	বিঘা
ডাইল ইত্যাদির অন্যান্য		
খাদ্য শস্য	৪৫ ,,	বিঘা
তিল সরিষা ইত্যাদি	৭২ ,,	বিঘা
গাঁজা আফিং ইত্যাদি	১৫ ,,	বিঘা
তরকারী ও ফলের বাগান	৩০ ,,	বিঘা

কোন শস্য হইতে কি হইয়াছে।

ধান প্রতি বিঘায় ৪মণ হিঃ	৫২কোটি ৮০ লক্ষ	টাকা
খন্দ প্রতি বিঘায় ৭ মণ	২৫ ,,	টাকা
পাট ,, বিঘায় ৫ মণ	৩৬ ,,	টাকা
ইক্ষু ,, ,১০॥০ মণ	৩ ,, ৫০ লক্ষ	টাকা
ডাইল ইত্যাদি	১ ,, ৮০ ,,	টাকা
সরিষা ইত্যাদি	৬ ,,	টাকা
আফিং গাঁজা ইত্যাদি	৫ ,,	টাকা
তরকারী ফল ইত্যাদি	৫ ,,	টাকা

বঙ্গের শস্য হইতে আয় মোট ১৬১ কোটী ১০ লক্ষ। গড়ে বৎসরে ১৭০ কোটি টাকা আয় হইয়া থাকে।

মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিলে পাট শত করা ৭০ গুণ ও অন্যান্য শস্য শতকরা ১০০ গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, অর্থাৎ কৃষি হইতে ১৭০ কোটি টাকার পরিবর্ত্তে ৩৪০ কোটি টাকা আয় করা যাইতে পারে। শিক্ষা গুণে কৃষির কেমন উন্নতি হইতে পারে, মিঃ স্মিথ জর্ম্মণীর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডই কৃষিকার্য্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিল। তখন পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশের ছাত্রগণ ইংলণ্ডের কৃষিকার্য্য শিক্ষা করিতে যাইত। বর্ত্তমান সময়ে রুষিয়া, ফ্রান্স, আমেরিকা, চীন ও জাপান, এমন কি ইংলণ্ডের ছাত্রগণ কৃষি শিক্ষার জন্য জর্ম্মণী যাইতেছে। জর্ম্মণীর ভূমি উর্ব্বরা নহে, ইংলণ্ডের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, সুতরাং কৃষি কার্য্যে জর্ম্মণী যে ইংলণ্ডকে হারাইয়া দিয়াছে, কেবল শিক্ষাই তাহার প্রধান কারণ। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে যে হারে শস্য জন্মিত, জর্ম্মণীতে তাহার অর্দ্ধাংশও হইত না। বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডে প্রতি বিঘায় যে পরিমাণ শস্য জন্মে, জর্ম্মণীতে তাহা অপেক্ষা বেশী জন্মিয়া থাকে। গম ইংলণ্ডের এক প্রধান শস্য। জর্ম্মণীর অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের তুল্য গম জন্মিতেছে।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মণীর ডাক্তার আলব্রট থেয়ার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এখন জর্ম্মণীতে কৃষি শিক্ষা দানের জন্য শত শত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছি। এই শিক্ষাই জর্ম্মণ-কৃষির উন্নতির প্রধান কারণ।

কোন বাঙ্গালী যদি ১০০ বিঘা জমি লইয়া চাষ করিতে আরম্ভ করেন, তবে তিনি মাসে ৩৫০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সে শিক্ষানুরাগ ও অধ্যবসায় কোথায়?

মিঃ স্মিথ বলিয়াছেন, গবর্ণমেণ্ট নানা স্থানে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছেন। যদি বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবকগণ সেই সকল কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি তাহাদের বাসগৃহের সংস্থান করিয়া দিতে পারেন। তাহাদের কেবল নিজের আহারের ব্যয় ভার বহন করিতে হইবে। কৃষিক্ষেত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া যদি তাঁহারা কিছুকাল কোন কৃষি কলেজে অধ্যয়ন করেন, তবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসারে কৃষিকার্য্য করিয়া ধনোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইবেন। মিঃ স্মিথ যে পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা অবহেলা করা উচিত নয়। আমরা দেশের যুবকদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা কৃষি কার্য্য শিক্ষা করিয়া জন্মভূমির দরিদ্রতা নিবারণের সহায় হইবেন এবং আপনাদের অবস্থার উন্নতি সাধন করিবেন। নিতান্ত দুঃখের বিষয় কৃষি যে শিক্ষা করিতে হয়, এদেশের শিক্ষিত বা অশিক্ষিত কোন সম্প্রদায়েরই মস্তিকে স্থান পাইতেছে না। বাসবপ্রবৃত্তি জাতিটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে।

Business Topics.

ব্যবসায়ী এবং সাধারণ ভদ্রলোকগণের ইহা জানা উচিত, পোষ্টাফিসের একটী নূতন নিয়ম হইয়াছে যে, ভিপিতে জিনিস পাইয়া যদি তিনি বুঝেন যে, প্রেরক তাহাকে ঠকাইয়াছে, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ পোষ্ট মাষ্টার জেনারেল সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিয়া ভিপির টাকা প্রেরককে দেওয়া বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। তবে অভিযোগ সঙ্গত এবং সত্য হওয়া আবশ্যক।

আর একটী নতন নিয়ম যদি ভালুপেবেল সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান অর্থাৎ টাকা পেমেণ্ট হইয়াছে কিনা বা সে ভেলুপেবেল দ্রব্য কি হইল ইত্যাদি করিতে হইলে দরখাস্তে এক খানি এক আনার ষ্টাম্প দিয়া দরখাস্ত করিলে তবে অনুসন্ধান করা হয়, নচেৎ হয় না।

লণ্ডনের একটী ফ্যাক্টারীর দ্বারে কর্ত্তৃপক্ষের নিম্ন লিখিত উপদেশ দশক ঝুলান আছে।

১। মিথ্যা কথা বলিও না, ইহা দ্বারা তোমার এবং আমার উভয়েরই সময় নষ্ট হইবে। তোমার মিথ্যা কথা শেষ সীমায় নিশ্চয়ই ধরিতে পারিব কিন্তু সে সময় শকট নয়।

২। তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মে লক্ষ্য রাখ— ঘড়ীর দিকে নহে। সুদীর্ঘ দিবসের কাজ সুদীর্ঘ দিনকে ছোট করে, সেই ক্ষুদ্র দিবসের কাজ আমার মুখকে ভারাক্রান্ত এবং লম্বা করিবে, সেটা অবশ্য ভুলিও না।

৩। আমাকে আশার অতিরিক্ত কাজ দেখাও, আমিও তোমাকে আশার অতিরিক্ত

দিব। যদি তুমি আমার ব্যবসায়ের লাভ বৃদ্ধি কর, তাহা হইলে আমিও তোমার বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিতে সক্ষম হইব।

৪। তুমি নিজের নিকট যতঋণী, অপরের নিকট তত নও। হয় তোমার নিজের ঋণ পরিষ্কার করিও, নচেৎ আমার কারখানা ছাড়িও। ঋণ দায়ে জড়িত কর্ম্মচারী কখন পূর্ণ হৃদয়ে কাজ করিতে পারে না।

৫। অসৎ পথ লোকে দৈবাৎ কখন অবলম্বন করে না, তাহা তাহার সম্পূর্ণ অনুমোদিত এবং বহুদিনের চেষ্টার ফল। কারণ ভাল ভদ্রলোক ভাল ভদ্রমহিলা কদাচ প্রলোভনে অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না যে অসৎ কর্ম্ম করে, সে আগে হইতে ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রলোভনে পাপকে আলিঙ্গন করে ইহাই আমার বিশ্বাষ। সেই জন্য ক্ষমা করা যায় না।

৬। নিজের কার্য্যে সর্ব্বদা মনোযোগী হইবে, হয়ত তোমারও এমনি কাজ হইবে, তাহাতে তোমাকে মনোযোগী হইতে হইবে।

৭। এমন কাজ এখানে করিও না যাহাতে তোমার আত্মমর্য্যাদার আঘাত লাগে। আমার বিশ্বাস যে, কর্ম্মচারী আমার জন্য অপরকে প্রতারনা করিয়া লুণ্ঠন করে, সে একদিন আমারও সর্ব্বনাশ করিতে নিশ্চয়ই পারে।

৮। রাত্রে তুমি আমার কর্ম্মচারী নও, এবং তুমি কি কর তাহার সহিত নিশ্চয়ই আমার কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু যদি তুমি রাত্রে অসৎ আমোদ প্রমোদে রজনী যাপন করিয়া আমার যথার্থ প্রাপ্য কার্য্যের অর্দ্ধেক অতি কষ্টে সম্পন্ন কর, তাহা হইলে তোমার প্রাপ্য পারিশ্রমিক অর্দ্ধেক পাইতে তুমিও অবশ্যই বাধ্য। কারণ এখানে তোমার দুষ্ক্রিয়ার আমার ক্ষতি। তোমার চরিত্র এবং আমোদ আহ্লাদের জন্য আমার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আদৌ সঙ্গত নহে।

৯। আমি যাহা শুনিতে ভালবাসি না, বা আমার যাহা শুনা উচিত নয়, তেমন কথা আমাকে বলিও না। আমি আমার টাকার মত কাজের মানুষ চাই, চাটুকার বা সহচর চাই না।

১০। আমি পদাঘাত করিলে তুমি তাহা করিতে পাইবে না। তুমি জানিও, তুমি যতক্ষণ আমার কার্য্যে মূল্যবান, ততক্ষণই থাকিতে পাইবে, যখনই তুমি অযোগ্য হইবে, তখনই তোমার মূল্য নাই, সুতরাং যতক্ষণ তোমার সঙ্গত পরামর্শ মূল্যবান ততক্ষণই তুমি আমার প্রিয়। কিন্তু সেই জন্য কদাচ তুমি মাথায় চড়িয়া আমি যাহা করি, তাহা করিতে পারিবে না। আমার সময় মূল্যবান। পচা ফলের গলিত অংশ বাদ দিয়া সংশোধনের আমার সময় হয় না, সুতরাং আমি পচা ফল একেবারে ফেলিয়া দিই, ইহা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। সেই জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য সর্ব্বদা যত্নবান হইবে।

এই দশটী আদেশ দ্বারা এই ফাক্টরীর সমস্ত কর্ম্মচারী পরিচালিত হইয়া থাকে। স্বত্বাধিকারীও এই আদেশগুলির প্রত্যেক অংশ স্বয়ং পালন করিয়া কর্ম্মচারীগণের প্রগাঢ় ভক্তিভাজন হইয়াছেন। কারণ কর্ম্মচারীকে সৎ করিতে হইলে অধ্যক্ষের সততা আগে আবশ্যক। কিন্তু এদেশের স্বত্বাধিকারী ম্যানেজার সে গলদে লক্ষ রাখেন না, নিজের গলদ প্রকাশ হইয়া পড়িলেই কর্ম্মচারী ও অসৎ হইয়া পড়ে। এদেশের প্রকৃত কাজের লোকও পুরস্কৃত হয় কৈ। সে আদর্শ আমরা দেখাইতে জানি না। কঠোর পরিশ্রম করিলেও পাছে বেতন বৃদ্ধি করিতে হয় বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে চাহি না। কাজেই কর্ম্মচারীগণও অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া সর্ব্বনাশ করে।

শ্বেত ইন্দুর।

আফ্রিকার একখানা কাগজে একবার প্রকাশিত হইয়াছিল যে, সাদা ইন্দুরের ঘ্রাণশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, অনেক সময় কয়লার খনিতে কার্ব্বন মন্ অক্সাইড্ নামক এক প্রকার গ্যাস জন্মিয়া কয়লার খনির অভ্যন্তরস্থ কুলিদের জীবন সংহার করে, এই সাদা ইন্দুর পূর্ব্ব হইতে তাহা জানিতে পারে, এবং ইহাদের শরীরের সমস্ত রক্ত জমিয়া যাইবার লক্ষণ প্রকাশ পায়। তখন ইহারা মৃতবৎ হইয়া পড়ে। মানুষ অপেক্ষা বহুপূর্ব্বে ইহারা এই বিপজ্জনক গ্যাসের গন্ধ পায়। ইহাদের অবস্থা দেখিয়া মানুষ সতর্ক হইয়া জীবন রক্ষা করিতে পারে। সেই জন্য উক্ত কাগজ বলিয়াছেন, যে গবর্ণমেণ্টের প্রত্যেক কয়লার খনিতে শ্বেত ইন্দুর রক্ষার বাধ্যতামূলক আইন করিয়া দেওয়া উচিত।

(Work)

Unscrewing Fountain Pen.

স্ক্রু ওয়ালা ফাউনটেন পেন

খুলিবার উপায়। অনেক সময় এইরূপ ফাউণ্টেন্ পেনের মাথার প্যাঁচ খুলিতে না পারিয়া অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ইহার উৎকৃষ্ট উপায়, এক টুকরা রবারকে হোল্ডারের যে স্থানে স্ক্রুদ্বারা যোগ করা, সেই স্থানে খুব টাইট করিয়া জড়াইয়া দিতে হয়। ২।৪ বার এইরূপ করিতে করিতে প্যাঁচ খুলিয়া যায়। ইহা পরীক্ষিত। রবার না পাইলে দড়ি এবং ভিজা কাগজ দিয়া জড়াইলেও হইবে। গ্লাস ষ্টপার্ড শিশি বোতলের কর্ক বা ছিপি এই উপায়ে অনায়াসে খুলিতে পার যায়।

হাসিতে চরিত্র পাঠ।

একজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিয়াছেন যে, হাসি দেখিয়া চরিত্র নির্ণয় পরীক্ষিত, পাঠকগণ লক্ষ্য করিতে পারেন। মানুষ হাসিতে আরম্ভ করিলে প্রথমেই স্বর-বর্ণের শব্দ হইতে আরম্ভ করে। হয়ত এঃ হেঃ হেঃ, না হয়, উঃ হুহু না হয়, ইঃ হিহিঃ না হয় ইউ উ—ইত্যাদি রকমের। কেহ কঃ খঃ জঃ চঃ হইতে আরম্ভ করে না, ইহা সকলেই দেখিয়াছেন। সেইজন্ত জনৈক সুক্ষ্মদর্শী ইংরাজ বহু গবেষনায় স্থির করিয়াছেন যে, যে সকল লোক অঃ এঃ আ আদি বর্ণ হইতে হাসি আরম্ভ করে, তাহারা সরল, সৎ, গোল-মাল প্রিয় হইবেই হইবে। যে সময় তাহারা হাসে না, তখন হয়ত গম্ভীর বা বিষাদ পূর্ণ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত চরিত্র বুঝা যায় না। "People who laugh in ("a,, pronounced as "Ay.. are frank honest, fond of noise and excite ment, though they are often of a versatlie and phlegmatic and milancholy persons.

যে সকল লোক ইঃ -বর্ণে আরম্ভ করিয়া হাসি জুড়িয়া দেয়, তাহারা বালকের ন্যায় সরল প্রকৃতি, স্নেহশীল, বাধ্য মৃদু স্বভাব এবং অব্যবস্থিত চিত্ত। "are children or simple minded, obliging and affectionate, timid and undecided.

যাহারা "ও" হইতে আরম্ভ করিয়া হাসে, তাহারা বদান্য এবং সাহসী। "To lough in "O"indicates generocity and daring" কিন্তু যে সকল লোক ইউ—শব্দে হাস্য আরম্ভ করে, তাহারা বড় ভয়ানক, পাঠক পক্ষে এরূপ বন্ধুর সহবাস পরিত্যাগ করিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ইহাদের অব্যবস্থিত চরিত্র, কোন বিষয়েই স্থিরতা নাই, সেইজন্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন "Avoid if possible all those, who laugh in "U" as they are devoid of principle.

যাহার" Principle, ঠিক নাই, তাহার সঙ্গে প্রেম বা বন্ধুত্ব করা বালির বাঁধের মত ক্ষণস্থায়ী, এই হর্ষ, তখনই রাগ, পরক্ষণে দ্বেষ, গ্রন্থকার বলেন, ইহারা অহঙ্কারী পরশ্রী কাতর, দুর্মুখ, সদাক্রোধী এবং নীচমনা। আমার প্রিয় পাঠকগণ সুবিধা পাইলে এটা পরীক্ষা করিতে পারেন।

কতকগুলি জিনিসের অন্যায় নাম নির্ণয়।

Sealing wax অর্থাৎ বাতি গালা, কিন্তু Wax মানে মোম, বাতিগালায় মোম মাত্র নাই, তবে Sealing wax নাম দেওয়া কেন?

Tit-mouse—এক রকম পাখীর নাম, কিন্তু মাউস্ মানে ইন্দুর, তবে টিট্‌মাউস্ বলা কেন? কেন না পাখী ত ইন্দুর হইতে পারে না।

EVIDENCES OF

"Kajer loke's" Usefulness.

Telegraph 12-7-13 বলিয়াছেন :—

"**Kajer Loke** (Business man).—Vol. VII. No. IV of * * dwells upon maxims and morals of business, money wisdom, means of livelihood for the unemployed, electroplating, health and hygene, agricultural notes and sundry others. The above named subjects give evidence as to the importance and usefulness of the magazine."

নিহার বলিয়াছেন :—

কাজের লোক :—

"কাজের লোকের নামটী পত্রিকাখানির উপযুক্তই হইয়াছে। কাজের কথা ব্যতীত ইহাতে অসার কথা একটীও স্থান পায় না। আলোচ্য সংখ্যায় বেকারের উপায়, একটী অর্থনীতি, ভারতে সিমেন্টের কারখানা, শিল্-টির কাজ, গার্হস্থ্য শিল্পশিক্ষা, সৎপ্রসঙ্গ, বাষ্পীয় শকট আবিষ্কারক জর্জ্জ ষ্টীফেনসন প্রভৃতি বিষয়গুলি বিবিধ কাজের কথায় পূর্ণ হইয়াছে। এরূপ অতি প্রয়োজনীয় মাসিক যদি সাধারণের নিকট সমাদৃত না হয়, তবে দেশেরই দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে।,,

এইরূপ মন্তব্য বহুসংখ্যক আছে কিন্তু দুঃখ এ দেশে পাঠক নাই।

নিবেদন।

বহু দৈব দুর্বিপাকে এবং এবারেও "কাজের লোক" বাহির হইতে বিলম্ব হইল। জুলাই সংখ্যা ইহার পরেই যাইতেছে, আর তাগিদ দিবার আবশ্যক নাই। কর্ত্তব্য-পালনে আমি উদাসীন নহি।

ম্যানেজার।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ। ৭ম সংখ্যা।	New Series, July, 1913.	নূতন সংস্করণ। জুলাই, ১৯১৩।	Vol. VII. No. 7.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

বহুদর্শীর পরামর্শ মূল্যবান, তাহা কদাচ উপেক্ষা করা উচিত নয়, বিশেষ কারবারে বহুদর্শীর পরামর্শই অগ্রগণ্য। অনেক ঘাত প্রতিঘাতে যাহারা দাঁড়াইতে পারিয়াছে, তাহাদের পরামর্শ ভাল হইবে বৈকি ?

আমেরিকার নিউইয়র্কের "ইন্টার ন্যাশন্যাল কন্‌ফেক্‌শনার" নামক মাসিক পত্রিকা হইতে নিম্নলিখিত কয়েকটী সারগর্ভ পরামর্শ নূতন ব্যবসায়ীগণের জন্য অনুবাদ করিয়া দেওয়া হইল। যথা :—

১। বন্ধুর সহিত কাজ কারবার করিলেও অপরিচিতের সহিত যেরূপ পদ্ধতিতে কাজ করিতে হয়, বন্ধুর সহিতও ঠিক সেই পদ্ধতিতেই কাজ করিতে হয়। চক্ষু লজ্জা করিয়া অনেক সময়ই সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। কাজ কাজের নিয়মে হওয়াই উচিত। কারণ সেটাও কারবারের অঙ্গীভূত আবশ্যকীয় বিষয়। কারবারে খাতির নাই।

যদি অবস্থায় না কুলায় এবং তোমার দোকান বড় রাস্তা হইতে দূরেই স্থাপিত হয়, তাহা হইলে জিনিস ভাল এবং দর সুলভ রাখিতে হইবে। তাহা হইলে গলিতেও বিক্রয় বাড়িবে।

ভদ্রতা, একদর, সুলভ মূল্য এবং তৎপরতা এইগুলি ক্রেতার প্রলোভনের উপকরণ, যে কারবারে এগুলি বিদ্যমান, সেখানে কখন ক্রেতার অভাব হয় না। লোকে মন্ত্র মুগ্ধবৎ সেখানে আসে, তাহা গলীতেই হউক, আর বড় রাস্তার ধারেই হউক, তাহাতে কিছু আসে যায় না।

সদ্বিবেচনার সহিত বিজ্ঞাপন দিয়াও যখন তোমার প্রতিদ্বন্দীর ক্রেতাগণ তোমার দোকানে আসেনা, তখন তাহা বিজ্ঞাপনের দোষে নহে, নিশ্চয়ই তোমার নিজের দোষে। কারণ তুমি চাপিয়া যাইলেও তোমার তাহাদের প্রতি প্রতিহিংসা জনিত বন্ধুভাব এবং উপেক্ষাই তাহার কারণ। মানুষ নিজের দোষ দেখিতে পায় না। কিন্তু যাহার প্রতি তোমার গুপ্ত স্বভাবের ঈর্ষানল প্রযুক্ত হয়, সে ঠিকই সে উত্তাপ বুঝিতে পারে। তাই বলি, ভাবের ঘরে চুরি চলে না, সে দোষ তোমার নিজেরই।

যদি তুমি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে প্রয়াসী হও, সুযোগের অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিও না, সুযোগও করিয়া লইতে হয়, এবং এইরূপেই সুযোগ এবং সিদ্ধি লাভ করাও হয়।

তোমার দোকান অপরিষ্কার এবং অন্ধকার ময় হইলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই হৃদয়ও অন্ধকারময় করিয়া তুলে, সেইজন্য

দোকানটীর আলোক এবং বায়ু সঞ্চরণ, এই দুইটী বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয়।

ব্যবসা করিতে বসিয়া অনর্থক গোলযোগ তুলিও না। কাহাকেও আইন দেখাইও না। একবার তুমি "বদ লোক" বলিয়া প্রচারিত হইলে তোমার লক্ষ্মী ছাড়িতে আরম্ভ হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। কারণ প্রতারক এবং বদলোক অপেক্ষা সৎ লোকের পক্ষেই অধিক লোক সহানুভূতি প্রকাশ করে, ইহাই স্বাভাবিক।

কাহাকেও প্রতারিত করিও না, ইহাই অধঃপতনের মূল—সৎ উপায়ে উপার্জ্জন করিলে অধঃপতন না হইয়া ক্রমোন্নতিই হয়।

দাস দাসী সমস্যা।

দাস দাসীর জন্য আমাদের অবস্থা শোচনীয়। আমরা দাসদাসী রাখিয়া তাহাদের নিকট যে ব্যবহার পাওয়া উচিত, তাহা পাই না। তাহারা আমাদের ঘরে উদ্ধত প্রকৃতি হয়, বাচাল হয়, কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করে না, যখন ইচ্ছা কাজ বন্ধ করিয়া চলিয়া যায়, কাজেই আমাদের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না।

কিন্তু সাহেবদের বাড়ীতে এই চাকর চাকরাণী ঠিক থাকে, যথা সময়ে কর্ত্তব্য কার্য্য সুসম্পন্ন করে, একখানি চিঠি পর্য্যন্ত কোন পাত্রে না রাখিয়া মনিবের হাতে দেয় না, ডাকিবা মাত্রই হুজুর করিয়া সেলাম করিয়া দণ্ডায়মান হয়। পাশ্চাত্য দেশের দাস দাসী আরও অনুগত, ইহার মানে কি? কোন স্থানে আমাদের গলদ, দেখা এবং তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের দেশের যে যে বিষয়ের প্রকৃত সংস্কার হওয়ার আবশ্যক, আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না, কতকগুলি অনৈকাত্যর কারণস্বরূপ বিষয় লইয়া, সমাজ সংস্কারাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং সময় ও শক্তির অপচয় করি মাত্র।

হিন্দু মুসলমানের বাড়ীর দাস দাসীর পাওনা অধিক, লোক নৌকতায় সামাজিকতাদি ব্যাপারে তাহারা অনেক পুরস্কার পায়, বেতন খাওয়া পরা পায়, সুতরাং তাহাদের ত বিশেষ অনুগত হইয়া থাকাই উচিত, কিন্তু তবু তাহারা থাকিতে চাহে না।

এই ব্যাপারটার গোড়ায় আমাদের কিঞ্চিৎ গলদ আছে। সেইটার সংস্কার হইলে কতক সুবিধা হইতে পারে।

ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশের নিয়ম, অতি অপরিহার্য্য নিয়ম, তাহারা "Certificate of good behaviour বা সদ্ব্যবহারের প্রশংসা পত্র না দেখিলে কদাচ কেহ দাসদাসী রাখে না। যেখানে সে আগে কাজ করিয়াছিল, সেখানকার প্রশংসা পত্র, এবং কেন সে ছাড়িয়া আসিয়াছে, তাহার সন্তোষজনক চিঠি না পাইলে কোন দাস দাসী অন্য একজনের চাকরীতে নিযুক্ত হইতে পারে না। এই কারণে দাস দাসীর গুমর কমিয়া যায়, তাহারা যথাসাধ্য প্রভুর মন তুষ্টির জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে, নচেৎ সে যে দিন বিনা অনুমতিতে চাকরী ছাড়িবে, পরদিন হইতেই সে আর কোনও চাকরী পাইবে না। সে অনাহারে মরিতে বাধ্য হইবে, কেহ তাহাকে রাখিবে না। তাহার ভিক্ষা করিবার যো নাই, বিলাতে সামর্থবান লোকে ভিক্ষা করিতে পায় না, পুলিসে ধরিয়া বিচারালয়ে দেয়, জেল হইয়া যায়। সুতরাং জীবিকা নির্ব্বাহের ভাবনা সে দেশে উৎকট। আসুন এইবার একবার আমাদের কোথায় গলদ তাহা দেখাইতেছি। আমাদের দেশে চাকর চাক্রাণীর স্বভাব চরিত্র আমরা কিছুই দেখি না, কাহার নিকট চাকরী করিয়াছিল, সে অনুসন্ধানও করি না। আপনার চাকর আমি তাড়াইয়া লই, আমার চাকর আপনি তাড়াইয়া লয়েন। সুতরাং এদেশের দাসদাসী বলে "এক দরজা বন্ধ, হাজার দরজা খোলা।" কাজেই কোন লোকের চাকরীতে তাহার আস্থা থাকিতেই পারে না, সেই জন্য সে অবাধ্য উদ্ধত, বাচাল, কর্ত্তব্য জ্ঞানহীন অসভ্য হইয়া উঠিতে থাকে।

আবার দেশের পাত্রাপাত্র বিবেচনা করিয়া ভিক্ষা দিবারও নিয়ম নাই। হরি বলিলেই কাঁড়া চাউল মিলিতে পারে। দৈনিক ১০০ ঘর বেড়াইয়া মুষ্টি ভিক্ষা করিলেও সে ৬।৭ সের চাউল পাইয়া থাকে, বিক্রয় করিয়া ১৲ ১৷৹ দৈনিক পাইয়া থাকে সুতরাং ৩০ দিনে তাহার ৩০৲ টাকা উপার্জ্জন হয়, সে কেন মুনিবের মন তুষ্টির চেষ্টা করিবে বলুন দেখি? কারণ ২০৲ টাকার চাকরীর বাবু অপেক্ষা তাহার অবস্থা খুবই ভাল। কাজেই সে বাবুর মুখের উপর বলিয়া বসে "তোমার মতন বাবু ঢের দেখিয়াছি।"

অপর দিকেও দেখুন, ভাল দাস দাসী মজুর ইহাদের অভাব এবং বিশৃঙ্খলায় আমাদের কাজকর্ম্ম কারবার সমস্তেতেই বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়া পড়ে, কিছুদিন এইরূপ হইলেই গৃহস্থ এবং কারবার মাটী হইয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতীর নিয়ম নিন্দনীয় বলা যায় না, বরং অনুকরণীয় বলা যায়। যদি ইহারা এতটুকু না করিত, দাস দাসীর অভাবে খাইতে পাইত না। অন্য কিছুর কাজ কর্ম্ম মাটী হইত। System অর্থাৎ সুশৃঙ্খলা জাতিগঠনের অতি অপরিহার্য্য উপকরণ, বল, বিক্রম, অর্থ, সামর্থ থাকিলে কি হইবে? সুশৃঙ্খলার অভাবে সমস্তই মাটী।

সে কালেও দাস দাসী ছিল, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞানও ছিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানও ছিল।

এখনকার শ্রমজীবিলোকের প্রায় ৮০ আনা লোকের ধর্ম্ম জ্ঞান নাই, সে সৎ বা অসৎ সমস্ত কার্য্যই করিতে পারে, চাকরীতে না পোষাইলে ভিক্ষা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াও থাকে। কাজেই মনিব বা চাকরী তাহার পক্ষে শ্রদ্ধা ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিতে পারে না।

আমাদিগকে কি করিতে হইবে?

চাকর চাকরাণী ভাঙ্গাইয়া লওয়ার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যেক চাকরের ভূতপূর্ব্ব প্রভুর সার্টিফিকেটের মন্তব্য দেখিতে হইবে, তবে চাকর চাকরাণী রাখিতে হইবে। তাহার পর যখন ২।৪ বৎসরে সে বুঝিবে, প্রশংসা পত্র না পাইলে চাকরী হইবে না, খাইতে পাইবে না, সে মরিবে, তখন তাহার চৈতন্য হইবে। পেটের দায়ে সে তখন নম্র, ভদ্র, কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতেই বাধ্য হইবে।

পাশ্চাত্য দেশে চাকর চাকরাণীগিরি শিখিবার বিদ্যালয় আছে। চাকর চাকরাণীর এজেন্সী আছে, এই এজেন্সীকে বলে চাকর সরবরাহ এজেন্সী, ইহারা চাকর সরবরাহ করিয়া তাহাদের বেতন হইতে কমিশন কাটিয়া লইয়া থাকে। সেইজন্য চাকর চাকরাণীগণ সার্টিফিকেট বা পত্র পাইলে তাহা এজেন্সীতে জমা দিয়া চাকরী করে, এই সকল এজেন্সীতে কোথায় কাজ খালি আছে, তাহারও সংবাদ আসে। ইহারা সেই সকল প্রশংসা পত্র লইয়া তাহাদের বাড়ী ঘর দেখিয়া লোকের বাড়ীতে দাসদাসী সরবরাহ করিয়া দেয়। এইরূপেও ঐ সকল দেশের লোকের কাজ চালাইতে থাকে ও বাস্তবিক সুখে থাকে। সুতরাং এ পদ্ধতি মন্দ নহে। এ দেশের লোকেও যদি সার্টিফিকেটের পদ্ধতি চালাইতে পারেন, তাহা হইলে জেলটার দীনতা দূর হয়, ভিক্ষুকের সংখ্যা কমিয়া যায়, লোকে শ্রমশীল হইয়া পড়ে।

Rural Industries.

গ্রাম্য শিল্প।

গ্রাম্য শিল্প দ্বারা ভারতের অনেক অভাব ও দুঃখ মোচন হইতে পারে, কৃষি, রেশমের চাষ, পাট ও শনের দড়ি প্রভৃতি, মাটীর কাজ, কাঠের কাজ, হাতের তাঁত এই সকলের উন্নতি হইলে প্রায় প্রত্যেক গ্রামের অভাব পূর্ণ হইয়া যায়। অনেকে মনে করেন যে, অতিরিক্ত যন্ত্রাদির আবিষ্কার হওয়ায় গ্রাম্য শিল্পের উচ্ছেদ সাধন হইতেছে, গ্রাম্য শিল্পিগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পারিয়া উঠিতেছে না, এই কারণে গ্রাম্য শিল্পের লোপ সাধন হইতেছে। কিন্তু ইহা ভ্রান্তি মূলক। জার্ম্মানী এবং অষ্ট্রিয়া হঙ্গেরীতেও কল কারখানার অভাব নাই, বরং কলকারখানার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জার্ম্মানিই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু সেই জার্ম্মানীতেই হস্ত শিল্পের উৎসাহ প্রদান করা হইতেছে, যাহাতে হাতের কাজ বৃদ্ধি হয় সেজন্য ঐ সকল স্থানের গ্রাম্য স্কুলে নানা প্রকার শিল্প শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। Leader দেখাইয়াছেন, Indeed observers say, that there is a distinct movement towards more cottage industries in Germany and Austrian Hungry"

সুতরাং ইহা ভ্রান্তি মূলক কথা যে, শুদ্ধ কলকারখানার আধিক্যেই গ্রাম্য শিল্পের অবনতি ঘটিতেছে। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে গ্রাম্য শিল্পের এত উন্নতি কেবল বর্ত্তমান যুগের কো-অপারেটিব ক্রেডিট্ সোসাইটী দ্বারা আমাদের উন্নতি কল্পনা থাকিলে এই কো-অপারেটিব অর্থাৎ গ্রাম্য ঋণদান সমিতি দ্বারাই আমাদের মুক্তির এবং উন্নতির সম্ভাবনা।

ভারতের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়াছে, যে সামান্য মূল ধনের অভাবে কোন কার্য্যেই কেহ অগ্রসর হইতে পারে না। যাহাতে অতি অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ লইয়া অতি সুবিধা জনক কিস্তিবন্দী বন্দোবস্তে প্রজাগণ টাকা পরিশোধ করিতে পারেন, সেই জন্য গ্রামে গ্রামে ঋণদান সমিতি গঠনের জন্য গবর্ণমেণ্ট বদ্ধপরিকর, কিন্তু এদেশের প্রজায় সাহস করিয়া টাকা লইতে চাহে না। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রজার মুক্তির জন্য তাহার দুঃখ মোচনের জন্য, এই পন্থা অবলম্বন করিলেও দেশের লোকে এদিকে যাইতেছে না। অনেক স্থলে নিরীহ কৃষকগণকে আমরা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেও তাহাদের অমূলক ভ্রান্তি অপনোদন করিতে পারি নাই। প্রজারা বলে যে, যদি কিস্তি মত দেয় টাকা দিতে না পারি, তাহা হইলে হয়ত দেনার দায়ে সমস্ত গবর্ণমেণ্টের ঘরে বিক্রয় হইয়া যাইবে। কিন্তু এ কথা ঠিক নহে। প্রজাকে দুর্দ্দান্ত রক্ত এবং বিষয় লোলুপ মহাজনের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্যই এই পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। প্রজার উচিত, মূলধনের অভাবে নীরবে নিশ্চল হইয়া সময় কাটান অপেক্ষা কোনরূপ কিছু কাজ কর্ম্ম করিলে দেশে কৃষি শিল্প, বাণিজ্যের বহুল উন্নতি হইতে পারে, তাহার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য গবর্ণমেণ্টের পুস্তিকাদি প্রচার এবং গ্রাম্য শিক্ষিত লোকের তাহা প্রজাগণকে বুঝাইবার আবশ্যকতাই অধিক। নিরক্ষর প্রজাকে এই মহদুদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিতে পারিলে বিশেষ সুফল হইবে, তাহার সন্দেহ নাই।

কৃষি এবং শিল্পের উন্নতি ব্যতিত পরিত্রাণের অন্য কোনই সুলভ উপায় নাই, এ দেশে এখন কেবল কৃষির উপর নির্ভর করা চলিতেছে না, অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি কৃষির বহুতর ব্যাঘাত আছে, কৃষির সহিত গৃহ শিল্পের চর্চ্চা এবং তাহাদের উন্নতি চেষ্টা না হইলে দীনতা ঘুচিতে পারে না। কারণ

দুর্ভিক্ষ হইলে শিল্পজাত দ্রব্য সম্ভারের বিনিময়ে অন্নের সংস্থান করিতে পারা যায় কিন্তু কেবল কৃষির উপর নির্ভর করিলে যদি দৈবচক্রে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলেই অন্নাভাবে আমাদিগকে মৃত্যুর করাল গ্রাসে আত্ম সমর্পণ করিয়া বসিতে হয়। গবর্ণমেন্ট এই কথা বুঝিয়াছেন। সেইজন্য গ্রাম্য ঋণদান সমিতি খুলিয়া গ্রাম্য লোকের এবং গবর্ণমেন্টের অর্থ একত্র করিয়া গ্রাম্য শ্রমজীবিগণকে সাহায্যের জন্য চেষ্টা করিতেছেন। এইজন্য বহু চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলিয়াছেন যে, ভারতে গ্রাম্য ঋণদান সমিতির প্রসার বৃদ্ধি হইলে প্রজাগণ ইহার হিতকর মহদুদ্দেশ্য বুঝিলে ভারতেও আশাতীত সুফল ফলিবে। যে কোন উপায়ে গ্রাম্য শিল্পের উন্নতি ব্যতীত যে অসরে আমাদের মুক্তির আর কোন উপায়ই নাই, ইহা ধ্রুব সত্য। আশা করি প্রত্যেক পাঠক অতি অবশ্যই এই গ্রাম্য ঋণদান সমিতির বিষয় বুঝিতে এবং সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। এই গ্রাম্য ঋণদান সমিতির বিষয় জানিতে হইলে ডাইরেক্টর Co-operative Credit Society, Writers Buildings, Calcutta এই স্থানে আবেদন করিলে এতদসম্বন্ধে কাগজ পত্র পাইতে পারেন।

শিল্প প্রবৃত্তি।

—:(০):—

বহুকাল ধরিয়া শ্ববৃত্তি অবলম্বন করিয়া আমাদের শিল্প প্রবৃত্তিই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছি, তাহার উপর নানাপ্রকার বিলাসিতার প্রলোভনে মজিয়া আমরা এত আরামী, এত শ্রম কাতর, এত হীনবল হইয়া পড়িয়াছি যে, কেবল উপন্যাস এবং কবিতা ব্যতীত কোন গবেষণা-পূর্ণ বৈজ্ঞানিক কি শিল্প বিষয়ক পুস্তকাদি পড়িতে প্রস্তুত নহি। প্রবৃত্তি নাই, রুচী নাই, চাকরীর চিন্তাতেই ব্যস্ত, শিল্পের কথাও মনে আসে না। চাকরী ব্যতীত যে শিল্প দ্বারা আমাদের অভাব মোচন হইতে পারে, এ বিশ্বাসই আমাদের দেশের হৃদয়ে স্থান পায় না। এইটীই এদেশের সংঘাতিক রোগ দাঁড়াইয়াছে। দেশের লোকে মুফৎ কিছু মারিয়া দিয়া অদৃষ্ট ফিরাইতে চায়, এই হইতেছে আসল কথা। কিন্তু তাহা হইবার নয়, জগতের তাবৎ কাজই শিক্ষা সাপেক্ষ। তাহাতে যদি তোমার প্রবৃত্তি না থাকে, তাহা হইলে তোমার অবস্থা যে শোচনীয় একথা বহুবারই বহুজনই বলিয়াছেন নূতন কিছু নহে। কিন্তু কেমন ঘুম ঘোর, কেমন দুর্ব্বলতা, কেমন মতিচ্ছন্ন, কেমন দুর্ভাগ্য আমাদের প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন হইল না। নিজের অন্নের সংস্থান না থাকিলেও ঘরে হাহাকার উঠিলেও আমরা পরোপকারের ও সংস্কারের ভান করিয়া বৃথা বাগাড়ম্বর ও ভণ্ডামি করিয়া বেড়াই মাত্র। সে আর কিছু নয়, দেশের হিত চিন্তাও নয়, সে নিজের নাম জাহির করিবার, সাধারণের সম্পত্তি গাপ্ করিবার আয়োজন মাত্র। এইরূপ প্রবঞ্চকের দলে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ছাইয়া ফেলিতেছে। সেই জন্য যে কোন উপায়ে ছার উদর পুরণের জন্যই লোকে ঘুরিতেছে। শিল্প বা দেশ বলিয়া ভাবিবার প্রবৃত্তি নাই। এইরূপই যদি দেশের অবস্থা থাকে, তাহা হইলে ইহার দীনতা ঘুচিতেই পারে না।

যাহারা নিজেদের দশা ফিরাইতে জানে না, নিজের বিষয় ভাবিতে শিখে না, তাহারা পরহিত ব্রত পালন করিতে কি সক্ষম? কোন দেশের মুক্তির পথ দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং দেশীয় লোকের শিল্পে প্রবৃত্তির উত্তেজনাই প্রশস্ত পন্থা। ইহাতেই দেশের প্রকৃত হিতসাধন সম্ভব। প্রমান, সমগ্র ইয়োরোপ, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি। বিদ্যালয়ে শিল্প শিক্ষা, গৃহে শিল্প শিক্ষা দেশের বাণিজ্য সম্ভার এবং স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য যুদ্ধবিগ্রহ। সুতরাং যে দেশের শিল্প প্রবৃত্তি যত কম, সে দেশের দুঃখও তেমনি আসমুদ্র। কেহ কখনও শিল্পের পুস্তক শিল্পের উন্নতির কথা চিন্তা করেন কি? কখনও দেশের কথা ভাবেন কি? বাস্তবিক দেশের দীনতার করাল গ্রাস হইতে মুক্তির পথ এই পথে— যদি আজ যার যেমন অবস্থা, কিছু না কিছু শিল্প শিক্ষা করিত, তাহা হইলে ৩০ কোটী নরনারীর আবার কখনও অন্নের সংস্থানের জন্য ভাবিতে হইত মনে করেন? আজ ৭ বর্ষ ধরিয়া কত কঠোর অবস্থায়, কত দারিদ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া "কাজের লোকে" যে অসংখ্য উপায় দেখাইলাম, কৈ কেহ কিছু করিয়াছেন কি? তাই বলি, প্রবৃত্তিও নাই মুক্তির পথও জানি না। কেবল অনুকরণ করিয়া, সভা সমিতি করি, পরহিতের ভান করিয়া দেশের লোকের চাঁদা সংগ্রহ করিয়া যদৃচ্ছা ব্যয় করিয়া নিজের বহুদিনের কল্পনার প্রভুত্বপরায়নতা আত্ম-সেচ্ছা পরিতৃপ্তি করি মাত্র। তুমি যদি দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হইতে, তবে প্রকৃত মুক্তির উপায় করিতে, দেশের শিল্প প্রবৃত্তি জাগরিত করিয়া গবর্ণমেন্টের সহিত এক মতে তাহার জন্য খাটিতে। কিন্তু সে ত নয়, তুমি চাও নাম, তুমি খাট নিজের স্বার্থে, পরহিতকথা তোমার মুখস, তুমি প্রবঞ্চক, দেশবৈরী মাত্র।

রেলে আয়।—গত ২৪শে মে পর্য্যন্ত এক সপ্তাহে সমগ্র ভারতে মোটের উপর ১২৯০১০০৲ টাকা লাভ হইয়াছে। তন্মধ্যে ইষ্টইণ্ডিয়ান রেলে ২১০৪০০০৲, ইষ্টার্ণবেঙ্গল-ষ্টেটরেলে ৫২৭০০০৲ এবং আসামবেঙ্গলরেলে ১০৫০০০৲ আয় হইয়াছে। আসামবেঙ্গলরেলে গড়ে প্রতি মাইলে ১৩০৲ আয় হইয়াছে।

সময়ের মূল্য নিরূপণ।

মিষ্টার স্মিথ—সওদাগর—দৈনিক কার্য্য শেষ করিয়া এক খানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দ্বিতল গৃহের কক্ষে উন্মুক্ত বাতায়নের নিকট উপবিষ্ট—সন্ধ্যা সমাগত—বৈদ্যুতিক আলোকে কক্ষ উদ্ভাসিত—এমন সময় কক্ষান্তর হইতে এক ষোড়শী মিঃ স্মিথের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল।—স্মিথ মস্তক উত্তোলন করিয়া দেখিলেন—মেরি, তাঁহার একমাত্র কন্যা। বৃদ্ধ স্মিতমুখে বলিলেন—"মেরি কি মনে করে"?

মেরি বালিকাসুলভ কত আবদারের চাপল্য দেখাইয়া বলিল, বাবা আমি কিছু উপার্জ্জন করিতে চাই,—আমি জানি, আমার কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, যদি আমাকে কোন আফিসে কাজ দেওয়া হয়, তা'হলে আমি নিশ্চয় উন্নতি করিতে পারি, বৃদ্ধ কন্যাকে বল্লেন, বেশ, ঘরের কাজ কর্ম্ম যদি ভাল না লাগে, তা'হলে আমার আফিসেই তোমাকে কাজ দিব। বালিকা আনন্দের হাসি হাসিয়া বল্লে, সত্যি? তা'হলে কত করে মাইনা দেবেন?

বৃদ্ধ—সে কি এখন বলা যায়? তোমার সময়ের মূল্য কসে দিতে হবে।

বালিকা উৎকণ্ঠিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিল কেমন করে তা ঠিক কর্‌তে পার্‌বেন?

পিতা বল্লেন, সেটা বড় শক্ত কথা নয়। আচ্ছা, এস এখনই হিসাব করে দেখা যাক্, বালিকা বিস্মিত হইল, সময়ের মূল্য হিসাব ক'রে কি ক'রে দেখা যাবে! বল্লে—আমি প্রতি মিনিটে ৩ টাকা দাম ধর্‌তে পারি। স্মিথ হাসলেন, বল্লেন তোমাতে তেমন কোন গুণ দেখি নাই, যাহাতে তুমি প্রতি মিনিট ১ ডলার অর্থাৎ ৩৵ পাইবার যোগ্য। এস, হিসাব করা যাক, আচ্ছা তোমার জননী আর তুমি না কাল ডাউনটাউনে গিয়াছিলে?

কন্যা। হাঁ আমরা গাউনের জন্য কিছু কাপড় কিন্‌তে গিয়েছিলাম। কিন্তু তার সঙ্গে এর সংস্রব কি?

পিতা। আমি শুনলেম, তুমি প্রথম দোকানে গিয়ে দাম বেশী বলে না কি যে অন্য দোকানে গিয়াছিলে?

কন্যা। সত্য, তারা প্রতি গজ ৯৮ সেন্ট করে দাম চেয়েছিল, কিন্তু আমরা ৮৭ সেন্ট গজ পেয়েছিলাম বলে অন্য দোকান হতে কিনেছি, আমাদিগকে সাধারণ পোষাকের কাপড় কেনার ঠকান সহজ নয়। আমরা ডাউনটাউনের সমস্ত দোকান ঘুরে ঘুরে শেষে খুব সুবিধা দরে কিনে ফেললুম।

পিতা। বেশ করেছিলে। আচ্ছা তোমাদের কত সময় লেগেছিল?

কন্যা। অবশ্য আমরা দিনে খাওয়া দাওয়ার পর গিয়ে রাত্রি ৮টার ফিরে এসেছি, সস্তায় কিনতে গেলে তাড়াতাড়ির কর্ম্ম নয়।

পিতা সহাস্য বদনে বল্লেন, নিশ্চয়ই নয়। তা—কত গজ কাপড় খরিদ হলো।

কন্যা বল্লেন "৬ গজ"

বৃদ্ধ অতি কষ্টে হাস্য সম্বরণ করে গম্ভীর ভাবে বল্লেন—তা'হলেই মোট ১৮ সেন্ট লাভের জন্য তোমরা ২ জনে প্রায় সমস্ত দিন পরিশ্রম করেছ।

কন্যা বল্লে, নিশ্চয়!

পিতা বল্লেন, এইখানেই আমাদের সমস্যা পূর্ণ হয়ে এল। তোমরা ২ জনে সারাদিনে ১৮ সেন্ট লাভ করেছ, তা'হলেই প্রত্যেকের দৈনিক সময়ের দাম হলো ৯ সেন্ট, আর সকালে ঘরে তোমার মা আর তুমি যে গার্হস্থ্য কর্ম্মে পরিশ্রম করেছিলে সেই সময়, শুদ্ধ হিসাব কল্লে খুব বেশী করে বল্লেও প্রত্যেকে ১২ সেন্ট * পেতে পার। আমি আহ্লাদের সহিত তোমাকে দৈনিক ১২ সেন্ট দিতে—

কিন্তু কথাটা আর শেষ হইতে পাইল না কন্যা হাত পা পিটুকে মিটুকে আকাট হইয়া গেল।

কন্যার জননী এতক্ষণ কোন কথাই কহেন নাই, দূরে সোফার উপর বসিয়া সীবন কার্য্যে ব্যস্ত নিবিষ্ট ছিলেন, বলিয়া উঠিলেন—কি ছোট লোক তুমি! (you are a mean thing) ভাবগতিক দেখিয়া মিঃ স্মিথ কক্ষান্তরে পলাইয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইলেন। পাঠক বুঝিলেন? অনেকে কল্পনায় মনে করেন, না জানি "আমার কত যোগ্যতা, এবং আমি কত মূল্যবান" কিন্তু আমেরিকান, এই মহাজনের এই সময়ের মূল্য নির্দ্ধারণের হিসাব দেখিলেই চৈতন্য হইতে পারে। মানবের মূল্য তাহার সময়ের কাজ ধরিয়া, রূপে নয়, কথায় নয়, কল্পনায় নয়। সময়ের কাজের উপর কর্ম্মক্ষেত্রে মানবের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে মাত্র।

---

* ১ সেন্টের মূল্য আমাদের দুই পয়সা মাত্র।

সিগ্‌মো গ্রাম।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মুখের ব্রণ।

মুখে ব্রণ হইলে মুখশ্রী ত নষ্ট হইয়া যায়ই, অধিকন্তু সময়ে সময়ে ভয়ানক যন্ত্রণাও হইয়া কষ্ট পাইতে হয়। অনেকে ফেস্ পাউডার, মিল্ক অফ রোজ প্রভৃতি ব্যবহার করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কোন উপকারই হয় না। নিম্নলিখিত ঔষধটী দ্বারা আমি অনেক সময়ে বিশেষ সুফল পাইয়াছি।

গ্লিসারিন ২॥ তোলা
গোলাপ জল উৎকৃষ্ট ।/০ ছটাক
গন্ধক চূর্ণ ওজনে ।/০ আনা

একত্র মিশাইয়া একটী পরিষ্কার শিশিতে ছিপি বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। যখন ব্যবহার করিতে হয়, শিশি নাড়িয়া তুলি কিম্বা পালক দ্বারা ব্যবহার করিতে হয়।

গন্ধক চূর্ণ সব্‌লাইমড্ বা প্রেসিপিটেড্ ব্যবহার করা উচিত, বাজারে সম্ভবত ইহার /১ সের ॥৵০, ৸০ মূল্যে পাওয়া যাইতে পারে।

চুল উঠার প্রতিকার।

অনেক মহিলার সন্তান হইবার পর চুল উঠিয়া যায়, এবং টাক পড়ার মত হইতে থাকে। নিম্নলিখিত তৈলদ্বারা উপকার হইবার সম্ভাবনা।

সুইট অয়েল বা তিলতৈল /০ ছটাক স্পিরিট্ রোজমেরি /০ ছটাক, জায়ফলের তৈল ১০ ফোঁটা একত্র মিশাইয়া একটা অন্ধকার স্থানে রাখিয়া দিবে, বৈকালে ও সন্ধ্যার সময় অঙ্গুলি দ্বারা ঘষিয়া ঘষিয়া লাগাইলে কিছু দিন পরে চুল উঠিবে। আবশ্যক বুঝিলে স্পিরিট রোজমেরি, এবং জায়ফলের তৈলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলেও ক্ষতি নাই।

টাক পড়িয়া চুল উঠিলে ক্যান্থারাইডিস একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। প্রায় সকল প্রকার কেশ তৈলে ক্যান্থারাইডিস থাকে, ইহার চুল উঠাইবার ক্ষমতা আছে, একথা অনেকবারই ইতি পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। এই ক্যান্থারাইডিস নিম্নলিখিত প্রকারে প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিলেও মন্দ হয় না।

অডিকলম	২ আউন্স
টিংচার ক্যান্থারাইডিস	২ ড্রাম
রোজমেরি তৈল	১০ ফোঁটা
ল্যাভেণ্ডার তৈল	১০ ফোঁটা

একত্রে মিশাইয়া একটা শীতল নিভৃত স্থানে শিশি করিয়া রাখিয়া দিতে হয়। এই তৈল নারিকেল বা তিল তৈলের সহিত মিশাইয়া ব্যবহার করিলে অতি শীঘ্র চুল গজাইতে পারে।

পায়ে শুঁয়া পোকা লাগিলে সদ্য প্রস্তুত কলিচুণ লাগাইলে ভাল হইবে, যদি জ্বালা বোধ হয় বা ফোস্কার মত হয়, তাহা হইলে রেড়ী বা সুইট অয়েল বা গ্লিসরিন লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা যাইবে, কিন্তু শুঁয়া পোকার বিষ নষ্ট হইবে।

মৌ-মাছিতে বিন্ধিয়া দিলে লাইকার অ্যামোনিয়ায় কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া ডাইলিউট করিয়া তুলিদ্বারা লাগাইলে তৎক্ষণাৎ যন্ত্রণা নিবারিত হইয়া থাকে।

মুষ্টিযোগ।

১। কাবাব চিনি এবং মিছরী সমান দুই ভাগে লইয়া একত্র গুঁড়া করিতে হইবে, পরে আঙ্গুলে করিয়া শিশুদিগকে চাটিয়া খাইতে দিলে কাশী সদ্য আরোগ্য হইবে।

২। পিপুল, গোলমরিচ, শুঁট, এই তিন ভাগ মিছরী এক ভাগ লইয়া উত্তমরূপ গুঁড়া করিতে হইবে, পরে পাতলা ন্যাকড়ায় ছাঁকিয়া সেই গুঁড়া আঙ্গুলে করিয়া প্রতিদিন পাঁচ সাতবার শিশুকে চাটিয়া খাইতে দিলে দুই তিন দিবসের মধ্যে কাশি সারিয়া যাইবে।

৩। বন পিপুলের ডাটা (যাকে পিপুলের ছোটা বলে) আদা কিম্বা শুঁট, গোলমরিচ, তেজপত্র, মিছরী সমভাগে লইয়া একপোয়া জলদ্বারা একত্র জ্বাল দিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে, তারপর প্রতিবারে ৩।৪ ঝিনুক প্রাতে ও বৈকালে ৬ মাসের শিশু হইতে বৃদ্ধকে পর্য্যন্ত খাওয়াইলে খুব উপকার দর্শিবে। শিশুদিগের কাশির পক্ষে এই পাচন বড় উপকারী।

৪। শিশুদিগের উৎপাতির কাশি হইলে একটু চুণ ও লবণ মাড়িয়া গরম করিয়া গলায় প্রলেপ দিলে উপকার হয়।

৫। পুরাতন ঘৃত বুকে মালিস করিয়া তদুপরি আকন্দপাতা লাগাইয়া আগুণের উত্তাপ দিলে কাশীর উপকার হইবে।

৬। কর্পূর এবং সরিষার তৈল একত্র মাড়িয়া বুকে মালিস করিলে কাশী আরাম হইবে। এটি বড় উপকারী।

৭। দুধের সঙ্গে পিপুল গুড়া, গোলমরিচ গুড়া, মিছরী মিশ্রিত করিয়া দুধ খাওয়াইলে বিশেষ ফল হয়।

৮। যষ্টি মধু ও মিছরী একত্র জ্বাল দিয়া শিশুদিগকে সেই পাচন খাওয়াইলে বিশেষ উপকার হয়।

৯। শিশুদিগের বেশী রকম সর্দ্দি কাশী হইলে এক রতি পরিমাণ সোহাগার খৈ মধু দ্বারা পেষণ করিয়া খাওয়াইবে।

১০। দুধের সঙ্গে মিছরী গোলমরিচ, আদা একত্রে জ্বাল দিয়া খাওয়াইবে।

১১। বন পিপুলের শিকর ছেচিয়া রস করিয়া খাওয়াইলে কাশীর উপদ্রব কমিয়া যাইবে।

১২। আদার রস গরম করিয়া খাওয়াইলে গলার ঘুসঘুসী নিবারণ হয়।

বঙ্গরত্ন।

সাপের কামড়ের ঔষধ।

The numbers of person and cattle who die from snake-bite in India are appalling, and up to the present, no satisfactory remedy has been found. The antedotes known at the moment can not always be relied upon, even if the means to give them are always at hand. But a perfectly simple and often easilly obtainable cure tried in Brazil, has, according to a correspondent of the "Over Seas Daily Mail" proved mervellously effective. In one case an Indian peon, bitten on the foot by "Yaracao" snake and brought to the "estancia" apparently in the last stages of collapse, bleeding from the gums and showing other signs of approaching death from the poison of that snake, was given a drink of banana juice from the tree trunk. In three days he was quite sound. A child was treated in the same way and recovered and a bullock, which had also been bitten by a

snake, and was apparently dying—unable to move from a position on the ground was made to swallow some of the juice. The swelling subsided and the animal recovered.

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, কোন ব্যক্তিকে সাপে কামড়াইলে তাহাকে যদি কলাগাছের রস পান করাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে অনেক সময় রোগী আরোগ্য লাভ করে। পল্লীবাসীরা ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সঙ্কিঃ।

বিচিত্র বার্ত্তা।

লণ্ডনে মাটীর নীচে রেলগাড়ী যাতায়াত করে। টমাস আলিগু নামে কোন লোক ৫০ বৎসরে উপর এই ভূগর্ভস্থিত রেলপথে কার্য্য করিতেছে। এই ৫০ বৎসরের মধ্যে সে এক দিনও মাটীর উপরে আসে নাই। লোকটী বলিতেছে, ভূগর্ভস্থিত রেলপথে চাকুরী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তাহার স্বাস্থ্য বড় ভাল ছিল না। মাটীর নীচে থাকিয়া তাহার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

তথ্যসংগ্রহ।

কলিকাতবাসী কি নির্ব্বংশ হইবে ?

পুরুষ স্ত্রীলোক কলিকাতায় খাস বাসিন্দা ১,৮৪,৪১৩, ৬০,৩৭৪ „ বিদেশী বাসিন্দা ৪,৭১,১২৫, ১,৬৮,২২৩, খাস বাসিন্দা অপেক্ষা বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা দ্বিগুণের বেশী। প্রতি বৎসরই বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে।

১৯০১ সালে কলিকাতার পুরুষ স্ত্রীলোক খাস বাসিন্দা ১,৭৮,৯১৬, ১,৪৮,০৬১ ও বিদেশী বাসিন্দা ৪,০১,৬০২ ১,৫৫,৪৩৭ ছিল।

বিগত ১০ বৎসরে খাস বাসিন্দার সংখ্যা অপেক্ষা বিদেশী বাসিন্দার সংখ্যা বেশী বাড়িয়াছে।

কলিকাতার জন্ম সংখ্যা অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা অনেক বেশী। বিগত দশ বৎসরে হাজার করা ১৭০৭ জনের জন্ম ও ৩৪০৯: জনের মৃত্যু হইয়াছে। অর্থাৎ জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু সংখ্যা ১০৪৫, ৫৩৪ বেশী হইয়াছে।

বিদেশ হইতে বহু লোক যদি কলিকাতায় না আসিত, তবে কলিকাতা জনশূন্য হইয়া যাইত।

অনেক লোক কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছে। ১৯০১ সালে ১৭৯২৩ জন পুরুষ ও ১৮০৯৮ জন স্ত্রীলোক এবং ১৯১১ সালে ৪৭৯৪৪ জন পুরুষ ও ৪০২০৪ জন স্ত্রীলোক কলিকাতা ছাড়িয়া গিয়াছে।

কলিকাতায় শিশুর মৃত্যুই প্রধান ভয়ের কারণ হইয়াছে।

কলিকাতায় যত শিশু জন্মে, তাহার শতকরা ৩১ জন ১ বৎসর বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অর্থাৎ ১ বৎসর বয়স না হইতেই প্রায় ৩ জনের মধ্যে ১ জন ইহলোক ত্যাগ করে। গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর ১ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক প্রায় ৪৭৩১ জন শিশুর মৃত্যু হয়। বয়স ১ মাস পূর্ণ না হইতেই ৭০০ শিশু প্রাণ বিসর্জ্জন করে। এই ২৭০০ শিশুর মধ্যে ১২০০ অকাল প্রসব বা দুর্ব্বলতা হেতু এবং ১০০০ মাতা, ধাত্রী ও আত্মীয়স্বজনের অজ্ঞতা হেতু ধনুষ্টঙ্কার ও আক্ষেপ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

২২০০ শিশুর জীবন ১ মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই শেষ হয়, ইহার কি কোন কারণ নাই ;

বঙ্গের স্বাস্থ্য কমিশনার ডাক্তার ক্লেমেসা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

১ম কারণ বাল্যবিবাহ।

বাল্যবিবাহ হেতু পিতামাতার অল্প বয়সে সন্তান জন্মে, সে সন্তান হয়, অকালে ভূমিষ্ট হয়, না হয় এমনি জীবনীশক্তিহীন হয় যে, কয়েক দিনের মধ্যেই ইহলোক হইতে প্রস্থান করে।

২য় কারণ স্বাস্থ্যনাশকর সূতিকাঘর।

বাড়ীর যে ঘর বাসের অযোগ্য, যেখানে সূর্য্যের আলো বা আকাশের বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না, তাহাই সদ্যজাত শিশুর বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। যে ঘরে বলিষ্ঠ লোক দুই দিন বাস করিলে দুর্ব্বল ও পাংশু-বর্ণ হয়, সেই ঘর সুকোমল দেহ, স্বর্গের শিশুর জন্য নির্দ্দিষ্ট থাকে। সে ঘরে বায়ু প্রবেশের পথ নাই, অথচ দিন রাত্রি আগুন জ্বলে ; ধুলায় বয়স্ক লোকের নিশ্বাস রুদ্ধ প্রায় হয়, ভূতের ভয়ে দ্বার প্রায় সর্ব্বদাই বন্ধ করিয়া রাখা হয়, সুতরাং শিশু ২।১ দিনের মধ্যে আক্ষেপ রোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

৩য় কারণ ধাত্রীর অজ্ঞতা।

অশিক্ষিতা ধাত্রী সন্তান জন্মগ্রহণ করা মাত্রই অপরিষ্কার বাঁশের চির বা ধারাল শাঁখা দ্বারা নাড়ী কাটে এবং কাটার মুখে ছাই দেয়। ইহাতে ধনুষ্টঙ্কার হইয়া বহু শিশু প্রাণত্যাগ করে।

৪র্থ কারণ পুষ্টিকর আহারের অভাব।

দরিদ্রতা বশতঃ অনেকেই গর্ভিণী বা প্রসূতিকে পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে দিতে পারে না। সুতরাং দুর্ব্বল মাতার দুর্ব্বল সন্তান শীঘ্রই দেহত্যাগ করে।

৫ম কারণ ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া রোগে মানবের জীবনী শক্তি সংহার করে। যে পিতার জীবনী শক্তি নাই, তাহাদের সন্তান কয়দিন বাঁচিতে পারে ?

প্রধানতঃ এই ৫ কারণে ১ মাসের মধ্যে ২২০০ শিশুর মৃত্যু হয়।

১ মাস হইতে ১ বৎসর এবং ২৫০০ শিশুর মৃত্যুর প্রধান কারণ সর্দ্দি কাশি। অল্পবয়স্ক পিতা মাতার সন্তানদের ফুসফুসের পীড়া অতি সহজেই হয়। শীতকালে বস্ত্রাভাব হেতুও অনেক শিশুর সর্দ্দি কাশি হয়। মন্দ দুধও শিশুর মৃত্যুর কারণ। শিশুর মৃত্যুর যে কারণ তাহা উপরে উল্লেখ করা গেল। ৪৭৩১ জন শিশু এক বৎসর পূর্ণ না হইতেই কালগ্রাসে পতিত হয়—এই অপরাধ কাহার? এই ভীষণ শিশু হত্যার জন্য কে দায়ী?

দরিদ্রতা ও ম্যালেরিয়া সহজে দূর করা না যাইতে পারে, কিন্তু বাড়ীর ভাল ঘরটা কি অনায়াসেই সুতিকাগারের জন্য নির্দ্দিষ্ট করা যাইতে পারে না? বাল্য বিবাহ শিশুবধের এক প্রধান কারণ। ইহা কি উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারে না? বাঁশের চির দিয়া নাড়ী না কাটিয়া একখানা কাঁচি আগুনে পুড়াইয়া তদ্দ্বারা কি নাড়ী কাটা যাইতে পারে না?

ঘোর মূর্খতা ও কুসংস্কার এ দেশের কি সর্ব্বনাশই না করিতেছে। শিক্ষাভিমানীরাও এই কুসংস্কারের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছেন না। যে দেশের লোক অবহেলায় বিধাতা প্রেরিত হাজার হাজার শিশু বধ করে, সে দেশ সুখ শান্তির আশা করিতে পারে না।

১৩২০ সালের ফল গণনা।

——:*:——

১৩২০ সালের ৩০এ ভাদ্র শনির ক্ষেত্রে চিত্রস্থিতি কালে ঈশানকোণে চন্দ্রগ্রহণ আরম্ভ হওয়ায় এবং চন্দ্রের অবমর্দ্দন অবস্থা প্রাপ্ত ও কপিলবর্ণ মণ্ডল দৃষ্ট হওয়ায় ম্লেচ্ছ, বৃক্ষবাসী, কর্ম্মকার, দস্যু, প্রধান দেশ ও রাজন্যবর্গ, পর্ব্বতবাসী, ভারবাহী, পাশ্চাত্যলোক, রাখাল ও উপযুক্ত মনুষ্যগণের বিনাশ এবং দুর্ভিক্ষ হইবে। গ্রহণকালীন চন্দ্রের প্রতি মঙ্গল, বুধ, শুক্র, শনির দৃষ্টিবশতঃ গুড়, মধু, তৈল, মহার্ঘ, গুরুড়, অগ্নিভয়, শস্যবিনাশ ও দুর্ভিক্ষ হইবে। তবে বৃহস্পতির সামান্য দৃষ্টির জন্য যৎকিঞ্চিৎ দোষের হানি হইতে পারে।

তুলাতে বুধ, বৃশ্চিকে রবি থাকাতে গ্রীষ্মকালীন শস্য উত্তম হয়, কিন্তু বৃশ্চিকে রবি তৎসপ্তকে পাপ গ্রহ শনির পূর্ণদৃষ্টি ও বৃহস্পতির আদৌ দৃষ্টি না থাকায় এবং নবম রাশিতে বৃহস্পতির অবস্থান কালীন রবি অষ্টমস্থ হওয়ায় গ্রীষ্মকালীন শস্যর অর্দ্ধভাগ হইবে মাত্র।

কুম্ভক্ষেত্রে রবি, বুধ, শুক্র একত্র হওয়ায় সর্ব্বপ্রকার ধান্য মহার্ঘ ও অনাবৃষ্টি হইবে।

রবি, চন্দ্র, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনির ক্ষেত্রে থাকায় ধান্যাদি মহার্ঘ, উত্তর দেশ ও নৈঋতদিগবর্ত্তী দেশস্থ প্রজাগণের ভয় ও বিনাশ উপস্থিত হইবে এবং যব, তণ্ডুল, মুগ, বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিলে ১৩২১ সালের শ্রাবণ মাসের পর বিপুল লাভ হইবে।

ধনু রাশিতে সূর্য্যের অবস্থিতি সময়ে শনিবার অমাবস্যা ও মূলা নক্ষত্রের যোগ হওয়ায় ধান্যের মূল্য দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। বস্ত্র, পুষ্প, গম, শালি ধান্য, যব, মহিষ, ধেনু, মুক্তা, তৈল ও মৎস্য দুর্ম্মূল্য হইবে।

১৮৩৬ শকাব্দ হইতে পৃথিবীতে সর্ব্বত্র যুদ্ধের সূচনারম্ভ ও দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইবে।

স্পেন, হঙ্গেরী, গ্রীস, ভারতবর্ষ, খোরাসীর একচক্ষু মনুষ্য ও চীনবাসীর জাপান বাসীর শুভ।

আয়ারল্যাণ্ড, পারস্যদেশ, এসিয়ামাইনার আর্কিপেলেগো, সাইপ্রস দ্বীপ, ডবলিন, আরব, তাতার, রুষিয়া, প্রসিয়া, নোয়ার সুইডেন, হামবার্গ, পর্ত্তুগাল, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্যালেসিয়া, আলেকজাণ্ড্রিয়া, যমুনা ও সরস্বতী নদীর তীরস্থ প্রদেশ এবং হিমাচলবাসীগণের ক্লেশ।

শ্রীললিতমোহন জ্যোতির্ভূষণ। রঙ্গপুর।

বিবিধ কথা।

——:০:——

পল্লীগ্রামে পানীয় জল।

পল্লীগ্রামে ভাল জল পাইবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড যে টাকা ব্যয় করিবেন, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট ৪ঠা অক্টোবর ১৯১১ অব্দের সারকুলারে তাহার এক তৃতীয়াংশ দিতে স্বীকার হন। ১৯১১-১২ সালে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড হইতে জলের জন্য যত টাকা খরচ হইয়াছে, উপরোক্ত হিসাবে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট নিম্নলিখিত টাকা দিবেন:—বর্দ্ধমান বিভাগ ১০,৮২৯; বর্দ্ধমান ৩০০০, বীরভূম ২০৩৩, বাঁকুড়া ১২৯৮, মেদিনীপুর ১৩৭৯, হুগলী ১৮১৮, হাবড়া ১০১১ প্রেসিডেন্সি বিভাগ ১১০৪৮; ২৪-পরগণা ২৯৯৭, নবদ্বীপ ২৯৩৩, মুর্শিদাবাদ ১৯৫৫, যশোহর ৩২৬, খুলনা ২৮৩৮। ঢাকা বিভাগ ১১৯১৮; ঢাকা ৩০০০, ময়মনসিংহ ৩০০০, ফরিদপুর ৩০০০, বাখরগঞ্জ ২৯১৭। চট্টগ্রাম বিভাগ ৪৫৬৭; চট্টগ্রাম ১৪৬৩, ত্রিপুরা ১০৪, নোয়াখালি ৩০০০। রাজসাহি বিভাগ ৯৭৪১; রাজসাহি ৩০০০, দিনাজপুর ১৭৭, জলপাইগুড়ি ১৮১৯, রঙ্গপুর ৪২০, বগুড়া ৪১৫, পাবনা ১১২১, মালদহ ১৯৯১।

মিঃ ই, এচ পের বলিয়াছেন, দেশের সর্ব্বত্র বায়স্কোপের যেরূপ প্রচলন হইতেছে, উহার ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত লোক অন্ধ হইয়া যাইবে।

সমগ্র পৃথিবীতে প্রতিদিন ২ হাজার লক্ষেরও উপর দিয়াশলাই ব্যয় হয়। তাহাতে গড়ে প্রত্যেক লোক দিনে একটী এবং ইউরোপে প্রত্যেকে গড়ে ৪টী দিয়াশলাই খরচ করে। এই অগণিত দিয়াশলাইয়ের প্রায় সমস্তই বিদেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশের কর্ম্মবীর।

এদেশ কর্ম্মবীরেরই দেশ ছিল, এখনই বচন বাগীশের দেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই এখনকার লোকে মরিলে তাহার জীবনের সংেই নাম পর্য্যন্ত লোপ পাইয়া যায়, দুদিন পরে তাহার পরিচয়ও পাওয়া যায় না। সেইজন্ত কাহারও জীবন চরিত থাকে না, থাকিবার কোন আবশ্যকও হয় না। কর্ম্মের দ্বারা নশ্বর জীবনকে অমরত্ব দিতে না পারিলে স্মৃতি থাকিবে কেন? অনেকে অনেকের মরণের পর জীবনী লইয়া সংবাদপত্রাদিতে আলোচনা করেন বটে, কিন্তু সাধারণে সে জীবনীকে আস্থার চক্ষে দেখে না, কতকগুলি চাটুকারের চাটুবাক্য বলিয়া দূরে ফেলিয়া দেয়। যে লোক নিজের প্রতিপত্তি ও স্বার্থের জন্য কখনও কোথাও দান করিয়াছে, তাহার সহিত আপামর সাধারণের সংস্রব থাকে কম, চাটুকার স্তুতিবাদক চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করিতে পারে বটে, কিন্তু স্থায়ী স্মৃতি কাহারও মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিতে পারে না। প্রকৃত লোক হিতকর কর্ম্ম ব্যতীত অমরত্ব লাভ করা যায় না। সেকালের লোকে অর্থবান হইলে পুষ্করিণী দিত, অতিথিশালা করিত, এখনকার লোকে অসার ক্ষণস্থায়ী কার্য্য দ্বারা লোককে চমক লাগাইয়া নাম কিনিবার প্রয়াসী, কিন্তু দুঃখ—মরণের পর নাম থাকে না, বরং গণদের সমালোচনা হইয়া থাকে। অনেক দিনের পর সঞ্জীবনীতে আজ একটী কর্ম্মবীরের জীবনী দেখিলাম, তাই পাঠকগণকে সেই জীবনীটী উপহার দিতে মানস করিয়াছি। এমনই পরসেবা পরায়ণ লোকের আবশ্যক হইয়াছে। বাক্যবাগীশ, আত্মসুখপরায়ণ লোকের আবশ্যক কম।

বণিকপতি যাদবলাল রায় চৌধুরী।

ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাঙ্গাইলের অধীন দুবাজনী গ্রাম নিবাসী যাদবলাল রায় চৌধুরী গত ২৭এ মার্চ রাত্রি ১০ টার সময় বহুমূত্র রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। পিতার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়া কিরূপে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছিলেন, এই পরসেবাপরায়ণ দেশে তাহা বর্ণনা করিবার বিষয়।

ব্যবসায় ও বাণিজ্য।

প্রায় ১৬ বৎসর বয়স হইতেই পিতৃহীন হইয়া তিনি একাকী পৈত্রিক ব্যবসাবাণিজ্যের ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করেন। সে আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীরও পূর্ব্বকার কথা। রংপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা মোকামে তাঁহার পিতার তামাকের কারবার ছিল। তিনি নিজের বুদ্ধিবলে এই ব্যবসায়ে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন। এখনও কাকিনা মোকামে 'বড় বাসা' বলিতেই 'ছিদাম-যাদবের গদি' বুঝায়।

৫০ বৎসর পূর্ব্বে পাটের ব্যবসায় বিদেশী বা মাড়োয়ারী সওদাগরদের তেমন মনোযোগ আকর্ষণ করে নাই। সেই সময় যাদব বাবু নিজের উদ্যোগে—ইউরোপীয়, বিশেষতঃ 'ডাণ্ডীর,' বণিকদের সহিত সাক্ষাৎ ভাবে পাটের খরিদ বিক্রী সম্বন্ধ স্থাপন করেন। অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে যে সমস্ত বাঙ্গালী ও মাড়োয়ারী সদাগর, ইউরোপীয় বণিকদের অগ্রগণ্য হইয়া পাটের ব্যবসায়ের সূচনা করেন, যাদব বাবু তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। এক সময়ে পাটের ব্যবসায়ে যাদব বাবুর এত বেশী প্রতিপত্তি হইয়াছিল যে, কলিকাতার বাজারে তাঁহাকে 'দ্বিতীয় রেলীব্রাদার্স' বলিয়া সাহেবেরা সম্মান করিত। মফঃস্বলে কৃষক ও পাটের "ফড়িয়া"গণ (বিক্রেতা) তাঁহাকে এরূপ চিনিত যে, যাদব বাবু হাটে আসিয়াছেন শুনিলেই তাহারা প্রতি মণে দু আনা হইতে চারি আনা দাম বেশী চাহিত। তখনকার দিনে মফঃস্বলের কৃষকগণ কলিকাতার বাজারের সংবাদ রাখিত না। তাহারা বলিত, "যাদব বাবু হাটে আসিলেই বুঝিলাম যে, কলিকাতার বাজার শক্ত!"

নিজের ক্ষমতায় ও সম্পূর্ণভাবে অন্যের কপর্দ্দক মাত্র সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া চাকুরীজীবী বাঙালী জাতির মধ্যে যিনি তামাক ও পাট এই দুই ব্যবসায়ে একই সময়ে এমন কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাঁহার বুদ্ধি যে অসাধারণ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বলের সহায়তা।

দুর্ব্বলের পক্ষ সমর্থন করা তাঁহার জীবনের আর একটী বিশেষত্ব। স্থানীয় জমিদার বা মহাজনদের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ আনিতে হইলে দুর্ব্বল ও দরিদ্র কৃষকগণ—স্বতঃই যাদব বাবুর আশ্রয় লইত। কোন অত্যাচার পীড়িত গরীবকে আশ্রয় দেওয়ার কালে তিনি তাহার বিরুদ্ধপক্ষীয় জমিদার বা মহাজন যতই প্রবল হউক না কেন, গ্রাহ্য করিতেন না। আর যাহাকে একবার আশ্রয় দিতেন, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত তাহার পক্ষ হইয়া নিজের ব্যয়ে তাহাকে সাহায্য করিতেন; এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ছিল। "বিরামআলী সিকদার বাদী—গোপীকান্ত সাহা বিবাদী," হাইকোর্টের এই বিখ্যাত মোকদ্দমায় স্থির হয় যে, জমিদারের অনুমতি ব্যতীত মহাজন তাহার আসামীর জমি দেনার জন্য নিলাম করিতে অক্ষম। ইহাতে গরীব কৃষকেরা অনেকাংশে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে। কিন্তু এই মোকদ্দমায় যাদব বাবুই দরিদ্র বিরাম আলীর পক্ষ সমর্থন করিয়া—নিজের ব্যয়ে হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল দ্বারিকানাথ

চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, যাঁরা মহাজন গোপীকান্ত সাহার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য গোপীকান্ত সাহা যাদব বাবুর নিকট-আত্মীয় ছিলেন।

দান।

দানের সময় অনেকে ধর্ম্মমতের ও সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেন। তাঁহার প্রবৃত্তি সেদিকে ছিল না। যেমন দরিদ্র কৃষকদের উপকার করিতে তিনি হিন্দু মুসলমান ভেদ করিতেন না—কেবলমাত্র সম্মুখে বিপন্ন মানবকে দেখিতেন; ঠিক তেমনি দানের সময়ও আপনার সমাজ বা গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতেন না,—দেশের এবং দশের হিতেই তাঁহার দান সার্থকতা লাভ করিত। যাদব বাবু ধর্ম্মমতে ব্রাহ্ম ছিলেন না,—কিন্তু একবার টাঙ্গাইল ব্রাহ্ম সমাজে মহিলাদের জন্য একটা 'হল,' তৈয়ার করার প্রস্তাব করাতে তিনি ৫০০ পাঁচ শত টাকা এককালীন দান করেন।

টাঙ্গাইল রমেশচন্দ্র হলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের তৈল চিত্র প্রভৃতি স্থাপন বিষয়ে—যাদব বাবু কম অর্থ দান করেন নাই।

ছয়ানন্দী সুখময়ী দাতব্য চিকিৎসালয় ও নাগরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি নিজ গ্রামে তাঁহার মাতৃদেবীর নামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। স্যার চার্লস ইলিয়ট তখন বাঙ্গলা দেশের গবর্ণর ছিলেন। তিনি টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহের রাজকর্ম্মচারীদের নিকট যাদব বাবুর সুখ্যাতির পরিচয় পাইয়া কলিকাতার যাদব বাবুকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া নিজে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পার্শ্ববর্ত্তী নাগরপুরে আজ ১৩ বৎসর যাবৎ যে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে,—তাহাও যে তিন জনের অর্থে ও ঔদার্য্যে স্থাপিত হইয়াছে—যাদব বাবু তাঁহাদের অন্যতম।

অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট।

যাদব বাবু ইংরেজী ভাষা বিশেষ জানিতেন না। তবে বাল্যকাল হইতেই ইউরোপীয় সদাগর ও কৌন্সুলীদের সহিত এক ক্রমে ৫০।৬০ বৎসর ব্যবহার করাতে সামান্য কথাবার্ত্তা বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন। আরজি মুসাবিদায় তিনি এতদূর নিপুণ ছিলেন যে, ময়মনসিংহ, ঢাকা ও হাইকোর্টের উকীলেরাও অনেক সময়ে অবাক হইয়া তাঁহার মুসাবিদার প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বহুকাল টাঙ্গাইলে অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

জমিদারীর কার্য্য ও মোকদ্দমা।

জমিদারীর কার্য্য ও মোকদ্দমা তিনি এত ভাল বুঝিতেন যে, আটীয়া পরগণায় এমন জমিদারী সেরেস্তা বা দপ্তর নাই, যেখানে তাঁহার প্রভাব বিস্তার হয় নাই। নিজের বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তি একাদিক্রমে অর্দ্ধ শতাব্দী যাবৎ—এবং এমন কি মৃত্যুর ৪ দিন পূর্ব্বেও শয্যাশায়ী হইয়া—নিজের বুদ্ধিতে ও ক্ষমতায় একাকী চালাইয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার দ্বিতীয় নায়েব গোমস্তার আবশ্যক হয় নাই।

জীবনে মোকদ্দমা এত করিয়াছেন যে, এক শ্রেণীর লোকের নিকট তিনি অনেক দিন পর্য্যন্ত শুধু এই জন্যই স্মরণীয় থাকিবেন। তিনি প্রায় ৫০ বৎসর যাবৎ মোকদ্দমা করিয়াছেন এবং ১৯১১ সন পর্য্যন্ত গত ১৭ বৎসরে তাঁহার শুধু মোকদ্দমায় ব্যয় ৪ চারি লক্ষ টাকার উপরে পড়িয়াছে।

বিপদে চিত্তস্থৈর্য্য ও অসাধারণ সাহস।

যাদব বাবু জীবনে অনেক রকম বিপদের মধ্যে নিক্ষিপ্ত বা স্বেচ্ছায় লিপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি কোন বিপদ দ্বারাই অভিভূত হন নাই। তিনি এক সময় নিজ হাতে লাঠি ধরিয়া ৫০ জন লাঠিয়ালকে হটাইয়া দিয়াছিলেন। বিপদে পড়িয়া এক রাত্রে ঘোড়ায় চড়িয়া ময়মনসিংহ হইতে ৫২ মাইল বাড়ী ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। একবার তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা সামাজিক ভাবে তাঁহাকে 'এক ঘরে' করিয়াছিল, বলা বাহুল্য তিনি নিজের চেষ্টায়, নিজের জমিদারীতে নাপিত, ধোপা, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি আনাইয়া স্বাধীন ও স্বতন্ত্র সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। নিজের জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহের সময় বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা শত শত লাঠিয়াল লইয়া বরযাত্রীদের বাধা দিয়াছিল। শুনা যায়, সেই সময় তিনি নিজে লাঠি এবং রাম দা হাতে লইয়া সর্দার লইয়া ছেলের বিবাহ দেন।

একবার নদীতে তাঁহার একটী কারবারের স্থান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিলে তিনি প্রায় এক মাস বাঁশ, কাঠ দড়ি দড়া দিয়া এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া নদীর স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। এই সমস্ত হইতে আমরা তাঁহার অদম্য সাহসের ও উৎসাহের পরিচয় পাই।

Editor in Council.

সম্পাদকের মন্ত্রণা সভা।

শ্রীযুক্ত অভয়াচরণ চট্টোপাধ্যায়।

শুনিতে পাওয়া যায়, মহিলাগণ যে সিন্দুর পরিয়া থাকেন, তাহাতে পারা থাকে, এইরূপ পারদ বিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করায় শরীরে পারদের প্রভাব কার্য্যকারী হইয়া অনিষ্ট করিতে পারে কি না * * *

সিন্দুর খাইলে বোবা হয় এইরূপ জনপ্রবাদের মূলে কোন সত্য আছে কি না?

উত্তর। সিন্দুরে পারদ আছে ইহা সত্য, কিন্তু সে পারদ মানব শরীরে অনিষ্টকারক হইলে আর্য্যঋষিগণ কদাচ ইহার ব্যবস্থা করিতেন না। সিন্দুরে পারদ এবং গন্ধক

থাকে, গন্ধক সংস্রবে পারদ রাসায়নিক ক্রিয়ায় রূপান্তর ও হীনবল হয়, বোধ হয় এই জন্য কোন বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না, কিন্তু সিন্দুরে যে পারা থাকে এবং সে পারা যে ক্ষত রোগের আরোগ্যকারী তাহা সুপ্রমাণিত। কেন না পশুদের ক্ষত চিকিৎসায় মেটে সিন্দুরের ব্যবস্থা দেখা যায়, পারদের ক্ষতারোগ্য ক্ষমতাই ইহার কারণ। সুতরাং সিন্দুরের পারাও নির্জ্জিব নহে।

পারা খাইয়া ফেলিলে "মুখ আসিতে" পারে, সেই জন্য বোবা হওয়াও অসম্ভব বা ভিত্তিহীন প্রস্তাব বলিতে পারি না, সেই জন্য ছেলেদের চক্ষে না পড়িতে পারে, সেজন্য সাবধানে রক্ষার ব্যবস্থা, সেকালের ব্যবস্থা—নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

সিমন্তিনীদের সিঁতায় সিন্দুর দেওয়ার নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কারণ আছে, নচেৎ প্রাচীন বিজ্ঞান তত্ত্ববিদ্ দূরদর্শী ঋষিগণ ইহার ব্যবস্থা করিতেন না। মাথার সিন্দুরটা থাক, এ লইয়া মাথা ঘামাইয়া ইহার সংস্কারের কারণ অনুসন্ধানে কাজ নাই।

Handicrafts.

ELECTRIC BELL.

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা।

যে সৌদামিনী আকাশের গায়ে চমকিত হইয়া উঠিলে প্রাণীগণ কম্পিত হইয়া প্রমাদ গণিয়া থাকে, সেই বিদ্যুত এখন বিজ্ঞান বলে ঘরে ঘরে দাসীর ন্যায় আজ্ঞাধীনা। বৈদ্যুতিক আলোক, বৈদ্যুতিক উনান, বৈদ্যুতিক গাড়ী, বৈদ্যুতিক পাখা, বৈদ্যুতিক বার্ত্তাবহ যথা টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদি কত আর নাম করিব; বিদ্যুত সাহায্যে না হইতেছে এমন কাজই নাই। স্ত্রীলোকের অলঙ্কারের সহিতও বৈদ্যুতিক আলো যোগ করিয়া সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা হইতেছে।

প্রিয় পাঠকগণ, কয়েক মাস ধরিয়া বিদ্যুত সাহায্যে কেমন করিয়া গিল্টী করা যায়, তাহা বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছি, আজ কেমন করিয়া বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রস্তুত করা যাইতে পারে তাহাই বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

এই কার্য্য শিক্ষা করিয়াও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। এক একটা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ১০৲ ১৫৲ টাকাতেও বিক্রয় হয়, কিন্তু ব্যয় সামান্য। সুতরাং বেকার হইলেও আলস্য ত্যাগ করিতে পারিলে উপার্জ্জনের অনেক পন্থা দেখান যাইতে পারে।

উপরে যে চিত্র প্রদর্শিত হইল, ইহা একটী সম্পূর্ণ কলিং বেল বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা। ইহা আমরা অতি সুলভে বিক্রয় করিতেছি, ইহা বিলাতি আমদানী জিনিস। ইহা ড্রাই ব্যাটারী বা শুষ্ক তাড়িত কোশ দ্বারা পরিচালিত। ইহার মাথা হইতে দুইটী তার বরাবর চলিয়া গিয়া একটী বোতামের ন্যায় জিনিসের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে, ঐটীতে মেস্কো লিখিত আছে, ঐটীই শুষ্ক তাড়িত কোশ। ইহা হইতে নিগেটীভ ও পজেটীভ দুইটী তার বহির্গত হইয়া ঘণ্টার যোগ হইয়াছে, এবং ঐ তার দুইটীর অন্য দিকে একটী বোতাম থাকে ইহাকে Push বলে। এই গোলাকার কাঠ খণ্ডের মধ্যস্থলে একটী হাড়ের বোতাম থাকে এই বোতাম টীপিলেই অন্য ঘরে যে ঘণ্টা আছে তাহা টুং টুং করিয়া ক্রমিক বাজিয়া উঠে। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ী পর্য্যন্ত যোগ করিয়া রাখিলে বিনা চিৎকারে নিঃশব্দে লোক ডাকিতে পারা যায়, চাকর চাকরাণী ডাকা যায়। মনে করুন আপনি পল্লীগ্রামে বাস করেন, আপনার কক্ষ হইতে আত্মীয়গণের কক্ষে ঘণ্টা সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন, আপনার আত্মীয়ের বাড়ী প্রায় ২০০।৩০০ শত গজ দূরে। রাত্রে বাড়ীতে দস্যু পড়িল, আপনি আপনার ঘরের বোতামটী অঙ্গুলী দ্বারা স্পর্শ করিবামাত্র বন্ধু বা আত্মীয় বুঝিলেন কোন সমূহ বিপদ উপস্থিত; তৎক্ষণাৎ তাঁহারা আপনার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে পারেন, সুতরাং ইহা সভ্য জগতে আবশ্যকীয় দ্রব্যের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, বিলাতে এবং কলিকাতার সাহেব মহলে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা সংলগ্ন, আগন্তুক আসিয়া ডাকে, সাহেবেরা চাকর চাপরাসী ডাকে, আমাদের গৃহে গৃহে এই ব্যবস্থা করিতে কোন দোষই হয় না বরং দস্যু তস্করের দিনে বিশেষ উপকারই হইয়া থাকে। তাই আজ এই বৈদ্যুতিক ঘণ্টা প্রস্তুত প্রণালীতে হস্তক্ষেপ করিলাম। আশা করি, আমার প্রিয় পাঠকগণ ধৈর্য্যাবলম্বনে আমার শ্রম সার্থক করিবেন। আগামী বারে সমাপ্য, এ সংখ্যায় স্থানাভাব হইল।

কাজের লোক সম্পাদক।

তথ্য সংগ্রহ।

প্রথম।

প্রথম গির্জ্জা।

বাঙ্গালা দেশে হুগলী জেলার অন্তর্গত ব্যাণ্ডেল সহরে প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ১৫৯৭ সালে ভিল্লালোবস্ নামে এক জন

পর্ত্তুগীজ হুগলীর এক মাইল উত্তরে ব্যাণ্ডেল সহরে প্রার্থনা করিবার জন্য প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মাণ করেন।

প্রথম টানা পাখা।

আজ কাল "ইলেট্রিক" ফ্যান না হইলে চলে না; কিন্তু ইউরোপীয়েরা যখন প্রথম বাঙ্গালা দেশে আসেন, তখন হাত পাখা দ্বারাই গ্রীষ্ম অপনোদন করিতেন। চুঁচুড়া সহরে টানা পাখার প্রথম প্রচলন হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ডাচ্ গভর্ণর সাহেব একদিন ব্যারাকের গৃহে ব’সয়া আছেন; হঠাৎ বাতাসের একটা ঝাপটা আসিয়া এক খানি খবরের কাগজকে কড়ি কাঠে তুলিয়া দোলাইতে থাকে। এ ঘটনা দৃষ্টে তাঁহার মাথায় টানা পাখার মত একটা কিছু করিবার খেয়াল উঠে। তিনিই পরে টানা পাখার সৃষ্টি করেন।

প্রথম মুদ্রাযন্ত্র।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলী সহরে প্রথম মুদ্রা যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। Sir Charles Wilkins সাহেবই এ বিষয়ের অগ্রণী। সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি হ্যালহাড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রকাশ করিবার জন্য স্বহস্তে বহু দিন পরিশ্রম করিবার পর, কাঠের খোদাই বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত করেন। এ কার্য্যে তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য তিনি পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে খোদাই কার্য্য শিখাইয়া লইয়াছিলেন। ইনিই ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেবের আনুকূল্যে সর্ব্ব প্রথম গীতার ইংরেজী অনুবাদ করেন।

প্রথম ছাপা।

বাঙ্গালা দেশে বেসি হ্যালহেড নামক এক জন সাহেবের লিখিত ব্যাকরণই বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তকের মধ্যে সর্ব্ব প্রাচীন। এই পুস্তকের মলাটের শীর্ষস্থানে বোপদেবের মুগ্ধবোধের প্রারম্ভের অনুকরণে লিখিত আছে:—

"বোধ প্রকাশং শব্দ শাস্ত্রং ফিরিঙ্গিনামুপ-কারার্থ ক্রিয়তে হালেদঙ্গেজী"; মলাটের মধ্যস্থলে সারস্বত ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্লোক,— "ইন্দ্রাদয়োপি যস্যান্তং ন যযুঃ শব্দবারিধেঃ। প্রক্রিয়াস্তস্য কৃৎস্নস্য ক্ষমোবক্তুং নরঃ কথং" —উদ্ধৃত হইয়াছে।

এ পুস্তক কোন মুদ্রাযন্ত্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার কোন নাম নাই। তবে ইংরাজীতে Printed at Hugly in Bengal 1778 লিখিত আছে। বৈয়াকরণিক নিয়মগুলি বুঝাইবার জন্য রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর হইতে উদাহরণ সংগৃহীত করিয়াছেন। এ গুলি বাঙ্গালা অক্ষরে। এই পুস্তকের একটি উদাহরণও গ্রন্থকার নিজে দেন নাই!

(সুরমা)

বিশ্রাম লাভের উপায়।

বিশ্রামকালে মাংসপেশীর স্বাভাবিক অবস্থা।

বিশ্রামের সময়ে মাংসপেশীসমূহ সামান্য সঙ্কুচিত হইয়া থাকে। টানা দড়ির মধ্যস্থল কাটিয়া দিলে কর্ত্তিত অংশ দুইটী যেরূপ পরস্পর হইতে পৃথক্ হইয়া যায়, অস্ত্রাঘাতে বা অপর কোন কারণে বিভক্ত হইলে পেশীর কর্ত্তিত অংশ দুইটীও ঐরূপ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে ও ক্ষতের মুখ ফাঁক হইয়া যায়। কার্য্য করিবার সময় পেশীর স্বাভাবিক সঙ্কোচন বৃদ্ধি পায় এবং ইহারই ফলে আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালিত হয়।

স্বাভাবিক অবস্থায় পেশীসমূহ টানাভাবে না থাকিলে ইচ্ছামাত্রেই আমরা হস্তপদাদি নাড়িতে পারিতাম না। দড়ির এক প্রান্তে কোন দ্রব্য বাঁধিয়া অপর প্রান্তে টান দিলে দড়ি ঢিলা থাকিলে দ্রব্যটী নড়িতে বিলম্ব হয় কিন্তু দড়ি টানাভাবে থাকিলে আকর্ষণ মাত্রেই তাহা নড়িয়া থাকে। সমস্ত পেশী টানাভাবে আছে বলিয়াই প্রাণিসমূহ শত্রুর হঠাৎ আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়।

পরিশ্রম, ক্লান্তি ও বিশ্রাম।

এই টানের ভাব রাখিবার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে উদ্ভূত। এই শক্তি সৃজনের জন্য পেশী মধ্যে দিবারাত্র রাসায়নিক পরিবর্ত্তন চলিতেছে। কার্য্য করিবার সময় পেশীর সঙ্কোচন অধিক মাত্রায় ঘটিয়া থাকে এবং রাসায়নিক পরিবর্ত্তনও অধিক মাত্রায় লক্ষিত হয়। অত্যধিক পরিশ্রমে যে শক্তি ক্ষয় হয়, তাহা আমরা ক্লান্তিরূপে অনুভব করি।

শারীরিক পরিশ্রমের ক্লান্তি, বিশ্রামে দূর হয়। বিশ্রামের সময়ে পেশীর সঙ্কোচন থাকে না, এজন্য কোনরূপ বিশেষ শক্তি ক্ষয়ও হয় না। নিদ্রার সময়ে শরীরের অধিকাংশ পেশীই নিশ্চেষ্ট অবস্থায় থাকে, এজন্য ক্লান্তি দূর করিতে নিদ্রাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। পেশীসমূহ নিশ্চেষ্ট হইলে আমাদের শরীর এলাইয়া পড়ে।

পেশী নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা।

ইচ্ছামত পেশী সকলকে নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা সকলের দেখিতে পাওয়া যায় না। নিদ্রার সময়েও কাহারও কাহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির পেশী সঙ্কুচিত থাকিতে দেখা যায়। বলা বাহুল্য, এরূপ নিদ্রায় সম্যকরূপে ক্লান্তি দূর হয় না। হিষ্টিরিয়া রোগীর পেশী প্রায় সকল সময়েই অল্প বিস্তর আকুঞ্চিত থাকে। এজন্য হঠাৎ শব্দ হইলে বা অন্য কোন সামান্য কারণেই তাহারা চমকাইয়া উঠে।

আমাদের সকলের পেশীসমূহ নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অভ্যাস দ্বারা এই শক্তি লাভ করা যাইতে পারে। প্রায়ই দেখা যায় যে, সমান পরিশ্রম করিয়াও এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ক্লান্তি দূর করিতে সক্ষম হয়; ইহার কারণ এই যে, প্রথম ব্যক্তির পেশী-সমূহকে নিশ্চেষ্ট রাখিবার ক্ষমতা দ্বিতীয় ব্যক্তির অপেক্ষা অধিক; চলিত কথায় বলিতে গেলে, প্রথম ব্যক্তি নিজের শরীর এলাইয়া দিতে পারেন। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি বিশ্রামকালেও শরীর আড়ষ্ট করিয়া থাকেন।

পেশী শিথিল থাকিলে তাহাতে কি পরিবর্ত্তন হয়।

পেশীকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চেষ্ট রাখিলে তাহা কোমল ও শিথিল হইয়া যায়। পেশী শিথিল থাকিলে কোনরূপ জোর পাওয়া যায় না এবং অঙ্গ নিজভারেই পড়িয়া যায়। শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দাঁড়ান অসম্ভব। শয়নাবস্থাতেই কেবলমাত্র সকল পেশী নিশ্চেষ্ট রাখা যাইতে পারে। ঘাড়ের ও মস্তকের পেশী শিথিল করিলে মস্তক নিজের ভারেই বালিশের উপর পড়িয়া থাকে। এই অবস্থায় অপরে তাহাকে যেদিকে ইচ্ছা নাড়াইতে পারে। পেশী শিথিল থাকা বশতঃ মস্তকের ভার ব্যতীত অপর কোন প্রকার জোর বোধ হয় না। শিথিল অবস্থায় চক্ষু অর্দ্ধ মুদ্রিত থাকে এবং চোয়াল ঈষৎ নামিয়া পড়ে। শয়নাবস্থায় হস্ত পদাদি শিথিল করিলে, তাহাদিগকে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলেই পড়িয়া যায়। সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া রাখিলে সহজেই নিদ্রা আকর্ষণ হয়।

সঙ্কোচনকালে পেশীতে তাপ উৎপন্ন ও পেশী অম্ল গুণযুক্ত হয়। ইহা ব্যতীত কার্ব্বণ ডাইঅক্সাইড বাষ্প ও অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিশ্রামের সময় পেশীর ঈষৎ ক্ষার গুণ ফিরিয়া আসে এবং পেশী মধ্যে সঞ্চিত বিষাক্ত পদার্থসমূহ বাহির হইয়া যাওয়ায় পেশী পুনরায় কর্ম্মক্ষম হয়। উপরি উক্ত বিষাক্ত পদার্থসমূহই আমাদের ক্লান্তি বোধের কারণ। বিশ্রামের সময় পেশীর তাপের কিঞ্চিৎ হ্রাস হয়। বিশ্রামকালে পেশী শিথিল করিয়া গাত্রমর্দ্দন করাইলে রস ও রক্ত সঞ্চালনের সহায়তা হয় এবং সঞ্চিত বিষাক্ত পদার্থসমূহ শীঘ্রই বাহির হইয়া যায়। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পর গাত্রমর্দ্দনের উপকারিতা এদেশে অনেকেই অবগত আছেন।

পেশীর অনাবশ্যক পরিশ্রম।

শরীরের কতকগুলি পেশী শিথিল অবস্থায় রাখিয়া অন্যগুলিকে কার্য্যে নিযুক্ত রাখা যাইতে পারে। চলিবার বা দাঁড়াইয়া থাকিবার সময় বাহু ও হস্তকে অনায়াসেই শিথিল রাখা যাইতে পারে। হস্ত শিথিল থাকিলে চলিবার সময় তাহা ঘড়ির দোলকের ন্যায় দুলিতে থাকে। বসিয়া থাকিলে পদদ্বয়কে শিথিল রাখা যাইতে পারে। বাইসিকেলে চড়িতে গেলে বা ঐরূপ কোন প্রকার কার্য্য নূতন অভ্যাস করিবার সময় প্রথম আমরা অল্পক্ষণ মধ্যেই ক্লান্ত হইয়া পড়ি; ইহার কারণ এই অনভ্যাস বশতঃ প্রথমে আবশ্যকাতিরিক্ত অনেকগুলি পেশীই চালিত হয়, এজন্য পরিশ্রমের পরিমাণও অধিক হইয়া পড়ে। সকলেই জানেন, আমরা কোন নূতন কাজ করিতে গেলে, অনর্থক হাত পা নাড়িয়া অস্থির হই। অভ্যস্ত হইলে পর অনাবশ্যক পেশীগুলিকে আর পরিশ্রম করিতে হয় না। এজন্য ক্লান্তি বোধও কম হয়।

আমাদের মধ্যে অনেকেই অধিকাংশ সময়ই কতকগুলি পেশীকে অনাবশ্যক পরিশ্রম করাইয়া থাকেন। ইহার ফলে তাঁহারা সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়েন। এই অনর্থক পরিশ্রম বন্ধ করিলে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সম্ভব।

যে ব্যক্তি ইচ্ছামত স্বীয় পেশীসমূহকে শিথিল করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে কার্য্য পরিবর্ত্তন করা বিশ্রাম লাভ করার সমান, কারণ এক প্রকার কার্য্য করিয়া যে সকল পেশী ক্লান্ত হইয়াছে, অপর প্রকার কার্য্যের সময় তাহারা বিশ্রাম লাভ করিতে পায়। যাঁহাদের অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা যদি কার্য্যের সময় অনাবশ্যকীয় পেশীসমূহ শিথিল করিয়া রাখেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অনেকে পরিশ্রমের লাঘব হয়।

পেশী শিথিলকরণ প্রক্রিয়া শিক্ষার আবশ্যকতা।

এখন যেরূপ দিন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য অনেককেই অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। চিকিৎসক, ব্যবহার-জীবি, ব্যবসায়ী প্রভৃতি ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য এই কারণে অতি শীঘ্রই ভগ্ন হইয়া পড়ে। যদিও ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বিশ্রাম ও আমোদ প্রমোদের জন্য কিছু সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখেন, তথাপি তাঁহাদের সম্যক্ বিশ্রামলাভ ঘটিয়া উঠে না। কারণ বিশ্রামকালেও তাঁহারা মন হইতে চিন্তা দূর করিতে সমর্থ হন না এবং অজ্ঞতা বশতঃ পেশীসমূহকেও আড়ষ্ট অবস্থায় রাখেন।

পেশী শিথিল রাখিবার ক্ষমতা আয়ত্তাধীন করিলে ইহাঁরা অনায়াসেই বিশ্রামসুখ লাভে সমর্থ হইবেন এবং স্বাস্থ্যও অক্ষুন্ন রাখিতে পারিবেন। সকল পেশী শিথিল করিয়া ১০ মিনিট কাল বিশ্রামে যে ফল লাভ হয়, শরীর আড়ষ্ট করিয়া রাখিলে এক ঘন্টা বিশ্রামেও তাহা হয় না। অনাবশ্যকীয় পেশী-গুলিকে শিথিল করিতে পারিলে কার্য্যের সময়েও আংশিক বিশ্রাম লাভ করা যাইতে পারে। ইহাতে শারীরিক শক্তির কোনই অপচয় হয় না, কার্য্য করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ও সহজে ক্লান্তি অনুভূত হয় না।

ইচ্ছানুযায়ী পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা অভ্যাস সাপেক্ষ। কাহারও কাহারও এই ক্ষমতা স্বভাবতঃই বর্ত্তমান থাকিতে দেখা যায়। কথিত আছে, অশ্বারোহণে দূর পথ অতিক্রম করিতে হইলে নেপোলিয়ন অশ্বপৃষ্ঠেই নিদ্রা যাইতেন।

প্রত্যহ ১০।১৫ মিনিট অভ্যাস করিলে এক মাসের মধ্যেই পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হইতে পারে; অভ্যাস প্রক্রিয়াও বিশেষ দুরূহ নহে। আমরা শিক্ষার্থীর জন্য নিম্নে কতকগুলি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করিলাম; ইহাদের অভ্যাসের জন্য কোনরূপ যন্ত্রাদি বা সরঞ্জামের আবশ্যক নাই এবং সকল প্রক্রিয়া শয়ন গৃহ মধ্যেই আচরিত হইতে পারে। দুই জনে মিলিয়া নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াসমূহ অভ্যাস করিলে বিশেষ সুবিধা হয়।

বাহু ও হস্তপেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া।

মেজের উপর চিৎ হইয়া শুইয়া, হাত ছড়াইয়া দাও। হাত আড়ষ্ট করিয়া না রাখিয়া একবারে এলাইয়া দিতে হইবে। এক্ষণে অপর কোন ব্যক্তিকে আস্তে আস্তে হাত উপরে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিতে বলিবে। হাত তুলিবার সময় নিজে কোনরূপ সাহায্য করিবে না বা বাধা দিবে না একেবারেই নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিবে। ছাড়িয়া দিলে যদি হাত ভারি দ্রব্যের ন্যায় মেজেতে পড়িয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে পেশী ঠিক শিথিল হইয়াছে। হাত ছাড়িয়া দিলেও যদি শূন্যেই থাকিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিবে যে কতকগুলি পেশী আকুঞ্চিত অবস্থায় আছে। যতক্ষণ না সমস্ত পেশী ঠিক শিথিল করিতে পার, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়াটী বার বার অভ্যাস করিতে হইবে। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হাত নিজের নয় এরূপ ভাবিলে সহজেই পেশী শিথিল করিতে সক্ষম হইবে।

উরু ও পদের পেশী শিথিল করণ।

পদদ্বয় ও উরুর পেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ারই অনুরূপ। পা অত্যন্ত ভারি বলিয়া শূন্যে উঠাইয়া ছাড়িয়া দিলে সমস্ত পেশী শিথিল না হইলেও অনেক সময় পড়িয়া যায়। যদি সমস্ত পেশী ঠিক শিথিল হইয়া থাকে, তবে অপর কেহ পা উঠাইয়া যে কোন দিকেই নাড়িতে পারিবে এবং পায়ের ভার ব্যতীত তাহার আর কোন জোরই লাগিবে না।

মস্তকের ও স্কন্ধদেশের পেশী শিথিল করণ।

ঘাড়ের ও মাথার পেশী শিথিল করা অপেক্ষাকৃত দুরূহ ব্যাপার। ঘাড়ের পেশী শিথিল হইল কি না দেখিবার জন্য মস্তক তুলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ মেজেতে পড়িয়া মস্তকে আঘাত লাগিতে পারে। অপর ব্যক্তি যদি মস্তক হাতে তুলিয়া চারিদিকে ঘোরায় এবং তাহার যদি মস্তকের ভার বোধ ব্যতীত অপর কোন প্রকার জোর না লাগে, তাহা হইলে সকল পেশী শিথিল হইয়াছে বুঝিতে পারিবে। এরূপ অবস্থায় অপর ব্যক্তির হস্তে একটী ভারি বলের ন্যায় বোধ হয়। দিনকতক অভ্যাস না করিলে ঘাড়ের ও মস্তকের পেশী শিথিল করা সহজ সাধ্য হয় না।

বক্ষ, পৃষ্ঠ ও মেরুদণ্ডের পেশীসমূহকে শিথিল করিবার প্রক্রিয়া।

হস্ত, পদ ও মস্তকের পেশী শিথিল করিয়া মেজের উপর চিৎ হইয়া শয়ন কর। এক্ষণে অপর ব্যক্তিকে দুই হাত ধরিয়া তোমাকে টানিয়া বসাইতে বল। তোমাকে একবারে নিশ্চেষ্ট থাকিতে হইবে। পেশী শিথিল থাকিলে মস্তক পশ্চাতে ঝুঁকিয়া পড়িবে এবং পুনরায় শয়ন করাইবার সময় প্রথমে মেরুদণ্ডের নিম্নভাগ পরে ক্রমশঃ পৃষ্ঠদেশের উপরি ভাগ মেজের সংস্পর্শে আসিবে। প্রথম প্রথম সমস্ত পেশী শিথিল হয় না। এজন্য পৃষ্ঠদেশ অল্পে অল্পে ভূমি স্পর্শ না করিয়া সরল কাষ্ঠখণ্ডবৎ একেবারেই মেজে স্পর্শ করে। এই প্রক্রিয়াগুলি অভ্যাস করিবার সময় যে ব্যক্তি হাত ধরিয়া শোয়াইবেন বা উঠাইবেন, তাঁহার যথেষ্ট বলের প্রয়োজন। উঠাইবার সময় সমস্ত জোর পায়ের উপর রাখিলে, কোনই কষ্ট হইবে না।

অপর কতকগুলি প্রক্রিয়া।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াগুলি অভ্যস্ত হইলে আর অপর ব্যক্তির সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। নিম্নে যে সকল প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা গেল, তাহার সকলগুলিই নিজে নিজে করা যাইতে পারে।

চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া সমস্ত শরীরের পেশী শিথিল করিয়া দাও এবং ধীরে ধীরে শ্বাস গ্রহণ করিতে থাক। এখন কেবলমাত্র উরু সন্ধি স্থলে জোর রাখিয়া আস্তে আস্তে পা উঠাইতে থাক। পেশী শিথিল থাকিলে হাঁটুর কাছে পা আপনি দোমড়াইয়া যাইবে। পায়ের গোড়ালি গায়ে আসিয়া ঠেকিলে পর পা সোজা করিতে আরম্ভ কর। মেজের কাছাকাছি আসিলে উরুর পেশীগুলিকে শিথিল করিয়া দাও, পা নিজের ভারে পড়িয়া যাইবে। কেবলমাত্র স্কন্ধের পেশীর সাহায্যে বাহু উত্তোলন করিয়া সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দাও। বাহু নিজের ভারেই পড়িয়া যাইবে।

বিছানার উপর বসিয়া মেরুদণ্ড ও পৃষ্ঠদেশের পেশী শিথিল করিয়া দিলে, দেহ নিজ ভাবেই বিছানার উপর পড়িয়া যাইবে। কয়েক দিন অভ্যাস না করিলে এই প্রক্রিয়া আয়ত্তাধীন হওয়া দুরূহ। বিছানার উপর ঈষৎ পাশ ফিরিয়া শয়ন করিয়া দেহের সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দিলে দেহ আপনিই চিৎ হইয়া যাইবে।

শরীরের সমস্ত পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা আয়ত্তাধীন হইলে কতকগুলিকে নিশ্চেষ্ট রাখিয়া বাকিগুলিকে কার্য্য করাইবার অভ্যাস করা আবশ্যক। সাংসারিক প্রায় সমস্ত কার্য্যেই অনাবশ্যক কতকগুলি পেশীর সঞ্চালন করিয়া থাকি; সামান্য অভ্যাসেই এই অনর্থক পরিশ্রম হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে। চলিবার সময় সহজেই হস্তপেশীসমূহকে শিথিল রাখা যাইতে পারে।

মানসিক শান্তি ও নিদ্রা।

পেশী শিথিল করিবার ক্ষমতা অভ্যস্ত হইলে মানসিক শান্তিও অনেকটা আয়ত্তাধীন হয়। দুঃখ বা অন্য প্রকার মানসিক কষ্টের সময় বিছানায় শয়ন করিয়া সমস্ত পেশী শিথিল করিয়া দিলে মন সত্বর নিরুদ্বেগ হয়। যে ব্যক্তি পেশী শিথিল করিবার প্রক্রিয়া জানেন, তাঁহার সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হইয়া থাকে।

লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, নিদ্রাকালে অনেকেই আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া থাকেন; তাঁহাদের মেরুদণ্ড ও হস্তপদাদি শক্ত হইয়া থাকে, মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ এবং মুখের পেশীসমূহও আকুঞ্চিত থাকিতে দেখা যায়। এরূপ নিদ্রায় যে কতটা বিশ্রামলাভ, তাহা সহজেই অনুমেয়। মেরুদণ্ড সরল রাখিয়া আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা পুরুষত্বব্যঞ্জক বলিয়া বিবেচিত হইলেও বিশ্রামকালে তাহা নিতান্তই হাস্যাস্পদ।

উপযুক্ত ব্যায়মের আবশ্যকতা।

সকল সময়েই বা সকল অবস্থাতেই পেশী শিথিল করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত নহে। উপযুক্ত ব্যায়াম ব্যতীত পেশীসমূহ পুষ্টিলাভ করে না; দিবা রাত্র পেশী সকলকে নিশ্চেষ্ট রাখিলে তাহারা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে এবং শরীরে মেদ বৃদ্ধি হয় ও কার্য্যে আলস্য জন্মে। পেশী শিথিল করিবার উদ্দেশ্য এই যে, অনর্থক তাহাদিগকে ক্লান্ত না করিয়া আবশ্যক হইলে তাহাদের দ্বারা অধিক কার্য্য করান যাইতে পারে।

স্বাস্থ্য সমাচার।

Credit System.

ধারের কারবার।

কারবারে ধারে ক্রয় বিক্রয় উভয়ই সাংঘাতিক, সেই জন্য ব্যবসায়ীর ধারে ক্রয় বিক্রয় হইতে দূরে থাকাই মঙ্গলজনক—মঙ্গলজনক উভয় পক্ষেই—যেহেতুক ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় পক্ষেই ধারের কারবারে ধ্বংস হইয়া থাকে।

নগদের এবং ধারের দরের পার্থক্য থাকে, ধারে ক্রয় করিলে নগদ ক্রয়ের মূল্য অপেক্ষা কিছু উচ্চ মূল্যই দিতে হয়, সেই জন্য ধারের কারবার নগদের সহিত কদাচই প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া উঠে না। কিছুদিন পরে ক্রেতাগণ তাহা বুঝিতে পারে, তাহারা অপরের নিকট মূল্যের আধিক্যের কথা প্রকাশ করিয়া অপযশ ঘোষণা করে, তাহার পর কারবার ধ্বংসমুখে পতিত হয়, গণেশ উলটাইয়া যায়।

ধারে ক্রয়ের মূলে এই দোষ, সেই জন্য ধার করিয়া ব্যবসায় করাও উচিত নয়, পারতপক্ষে ধারে ক্রয় করাও কর্ত্তব্য নহে।

ও দিকে ক্রেতা ধারে কিনিলে প্রকৃতপক্ষে সুদ দিয়াই ক্রয় করে, কারণ দোকানদারে বিক্রয়ের সময় মূল্য অধিক চাপাইয়া পরোক্ষভাবে সুদ পোষাইয়া না লইয়া ছাড়ে না। কারণ তাহার টাকার ব্যাজ, টাকা আদায়ের গমস্তা বা দ্বারবানের ব্যয় আছে, তাগিদ না দিলে ধারের টাকা আদায় হয় না, তাগাদায় লোকে বিরক্ত ও হয়, সুতরাং পুরাতন খরিদদার ধারে কারবার করিলে অনেকেরই বিরক্তি ভাজন হইয়া পড়ে, ইহাও অধঃপতনের অন্যতম কারণ হইয়া পড়ে।

ক্রেতা ধারে কিনিয়া ঋণ জালে জড়িত হইয়া পড়ে, তখনও সেই তাগাদায় তাগাদায় বিরক্ত এবং হতাশ হইয়া সে দোকান ছাড়িতে বাধ্য হয়, সুতরাং কারবারের স্থায়ীত্ব উভয় পক্ষেই শিথিল হইয়া যায়, তাহার পর ধ্বংস অনিবার্য্য।

নগদ ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধা।

নগদে সুলভ দর পাওয়া যায়, সুলভে অধিক ক্রেতা পাওয়া যায়, মামলা মোকর্দ্দমা করিয়া টাকা আদায় করা হয় না, লোকের অপ্রিয় হইতে হয় না, বহু সরকার দ্বারবানের বেতন বাঁচিয়া যায়। সেই জন্য নগদ ক্রয় বিক্রয়ে সমূহ সুবিধা হইয়া যায়।

এইজন্য কেনা বেচা উভয় কার্য্যেই নগদই ভাল। অনেকে বলেন, কেনা বেচা তাহা হইলে চলিতেই পারে না। কিন্তু আমরা তাহা বিশ্বাস করি না। নগদ কারবারে প্রথম প্রথম লোকে অসন্তুষ্ট হয় বটে, কিন্তু সুবিধা বুঝিলেই খরিদদার কখনও ধারে কিনিতে চাহে না। কত কারবার কত ক্রেতা ধারে ক্রয় বিক্রয় করিয়া সম্মান হারাইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। নগদ কারবারই ভাল, সেই জন্য ব্যবসায় বাণিজ্যের শীর্ষস্থানীয় ইংরাজ জাতীর ধনকুবেরগণ বলিয়াছেন—

Let conscientious merchant resolutely set his face against it (credit), not only for his own sake, but for the sake of his customers.

অর্থাৎ ধারের দিকে অভিজ্ঞ ব্যবসায়ীগণ অতি অবশ্যই বিমুখ হইবেন, কারণ কেবল তাহার নিজের মঙ্গলের জন্য, তাহার ক্রেতারও মঙ্গলের জন্য ধারে বিক্রয় করা উচিত নয়।

বেকারের উপায়।

১। ফলের চালান।

সকল দেশে সকল ফল জন্মে না। অল্প পুঁজীতে এক স্থানের ফল অন্য স্থানে লইয়া সুন্দর কারবার চালান যায়। রেলে অর্দ্ধেক ভাড়ায় "ফ্রেশ্ ফ্রুট্‌স্ বাসকেট" যায়।

২। হিন্দুস্থানীয় ব্যবসায় প্রতিভা।

কলিকাতার রাস্তায় বোম্বাই বরফওয়ালা আজ কাল অনেক। ইহাদের অনেকেই হিন্দুস্থানী। ১৲ টাকার বরফ লইয়া ইহারা বাহির হয়, সেই বরফের ফ্রিকি পয়সারও কম এক খণ্ড বরফকে ন্যাকড়ার মধ্যে করিয়া লইয়া তাহার সহিত এক টুকরা বাখাড়ীর শলাকা দিয়া মুগুরের দ্বারা পিটাইতে থাকে, বরফটা গুড়া হইয়া চ্যাপ্টা হইয়া জমিয়া যায়, তাহার পর ন্যাকড়া হইতে শলাকা সমেৎ বাহির করিয়া তাহাতে ফোঁটা কতক লিমন বা রোজ সিরাপ ঢালিয়া দিয়া ছেলেদিগকে বিক্রয় করে। ১৲ টাকার বরফ ৩.৪ ঘণ্টার মধ্যে একটা পাড়াতেই বিক্রয় করিয়া ৫।৬৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া চলিয়া যায়। ইহারা বরফ মুগুর প্রভৃতি একটা দুচাকার হাত গাড়ীতে করিয়া লইয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। এই উপায়ের প্রথম যে ব্যক্তি আবিষ্কারক, তাহার প্রতিভা প্রশংসার্হ। অলস না হইলে ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা মানুষ অল্প সময়েই কায়িক পরিশ্রমেও প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারে। তবে ফাঁকা মানের স্পৃহাটা পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সাধারণ বরফকে ইহারা "বোম্বাই কা বরফ" নাম দিয়া ছেলের দলে ব্যবসায় চালায়। বাঙ্গালীর ব্যবসায় প্রতিভা নাই। ক্ষুদ্র ব্যবসায় দ্বারায় বড় হইয়াই বড় ব্যবসায় চালাইতে হয়, ইহা বাঙ্গালী বুঝে না।

Editor's Note-Book.

সংগ্রহ।

স্বাস্থ্য-নীতি।

বসিয়া থাকা অভ্যাসটা বড় খারাপ। ইহাতে কদাপি অভ্যস্ত হওয়া উচিত নহে। Professor Blackie বলেন,—Sitting in fact, is a slovenly habit, and ought not to be indulged. যে সকল কাজ দাঁড়াইয়া কিম্বা চলা ফিরা করিয়া সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তাহা কখনও বসিয়া করা উচিত নহে। শরীরকে বহুক্ষণ চালনার উপর সচল রাখা স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে একটি প্রধান উপায়।

শায়িতাবস্থায় নাড়ী যতবার স্পন্দিত হয়, উপবেশনাবস্থায় তদপেক্ষা ছয়বার, দণ্ডায়মানবস্থায় তদপেক্ষাও অধিক স্পন্দিত হয়।

যে বায়ু জীবের জীবন সে বায়ু নিজেই চঞ্চল। যে বায়ু যত অধিক চঞ্চল সেই বায়ু তত অধিকজীবনী শক্তিপ্রদ। রুদ্ধ নিশ্চল বায়ু শরীরের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই বেশী করে। জীবনের (বায়ুর) ন্যায় জীবনের আধার আমাদের এই শরীরও সতত সম্যক্ চলাচলের উপর রাখাই উহার রক্ষা ও পরিপুষ্টির প্রধান সহায়।

"Exercise is life".—পরিশ্রমই জীবন। ফলতঃ কায়িক পরিশ্রম, আহার (বায়ু জল ও খাদ্যবস্তু), নিদ্রা ইত্যাদির সমবায়ে জীবনী শক্তি উৎপন্ন ও রক্ষিত হয়। এই তিনটির মধ্যে একটির একটু ব্যতিক্রম হইলেই শরীরের পক্ষে অমঙ্গল।

কোন বন্য পশুর শরীরে কোন রোগবীজ প্রবেশ (Inject) করাইয়া দেও, অথবা ব্যাধিগ্রস্ত কোন গৃহপালিত পশুকে স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দাও, দেখিবে অচিরে কোন অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া দ্বারাই তাহারা রোগমুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কোন ডাক্তার বা ঔষধের আবশ্যক করে না।

ঔষধাদিতে অনেক সময় বরং মন্দ ফলই প্রসূত হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক সময় প্রকৃতির স্বাধীনতা খর্ব্ব হয়, এবং রক্তের রোগোপশমশক্তি বর্দ্ধিত না হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যে সমস্ত সমাজে ডাক্তার ও ঔষধাদির প্রচলন যত কম, সে সমস্ত সমাজে ব্যাধি ও মৃত্যুসংখ্যা তত কম দেখিতে পাওয়া যায়। বীরবর নেপোলিয়ান বলিয়াছেন,—Do not counteract the living principle, leave it to the liberty of defending itself: it will do better than any drugs.

তার বিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্রে চিত্র প্রেরণ।—ফ্রান্সেস্‌কো ডি বায়নকার্স নামক ২৫ বৎসর বয়স্ক ইটালীর জনৈক ব্যবসায়ীর পুত্র তারবিহীন তড়িৎবার্ত্তা প্রেরণ যন্ত্রে চিত্র প্রেরণ করিবার চেষ্টায় সফলকাম হইয়াছেন। প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র, হস্তাক্ষর ইত্যাদি প্রেরিত হইতেছে, এবং আসলের সহিত প্রেরিত চিত্রের প্রায় অবিকল সৌসাদৃশ্য থাকিতেছে।

সুরমা।

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press, 71 Sankaritola Lane, Calcutta.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৹ টাকা।

Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক
সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ
৮ম সংখ্যা। } New Series, August, 1913. * নূতন সংস্করণ। আগষ্ট, ১৯১৩। { Vol. VII. No 8.

The Need of Industrial Education In India.

ভারতে শিল্প শিক্ষার আবশ্যকতা।

ভারতে আসমুদ্র অভাব, দেশের প্রায় বার আনা লোকের প্রকৃতই অন্নাকষ্ট, সংসার হাহাকারে পরিপূর্ণ, ইহা সকলেই অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত অনুভব করিতেছেন। ইহার অর্থাৎ এই আসমুদ্র অভাবের একটা কারণ আছে। এদেশের লোকে শিল্প শিক্ষাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে না, চাকুরীই এদেশের সর্ব্বস্ব। লোকের জীবিকা নির্ব্বাহের অতি উপাদেয় উপকরণ বলিয়াই ধারণা আছে। শিল্প শিক্ষা, শিল্প পুস্তক এদেশের লোকের নিকট অবজ্ঞাত। যাহারা শ্রমজীবি, তাহারা ২।৩ মাস চাষের কার্য্যে খাটিয়া সারাটী বৎসর তাম্রকূট ধ্বংসের কার্য্যে ব্যস্ত থাকে। এই কারণে দেশের শিল্প ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে। ক্রমাগত আলস্যে কাটাইয়া দাসত্বে সমস্ত শক্তি ও প্রতিভা ন্যস্ত করিয়া আমরা এত হীন সাহস হইয়া পড়িয়াছি যে, চাকরী ব্যতীত আমরা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করিতে সাহস করি না। কিন্তু একবার সমগ্র পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন দেখি, দেখিবেন, চারিদিকে নূতন আবিষ্কার, শিল্পের উন্নতি কল্পে লোকের প্রাণপণ চেষ্টা—শিল্প শিক্ষার জন্য অসংখ্য বিদ্যালয়। ভারতে কিন্তু ঠিক তাহার বিপরীত, সাধারণ স্কুল কলেজের সংখ্যা যত, শিল্প শিক্ষার জন্য, শিক্ষালয় তত নহে। লোকেরও তাহার জন্য আগ্রহ নাই, থাকিতেও পারে না; কারণ এ দেশের লোকে চাকরীকেই প্রধান করিয়া লইয়াছে; অনেকে উকিল ব্যারিষ্টার হইবার জন্যই শিক্ষা করে, শিল্পের প্রতি লক্ষ্য করে না।

এ দেশের যখন জল বায়ু ভাল ছিল, লোকে যখন স্বাধীন জীবিকার পক্ষপাতী ছিল, তখন দাসত্ব উপেক্ষিত হইত। লোকে কৃষি কার্য্যকেই তখন স্বাধীন জীবিকার উপকরণ বলিয়া কৃষি কার্য্যে নিয়োজিত থাকিত। কৃষি একটা উপেক্ষার বিষয় বলিয়া কেহ মনে করিত না। কৃষি কার্য্যে এখন হাজাশুখা আছে, নানাকারণে এখন ভারতের কৃষিতে আর লাভও হয় না; তাহার উপর আমরা অনুকরণ করিয়া বিলাসিতার চরম স্থানে উঠিয়াছি, কৃষি এখন ভদ্রলোকের নিকট অনাদৃত। যখন এদেশে নানাপ্রকার দৈব বিড়ম্বনায় আমরা কৃষি কার্য্যে হতাশ হই, তখন আমাদের দুর্ভিক্ষে অনশনে মরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না, তখন উচ্চ শিক্ষায় বা কৃষি দ্বারা জীবন রক্ষা ভার হইয়া উঠে; কিন্তু যদি আমরা নানাপ্রকার শিল্প শিক্ষা করিতাম, আমাদের শিল্পজাত দ্রব্য নানাদেশে রপ্তানী হইত, তাহা হইলে শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যে অন্য দেশের শস্য করায়ত্ব করিয়াও অন্যান্য দেশের অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবিত থাকিতে পারিতাম। কিন্তু শিল্পে আমাদের আদৌ আস্থা নাই, দেশের শিল্পিগণ লুপ্তপ্রায়, তাই কৃষির অভাবে শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারি না, দুর্ভিক্ষে অনশনে জীবন বিসর্জ্জন করি।

এ দেশে প্রজার অবস্থা উন্নতি করিতে হইলে, এদেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি হওয়া

উচিত; নচেৎ দুরবস্থা লাঘব হইতে পারে না। এ দেশের জীবিকার ২টী মাত্র উপায় ছিল, কৃষি এবং শিল্প—এই দুইটীরএত উন্নতি হইয়াছিল যে, বিদেশী বণিকগণকে এদেশে সপ্ত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া আসিতে হইত, লোকে শিল্প দ্বারায় এমন অবস্থার উন্নতি করিয়াছিল যে, মুসলমানদের বহুবার লুণ্ঠনেও দেশ দীন হয় নাই, এত ঐশ্বর্য্য যে, কৃষি শিল্প ও বহির্বাণিজ্যের দ্বারাই হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এ দেশের লোক বলিয়া থাকে যে, হস্তশিল্প দ্বারায় পাশ্চাত্য দেশের আধুনিক উন্নত প্রণালীর কল কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় পারিয়া উঠিবে না, কিন্তু ইহা সত্য নহে, জার্ম্মাণীতে কল কারখানার আধিক্য থাকিলেও অসংখ্য হস্তশিল্প শিক্ষার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইতেছে। ভারতের কোটী কোটী লোকের এক চতুর্থাংশ লোকে যদি শুধু হস্ত দ্বারা শিল্প কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহা অন্য দেশের কল কারখানা জাত দ্রব্যের প্রায় সমতুল্য হইতে পারে, ইহাও চিন্তা করা উচিত। এ দেশের অন্ন কষ্ট দূর ও প্রজার উন্নতি করিতে হইলে, এদেশে শিল্প শিক্ষারই অধিক ব্যবস্থা হওয়া উচিত। একথা আমাদের গবর্ণমেণ্টও যে না বুঝেন তাহা নহে। সেই জন্য নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে যাহাতে শিক্ষার বিস্তার হয়, তাহার এত চেষ্টা হইতেছে। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার হইলেই তাহারা নিজেদের প্রকৃত অবস্থা এবং গন্তব্য পথ বুঝিতে পারিবে। কিন্তু দেশের লোকের শিল্প শিক্ষার দিকে যদি আস্থা না থাকে, তাহা হইলে আর কথা নাই।

শিল্প শিক্ষার দিকে আমাদের অনাস্থার কারণ, আমরা বড় আয়াসী—কোন প্রকার শ্রমসাধ্য কার্য্যে যাইতে আমরা প্রস্তুত নহি। অল্প আয়াসে যাহা যৎকিঞ্চিৎ পাই, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চক্ষু বুজিয়া থাকাই আমাদের অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, আমা-দিগকে উচ্চ শিক্ষিত করিয়াও কোন ফল হয় নাই, বরং শিক্ষায় আমাদের শ্রমসাধ্য কার্য্যে ঘৃণা হইয়াছে, আমরা বিলাসী হইয়াছি; সেই জন্য দাসত্ব করিতে অদ্য আমাদের ঘৃণা হয় না। বড় দুঃখের বিষয়, ভারতে পাশ্চাত্য জাতির শিল্প শিক্ষায় আস্থা এবং উন্নতি দেখিয়াও আমাদের চৈতন্য হইল না। তাই ভারতে কৃষি এবং শিল্পের উন্নতির জন্য প্রজার মঙ্গলের, ও রাজ্যের হিতের জন্য শিল্প শিক্ষার বিস্তার বাহুল্য একান্ত আবশ্যক এবং অপরিহার্য্য, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। শিল্পের অবনতি হইয়াই ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।

মধ্য-ভারতে ও মধ্য-প্রদেশে খেজুর গুড়।

গত ১৭ই মে'র "বঙ্গবাসীতে" শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত প্রবন্ধে, মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশে খেজুরগাছ হইতে গুড় চিনির ব্যবসা চলিবার সম্ভাবনা নাই, এই কথা তিনি লিখিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে যৌথ প্রণালীতে খেজুর গুড়ের কারবার চালাইবার ব্যবস্থা আমিই করিয়াছিলাম। সে কার্য্য ২।৩ বৎসর চলিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যৌথ বন্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমরা নিজে যে গ্রামেতে চাষবাস করি, সেখানে বিস্তর খেজুর গাছ থাকায়, তাহা হইতে আমরা প্রায় প্রতি বৎসরেই খেজুরগুড় ও কখনও কখনও চিনি প্রস্তুত করিয়া থাকি। যৌথ কারবার ১৮৯৯ সালে আরম্ভ করা হইয়াছিল। এদেশের ধনবান লোক ও উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারিগণ এই নূতন প্রণালীতে গুড় চিনি প্রস্তুত করা সম্ভাবিত নয় মনে করিয়া, ঐ যৌথ কারবারে যোগদান করেন নাই। সুতরাং যৌথ কার-বার বন্ধ হইয়াছিল। তত্রাচ, গ্রামে গ্রামে এ কার্য্য প্রচলিত হইলে, এ দেশের কৃষকেরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালার কৃষকদিগের মত, চাষ ও খেজুর গুড়ের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া উন্নতি সাধন করিতে পারিবে বিবেচনা করিয়া আমি আজ পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ও চিন্তাতে বিশেষ মনো-যোগের সহিত নিযুক্ত আছি। মধ্যপ্রদেশ ইংরেজ-শাসনাধীন। সেখানে গ্রামের অধি-কারিগণকে মালগুজার বলে। সচরাচর তাহাদের ও কৃষকদিগের অবস্থা উন্নত নয়, এবং নূতন প্রচলিত কার্য্যে আদৌ শ্রদ্ধা বা মনোযোগ হয় না। সেই জন্য আমি কয়েক বৎসর হইতে মধ্য ভারতের রাজাদের দরবারে এই প্রকার প্রার্থনা করিতেছি যে, দরবারে হইতে খরচ করিয়া স্থানে স্থানে প্রদর্শন-ক্ষেত্র স্বরূপ (Demonstration farm) খেজুর-গুড় ও চিনি প্রস্তুতের প্রণালী ব্যবস্থাপিত করা অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। কেননা, তাহা হইলে এদেশীয় কৃষি ও শ্রমজীবি লোক সকল এই নূতন কার্য্য প্রণালী দেখিতে দেখিতে শিক্ষিত হইতে থাকিবে। তাহাতে এ দেশের অত্যন্ত মঙ্গল ও গ্রাম সমূহের মঙ্গল সাধন হইবে, কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এ পর্য্যন্ত মধ্যভারতের রাজকীয় দরবার এ বিষয়ে কোন লক্ষ্য বা ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন না।

উল্লিখিত ঘটনা সকল হইতে যদ্যপি কেহ এরূপ অনুমান করিয়া থাকেন যে, এতদ্দেশীয় খেজুর গাছ হইতে রস নির্গত হয় না, কিম্বা ভাল গুড় চিনি হয় না, তাহা অত্যন্ত ভ্রম। আমি এ কথা জানিতাম না যে, শীতকালে এদেশের খেজুর রস গেঁজে ঘোলা হইয়া যায়; অল্পদিন মাত্র রস পরিষ্কার থাকে, সুতরাং এদেশে খেজুরগুড়ের ব্যবসা করিয়া কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই; এ কথাও সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক ও কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া লেখা হইয়াছে। আমি যৌথ কারবার খুলিবার পর ইন্দোর দরবার, প্রকৃত এ কার্য্যে লাভ হইতে পারে কিনা দেখিবার জন্য,

যোরদ নামক একটি গ্রামে প্রদর্শনীক্ষেত্র খুলিয়াছিলেন এবং আমাকেই ঐ কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালের শীতকালে নদীয়া হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া আমি ঐ প্রদর্শনক্ষেত্রে যথোচিত পরিশ্রম করিয়াছিলাম। যোরদ গ্রামে প্রায় ৮।১০ হাজার খেজুরগাছ আছে। তাহা হইতে প্রায় ১২০০ গাছের মহলে আমি কার্য্য চালাইয়াছিলাম। ঐ সমস্ত খেজুর বন জঙ্গল ও ঘাসে পরিবেষ্টিত। গাছের তলায় জমিতে কখনও চাষ দেওয়া হয় না। পূর্ব্ব বাঙ্গলায় কৃষকেরা এবং জমিদারগণ রীতিমত খেজুর চারা বপন করিয়া ও জমি চাষ করিয়া খেজুরের মহল প্রস্তুত করিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে স্বভাবজ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে যে সকল খেজুরবন গ্রামে বিদ্যমান আছে, এদেশের লোক তাহার উপযোগিতা না জানায়, ঐ খেজুরবনসমূহের কোনও আদর নাই ও রক্ষণাবেক্ষণ নাই; এবং জমি চাষ করা দূরে থাক, গর্ম্মিকালে খেজুর গাছ সকল হইতে লোকে পাতা কাটিয়া লইয়া থাকে, সেজন্য খেজুরগাছ বলহীন হইয়া যায়। তথাচ এই প্রকার গাছ হইতে আমি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রস নির্গত করিয়া গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছি। তাহা বাঙ্গালা প্রদেশ অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। ইহা শীতপ্রধান দেশ। বরং বাঙ্গালাতে কখন কখন শীতকালে গরম হাওয়া চলিলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইলে খেজুর রস খারাপ হইয়া যায়, কিন্তু সে অবস্থা এখানে কম দেখিতে পাই এবং এই সকল পাহাড়ী দেশে খেজুর রস বাঙ্গালা অপেক্ষা জেয়াদা মধুর। আমি দেখিয়াছি যে, পূর্ব্ব বাঙ্গলায় ১০।১১ সের রস হইতে ১ সের গুড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু এদেশে ৭ সের রস হইতে ততই গুড় হয়, অতএব বাঙ্গালার খেজুরগুড় অপেক্ষা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট এবং ঐ গুড়ে চিনির পরিমাণ জেয়াদা। মিঃ অ্যানেট সাহেব (Mr. H. E. Annekt of Pusa) সম্প্রতি যশোহরের ও মধ্যভারতের গুড় দেখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, এদেশের খেজুরগুড়ে চিনির পরিমাণ বেশী।

ইন্দোরের সরকারী রিপোর্টে (Indore State Administration Report of 1903) যোরোদের কার্য্যসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"বাঙ্গালাপ্রদেশ হইতে ১১ জন শিউলি আনাইয়া যোরোদ গ্রামে গত বৎসর খেজুরবাগান হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এই কার্য্যের জন্য সরকার পক্ষ হইতে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ইহাতে প্রায় ১০০০৲ টাকা ব্যয় ও গুড় চিনিতে ৮০০৲ টাকা আমদানী হইয়াছিল। এস ওয়ায়, অনেক কড়াই ইত্যাদি মাল মশলা মজুত ছিল। এদেশের লোকেরা নূতন কার্য্যপ্রণালী শিখিবার জন্য চেষ্টা বা ইচ্ছা করে না। কিন্তু শিখিলে এ কার্য্য হইতে লাভ করিতে পারিবে। প্রায় ১৮০ মণ গুড় ও ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হইয়াছিল ইত্যাদি।"

উল্লিখিত হিসাবে চিটের পরিমাণ ধরা হয় নাই। প্রায় ১০.৮০ মণ চিটে নির্গত না হইলে ৫০ মণ চিনি প্রস্তুত হয় না। সুতরাং গুড়, চিটে ও চিনি মিলাইয়া ১ জন শিউলী প্রায় অনুমান ৩০ মণ খেজুরগুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহা হইলে প্রত্যেক গাছে প্রায় ২৮ মণ, অর্থাৎ ১ টন গুড় প্রস্তুত করিয়াছিল। ১২০৮।৯ সালে নাগপুরের শিল্প ও কৃষি সম্বন্ধীয় যে প্রদর্শনী (Exhibition) হইয়াছিল, সেই সময় আমি নাগপুরে সরকারী বাগানে (Agricultural farm) খেজুর গাছ হইতে ৩ জন শিউলী নিযুক্ত করিয়া রস, গুড় ও চিনি প্রস্তুত করিয়াছিলাম। প্রত্যহ সকালে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নাগপুর সহরে রস বিক্রয় হইত। আদরের সহিত লোকে সমস্ত গুড় ক্রয় করিত। প্রদর্শনীক্ষেত্রে ঘূর্ণিত চক্র-যন্ত্র (centripegal) গুড় হইতে চিনি করিয়া দেখাইয়াছিল। প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা সেই জন্য আমাকে বিশেষ আদরের সহিত প্রশংসা-পত্র ও পারিতোষিক দিয়াছিলেন।

উল্লিখিত কথাগুলি আমার কাল্পনিক নহে, প্রকৃত ঘটনাগুলি বিবরণ করিলাম। যদ্যপি ত্রৈলোক্যনাথ বাবু আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে আমার এতাবৎ চেষ্টা ও কার্য্য "বালকের ক্রীড়া" মনে করিবেন না। সম্প্রতি আমার বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর। আমার পৌত্রগণ ও দৌহিত্রগণ বালকের মধ্যে পরিগণিত; কিন্তু ঐ সকল বালকবৃন্দ যেমন তাহাদের পুতুল ও ক্রীড়ার সামগ্রী লইয়া যত্নের ও আনন্দের সহিত তন্ময়ভাবে দিনযাপন করে, সেইরূপ সম্প্রতি আমি, চির-পরিচালিত ওকালতি ব্যবসা প্রায় পরিত্যাগ করিয়া, খেজুরের গুড় চিনির ক্রীড়াতে তন্ময় হইয়া আছি এবং বালকদিগের ক্রীড়া দেখিয়া অপর- লোকে নিন্দা বা অগ্রাহ্য করিলে যেমন তাহাদের মন বিচলিত-হয় না, বরং কতক পরিমাণে আগ্রহান্বিত হইয়া ক্রীড়াতে অধিকতর মনোনিবেশ করে, সেইরূপ ত্রৈলোক্য বাবুর উপহাসে আমিও কিছু আনন্দলাভ করিলাম। সেই জন্য আমি আপনাদিগকে ও ত্রৈলোক্যনাথ বাবুকে আজ ডাকযোগে ২ খানি পুস্তক উপহার স্বরূপ আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। ১ খানি আপনারা লইবেন ও দ্বিতীয়খানি ত্রৈলোক্য বাবুকে পাঠাইবেন; অবশেষে সানুনয় নিবেদন এই যে, বহুকাল এদেশে বাস করিয়া আমি জীবনের শেষভাগে এই বাঙ্গনীয় কার্য্য সম্বন্ধে যত টুকু চেষ্টা করিতেছি ও করিয়াছি, তাহাতে আপনারা এ বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্ব অনুসন্ধান

করিয়া আমার কার্য্যে যোগদান করিলে বাধিত হইব। কেননা, বালকের অরণ্যে রোদনের মত আমার কথায় লোকে কর্ণপাত করিতেছে না, অথচ কোন কোন দূরদর্শী ও জ্ঞানী লোকেরা আমার কার্য্যে উপহাস করিয়া থাকেন। কেবল এইমাত্র ভরসা ও ইচ্ছা যে, কল্পিত উদ্যোগ ও কার্য্য সম্বন্ধে আমার জীবনে সফলতা লাভ হউক বা না হউক, আপনাদের এ বিষয়ে সহানুভূতি হইলে স্থানে স্থানে এই প্রস্তাবটি প্রতিধ্বনিত হইতে পারে; এবং আপনাদের ন্যায় সুলেখক মহাশয়েরা এই কার্য্যের প্রকৃত অনুসন্ধান করিয়া যথার্থ কথার আন্দোলন করিলে আমি সার্থক এদেশে আসিয়াছিলাম বোধ করিব।

(বঙ্গবাসী হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
ইন্দোর, মধ্যভারত।

অর্দ্ধবঙ্গব্যাপী

ভীষণ জলপ্লাবন!

অসংখ্য গ্রাম এবং নগর জলপ্লাবিত, বহু প্রাণীনাশ!!

প্রায় অর্দ্ধ বঙ্গদেশ ব্যাপি জলপ্লাবনের বিষয় এখন আর কাহারও অবিদিত নহে; এরূপ ভীষণ জলপ্লাবন আর কখন ভারতে হয় নাই। বর্দ্ধমান জেলায় শিলনা ও গোহ, গ্রামের নিকট দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ভীষণ বেগে জল স্রোত বাঁধের নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অকস্মাৎ নিপতিত হইয়া মানুষ গরু, ধান্তের মরাই, শস্ত এবং যাবতীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি সমস্ত ভাসাইয়া, বর্দ্ধমান সহরে প্রবেশ করে, বর্দ্ধমানবাসীজনগণ ভোর ৫টার সময় এই ভীষণ বন্যার দ্বারা আক্রান্ত হইয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়ে। সহরের মধ্যে কোন স্থলে ৭ ফুট আট ফুট এবং কোন স্থলে ১৩।১৪ ফীট পর্য্যন্ত জল স্রোত বহিয়াছিল। যাহাদের সামর্থ্য ছিল, তাঁহারা কোনরূপে আকণ্ঠ কোথাও সাঁতার জল অতিক্রম করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে আসিয়া অতি কষ্টে ষ্টেশনের ওভার ব্রিজে আশ্রয় লইয়া প্রাণ বাঁচাইয়া ছিল, যাহাদের সে সামর্থ্য ছিল না, তাহাদের যে কি গতি হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? জন মুখে এবং সংবাদ পত্রে যখন এই সংবাদ কলিকাতা সহরে প্রচারিত হইল, তখন ভীত হইয়া উঠিলাম। এরূপ বন্যার কোন ধারণা ইতিপূর্ব্বে কখন ছিল না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না। পরদিন বেলা ১২ টার সময় টিকিট করিয়া বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলাম, ট্রেণ বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইবার কথা ছিল না, কিন্তু সেদিন গেল। দেবী-পুরের রেল সংঘর্ষের দৃশ্য অতিক্রম করিয়া যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম, ততই কল্লো-লায়িত জলরাশি দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। এত জল জীবনেও ত কখনও দেখি নাই। দামোদরের লোহিত জল তখনও রেল লাইনের দুই ধার ধৌত করিয়া অসংখ্য গো, অশ্ব, শৃগাল কুকুরাদি বক্ষে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রবাহিত হইতেছে— কর্ণ বধিরকর কল্লোল, সাগর সদৃশ জলরাশি—উভয় পার্শ্বে কত গ্রাম, কত পল্লী, রেলযাত্রীর নয়ন তৃপ্তকর ছিল, সে সকলের কোন চিহ্ন রাখে নাই। জন মানব পরিশূন্য কোন বৃক্ষে কাক পক্ষীও দেখা গেল না। সঙ্গে ফিল্ড গ্লাস ছিল, দেখিলাম, কত গ্রাম পল্লী যেখানে ছিল, সেখানে কেবল খড়ের চাল ভাসিয়া যাইতেছে, সুদূরে কোথাও কোথাও বৃক্ষে মানুষ উঠিয়া বসিয়া আছে, নিকটে খক্সিগড়, গাংপুর ষ্টেশনে গ্রামের ইতর শ্রেণীর লোক সমূহ সতৃষ্ণ নয়নে অনশনে ছেলে পুলে লইয়া বসিয়া আছে, কেননা আজ ২ দিন হইতে হাওড়া হইতে মারোয়াড়ী ও বাঙ্গালীগণ সাহায্য করিবার জন্য ট্রেণে খাদ্য লইয়া ঐ নিরাশ্রয় প্রাণীগণকে ট্রেণ হইতে ছুঁড়িয়া দিয়া গিয়াছিলেন, তাহারা সেই আশায় হা প্রত্যাশ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। আশা অনর্থক হয় নাই। একদল মহাত্মা মারোয়াড়ী লুচি মোহনভোগ প্রস্তুত করিয়া অনেক ঝাঁকা হাবড়াতেই বোঝাই করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গাড়ী হইতে প্রচুর পরিমাণে লাইনের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, বুভুক্ষু নরনারী তাহাই কুড়াইয়া লইয়া সে দিনের মত বাঁচিয়া থাকিবে। বর্দ্ধমানে যখন পৌছছিলাম, তখন লাইনের জল সরিয়াছে, ষ্টেশন নিরাশ্রয়ে পরিপূর্ণ। কলিকাতার বহু লোকও দেখিতে গিয়াছিলেন। বহু স্বেচ্ছা-সেবক আপনাদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাদের সেবা করিতেছে। দামোদরের জল-রাশি অতিক্রম করিয়া বহু কলেজের ছেলে পল্লীর বিপন্নগণকে উদ্ধার করিতে গিয়াছেন। সহরের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া দেখি কোথাও মাটীর ঘরের চিহ্নমাত্র নাই—কোথাও কেবল ছাউনিটী বর্ত্তমান আছে, দেখিলাম। জল সরিয়া যাওয়াতে যাহারা বাঁচিয়াছে, তাহারা সেই কত সাধের ঘরকন্নার মৃত্তিকা স্তূপের নিকট বসিয়া অশ্রু বর্ষণ করিতেছে, কি ভয়ানক দৃশ্য!

জেলখানার প্রাচীরটী পড়িয়া গিয়াছে। কোন কয়েদি পালায় নাই, তাহাদিগকে ছাদের উপর তোলা হইয়াছিল। আর পালাইবেই বা কোথা, জলের তোড়ের চোটে ঘোড়া সমেৎ গাড়ী ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে। মানুষ ত দূরের কথা। সরকারী রিপোর্টে দেখিতেছি, মৃত নরদেহ অধিক দেখা যায় নাই। স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া গিয়াছে বা স্রোতের সঙ্গে দামোদরের বালুকারাশি আসিয়াছিল—স্থানে স্থানে ৩।৪ ফুট বালির স্তর পড়িয়াছিল—তাহাতেও প্রোথিত হইয়া থাকিতে পারে। গ্রামে গ্রামে যখন জল সরিবে, যখন আত্মীয় স্বজনের জন্য করুণ ক্রন্দন উঠিবে, তখন বুঝিতে পারা যাইবে—কে মরিয়াছে, কে বাঁচিয়া আছে। রিপোর্টে জানা গেল যে, মৃত্যু সংখ্যা অধিক নহে; একথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না। কোন কোন গ্রামে রাত্রে বন্যা পড়িয়াছে—ঘোর তমসাচ্ছন্ন অন্ধকার রাত্রি—তাহাতে মুষলধারে বৃষ্টি

অকস্মাৎ বন্যা পড়িয়াছে, আলোক পর্য্যন্ত জ্বালিবার উপকরণাদি বানের জলে ভাসিতেছে, চারিদিকে দুস্তর কর্দ্দমময় শস্যক্ষেত্র—এরূপ অবস্থায় কচি কাঁচা ছেলে মেয়ে স্ত্রীলোক লইয়া তাহারা আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহাই কি বুঝিয়া লইতে হইবে? এরূপ নিতান্ত অসঙ্গত কথায় কেবল জনসাধারণ ব্যথিত হয় মাত্র। মরা বাঁচার কথা নাড়া চাড়া করা অনাবশ্যক মাত্র।

শস্য ক্ষেত্রে বালুকার স্তর পড়িয়া গিয়াছে, এ বৎসর শস্যের আশা নাই। প্লাবিত স্থান সমূহের মধ্যে এক দানা খাদ্যোপযোগী শস্য নাই! বুঝিলাম, দুর্ভিক্ষ্য অনিবার্য্য। উপযুক্ত প্রতিবিধানের উপায় না করিলে লুণ্ঠন দস্যুভয় অপরিহার্য্য। পেটের দায়ে লোকে জেলে স্বেচ্ছায় যাইতে চাহিবে।

তাহার ২ দিন পরেই শুনিলাম, আমতা লাইন, তারকেশ্বর লাইন, মেদিনীপুরের কাঁথি, পাটনার নানাস্থান, বাঁকুড়া, বীরভূমের নানাস্থানে ভীষণ জলপ্লাবনে ঠিক বর্দ্ধমানের মতই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অসংখ্য লোক গরু মহিষ ছাগল শৃগাল কুকুর বিড়াল মরিয়াছে—তাহাদের পূতি গন্ধে সাহায্যকারী স্বেচ্ছাসেবকদলের অগ্রসর হওয়া ভার হইয়াছে। কোন কোন স্থানে কলেরাও দেখা দিয়াছে।

গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে

সাহায্য-ভাণ্ডার খোলা হইয়াছে। অসংখ্য সাহায্যকারী দল বন্যা প্লাবিত স্থানসমূহের নরনারীগণের জন্য যাহার যেমন সাধ্য—সাহায্য লইয়া আকণ্ঠ জলে আপনাপন জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সাহায্য করিতেছেন। কলিকাতার প্রত্যেক আফিস হইতে চাঁদা উঠিয়াছে। সেণ্ট্রাল রিলিফ কমিটী, রামকৃষ্ণ সেবা সমিতি, বড়বাজার নিঃস্ব হিতৈষিণী সভা, মাড়োয়াড়ী সাহায্য সভা প্রভৃতি অসংখ্য সভা সমিতি এ ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়া কাজ করিতেছেন।

ছেলেদের দেবোপম

চরিত্রে এবং মারোয়াড়ীদের মহত্বে সমগ্র দেশবাসী চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হইয়াছে। এই মহাপ্রাণতার আদর্শ এ জীবনে আর যেন কখন বাঙ্গালার মাটীতে দেখি নাই। আপনার দেশবাসীর প্রতি এতটা প্রেম আর কখনও শুনি নাই। ভগবান দেশের ছেলেদিগের কল্যাণ করুন।

বর্দ্ধমানের নিকট দামোদরের উভয় পার্শ্বস্থ গ্রাম সমূহই এই বন্যার স্রোতে অধিক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জল খানোজংশনের নিকট পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ঠিক গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের ধারে গলসী—গ্রাম বহু জনপূর্ণ ব্যবসায় প্রধান স্থান; কিন্তু তাহার পার্শ্ববর্ত্তী শ্রীধরপুর পর্য্যন্ত জল আসিলেও গলসী গ্রাম রক্ষা পাইয়াছিল, সহৃদয় ব্যবসায়ী ফেলারাম মণ্ডল এক জন চাউল ব্যবসায়ী। ইনি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিয়া নিজে ৩০০ জোড়া নূতন কাপড় এবং খাদ্যাদি বিতরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কলিকাতার অনেক ব্যবসায়ীর সংস্রব আছে, তিনি দীনভাবে তাঁহাদেরও সাহায্য প্রার্থনা করেন, সেই জন্য কলিকাতার প্রসিদ্ধ মহাজন গোকুল দাস হংসরাজ এবং অমর চাঁদ মাধোজী কোম্পানী বহু বস্তা নূতন কাপড় এবং খাদ্যাদি লইয়া ইঁহার সহিত যোগদান করিয়া বিতরণ আরম্ভ করেন। কতক তাঁহারা কলিকাতার স্বেচ্ছাসেবকগণের হস্তে দিয়া স্থানান্তরে গমন করেন। এ সকল সংবাদ বেঙ্গলী, ডেলিনিউজে প্রকাশিত হইয়াছিল; পাঠকগণের অনেকেই অবগত আছেন, আমাদের ক্ষুদ্র পত্রে সকল সংবাদ দেওয়া সম্ভব নহে।

দেশবাসীর যাহা সাধ্য তাহা করিতেছেন, এক্ষণে লোকে উৎকণ্ঠিতভাবে গবর্ণমেণ্টের মুখের দিকে তাকাইয়া আছে। আমাদের বড় আশা, গবর্ণমেণ্ট এমন দুর্দ্দিনে নিশ্চয়ই মুক্ত হস্ত হইবেন। লর্ড কারমাইকেল মহোদয় দয়ার সাগর—নিশ্চয়ই তিনি এ ক্ষেত্রে উদাসীন থাকিবেন না।

চারিদিকের বন্যাক্রান্ত স্থানের রিপোর্ট দ্বারা বুঝাইতেছে যে, ১০।১২ লক্ষ টাকা উঠিলে দুঃস্থ অসংখ্য প্রজার দাঁড়াইবার উপায় হয়। দেশবাসী লক্ষ টাকা দিলে গবর্ণমেণ্ট আর ১০ লক্ষ টাকা দিলে তবে শোভা পাইবে। গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই এক্ষেত্রে তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। দেশের আপামর সকলেই এই আশা করিয়া আসিতেছেন। শুনিতেছি, গবর্ণমেণ্ট তাকাবির টাকা ধার দিতে মনস্থ করিয়া ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। তাগাবির টাকা গবর্ণমেণ্টের নিকট ৬৲ ৬॥০ সুদে টাকা ধার করা মাত্র। যাহাদের জমী আছে, তাহারা এই কৃষিঋণ গ্রহণ করিতে পারে; কিন্তু যাহাদের কিছুই নাই, কেবল খাটিয়া খায়, তাহাদের তাগাবির টাকাই বা গবর্ণমেণ্ট দিবেন কেন? আর আসন্ন সঙ্কটের সময় সে টাকা লইবেই বা কে? তাগাবির টাকার এটা সময় নয়, এবং তাহাকে সাহায্যও বলা যায় না। এখন আশু সাহায্যের আবশ্যক; নচেৎ লোকের জীবন রক্ষা হইবে না; সুতরাং প্রার্থনা, তাগাবির কথা এখন ভুলিতে হইবে, কেননা তাহা আদৌ সময়োচিত নহে।

ধান্যের বোয়ালী বিতরণ।

জলপ্লাবিত স্থানসমূহের শস্য সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। দামোদরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ মরুপ্রায় হইয়া যাইবে; কারণ দামোদরের জলে প্রচুর বালুকা বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই দামোদরের গর্ভ প্রতি বৎসরই বালুকা স্তরে উচ্চ হইয়া উঠে এবং অনায়াসে বাঁধ ছাপাইয়া জল বাঁধ ভাসাইতে পারে, দামোদরের জল যে যে স্থানে প্রবেশ করিয়াছে, সে সকল স্থান কিছুদিনের জন্য মরুপ্রায় হইবে; কারণ বালুকার স্তর পড়িয়া গিয়াছে। সুতরাং এ বৎসর শস্যের বোয়ালী বিতরণে আর বিশেষ সুফলের সম্ভাবনা নাই।

জীবিত বন্যাপীড়িত নরনারী এখন অনাহারে অনশনে মৃতপ্রায়—আশ্রয়হীন। এখন অন্য প্রতিকার করিতে হইলে তাহাদিগকে আগে আহার দিয়া বাঁচাইতে হইবে, তাহারা বিবস্ত্র—অধিকাংশ রোগাক্রান্ত, প্রাণহীন প্রায়, তাহাদিগকে বস্ত্র দিয়া, তাহাদের ভগ্ন এবং ধ্বংস গৃহগুলির সংস্কার করিয়া দিতে হইবে, তাহাদের কিছু নাই এখন নূতন সংসার পাতাইয়া দিতে হইবে। তবে বাঁচিলে তাহারা সরকারের চির কৃতজ্ঞ প্রজা হইতে পারিবে; অন্য কোনরূপ সাহায্যই এখন উপযুক্ত নহে।

দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য !

সঞ্চিত শস্য সমস্তই নষ্ট হইয়াছে। গরু হাল সব গিয়াছে। চাষ আর করিতে পারে কি? বোয়ালী লইয়া কি করিবে? যদি তাহাদের সুচারু ব্যবস্থা না হয়, তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ মারিভয় অনিবার্য্য। দস্যু ভয় বাড়িবে। যাহারা জীবিত আছে, তাহারাও মরিবে। গবর্ণমেণ্টের বহু ব্যয় বাড়িবে। সেই সকল ব্যয় খতাইয়া দেখিলে সাহায্যই এক মাত্র উপায় বলিয়া বোধ হইবে। সেই সাহায্য প্রথম হইতে করিলে সদাশয়তায় দুঃস্থ প্রজা রাজভক্তিতে আপ্লুত হইয়া ভারতেশ্বরের যশোগানে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিবে সন্দেহ নাই।

দেশবাসিন্! মুক্তহস্ত হইয়া যথাসাধ্য রাজাকে সাহায্য কর, তোমাদের দেশের ভ্রাতা ভগিনী, দেশের শিশু কৃষকগণকে রক্ষা কর, যাহার যেমন সাধ্য, সাহায্য করিয়া ধন্য হও, এক বৎসরের অনর্থক বিলাসের অপব্যয় সংক্ষেপ করিলে, বহু অর্থ নর জীবন রক্ষার জন্য করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে পারিবে। সহানুভূতি শিক্ষা কর, দুঃস্থ অনশনে মৃতপ্রায় আশ্রয়হীনের অবস্থা একবার মুদ্রিত নয়নে ভাবিয়া দেখ দেখি, লক্ষ লক্ষ হস্ত তোমার নিকট সাহায্য পাইবার জন্য কত আশায় উত্তোলিত! তোমার মাতৃভূমি তোমার মুখের দিকে তাকাইয়া সাহায্য প্রার্থিনী—তুমি উপেক্ষা করিও না। মুক্তহস্ত হও।

আমরা অতি ক্ষুদ্র—১০০ ভলিউম অতি শিক্ষাপ্রদ "কাজের লোকের" প্রত্যেক খণ্ড ৩৲ টাকা স্থলে এক টাকায় দিতে প্রস্তুত, কোন মহাত্মা ক্রয় করিবেন কি? আমরা সেই টাকা সাহায্য ভাণ্ডারে দিয়া ধন্য হইতে পারি। তিনি ঐ ১০০ বড় বড় ভলিউম কাজের লোক যদৃচ্ছা বিতরণ করিয়া দিতে পারেন। কলিকাতার দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কাপড় এবং চাউলাদি অনেক স্থানে পাঠাইয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারি নাই।

কবি দ্বিজেন্দ্র লাল।

—*—

একটু হৃদির একটু স্পন্দন—স্তব্ধ হয়ে
যায় পরে সব;
একটু হাসি, একটু ক্রন্দন—থেমে যায়
এই কলরব
ধনের গৌরব, যশের গৌরব, রূপেরই
গরিমা সবই হায় গো
এক সঙ্গে চোখের নিমেষে ধু ধু ধু ধু
করে পুড়ে যায় গো।
—সোরাব রুস্তাম।

জন্ম মৃত্যু ভগবানের বিধান এবং জীব জগত তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন; কিন্তু তাঁহার জন্ম ধন্য, তাঁহারই মরণ সার্থক, যিনি আপনার মেধা, আপনার ধীশক্তি, আপনার পুণ্য চরিত্র প্রভাবে মরণের পরেও অমর ও অবিনশ্বর হইয়া এই বিশ্বে বিরাজ করেন। ইঁহারাই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ এবং ইঁহাদের আবির্ভাবে স্বদেশ ও স্বজাতি ধন্য হয়। সংসারে এই সকল মহাপুরুষের আবির্ভাবে অতীব বিরল, বোধ হয়, শত লক্ষেও একটী লক্ষ্য হয় কিনা সন্দেহ। যাহা বিরল, যাহা দুর্লভ, তাহার অভাবে প্রাণে বিষম বেদনা অনুভূত হয়, এই নিমিত্ত এই সকল মহাত্মাদিগের তিরোধানে প্রাণে বড় আঘাত পাইয়া থাকি। সে কারণ স্বদেশ প্রেমিক মহাকবি দ্বিজেন্দ্র বিয়োগে আজ বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতা এত কাতর, এত গভীর শোকাচ্ছন্ন। দুঃখের সময়, প্রিয় জন বিয়োগে তাঁহার চরিতাখ্যা, তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা শুনিতে ও শুনাইতে ভাল লাগে, তাই আজ শোকসন্তপ্ত হৃদয়ে দ্বিজেন্দ্র কাহিনী কীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছি।

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল ১২৭০ বঙ্গাব্দে ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে নদীয়া জেলার সদর মহকুমা কৃষ্ণনগরের সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান চক্রবর্ত্তী বংশে জন্মগ্রহণ করেন। পদে, সম্ভ্রমে, কুল মর্য্যাদাতে এই বংশ বঙ্গদেশে বিখ্যাত। এমন কি ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ষষ্ঠীদাস চক্রবর্ত্তী বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে কুলীনের এক নূতন দল প্রতিষ্ঠা করেন; সেজন্য ইঁহারা মতকর্ত্তার বংশ বলিয়া বারেন্দ্র শ্রেণীর মধ্যে সম্মানিত। এই বংশে এক এক জন এমন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাঁহাদের গুণ কাহিনী শ্রবণ করিলে রোমাঞ্চিত হয়, উপন্যাসের বিষয় বলিয়া অনুমিত হয়, কিন্তু তাহা সত্য ঘটনা।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় স্বীয় নির্ম্মল চরিত্র, ন্যায়পরতা, ত্যাগস্বীকার, কর্ত্তব্যজ্ঞানশীলতা জীবনব্যাপী বিশুদ্ধতা প্রভৃতি সদ্গুণের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামতনু লাহিড়ী, অক্ষয় কুমার দত্ত প্রভৃতি সমসাময়িক মনস্বী মহাপুরুষগণের নিকট বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার 'সুরধুনী কাব্যে' লিখিয়াছেন :—

"কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় অমাত্য প্রধান
সুন্দর, সুশীল, শান্ত, বদান্য, বিদ্বান
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি
ইচ্ছা করে শুনি হয়ে উজান বাহিনী।"

এই দেওয়ানজী সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ এডুকেশন গেজেটে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল :—"দেওয়ান ৺কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় যেরূপ কায়মনোবাক্যে স্বার্থ চিন্তা ছাড়িয়া প্রভুর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতি করিয়াছিলেন, প্রভুর গৌরব প্রকাশ জন্য ব্যগ্র ছিলেন, তাহা তাঁহার সার্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীর পেশোয়াগণ এবং হোলকার সিন্ধিয়া প্রভৃতি সামন্তগণ দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, মহাত্মা শিবাজীর সিংহাসন অটুট থাকিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্নরূপ হইত।" এইরূপ সাধু মহাত্মাগণই দেবতুল্য পূজা ও সম্মানার্হ।

দ্বিজেন্দ্রলালের পিতার আট পুত্র ও দুই কন্যা, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ও কন্যা এবং মধ্যম পুত্র অতি শৈশবে কালগ্রাসে পতিত হন। দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ সহোদর এবং কনিষ্ঠা ভগিনী কয়েক বৎসর হইল, পরলোক গমন করিয়াছেন। এক্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের পাঁচ সহোদর বর্ত্তমান। ইঁহারা সকলেই কৃতী, বিদ্বান ও সচ্চরিত্র।

পারিপার্শ্বিক ঘটনা বৈচিত্র্য ও চরিত্র সমাবেশের উপর মানব জীবন গঠন ও পরিস্ফুরণের সহায়তা করে। পিতার নির্ম্মল মধুর দেব চরিত্র ভ্রাতা ভগিনীদিগের পুণ্যময় জীবন, তদুপরি বাসভবনের চতুর্দ্দিকের কাব্যময়ী ভাব, তদুপরি তাঁহাদিগের বাসগৃহে সাধু ও সুধীগণের সর্ব্বদা সমাবেশ—প্রতিভাবান্ দ্বিজেন্দ্রের প্রকৃতি ও প্রতিভা বিকাশের বহু সাহায্য করিয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য।

দ্বিজেন্দ্রের প্রতিভার নিদর্শন শৈশব হইতেই পরিলক্ষিত হইত। পাঠ্যাবস্থায় তিনি ইংরাজী ও সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা ভাষায় এমন সহজ, শুদ্ধ এবং সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে পারিতেন যে, তাহা অধুনা অনেক পণ্ডিতেরও আকাঙ্ক্ষনীয়। যখন তাঁহার বয়স পনর বৎসর, তখন তাঁহার সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রাজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী মেহেরপুরে একটী সংস্কৃত ও দুইটী বাঙ্গালা বক্তৃতা করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহার সকল বক্তৃতাই এমন সুন্দর হইয়াছিল যে, তিনি বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৭৮ খৃঃ দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর কলেজ হইতে এণ্ট্রেন্স এবং দুই বৎসর পরে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরলোকগত রো সাহেব তাঁহার ইংরাজী কাগজ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন "দ্বিজেন্দ্র ইংরাজীতে যেরূপ সুন্দর পরীক্ষা দিয়াছে, কোন ইংরাজ বালক সেইরূপ দিলে তাহার পক্ষে শ্লাঘার বিষয় হইত।" হুগলী কলেজ হইতে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর, দ্বিজেন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়িতে আরম্ভ করেন এবং তথা হইতে ১৮৮৪ খৃঃ প্রারম্ভে ইংরাজী অনারে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্বেও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল আশৈশব ম্যালেরিয়া জ্বর নিবন্ধন অনেক সময় অসুস্থ থাকিতেন এবং সেজন্য অনেক সময় পড়া শুনার বিঘ্ন হইত, তথাপি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই তিনি সগৌরবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

এম, এ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার পরই দ্বিজেন্দ্র বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ছাপরা জেলার রেভেলগঞ্জ স্কুলের হেড মাষ্টার পদ গ্রহণ করেন এবং দুই এক মাস তথায় কার্য্য করার পর কৃষি শিক্ষার্থে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল পিতা মাতার অনুমতি লইয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং তথায় বৎসর দুই বাস করিয়া সিশেষ্টার কলেজ হইতে কৃষি বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন এবং এম, আর, এ, এস প্রভৃতি উপাধিনিচয়ে ভূষিত হন।

১৮৮৬ সালে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। দুঃখের বিষয়, ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই, বিলাত প্রবাসকালেই তাঁহার পিতৃমাতৃ বিয়োগ হয়। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরে ১৮৮৭ সালে এপ্রেল মাসে কলিকাতার স্বনামধন্য চিকিৎসক শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পরম রূপগুণবতী কন্যা সুরবালা দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। সুরবালা প্রকৃতই সুরবালা ছিলেন, তাঁহার প্রীতিপূর্ণ সরল সদয় ব্যবহারে আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি সকলেই মুগ্ধ ও তৃপ্ত ছিলেন, আর তাঁহার পতি তাঁহার পবিত্র প্রেমে আত্মহারা ছিলেন। বোধ হয়, স্বামী স্ত্রীতে এমন এক প্রাণ এক আত্মা খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু নিষ্ঠুর বিধাতার প্রাণে এত সুখ সহ্য হইল না। তাই ১৯০৩ সালে সেই পরম সাধ্বী সতী স্বামী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, স্বজনকে শোক সাগরে ভাসাইয়া পরলোক গমন করেন।

১৮৮৬ সালে ডিসেম্বর মাসে গভর্ণমেণ্ট হইতে সার্ভে ও সেটেলমেণ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং নানা স্থানে ভ্রমণ করতঃ পরিশেষে মেদিনীপুরের অন্তর্গত সুজামুটায় সেট্‌লমেণ্ট কার্য্যে প্রেরিত হন। এই সময় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার স্বাধীন সত্যবাদীতার জন্য কোনও ছোটলাট বাহাদুরের অপ্রিয়ভাজন হন। উক্ত ছোটলাট বাহাদুর কোন সময়ে সেটলমেণ্ট আফিসার ছিলেন। বোধ হয়, তাঁহার ধারনা ছিল, তিনি যে প্রণালী ও নিয়মে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাই চিরদিন বাহাল থাকিবে, সুতরাং যখন রিপোর্টে দেখিলেন, দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যরূপ নিয়ম ও প্রণালীতে কার্য্য করিয়াছেন, তখন তিনি তাহা ভ্রান্ত ও অন্যায় বিবেচনা করিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল নির্ভীক অন্তরে তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন, 'হুজুর আপনার সময়কার নিয়ম ও প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা ভুল।" শুনিতে পাওয়া যায়, এই নির্ভীক সত্যবাদীতার

জন্য তাঁহার কর্ম্মজীবনের উন্নতির পথে কিছু অন্তরায় হইয়াছিল, কিন্তু তবুও তাঁহার মতের পরিবর্ত্তন হয় নাই। যাহা হউক, উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের বিচারে দ্বিজেন্দ্র লালেরই মত ও প্রণালী বাহাল থাকে। ১৮৯৩ সালে তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটপদে নিযুক্ত হন এবং পরবর্ত্তি বৎসরে আবগারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্পেকটর পদে তাঁহাকে নিয়োগ করা হয়। পরে ১৮৯৮ সালে তাঁহাকে কৃষি বিভাগের সহকারী ডিরেক্টারের পদে নিযুক্ত করা হয় এবং দুই বৎসর পরে আবগারী কমিশনের সহকারী ও সেই বৎসরের শেষে পুনরায় আবগারী ইনস্পেক্টর পদে কর্ম্ম করেন। ইহার তিন বৎসর পরে তাঁহার পত্নী বিয়োগ হয়, তখন তাঁহার প্রাণের পুত্তলী দিলীপ ও মায়া নিতান্ত শিশু। এই মাতৃহারা শিশু পুত্র-কন্যাকে সঙ্গছাড়া করিয়া, তাহাদের লালন পালনের ভার অন্যের উপর নির্ভর করিয়া নিয়ত দেশ ভ্রমণ করা তাঁহার পক্ষে সঙ্গত ও সুখকর নহে উপলব্ধি হওয়ায় ১৯০৫ সালে পুনর্ব্বার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট পদ গ্রহণ করেন। খুলনা, মুর্শিদাবাদ, গয়া প্রভৃতি স্থানে কার্য্য করিয়া ১৯০৯ সালে চব্বিশ পরগণার সদর মহাকুমা আলিপুরে বদলী হন এবং এই স্থানে জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হন। পরে ১৯১২ সালে বাঁকুড়া, এবং প্রদেশ বিভাগের পর তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদলী করা হয়। কিন্তু তাঁহাকে আর মুঙ্গের যাইতে হইল না। বোধ হয় তিনি "জননী" ও "ধাত্রী" বঙ্গের ক্রোড় পরিত্যাগ করিয়া বিহারের কোলে যাইতে তাঁহার প্রাণে ব্যথা লাগিয়াছিল, তাই মুঙ্গের যাইবার পূর্ব্বে কলিকাতায় আসিয়াই হঠাৎ বিষম সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন, কিন্তু মেডিক্যাল কলেজের অধ্যাপক মিঃ কাল-ভার্টের সুচিকিৎসায় প্রথম আক্রমণ হইতে রক্ষা পান এবং অনেকটা সুস্থ হন, কিন্তু ডাক্তারের উপদেশানুসারে এক বৎসর অবকাশ লইতে বাধ্য হন। কিন্তু এই বিশ্রাম স্বত্বেও পুনঃ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার সামর্থ্য না হওয়ায় গত চৈত্র মাসে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার জন্মস্থান কৃষ্ণনগরে বেড়াইতে যান। এখন মনে হয় বুঝি, কবি বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে; তাই বোধ হয়, তাঁহার "জন্মভূমি"র সঙ্গে, তথাকার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগের সঙ্গে শেষ দেখা—শেষ আলাপ করিবার জন্য গিয়াছিলেন। ইহার দুইমাস পরে গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ (১৩২০ সাল) শনিবার রাত্রি ৯টার সময় বাঙ্গালার আবাল বৃদ্ধকে কাঁদাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল মহাপ্রস্থানে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতে ঠিক এই সময়েই প্রায় প্রতিদিন ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া তাঁহার প্রাণোন্মাদী মধুর কণ্ঠে গাহিতেন।

"পরিহরি ভব সুখ দুঃখ যখন
মা শায়িত অন্তিম শয়নে
বরিষ শ্রবণে তব জল কলরব,
বরিষ সুপ্তি মম নয়নে
বরিষ শান্তি মম শঙ্কিত প্রাণে,
বরিষ শান্তি মম অঙ্গে
মা ভাগীরথী জাহ্নবী সুরধুনী
কলো কল্লোলিনী গঙ্গে।"

তাই বুঝি মা তাঁহার ভক্ত সন্তানের আহ্বান উপেক্ষা করিতে না পারিয়া, বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর ঘোর দুর্দ্দিনে এরূপ স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মার বিদ্যমান আবশ্যক তাহা বিস্মৃত হইয়া তাঁহাকে তাঁহার শান্তি শুভময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল শৈশবে সহজে ও সল্প সময় মধ্যে সুন্দর কবিতা ও গান রচনা করিতে পারিতেন। তাহার বয়স যখন কেবল মাত্র ১৪ বৎসর তখন তাঁহার আর্য্যগাথা ১ম ভাগ রচিত হয়। তখনকার প্রসিদ্ধ পত্রিকা কলিকাতা রিভিউ লিখিয়াছিলেন :—

"He lceems to have a heart that is capable of inspiration. His manner is poetical. He possesses the true poetic instinct."

কলিকাতা রিভিউ এই চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বালক সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার এক বর্ণও মিথ্যা হয় নাই। ইহার পর বিলাত প্রবাসকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার আর কোনও পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। তবে আর্য্যদর্শন নব্যভারত প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁহার প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। বিলাত প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলালের ইংরাজী কবিতা গ্রন্থ "লিরিকস্ অব ইণ্ড" রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই প্রথম কবিতা "Land of the rising sun" সাজাহান নাটকের সর্ব্বজন সমাদৃত সঙ্গীত "আমার জন্মভূমি" রূপে পরিস্ফুট। দ্বিজেন্দ্রলাল যে আশৈশব স্বদেশ প্রেমিক, শিশুকাল হইতে যে তাঁহার প্রাণ স্বদেশ ও স্বজাতির দুঃখে কাঁদিত, শৈশবেই যে তিনি মাতৃভূমিকে "দেবী," "সাধনা" ও "স্বর্গ" বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার এই ইংরাজী কবিতা পুস্তক এবং আর্য্যগাথা ১ম ভাগ পাঠ করিলে বেশ বুঝা যায়। বারান্তরে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। এই ইংরাজী কবিতা পুস্তক সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ সার এডুইন আরনল্ড ভুয়সী প্রশংসা করিয়া বলেন যে "যদি এই পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম প্রকাশ না থাকিত, তাহা হইলে কোন ইংরাজ কবির রচনা বলিয়া ভ্রম হইত।" বিলাত প্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্র-লাল যে কেবল ইংরাজী প্রবন্ধ কবিতা রচনা ও প্রকাশ করিতেন তাহা নহে, বাঙ্গালা প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। ঐ সকল প্রবন্ধ ও কবিতা তাঁহার ভ্রাতাগণ সম্পাদিত "পতাকা" ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইত।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমনের পর তাঁহার প্রথম পুস্তক "এক ঘরে" প্রকাশিত হয়। ইহা বিলাত প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগকে এক

[illegible] প্রায়শ্চিত্ত করার সম্বন্ধে তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা। কেহ যেন মনে না করেন যে, দ্বিজেন্দ্রলাল অন্যান্য বিলাত ফের্ত্তাদিগের মত "সমাজে উঠিতে" লালায়িত ছিলেন, তাই এ পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন; তাহা যদি তিনি চাহিতেন, বিনা আয়াসে তাহা সিদ্ধ হইতে পারিত। কিন্তু তিনি কখনও তাহা আকাঙ্ক্ষা করেন নাই। আমরা জানি কেহ কেহ দুই একবার তাঁহার নিকট এ প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই। হয়ত, যদি হিন্দু সমাজের পূর্ব্ব গৌরব, পূর্ব্ব ধর্ম্মনিষ্ঠা, পূর্ব্ব সত্য ও সাধুতা অক্ষুণ্ণ থাকিত, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সমাজের ক্রোড়ে আশ্রয় লইতেন। কিন্তু আধুনিক হিন্দু সমাজ কেবল বাহ্য আড়ম্বরের উপর প্রতিষ্ঠিত; তুমি ঘরে বসিয়া যাহা খুসী কর না কেন, তবু তোমার জাতি যাইবে না, কিন্তু সমুদ্র পার হইলেই তুমি সমাজচ্যুত হইবে। দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় স্বাধীন প্রকৃতির ব্যক্তি কখন এমন ধর্ম্মহীন, প্রাণহীন, বাহ্য আড়ম্বর পূর্ণ হিন্দু সমাজের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে পারেন না, বরং অন্যায় অবিচারের প্রতিবাদই করিয়া থাকেন। দ্বিজেন্দ্রলালের "এক ঘরে" পুস্তিকা সেই উদ্দেশ্যে রচিত ও প্রকাশিত হয়।

ইহার পর দ্বিজেন্দ্রলালের "আর্য্যগাথা ২য় ভাগ" প্রকাশিত হয়। এবং তৎপরে "কল্কি অবতার" "বিরহ," প্রায়শ্চিত্ত" এবং ত্র্যহস্পর্শ" রচিত ও প্রকাশিত হয়। এগুলি সামাজিক নক্সা। এই সময় হইতে দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গান রচনা করিতে আরম্ভ করেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সামাজিক নক্সা, হাসির গানের বিশেষত্ব এই যে, তাহা অশ্লীলতা বর্জ্জিত, বিশুদ্ধ আমোদপ্রদ, প্রাণস্পর্শী অথচ মর্ম্মঘাতী নহে। ইহার পর তাঁহার উৎকৃষ্ট নাট্যকাব্য "সীতা" রচিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতাগণ সম্পাদিত "নব্যভারত" মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ক্রমে প্রকাশিত হয়, ইহা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর দ্বিজেন্দ্রলাল "রাণাপ্রতাপ" দুর্গাদাস, নুরজাহান, সাজাহান, মেবারপতন; প্রভৃতি সর্ব্বজন সমাদৃত নাটক, মন্দ্র, আলেখ্য, ত্রিবেণী প্রভৃতি কবিতা পুস্তক প্রকাশ করেন। মৃত্যুকালে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকাদি ২৪ খানি প্রকাশিত ও কয়েকখানি অপ্রকাশিত পুস্তক রাখিয়া গিয়াছেন। অপ্রকাশিত পুস্তকের মধ্যে "ভীষ্ম" ও "সিংহল বিজয়" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙ্গালীর কি অভাব তাহা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রায় সকল পুস্তকে একই নীতি, একই শিক্ষা, "আশা ও প্রীতি"র মন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন, মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব—করিয়াছিলেন বাঙ্গালীর প্রাণ নিরাশাময়, বাঙ্গালীর হৃদয় শঙ্কাপরিপূর্ণ, বাঙ্গালীর গৃহ একতা শূন্য। তাই তিনি তাঁহার "আমার দেশ" সঙ্গীতে বাঙ্গালীর অন্তরে আশঙ্কাশূন্য, আশায় পরিপূর্ণ করিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী "মনুষ্যত্ব" বিহীন, সাহস, সততা, দেশানুরক্তি প্রভৃতি যে সকল সদগুণরাশি থাকিলে প্রকৃতই মানুষ হওয়া যায়, তাহা বাঙ্গালীর একান্ত অভাব। তাই তিনি বাঙ্গালীকে আবার "মানুষ" হইবার জন্য শিক্ষা দিলেন; তাই তিনি বাঙ্গালীকে ভেদজ্ঞান ভুলিয়া, শত্রু মিত্র একপ্রাণ হইয়া, ভায়ে ভায়ে প্রাণে প্রাণে প্রাণ মিলাইয়া ধর্ম্মবন্ধনে বদ্ধ হইয়া "মানুষ"এর মতন কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য উপদেশ দিলেন; তাই তিনি মর্ম্মস্পর্শ করিয়া গাহিলেন :—

ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশ ময় বর্ত্তমান,
বিশ্বময় জাগায়ে তোল
ভায়ের প্রতি ভায়ের টান,
ভুলিয়ে যারে আত্মপর,
পরকে নিয়ে আপন কর
বিশ্ব তোর নিজের ঘর—
আবার তোরা মানুষ হ'।
শত্রু হয় হোক না যদি,
সেথায় পাস্ মহৎ প্রাণ
তাহারে ভালবাসিতে শেখ্
তাহারে কর হৃদয় দান
মিত্র হোক—ভণ্ড যে—তাহারে
দূর করিয়া দে;—
সবার বাড়া শত্রু সে;—
আবার তোরা মানুষ হ'।
জগৎ জুড়ে দুইটী সেনা
পরস্পরে পরস্পরে রাঙ্গায় চোখ
পূণ্যসেনা নিজের কর,
পাপের সেনা শত্রু হোক
ধর্ম্ম যথা সেদিকে থাক,
ঈশ্বরকে মাথায় রাখ,
স্বজন দেশ ডুবিয়া যাক্—
আবার তোরা মানুষ হ'।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যে, এই সঙ্গীত বাঙ্গালীর প্রতি গৃহে ধ্বনিত হউক, লক্ষ্যভ্রষ্ট বাঙ্গালীকে "মানুষ" করিয়া গন্তব্য পথে পরিচালিত করুক। আশাহীন, উদ্দেশ্যশূন্য, একতা বিহীন বাঙ্গালী জীবন দ্বিজেন্দ্রলালের এই মহান্ মন্ত্রে, আশা ও প্রীতির মধুর আলোকে উদ্ভাসিত হউক, সুপ্ত বাঙ্গালীকে উদ্বোধিত করুক।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল রায়।

উপরোক্ত দ্রব্যগুলি একত্র মিশাইলে উৎকৃষ্ট "Hair Wash" হইবে, ইহা প্রত্যহ একবারে সন্ধ্যায় কেশের গোড়ায় পৌঁছিতে পারে এরূপ পরিমাণ ব্যবহার করিলে কেশের চট্‌চটে ঘুচিবে, কেশ বৃদ্ধি হইবে। কেশে কোনরূপ চর্বিবিশিষ্ট দ্রব্য ব্যবহার করা অনেক চিকিৎসকের মতে অনিষ্টকর। কারণ, তাহা দ্বারা চুলের গোড়ার কেশকূপ বন্ধ হইয়া অকালপক্বতা আনায়ন করিয়া থাকে, ইহা পেটেন্ট করিয়া বিক্রয় করিতে পারা যায়। কারণ সহজে পচে না।

রোগে ভুগিয়া যখন চুল শুষ্ক হইতে থাকে, চুল উঠিয়া যায়, তখন গ্লিসারিণ এক আউন্স, অর্দ্ধ পাইট গোলাপ জলে মিসাইয়া চুল ধৌত করিলে চুলের চিক্কনতা ফিরিয়া আইসে এবং মাথার চর্ম্মের শুষ্কতা নিবারিত হইয়া মহৎ উপকার হইয়া থাকে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

Emollent Hair Dressing.

এমোলেণ্ট হেয়ার ড্রেসিং।

জ্বরে ভুগিয়া, এবং অন্যান্য নানা কারণে মাথার চর্ম্ম শুষ্ক হইয়া কেশের পরিপোষণ ক্রিয়া বন্ধ হইয়া মাথার খুসকী আগাকর উদ্ভেদ, কেশ পতন, শিরঃপীড়া প্রভৃতি উপসর্গ উপস্থিত হয়। সেইজন্য তৈলাক্ত কেশ-বিন্যাস দ্রব্যেরও আবশ্যক হইয়া পড়ে। পমেটম প্রভৃতি ব্যবহার করা অপেক্ষা নিম্ন-লিখিত ঔষধটী সেরূপ স্থলে উপকারী হইবে। এই ঔষধটীর অতিশয় সুখ্যাতিও আছে।

প্রাইসের গ্লিসারিণ—১ আউন্স

অডিকলম—।॰ সিকি পাইট

লিকুইড্‌ আমোনিয়া ১ ড্রাম

অয়েল অরিগেনম্‌—॥॰ ড্রাম

অয়েল রোজমেরি—॥॰ ড্রাম

টীং ক্যান্থারাইডিস—১ আউন্স

এই গুলিকে একত্র একটী শিশিতে পুরিয়া খুব ঘন ঘন ঝাঁকরাইয়া মিশাইতে হইবে। ১॰ মিনিট এইরূপ করিয়া নাড়িয়া মিশাইয়া ইহাতে Camphor julep ক্যামফর জুলেপ অর্দ্ধ পাইট মিশাইতে হইবে। এবারেও খুব ঘন ঘন নাড়িয়া তাহাতে ১॰ ফোঁটা এসেন্স অফ্‌ মস্ক Essence of musk বা অন্য কোন সুগন্ধ এসেন্স মিশাইয়া প্রত্যহ একবার বা ২বার কেশে প্রয়োগ করিলে কেশের চিক্কণতা বৃদ্ধি হইবে, অকাল পক্বতা নিবারিত হইবে, মনেরও প্রফুল্লতা জন্মিবে।

Best Camphor Balls.

উৎকৃষ্ট ক্যাম্ফর বল্‌।

ইহা অতি উপকারী বিক্রয়োপযোগী জিনিষ, কোন স্বদেশী ক্যাম্ফরবল এ পর্য্যন্ত এদেশে বাহির হয় নাই।

হাতে আগুণে বাত, বাহুলতায় অমসৃণতা ও কোমলত্ব না থাকিলে, বাহু যুগলের সৌষ্ঠব থাকে না। ক্যাম্ফরবল ব্যবহারে হাতের তলের আগুণে বাত, অমসৃণভাব দূর হইবে এবং হস্ত সুশ্রী হইবে। ইহা মহিলা-গণের আদরের সামগ্রী এবং উপকারী ঔষধ।

স্পারমাসেটী—২ আউন্স

রিফাইন্‌ড্‌ হোয়াইট ওয়াক্স

বা পরিষ্কৃত শ্বেত মোম—২ আউন্স

সুইট অলিভাও তৈল

বা মিষ্ট বাদাম তৈল—॥॰ পাইট

মৃদু আলে দ্রবীভূত করিয়া ইহাতে কর্পূর চুর্ণ ১ আউন্স, এবং বালসম্‌ অফ্‌ পেরু ১ ড্রাম মিশাইয়া বলের মত করিবার জন্য ছাঁচে ঢালিতে হইবে, তাহার পর [illegible] বিক্রয়ার্থ বাজারে দিতে হইবে। ডাক্তারখানাতেও বিক্রয় হইতে পারিবে। ইহা Chapped Hands এবং হাতে ঘর্ষণ করিতে হয়।

Home Industry.

আউচ ফুল।

আজ পাঠকগণকে একটা কাজ শিখাইব। সাদা থান কাপড়ে ছাপার পাড় অনেকে দেখিয়াছেন, অনেক পশ্চিম দেশীয় লোকেই এই কাজ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, বাঙ্গালী কেহ এই কাজটী করে না। কিন্তু ইহা একটী বেশ লাভজনক কাজ, পল্লীগ্রামের অনেক বেকার যুবক সামান্য পুঁজি ও কায়িক পরিশ্রম করিয়া স্বহস্তে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন। কিন্তু এই কাজটী শিখিবার পূর্ব্বে আগে ইহার আবশ্যকীয় মাল মসলার কথা কিছু বলিতে চাই।

আউচ ফুল বা মালঞ্চ ফুল।

আউচ গাছকে পূর্ব্ববঙ্গের লোকে মালঞ্চ গাছ বলে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের নানাস্থানে আউচ ফুলের গাছ বিনা যত্নেও জন্মিয়া থাকে দেখিয়াছেন, বসন্তের প্রারম্ভে ইহার সাদা সাদা বোঁটা লম্বা পুষ্পরাজি প্রস্ফুটিত হইয়া সৌরভে দীগন্ত আমোদিত করিয়া তুলে, ইহা বড় সুন্দর সৌরভময়। এই আউচ ফুলের মূল হইতে থান কাপড়ের পাড় করিবার জল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

দেশীয় কারীকরগণের প্রক্রিয়া।

এই আউচ ফুলের মূলের ছালগুলিকে ছাড়াইয়া ইহারা ঢেঁকিতে কুটিয়া চুর্ণ করে, তাহার পর গরম জলে সিদ্ধ করিতে থাকে ৴২ সের আন্দাজ জলে ৵১ সের আউচ ফুলের ছাল সিদ্ধ করিতে করিতে ৴১

আয়ত্ত থাকিবে, সেই সময় রাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে। এই হইল রঙ্গের মূল। এক মজা এই যে কোন কাপড়ে যদি ফট্‌কিরির জলের ছাব দিয়া থাও, তাহা হইলে সেই ছাপ শুখাইয়া যাইলেই পুনরায় পরিস্কার জলে ধৌত করিয়া ঐ কাপড় থানকে আউচের জলে সিদ্ধ করিয়া লইলেই ফট্‌কিরির ছাপা পাড়গুলি পাকা লাল হইয়া যাইবে। আবার লৌহ বা হিরাকসের জলে ছাপ দিয়া যদি পূর্ব্বোক্ত প্রক্রিয়ায় আউচের জলে ফুটান যায়, তাহা ছাপা গুলি ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ হইয়া যাইবে। কোন পাড়ে যদি ফট্‌কিরি এবং লৌহের ছাপ একত্রেই দিয়া পূর্ব্ব প্রক্রিয়া মত আউচের জলে ফুটান যায়, তাহা হইলে একেবারেই লাল ও কাল ফুল পাতা প্রভৃতি হইতে পারে। বকম, খদির, প্রভৃতির রংএর জলও দেশী কারিকরগণ করেন বটে, কিন্তু আউচের রং স্থায়ী এবং পাকা অধিক, ইহা তাহারা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করে। সুতার কাপড়ে ছাপ দিতে যেমন আউচ মূল উপযোগী, রেশমী কাপড় যথা গরদ তসর এবং পশমী কাপড়ের জন্য মঞ্জিষ্টার মূলও সেইরূপ উপযোগী।

রেশমী কাপড়ে রং করিতে হইলে আউচের ন্যায় মঞ্জিষ্টারও রঙ্গের জল প্রস্তুত করিতে হয় এবং ঠিক পূর্ব্ব প্রক্রিয়া মতই রেশম বা তসরের কাপড়ের উপর লোহার জলের ছাপ দিয়া মঞ্জিষ্টার জলে সিদ্ধ করিলে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হইবে এবং ফট্‌কিরির জলে ছাপ দেওয়া অংশগুলি লাল হইবে।

দেশীয় কারিকরগণ বাজারে অনেক কাপড় খরিদ করিয়া ছাপ দিয়া ৩.৪ দিবস পরে পরিস্কার নদীর বা পুকুরের জলে কাচিয়া থাকে, ইহা দ্বারা অতিরিক্ত এবং অসংলগ্ন রং গুলি উঠিয়া যায়, তাহার পর সুতার কাপড় হইলে আউচ মূলের এবং রেশম তসর হইলে মঞ্জিষ্টার জলে সিদ্ধ করে।

এইত কাজ, দেশে বৃক্ষলতাদি হইতে দেশীয় কারিকরগণ এইরূপে পাকা রং করিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিত। এখন বিলাতি ছাপার নানাপ্রকার পাকা রংএর ছিট্ আসিলেও সেকালের ছাপা কাপড় এখনও অনেকে সখ করিয়া পরিয়া থাকেন। নামাবলীর এখনও বেশ আদর আছে। বিলাতে ছিট প্রভৃতির যেমন উজ্জ্বল রং ও ছাপা, দেশী রঙ্গে সেরূপ উজ্জ্বল হয় না বটে, কিন্তু রং দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। দেশের লোকে যদি দেশের ছাপা কাপড় সখ করিয়াও এখন দুই এক খানা না পরেন, তাহা হইলে এই কাজগুলি দেশ হইতে একেবারেই লুপ্ত হইয়া যায়, কথা এই আর কি। যাক্ আর একটা কথা বলিয়া এ প্রবন্ধটা শেষ করিতে চাই। এই কাজ করিতে হইলে এন্‌গ্রেভার দ্বারা কাষ্ঠের ছাপার ব্লক প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। একখানা চৌকী পাতিয়া তাহাতে ২।৩ পুরু কাপড় এক এক খানিকে একবারে চৌকির ৪ কোণের সহিত ৪টী পেরেক দিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। এইটী যেন প্যাডের মত হইল, ইহার উপরে থান কাপড়ের কিনারাটী অকুঞ্চিত ভাবে হাতে করিয়া ধরিয়া রাখিয়া ব্লক বা ছাপাটাকে উবুড় করিয়া ফট্‌কিরি, বা হিরাকসের জলে সিক্ত করিয়া থান কাপড়ের কিনারায় ছাপটা বসাইয়া দক্ষিণ হাত দ্বারা ব্লকের উপর চাপ দিলেই কাপড়ে ছাপ পড়িবে। কিন্তু সে ছাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সেই অদৃশ্যমান ছাপা আউচ বা মঞ্জিষ্টার জলে ফুটালেই রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অভিষ্ট ছাপা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। আজ তবে এই পর্য্যন্ত থাক্।

বেশ বিন্যাস।

সে কালে আমাদের দেশে প্রাচীন বেশবিন্যাসের বিবিধ প্রকার উপকরণ ছিল, কুমকুম্ কস্তুরী প্রভৃতি। এখন ভারতমহিলাগণ নানা প্রকার আমদানী দ্রব্যে মুখশ্রী বৃদ্ধির জন্য ব্যস্ত, বলা বাহুল্য, সেগুলি ইষ্টকর নহে বরং অনিষ্টকর। যাঁহাদের অনুকরণে আমাদের গৃহলক্ষ্মীগুলিকে আমরা অনিষ্টকর দ্রব্যগুলি ব্যবহার করাইয়া অকালে মুখশ্রী নষ্ট করিয়া দিই, তাঁহাদের মনিষীগণ ইহা ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন না। একজন ইংরাজ কবি বলিয়াছেন।

"A woman's face painted with nature's own hand."

রমণীর মুখকে রং দিয়া পেন্ট্ করিবার আবশ্যক নাই—স্ত্রীলোকের মুখ স্বভাবের নিজ হস্তেই সুচিত্রিত। খোদার উপর খোদকারী করিতে যাইলেই বিপরীত ফল। মুখে পাউডার মাখিয়া সং সাজা কি বিড়ম্বনা! সরলতা, লজ্জা, মধুর হাসা, হৃদয়ের শান্তি এবং পবিত্রতা ইহাই নারীর ঢল ঢল মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হইয়া যে সৌন্দর্য্য বিকাশ করে, কৃত্রিম সৌন্দর্য্য সে সৌন্দর্য্যের নিকট নগণ্য। যে নারী তাহা বুঝে না, যে স্বামী সে সৌন্দর্য্য কখন দেখে নাই, তাহার কোন জ্ঞানই নাই। এই কৃত্রিম সৌন্দর্য্য প্রয়াসীগণের জন্য দেশের অনেক অপব্যয় বৃদ্ধি হইয়া দেশের দীনতাই বৃদ্ধি হইতেছে। হায় হতভাগ্য দেশবাসী!

সর্প দংশনের প্রতিকার।

—:*:—

বাঁকুড়া হইতে শ্রীযুক্ত ফকিরেশ্বর সেন সর্প দংশনের কয়েকটা ঔষধের তালিকা পাঠাইয়াছেন। সাধারণ গাছ গাছড়া হইতে সেইগুলি সংগৃহীত হইতে পারে। তাহার ফলও তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

১। শ্বেত করবীর মূল বা শিকড় (উহা বিষাক্ত) পূর্ণ মাত্রা এক সিকি (ওজন) প্রথম অবস্থায় বেশী খাওয়ান খারাপ। প্রথম অবস্থায় শ্বেত করবীর শিকড় বাটিয়া ৵০ আনা (ওজন) করিয়া যতটুকু রস হইবে ততটুকু খাওয়াইতে হইবে। অথবা ৵০ আনা ওজন রস খাওয়াইলে যথেষ্ট হইবে।

২। কার্পাস পাতার রস—রোগী যে কোন অবস্থাতেই থাকনা কেন, কার্পাস পাতার রস একপোয়া মাত্রায় খাওয়াইতে হয় (বিষ নয়)। যত খাওয়াইতে পারা যায়, ক্রমাগত খাওয়াইতে হয়।

৩। ঈশ্বর মূল বা শিকড়—ঈশ্বরের শিকড় বাটিয়া তাহার রস দুই তোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়।

৪। বিশল্যকরণী বা আয়া পান—বিশল্যকরণী বা আয়া পানের পাতার রস একতোলা মাত্রায় খাওয়াইতে হয়।

ঔষধগুলি প্রয়োগ করিবার কালীন একটীর পর আর একটী প্রয়োগ করিবে না। এক একটী ঔষধ প্রত্যেক তিন তিন ঘণ্টা অন্তর প্রয়োগ করিতে হইবে। ঔষধগুলি এথানে কোন এক ভদ্রসন্তানের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও তাঁহার অনুমতিক্রমে আমি সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ প্রচারে প্রয়াসী হইয়াছি। উহাতে অনেকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

গৃহস্থ।

নিশ্বাস ও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া।

সাধারণতঃ শেষ নিশ্বাসের সহিত প্রাণবায়ু বহির্গত হইলেই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হয় এবং মানুষের মৃত্যু হয়। কিন্তু কথনও কথনও এরূপ দেখা যায় যে, প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার পরও কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন অব্যাহত থাকে প্রভৃতি মৎস্য ধরিয়া অনেক প্রাণীকে কাটিয়া ফেলিবার পরও কিছুকাল তাহা হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতে থাকে, ইহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সংপ্রতি ইংলণ্ডের অন্তর্গত লিটাম শায়ারে একটি স্ত্রীলোকের সম্বন্ধেও এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ঐ স্ত্রীলোকের নাম কুমারী কেনি আন গডক্রে। তাহার বয়স ৫৫ বৎসর। সে একদিন সাংসারিক কার্য্য করিতে করিতে সহসা পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া যায়। চিকিৎসক আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখেন যে, তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তিনি স্থির করিলেন যে, কুমারী গডক্রের মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইলেও হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বন্ধ হয় নাই। তখন তিনি কৃত্রিম উপায়ে তাহার নিশ্বাসের কার্য্য করাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হইল না। অজ্ঞান হইবার ১৬ ঘণ্টা পরে তাহার হৃৎপিণ্ডের কার্য্য বন্ধ হইল। এই ষোল ঘণ্টাকাল তাহার নিশ্বাস বন্ধ হইয়াছিল, অথচ সে মরে নাই। এরূপ ঘটনা প্রায় দেখা যায় না।

মেদিনীপুরে দুগ্ধাগার।—নাড়াজোলের রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খাঁ বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে ন্যায্য মূল্যে খাঁটি দুগ্ধ সরবরাহ করিবার জন্য দুগ্ধাগার স্থাপিত হইয়াছে। মিঃ জে বসু ও একজন পশু চিকিৎসাবিৎ কর্ত্তৃত্বের ভার পাইয়াছেন। রাজা তাঁহার নিজের উৎকৃষ্ট গাভীগুলি দিয়াছেন এবং অনেকগুলি দেশী ও পশ্চিমে গাই রাখা হইয়াছে।

পোষ্টাফিসের রহস্য।

(১)

জনৈক ভদ্রলোক পত্রান্তরে লিখিতেছেন, দুনিয়ার সমস্ত কাজেই একটুও রস ভাব আছে, কিন্তু ডাকঘরের নীরস কার্য্যে রস ভাবের বড় একটা প্রাচুর্য্য দেখা যায় না কখনও দেখি নাই। সম্প্রতি একটা ব্যাপারে কিন্তু হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় কোন ভদ্র লোককে এক খানি পত্র লিখিয়াছিলাম, প্রায় ২ মাস পরে পত্র খানি অসংখ্য ছাপ মারা অবস্থায় ফিরিয়া আসিল, তাহার উপর পৃথক্ পৃথক্ হস্তাক্ষরে লেখা আছে, "Deceased—present address is not known" "মালিকের মৃত্যু হইয়াছে, বর্ত্তমান ঠিকানা জানা নাই।"

(২)

এক ভদ্রলোক জলযোগে বসিয়াছেন, পাশে তরুণী ভার্য্যা পাখা হস্তে ব্যজন করিতেছেন। ভদ্রলোকের হঠাৎ 'বিষম' লাগিল, ভার্য্যা বলিয়া উঠিলেন ষাস্! ষাস্!

ভদ্রলোকটী সামলাইয়া বলিলেন, আমাকে কি গরু ঠাওরাইলে? ভার্য্যা সস্মিত মুখে বলিলেন—এও কি কথা? তা হলে শিং থাকিত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পরিচারিকা।—মহারাণীর ৬৩ বৎসর রাজত্বকালে ৩৯টি মাত্র পরিচারিকা নিয়োজিতা হইয়াছিল। তাঁহার জন্য ৮টি পরিচারিকা দিবারাত্রে কাজ করিত, সকল সময়ে দুইটিকে তাঁহার নিকট থাকিতে হইত। সংবাদপত্র পড়িয়া শুনান, বৈকালে গাড়ীতে সঙ্গে যাওয়া, সন্ধ্যাকালে তাঁহার সহিত খেলা তাহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। বাৎসরিক ৩০০ পাউণ্ড প্রত্যেকের বেতনের অধিকাংশ বেশ ভূষায় ব্যয় করিতে হইত। কারণ একই পোষাক তাহারা প্রত্যহ পরে, মহারাণীর তাহা পছন্দ হইত না। বিবাহকালে তাহাদের ১০০০ পাউণ্ড যৌতুক দেওয়া হইত। বিবাহের পর কার্য্যত্যাগকালে তাহাদের চাকরীর চাপরাস্ স্বরূপ মহারাণীর আলোকচিত্র সহ হীরকখচিত ক্রস্ ফেরত দিতে হইত না।

ইংলণ্ডের বালককে মাদক দ্রব্য বিক্রয়।

ইংলণ্ডের বালককে মাদক দ্রব্য বিক্রয় আইনানুসারে নিষিদ্ধ। কোন দোকানদার বালককে তামাক, চুরুট, সিগারেট, মদ বিক্রয় করিলে তাহাকে দণ্ডনীয় হইতে হয়। 'It is unlawful to sell cigarettes, cigarette-papers, tobaco rolled up in paper, tobaco leaves...to a person who is apparently under sixteen, Penalty for 1st offence fine not exceeding 40 shilling, 2nd offence £5, subesequent offences not excending £10, অর্থাৎ ১৬ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে তামাক, সিগারেটাদি বিক্রয় করিলে বিক্রেতার ১ম অপরাধের জন্ত ৪০ শিলিং, ২য় অপরাধে ৫ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ৭৫৲ পরবর্ত্তী সমস্তবার ১০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত জরিমানা দিতে হয়।"

এদেশে সেরূপ কোন আইন নাই। সেই জন্ত পানওয়ালা ও দোকানদারগণ অবাধে এই সকল মহানিষ্টকর মাদক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দীন ভারত সন্তানগণের জীবন অকালে বিপন্ন করিয়া দিতেছে। তাহা দেখিলে বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইতে হয়। সুলভে সিগারেট এবং বিড়ী প্রচলন হওয়াতে আরও সর্ব্বনাশ হইতেছে, সম্রান্ত লোকের ছেলে হইতে সামান্ত মজুরের সন্তানও বাদ যাইতেছে না। আমরা দেখিয়াছি, ভিক্ষুক বালক ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল বিক্রয় করিয়া সিগারেট কিনিতেছে, পল্লী ও সহর সমভাবেই আক্রান্ত হইয়াছে, রাখাল বালকগণ মাঠে সিগারেট লইয়া যাইয়া সুখে ধূম পান করিতেছে, বাবু, মনিব চাকর, ঠাকুরাণী সকলেই সিগারেট এবং বিড়ী প্রেমে মাতোয়ারা, এই সব আদর্শ দেখিয়া কোলের শিশু সন্তানও হাত বাড়াইয়া থাকে, ঠিকই অনুকরণ করিতে চায়, পাইলে ২টান দিতেও ছাড়ে না। এ সকল আমাদের সাহেবী আনার সুফল সন্দেহ নাই। আমরা ত মরিয়াছি। আমাদের পদার্থ নাই, বিত্তালয়ের বালকগণের মধ্যে প্রায় শতকরা ৯০ জনেরও অধিক এই ধূমপানের অপরাধী। হুকা কল্কে নয় যে আড়ম্বরে লোকের চক্ষে পড়িবে। গোপনে পকেটে যায়, অনায়াসে দেশলাই জ্বালিয়া ১ মুহূর্ত্তে চতুরাঙ্গুলি মাত্র সিগারেট বেমালুম ভস্মীভূত হইয়া ধূমাকারে নাসারন্ধ্র দিয়া বাহির হইয়া যায়, কেহ টেরও পায় না। এই জন্ত শিশু সমাজে সিগারেটের ভয়ানক আদর। কিন্তু ইংলণ্ডের ও ভারতের বালকের প্রাণে কি কোন পার্থক্য আছে—কিছুই না।

আমরা একই ন্যায়বান প্রজাবৎসল সম্রাটের প্রজা—তাঁহার নিকট ইংলণ্ডের এবং ভারতের প্রজার সন্তান সমান সন্দেহ নাই। তবে এদেশের শিশু ও বালকগণের জীবন রক্ষার জন্ত সেরূপ কঠোর আইন কেন হয় নাই? আমাদের দরিদ্র দেশ, তাহার উপর আমরা প্রায় হিতাহিত জ্ঞান শূন্ত, বিলাসিতার গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিতদিগকে রাজা রক্ষা না করিলে আর কে রক্ষা করিবে? আমরা বিলাসের মত্ততায় জ্ঞান কাণ্ড হীন—আমাদের জন্তই এইরূপ আইন হওয়া উচিত। ব্যাপারটা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, ইহার একটা বিহিত বিধান আর না হইলেই নয়। আশা করি, আমাদের পরম শ্রদ্ধাস্পদ গবর্ণর বাহাদুর আমাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিবেন। আর যে দেখিতে পারা যায় না।

আমরা অনুকরণের দাস, এই মহানিষ্ঠকর সামগ্রী আমরাই আমাদের সংসারে সুপরিচিত করিয়াছি, দোষ আমাদেরই—কিন্তু আমাদের ত জ্ঞান নাই, তাই রাজার দৃষ্টি আবশ্যক। গ্রামে গ্রামে গুলির আড্ডা বসিয়াছে, গোপনে গুলির ব্যবসা চলিতেছে, কত সম্রান্ত বংশের সন্তান এত দূর খারাপ হইয়াছে যে, লোকে তাহাদের ভয়ে সশঙ্কিত, ইহারা গ্রামবাসীকে ঘরে আগুন দিয়া পোড়াইয়া মারিতে চায়—ভয়ে কেহ কিছু বলে না। হে মহান্ তুমি দেশের শাসনকর্ত্তা, এই সকলের প্রতিকার করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন কর, ইহাই প্রার্থনা।

কৃত্রিম মোম প্রস্তুত প্রণালী।

একটা বেশ গ্লাসষ্টপার্ড বোতল সংগ্রহ করিয়া তাহাতে ২ পাউণ্ড অর্থাৎ ৵১ সের নারিকেল তৈল দিয়া অ্যাসিড্ মিউরেটীক প্রায় ১ আউন্স আন্দাজ দিয়া বোতলটাকে বন্ধ করিয়া রাখিয়া ৪।৫ মাস শীতলস্থানে রাখিয়া দিলে তৈলটা জমিয়া ঠিক মোমের মত হইয়া যাইবে। বোতলের মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিতে হয়, যেন বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে।

রেশম পরিষ্কারের উপায়।

দেশী কুমড়া কাটিয়া তাহার জলে রেশম নির্ম্মিত দ্রব্য কাচিলে পরিষ্কার হইয়া যায়।

রবারের ছিপিতে ছিদ্র করিবার সহজ উপায়।—রবার কর্কে ছিদ্র করিতে বড়ই কষ্ট পাইতে হয়। সময়ে সময়ে ছিদ্র করিবার যন্ত্র এক পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া পড়ে এবং ছিদ্রও সোজা হয় না, বক্র হয়। যদি ছিদ্র করিবার "পঞ্চ"তে ও রবারের ছিপিতে সামান্ত এমোনিয়ার জল ঢালিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ছিদ্র করা সহজ হয় এবং ছিদ্রও বেশ পরিষ্কার হয়।
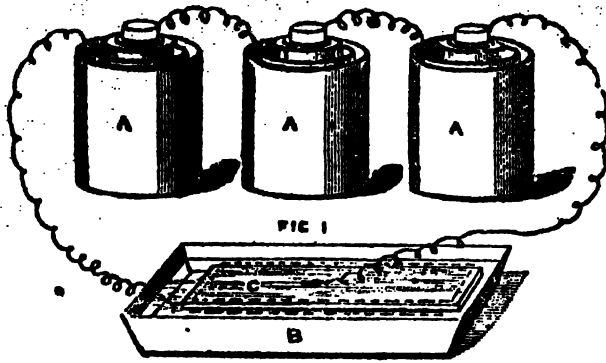
Electroe-plating.

গিল্টির কাজ।

পাঠক বোধ হয় বিস্মৃত হয়েন নাই যে, ইতি পূর্ব্বে গিল্টীর কাজ শিক্ষা দিয়া ছিলাম। এখনও কোন কোন পাঠক পড়িয়া ভাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, বলিতেছেন, ব্যাটারীর সহিত যোগ করিয়া কেমন করিয়া গিল্টী করিবার দ্রব্যাদি রাখিতে হয়? সেই জন্ত নিম্নে পুনঃরায় ব্যয় বাহুল্য করিয়া চিত্র দ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিলাম। এখন এই চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন। গিল্টী করার সমস্ত কথাই ইতি পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

চিত্রের প্রতি দৃষ্টি করুন।

A চিহ্নিত তিনটী শেল বা ব্যাটারী। তাড়িতের শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্ত অনেক সময় ২।৩।৪ পর্য্যন্ত শেল্ দিয়া পরস্পরে যোগ করিয়া দিতে হয়। ইহা কেমন করিয়া যোগ করা হয়, সে কথা ইতি পূর্ব্বেও বুঝাইয়াছি। তাহার পর দেখুন দক্ষিন ধারের সর্ব্ব শেষ ব্যাটারী হইতে রেশম মণ্ডিত তার আসিয়া একটা B ডিসের উপর পড়িয়া আছে, ইহার মুখে এক খণ্ড সোনা বা রূপার গিল্টী করিতে হইলে রৌপ্য বান্ধা আছে, ডিসটার পূর্ব্ব কথিত সায়নাইড্ গোল্ডের লোশন দেওয়া আছে। তারে বান্ধা সোনা যেমন ক্ষয় হয়, অমনি সায়নাইড গোল্ড তাঁহার সেই ক্ষতি পূর্ণ করিয়া দেয় একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাম দিকের সর্ব্ব শেষ ধার হইতে যে তারটী আসিয়াছে, যে দ্রব্য গিল্টী করিতে হইবে, সেটাকে এই তারে বান্ধা হইয়াছে, সোনা যাইয়া এই জিনিসে লাগিয়া যায়। কেমন করিয়া গিল্টী করিতে হয়, একবার মনোযোগ সহকারে পাট করিলেই সত্যাসত্য বুঝিতে পারিবেন। আজ আর অধিক বক্তব্য নাই।

কাঃ সঃ

সমালোচনা।

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত গোমাই নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ "শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল গায়ক" শ্রীবটকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনুবাদিত, এবং ৬২নং ঠাকুর ক্যাশল রোডস্থ "সনাতন" পুস্তকালয় হইতে শ্রীনিবারণ চন্দ্র সেট কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা মাত্র। গীতার বহু মূল এবং অনুবাদ আমরা পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ইহার সুললিত অথচ প্রাঞ্জল ভাষা বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। গীতার ন্যায় গ্রন্থের জটীল বিষয়গুলির এরূপ সুন্দর অথচ সরল ভাষায় বাঙ্গালা গীতা এই প্রথম দেখিলাম, এমন কি ইহা মহিলাগণেরও সহজ বোধ্য এবং সুখ পাঠ্য হইয়াছে। প্রত্যেক হিন্দুরই গৃহে সমাদৃত হওয়া উচিত। "কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ" পাঠ করিয়া বাস্তবিকই বড় আনন্দ উপভোগ করিলাম। ছাপা এবং কাগজ উৎকৃষ্ট।

উদয়সিংহ—শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ২০১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲। এখানি নাটক, রাজস্থানের মাড়োয়ারাধিপতি উদয়সিংহের চরিত্রাবলম্বনে রচিত। কোন কোন চরিত্র চিত্রের প্রয়াস বিফল হয় নাই। তবে গ্রন্থকারের "নাটক" রচনার প্রয়াস এই প্রথম বলিয়াই অনুমান হয়। কালে সফলকাম হইতে পারেন।

তোষিণী—১৩২০ সাল, শ্রাবণ সংখ্যা। কি ছাপায়, কি প্রবন্ধ নির্ব্বাচনে, কি চিত্রে "তোষিণী" বালক বালিকার চিত্তাকর্ষণে সক্ষম হইতেছেন। সখা ও সাথির পরে এরূপ বালক বালিকার সুখপাঠ্য মাসিক আজ পর্য্যন্ত বাহির হয় নাই। তোষিণী চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৷০। ঢাকা ১০ নং অশোক লেন হইতে প্রকাশিত।

আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ—১ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, দীর্ঘ জীবন এবং চিকিৎসা বিষয়ক মাসিক পত্র। শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ গুপ্ত কাব্যতীর্থ সম্পাদিত, এবং ঢাকা আর্য্য ভৈষজ্য নিকেতন হইতে প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র। এখানি আয়ুর্ব্বেদ বিষয়ক মাসিক পত্র "মঙ্গল" রসগ্রন্থে মতান্তর, দীর্ঘায়ু, প্রাচীন ভারতের স্বাস্থ্য-তত্ত্ব, স্বপ্নপ্রসঙ্গ এবং মৃগনাভী এই কয়টী বেশ গবেষণা পূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। যে কয়েক সংখ্যা আয়ুর্ব্বেদ বিকাশ পাইয়াছি, তাহা পাঠে আনন্দিত হইয়াছি। এইরূপ মাসিক পত্রের যতই প্রচার বৃদ্ধি হইবে, দেশের ততই মঙ্গল হইবে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

কয়েকখানি নূতন সংবাদ।

দর্পণ—১৪৭নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে বহু সুন্দর সুন্দর হাফ্টোন, দৃশ্যাবলী, বড় বড় লোকের প্রতিকৃতি প্রভৃতি ছবি দিয়া অতি সুন্দর কাগজে ছাপা হইয়া বাহির হইতেছে। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা, নগদ মূল্য ৵১০ এরূপ বাঙ্গালা সাপ্তাহিক আর নাই, কখন বাহিরও হয় নাই। সুন্দর আকার, বিষয় নির্ব্বাচনও চিত্তাকর্ষক। বাজে কথা নাই। যেন একটা পবিত্রতা মাখান বলিয়াই বোধ হয়। সুন্দর কাগজ।

পরিচারক—দ্যাহিক সংবাদপত্র, প্রতি মঙ্গলবার ও শুক্রবার প্রকাশিত হয় ৭৪।১ শ্যাম পুকুর ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা

সংবাদ পত্রের ক্ষেত্রে ইহাও এই নূতন। সপ্তাহে ২দিন প্রকাশিত হয় এমন কাগজ বাঙ্গালা ভাষায় এই নূতন। বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা, রাজ সংস্করণ ৪ টাকা। কাগজের আকার ভাল, উলটাইয়া পড়িতে ঘরে আগুণ লাগিবার সম্ভাবনা মাত্র নাই, ৪ শিট্ কাগজ মফঃস্বলের সংবাদ বেশ উপাদেয় ধরণে ছোট ছোট প্যারাগ্রাফে প্রকাশিত হয়। নিশ্চয়ই ৪।৫ হাত লম্বা বিরক্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় না, বহু জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে থাকে, বেশ কাগজ হইয়াছে। মাসিক পত্রিকায় সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ হয়ত নিশ্চয়ই অপরাধ জনক, কিন্তু কাগজ খানি আকার প্রকার ভাল একথা না বলিয়া থাকা যায় না। ত্রুটী হইলে, তাহা ক্ষমার্হ। হইলামই বা আমরা ক্ষুদ্র মাসিক পত্র, নূতন সহযোগীদের দীর্ঘজীবন কামনাতেও দোষ নাই, যেহেতুক আমরা ব্রাহ্মণ।

Health and Hygine.

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

বৈজ্ঞানিক প্রবরপ্রফেসার পার্কার (Parker) বলেন,—As we place more confidence in nature and less in the preparations of the apothecary, mortality diminishes. অর্থাৎ আমরা ডাক্তারের ঔষধ অপেক্ষা প্রকৃতির উপর যদি বেশী নির্ভর করি, তাহা হইলে মৃত্যুসংখ্যা হ্রাস পাইবে।

ড্রাইডেন বলিয়াছেন—

> Better to hunt in fields for
> health unbought,
> Than fee the doctor for,
> his noxious drought.

অর্থাৎ বরং জঙ্গল ঘুরিয়া বিনামূল্যে স্বাস্থ্য লাভ করা ভাল তথাপি কি দিয়া ডাক্তারের বিস্বাদ দুর্গন্ধময় ঔষধ ব্যবহার করিতে নাই।

শারীরিক বা মানসিকই হউক, আহারান্তে ভরাপেটে কোন প্রকার পরিশ্রমই উচিত নহে। ঐ সময় রক্ত ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে নিযুক্ত থাকে বলিয়া পরিশ্রমজনিত শরীর ও মস্তিষ্ক তন্তু ইত্যাদির অতিরিক্ত ক্ষয় পূরণে সম্পূর্ণ সমর্থ হয় না। আহারাদির পর মানসিক পরিশ্রম করিলে রক্ত চিন্তাশক্তির সাহায্য করিতে যায় বলিয়া অনেক সময় ভুক্তদ্রব্য পরিপাকে ব্যাঘাত জন্মে; আহারান্তে অনেকটা ভুক্ত জিনিস পরিপাকে নিযুক্ত থাকে বলিয়াই তৎকালে শরীর কতকটা অবসন্ন হইয়া পড়ে।

জরাতথ্য।

পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ চির যৌবন লাভ করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন, কাম ক্রোধাদি রিপুর বশীভূত হইও না, কারণ ঐ সকল রিপু অতি শীঘ্র মানবের যৌবন নষ্ট করিয়া থাকে। কোন চিকিৎসক বলেন, আহার নিদ্রা ব্যায়াম প্রভৃতি নিয়মিত হইলে জরা সহজে কাহাকেও আক্রমণ করিতে পারে না। কোন চিকিৎসক বলেন—তুমি বৃদ্ধ হইতেছ, একথা কখনও চিন্তা করিও না; আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, এই চিন্তা যাহার হৃদয়ে অহর্নিশি জাগরুক থাকে, সে যৌবনেই বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। কোন কোন বৈজ্ঞানিক বলেন, মানবের অন্ত্র মধ্যে এক প্রকার জীবাণু উৎপন্ন হইয়া তাহার যৌবন নষ্ট করিয়া দেয়। প্রত্যহ দধি ভোজন করিলে সেই জীবাণু ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, সুতরাং যদি চির যৌবন লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রত্যহ দধি ভোজন কর। সংপ্রতি একজন ইংরাজ দার্শনিক যৌবন রক্ষার এক নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, আহার বিহারের উপর মানবের যৌবন বা জরা নির্ভর করে না। বার্দ্ধক্য শারীরিক অবস্থা নহে, উহা মানসিক অবস্থা। মানস ক্ষেত্রে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে অবশেষে শরীরে উহার লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদি বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা না কর, তবে যাবজ্জীবন প্রেমে মগ্ন থাক। তিনি বলেন যে, যতদিন মনে প্রেম প্রবল থাকে, ততদিন বার্দ্ধক্য তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। যদি যৌবনে একটি রমণীর প্রেমে সন্তুষ্ট হইয়া থাক, তাহা হইলে শীঘ্রই তুমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িবে, কারণ একটি রমণীর প্রতি চিরকাল সমান অনুরাগ থাকিতে পারে না; সুতরাং তোমার প্রেম-কুঞ্জবনে নিত্য নব কামিনী কুসুম ফুটাইবার চেষ্টা কর। আর যদি বৃদ্ধ হইতে তোমার আপত্তি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যহ তোমার পত্নী বা প্রণয়িনীর কর্ণ কুহরে নূতন নূতন প্রেম গাথা গান করিতে থাক। মোটের উপর সারা জীবনটা কেবল প্রেম করিয়াই যাও, দেখিবে তোমার যৌবন চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকিবে। প্রেমের রাজ্যে জরা নাই, তুমি নিত্য প্রেমরাজ্যে বিরাজ কর, জরা তোমাকে আক্রমণ করিতে পারিবে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বোধ হয় এই তত্ত্ব অবগত ছিলেন। ষোল শত গোপিনীর প্রেমে দিবারাত্রি মগ্ন থাকিতেন বলিয়াই বুঝি তিনি জরাদ্বারা আক্রান্ত হন নাই, চিরকালই দুধের গোপাল নন্দ-দুলাল নটরাজ ছিলেন।

নানা কথা।

শব্দহীন বারুদ।

Noiseless Gun Powder.

শব্দহীন বারুদ আধুনিক আবিষ্কার নহে—বহু পূর্ব্বেও লোকে জানিত। ভারতের লোকেও জানিত। সেকালে বারুদ নাম ছিল না বটে, কিন্তু শুক্রাচার্য্যের শুক্র নীতিতে দুর্গ দ্বারে নালিক আগ্নেয় অস্ত্র স্থাপনের ব্যবস্থা দেখা

রায়। দশরথ শব্দভেদী নীরব অস্ত্র দ্বারা অন্ধ মুনির পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন। Benvennto Callini তাঁহার জীবন চরিত্রের ৩য় খণ্ডে নিজে লিখিয়াছেন, "when suffering from fever in Ferarah he cured himself by eating Peacock and that he procured himself the birds surriptitiously by shooting them with powder invented by him that made no noise." সুতরাং বহু পূর্ব্বে যে ইহা আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই।

রামপুরহাটে দুগ্ধের কারবার।

রামপুরহাটে দুগ্ধের বড়ই অভাব ছিল। টাকায় আটসের দুগ্ধ, তাহাও আবার খাঁটি জল। এই অভাব দূর করিবার জন্য রামপুরহাটের অদূরবর্ত্তী নারায়ণপুর নামক গ্রামের একটি ভদ্রলোক স্বগ্রামে একটি গোশালা স্থাপন করেন। তিনি রামপুরহাটে একটি দোকান খুলিয়াছেন। নারায়ণপুর হইতে দুগ্ধ আনিয়া ঐ দোকানে বিক্রয়ার্থ রাখা হয়। পাকি ⁄১ সের কাঁচা দুগ্ধের দাম ৵০ আনা, ও ⁄১ সের সিদ্ধ দুধের দাম ৵১০। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ভদ্রলোকের দুগ্ধ বিশেষ আবশ্যক। এখন আর রামপুরহাটবাসীর দুগ্ধের অভাব হইবে না। আমরা অনেকের মুখে এই দোকানের দুগ্ধের প্রশংসা শুনিতেছি। এইরূপ গোশালা অন্যান্য স্থানে স্থাপিত হইলেন দেশের একটা মঙ্গলজনক কাজ হইবে সন্দেহ নাই।

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press, 71 Sankaritola lane, Calcutta.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২।৷৹ টাকা। Registered No. C. 421

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ ৯ম সংখ্যা। | New Series, September 1913. | নূতন সংস্করণ। সেপ্টেম্বর, ১৯১৩ | Vol. VII. No 9.

What to do with savings.

সঞ্চিত অর্থে কি করা উচিত।

উপার্জ্জন অনেকেই করিতে পারে, কিন্তু উপার্জ্জিত অর্থ রক্ষা করাই কঠিন কায। মানুষের চারিদিকে, উপার্জ্জিত অর্থ ছিনাইয়া লইবার এত উৎকট, উপসর্গ সমূহ বিদ্যমান যে, উপার্জ্জিত অর্থ সহজে সঞ্চিত হইবার নয়। বার্নম নামে একজন আমেরিকান বাস্তবিকই বলিয়াছিলেন যে, It is really difficult matter to save and make first thousand" অর্থাৎ ইহা বাস্তবিক সত্য কথা যে, উপার্জ্জিত অর্থ হইতে সঞ্চয় করা, বিশেষ অন্ততঃ হাজার টাকা সঞ্চয় করা অতীব কঠিন। বাস্তবিক প্রথম হাজার টাকা সঞ্চয় করা অনেকের অদৃষ্টেই ঘটে না, কিন্তু কত হাজার হাজার টাকা মানুষ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এই প্রথম হাজার টাকা করিতে পারিলে, অনেকে বহু টাকা সঞ্চয়ও করিতে পারে। আমরা "কাজের লোকে" অনেকবার দেখাইয়াছি যে, আমরা আমাদের সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য যাহা উপার্জ্জন করিয়া থাকি, তাহাতে আমাদের অনাবশ্যকীয় বহু ব্যয়ও থাকে। সেইগুলি অপব্যয়। বার্নম্, প্রভৃতি ধনকুবেরগণ বলেন যে, যদি কেহ প্রত্যহ দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া নিতান্ত অপরিহার্য্য এবং আবশ্যকীয় ব্যয় ব্যতীত, আর যেগুলি অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত, সেইগুলি অতি সাবধানে কমাইবার জন্য প্রয়াস পায়, তাহা হইলে সেই লোক সঞ্চয় করিতে পারে। আয় ব্যয়ের হিসাব দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, নিতান্ত আবশ্যকীয় খরচগুলি ব্যতীত অনেক ব্যয়ই অনাবশ্যকীয় এবং বিলাসিতার জন্য। সঞ্চয় করিতে ইচ্ছা থাকিলে, এই অপব্যয়গুলি কমাইলে বাজে খরচ কমিয়া সঞ্চয় হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অপব্যয়ী কখন সঞ্চয়ী হইতে পারে না। আমাদের মধ্যে অপব্যয়ীর সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমাদের দৈন্যদশা আসমুদ্র, আয়ে ব্যয় সংকুলানই হয় না, তা সঞ্চয় ত দূরের কথা।

যদি এই সদুপায় অবলম্বন করিয়া কেহ কিছু জমাইতে পারেন, তাহা হইলে সেই সঞ্চিত অর্থে তাহার কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য। মানুষ কিছু টাকা জমাইতে পারিলেই, সেই টাকায় সে কি করিবে, ইহা দশ জন আত্মীয় স্বজনকে জিজ্ঞাসা করে, তখন যাহার যেরূপ জ্ঞান পরামর্শ দেয়, কোন স্থলে ভালও হইতে পারে, কোন স্থলে সর্ব্বনাশও হইয়া যায়। নিজের একটা মতলব ঠিক করাও আবশ্যক, কারণ সকলে টাকার ব্যবহার জানে না, পরামর্শদাতাদের সকলে সঞ্চয়ও করিতে পারে না; সেই জন্য এরূপ পরামর্শ সাবধানে গ্রহণ করারও আব-

শুকতা আছে। সেই জন্য অভিজ্ঞ অর্থনীতিজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত। পৃথিবীর অর্থনীতিজ্ঞ ধনকুবেরের মত যে, সঞ্চিত অর্থ বসাইয়া রাখিলেই তাহা দ্বারা আর কোন আয় বৃদ্ধি হয় না। যথা "In the first place one should never allow any part of his money or property to lie idle" মানুষ বসিয়া থাকিলে যেমন অকর্ম্মণ্য হয়, টাকাকে বসাইয়া রাখিলেও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, সে টাকা বৃদ্ধি পাইতে পারে না, ক্রমে ব্যয় হইয়া সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া যায়, যদি টাকাকে সুদে খাটান যায় অথবা কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে ন্যস্ত করা যায়, তাহা হইলে সেই টাকা অবিলম্বে বৃদ্ধি হইয়া কয়েক বৎসরের মধ্যেই দ্বিগুণ ত্রিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। অধিক টাকার সুদ উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু অনেকে অল্প টাকার যৎকিঞ্চিৎ সুদের প্রতি তত মনোযোগ দেন না, সেই জন্য সঞ্চিত টাকাটা বসাইয়া রাখেন, কিন্তু তিনি যদি কোন মহাজনের নিকট টাকা ঋণ করেন, তাহা হইলে তিনি দেখিতে পাইবেন যে, ৫ বৎসরের সেই নগণ্য সুদ বৃদ্ধি পাইয়া যে টাকা প্রথমে ঋণ করিয়াছিল, তাহার ডবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং ক্ষুদ্র বড় উপেক্ষার নয়, ক্ষুদ্রের সমষ্টি দ্বারা তাবৎ বৃহৎ বস্তুরই সৃষ্টি।

সুতরাং সঞ্চিত অর্থকে কোনরূপেই বসাইয়া রাখা উচিত নয়। বসাইয়া রাখিলে সে সঞ্চিত অর্থ ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যাইবে ইহা সুনিশ্চয়।

সেই জন্যই সঞ্চিত অর্থকে রক্ষার জন্য কোন ব্যবসায় বাণিজ্যে ন্যস্ত করিতে হইবে।

এখন এই সঞ্চিত অর্থকে কোন কার্য্যে ন্যস্ত করিলে তাহা নিরাপদ, কি না, তাহাই বিষম চিন্তার কথা। অনেকে সঞ্চিত অর্থ নানাকার্য্যে ন্যস্তও করিয়া থাকেন, কিন্তু তথাপিও অনেকস্থলে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথের ভিখারী হইয়া থাকেন, এমনও দেখা যায়।

অনেকে অপরের অনুকরণে ব্যবসায় করিতে টাকা ন্যস্ত করেন, ধরুন দশ জনে ডাক্তারখানা করিয়াছেন, আমিও সেই দেখাদেখি ঔষধের দোকান করিলাম, তাঁহাদের কার্য্যের অনুকরণে কাজ করিতে লাগিলাম, কিন্তু যাহারা অধিক দিন ধরিয়া কাজ করিতেছে, তাহারা কৃতকার্য্য হইল, আমি মূলধন হারাইয়া পথের ভিখারী হইলাম। ইহার কারণ অভিজ্ঞতার অভাব, বহু দিন কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা কাজ করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের বহুদর্শিতাজনিত অভিজ্ঞতার একটা মূল্য আছে, যাঁহারা সঞ্চিত টাকা লইয়া নবব্রতে ব্রতী হইতে যান, তাঁহাদের সে অভিজ্ঞতা পারদর্শিতা এবং বহুদর্শিতা থাকা অনেক স্থলেই অসম্ভব; সেই জন্য অনুকরণকারীর ব্যবসায় বাণিজ্য সহজেই ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, ইহাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের নব্য সম্প্রদায় এইরূপেই মূল ও সঞ্চিত অর্থ নষ্ট করিয়া বসেন। যাঁহাদের অধিক টাকা, তাঁহারা নানান ব্যবসায়ে, ন্যস্ত করিয়া টাকা বৃদ্ধি করিতে পারেন এবং তাহা করিয়াও থাকেন। কিন্তু যাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ অল্প, তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ প্রথমে সেভিংস ব্যাঙ্কে ন্যস্ত করাই সঙ্গত। কারণ টাকাটা নিরাপদে থাকিতে পারে, অধিকন্তু কিছু কিছু সুদও বৃদ্ধি পায়। অর্থ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলে তখন বড় কার্য্যে ন্যস্ত করা যাইতে পারে।

যখন কাহারও ২।৩ হাজার টাকা জমে, তখন তাহার চারিদিকে অসংখ্য প্রলোভন আসিয়া জুটিয়া যায়, অসংখ্য যৌথ কারবারের অংশ বিক্রয়ের জন্য ক্যানভাসার বা দালাল আনাগোনা করে, প্রচুর লাভের কথা বলে, এই সকল প্রলোভনে অনেকে টাকা ন্যস্ত করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়েন। বিশেষ বিবেচনার সহিত এ সম্বন্ধে হিতাহিত বিচার করা উচিত, অল্প সঞ্চয়ে, অল্প আয়ে এরূপ কার্য্যে টাকা ন্যস্ত করা উচিত নয়। অনেক স্থলে এই সকল অর্থে স্পেকুলেশন দ্বারা মূলধন বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করে, সকল স্পেকুলেশন লাভজনক হওয়া দূরের কথা, আদৌ সফল হয় না। সুতরাং সেইরূপ কোম্পানী সর্ব্বস্বান্ত হইলে একজনের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ও সেই সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়।

এদেশে স্বদেশীর সময় অনেকেই যৌথ কারবারের পক্ষপাতী হইয়া অংশ ক্রয়ের জন্য টাকা দিয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় কোন যৌথ কারবারই সফলতা লাভ করিতে পারিল না। যাহারা টাকা দিয়াছিল, তাহারা এখন হতাশ হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল কারণে যাহাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম, তাহাদের সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখিয়া নিজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্য দ্বারা সেই সঞ্চিত অর্থকে বৃদ্ধি করাই বিধিসঙ্গত। বিশেষঃ অভিজ্ঞ এবং অর্থনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন, পারতপক্ষে স্পেকুলেশনের কাছ দিয়াও যাইবে না। সেরূপ সঞ্চিত অর্থের কিয়দংশ কৃষি, গার্হস্থ্য শিল্পে ন্যস্ত করিয়াও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। এদেশে অংশীদারী কার্য্য চলে না, অল্প টাকায় কাহারও অংশীদার হইতে যাওয়া বিপজ্জনক।

যাহাদের প্রচুর অর্থ, তাঁহারা বিবিধ উপায়ে তাঁহাদের অর্থ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। এ প্রবন্ধে সে সমুদয় আলোচনার উদ্দেশ্য নহে। যাহাদের সঞ্চিত অর্থের পরিমাণ কম, তাহাদের উদ্দেশ্যেই এই প্রবন্ধের অবতারণা।

অল্প টাকায় বড় ব্যবসায়ের অনুকরণ করিতে যাইয়া ব্যয় বাহুল্য হইয়া শেষে মূলধন পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। এদেশের নূতন ব্যবসায়ে ব্রতী যুবকগণ যেন একথা চিন্তা করিয়া তবে মূলধন ন্যস্ত করেন, নচেৎ সর্ব্বনাশ হইয়া পড়ে; ইহা বহু স্থানেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

Joint Stock Company.

আমাদের যৌথ কারবার।

১। এদেশের যৌথ কারবারে কেন লাভ হয় না? এদেশের যাঁহারা যৌথ কারবারের উদ্যোগী, তাঁহারা সমাজের যাঁহারা বড় লোক তাঁহাদিগকে ডাইরেক্টর করেন, তাঁহাদিগের কার্য্য পরিচালনের সক্ষমতা অক্ষমতা বিচার করেন না। এমন কি ডাইরেক্টারগণ যে কারবারের ভার লয়েন, তাহার কথা স্বপ্নেও ভাবেন কিনা সন্দেহ। এই জন্য কারবারের উন্নতি হয় না, অচিরে লোকের বিশ্বাস হারাইতে বাধ্য হইয়া পড়েন।

২। যৌথ কারবারের মাথা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ লাভ লোকসানের কোন তথ্যই রাখেন না, আফিসের কেরাণীগণ যাহা বুঝাইয়া আসে, তাহাই বুঝিয়া যান।

৩। ব্যয় বাহুল্য অধিক, লাভ লোকসানের দিকে লক্ষ্য রাখেন না, আফিস সাজান ও কেতা-দুরস্ত হইলেই হইল।

৪। খাতিরে, উপরোধে যত অকর্ম্মণ্য বখা পচা লোককেই আনা হয়। বাঙ্গালীর যৌথ কারবারে তাহারা অনায়াসে স্থান পায়, তাহার ফলে মরকং অনিবার্য্যং।

৫। পাঁচ ভূতের কাণ্ড, যখন ক্ষতি হয়, তখন সরিয়া পড়ে, জ্বালা চুকিয়া যায়। সাধারণে এসকল ব্যাপার বুঝিয়াছে, সেই জন্য বড় কেহ ডিভিডেণ্ট পাইবার প্রলোভনে আর ভুলে না। তারপর দেশের হাতটান রোগ আছে, যদি দেশের নীতি এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান বৃদ্ধি হয়, ডাইরেক্টরদের দায়ীত্ব জ্ঞান বোধ হয়, হাত টান কমে, তবে লোকে বিশ্বাস করিয়া টাকা দিতে পারে।

যৌথ কারবারের উন্নতি না হইলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতি হয় না। সভ্য পাশ্চাত্যজাতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া অংশীদারগণ যাহাতে কিছু ডিভিডেণ্ট লাভ পায়, সেজন্য প্রাণ-পণে অতি সতর্কতার সহিত কাজ করে। এদেশে যে রক্ষক, সেই ভক্ষক, এক কপর্দ্দক দিবার জন্য অনেকে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস না করিবার কারণও অনেক। গলদ এইখানে। এখন বড় বড় নামজাদা ভদ্রলোকদের নাম শুনিলে লোকে চমকিয়া উঠে। সুতরাং নাম শুনিয়াই মন প্রাণ আর বাস্তবিকই যাছিল তা অনেকে দিতে চায় না। খুবই লজ্জার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু যাহারা স্বার্থপর, তাহারা চোরার ন্যায় কথন ধর্ম্ম কথাও শুনে না। শুনিলে তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় না। অবশ্য সকল যৌথ কারবারের একরূপ অবস্থা না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণে ঠেকিয়া শিখিয়া আর ভাল মন্দ বাছিয়া উঠিতেই পারে না। কাজেই যৌথ কারবারের উপরে এক সাধারণ ঘৃণা জন্মান অসম্ভব নয়; বরং স্বাভাবিক। প্রতিকারের উপায় ঐ আগেই বলা হইয়াছে। দেশের হিতের জন্য এদেশের কেহ কিছুচ করে না, দেশ দেশ—সেটা লোক ঠকানির ফন্দি মাত্র। হা ভগবান! এদেশের সর্ব্বনাশ হইবে না ত হইবে কাহার? এত হীন নীতি আর কোন্ দেশে আছে?

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

তামার জিনিসে কলাই করা।

তামার ডেকচী ও রেকাব প্রভৃতিকে কলাই করিয়া তবে তাহাতে পোলাও, মাংস প্রভৃতি রন্ধন করা উচিত। কিন্তু কলাই চটিয়া যাইলে, কদাচ সে পাত্রে রন্ধন করা উচিত নয়। সমস্ত খাদ্য বিষাক্ত হইয়া এককালে অনেক লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। কলিকাতায় ভবানীপুরে একবার এইরূপ দুর্ঘটনা হইয়াছিল, এবং বড় বড় লোক মৃতপ্রায় হইয়াছিল এবং মরিয়াছিল; সেই জন্য পল্লীগ্রামের লোকের যাহাদের কলাই করাইয়া লইবার সুবিধা নাই, তাহাদের কলাই করা জানিয়া রাখা মন্দ নহে।

কলাই করিবার প্রণালী।

প্রথমে বাসনটীকে তেঁতুল ও বালি দিয়া মাজিয়া খুব পরিষ্কার করিয়া লইতে হয়। তাহার পর পাত্রটীকে আগুনে চড়াইয়া যখন খুব গরম হইয়া উঠে, তখন তাহাতে নিশা-দল চূর্ণ ছড়াইয়া দিয়া, সেই গরম অবস্থায় রাং দিয়া ঘসিতে হয়। যখন রাং গলিয়া পাত্রে লাগিতে থাকে, সেই সময় ন্যাকড়া দ্বারা ঐ দ্রবীভূত রাংকে বেশ সমভাবে পাত্রে লাগাইয়া দিতে হয়। গরম হইতে নামাইলে শীতল হইলেই তামার ভিতর রাং জমিয়া রূপার মতন হইয়া যায়। তখন ইহাতে রান্না হইলে আর তাম্র দ্বারা বিষাক্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। ন্যাকড়া দ্বারা দ্রবীভূত তামাটাকে চারাইয়া সকল স্থানে লাগাইবার কারণ অন্য কিছুই নহে, হাতে তাত লাগে না। এই প্রকার সহজসাধ্য পদ্ধতি দ্বারা বহু মুসলমান এই কার্য্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

How to make curd milk.

দধি প্রস্তুত প্রণালী।

দধি প্রস্তুত করিবার পাত্র ফুটন্ত জলে উত্তমরূপে ধৌত করিয়া লইতে হয়। পাত্রের গায়ে কোন প্রকার অপর জীবাণু থাকিলে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে। একটি কটাহে দুগ্ধের সহিত কিছু জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে। দুগ্ধ জ্বাল দিয়া নামাইবার সময় দেখিতে হইবে, যেন দুগ্ধে জলের ভাগ কিছুমাত্র না থাকে। অতঃপর পূর্ব্বোক্ত পাত্র ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে এক চামচে দধ্যম্ল মিশাইতে হয়। দধি প্রস্তুত করিবার জন্য যে পুরাতন দধিটুকু দুগ্ধের সহিত মিশান যায়, তাহাকে দধ্যম্ল বলে।

মাটির পাত্রে দধি পাতা ভাল। দধাম্ল মিশাইবার সময় দধাম্ল পাত্রের গাত্রে এক স্থানে অল্পে অল্পে মিশাইতে হয়। এবং অবশেষে একবার সমুদয় দুগ্ধটি সেই চাম্চে দ্বারা নাড়িয়া দিতে হয়। দধাম্ল মিশাইবার পর পাত্রটি ঈষদুষ্ণ স্থানে ঢাকিয়া রাখিলে এবং ৮ কিম্বা ১০ ঘণ্টা নাড়া চাড়া না করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে দধি বসিয়া যাইবে। মাটির পাত্রে দধি পাতিলে দুগ্ধ-স্থিত জলীয়াংশ যাহা দধি বসিবার সময় বিচ্যুত হইয়া পড়ে, তাহা পাত্রের গাত্রে শোষিত হয় এবং দধি বেশ ঘন কাটারিকাটার মত হয়।

দধাম্লব্যতীত লেবুর রস, তেঁতুল প্রভৃতি অন্য অম্ল সংযোগে দধি পাতা যায়, কিন্তু দধির অম্লে যে জীবাণু থাকে, তাহাই অধিক-তর উপকারী, সেই দধ্যম্ল দ্বারা দধি পাতাই শ্রেয়ঃ।

দধির গুণ।

দধিতে কেসিন বা ছানার ভাগ জমাট অবস্থায় থাকে বলিয়া দধি পরিপাক হইতে বিলম্ব হয়, দুগ্ধ ইহা অপেক্ষা শীঘ্র পরিপাক হইয়া থাকে। দধি কিন্তু অন্য ভুক্ত দ্রব্যে, পরিপাক ক্রিয়ার সহায়তা করে। দধি পাতিবার সময় দধাম্লের পরিমাণ অধিক হইলে সেই দধি ব্যবহারে অনিষ্ট হয় এবং এরূপ দধি খাইলে সর্দ্দি, অম্লজনিত রোগ জন্মিতে পারে। বিশুদ্ধ দধি কিন্তু পরম উপকারী আহার। ইহাতে যে জীবাণু থাকে, তাহা শরীরের অনিষ্টকারী জীবাণু-গণকে নষ্ট করিয়া শরীরের সমতা রক্ষা করে। দধিতে যে অম্ল থাকে, তাহার ইংরাজী নাম Lactic acid। এই ল্যাকটিক অম্লেরও অনিষ্টকারী জীবাণুর ক্রিয়া প্রতিহত করিবার ক্ষমতা আছে। এই কারণে দধি কিম্বা ঘোল নিয়মিত ব্যবহার করিলে দীর্ঘ জীবন লাভ করা যায়, এবং সহজে লোকে জরাগ্রস্ত হয় না। (কৃষক)

Scientific Talks.

বৈজ্ঞানিক কথোপকথন।

গুরু এবং শিষ্য।

শিষ্য। এই সংসারে নানা বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভের আবশ্যকতা আছে, আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন না।

গুরু। বিশ্বাস করি, তাহা না হইলে আমরা সংসারে থাকিতেই পারি না।

শিষ্য। কেন? অনেকেত জানে না, তাহারা কি মরিয়া যায়, সংসারে তাহারাও ত আছে।

গুরু। আছে সত্য, কিন্তু তাহারা তাবৎ জিনিসের তথ্য জানিয়া জ্ঞান অর্জ্জন করিলে বহু বিপদ হইতে রক্ষা পাইত, হিতাহিত বিচার করিতে পারিত, সভ্য নম্র হইত, ভগবানের অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশলসমূহ দেখিয়া মুগ্ধ হইত, সে একটা অপার আনন্দ। অজ্ঞান লোকে সে সুখের আস্বাদন করিতে পায় না।

শিষ্য। ঠিক। আচ্ছা বলুন দেখি, আমরা কেন বায়ুকে শ্বাস প্রশ্বাসরূপে গ্রহণ করি।

গুরু। যে হেতুক বায়ুতে অক্সিজেন নামক এক প্রকার গ্যাস আছে, তাহা জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যকীয় পদার্থ।

শিষ্য। কেন?

গুরু। যে হেতুক ইহা সহজেই রক্তের কার্ব্বণ নামক পদার্থের সহিত মিশ্রিত হইয়া কারবনিক অ্যাসিড গ্যাসের সৃষ্টি করে।

শিষ্য। জীবন রক্ষার জন্য এইরূপ সম্মিলনের কি বিশেষ আবশ্যক আছে?

গুরু। নিশ্চয়ই, যেহেতুক এরূপভাবে যে আমাদের শরীরস্থ যাবতীয় পদার্থ অহরহই পরিবর্ত্তন হইতেছে। কঠিন পদার্থ পরিবর্ত্তিত হইয়া বাষ্পাকারে পরিণত হইতেছে। সৃষ্টিকর্ত্তা এই উপায়েই যাহাতে শরীরে মহানিষ্টকর কারবন গ্যাস শরীর হইতে বাহির হইয়া যাইতে পারে, তাহার বিধান করিয়াছেন।

শিষ্য। আচ্ছা বলিতে পারেন—আমাদের শরীরে আমরা একটা উত্তাপ অনুভব করি কেন?

গুরু। অক্সিজেন এবং কার্ব্বণ একত্র মিশ্রিত হইলেই একটা উত্তাপ আপনা হইতে জন্মিয়া থাকে।

শিষ্য। অক্সিজেন এবং কার্ব্বণ একত্র মিশ্রিত হইলে তাহাকে কি নামে অভিহিত করা হয়?

গুরু। ইহাকে ইংরাজীতে বলে, কমবুস্-শন, অর্থাৎ শারীরিক পদার্থসমূহের অবস্থা-ন্তর এবং উত্তাপ দ্বারা নূতন পদার্থের উৎপাদন করা।

শিষ্য। অক্সিজেন এবং কার্ব্বণ গ্যাস একত্র মিশিলে কি হয়?

গুরু। কার্ব্বণিক এসিড্ গ্যাস।

শিষ্য। শরীরের মধ্যে আমরা নিশ্বাস গ্রহণ করিবার কার্ব্বণিক আসিড্ গ্যাস জন্মিলে সেটা কি হয়?

গুরু। আমাদের ফুসফুস সঙ্কুচিত হইলে ঐ বাতাসের সহিত মিশিয়া যায়। শ্বাস টানিলেই আমাদের ফুসফুস্ বা লাংস প্রসারিত হয়, নিশ্বাস ফেলিলেই তাহা সঙ্কুচিত হয়।

শিষ্য। কার্ব্বণিক গ্যাস বায়ু অপেক্ষা ভারী কি লঘু জিনিস?

গুরু। বিশুদ্ধ কার্ব্বন খুব ভারী জিনিস, কিন্তু কার্ব্বনিক অ্যাসিড্ গ্যাস তত ভারী নয়। কারণ নিশ্বাস লইবার সময় ইহাতে বায়ু এবং কতক অংশ অকসিজেন ও নাই-ট্রোজেনও বিদ্যমান থাকে।

শিষ্য। বাতাসে কি কি আছে?

গুরু। বাতাসে ২০ ভাগ অকসিজেন, ৭৯ ভাগ নাইট্রোজেন, এবং ১ ভাগ কার্ব্ব-নিক অ্যাসিড্ গ্যাস থাকে এবং কিঞ্চিৎ জলীয় বাষ্পও বিদ্যমান থাকে।

শিষ্য। আমরা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলে সেই পরিত্যক্ত বায়ুর অবস্থা কিরূপ হয় বলিতে পারেন?

গুরু। পারি, এই বায়ু তখন একের ছয় অংশ অক্সিজেন হারাইয়া একের ছয় অংশ কার্ব্বনিক গ্যাস গ্রহণ করিয়া ফিরিয়া আসে। যদি কেহ সেই বায়ু ৬বার মাত্র গ্রহণ ও পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাতে অক্সিজেন মাত্র আর থাকে না। তখন আর জীবন রক্ষা হইতে পারে না।

শিষ্য। বলিতে পারেন, এই দূষিত বায়ু বাহিরের বায়ু অপেক্ষা গুরু কি লঘু পদার্থ?

গুরু। এই বায়ু যতক্ষণ উত্তপ্ত থাকে, ততক্ষণ লঘু থাকে, কিন্তু শীতল হইলে ভারী হইয়া সাধারণ বায়ুর নীচে নামিয়া পড়ে।

শিষ্য। তাহা হইলে ভূমিশয্যায় যাহারা শয়ন করে, তাহাদের সেটা বিধিসঙ্গত ব্যবস্থা কি না?

গুরু। না তাহাদের এই ঘনীভূত কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাসে ঘোর অনিষ্ট হইতে পারে, সেই জন্য বিছানাটা ভূমি হইতে অন্ততঃ ২ ফুট উচ্চ হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

শিষ্য। কারণ?

গুরু। কারণ রাত্রে আমরা গৃহ দ্বার অবরোধ করিয়া শয়ন করি, বহির্বায়ু প্রবেশ করিতে পারে না; সমস্ত কার্ব্বণ গ্যাস ঘনীভূত হইয়া ভূমির উপর ভাসমান থাকে, লোকে সেই গ্যাসে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া কখন কখন মৃত্যুমুখে ও পতিত হইয়া থাকে।

শিষ্য। ঠিক কথা, বলিতে পারেন, কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস কোথা হইতে উৎপত্তি হয়?

গুরু। ইহারা অধিকাংশই গাছপালা, পশুর নিশ্বাস, কয়লা, কাঠ, বাতি এবং তৈলাদি পোড়ান হইতে জন্মে। বাতি কাঠাদি জ্বালাইলেও অক্সিজেনটা, কার্ব্বনিকের সহিত মিশিয়া জলিয়া থাকে। এবং এই মিশ্রণই কার্ব্বনিক অ্যাসিড গ্যাস। ইহা শ্বাস প্রশ্বাসের অযোগ্য পদার্থ, এবং জীবন ধারণের পক্ষে ও ঘোর অনিষ্টকর।

শিষ্য। আচ্ছা কার্ব্বনিকটা কি জিনিস?

গুরু। এবিষয়ে আমি আর এক দিন তোমার সঙ্গে কথা কহিব, আজ থাক।

Some Curious Facts.

বিস্ময়কর তথ্য সংগ্রহ।

সুইডেনের সঞ্চয় বিধান।

সুইডেনের নিয়ম, সমস্ত মদের দোকান এবং আমোদ আহ্লাদের স্থান শনিবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে, এবং ঐ দুই দিন অন্য সমস্ত আফিস বন্ধ থাকিলেও সেভিংব্যাঙ্কগুলি খোলা থাকে। সমস্ত লোকের ৭ দিনের পরিশ্রম লব্ধ বেতন ঐ শনিবারে দেওয়া সুইডেনের নিয়ম, পাছে শ্রমজীবিগণ বেতন পাইয়া আমোদ আহ্লাদে সমস্ত নষ্ট করে, সেইজন্য সেভিংব্যাঙ্ক গুলি রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত খোলা থাকে, লোকে কিছু কিছু জমা দিয়া সঞ্চয় করে। ব্যবস্থা অতি সুন্দর সন্দেহ নাই, আমাদের দুর্ভাগ্যদোষে সমস্ত আমোদ প্রমোদের স্থান রাক্ষস মূর্ত্তির ন্যায় লোকের অর্থ গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকে। প্রমাণ—দেশ জলপ্লাবিত, জনসত্ব না খাইয়া মরিতেছে, লোকের থিয়েটার ও বায়োস্কোপ দেখিবার স্পৃহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কি সহানুভূতিশূন্য দেশ! এই দেশ আবার "স্বদেশ একতা একতা" করিয়া চীৎকার করিয়া একদিন গগন মাতাইয়াছিল, যাহাদের এত দুর্দ্দশা, তাহাদের কি এত আমোদ সাজে? কিন্তু বেহায়া নির্লজ্জ আমরা, আমাদের না সাজে কি?

Special for "Businessman."

কলোটাইপ প্রসেসে ছবি তুলিবার প্রণালী।

প্রথম অংশ।

কলোটাইপ্ প্রসেস কি?

ছবি তুলিবার নানা প্রকার প্রক্রিয়া আছে। কাগজের উপর ছবি তুলিবার জন্য লিথোগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ফটোমিকেনিকেল, হস্তাঙ্কিত ব্লক প্রভৃতি নানাবিধ উপায় অবলম্বিত হইয়া থাকে। লিথোগ্রাফিক প্রসেসে এক প্রকার পাথরের উপর হস্তে চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া তাহা হইতে কাগজের ছবি তুলিতে হয়। ফটোগ্রাফিক প্রসেসে ফটোগ্রাফ যন্ত্র দ্বারা প্রতিকৃতি তোলা হয়। ফটোমিকেনিকেল প্রসেসে যন্ত্র সাহায্যে প্রতিকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুতে বিভক্ত করিয়া তাম্র অথবা দস্তার পাতের উপর ছবি তোলা হয়, তাহা হইতে প্রিন্টিং প্রেস দ্বারা কাগজের উপর ছবি ছাপা হয়; ইহারই অন্য নাম হাফটোন প্রসেস।

কলোটাইপ প্রসেস উপরোক্ত তিনটী প্রসেসেরই সমবায়ে উৎপন্ন। যদিও ইহাতে আংশিকরূপে উক্ত তিনটী প্রসেসেরই সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক হয়, তথাপি ইহার কার্য্য প্রণালী অতি সহজ—হাফটোন প্রসেসের মত ইহাতে বহুমূল্য যন্ত্রাদি আবশ্যক করে না, অথবা লিথোগ্রাফির মত স্বয়ং শিল্পী হইবার দরকার পড়ে না; অথচ ছবিগুলি এত সুন্দর হয় যে, ফটোগ্রাফের ছবি বলিয়া ভ্রম হয়। লিথোগ্রাফি অথবা হাফটোন প্রসেসের মত ইহাতে প্রেস দ্বারা যতখানা ইচ্ছা ছবি তোলা যাইতে পারে।

কলোটাইপ প্রসেসে ছবি তুলিতে হইলে একটী ফটোগ্রাফের ক্যামেরা সাহায্যে ফটো তুলিয়া তাহার নিগেটিভ প্লেট (ক্যামেরা

দ্বারা যে প্লাসের উপর উল্টা ছবি উঠে) ব্যবহার করিতে হয়।

ছবি তুলিবার প্রণালী বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে কলোটাইপ প্রসেস কি এবং এই প্রসেসের মূল ভিত্তিই বা কি, তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। কারণ, মূল ভিত্তি জানা থাকিলে কি কারণে ছবি উঠে, কি কারণেই বা কোন অংশ ব্যবহার করা হইতেছে, তাহা অতি সহজে বুঝা যাইবে। কাহারও কোন অংশ বুঝিতে কষ্ট হইলে, তাহা অতি আহ্লাদের সহিত বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। যে সমস্ত ঔষধের নাম লিখিত হইল, তাহা যে কোন প্রসিদ্ধ ঔষধ বিক্রেতার দোকানে পাইবে।

জিলেটিন জলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিলে কতক সময় পরে দেখা যায়, ইহা ফুলিয়া গিয়াছে। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, জিলেটিনের জল গ্রহণ করিবার গুণ আছে। আবার যদি একখণ্ড শুষ্ক জিলেটিনকে পটাশিয়াম বাইক্রমেটের জলীয় দ্রবে ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক কর, তবে দেখিতে পাইবে, ইহা হইতে জল শোষণ করিবার গুণ বিলুপ্ত হইয়াছে, ইহাতে জল সংলগ্ন হইতেছে না। এইক্ষণে আমরা ইহা হইতে এই শিক্ষা করিলাম, সাধারণ জিলেটিনের জল শোষণের শক্তি আছে এবং রৌদ্রে এই শক্তির কোন ব্যতিক্রম হয় না, কিন্তু বাইক্রমেট যুক্ত জিলেটিনে রৌদ্র লাগিলে জিলেটিনের এক নূতন গুণ উৎপন্ন হয় এবং তখন ইহা হইতে জল শোষণের শক্তি বিলুপ্ত হয়।

এক্ষণে যদি একখানা কাঁচের উপর বাইক্রমেট্ যুক্ত জিলেটিন মাখাইয়া অন্ধকারে শুষ্ক কর এবং তৎপর একখণ্ড কাগজ দ্বারা অর্দ্ধাংশ আবৃত করিয়া কাচখানা কিছু সময় রৌদ্রে রাখ, তবে দেখিতে পাইবে, কাচের যে অর্দ্ধাংশ কাগজ দ্বারা আবৃত ছিল, তাহা জল দ্বারা ধৌত করা যায়, কিন্তু যে অংশে রৌদ্র লাগিয়াছে, তাহার উপর জল কোন কাজ করিতেছে না অর্থাৎ সমস্ত কাচখানা জল দ্বারা ধৌত করিলে অর্দ্ধাংশে জল লাগিবে, কিন্তু অপরার্দ্ধে জল লাগিবে না। এক্ষণে অন্য একটী বিষয় দেখা যা'ক।

জল ও তৈল বা চর্ব্বির বিপরীত সম্বন্ধ তোমরা সকলেই দেখিয়াছ। যদি একখানা কাগজের একাংশ তৈলাক্ত করিয়া সমস্ত কাগজ খানা জলমগ্ন করা যায়, তবে উত্তোলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাগজের তৈলাক্ত অংশে জল লাগে নাই, কিন্তু অন্য অংশ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এক্ষণে নিম্নলিখিত বিষয়টী স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া ফলাফল দেখ, তাহা হইলে কলোটাইপ প্রসেস অনুসারে ছবি তুলিবার আভাস অনেকটা নিজেই বুঝিতে সমর্থ হইবে।

একটী পাত্রে চর্ব্বি ও ল্যাম্পব্ল্যাক ভাল রকম মিশ্রিত কর। বৃদ্ধাঙ্গুলীর টিপ লইবার জন্য যে এক প্রকার ক্ষুদ্র রবারের রোলার ব্যবহৃত হয়, তাহা একটী সংগ্রহ কর। যদি তাহা না পাও, তবে একটী ক্ষুদ্র কাষ্ঠের রোলারের উপর ৩.৪ ভাঁজ কাপড় জড়াইয়া লও। রোলারের উপর উপরোক্ত মিশ্রিত পদার্থ মাখাও (যেমন প্রিন্টিং প্রেসে রোলারে কালী মাখান হয়)। একখানা ব্লটিং কাগজ লইয়া ইহার অর্দ্ধাংশে চর্ব্বি মাখাও এবং সমস্ত কাগজখানা জলে ভিজাও। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত কালী মাখান রোলার দ্বারা এই ব্লটিং কাগজের উপর কালী লাগাও এবং ফলাফল কি হয় দেখ।

শ্রীভূপেন্দ্রকুমার দাস। (ক্রমশঃ)

দুর্দ্দিনে "ন্যাশন্যাল ফণ্ড"।

হিতবাদীতে জনৈক পত্রপ্রেরক ন্যাশন্যাল ফণ্ড সম্বন্ধে একখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। পত্রপ্রেরক লিখিতেছেন যে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে "জাতীয় ধনভাণ্ডার" স্থাপিত হইয়াছিল, ভিখারীরা ভিক্ষালব্ধ একটি বা দুইটি পয়সা দ্বারা যে ধনভাণ্ডারের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল, স্বদেশসেবকগণ গ্রামে গ্রামে পল্লীতে পল্লীতে ভিক্ষা করিয়া যে ধনভাণ্ডারের জন্য প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই ধনভাণ্ডারের অর্থ এখন কোন্ কার্য্যে লাগিয়াছে? পশ্চিমবঙ্গে যে দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়াছে, তাহার আংশিক প্রতিকারের জন্য কি ধনভাণ্ডারের অর্থ ব্যয় করা যাইতে পারে না? দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি সাধন করা হইবে, দেশের দুর্দ্দশা মোচন করা হইবে, প্রভৃতি কত কথা বলিয়া আমাদের ন্যায় পল্লীগ্রামবাসীর নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। আমরাও সে সময় তথাকথিত নেতাদিগের কথায় মুগ্ধ হইয়া যথাসাধ্য অর্থ দিয়াছিলাম, গ্রামের ইতর ভদ্র সকলের নিকট হইতে দুই আনা, চারি আনা চাঁদা আদায় করিয়াও কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলাম, তাহাদের মধ্যে এখন অনেকেই নিরাশ্রয়, নষ্টসর্ব্বস্ব হইয়া উন্মুক্ত প্রান্তরে অনশনে কালযাপন করিতেছে, তাহাদের শিশু সন্তানগণ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ ফট্‌ করিতেছে, কত দুগ্ধপোষ্য শিশু, দুগ্ধের অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। এ সময় জাতীয় ধনভাণ্ডারের কর্ত্তারা কি আমাদের দিকে একবার করুণ দৃষ্টিপাত করিবেন না? দেশের লোকে বাঁচিয়া থাকিলে তবে ত দেশের উন্নতি। যদি দেশের লোক মরিয়াই যায়, তবে দেশের উন্নতি হইবে কাহাকে লইয়া?"

কথাটা ঠিক বটে, কিন্তু ন্যাশন্যাল ফণ্ডের রক্ষকগণ এ সকল ছোট কথায় কর্ণপাত করিবার আবশ্যক বিবেচনা করেন না। কতবারই এই কথা উঠিয়াছে, কিন্তু কেহ কোন সদুত্তর পাইয়াছেন কি? এটা ভয়ানক দেশ! টাকাটা একরকম জাহান্নামে ত গিয়াছেই, কিন্তু ইহা দ্বারা আর একটা ঘোর অনিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, লোকে এই ন্যাশন্যাল ফণ্ডের টাকাটা [illegible] দেশের

প্রকৃত অবস্থাটা বুঝিয়াছে। মাত্র এক পয়সা চাঁদা দিলে যে দেশে লক্ষ লক্ষ টাকা মূলধন সংগ্রহ হইয়া সুবৃহৎ যৌথ কারবার হইতে পারে, সেদেশে এত যৌথ কারবারের চেষ্টায় একটাও সফল হইল কি? কেন হইবে? একটীও না"! লোকে বিশ্বাস হারাইয়াছে; অনেকেই ঠিক স্বরূপ বুঝিয়া লইয়াছে, আর লোকে বেলতলায় সহজে যাইতে চাহিবেও না। সুতরাং ভাবি ব্যবসায় বাণিজ্যের আশায় মূলে কুঠারাঘাত করা হইয়াছে। দেশের লোকে কি আবেগ ভরেই তখন যাহার যেমন সাধ্য দিয়া প্রায় লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিল। সেদিনের কথা ভাবিলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হয়, সেই টাকার যদি আজ "নায়েকরা" সদ্ব্যবহার করিতে পারিতেন, তাহা হইলে দেশের লোককে ব্যবসায় বাণিজ্যে বিশেষ উৎসাহিত করাই হইত। সে টাকার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হওয়াতেই লোকের স্বদেশীয় আস্থা কমিয়া গেল, লোকে মুখস খোলা আসল মূর্ত্তি দেখিয়া তোবা তোবা বলিয়া দূরে সরিয়া পড়িল, এখন যে যাহা কিছু করিতে যাইতেছে, লোকে বলিতেছে ঐ রে আবার সানাচ্ছে বুঝি, বাস্তবিক আমরা বন্যাপীড়িত ব্যক্তিগণের ভিক্ষার জন্য বাহির হইয়া বহু লোকের নিকট ঐরূপ কথাই শুনিয়াছি, লোকে বলে "যাহা আদায় হইতেছে, তাহা কতক বাবুদের আরামখানায়, আর কিছু দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে যাইতে পারে বটে" হইতে পারে—ঐ সকল ধারণা হয়ত অনেকটা ভিত্তি শূন্য, কিন্তু লোকের ধারণা কত ছোট হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলেরই উপলব্ধি হইতে পারে।

এই ন্যাশন্যাল ফণ্ডের টাকার একটা হিসাব এ পর্য্যন্ত কেহ দেখিতে পাইল না। কাহার কর্তৃত্বাধীনে কিরূপে এই টাকা আছে, তাহাও কেহ শুনিতে পাইল না। কেন [illegible]কাটা বসাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না, অথচ বহুবার সংবাদপত্রসমূহে এই বিষয় লইয়া আন্দোলন হইয়া থাকে, কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য নাই। আসল কথা, সাধারণের ধনে এদেশবাসী শিক্ষিত লোকের এখনও পোদ্দারী করিবার ক্ষমতা জন্মে নাই। কাজেই লোকে যাহা ইচ্ছা বলিবার সুবিধা পাইয়া এই অতি প্রথম বিষয়টাকে অতি ঘৃণিত রূপে প্রচার করিয়া দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে। যাহাদের ঘটে সাধারণ সম্পত্তির একটা সদুত্তর দিবার সৎ সাহস বা বুদ্ধিই নাই, তাহারা যদি আগে লাফাইয়া গিয়া হস্তক্ষেপ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বলে কি? হিতবাদীর পত্র প্রেরক অতি সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, ঐ টাকাটায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে রক্ষা করা হইলে স্বদেশের অনেক উপকার হইতে পারে। মূলধনের অভাবেই তাহারা হস্ত পদ বদ্ধ হইয়া শিল্পের উন্নতি করিতে পারে না। এদেশের বাবু ব্যবসায়ীদের হাতে যে ন্যাশন্যাল ফণ্ডের কতক টাকা দিয়া নষ্ট করা হইয়াছিল, তাহার জন্য এখন কেহ দায়ী হইলেন কি? স্মরণ রাখা উচিত ছিল যে, ইহা কাহারও নিজস্ব সম্পত্তি নয়, সাধারণ সম্পত্তি; অনেকেই দেখিয়াছেন যে, এদেশের বাবু দলের ব্যবসায়ের সময় এখনও আসে নাই, ইহাদের বিলাস এবং আয়াস বুদ্ধি ব্যতীত ব্যবসায় বুদ্ধি এখন জন্মে নাই। ইহাঁরা চাহেন, Show and pump খুব জাঁকজমক এবং দেখন ডালী, এই করিতে যাইয়াই মূলধন হারাইয়া সিঙ্গা ফুকিয়া দিয়া গনেশ উলটান। কিন্তু যাহারা শ্রমজীবি, পরিশ্রমসহিষ্ণু, অন্ততঃ যে দল বন্যা প্রপীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যের জন্য ভিক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে টাক্সি ক্যাব চড়িয়া সখ মিটায় না, তাহাদিগকে কিছু কিছু শিল্পের উন্নতি কল্পে দাদন করিয়া শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করিয়া এই মূলধনটাকে এত কাল দ্বিগুণ করা যাইতে পারিত। বাবু হইলে, বা ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া লোক ভুলাইয়া বক্তৃতা করিতে পারিলেই যে ব্যবসা দার হওয়া যাইতে পারে, তাহার কোন মানে নাই। সত্য কথা বলিতে কি, এই শ্রেণীর দেশনায়কগণকে প্রকৃতই দেশের লোক আর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। বাস্তবিক্ এজন্য লজ্জিত হওয়া উচিত। ঐ ন্যাশন্যাল ফণ্ডের টাকার যে কখন কোন সদ্ব্যবহার হইবে, সে আশা দুরাশা মাত্র। যাহারা এই ধনের যক্ষ অর্থাৎ পরের ধনে পোদ্দারীর ভার লইয়া বসিয়া আছেন, তাঁহারা নিজেরাই হয়ত জানেন না যে, এই টাকায় কি করিতে হইবে। যদি ব্যাঙ্কে জমা থাকে, তবে ব্যাঙ্ক ওয়ালারা নিশ্চয়ই টাকাটার সদ্ব্যবহার করিতেছেন সন্দেহ নাই; সহযোগী হিতবাদীও তাহা দেখাইয়াছেন। অনেকে বলেন যে, ঐ টাকাটা যেমন আছে ঐরূপই থাক, ইহার পর বাঙ্গালায় যে জেনারেশন অর্থাৎ বংশাবলী জন্মিবে, তাহারা তখন গয়ায় পিণ্ড দিয়া প্রার্থনা করিয়া আসিবে যেন, এদেশে আর এমন ভূতের কখন উপদ্রব না হয়। কেন না এই যকের ধনের যে কেহ কোন প্রতিকার করিতে পারিবেন, এমন লোক এদেশে নাই। কি ভয়ানক কথা ভাবুন! সাধারণের এমন কি মুটে মজুরের পর্য্যন্ত পয়সা হাত পাতিয়া লওয়া হইয়াছিল, অথচ তাহাদের কাতর চীৎকারে কর্ণপাত করিতে এখন উপেক্ষা! এমন দেশের ইতিহাস আর কোন দেশে কেহ শুনিয়াছেন কি? বলা বাহুল্য, এই স্থলেই এদেশের যাবতীয় উন্নতির গলদ, সাধারণের চাঁদা আদায় করিয়া শেষে নেপোয় দই খায়, এই দেখিয়াই লোকে দান, দয়া, দাক্ষিণ্য সীমাবদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ধন্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নৈতিক জ্ঞান! কি কর্ত্তব্য জ্ঞানের বহর গো!

Experts Hints.

অভিজ্ঞের সঙ্কেত।

একটা ঘোড়াকে আপনি জোর করে জেরে ধরে টেনে হিচ্‌ড়েও নামাতে পারেন বটে, কিন্তু তাহাকে জল খাওয়াতে পারেন না। you may lead a horse to water, but you can not make him drink সে তার আপনার গোঁ লইয়াই থাকিবে। কেহ জোর করে কি কাহাকেও কিছু করাতে পারে ?

অলস লোকে যে হতভাগ্য হইবে, ইহাই স্বাভাবিক।

যে সকল লোক সর্ব্বদাই বলে যে, হায় হায় এজগতে আমার আপনার বলিতে কেহ নাই, তাহারা নিজেকে নিজেই বন্ধুহীন করিয়া থাকে, তাহাতে অপরের দোষ নাই। নিজের ব্যবহারে আপনার পর, পর আপনার হয়।

শাস্তি পাইলে তাহা আহ্লাদে নতশিরে গ্রহণ করাই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। অবাধ্যতার প্রতিফল শাস্তি, সমাজে তাহারও আবশ্যকতা আছে।

যত জ্ঞানই তুমি অর্জ্জন কর না কেন, যতক্ষণ সে জ্ঞান তোমার পারিপার্শ্বিক জনগণের হিতার্থে নিয়োজিত না হয়, ততক্ষণ সে জ্ঞানের কোন মূল্যই নাই।

সমস্ত জ্ঞানলাভেরই মুখ্য উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বের উৎকর্ষতা সাধন, কিন্তু অহরহ জ্ঞানার্জ্জনে যদি তোমার মনুষ্যত্বই না জন্মে, তাহা হইলে তোমার মূর্খ থাকা সহস্র গুণেই ভাল ছিল।

নিজের বিদ্যা বুদ্ধিই যে অভ্রান্ত, এমনটা মনে করিও না, ইহাই অধঃপতনের মূল। ভুল বুঝিয়াও জেদ করিয়া নিজের মত বজায় করিতে প্রয়াস পাইও না। ইহা অপেক্ষা চরিত্রের অতি অমার্জ্জনীয়, হেয় কলঙ্ক আর কিছু নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

Home Industries.

গার্হস্থ্য শিল্প।

Lavender-Scent Bag.

ল্যাভেণ্ডার এসেন্সের ব্যাগ।

বিলাতে অনেকে এসেন্স ব্যবহার না করিয়া সেন্ট্‌ব্যাগ পকেটে লইয়া যান, তাহাতেও মনোরম সৌরভ উঠে, অথচ মিতব্যয়িতার হিসাবে সেন্টব্যাগ ব্যবহার মন্দ নয়, তারপর এই সেন্ট ব্যাগ আমাদের দেশে একটী অভিনব জিনিস; যদি কেহ করেন, তাঁহার ইহা দ্বারা উপার্জ্জনও মন্দ হইবে না। তবে এখানে জিনিসগুলি পাওয়া যাইলে যদি কেহ করেন, সেই জন্য আমরা ইহার প্রস্তুত প্রণালীটি বলিতেছি।

বোঁটা বিহীন ল্যাভেণ্ডার পুষ্প

(ওজনে)	।৷০ পাউণ্ড
শুষ্ক থাইম (Thyme) চূর্ণ	।৷০ আউন্স
„ মিণ্ট পুষ্প চূর্ণ (mint)	।৷০ „
ক্যারাওয়ে চূর্ণ	।০ আউন্স
লবঙ্গ চূর্ণ	।০ „

সমস্তগুলিকে হামানদিস্তায় কুটিয়া অতি সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত করিতে হইবে। তাহার পর কাপড়ে ছাঁকিয়া ইহার সহিত সূক্ষ্ম সাধারণ লবণ চূর্ণ ১ আউন্স দিয়া পুনরায় মর্টারে পিশিয়া ছাঁকিয়া লইতে হইবে। এই চূর্ণগুলিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেশমের ব্যাগ বা থলিয়াতে পুরিয়া চারি মুখ সেলাই করিয়া যে সকল আলমারী এবং ড্রয়ারে বস্ত্রাদি থাকে, সেই সকল ড্রয়ারে ফেলিয়া রাখিতে হয়, সমস্ত কাপড় সৌরভে পূর্ণ হইয়া যায়, যখন পরিয়া বাহির হওয়া যায়, তখন চতুর্দ্দিক আমোদিত করিয়া থাকে।

হাওবাগের মধ্যে পকেটে লইয়াও বাহিরে যাওয়া যাইতে পারে। স্পিরিটের এসেন্স অপেক্ষা ইহার ব্যয় অল্প, অতি কম মূল্যেও বিক্রয় করা যায়।

যদি এই উপায়ে বিলাতে পুষ্প দ্বারা সেন্ট ব্যাগ করা যায়, তাহা হইলে দেশীয় পুষ্প হইতেও ঠিক এই উপায়েই বা করা যাইবে না কেন? আমার অনুরোধ, কেহ এই গৃহ শিল্পটী প্রস্তুত করিয়া দেখিবেন।

বিবিধ প্রকার কালী প্রস্তুত প্রণালী।

(এল্‌সার সাহেবের মত)।

মাজুফল চূর্ণ—৪২ আং
সেনিগাল গঁদ চূর্ণ—১৫ আং
বৃষ্টির জল—১৮ কোয়ার্ট
লাইকার আমোনিয়া
(সলিউসন) ২ ড্রাম
স্পিরিট অফ ওয়াইন ২৪ আং

একত্র মিশ্রিত করিয়া খুব আলোড়িত করিতে করিতে ঘন কৃষ্ণবর্ণ হইবে। ইহা কেবল কৃষ্ণবর্ণ কালীর ব্যবস্থা; ইহা দ্বারা কলম নষ্ট হইবে না।

২। ওইবার্ট সাহেবের মত।

মাজুফল চূর্ণ—৫০ ভাগ
জল—৮০০ ভাগ।

২৪ ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবার পর ছাঁকিয়া লইতে হইবে, ইহাতে সবুজ বর্ণের হিরাকস চূর্ণ ২৫ ভাগ, এবং আরবি গঁদ চূর্ণ ২৫ ভাগ দিয়া, যখন ঐ গুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত হইয়া ঘন কৃষ্ণবর্ণ কস বাহির হইবে, তখন ইহাতে নিম্নলিখিত মিশ্রণটী মিশাইলে উৎকৃষ্ট কৃষ্ণবর্ণ মসী প্রস্তুত হইবে। যথা—

নিশাদল—৮ ভাগ
ল্যাভেণ্ডার তৈল—২ ভাগ
আরবী গঁদ—২ ভাগ
গরমজল—১৬ ভাগ

ডাক্তার উইলসন সাহেবের মত।

গলনট বা মাজুফল চূর্ণ	—১ আউন্স
হিরাকস	৩ ড্রাম
আরবী গঁদ	২ ড্রাম
পরিষ্কারজল	॥০ পাঃ

এইগুলি সমস্ত একটা বোতলে পুরিয়া মধ্যে মধ্যে ঝাঁকুনাইতে হইবে। ২।৩ সপ্তাহে কালী প্রস্তুত হইবে।

পার্চ্চমেণ্টের উপর লিখিবার কালী।

মাজুফল চূর্ণ	১ পাউণ্ড
আরবী গঁদ	৬ আউন্স
ফটকিরি	২ আউন্স
হিরাকস	৭ আউন্স
কাইনো	৩ আউন্স
লগ উড্ চূর্ণ	৫ আউন্স
পরিষ্কার জল	১ গ্যালন

৩ সপ্তাহে ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া লইলে উৎকৃষ্ট কালী হইবে।

ব্লু ব্লাক কালী।

উপরোক্ত কোন কালীতে প্রুসিয়ান ব্লু দ্রব করিয়া মিশ্রিত করিলেই প্রথমে লিখিলে সবুজ ও লেখা শুষ্ক হইলে ঘন কৃষ্ণ বর্ণ দেখায়।

কালীর বিবিধ প্রকার প্রক্রিয়া আছে। এখন যে সকল কালী প্রস্তুত হইতেছে, তাহাতে এত হাঙ্গামা না করিয়া কাল মেজণ্টারের মত এক প্রকার রং বাজারে পাওয়া যায়, তাহাই কালীর সঙ্গে মিশাইয়া প্রস্তুত হইতেছে। ভাল অর্থাৎ যাহা দ্বারা কাগজ ও কলম নষ্ট হয় না, সেরূপ কালী একটু ব্যয় এবং পরিশ্রম সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। "কাজের লোকে" ইতি পূর্ব্বে বহুবারই কালীর আলোচনা করিয়াছিলাম। আমাদের দেশের যে পাকা কালী—হরিতকী বহেড়া, বাব্লার ছাল প্রভৃতি দিয়া প্রস্তুত করিবার প্রথা ছিল, তাহা উৎকৃষ্ট কালী, তাহাতে লেখা বহু শত বৎসরের পুথী ও দলিলাদি এখনও আছে, কাগজ বা কালীর বর্ণ কিছু মাত্র নষ্ট হয় নাই। তাহার পর বিলাতি আমদানী কালী পাইয়া ঝঞ্জাট পোহাইবার ভয়ে আমরা সে স্থায়ী উৎকৃষ্ট কালীর কথা ভুলিয়া গিয়াছি। এই রূপেই দেশের অনেক জিনিসই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অদৃষ্ট আমাদের।

স্বদেশী মেলার উদ্বোধন।

৬ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময় বাঙ্গলার গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল ১৭২ নং বহুবাজার স্ট্রীটে স্বদেশী মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে স্বদেশী মেলার প্রাঙ্গনে এক বিরাট মণ্ডপে এক সভা হইয়াছিল। সুস-ঙ্গের মহারাজা, সন্তোষের নবাব নবাবালি চৌধুরী, ময়মনসিংহের রাজা, ব্যারিষ্টার মিঃ ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় সীতানাথ রায় বাহাদুর, ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, খাঁ বাহাদুর মৌলবী মহম্মদ ইউসুফ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অপরাহ্ণ ৫টার সময় গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল সভাস্থানে পৌছিলে সভার কর্ম্মকর্ত্তাগণ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর সঙ্গীত সমাজের গায়কগণ "উঠগো ভারতলক্ষ্মী," এই সঙ্গীত গান করেন। তদনন্তর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এক বক্তৃতা করেন।

লর্ড কারমাইকেলের বক্তৃতা।

সভার উদ্যোক্তৃগণকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক লর্ড কারমাইকেল বলেন, "স্বদেশী প্রকৃত পক্ষে স্বদেশ প্রেমের নামান্তর—ইহা স্বদেশ প্রেমের বাহ্য অভিব্যক্তি বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্যনিচয় এবং উৎপন্ন দ্রব্যের উন্নতি সাধন দ্বারা ভিন্ন দেশের পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতা করাই স্বদেশীর লক্ষ্য। স্বদেশীর প্রধান কার্য্য স্বদেশজাত দ্রব্যনিচয়ের উন্নতি সাধন—এই উন্নতির ফলে [illegible] দ্রব্যসমূহ ভিন্ন দেশের দ্রব্যসমূহ [illegible] করিয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। ইহার সহিত রাজনৈতিক বহিষ্কার নীতি অথবা কোন রক্ষণনীতির সংশ্রব নাই। স্বদেশীর উন্নতি হইলে তাহার ফলে যে কেবল দেশের লোকের উপকার হইয়া থাকে, তাহা নহে, যাঁহারা এই স্বদেশীর পবিত্র সংস্পর্শে আগমন করেন, তাঁহাদিগেরও উন্নতি হইয়া থাকে।

"আপনারা বলিয়াছেন, আপনাদিগের প্রারব্ধ কোন কোন স্বদেশী প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই। আপনারা ইহার হেতু নির্দ্দেশও করিয়াছেন। আপনারা ইহার জন্য হতাশ হন নাই, প্রকৃত পক্ষে আপনাদিগের হতাশের কারণ ও নাই। কোন নূতন শিল্পপ্রচেষ্টার সফলতা প্রকৃত পক্ষে সহজ সাধ্য নহে—ইহার পর যখন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে হয়, তখন সফলতা লাভ করিতে বিশেষ ভাবে বেগ পাইতে হয়। আপনারা অতি অল্পক্ষেত্রেই পরাজিত হইয়াছেন—ইহা নিশ্চয়, আপনারা যদি ধৈর্য্যসহকারে অগ্রসর হইতে পারেন, তবে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন। অনেক কারণেই আপনাদিগের পক্ষে এই সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের প্রয়োজন হইয়াছে। সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে এক মানসিক শক্তির বিকাশ হইয়াছে, সকলেই জ্ঞানলাভের জন্য আকুল হইয়াছে; ইহা কখনই অস্বীকার করা চলে না। আপনারা গবর্ণমেণ্টের সহানুভূতির উল্লেখ করিয়াছেন। আমি বলিতে পারি, আপনারা আপনাদিগের জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিলে গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগকে সাহায্য করিবেন।

যাহারা সামান্যভাবে শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, আপনারা তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। অনেক দেশেই এইরূপ শিল্পোন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। ভারতবর্ষে এমন অনেক সহজ শিল্প আছে, যাহার উন্নতি চেষ্টা করিলে দেশের

প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। আমার মনে হয়, এই সকল শিল্পোন্নতির জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা প্রয়োজন। শিল্পকুশল পিতৃপিতামহ হইতে লব্ধ শিল্পজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিতে পারিলে এই শিল্পজ্ঞানের দ্বারা ভারতবর্ষের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। এই সকল দেশীয় শিল্পের উদ্ধার ও উন্নতিকল্পে আমাদিগের পক্ষে নিয়মিত ভাবে কার্য্যারম্ভ করা প্রয়োজন—যাহারা স্বদেশী দ্রব্য বিক্রয় করিবেন, এবং যাহারা ঐ সকল জিনিস ক্রয় করিবেন, তাহাদিগের সংবাদ সংগ্রহ করা প্রয়োজন। আমি ভারতবর্ষের অতি অল্প স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছি—যে সকল স্থানে গিয়াছি, দেখিয়াছি যে, স্বদেশী শিল্পের উন্নতির জন্য সংবদ্ধভাবে চেষ্টা নাই। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন, অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের লোক শ্রমসাধ্য কার্য্যে অভ্যস্ত নহেন, অনেকের মধ্যে এইরূপ ধারণা আছে। সম্ভ্রান্ত বংশের লোকের মধ্যে শ্রমসাধ্য কার্য্যে অনিচ্ছা কেবল যে ভারতবর্ষেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে—সকল দেশেই এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় অধিকাংশ ভারতবাসীকেই শ্রমসাধ্য কার্য্যে আপনাদিগকে নিয়োগ করিতে হইতেছে। ইহা নিশ্চয়, বিধিবদ্ধ ভাবে স্বদেশী প্রচার করিতে হইলে সকল সময়েই যে কঠোর শ্রমসাধ্য পন্থা অবলম্বন করিতেই হইবে, এমন কথা নহে। প্রকৃত কথা এই, স্বদেশী প্রচেষ্টা সফল করিতে হইলে আপনাদিগকে জানিতে হইবে, আপনাদিগের দেশে কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কোথায় এই সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে, কাহারা এই সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকেন, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের কিরূপ সুবন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। আরও এক কথা, দেশে এমন অনেক জিনিস উৎপন্ন হইতে পারে, দেশের অনেক লোক যাহার সন্ধান না রাখিয়া তাহার প্রয়োজন বোধ করেন না, কিন্তু এই সকল জিনিস তাহাদিগের দৃষ্টিপথে আনয়ন করিতে পারিলে তাহারা নিশ্চয়ই এই সকল জিনিস ক্রয় করিবেন।

অবশ্য এ কথা আমার পক্ষে বলা উচিত নহে যে, আপনারা কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পোন্নতিকল্পে আপনাদিগের শক্তির নিয়োগ করিবেন। আপনারা আশা করেন, বাঙ্গালা দেশ একদিন শিল্প বাণিজ্যে জগতের মধ্যে শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সুমহান্ আদর্শের প্রেরণায় আপনাদিগকে এই মাত্র যে সকল কথা বলিলেন, আপনারা সে সমস্তই শ্রবণ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ একদিন শিল্পবাণিজ্যে জগতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিবে, আপনাদিগের কেহ কেহ ইহাকে অলীক স্বপ্ন মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইহা স্বপ্ন নহে। আপনারা যদি চেষ্টা করেন, কিছুতেই পরাঙ্মুখ না হন, আপনারা নিশ্চই সিদ্ধিলাভ করিবেন। যদি আপনারা কাজ না করিয়া কেবল বৃথা বাক্য ও কল্পনা টল্পনা লইয়া ব্যাপৃত থাকেন, আপনারা আপনাদিগের লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারিবেন না। যাহারা এ বিষয়ে চেষ্টা করেন, তাহারাই বাস্তবিক ধন্যবাদ লাভের যোগ্য, কারণ অকৃতকার্য্য হইলেও তাহারা অন্যের পথ সুগম করিয়া দেন। জগতের শিল্পোন্নতিকল্পে যাহারা প্রথমে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারাই নানা প্রকার দুঃখ কষ্ট ও অক্ষমতার মধ্য দিয়া আপনার পথ করিয়া লইয়াছেন। জগতের অন্যান্য জাতির বহু পরে ভারতবর্ষ সুবৃহৎ শিল্পোন্নতি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা যদি চেষ্টা করেন, তবে অন্যান্য জাতির অভিজ্ঞতার ফলে তাঁহারা শীঘ্র শীঘ্র উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

আমি আপনাদিগের মানসিক উন্নতির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আপনারা এখন মানসিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করুন। আপনাদিগের মধ্যে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা শিল্প ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের অনেকের সম্বন্ধে আমি আদৌ কোন সংবাদ রাখি না, রাখাও সম্ভব পর নহে। আমি সর্ব্বদাই শুনিতে পাই, দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকেই বর্ত্তমান আদর্শানুযায়ী জীবন যাপনের অনুরূপ অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হইয়া আপনাদিগকে নিতান্ত অক্ষম ও বিড়ম্বিত মনে করিয়া থাকেন। ইহাদিগের সম্বন্ধে আমার ইহাই মনে হইয়াছে, এমন এক সময় আসিবে, যখন ইহারা দৃঢ় সংকল্পের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যকে জীবিকা উপার্জ্জনের শ্রেষ্ঠ উপায় স্বরূপে অবলম্বন করিবেন। ইহার ফলে দেশেরও প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বহু কাল পর্য্যন্ত কৃষিকার্য্যই এ দেশের শ্রেষ্ঠ উপজীবিকা বলিয়া পরিগণিত হইতে। কি করিয়া আপনারা আপনাদিগের দেশোন্নতি করিবেন, আমি অদ্য এখানে তাহা বলিতে আসি নাই। যাহারা পুরুষানুক্রমে দেশের কল্যাণকর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন, যাহারা প্রকৃতভাবে বিভিন্ন শিল্প ব্যবসায়ে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখিয়াছেন, তাহারাই এ সম্বন্ধে বলিতে পারিবেন। কোন বিদেশী লোক কেবল সময়োপযোগী দুই একটী পরিবর্ত্তন অথবা সংস্কারের সম্বন্ধে পরামর্শ প্রদান করিতে পারেন মাত্র। আর পারেন, শিল্পকার্য্যে অভিজ্ঞ বিদেশী লোক সময়ে সময়ে পরামর্শ প্রদান করিতে কিন্তু আমি অভিজ্ঞ নহি। সুতরাং আমার নিকট হইতে এ বিষয়ে কিছু আশা করিতে পারেন না।

আপনারা আর এক কথা স্মরণ রাখিবেন। উপযুক্ত মূলধন ব্যতীত কোন কার্য্য সম্ভবপর নহে। আমি সংবাদপত্রে অনেক সময়ে পাঠ করি, বাঙ্গালা দেশের লোক নিতান্ত দরিদ্র। আমি ইহাও শুনিয়াছি, এই দরিদ্র দেশের অনেক লোক প্রচুর অর্থ উপার্জ্জনও করিয়া থাকেন। যাঁহারা এইরূপে

অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহারা যদি এই অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার করেন, তবে উহা দ্বারা দেশের দরিদ্রাবস্থা দূর হইতে পারে। ইয়োরোপের মূলধনে বাঙ্গলা দেশের বৃহৎ ব্যবসায়গুলি পরিচালিত হইতেছে। ইহাতে উভয় দেশেরই কল্যাণ সাধিত হইতেছে। বাঙ্গলা দেশের লোকেরা যদি মূলধনের সরবরাহ করিতে পারেন, তবে বাঙ্গালীরা উহার ফলে লাভবান হইবেন। গবর্ণমেণ্ট আপনাদিগের বালকদিগকে শিল্প শিক্ষা প্রদান করিতে পারেন, আপনারা এই সকল শিক্ষিত যুবকদিগকে মূলধনের সাহায্যে শিল্প ব্যবসায়ে নিযুক্ত করিবেন। আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গলার প্রচুর অর্থ উকীলের ফিঃ প্রদানে ব্যয়িত হয়। বাঙ্গলার জনসাধারণ যেরূপ সন্তুষ্ট চিত্তে এই অর্থ প্রদান করেন ব্যবহারজীবিগণ তেমনই সন্তুষ্ট চিত্তে ইহা গ্রহণ করেন। ইহাতে কাহারও কোন দুঃখের কারণ নাই। আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গলার অনেক প্রতিষ্ঠাবান উকীল স্বদেশীর পক্ষপাতী, আমি ইহা শুনিয়া প্রকৃতই আনন্দ বোধ করিতেছি, ইহাদিগের উন্নতির কথা শুনিলে অধিকতর আনন্দ অনুভব করিব, কারণ তাহারাই স্বদেশী প্রচেষ্টার সফলতাকল্পে অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন। আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের অনেক লোক প্রচুর অর্থ সুদে খাটাইয়া থাকেন, কিন্তু স্বদেশী শিল্পোন্নতিকল্পে এ পর্য্যন্ত অতি সামান্যই প্রদান করিয়াছেন, কারণ ব্যবসায়ে টাকা খাটান এ দেশের লোকের নিকট বিশেষ লাভজনক বলিয়া মনে হয় না। আপনারা মনে রাখিবেন, অন্যান্য দেশের শিল্প ব্যবসায়ের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আপনারা মূলধনের অনুরূপ লাভ লইয়া শিল্প ব্যবসায়ের উন্নতিকল্পে অর্থ নিয়োগ করিতে প্রস্তুত হউন, নচেৎ উন্নতির আশা বৃথা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঙ্গলার ধনী লোকেরা স্বদেশপ্রেমিক এবং বিচক্ষণ, সুতরাং আমার পক্ষে এরূপ আশা করা অন্যায় হইবে না যে, আপনারা আপনাদিগের সুযোগ ও ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিবেন। এই জন্যই বাঙ্গলা দেশে স্বদেশী মেলার অনুষ্ঠান হইয়াছে।”

সর্ব্বশেষে লর্ড কারমাকেল মেলার দ্রব্যাদি দর্শনের জন্য বহির্গত হন। তিনি ভারত-খ্রীধর্ম্ম মণ্ডল ও ভারত মহিলা সমিতির বিপণিতে উপনীত হইয়া মহিলাদের হস্ত নির্ম্মিত সামগ্রী দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং উপস্থিত মহিলাদিগকে নমস্কার করিয়া তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হন। লর্ড কারমাইকেল বেঙ্গল কেমিকেল ও ফারমাসিউটিকেল ওয়ার্কসের বিবিধ দ্রব্য, ইকমিক কুকার, হস্তিদন্ত নির্ম্মিত দ্রব্য, পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য, পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্য ও অন্যান্য বহু দ্রব্য দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া মেলা ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করেন।

সম্পাদকীয় মন্তব্য।

আমরা কবিরাজ মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রসিদ্ধ ঔষধালয়ের একখানি সুন্দর ফটোগ্রাফের আল্‌বম্ উপহার পাইয়াছি। কবিরাজ মহাশয়ের কয়েক বৎসরের মধ্যেই এত শাখা ঔষধালয় ভারতে প্রধান প্রধান নগর সমূহে স্থাপন করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন যে, দেখিয়া আনন্দ হয়। এই আল্‌বম খানিতে শাস্ত্রী মহাশয়ের নিজের, তাহার সন্তানগণের এবং ভারতের সমস্ত শাখা ঔষধালয়ের কর্ম্মচারীগণের প্রতিকৃতি আছে, ছাপা এবং কাগজ অতি সুন্দর, আমরা আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়ের এই ক্রমোন্নতি দেখিয়া বাস্তবিকই সুখী হইয়াছি। শাস্ত্রী মহাশয়ের ঔষধাবলীর সুখ্যাতি ও যথেষ্ট আছে।

মাদকদ্রব্যের প্রচলন।—বাঙ্গালাদেশে গাঁজা ও আফিংএর দোকান সংখ্যা, তাহার বিক্রয় যে হ্রাস হইতেছে ইহা খুব আনন্দের বিষয়। ১৯০১, ১৯০৬ ও ১৯১১ সালে আফিংএর দোকান সংখ্যা যথাক্রমে ১৬৫৫, ১৩১৩ ও ১০২২ ছিল। রাজস্বের পরিমাণ যথাক্রমে ১৭৪৬৮৫, ১৫৬৭৭৯ ও ১৫০৭৫৩ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৯২৮৫৭, ৮৪০৪৯০ ও ৬৬৭৮৩ সের হইয়া ছিল। গাঁজার দোকানের সংখ্যা ৩২৭৪, ২৭৯৪ ও ২১৬৯, রাজস্বের পরিমাণ ২১৩২২৪, ১৮৭৪৭২ ও ২০৬২৩৩ পৌণ্ড বিক্রয়ের পরিমাণ ২৪৭০২৫, ১৮৬৬২৪ ও ১৫৮৭৯৩ সের। আসামে গাঁজা ও আফিংএর দোকান কমিয়াছে বটে, কিন্তু আফিংএর বিক্রয় বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহা বড়ই শোচনীয় বিষয়। আসামে ১৯০১ ও ১৯১১ সালে আফিংএর দোকান যথাক্রমে ৭৭৫ ও ৪০৯, রাজস্বের পরিমাণ ১১৪০৬৭ ও ১৬৩১৫৭ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৪৮২১৭ ও ৬০২৭৯ সের। ১০ বৎসরে ১২ হাজার সের আফিংএর কাটতি বাড়িয়াছে, ইহা বড়ই ভয়ের কথা। গাঁজার দোকান ১৯০১ সালে ২৯৭ ও ১৯১১ সালে ২৫৭; রাজস্বের পরিমাণ ২৬৩১৭ ও ৪৫৯২৩ পৌণ্ড এবং বিক্রয়ের পরিমাণ ৪২২৬২২ ও ৩৪৫৯ সের। গাঁজার কাটতি যে কমিয়াছে, ইহার জন্য গবর্ণমেণ্ট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন। আফিং আসামের বল শক্তি হরণ করিতেছে, অথচ তাহার বিক্রয় বাড়িতেছে। গবর্ণমেণ্ট এই জীবনীশক্তি হরণকারী ভয়ঙ্কর বিষের প্রচলন বন্ধ করিবার জন্য যদি চেষ্টা না করেন, তবে আসামীদের আর কে রক্ষা করিবে? আসামের হিতৈষীদিগকে আমরা এই অনুরোধ করি, তাঁহারা অবিলম্বে অহিফেন সেবনপ্রথা নিবারণ করিবার দলবদ্ধ হউন। দলবদ্ধ হইয়া চেষ্টা করিলে জগতে কিনা সম্ভব হয়?

সাধুর নাম রেজেষ্টারী—মহামান্য যোধপুরের মহারাজা ঘোষণা করিয়াছেন যে, তাঁহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত সাধুকে নাম রেজেষ্টারী করাইতে হইবে, এবং ২১ বৎসরের কম কেহ সংসার ত্যাগী হইয়া সাধুর চেলা হইতে পাইবে না।

গোমাংসের অপকারিতা।—আফগানিস্থানের কোন সংবাদপত্রে একজন মুসলমান লিখিয়াছেন যে, তিনি আরব, মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি মুসলমান রাজ্যে বহুদিন বাস করিতেছেন, কিন্তু তথাকার কোন লোকেই গোমাংসের আদর করে না। ভদ্র মুসলমানেরা উহা আদৌ ব্যবহার করে না। গোমাংস খাইলে অনেক কঠিন পীড়া হয়। এদেশের মুসলমানগণ এ বিষয়টা চিন্তা করুন।

কক্স বাজারে বয়ন বিদ্যালয়। চট্টগ্রামের অন্তর্গত কক্সবাজারে ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকেরাই সাধারণতঃ বস্ত্র বয়ন করিয়া থাকে। সংপ্রতি চট্টগ্রামের কমিশনার কক্সবাজার পরিদর্শন করিতে গিয়া তথায় ব্রহ্ম রমণীদিগের বস্ত্র বয়ন দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তথায় কলের তাঁতে বস্ত্র বয়ন প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য একটি বয়ন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলিতেছে।

For the leisure hours.

সতীর পুরস্কার।

(১)

প্রভাত হইয়াছে, বোসেদের বাড়ীর কামিনী গাছের পাতার মধ্যে মুখ লুকাইয়া পাপিয়া বধূ প্রিয়জনকে অশ্রান্ত আহ্বান করিতেছে, প্রভাত গগনের নীলবক্ষে শুকতারাটী জলজল করিতেছে, প্রভাতের বায়ু ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে, আজ পূজার ষষ্ঠী, বালক বালিকাগণ হাস্যমুখে শয্যা হইতে উঠিয়া স্নানের পূর্ব্বেই নববস্ত্র পরিবার জন্য ব্যগ্র হইতেছে, দাসীগণ তৈজসপত্র পরিষ্কার করিতেছে, তাহার ঠুন ঠুন শব্দ হইতেছে, অনেক প্রবীনা গৃহিনী একবার দুর্গা দুর্গা বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া দেওয়ালে বিলম্বিত ইষ্টদেবী মূর্ত্তিকে প্রণাম করিয়া, শতনাম বলিতে বলিতেই, "এখানে ময়লা বাসন কেন পড়িয়া আছে, নিয়ে যানা ঝি!" "এ ঘরটা কি করে ঝাঁট দিলে, মেজে বৌ, যেমন ধুলো তেমনি যে আছে" প্রভৃতি প্রাতেই বলিয়া ঝগড়ার আয়োজন করিতেছিলেন।

প্রভা শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বাহিরে বাদ্য বাজিতেছিল, প্রভার পাঁচ বছরের মেয়ে লতিকা ব্যস্তভাবে শয্যাত্যাগ করিয়া আসিয়া বলিল, "মা! আমার শীঘ্র কাপড় জামা পরিয়ে দাও" বলিতে বলিতে মাতার মুখ প্রতি চাহিয়া বলিল, "মা তোমার চোখে জল কেন? তুমি কি কাঁদছ? তুমি যে কাল বলেছিলে, পূজার ক'দিন ঝগড়া করিতে নাই, কাঁদতে নাই, তবে তুমি কেন মা কাঁদছ?"

প্রভা নয়ন মুছিয়া বলিল, না কাঁদিনী, এস কাপড় পরিয়ে দিই।" বালিকাকে সুসজ্জিত করিয়া দিলে সে বাহিরে গেল, প্রভা অন্যমনে শয্যা তুলিতে তুলিতে ভাবিতে লাগিল, "আজ ১০।১৫ দিন বাড়ী আসেন নাই, সপ্তাহে ২।১ দিন দেখিতে পাইলেই কৃতার্থ হই, তাহাও আর ভাগ্যে ঘটে না। লোকে প্রত্যহ পতি সেবা করিতে পায়, যাহাকে সর্ব্বদা দেখিয়া তৃপ্তি হয় না, তাঁহার দেখা পাওয়াও ক্রমে দুর্ঘট হইয়া উঠিল। এই পূজার সময় লোকে কত আনন্দ করিতেছে, আমার মত অভাগিনী আর কে আছে? তাঁহাকে লোকে মাতাল বেশ্যাশক্ত বলিয়া ঘৃণা করে, তাহাতে যে আমার কত কষ্ট হয়, লোকে তাহা না বুঝিয়া আবার হাসিয়া প্রাণে ব্যথা দেয়।",

সহসা বাহিরে মস্ মস্ করিয়া পদ শব্দ হইল, একটী ক্ষীণকায় গৌর বর্ণ যুবাপুরুষ প্রাঙ্গনে পদার্পণ করিলেন, ছোট ছেলে মেয়েরা "কাকা বাবু এসেছেন," "কাকা বাবু এসেছেন" বলিয়া আহ্লাদ করিয়া উঠিল। যুবকের পরিধানে সুচিকণ বস্ত্র, অঙ্গে রেশমী পাঞ্জাবী রেসমী চাদর, মস্তকের কেশ সুন্দররূপে বিন্যস্ত, নয়ন কালিমাবেষ্টিত, অঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ। সেজ বৌ এক ঝুড়ি কুটনা লইয়া গৃহান্তরে যাইতেছিলেন, তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এই যে নূতন ঠাকুর পো! এবারে যে ডুমুরের ফুল হয়েছ, আর দেখাই পাওয়া না।" তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনারা আমার মুখই দেখেন না, তা দেখা পাইবেন কিরূপে?"

সেজ বৌ তাঁহাকে দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন, তিনি নয়নের অন্তরাল হইলে মেজ বৌকে বলিলেন "ও মেজদিদি! আজ নূতন বাবু এমন আনন্দের দিনে সে সকল ফেলে এখানে কেন গো?" মেজ বৌ হাসিয়া বলিলেন, "নূতন বৌয়ের কপাল ফিরেছে আর কি।"

প্রভা প্রভাতেই স্বামীকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিতা হইল, কয়েকদিন হইতে সে স্বামীকে একবার আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া আফিসে পাঠাইবার ইচ্ছা করিতেছিল, কিন্তু অভিমান আসিয়া নিষেধ করিত, কাজ কি? তিনি তো অদর্শনে তাহাকে দেখিতে উৎসুক নহেন। তিনি পত্র পাইলেই কি আসিবেন? তাঁর মহামূল্য সময় নষ্ট করাইয়া তাঁহাকে পত্র পড়াইবার দরকার কি? আবার প্রবল ইচ্ছা হইত, না পত্র দিই, আর স্থির থাকিতে পারি না, একবার অর্দ্ধ ঘণ্টার জন্য আসিয়া দেখা দাও। তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় প্রভা তোমার পথ চাহিয়া আছে একবার আসিয়া প্রভার বাহুবন্ধনে ধরা দাও, তাহার আকুল

চিত্ত শান্ত কর। এই নীরব অভিমান মনেই থাকিত, দেখা হইলে প্রভা লজ্জায় এসব স্বামীকে বলিতে পারিত না, এখন তাঁহাকে দেখিয়া প্রভার নয়নে অশ্রু উথলিয়া উঠিল, সে ব্যস্তভাবে মুখ নত করিল।

নূতনবাবু শয্যার উপর বসিয়া বলিলেন, "এদিকে এস, একটা বড় দরকার আছে।" প্রভা বলিল "কি?" তাহার অর্দ্ধ নিমীলিত নয়ন দুইটী ঈষৎ আর্দ্র, নয়ন ঈষৎ রক্তবর্ণ, দৃষ্টি নত, তাহার হৃদয়ে যে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ খেলিতেছিল, স্বামী তাহা বুঝিলেন না, বিরক্ত ভাবে বলিলেন, "এইমাত্র ঘরে এসেছি, আর অমনি কান্না, তবে না হয় চলে যাই।" প্রভা মস্তক নত করিয়া রহিল, নূতন বাবু আবার বলিলেন "দেখ আমার কিছু টাকার বড় দরকার হয়েছে, এই পূজার সময় হাতে একটা পয়সা নাই, অন্ততঃ পক্ষে ১০০৲ টাকা যদি আমায় দিতে পার, তবে আমার বড় উপকার কর।

প্রভা বলিল "আমি টাকা কোথায় পাব? তুমি কি আমার চাকরী করে টাকা এনে দাও, যে আমি জমিয়ে রাখছি।"

নূতনবাবু। আচ্ছা ও মাস থেকে মাহিনা পেলে তোমায় কিছু কিছু করে দিয়ে যাব, দেখো, এবার খুব কথার ঠিক থাকবে, এখন বাঁচাও। কিছু গহনা দাওনা, আমি এখন বাঁধা দিয়ে ধার করি, ও মাসে ঠিক এনে দিব।

প্রভা নিজ আভরণহীন দেহের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল, "গহনা থাকলে কি আর এ বেশে থাকি, যখনি চেয়েছ, তখনি দিয়েছি।" নূতন বাবু বিরক্তভাবে বলিলেন, "আজ তবে কিছু আশা নাই?"

এই সময় লতিকা দৌড়াইয়া আসিল ও পিতার কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা এসেছ? জ্যেঠা মহাশয়, কাকা বাবুরা সবাই বাড়ীতে থাকেন, তুমি কেন থাক না বাবা?"

নূতন বাবু লতিকাকে ক্রোড়ে লইয়া বলিলেন "নূতন বৌ! এই যে লতিকার গলায় হার রয়েছে, এই ছড়াটা মাস খানেকের জন্য দাও, আমি ঠিক আবার এনে দিব।"

প্রভা কিছু বলিল না, লতিকা পুতুল লইয়া অন্য বালিকাদের সহিত জানালার কাছে খেলিতে লাগিল। স্বামী আবার বলিলেন, "দাও নূতন বৌ! আমাকে এই পূজার সময় পাঁচজনের কাছে মাটী করোনা।"

প্রভা লতিকাকে বলিল, "লতিকা তোর হারটা দে, বাক্সে তুলে রাখি।" কন্যা বলিল "কেন মা, পূজার সময় সবাই পরেছে, আমি পরবো না?" মা বলিল, "যদি চোরে চুরি করে, পূজা বাদে তো'কে পরিয়ে দেব।"

বালিকা নিশ্চিন্ত মনে দাঁড়াইয়া হার খুলিয়া দিল, মাতার হৃদয় শিশু কন্যাকে প্রতারণা করিতে কাঁদিয়া উঠিল, নয়ন অশ্রু পূর্ণ হইল। যাহার আসিবার জন্য এত আকিঞ্চন, সে আসিল, কিন্তু সন্তোষের পরিবর্ত্তে অশ্রু বারি কেন? নূতন বাবু হার পকেটে ফেলিয়া বলিলেন, "আমি আর ওসব কুসঙ্গে মিশবো না, এই পূজা বাদে দেখো, ভাল হবো।"

স্বামী চলিয়া গেলেন, অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া প্রভা কর্ম্মান্তরে গেল।

(৩)

সপ্তমীর দিন বড় বৌ বলিলেন, "হাঁ নূতন বৌ! লতিকার হার কোথায় গেলরে?" নূতন বৌ বলিলেন, "আছে।" বড় বৌ আবার বলিলেন "খুলে রেখেছ কেন? বাড়ীতে পুজো, পাঁচ জন যাওয়া আসা করছে, আর পরিবার গহনা কি লোকে এ'সময় খুলে রাখে? আমার বোধ হয় তুমি হারিয়ে ফেলে মানছ না।"

প্রভা মস্তক নত করিল। মেজ বৌ বলিলেন, "হারিয়ে গেছে?" প্রভা বলিল "না।" সেজ বৌ বলিলেন "তবে কি হয়েছে? সেদিন নূতন বাবু এসেছিলেন বুঝি পূজার খরচ চালাইতে সেটী ফাঁকি দিয়েছেন।" প্রভা নীরব।

সেজ বৌ বলিলেন, "নূতন ঠাকুরপোর কি কঠোর প্রাণ বাপু! সন্তানের গলার হার খুলে ঐ কাজ! আর তোর পতিভক্তিকেও ধন্যবাদ নূতন বৌ!"

সেজ বৌ বলিলেন, "আমাদের অমন স্বামী হ'লে আমরা তা'র মুখ দেখতুম না, নূতন বৌয়ের খুব সহ্যগুণ বলতে হবে।" সেজ বৌয়ের ভগিনী নিমন্ত্রণে আসিয়াছিলেন, তিনি কানের ইয়ারিং দুলাইয়া বলিলেন, "আমরা বাপু অমন স্বামীকে ভক্তি করতে পারি না, তাতে আমাদের পাপই হৌক, আর যা'ই হোক।'

প্রভা কর্ম্মের ছুতা করিয়া সেখান হইতে পলাইল, সিঁড়ির কাছে আসিয়া অপমান লাঞ্ছিত মস্তকটী তুলিয়া মুখ উন্নত করিয়া দাঁড়াইল, মুক্তবায়ু তাহার অর্দ্ধমুক্ত অবগুণ্ঠন মধ্যে প্রবেশ করিয়া মস্তক শীতল করিতে লাগিল, মনে মনে বলিল, "হৃদয়েশ্বর! তোমার নিন্দা যেখানে সেখানে, কোথা যাই বল!"

দশমীর দিন লতিকা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "মা! আমার সব জামা জুতা পরিয়ে দিলে, হার কেন দিলেনা, হার পরিয়ে দাও।" প্রভা কয়দিন ভুলাইয়া রাখিতেছে, আজ আর ছাড়াইতে পারে না, লতিকা ভারি কাঁদিতে লাগিল, তখন প্রভা বলিল, "আচ্ছা একটু ঘুরে এস, আমি কাপড় কেচে এসে বাক্স খুলে হার দিচ্ছি।" লতিকা চক্ষু মুছিয়া বাহিরে গেল।

প্রভা দ্বারে খিল দিয়া ব্রাকেট হইতে একটা ঔষধের শিশি লইয়া পান করিয়া শয়ন করিল। মুখে অস্ফুটস্বরে বলিতেছিল, "শূন্য ঘাটে একা আমি, পার করে নাও খেয়ার নেয়ে।"

(৪)

লতিকা আসিয়া অনেক ডাকিয়াও সাড়া পায় না, দেখিয়া বাড়ীর লোকে সন্দিহান হইয়া দ্বার ভাঙ্গিল। প্রভার অবস্থা দেখিয়া ডাক্তার আনা হইল।

প্রভার শাশুড়ী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "নূতন বৌ! কেন এমন কাজ কর্‌লে মা? তোমার লতিকাকে কে দেখবে?" একজন গিয়া নূতন বাবুকে ডাকিয়া আনিল, তিনি আসিয়া মুমূর্ষু পত্নীর শয্যাতলে বসিলেন।

প্রভা লজ্জা ত্যাগ করিয়াছে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, অনেক দিনের অনেক কথা, অনেক বৎসরের অনেক বেদনা, প্রাণ খুলিয়া গভীর উচ্ছাস ভরে ব্যক্ত করিতে লাগিল। পরিপূর্ণ আবেগে তাহার মরণোন্মুখ বক্ষ ফাটিয়া যাইতেছিল। তাহার হৃদয়কুসুমে কত মধু ছিল; কেহ তাহা জানিত না, আজ বায়ু প্রবাহে তাহা ছড়াইয়া পড়িল। তাহার মহত্ব, তাহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত বেদনার কথা শুনিয়া সমাগত ব্যক্তি মাত্রেই অশ্রু মুছিতে লাগিলেন, নূতন বাবু অকৃত্রিম অনুতাপে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

ডাক্তারের চেষ্টায় প্রভা জীবন পাইল। নূতন বাবু জননীর চরণে হাত দিয়া বলিলেন, "মা! এই তোমার পায়ে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সমস্ত অসৎ প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়া প্রভার উপযুক্ত স্বামী হইব, অসৎ কার্য্য আর না, আর না।"

বহুদূর হইতে বিসর্জ্জনের বাজনা শুনা যাইতেছিল, শরতের সুন্দর জ্যোৎস্না প্রকৃতিকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, পূজাবাড়ীর উৎসব সঙ্গে একটা মিলন ভাব দেখাইতেছিল, ঝাড়ের আলো শূন্য পূজার দালানে পড়িয়া একটা গম্ভীর ভাব জাগাইতেছিল। নূতন বাবু পূজার দালানে প্রভার হাত ধরিয়া বলিলেন, "প্রভা! আজ থেকে আমি তোমার সঙ্গে সৎ স্বামীর মত ব্যবহার করিব, প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ বিজয়া দশমীতে লোকে শত্রুকে আলিঙ্গন করিয়া বন্ধু করে, আজ ভগবান তোমার শত্রুকে বন্ধু করিলেন।"

প্রভা লজ্জিত ভাবে বলিল, "ওকি কথা, তুমি কোন কালেই আমার শত্রু ছিলে না, চিরদিনই বন্ধু ছিলে।"

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী মিত্র।

যবাণী।

হিন্দীতে ইহাকে বলে আজয়ান, বাঙ্গালায় ইহার নাম যবাণী বা যোয়ান। দেশীয় ঔষধাবলীর মধ্যে যোয়ানকে আর্য্য চিকিৎসকগণ উচ্চস্থান প্রদান করিয়াছেন। সংস্কৃতে ইহার নাম যবাণী, ব্রহ্মদর্ভা, ক্ষেত্র যবাণী, যমানিকা, দীপ্যক এবং যবসাহব।

এই যবাণী ক্ষুদ্র ফল বিশেষ, যোয়ান প্রায় অনেকেই দেখিয়াছেন, অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন।

আয়ুর্ব্বেদে ইহার গুণ কটু তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, লঘুপাক, তীক্ষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, পাচক, রুচীকর, ঝাল, কফ্ ও শুক্র হানিকর, বায়ুনাশক। শূল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং গুল্ম, প্লীহা, উদর ক্রিমি প্রভৃতি রোগের শান্তিকারক। এখন পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ ইহার সম্বন্ধে কিরূপ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহাই বলিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ডাক্তার বিডি (Dr. Bidie) বলেন, ইহা অল্প মাত্রায় ব্যবহার করিলেও মুখে অধিক পরিমাণ লালা নিঃসরণ করিতে সক্ষম। যথা—

"This remedy Dr Bidie remarks, in moderate quantities increases the flow of saliva augments the secretion of gastric juice, acts as stimulant, carminative and tonic.

ইহা দ্বারা পাচকরস নিঃসৃত হয়, ইহা উত্তেজক, পাচক এবং টনিকের মত কার্য্যকারী। গ্রীষ্ম প্রধান দেশে অন্যান্য সংকোচক ঔষধের সহিত ইহা অতি সুবিধাজনক রূপে গলক্ষতে (relaxed sore throat) ব্যবহার করা যাইতে পারে। ডাক্তার জে, জে, উড্ প্রভৃতি অন্যান্য ডাক্তারগণ এই মতের পোষকতা করেন। দেশীয় চিকিৎসকগণ এক চা চামচের ১ চামচ পরিমাণ যবানীতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশাইয়া চিবাইয়া জল দিয়া গিলিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কেহ কেহ যবানীকে সিদ্ধ করিয়া সেই জল পানেরও ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ঠিক নহে, ডাক্তার ওয়ারিং বলেন যে, এইরূপে ডিককসন করিলে ইহাতে যে তৈলাক্ত পদার্থ থাকে, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। এই তৈলের পরিপাক শক্তির জন্যই যবানীর এত আদর। সিদ্ধ করিলে তাহার সেই শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, বরং চিবাইয়া খাওয়াও অনেকাংশে ভাল।

জোয়ান চোলাই করিয়া লইলে তাহাকে জোয়ানের জল বলে। এই জোয়ানের জল এখন বাজারে পাওয়া যায়। চোলাইয়ের পদ্ধতি অতি সহজ। ৩ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ১।৷০ সের পরিষ্কার খোসা ছাড়ান জোয়ানকে ৬ কোয়ার্ড বোতল জলে দিয়া দেড় কোয়ার্ড চোলাই করা জল থাকিলেই সুন্দর হইয়া থাকে। জলে জোয়ান ফেলিয়া দেওয়াটা ভাল নয়। চোলাই করা পাত্রে লাগিয়া পুড়িয়া পরিস্রুত জলটাতে গন্ধ হয়, গুণেরও লাঘব হইয়া যায়। সেইজন্য একটা ন্যাকড়ায় বান্ধিয়া ঠিক জলের মধ্যস্থলে ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। ঐ জলের ব্যবহারের পরিমাণ ১ হইতে ৩ আউন্স মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের জন্য ব্যবস্থা করা উচিত। ডাক্তার উড বলেন অজীর্ণ রোগ,

বমি বা বমির প্রবৃত্তি, পেট ফাঁপা, মূর্চ্ছা ভাব গুরু ভোজনের পর উদরাময়, হিষ্টিরিয়া, শিশুদের পেট খেচুনী, উদরাময় এই সকল উপসর্গে যোয়ানের আরক বা জল মহৎ উপকারী।

ডাক্তার ওয়ারিং এম, ডি, বলেন যে, যদিও দেশীয় লোকেরা বলে ইহা বিসুচিকা রোগেও কার্য্যকরী, কিন্তু ইহার যে সে গুণ আছে, এমন কোনস্থলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং ইহার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা যায় না। ইহা বায়ু নাশক, আক্ষেপ নিবারক বলিয়া অন্যান্য ঔষধের সহিত দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ যোয়ানের উপর নির্ভর করা যায় না। "It is not to be trusted to alone but forms a admirable adjunct to other remedies"

ডাঃ উড বলেন যে, যাহারা অভ্যস্ত মদ্যপায়ী, তাহাদিগকে, যবানীর জল দিলে মদ্য পিপাসা হ্রাস হইতে পারে। ইহা কটু এবং উত্তেজক গুণ বিশিষ্ট বলিয়া পাকস্থলীতে একটা উত্তেজনার ক্রিয়া আনয়ণ করিয়া থাকে, ইহা দ্বারা কোনরূপ মত্ততা আনয়ন না করিলেও মদ্য পিপাসা নিবারণ করিয়া মদ খাইবার দুর্দ্দম্য বাসনাকে অনেক পরিমাণে সংযত করিয়া থাকে, ইহা আমিও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি এবং নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, যোয়ানের জল (Aqua Ptychotis দ্বারা বহু মদ্যপায়ীকে মদ ছাড়াইয়া রক্ষা করা যাইতে পারে।

এখন দেশীয় চিকিৎসকগণ পাশ্চাত্য চিকিৎসা প্রণালীতে ইহার সহিত লবণাদি মিশ্রিত করিয়া ইহার ট্যাবলয়েড বা বটীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। যোয়ানের এত গুণ। এই জন্য প্রত্যেক সংসারে ইহা বা ইহার প্রকারান্তর যে কোন আকৃতিতে থাকা আবশ্যকীয়।

Chinese Marriage Supersition.

চীন জাতীর বিবাহ সম্বন্ধীয় কুসংস্কার।

চীন দেশের প্রবাদ, বাড়ীতে কেহ মৃত্যু মুখে পতিত হইলে ১০০ দিনের মধ্যে সেই সংসারের যদি কেহ বিবাহ করে, তবে তাহাদের সাংসারিক সুখ হয় না, সেইজন্য কাহারও মৃত্যুর পর ১০০ দিন বিবাহাদি শুভ কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পায় না। চীন দেশের প্রথা, কন্যাকে কোন প্রবীনা প্রথম দেখিয়া আসিয়া বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে, যদি কোন নবীনা কন্যা দেখিতে যায়, তাহা হইলে চীনেদের মতে ভয়ানক অকল্যাণ হয়। কোন সংসারে কাহারও মৃত্যু হইলে যতক্ষণ মৃতদেহের কফিন বাড়ীতে থাকে, ততক্ষণ বিবাহ করিয়া গৃহে বধূ আনিলেও আনিতে পারা যায়, কিন্তু মৃতদেহ কবর দিবার জন্য বাড়ী হইতে বাহির হইলে আর ১০০ দিনের মধ্যে বিবাহ হয় না। চীনের মতে পরিণীতা কন্যা শ্বশুরালয়ে যাইবার সময় যদি তাহার পাদুকার ঘোড়্ (heel) মুড়িয়া যায়, তাহা হইলে স্বামীকুলের অশুভ হইয়া থাকে। কন্যার শ্বশুরালয়ে গমনের সময় তাহার পাল্কীর পশ্চাতে একটা হাড়ীতে করিয়া চিনি ও এক টুকরা মাংস বান্ধিয়া দেওয়া হয়, উদ্দেশ্য—পিশাচাদি কেহ যেন কন্যার অনিষ্ট করিতে না পারে, এই জন্য তাহাদের উদ্দেশ্যে এই গুলি পাল্কীর পশ্চাতে বান্ধিয়া দেওয়া হয়। চীনের লোকে ভূত প্রেত মানে এবং এসম্বন্ধে তাহাদের ভয়ানক কু-সংস্কার আছে।

কন্যার বিবাহের সময় কন্যাকে এক ঝুড়িতে বসাইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করান হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য—সমস্ত জীবনে তাহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল হইবে।

চীনাদের কন্যার বিবাহ হইবার পূর্ব্ব ৪ মাস কাল যে বাড়ীতে নূতন সন্তান জন্মিয়াছে, বা কেহ মরিয়াছে, তাহাদের গৃহ প্রবেশ করা নিষিদ্ধ। এরূপ করিলে দাম্পত্য প্রণয়ে ব্যাঘাত জন্মে এবং আজীবন তাহারা সুখী হইতে পারে না।

কন্যার বিবাহের পূর্ব্ব রাত্রে কন্যা জন্মের মত তাহার পিতা মাতার সহিত এক টেবিলে বসিয়া কেবল অর্দ্ধ ভোজন করিতে পায়, তাহার বিবাহ হইলে আর কখন পিতৃ গৃহে আসিতে পায় না। পরদিন যাত্রাকালেও কন্যাকে অর্দ্ধ ভোজন করিয়াই চলিয়া যাইতে হয়। সকল দেশে একটা না একটা সংস্কার আছে, পাশ্চাত্য জাতি এবং আধুনিক পাশ্চাত্য জাতির অনুকরণ প্রিয় শিক্ষিত ভারতবাসীগণও এই গুলিকে কুসংস্কার বলিয়া থাকেন, কিন্তু এমন সুসভ্যজাতি ইংরাজদের মধ্যেও কতকগুলি কুসংস্কার আছে। বারান্তরে পাঠকগণকে তাহাদের কতকগুলি উপহার দিবার বাসনা রহিল।

স্বদেশী মেলা।

এ বৎসর ৬ই সেপ্টেম্বর বহুবাজার ষ্ট্রীটে স্বদেশী মেলা বসিয়াছিল, আমাদের গবর্ণর লর্ড কারমাইকেল মহোদয় মেলার দ্বার উদ্ঘাটন করেন। কয়েকদিন লোক সমাগম মন্দ হইতেছিল না। মেলায় প্রদর্শিত দ্রব্যাদির মধ্যে এবারেও কিছু বিশেষ উল্লেখ যোগ্য দ্রব্য দেখিলাম না। সেই মাথার তৈল, জুতার কালী ইত্যাদি।

পটারি ওয়ার্কসের দ্রব্যগুলির উন্নতি হইয়াছে দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, বেশ হইয়াছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস কোম্পানীর, ডাক্তার বসুর লেবরেটরীর দ্রব্যাদির সুন্দর উন্নতি হইয়াছে; এগুলি দেশের গৌরবের সামগ্রী সন্দেহ নাই।" ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক

মহাশয়ের এক পাকে ভাত ডাল তরকারী, মাছ মাংস রান্ধিবার ইকমিক উনানটীও বেশ।

যাহারা মেলায় দ্রব্যাদি বিক্রয়ের জন্য আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের বিক্রয় বিশেষ এমন কিছু হয় নাই, কারণ দর বিশেষ সুলভ বোধ হইল না। সাধারণ অভিযোগ দুর্ম্মূল্যতা। দুঃখের সহিত বলিতে হয় যে, মেলার উদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। এ বৎসরের বিশেষত্ব এই, গবর্ণর বাহাদুর মেলার দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছিলেন। তথাপি মেলার উদ্যোক্তাগণকে ধন্যবাদ। একটা মজা—সংবাদ পত্রে কখন কখন ত্রুটীর সমালোচনা হইত বলিয়াই বোধ হয়, অনেক সংবাদ পত্রকেই কোন আবাহন নিমন্ত্রণও হয় নাই। সত্য হইলে এটা প্রশংসার কথা নয়—দুর্ব্বলতাবিশেষ মাত্র। ত্রুটী দেখাইলে চটিয়া যাইলে সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর হইতে যাওয়াটা হাস্যজনক ব্যাপার। যাক্, যে কোন প্রকারে দেশের হিতাকাঙ্ক্ষাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহা সফল হইলেই ভাল। কিন্তু এই দেশের তথাকথিত নেতাদের উপর সাধারণের শ্রদ্ধা কমিতেছে। তবে "বয়েই গেল" বলিলে আর চারা নাই। এমন কথা সাধারণ লোকেও বলে, তবে আর নায়কত্বের বিশেষত্ব কি, মরার বাড়া গালত নাই। উদ্যোগীগণের উদ্দেশ্য ভাল, কিন্তু লোক মতের দিকে দৃষ্টি রাখার অক্ষমতাই যে সাধারণ সহানুভূতি অন্তরায় এটা বুঝিলে ভাল হইতে পারে।

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press 71 [illegible] Lane Calcutta.

পূজার সংখ্যা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২৷৷০ টাকা।

Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা। New Series, October 1913. নূতন সংস্করণ। অক্টোবর, ১৯১৩ Vol. VII. No 10.

চিরপ্রথামত আমাদের গ্রাহক, অনুগ্রাহক পাঠক, পাঠিকা, বিজ্ঞাপন দাতা ও পৃষ্ঠপোষকগণের নিকট মহামায়ার পূজার জন্য আমরা কয়েক দিনের জন্য অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি।

এ সংখ্যায় আমরা শিল্পাদি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করি না। এই মহানন্দের দিনে কঠিন বিষয় সমূহের আলোচনা ভাল দেখায় না। মহামায়ার অনুগ্রহে সকলে এই কয়দিন আনন্দে অতি বাহিত করুণ, ইহাই প্রার্থনা।

Choicest Prescriptions.

প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ।

Laxative Powder.

বিরেচক চূর্ণ।

চিনি সূক্ষ্ম চূর্ণ ৭০ গ্রাম্স্
অর্থাৎ ১৭৷৷ ড্রাম

লিকরিস্ রুট বা জষ্টি মধুর
মূল চূর্ণ ৫ ড্রাম্স্

Precipitated sulphur 150 Gr.
Valelline 3 Gr.

উত্তমরূপে মর্টারে পিষিয়া একটী শিশিতে রাখিয়া দিতে হইবে। ইহা সন্ধ্যায় আহারের পর জলের সহিত, চামচের এক চামচ খাইতে হয়। প্রাতে মাত্র ২বার যন্ত্রণা বিহীন দাস্ত হইয়া যায়। ইহা প্রত্যেক রাত্রে ব্যবহার করিলেও জোলাপের যে একটা অভ্যাস, তাহা আনয়ন করে না। (Medical council, I. M. R.)

বাতের মলম।

Rheumatism.

Rx. Salicyl Pulve ½ Dr
Oil Terebinth ½ Dr
Lanloline ½ Oz

Mix. use as ointment first cleaning the skin with soap and water; use friction 5 minutes.

36-1911. I. M. R,

Ringworm ointment.

দাদ।

আক্রান্ত স্থানের চুল যথা সম্ভব পরিষ্কার করিয়া, প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেই স্থানটাকে মর্দ্দন করিয়া নিম্ন লিখিত ঔষধটী ব্যবহার করিলে ভাল হইবে।

Re

অয়েল রেশিনী ৷৷ ড্রাম
স্পিরিট ক্যাম্ফর ১ আউন্স
টীং ক্যান্থারাইড্স ৷৷ ড্রাম

74-1911 I. M. R.

দশ লক্ষ টাকা দান।

আমাদের বঙ্গমাতার গৌরব রবি ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি কল্পে বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ১০০০০০০ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন, আবশ্যক হইলে আরও দশ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ইহারই নাম অর্থের স্বার্থকতা! সমগ্র জগতে ধন্য ধন্য পড়িয়া গিয়াছে। মহাত্মা তারকনাথ পালিত মহাশয়ের দানের কথা ইতিপূর্ব্বে "কাজের লোকের" পাঠকগণ পড়িয়াছেন, বোধ হয় বিস্মৃত হয়েন নাই। দেশের ধনীগণ এই মহাজনদ্বয়ের আদর্শ অনুকরণ করিলে কি দেশের দুঃখ দূর হইতে অধিক দিন লাগে? "কীর্ত্তি যস্য স জীবতি" এই কীর্ত্তিই মানবকে অমরত্ব প্রদান করে, ডাক্তার রাসবিহারী, শ্রীযুক্ত তারকানাথ পালিত আজ অমরত্ব লাভ করিলেন, ধন্য, ধন্য বঙ্গের সুসন্তান! ভগবান ইঁহাদিগকে দীর্ঘজীবন দানে দেশের কল্যাণ সাধন করুন, ইহাই প্রার্থনা।

আগমনী।

রাগিণী খাম্বাজ। তাল যৎ।

গিরি রাণী, গণেশ জননী এলো ঘরে।
হরের হৃদয়ধন লহ আসি সমাদরে।
তুষিতে সে ত্রিপুরারী, আনিলাম তোর
গৌরী,
প্রাণ সমা, প্রাণ উমা, এসেছে তিন্ দিনের
তরে।
আমার তনয়া নয়, শমন যারে করে ভয়,
আরাধ্যের আরাধন, করে বিধি বিষ্ণু হরে।
তোমার উমার মায়া নির্গুণে সগুণ কায়া,
জীব মাঝ মাত্র ছায়া, মহামায়া নাম ধরে।
ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী, কালী তারা নাম ধরি,
পতিত জন উদ্ধারে কৃপাময়ী কৃপা ক'রে।

"দীন হাজরা"
বহুবাজার

মাতৃ আবাহন।

মা আমার, জগজ্জনপালিনি, আজ সম্বৎসর পরে, তোমার আবাহনে মন প্রাণ উল্লাসিত হইতেছে। এস মা, সন্তানের চির আকাঙ্খিত দশ ভুজা মা আমার, জ্ঞান, সিদ্ধি, অর্থ, শক্তি সমভিব্যাহারে, শক্তিময়ী মা আমার, আবার ভারতের দুঃখ দৈন্য হাহাকার মাঝে, তোমার সেই সস্মিত আনন সহ, একবার দাঁড়াও। ত্রিংশ কোটী নর-নারী আজ আনন্দাশ্রু পরিপ্লুত নয়নে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এস জগদ্ধাত্রি, এস জগত মন মোহিনী। আজ সন্তানের সকল পাপ তাপ ভুলিয়া গিয়া, তোমার সেই সদ্য বিকসিত কুসুম সম সদা প্রফুল্লিত বদন খানি, একবার দেখাও। সন্তানের মনে বল দাও, সাহস দাও। মা ভারতের সব গিয়াছে, ভারতের আর কিছুই নাই, ভারতের আপনার বলিয়া গৌরব করিবার এক মাত্র আছ তুমি। এবং মা [illegible] আমাদের নিজের আমরে [illegible], আবার আমাদের হৃদয়ে আসিয়া, উদয় হও। প্রসন্নময়ী! সন্তানের প্রাণে তোমার আবাহনে যে এক অভূতপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হইতেছে, তাহা অনির্ব্বচনীয়, এস মা ভারতের ঘরে ঘরে, আজ আনন্দোৎসবে যোগদান করিয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের প্রাণে নব প্রাণের সঞ্চার কর, আজ সকলের শোক, তাপ, ক্লেশ প্রভৃতি মুছাইয়া দিয়া প্রীতি সম্ভাষণে সন্তানের হৃদয়ে, আনন্দের সঞ্চার কর, সকলে আজ এক প্রাণে তোমার চরণে প্রণত হইয়া

সর্ব্বমঙ্গল্যে মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমস্তুতে॥

সেই তোমার মধুর স্তুতি বাণী আবৃত্তি করুক।

মা, সম্বৎসর পরে তোমার আগমনে পিতা, পুত্র, স্বামী, স্ত্রী, মাতা কন্যা, প্রভৃতির একত্র সমাবেশ, কি স্বর্গীয় মনোমুগ্ধকর দৃশ্য, নব প্রাণে, নবীন উৎসাহে, নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, তোমার সেই চির আরাধ্য হাস্য বিভোরা, বদন খানি দর্শনাকাঙ্ক্ষায় ও তোমার চরণসরোজ অতীতের শোক, তাপ, ক্লেশ, নিবেদন করিতে ভারতবাসী কাতরে কাতরে তোমার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মা শান্তিময়ী! পতিবিরহ বিধুরা রমণী, আজ তোমার আগমনে কাতরা, অতীতের কি এক স্মৃতি, বৃশ্চিক দংশন সম, তাহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল বিদ্ধ করিতেছে। তাহাকে শান্তি দাও মা। পুত্র, কন্যা হারা জননী, আজ সন্তান বিহনে নয়নের নীরে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিয়া, হৃদয়ের অন্তঃস্থলস্থ শোক বেগ দমন করিতে না পারিয়া ক্রন্দনের রোলে দিক দিগন্ত মুখরিত করিতেছে, তাহার প্রাণে শান্তি দাও মা; তাহার হৃদয়ে আনন্দ দাও, ভারতের দুঃখময় সংসারে সুখের হিল্লোল প্রবাহিত কর। ভারতে গৃহ বিচ্ছেদ বন্ধু বিচ্ছেদ, অশান্তি, কলহ, প্রভৃতি ঘোর [illegible] দূর করিয়া [illegible] সরস কর। দুর্গতি নাশিনী মা আমার, ভারতের দুর্গতি নাশ করিয়া ভারতবাসিকে সাহস দাও। মা রোগ, শোক প্রপীড়িত ভারতবর্ষে, দুঃখ দৈন্য গ্রস্ত ভারতবর্ষে, অতীতের স্মৃতি মাত্রাবশেষ ভারতবর্ষে, অস্থি, চর্ম্ম কঙ্কালাবশিষ্ট ভারতবর্ষে, একবার দশ প্রহরণ করে ধারণ করিয়া, সিংহ পৃষ্ঠে লক্ষ্মী, কার্ত্তিকের, গণপতি, সরস্বতীসহ, ত্রিনয়নে ভারতবাসির প্রতি কৃপা কটাক্ষ করতঃ মেঘ মন্দ্র স্বরে অভয় বাণী প্রদান কর। ভারতকে পাপ হইতে মুক্ত কর, ভারত মা তোমার নিজের বস্তু; ভারতের দুঃখ দৈন্য কি তোমার হৃদয়স্থল স্পর্শ করে না? পারেনি! তুমি মা অন্নপূর্ণা থাকিতে তোর সন্তানের অন্ন কষ্ট, আয় মা দুঃখ নিবারিণি ভারতের দুঃখ নিবারণ কর।

মা! পিতৃ মাতৃ হীন, অনাথ বালক বালিকাদের অশ্রু কে মুছাইবে, তাহাদের পিতা নাই, মাতা নাই, ভগ্নী নাই, বন্ধু নাই, আজ এই আনন্দের দিনে, তাহাদের হৃদয়ের বেদনার শান্তি, কে করিবে মা। তোমার আগমনে, সারা জগৎ আনন্দে বিভোর, তাদের অশ্রু জলই কি সার হইবে? তাহাদের নয়নের অশ্রু মুছাইবার কি কেহই নাই মা। তাদের মুখে হাসি দাও, তোমার আনন্দের দিনে তাদের প্রাণে আনন্দ দাও মা।

মাতৃ-স্তোত্রম্ ।

অয়ি জগজন পালিনী,
বেদ বিদ্যা প্রসবিনী, মাতঃ সিদ্ধি ঋদ্ধি দায়িনী
লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি মাতঃ
শান্তি ক্ষান্তি সৌম্যা মাতঃ
স্বর্গ মুক্তি প্রদায়িনী মাতঃ দশপ্রহরণ-
ধারিণী ॥

মধু কৈটভ নাশিনী,
দনুজগণ বিনাশিনী
পতিত পাবনী, পাপহারিণী, প্রকৃতি পুরাতনী
প্রাণাপ্রাণ রূপিণী
রাজ ভুক্ত বিলাসিনী

অন্নপূর্ণা ধন্যা মাতঃ মহিষাসুর মর্দ্দিনী
শরণাগত পালিনী
দুঃখ দৈন্য নাশিনী
আয়াহি সারদে, শুভদে বরদে, আয়াহি শান্তি-
রূপিণী

বিতর অন্ন সন্তানে
প্রসীদ মাতঃ দীনজনে,
(জয়) জগদম্বে অম্বিকে মাতঃ সুরনরগণ-
বন্দিনী ।

সেবক
শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

পূজার পঞ্চরং।

সদানন্দের নাট্য রঙ্গ।

কৈলাস—

ভগবতী—আসীনা।

নন্দী। প্রণিপাত জননীর পদে। এই মাত্র
আইলাম বঙ্গদেশ হতে মাতঃ—

ভগবতী। কি সংবাদ বল দেখি শুনি,
আছে কি জীবিত কেহ?

নন্দী। অৰ্দ্ধ বঙ্গ প্লাবিত বন্যায়, গৃহ দ্বার নাহি কারো—রক্ত বর্ণ বন্যা জলে অসংখ্য ভাষিয়া চলিয়াছে জীব দেহ। পূতিগন্ধে নরকসদৃশ জনপদ, কলকল নাদে বন্যাস্রোত চলিয়াছে—যেন দুস্তর সাগর প্রায়। জীবিত যাহারা, সর্ব্বস্ব হারায়ে লইয়াছে, বৃক্ষশিরে আশ্রয় জননী—বিহঙ্গম পলায়েছে দেশছাড়ি। কভু ভাষিয়া চলেচে শবদেহ পশু দেহ, সনে—ভগ্ন গৃহচাল অগন্য ভাসিছে—লইয়াছে আশ্রয় মানব তায়। গর্ভবতী বৃক্ষ শিরে বসি প্রসবিয়া সন্তান তাহার, অশ্রুজলে ভাসিছে জননী! হেন কঠোর দুর্দ্দিন বঙ্গের অদৃষ্টে মাতা হয়নি কখন। ভীষণ সে দৃশ্যাবলী বর্ণিতে অক্ষম সবিস্তারে!

ভগবতী। হায় বৎস! পাষাণী জননী আমি তাহাদের, চল শীঘ্র যাই পশুপতি কাছে কৰ্ত্তব্য করিতে নিরূপণ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

গণপতি কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। (গণেশের প্রতি) দাদা নন্দী দাদার কাছে সব শুন্‌লে? বুঝছ কি? পূজো খাবার বেলায় আগে বাড়িয়ে যাও, এখন উপায় কি করচ বল দেখ, ইন্দুর বাবাজীর জলে পড়্‌লেই সর্ব্বনাশ, লোকে কথায় বলে ইন্দুর চোবানী।

গণেশ। তোর মউরেরও সেই দশা। অগাধ জলে নাকানী চোবানী খেয়েই মারা যাবে। ময়ূরত আর বগ নয়, আর রাজহংসও নয় যে সাঁতার দেবে।

কার্ত্তিক। উড়ে যাবে, উড়ে যাবে—শাঁ করে ইংরেজের এরোপ্লেনের মত উড়ে চলে যাবে। তোমার যেমন বুদ্ধি দাদা, বেছে বেছে নেংটী ইন্দুরে চাপ্‌তে সাধ হলো। বেটা প্লেগের জোড়, মুনসিপ্যালের বাবুরা ইন্দুর মারলে বক্‌সিস দ্যায়, এত আর আমার ময়ূর নয়।

গণেশ। (ক্রুদ্ধ হইয়া) দ্যাখ কেত্তো, বড় ভেয়ের সঙ্গে ইয়ারকি, শুড়ে করে ধরে এক আছাড়ে অন্য কেউ হলে মেরে ফেলতুম তা' জানিস।

ভগবতী জয়া লক্ষ্মী সরস্বতী এবং
মহাদেবের প্রবেশ।

ভগবতী। শুন নাথ—পিতৃ ভূমি মম, আমা বই জানে না তাহারা, এখনি যাইয়া প্রতিকার করিব সবার, চল ত্বরা করি, অন্তরীক্ষ হতে দেখিব সকলে। কুবেরে পাঠাও সমাচার, রথ লয়ে রহে অপেক্ষায়।

মহাদেব। ইচ্ছাময়ী! পূর্ণ হোক ইচ্ছা তব। নন্দী! কুবেরে সংবাদ দেহ অবিলম্বে, ভগবতী শূন্য হতে হেরিবেন বঙ্গদেশ—বাসনা তাঁহার।

নন্দী। আজ্ঞা শিরোধার্য্য, প্রনিপাত যুগল চরণে।

কার্ত্তিক। আমি যাব মার সনে।

গণেশ। আমিও যাইব।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী। আমরাও যাইব হেরিতে।

জয়া। দাসী ও যাইবে মার সনে।

ভগবতী। সাজ ত্বরা করি, বিলম্ব না সহে আর। হায় হায় প্রাণ কাঁন্দে শুনিয়া নন্দীর কথা।

পট পরিবৰ্ত্তন।

মৰ্ত্তলোক।

(গৃহ শূন্য নর-নারী আকণ্ঠ জলে পড়িয়া)

যায় প্রাণ, রক্ষ সবে, কে কোথায় আছ ওষ্ঠাগত হয়েছে পরাণ! অনশনে আর নাহি করিবারে পারি আত্মরক্ষা, জলে জলময় চারিদিক, দুস্তর সাগর প্রায়—নাহি জনপদ, নাহিক আশ্রয়, স্থল,—হায় হায় গেল ভাষি প্রাণের কুমার অই, অতল সলিলে! কি ভয়ঙ্কর স্রোত—একি প্রলয় বারিধি গ্রাসিল ভুবন।

অন্তরীক্ষে।

দয়া এবং মায়ার প্রবেশ।

দয়া। বাঙ্গালার লোকে বহুদিন হারায়েছে আশ্রয় আমায়, স্বার্থপর, পিশাচ সদৃশ শোণিত পিপাসী, রক্ত শোষে পরস্পরে, হেন পাপহৃদে থাকিতে পারি না কভু।

মায়া। সেকি দেবী! যথা দয়া তথা মায়া, তোমার বিহনে আমিও আশ্রয়হীনা। হও অবিলম্বে হৃদে সবাকার আবির্ভূতা, পুণ্যজ্যোতি নাশুক তিমির-রাশি, উদ্ধারক প্রাণপণে সবে—জগৎ দেখুক পুণ্য জ্যোতি তব, শিখুক সকলে মনুষ্যত্ব এই হতে।

দয়া। শুন মায়া সহচরী, পারি না যে পশিতে পিশাচ হৃদে কভু। স্বার্থের সে ঘৃণাজনক পূতি গন্ধে পারিনা তিষ্ঠিতে। বাঙ্গালার দাতা নাম লুপ্তপ্রায়, দান স্পৃহা যদি কিছু থাকে, আছে তাহা লুকায়িত মাড়োয়াড়ী হৃদে। চল যাই, তাহাদেরে করিগে আশ্রয়, আদর্শ দেখিয়া শিখে যদি বঙ্গবাসী—জাগরিত হয় যদি লুপ্তপ্রায় দানস্পৃহা।

(গীত)

জাগোরে জাগো হের হের অই
প্লাবিত ধরণী কি দেখ হায়।
তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের মাতা
তব সহোদরা ঐ ডুবে যায়॥
শুন হে মহান, কর পরিত্রাণ
প্রাণপণে আজ যে যেথায়।
উঠ উঠ দাতা, কেমনে হেরিবে
অসংখ্য পরাণী ডুবিয়া মরিবে,
নিজ সুখে ভুলি থেকনা আর,—
কি ছার জীবনে, কি ছার গৌরবে
কি ছার ও ধনে, কি ছার হৃদয়ে
মানবের হৃদি নাহিক যার,—
যেমন শকতি, কর কিছু দান,
রাখ এ বিপদে মুমুর্ষুর প্রাণ,
আর প্রশংসা লভিবে তায়,—
স্বরগের সুখ ম্লান কাছে তার,
হে মানব কর উন্নতি আত্মার—
বিশ্ব প্রেমস্রোতে ভাস ধরায়।
জাগো রে জাগো, হের হের অই
প্লাবিত ধরণী কি দেখ হায়॥
তোমাদের ভ্রাতা, তোমাদের মাতা
তব দারা সুতা সুত ভেসে যায়॥

(অন্তর্ধান)

শূন্যে ভগবতী, জয়া, কার্ত্তিক, গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী।

জয়া। হের হের মাতা জীবন্ত মানবগণ ভাসি যায় উত্তাল তরঙ্গ সহ, হায় হায় অসংখ্য মরেছে গাভী বৎসগণ সনে।

মর্ত্তভূমে।

আর নাহি বাঁচি—বুঝি তরঙ্গের সনে অনশনে অবসন্ন হস্তপদ, অই! অই! ডুবে গেল প্রাণের প্রতিমা সুকুমার শিশুগুলি সনে। হস্তপদ থাকিতেও নারিনু করিতে রক্ষা!

(গীত)

কে আছ—কর পরিত্রাণ—
মৃত্যু গ্রাসিছে—হের হে মহান!
গেছে গৃহদ্বার, কিছু নাহি আর,
অনশনে মরে, হের সুকুমার
ওষ্ঠাগত—এবে প্রাণ—
কে আছ—কর পরিত্রাণ॥

মারোয়াড়ীগণের প্রবেশ।

মাভৈ! মাভৈ! যতক্ষণ দেহে প্রাণ, রক্ষিব বিপন্ন জনে। মারোয়াড়ী ভাইগণ! যার যতটুকু সম্বল সামর্থ্য, এস আজ জীবরক্ষা ব্রতে করি সমর্পণ, ধন্য করি মানব জীবন।

দয়া ও মায়ার আবির্ভাব।

মায়া। হের—হের দেবী, তব পূত জ্যোতিঃ পশিয়াছে সংসারের মাঝে! ঐ হের, স্তরে স্তরে চলেছে দাতার দান, হৃদয়ের পবিত্র সুধার ধারা—ছুটিয়াছে শতমুখে পূত জাহ্নবীর পূত ধারা প্রায়। ধন্য, ধন্য দেবী মহিমা তোমার, মর্ত্ত্য আজ দেব লোকে পরিণত বুঝি!

বঙ্গ-বালকগণের প্রবেশ।

হায় হায়! এত আর্ত্তনাদ শুনি, এত কাতরের কণ্ঠ শুনি জাগিল না কেহ? আত্মস্বার্থে রহিল ঘুমায়ে সব?

কি আশ্চর্য্য! কোন্ দেশ হতে আসি মারোয়াড়ী ভদ্র লোক দুঃস্থগণে করিবে উদ্ধার, আর আমরা ঘৃণিত বাঙ্গালী বসি বসি দেখিব তাহাই! এস ছাত্রের জীবন দেশতরে করিলে অর্পণ। এস যে যেথায় আছ, বান্ধ প্রাণ মনুষ্যত্বের বলে, ত্যজ স্বার্থ, চল গিয়া ঝাঁপ দিই প্রবল বন্যার স্রোতে, রক্ষা করি আমার দেশের লোকে, আমার সে জন্মভূমি, বঙ্গদেশ মাতা, তাঁহার সন্তান সবে। তা যদি না পারিব, বৃথা উচ্চ শিক্ষা অহঙ্কার। এস এস ভ্রাতা ভগ্নী যে যেথায় আছ, লয়ে কিছু সম্বল সঙ্গেতে, পশত সলিল মাঝে, অবশ্যই উদ্ধারিতে পারিব তা'দের।

অন্তরীক্ষে।

ভগবতী। ধন্য মারোয়াড়ী, ধন্য দুখিনী বঙ্গের সুকুমারগণ! ওরে ওরে লহ আশীর্ব্বাদ, করিছি বর্ষণ অন্তরীক্ষ হতে তো সবার শিরে।

কার্ত্তিক। মাতা, যাব আমি মর্ত্তলোকে ইহাদের সনে উদ্ধারিতে ভাসমান মৃতপ্রায় নরনারীগণে?

ভগবতী। বাছারে আমার, মর্ত্তে কলি যুগে দেবগণে মূর্ত্তিমান হয়ে না পারে পশিতে! তা হলে কি এতই অনর্থপাত হইত বঙ্গেতে।

কার্ত্তিক। মাতা! তবে কি মরিবে এত জনসঙ্ঘ, পশিয়া সলিল মাঝে, অন্তরীক্ষে হেরিবে বসিয়া তাই?

ভগবতী। বৎস—বন্যা নহে শুধু ইহা, মনুষ্যত্ব পরীক্ষার তরে লীলাময়-লীলা ইহা। বহুজন মায়া, দয়া আমারই অংশরূপে পশিয়াছে

নর নারী হতে। ঐ হের বৎস যত
নর তার, নারীগণ ও, অকাতরে
করিতেছে দান! হিন্দু মুসলমান
খ্রীষ্টান এক প্রাণে জাগিয়াছে
করিতে উদ্ধার। হের বৎস!
রাজাধিরাজ হতে দীন দুঃখী
জাতি ধর্ম্ম ভুলি, বিশ্বপ্রেমে মাতি—
বিপন্নেরে উদ্ধারিতে করিতেছে
হস্ত প্রসারণ: পরীক্ষার স্থল ইহা—
তাই দেব বালকের প্রায় অমর
অক্ষয় কীর্ত্তি করিতে অর্জ্জন
ছুটিয়াছে বালকের দল! তাই
স্বার্থপর পঙ্ককেশ নরকের কীটসম
বিষয়ীর দল স্তম্ভিত হয়েছে
এবে মনুষ্যত্ব হেরি। সকলিই
লীলাময় লীলা, সংসারের রঙ্গালয়ে!
বৎস, স্থির নেত্রে কর দরশন
পিশাচের অট্টহাসি, দেবত্বের
মহিমা বিস্তার।

স্বেচ্ছা সেবকগণের প্রবেশ।

(গীত)

জীবন মরণ, সকলি সমান
এজগতে কিছু থাকে না আর,
বিপন্নে তারিতে, যে পারে দিইতে,
সেই তুচ্ছ প্রাণে অমরত্ব তার।
তব দেশ বাসী, আত্মীয় স্বজন
প্লাবনে করিবে প্রাণ বিসর্জ্জন
কে পারে হেরিতে এ দৃশ্য ভাই,—
উৎসর্গিয়া প্রাণ, করি সবে ত্রাণ
চল চল ভাই মরিতে যাই।
শুকুমার মোরা, তাহে কিবা যায়,
মিলিত শক্তিতে পশিব ধরায়,
চল চল যাই, এস এস ভাই
মুছাইব অশ্রু দুখিনী মার।

জয় মাতৃ ভূমি!

(প্রস্থান)

পুষ্পে সরস্বতী এবং লক্ষ্মী।

সরস্বতী। ধন্য ধন্য বৎসগণ, এতদিনে বুঝিলাম, সুশিক্ষার পথে অগ্রসর সবে, মনুষ্যত্ব না শিখিলে যদি, শিক্ষার তবেরে কিবা প্রয়োজন! বৎসগণ! জ্ঞানের সাধনা মনুষ্যত্ব লভিবার তরে। ধন্য হইনু আজ, রত অমরত্ব রাখিলে অতুল কীর্ত্তি, ভারতের জীর্ণ ইতিহাসে—হইল যে নূতন অধ্যায় সংযোজিত আজি হতে!

লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর বরপুত্র যারা তারাও কি রহিবেক বসি? দেখি পরীক্ষার শেষ, রাখিবেক নাকি গৌরব আমার মোর বরপুত্রগণে।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

শূন্য পথ। ভগবতী ও জয়া।

ভগবতী। জয়া, এরা কারা, এত দুঃখে উল্লাস বয়ান, উপেক্ষার হাসি ফুটিয়া নয়নে কিন্তু বহে অশ্রু জল।

জয়া। "প্রোফেসনাল্ সিমপাথাইজার" এই নামে ভুবনে বিখ্যাত। শুন মাতা পিশাচ সঙ্গীত ইহাদের।

ভগবতী। সংসারেতে চির পুণ্য জ্যোতি ত্রিদিবের মত কেমনে সম্ভবে। আলোক আঁধার একাধারে বিরাজিত, সংসার মাঝারে বাড়াইতে মহত্তের মহিমা কেবল?

জয়া। শুন মাতা পরামর্শ ইহাদের।

পট পরিবর্ত্তন।

হুজুক পল্লী।

১ম ব্যক্তি। দেশের হুজুক দেখ্‌লে আনন্দের সীমা থাকে না। স্বদেশীর পর হতে একটাও দাঁও গাথ্‌তে পারি নাই।

২য় ব্যক্তি। দেখি যদি এই দাঁওটায় কিছু হয়। হুজুক হলেই কিচ্ছিং না হয়েই যেতে পারে না, চল মিটিং করে চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোন যাক্।

(কোরাস্)

আমরা সব হুজুক পেলেই, আগিয়ে ছুটী,
তাতে আর কেউত অবাক হয় না।
কথাটা———বু———
আমরা চাই কর্ত্তে Something,
Out of anything
এইটীই মোদের নিশানা॥
আমাদের কেউ প্রপোজ করে,
কেউ বা সপোর্ট করে তারে
যদিও (আমরা) বুঝি বেশ—
সাধারণে আমল মোটে পোঁছেও না॥
কিন্তু তাতে কিবা আসে যায়,

আমাদের পকেটে হাত দেওয়ার,
লোকের স্বার্থ বই অনর্থ ঘটে না ॥
কি আর? পেটটা বড় দুষমন,
তা' কি ভরা যাবে বল এখন,
সেটা ভাব্‌লে সকল দিক ত চলে না।
আমরা হুট করে বেরিয়ে পড়ে খুলি ফন্‌
দিব ভোল্ ফিরিয়ে রাখি উপরটা
চ্যাকন চাকন,
পকেটটা ভারি হলেই আমরা বেমালুম
সরে পড়ি, লোকে কত বলে
কিন্তু কথাটী মোটেই কই না ॥
এসকল সটকান দেওয়া, লোক মজান,
হাত টানে দু'পয়সা বিলক্ষণ আছে জান,
কিন্তু হলে কি হবে সকলের বুদ্ধিতে
এ সকল আসে না।

আমরা লেখা পড়াটা শিখি,
অতি মনোযোগ দিয়ে লোকের চরিত্রটা দেখি,
জবানটা দুরন্ত কাজেই কথাও কইতে দিই না।
নিজেরাই হাত পা ছুড়ি,
চটাপট টেবিল চাপড়াই, হিয়ার হিয়ার করি,
লোকের তাক লেগে যায়,
লোকে চাঁদা দিয়ে ফেলে, কথা কইবার
অবসরও পায় না।

তার পর বস্ চুপ চাপ্, লাগায় হুপ হাপ্
হিসেব চায়, গালাগালিও দ্যায়
বাস্তবিক আমাদের সে অভ্যাস নাই,
আর মোটেই কথাটী কই না ॥
এই রকম আর কি, অধিক আর কি
বলা যেতে পারে,

বিবেচনা কর, কথাটা বোঝ বিচার করে,
দেশ হিতৈষীতা দেখাতে গেলেই,
সবাইকেই এইরূপই কর্ত্তে হয়,
বিবেচনা কর, কেউ আর পৈত্রিক ধন
এনে কিছু দেয় না।
তাই হুজুক আমাদের জন কয়েকের লক্ষ্মী,
হুজুক পেলেই আমাদের আহ্লাদের সীমা
থাক্‌তেই পারে না।

লোকে আমার জিজ্ঞেস করে, তবে
গাঁট কাটায় আমাদের তফাৎ কি,
তা সে কথার আমরা আর উত্তর দিব কি,
বুঝ্‌লে বড় বেশী তফাৎও থাকে না ॥

কক্ষ।

জনৈক মহিলার গীত

আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি
তুমি অবসর মত বাসিও—ও—ও—

ঝী। সর্ব্বনাশ! এদের বাড়ীতেও আবার থাক্‌তে আছে, জলপ্লাবনে দেশ যায় যায়, চারিদিকে হাহাকার, এই সময়ে এদের ভালবাস্‌বার সময় হলো! (প্রকাশ্যে) থাম মা, রক্ষে কর, আমাদের প্রাণ কাঁদ্‌চে, আর তোমাদের কি ভালবাস্‌বার সময় বাছা?

মহিলা। আমি নিশিদিন হেথায় বসে আছি, তোমার যখন মনে পড়ে আসিও—ও—

ঝী। রাম রাম! এই এদের দেশের প্রতি টান, কি সর্ব্বনাশ! আমি পালাই বাবা চাকরীকে দণ্ডবৎ!

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পল্লী পথ।

কৃষ্ণ। ত্যাপ্ ভাই রাম; অ্যাং যায় ব্যাং যায়, খল্‌সে বলে আমিও এক চাল যাই। মোড়লের পো নাম জাহির কর্ত্তে চান, আমরা ভাবড় ভাবড় থাক্‌তে দেশের লোকের জন্যে ওরই প্রাণটা কাঁদ্‌লো?

রাম। এ অন্যায় কথা দাদা, সকলের প্রাণ কি সমান, কারু সর্ব্বনাশ, কারু পৌষ মাস। মানুষের চামড়া গায়ে থাক্‌লেই হয় না দাদা, মনুষ্যত্ব থাকা চাই নইলে মানুষ ও যা, পশুও তা! কেন কত দেশের লোকে, ইংরাজ, মাড়োয়ারী পার্শী এরা এসে আমাদের দেশের লোকের জন্য প্রাণ দিয়ে ধন দিয়ে কচ্চে, আর আমাদের চারিদিকে হাহাকার শুনে আমাদের কি কিছু কর্ত্তে নাই, কেবল কূপের ব্যাং? আপনার স্বার্থের কূপেই পড়ে আছি বইত নয়। যাহোক তবু দেশের মুখ রক্ষে করছে, নইলে ওর মতন লোক কি সাহায্য কর্ত্তে পারে। সামর্থ্য অনেকের ছোট থাক্‌তে পারে, কিন্তু মহত্বটা ছোট হতেই হবে তার মানে কি? এরাই ধন্য দাদা বুঝেছ। এরূপ কাজে লোকের শিক্ষা হউক, লোকে মানুষ হতে শিখুক।

কৃষ্ণ। যাও যাও কোথা যাবে বাপু। মনুষ্যত্ব সব বেটারই আছে তা জানি।

রাম। ভগবান, তোমার সৃষ্টির তারিফ আছে, ভবের চিড়িয়াখানার নানান প্রকার জীবের নানান ভঙ্গি নর দেখে বাস্তবিক অবাক হয়ে যেতে হয়। গোবিন্দ হে! তোমার ইচ্ছা।

কৃষ্ণ। গোবিন্দ হে তোমার ইচ্ছা, বেটারা কলির কাপ্ আর কি!

প্রস্থান।

(অন্তরীক্ষে।)

ভগবতী। আশীর্ব্বাদ করি বৎসগণ! হয়ে সুসন্তান চির দুঃখ ঘুচাও মাতার। আজ ধন্য রাজ্য, ধন্য দেশ, তোমা দিগে ধরিয়া বুকেতে। একদিন তোমাদেরই মহত্বের গুণে স্বার্থপর বাঙ্গালীর ঘুচিবে কলঙ্ক রেখা। এই নিদারুণ দুর্ব্বৎসরে যেই জন করুণাদ্র হৃদয় দীন নিরাশ্রয় জনে করিবেক দান, সেই জন প্রকৃতই করিবেক পূজা মোর—সাদরেতে সেই পূজা করিব গ্রহণ!

অন্তর্ধান।

কার্ত্তিক। গণেশ দাদা দেখ্‌চ, ইন্দুর বংশ লোপ হয়ে গেছে! যদি তোমার বুড়ো ইন্দুরটা মরে যায়, তাহলে replace করবার উপায় নাই—ঘরে মাঠে জল ঢুকে আহা ইন্দুর বেচারিদের না কি কষ্টই হয়েছে গো! এত আর আমার ময়ুর নয় যে এরোপ্লেনের মতন সাঁ করে-উড়ে পালাবে। বার কতক কিচ্ কিচ্ করেই হঠাং উচু করে অক্কা পেয়েগ্যাছে আর কি। ইন্দুর ও আবার বাহন করে কেউ।

গণেশ। আঃ কার্ত্তিক এ ঠাট্টা করবার সময় নয়। তুমি সেনাপতিই হও, আর যাই হও, রাগ্‌লে আমি দাঁত দিয়ে কেড়ে ফেলব!

কার্ত্তিক। ঐ যাও প্রোফেসনাল্ সিমপাথাই-জারদের মত একটু সহানুভূতি দেখাতে গেলুম, আর তুমি রাগ কল্লে। আহা! জলে ইন্দুর গুলো মাজানী চোবানী খেয়ে মরে না দাদা? তুমি এক কাজ কর, এক খানা মটর কার কেন, ও সেকালের বোর পুরাণ আর চল্‌বে না, দিন বড় খারাপ পড়েছে।

Interval.

কৃত্তিবাস ন্যায়চঞ্চুর মহাশয়ের টোল।

মোহ মুদ্গার ব্যাখ্যা।

—:*:—

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চল জীবন যৌবনম্
চলাচল মিদং সর্ব্বং কীর্ত্তি র্যস্ত সজীবতি॥

অর্থাৎ কীর্ত্তি মুখুয্যে ভয়ানক ফলারে, একদিন শৌচাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে নিজের দাওয়ায় বসে তামাক খাচ্চেন, এমন সময় সেখান দিয়ে রামধন খুড়ো যাচ্ছিলেন। মুখুয্যে মশায় ত তখনি উচ্চৈস্বরে চিংকার আরম্ভ কল্লেন "ও রামধন শুনে যাও, শুনে যাও।" রামধন খুড়ো কাছে এলেন, কি ব্যাপার?

মুখুয্যে। একটী বৃহৎ নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে।

রাম। কি লেখা আছে।

মুখুয্যে। দেখই না ছাই।

রামধন। খুড়ো পত্র পড়ে দেখ্‌লেন, পত্রে উল্লিখিত শ্লোকটী লেখা আছে।

রামধন খুড়ো বল্লেন, মশায় এত নিমন্ত্রণ পত্র নয়, এতে লুচির গন্ধও নাই। এসব প্রাচীন কালের মুনিদের ভুত ছাড়ান মন্ত্র।

অধ্যাপক মহাশয় বল্লেন, আরে ছাই এর মানেই বুঝ্‌তে পাল্লে না। তবে শুন আমি ব্যাখ্যা করি।

চলচ্চিত্তং কিনা হে চিত্ত! তুমি চল, চলদ্বিত্তং, ব স্থানে ভ হয়ে হল ভৃত্য, কি না হে ভৃত্য তুমি চল, "চলজ্জীবন যৌবনং জীবন যৌবন তোমরাও চল, ভয়ানক ফলার পেকেছে। চলাচল মিদং সর্ব্বং, কিনা সকলেই যাওয়া আসা কচ্চে, কীর্ত্তি র্যস্ত সজীবতি কি না এমন কীর্ত্তি মুখুয্যে সেও তার যুবতি ভার্য্যা নিয়ে চলেছে। অতএব এমন ফলার বাদ দিও না। রাম ধন খুড়োত হতভম্ব।

আর শুনবে। তবে একটু বোসো, মোহ মুদ্গরের খাটী ব্যাখ্যা এপর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই জানে না, ভাল শ্রোতার অভাবে এ সকল গুপ্ত রত্ন লোপ পেতে বসেছে, রামধন খুড়ো বলি কাকে?

"কস্য পিতা, কস্য মাতা, কস্য ভ্রাতা সহোদরা কায়ে প্রাণে নসম্বন্ধ কাকস্য পরিবেদনা"

"কস্য পিতা" কি না "পিতা" কাস্‌তে কাস্‌তে মরে গেলেন, "কস্য মাতা" "মাও কাস্‌তে কাস্‌তে গেলেন, কস্য "ভ্রাতা সহোদরা" কিনা নিজের মার পেটের ভাই, সেও কাস্‌তে কাস্‌তে গেল। কায়ে প্রাণে নসম্বন্ধ কি না কারো সঙ্গে প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধ রহিল না, "কাকস্য পরিবেদনা কিনা বাড়িতে একটা কাক আস্‌তো, সেও তাদের শোকে প্রাণ ত্যাগ কল্লে। "ন কস্য চিত অতএব কেউ কাস্‌তে কাস্‌তে কখনও চিত হয়ো না। তা হলেই প্রাণ পাখিটী সট্‌কান দিবে। আচ্ছা রামধন খুড়ো, এমন ব্যাখ্যা তুমি জীবনেও আর কোথাও শুনেছ বল দেখি।

রামধন খুঃ। না বাবাজী এমন সুন্দর ব্যাখ্যা আমি কেন অনেকেই শোনে নাই।

আবার শুন "বো প ঠাং ভা"

এক দিন বোসদেব পণ্ডিত মহাশয় গঙ্গা স্নানে যাচ্ছেন, রাস্তার মধ্যে দেখ্‌লেন একটী লোক কাদায় পড়ে আছে, তিনি তাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তোমার কি হয়েছে গা? কাদায় পড়ে কেন? লোকটী পণ্ডিত মহাশয়কে চিন্‌তেন, বল্লেন "বোঃ পঃ ঠাংভাঃ" পণ্ডিত ত অবাক, এর অর্থ বুঝতে পারেন না। তখন লোকটী বল্লেন, ঠাকুর আপনি শ্লোকের টীকা করে শ্লোক ছোট কর্ত্তে

পারেন, এই কথাটার অর্থ বুঝতে পারেন না? ঘো প ঠাং ভ্যা অর্থাৎ ঘোড়া হতে পড়ে ঠাং ভেঙ্গে ফেলেছি।

রামধন খুড়ো উৎকট ব্যাখ্যায় মর্ম্ম শুনে অবাক্।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মিলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।

বাপু হে এর অর্থ জান কি? এর ব্যাখা অতি নিগুঢ়, শ্রবণ কর।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য, অর্থাৎ অজ্ঞানীর কাছে যেটা তিন্ মন দশসের, জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া, কিনা জ্ঞানীর কাছে সেটা সোলার মত হাল্কা। চক্ষুরুন্মিলিতং যেন কিনা এই জ্ঞানচক্ষু যিনি উন্মীলন করে দেন, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ অর্থাৎ সেই গুরুকে আমি নমস্কার করি।

দরিদ্রা কাষ কাশ জাগরুষো বাম ঠাং।

ভয়ানক বৃষ্টি হচ্চে পথ দিয়ে একটী দরিদ্র জলে ভিজতে ভিজতে যাচ্চে। খানিকটা গিয়ে একটী পর্ণ কুটীর দেখ্তে পেলে। এবং তথায় কিয়ৎক্ষণের জন্য আশ্রয় ভিক্ষা করে। এদিকে নিশা আগত প্রায়, বৃষ্টি থামেনা সুতরাং দরিদ্রকে সেই রাত্রি তথায় অতিবাহিত কত্তে হলো, কুটীরটী একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের, দরিদ্র সমস্ত দিন জলে ভিজেছে, রাত্রে শুয়ে শুয়ে কাস্‌তে আরম্ভ করে দিয়েছে, তখন ব্রাহ্মণ রাগান্বিত হয়ে উল্লিখিত শ্লোকটা আবৃত্তি করেন। শ্লোকটীর অর্থ কি? শুনুন তবে, "দরিদ্রা কাষ কাশ" হে দরিদ্র কাশ কাশ, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু "জাগরুষো" কিনা যদি আমাকে জাগাও তবে উষা কালে উঠে, বাম ঠাং কিনা, বাম ঠ্যাংটী ভেঙ্গে দিব।

ভেরম্পর্শ।

কলিকাতার রাস্তায় এক রাত্ত ভিকারী ভিক্ষা কত্তে বেরিয়ে খুব-ই সাধু ভাষায় গানটী ধরেছে।

"মা তারিনী করোনা আমারে, বঞ্চনা"
অন্তিমে দিওনা মোরে রবি সুতের গঞ্জনা।,

কল্‌কাতার মদন বড়ালের লেনে অনেক মেস, একটা মেসের ছেলে উচ্চকণ্ঠে ব্রেস্ ব্রেস্ করে সাবাস দিয়ে উঠলো, রাস্তায় একটা লোক চলে যাচ্ছিল, সে ডেপো ছেলেটার ঠাট্টা শুনে বলে উঠলো, অন্তায়, ও অজ্ঞান, ভিক্ষে কচ্চে ওর সঙ্গেও অমন কত্তে আছে?

কৌতুক কণা।

—:*:—

সরসিবালা পাঁচ বৎসরের বালিকা। সে ত সংসারের সাত পাঁচ ভাবিতে শিখে নাই, ক্রমাগত আপন মনে কক্ষের এক কোনে বসিয়া চেঁচাইতেছিল, অদূরে সরসীর পিতা বিষয়কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালিকার দৌরাত্মে কাজের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল ধমক দিয়া বল্লেন, সরসি ফের যদি চেঁচাবি তাহলে মার খাবি, (চুপ) করে বসে থাক্, কেবল কিছু দরকার হলে কথা কইবি, সরসী বাপের ধমকে চিন্তিত হইল, একটু চুপ করিয়া ভাবিল, তারপর বাপে নিকট গলা জড়াইয়া বল্লে,—আমার কিছু দরকার আছে বাবা

বাপ। কি দরকার সরসী!

সরসী। আমি চেঁচাব!

আমার স্ত্রী-শাসন।

কে বলে আমিরে জানিনা রাখিতে
শাসনে আমার স্ত্রীকে-হায়।
কোন দোষে দোসী হইলে প্রেয়সী
(একটী) পালকের বাড়ী মেরেছি তায়॥
তথাপিও যদি, ঘোর অত্যাচার
বলেছে প্রেয়সী ঘুরায়ে মুখ।
আমি তখনি তাহারে মুকুতার হারে
বান্ধিয়া দিয়াছি কতই দুঃখ॥
তথাপিও যদি, বঙ্কিম আঁখি,
ঘুরায়ে করেছে চপলতা।
আমি কুসুমের রাশি, দিছি হাসি হাসি
সারাটী গায়েতে দিতে ব্যথা।
এত শাসনেও, যদি গো বলিবে
এই শাসনে কি নারী বশ হয়?
তবে লাটী সোটা ধরে, ঠেঙ্গিয়ে তাহারে
বশ করা কাজ আমার নয়।

কৈলাস শিখর।

তপোবন।

নন্দীর রিপোর্ট।

মহাদেব ও নন্দী।

নন্দী। চারিদিকে হাহাকার, অতি শোচনীয় মর্ম্মস্পর্শী দৃশ্যাবলী?

মহা। আর কিছু আছে কি সংবাদ।

নন্দী। এনেছি রিপোর্ট কিছু।

মহা। শস্যের অবস্থা?

নন্দী। লোকালয় নাই, কৃষিক্ষেত্র মরুভূমি প্রায়, বালুকার রাশি প্রোথিত করেছে সব। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে কতলোক দিইবে জীবন।

মহা। শিল্প বাণিজ্যের দশা হেরিলে কিরূপ?

নন্দী। কেশতৈল, পাদুকার কালি প্রচুর বাজারে, যৌথ কারবারের মূলে চির তরে হইয়াছে কুঠার আঘাত, কেহ কারে বিশ্বাস না করে, যে অবধি জাতীয় ধনের টাকা হয়ে-গেছে গোলমাল, সে অবধি স্তম্ভিত সকলে।

মহা। অহো, সেই জাতীয় ধন, যার তরে সামান্য মুটিয়া মজুরগণ দিয়ে ছিল কঠোর কষ্টের পয়সা স্বদেশের তরে?

নন্দী। হাঁ পিতঃ সেই জাতীয় ধন, প্রায় লক্ষটাকা, কোথায় যে আছে, কিরূ-পেতে আছে, কেহ নাহি জানে। হিসাব চাহিলে উচ্চ বাচ্য কেহ নাহি করে এই সূত্রে এক অবিশ্বাস জন্মেছে সবার, আর কোন কার্য্যে এক কপর্দ্দক নাহি চায় দিতে কেহ। সর্ব্বনাশ সেই দিন হয়েছে বাঙ্গলায় কি বলিব পিতঃ।

মহা। স্বদেশী হুজুক দেখিলে কেমন?

নন্দী। সব ঠাণ্ডা, পাণ্ডা যারা, তারাই ভণ্ডামী ব্যভিচার করি, স্বদেশীর আদ্য শ্রাদ্ধ করিয়াছে ভাল। সদাশয় রাজা ভারতের, শিল্পের উন্নতি দিকে দৃষ্টি আছে তাঁর, কিন্তু স্বদেশের প্রস্তুত জিনিস স্পর্শ নাহি করে কেহ! পাণ্ডার দল ষণ্ডার প্রায়, যাহা ইচ্ছা করে, লোকে ভণ্ডাচার বুঝিয়া ক্রমেতে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে এখন।

মহা। হত ভাগা দেশ। তারপর আবকারী সংবাদ কেমন।

নন্দী। খুব ভাল, গাঁজা, গুলি বেশ চলিতেছে পল্লীতে পল্লীতে, উন্মাদ আগার পূর্ণ বাতুলের দলে, সদা কবে বোম বোম রবে তোমার মহিমা গান। কত সংসারই হইয়াছে পিতা আমাদেরই মত। বলিব কি একাহারী থাকি যোগাইয়া থাকে, নেশার খরচ, পুত্রকন্যা পিতামাতা কিছুই নাহিক দেখে, খুবই উন্নতি বলিতে হইবে সন্দেহ নাহিক তার।

মহা। ভাল ভাল শুনিয়া হইনু সুখী। তারপর আচার ব্যবহার বাঙ্গলার কিরূপ বুঝিলে?

নন্দী। ক্রমোন্নতি হইতেছে ভাল। নারীগণ ঘোম্‌টায় ঢাকিয়া রাখিত মুখ, এবে সুরুচির উড়িয়াছে ধ্বজা, মার্জ্জিত রুচির বলে ঘোম্‌টার বিকসিত সুন্দর মরাম, আওতায় পড়ি ফুটে নাক ভাল, তাই ঘোম্‌টার বিনাশ সাধন, অনিবার্য্য হইয়াছে। বঙ্গে সবে কুন্তলিকয় খলাইতে ঘোম্‌টা নারীর। অবরোধ প্রথা লুপ্ত প্রায়, সভ্য বাঙ্গালীর ঘরে সাম্য স্বাধীনতা ধ্বজা উড়িছে ক্রমেতে। বলে তারস্ত উদ্যমের গুপ্ত অস্ত্র লুকাইত আছে, ঘোমটা ভিতর, খুলে দাও ঘোমটা নারীর, বস্ ভারতউদ্ধার অনায়াসে।

মহা। বটে বটে, তার পর?

নন্দী। নারী বুট পায়ে তায়, নাকায় ঝাপায়, আর পশ্চাতে বসিয়া পুরুষেরা করতালি দেয় ঘন ঘন—অদ্ভুত অপূর্ব্ব দৃশ্য বাস্তবিক বাঙ্গালার ইতিহাসে। আরও শোন পিতা, অবরোধ প্রথা শিক্ষিত সমাজে গতপ্রায় বলিয়াছি আগে, দিব্য স্বাধীনতা পেয়ে নারী-গণ বেড়ায় উদ্যান মাঝে হাওয়া খেয়ে। এতেও মেটেনি সাধ। শুনিতেছি গ্রিয়ার পার্কেতে মহিলা-গণের তরে খাঁটী খাস হাওয়ার গুদাম হইবে এবার। মাঠ ঘাট উদ্যানের হাওয়া পুরুষের নিশ্বাসেতে হয় কলুষিত, এই জন্য বিশুদ্ধ পর্দ্দার মাঝে যাহাতে খাইতে পায়, ধামা ধামা হাওয়া সরল অবলাগণ সেইরূপ হইবে ব্যবস্থা। সেথা উচ্চ শাখে গাবে পিকবরে কবিতার ফোয়ারা ছুটিবে।

মহাদেব। বাঃ বাঃ আছে আইডিয়ার তারিফ সুন্দর। তার পর আর কিছু আছে নূতন সংবাদ। রমণীর পতি ভক্তি আছে কি তেমন আর?

নন্দী। কেমনে বুঝিব পঞ্চানন, প্রায় সব, বিবি সাজা, আচার ব্যাভার নহে সেকালের মত। গাড়ীতে উঠিয়া নারী চলে বায়ু ছড়াইয়া [illegible] ফোয়ারা [illegible], [illegible] তাহার বসে

যান চোরটির মত বেচারা সে স্বামী গুলি! আহা দেখে বাস্তবিকই দয়া হয় পিতা।

মহাদেব। কেন বল দেখি।

নন্দী। বলে নারীর সম্মান করিতে হইলে এইরূপই কেতা তার!

মহাদেব। কেন, নারীর সম্মান সে কালেও ছিল, দেবগণ সাদরে লইয়া দেবী গণে অবাধে ভ্রমিতেন ত্রিভুবন। নিতান্ত দাসের মত সম্মুখে না বসি, দেবতার ন্যায় পাশে লয়ে প্রাণের সঙ্গিনী, অনায়াসে পারিত যাইতে।

নন্দী। তাহাতে হইত বটে, কিন্তু সভ্যা নারীগণ বাঙ্গালার ঘেষাঘেষি সইতে না পারে, বেজায় গরম হয়ে যায়, ভিজে যায় বসন ভূষণ, তাই এ ব্যবস্থা পিতা। শুনিলে না, গ্রীষ্মের পার্কেতে নিছক মহিলা খাবে প্রাণ খুলি হাওয়া।

মহাদেব। ধর্ম্ম কর্ম্ম কিরূপ দেখিলে?

নন্দী। ধর্ম্ম একটা না একটা আছেই সবার, মোক্ষ ধর্ম্ম লুপ্ত প্রায়, স্বার্থ জমিতেছে ভাল। আসনেতে যোগাসনে বসা এ সকল নাহিক আর, দিব্য চেয়ারেতে আরামে বসিয়া চোক বুজি ভাবা, মাঝে মাঝে প্রেম অশ্রু কোনরূপে রগড়া রগড়ী করি টানিয়া বাহির করা খুবই সংক্ষেপ রাস্তা হয়েছে ধর্ম্মের। আগে দেবতার পূজা, পিতৃ শ্রাদ্ধ হলে দীন দুঃখী খেত পেত দুটী, উপলক্ষ করি, এবে সে সকল বালাই ঘুচেছে, মরা বাপ পিণ্ডি নাহি খায়, মাটির পুতুল নড়িতে যে এক পাও নাহি পারে, সে আবার তরাবে অপরে! এই সব পাঁচ সাত ভাবি ফেলে দেছে পৈতৃক দেবতাগুলি আস্তা কুড়ে, কমায়েছে ব্যয় ভার। সেই অর্থে বিলাসিতা ব্যয় চলিতেছে বেশ্. নারী পূজা, জ্যান্ত দেবী সবে, দেব ভোগ্য ফলফুল সুখাদ্য সকল যেথা পায় চৌর্য্য কি সাধুতা করি আনি দেয় শ্রীচরণে ডালি। এদিকে নারীর পূজার তরে এত আয়োজন, কিন্তু কুকুরেতে তাড়া দিলে পলাইয়া যায় সেই পূজ্য নারী—পশ্চাতে ফেলিয়া লয়ে পৈতৃক পরাণ! কোন স্থলে পুরুষের মত কখন রক্ষিতে নারে বনিতা তাহার—কত গৌরবের আদরের মহিলাকে স্বাধীনতা দিয়া লাঞ্ছিত হইলে, শুধু নাকে কান্দে বালকের মত! অধীন যে জাতি, স্বাধীন করিতে চাহে নারীগণে! কি আশ্চর্য্য ইহা হতে আছে পৃথিবীতে?

মহাদেব। যদি নাহি পারে রাখিতে বনিতা লজ্জা, অত্যাচারী হস্ত হতে, তবে কিবা প্রয়োজন স্বাধীন করিয়া তায় বুঝিতে না পারি।

নন্দী। শুধু সাজিতে সাহেব, আর সাজাইতে বিবি, উড়াইতে অর্থরাশি বিলাসিতা তরে। দেখিলে হাসিবে পিতা হাঁসা বসা সব সাহেবের মত, বাপ মলে কান্দে ও ড্যাদার বলিয়া। এ সকল যাহারা না করে, কুসংস্কার বলি চেঁচায়ে বেড়ায় সবে।

মহাদেব। কুসংস্কার?

নন্দী। কাজেই মাখেনা সাবান আর পরে না গাউন, কিম্বা হ্যাট কোট বুট। রমণীর অঞ্চল ধরিয়া ফেরে নাক পাছে পাছে।

মহাদেব। সুসংস্কার কাহাকে বলিতে চাহে এরা?

নন্দী। যাহা নহে নিজ স্বার্থ অনুকুল, তাহাই এদের কাছে অসভ্যতা নামে খ্যাত। যাহা হবে নিজ স্বার্থ অনুকুল, তাহাই সুসংস্কার, বলিব কি আর?

মহাদেব। বটে! সংস্কার হইতেছে কিছু।

নন্দী। দু একটা বিধবার বিয়ে, নারী স্বাধীনতা, দেব দ্বিজে অবজ্ঞাকরণ, আর কাজ না থাকিলে উঠান কর্ষণ!

মহাদেব। উঠান কর্ষণ?

নন্দী। দেশে দীনতার এক শেষ, হাহাকারে পূর্ণ সদা দীনের কুটীর, উঠিল বাতিক ইন্টার ম্যারেজ হউক, কায়স্থ সাজুক ক্ষেত্রি উপবীত বংস পুচ্ছ লয়ে, কেহ বলে বাগান করিয়া ফেল খাওয়াইতে হাওয়া অবলা সরলাগণে, কেহ বলে কবে ফেল না হয় কিছু মিটিং সিটিং এই ই রকম সব বেখাপ্পা খেয়ালের খেলা। আসল দেশের হিতে নাহিক ঘামায় কেহ মস্তিষ্ক আহার। দরিদ্র দেখিলে চাপা দিয়ে চলে যায়, গাড়ী চড়ি মারিয়া চাবুক—অদ্ভুত সহানুভূতি বহর তাহার, বুঝায়ে কেমনে কত আর দেখাইব পিতা। ভারতের রঙ্গা-লয়ে বাতুলের অভিনয় দেখিবে বা তুমি। প্রণাম বিদায় এখন দাস।
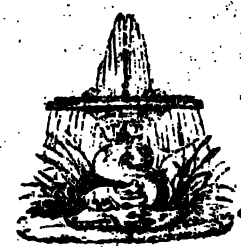
কাশী যাই কি মক্কা যাই!

ঝুঁটা কাজেই দেশ মজালে, এই কি দেশকে ভালবাসা।
দেশের গলায় হান্‌তে ছুরি, মায়া করে মুরগী পোষা॥
ছি ছি মুখস কেল খুলে, বকেয়া চাল যাওহে ভুলে।
দেশের মানুষ নাহি হলে, দেশের ভাল বৃথা আশা॥
দেশ চায় আজ আসল মানুষ, কথায় কাজে যায় থাকে হুঁস।
ভেজে ঝিঙ্গে বল্‌বে পটল এই বুদ্ধিটা সর্ব্বনাশা॥
গরীবদিগে উস্‌কে দিয়ে, কন্ টন করে কিছু নিয়ে।
সরে পড়া বেজায় দোষের—নিভিয়ে দিয়ে সব ভরসা॥
যাদের নিয়ে চড় গাড়ী, যাদের লুটে টাকা কড়ি।
তাদের দেখে কর্‌বে ঘৃণা, কথায় কথায় বল্‌বে চাষা॥
এমনি ভালবাসা তোমার, দেখ্‌তে চায়না এদেশ আর।
বরং দেশকে ভুল্‌লে বাঁচি—সুখের চেয়ে সোয়াস্তি খাসা॥

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press 71 Sankaritola Lane Calcutta.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥৹ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

সপ্তম বর্ষ ১১শ সংখ্যা। New Series, November 1913. নূতন সংস্করণ। নভেম্বর, ১৯১৩ Vol. VII. No 11.

আমাদের প্রিয় পাঠক, গ্রাহক এবং অনুগ্রাহকগণ আমাদের বিজয়ার সাদর সম্ভাষণ অভিবাদন গ্রহণ করুন।

প্রায় ৪ সপ্তাহ অবকাশ গ্রহণের পর আবার আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। মহামায়ার অনুগ্রহে "কাজের লোকের" সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, এতদিন যে নিরাপদে "কাজেরলোক" পরিচালন করিতে সমর্থ হইয়াছি, গ্রাহক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণের অনুগ্রহই তাহার মূল ভিত্তি। এই উপন্যাস প্লাবিত বিলাসিতার দেশে এমন কাগজ চালান বাস্তবিকই দুরূহ কথা হইলেও, ইহারই মধ্য হইতে আমরা কয়েক সহস্র গ্রাহক সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি এবং প্রত্যহই গ্রাহক সংখ্যা কিছু কিছু বৃদ্ধি হওয়ায় এখন বিশ্বাসে দাঁড়াইতে পারিয়াছি যে, ক্রমেই দেশের লোকের শিল্প বাণিজ্যের দিকে অধিক মনোযোগ হইতেছে। আমরা আবার নবোদ্যমে যাহাতে গ্রাহকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারি, সেজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পশ্চাৎপদ হইব না। আশা করি, "কাজের লোকের" প্রতি গ্রাহকগণ ইহার জন্মাবধি যে স্নেহ এবং সহানুভূতি দেখাইয়া আসিতেছেন, তাহা হইতে কখন বঞ্চিত করিবেন না।

পল্লীগ্রামের অবস্থা।

পূজার অবকাশে অনেকেই বিদেশে গমন করিয়া আয়াস উপভোগ করিয়া থাকেন. কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থা জ্ঞাত হইতে কেহই কষ্ট স্বীকার করিতে চাহেন না। তাই পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব গ্রামে না ফিরিয়া যান, তাঁহাদের নিকট আজ এই সময় পল্লীগ্রামের অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, তাহাই কথঞ্চিৎ দেখাইবার প্রয়াস পাইব।

এবারে অতিবৃষ্টির জন্য পল্লী গ্রামের দুরবস্থার সীমা নাই। পল্লীগ্রামের লোক রোড্‌সেস্ দিয়া প্রাণান্ত হইলেও লোকাল্ বা ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাটের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই, রাস্তা কর্দ্দম এবং পচাজলে পরিপূর্ণ! কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না। এই পচাজল হইতে ম্যালেরিয়া বিষের উৎপত্তি, ফলে ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল হইয়াছে। বহু পল্লীগ্রামে উপযুক্ত চিকিৎসকাভাব, সুতরাং নিত্যই মৃত্যুসংখ্যা বৃদ্ধি অনিবার্য্য।

সমস্ত দ্রব্যই দুষ্প্রাপ্য, তরি-তরকারীর এত অভাব যে সে অবস্থা বর্ণনাতীত। প্রবল বৃষ্টিতে তরকারীর আবাদ নষ্ট হওয়ায় গরু, মানুষ, প্রায় অর্দ্ধাশনে জীবনাতিপাত করিতেছে। গ্রামের যাঁহারা শিক্ষিত, অবস্থাপন্ন, তাঁহারা দেশে আসেন না, যাঁহারা আসেন, তাঁহারা নিজেদের সুখস্বচ্ছন্দতা এবং বাবুগিরি এবং জাঁকজমক দেখাইতেই ব্যস্ত, গ্রামের কোন সংবাদই তাঁহারা লয়েন না।

অবস্থা মন্দ হইলে ব্যবস্থাও অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহারা গ্রামে থাকেন, তাঁহারা ঘৃণিত গ্রাম্য দলাদলি, অতি নীচ স্বার্থ লইয়া পরস্পর মনোমালিন্য পোষণ করিয়া নরকের কীটের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন। মকর্দ্দমা মামলায় পল্লীবাসিগণ সর্ব্বস্বান্ত, তথাপি মকর্দ্দমার সংখ্যা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে। পূর্ব্বে যে সকল বিষয় গ্রাম্য সালিশী দ্বারা অতি সুন্দররূপে নিষ্পত্তি হইয়া যাইত, এখন তাহাই আদালত পর্য্যন্ত যাইয়াও নিষ্পত্তি হইতেছে না। ক্রমেই পল্লীগ্রামের অবস্থা ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। ডিষ্ট্রীক্ট বা লোক্যাল বোর্ড দ্বারা পল্লীর অবস্থার উন্নতির কোন সম্ভাবনাই, নাই, একটা গ্রামেরও রাস্তা ঘাটের অবস্থার এত কালেও উন্নতি হইতে পারে নাই, পারিবেও না। এই স্বায়ত্ব শাসন-পদ্ধতি সম্পুর্ণরূপে এদেশে নিস্ফল হইয়াছে।

পল্লীগ্রামের উন্নতি সাধিত না হইলে দেশের ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিও সম্ভব নহে। এত আমদানী রপ্তানীর দ্রব্য সম্ভার অধিকাংশই পল্লীবাসিগণ দ্বারাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু পল্লীবাসীর অবস্থা ক্রমেই এত শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, বাণিজ্য ব্যবসায়ের অবস্থাও শোচনীয় হইতে বাধ্য হইবে। সেই জন্য গবর্ণমেণ্ট এবং দেশের উন্নতিকামী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ভারতীয় পল্লীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে।

পল্লীবাসিগণ সম্রাটের নিরীহ রাজভক্ত প্রজা, রোগে অনাহারে পল্লীবাসিগণ প্রায় নির্ম্মূল হইতে বসিয়াছে। আর জল্পনা কল্পনা লইয়া থাকিবার সময় নাই, আশু প্রতিকারের আবশ্যক।

সর্ব্বত্র সালিসী বিচারের প্রবর্ত্তন হইলে মামলা মকর্দ্দমার সংখ্যা কমিবে, এই ঘোর অপব্যয়ের জন্য দেশের যে কি ভয়ানক সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা দেশের মোকর্দ্দমার তালিকা দেখিলেই উপলব্ধি হইতে পারে। এই সালিশী বিচারে গ্রাম্য ভদ্রলোকগণের স্বাধীনতা থাকা আবশ্যক, নচেৎ উদ্দেশ্য বিফল হইবে। গবর্ণমেণ্ট প্রেসিডেণ্ট্ পঞ্চাইত প্রথা প্রচলন করিয়া অনেকটা সেই পথে অগ্রসর হইতেছেন বটে, কিন্তু আমরা মনে করি, প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ গ্রাম্য অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের সভা মধ্যে সেই সেকালের পঞ্চায়েৎ বিচারের ন্যায় বসিয়া বিচার করিলে উদ্দেশ্য সুন্দররূপে সফল হইতে পারে।

গ্রাম্য শিক্ষিত সম্প্রদায়ের গ্রামবাসিগণকে সদুপদেশ দ্বারা মোকর্দ্দমা হইতে বিরত রাখার চেষ্টা করিতে হইবে। দেশে সময়ে সময়ে অজন্মা হইয়া দীনতা বৃদ্ধি হয় সত্য, কিন্তু মোকর্দ্দমার ন্যায় সর্ব্বস্বান্ত করিতে পারে না। এই সর্ব্বনাশকর মোকর্দ্দমার সংখ্যা যাহাতে কম হইতে পারে, সেজন্য গবর্ণমেণ্ট এবং শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একযোগে কার্য্য করা উচিত। রোড্‌সেস দিয়া এত কালেও পল্লীগ্রামের জল নিকাসের কোন বন্দোবস্ত হইল না। বড় বড় সহরের উন্নতির জন্য গবর্ণমেণ্টের যেরূপ দৃষ্টি, পল্লীগ্রামের রাস্তা ঘাটের অবস্থার উন্নতি কল্পে গবর্ণমেণ্ট সহস্রাংশের একাংশও মনোযোগ প্রদান করিলেও ভাল হইত। ক্রমেই যেন পল্লীবাসিগণের মনে এই ধারণা বদ্ধ মূল হইয়া যাইতেছে। পল্লীবাসিগণ অতি নিরীহ প্রাণী, তাহাদের মুখের দিকে কেহ তাকায় না, তাহাদের শিক্ষার উন্নতি নাই, স্বাস্থ্যের জন্য কেবল লেখা লেখিই সার, চৌকিদারী টেক্স দেওয়া হইলেও অনেক স্থলে চৌকিদার নাই, ধনপ্রাণ সর্ব্বদা অরক্ষিত। পল্লিবাসী লিখিয়াও জানাইতে জানে না। নীরবে শত যন্ত্রণা সহ্য করে এবং অনশনে, দারিদ্রের কঠোর দংশনে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

এইরূপ দেশের অবস্থা। আশা করি সদাশয় গবর্ণমেণ্ট আমাদের এই কাতর ক্রন্দনে কর্ণপাত করিয়া পল্লীবাসীর দুঃখ মোচনে যত্নবান হইবেন। আমরা বহুবার বলিয়াছি যে, [illegible] জেলা বা লোকাল বোর্ডের রিপোর্টের উপর নির্ভর না করিয়া একটা কমিশন বসাইয়া পল্লীগ্রাম সমূহের প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত হউন। লোকাল বা জেলা বোর্ড দ্বারা বোর্ড সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের গ্রামের উন্নতি ব্যতীত একটা গ্রামেরও উন্নতি সাধিত হয় নাই, ইহা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারা যায়। পল্লীর রাস্তাঘাট ও জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত না হইলে ক্রমেই ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে গ্রামগুলি জনশূন্য হইতে চলিল।

মহত্ত্ব কাহাকে বলে ?

মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টের মাতৃভক্তি।

যে সকল প্রাতঃস্মরণীয় মনীষিগণ এই নশ্বর জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, সকলের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা এক এক জন অসাধারণ মাতৃভক্ত ছিলেন, কি ম্যাসিডেন অধিপতি আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট, কি প্রাচ্য বীর শিবাজি এবং কি বীরশ্রেষ্ঠ নেপোলিয়ান বোনাপার্টি সকলেরই জীবনী আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জননীর প্রতি তাঁহাদের অচলা ভক্তি ছিল। মাতার প্রতি নেপোলিয়ানের এরূপ অসাধারণ ভক্তি ছিল যে, তিনি বলিতেন, "পুত্রের দোষ গুণ সম্পূর্ণরূপে মাতার নির্ভর করে। আমার মাতা উচ্চ হৃদয়া না হইলে আমি কদাচই আজ এত উন্নতি লাভ করিতে পারিতাম না।" তাঁহার বিশ্বাস ছিল,ফরাসি রাজ্যের উন্নতি কল্পে সুমাতার যেমন আবশ্যক, এমন আর কোন পদার্থেরই নয়। যখন তিনি অর্দ্ধ জগতের রাজরাজেশ্বর পদ হইতে বিচ্যুত হইয়া সেণ্টহেলেনার কারাগারে দুঃসহ কঠোর জীবন অতিবাহিত

করিতেছিলেন, সেই ঘোর দুর্দ্দিনেও তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা আমায় কত ভালবাসেন, আমার জন্য তিনি তাঁহার শেষ পরিধের বস্ত্রখানিও বিক্রয় করিতে পারেন।" অনেক সময়েই তিনি বলিতেন, মা আমার সহায় সম্বলহীনা নিরাশ্রয়া হইয়াও সংসার পরিচালনের সমস্ত ভার নিজ স্কন্ধে লইয়াছিলেন। এই গুরুভার কোন দিন তাঁহার নিকট দুর্ব্বহ বোধ হয় নাই, তাঁহার সেই অসাধারণ বুদ্ধি সমুহ অন্য কোন নারীর নিকট আশা করা যায় না, সমস্ত পৃথিবীতে আমার মাতার তুলনা মিলে না।"

নেপোলিয়ানের আত্ম সম্মান।

অষ্ট্রিয়ার সম্রাট যখন নেপোলিয়ানকে জামাতা রূপে পাইবার জন্য অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার দেশের অনেক সুপণ্ডিত ব্যক্তি নেপোলিয়ানের বংশ মর্য্যাদা আবিষ্কারের জন্য ব্যাকুল হন। তিনি যখন শুনিলেন, কোন উচ্চ বংশে জন্ম হইয়াছে, এ কথা প্রমাণ করা বিবাহের জন্য একান্ত আবশ্যক, তখন তিনি তেজোদীপ্ত ভাবে বলিয়াছিলেন, "ইতালির কোন যথেচ্ছাচারী ভুস্বামীর বংশধর অপেক্ষা কোন সাধু ও মহৎ ব্যক্তির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেওয়া আমি অধিক শ্লাঘার বিষয় মনে করি। আমার বংশ গৌরব আমা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং সমস্ত ফরাসি জাতি উপাধি দ্বারা আমাকে বিভূষিত করিবে।" তাহাই হইয়াছিল। নেপোলিয়ন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের স্মৃতি শক্তি।

নেপোলিয়ান তাঁহার গৌরবময় জীবনের অবসান কালে একদিন তিনি তাঁহার অতীত স্মৃতিগুলি মানসপটে সমুদিত করিতেছিলেন। জীবনের দুর্দ্দিনে অতীত স্মৃতিগুলি বড়ই মধুর লাগে, তিনি স্থান কাল বিস্মৃত হইয়া পূর্ব্ব কথা ভাবিতে লাগিলেন, সহসা তাঁহার একটী রমণীর কথা মনে পড়িল। এই রমণী তাঁহার বিদ্যালয়ের দ্বারবানের পত্নী। বালকদিগকে ফল রুটী প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী বিক্রয় করিত। স্ত্রীলোকটী তখন বৃদ্ধা হইয়াছিল, কিন্তু তখনও সে স্থান পরিত্যাগ করে নাই। নেপোলিয়ান ধীরে ধীরে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন এবং বৃদ্ধাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ বাছা, এই বিদ্যালয়ে অনেক দিন আগে একটী ছেলে পাঠ করিত, তাহার নাম ছিল বোনাপার্ট, তাহার কথা তোমার মনে পড়ে কি?

বৃদ্ধা—বেশ মনে পড়ে।

বোনাপার্ট—সে তোমার নিকট যে সকল জিনিস কিনিত, সমস্ত দাম তোমায় মিটাইয়া দিত?

বৃদ্ধা—সে বড় ভাল ছেলে ছিল গো, আমার এক পয়সা সে বাকি রাখিত না। তা, ছাড়া অন্য ছেলেদের কাছে যা পাওনা থাকিত, তাহাও আদায় করিয়া দিত।

বোনাপার্ট—তুমি বৃদ্ধা হইয়াছ, সকল কথা হয়ত তোমার মনে নাই। এখনও হয় ত তাঁহার কাছে কিছু পাওনা আছে, এই টাকার তোড়াটী তোমায় দান করিলাম, আমার দীর্ঘ কালের কোন ঋণ ইহা দ্বারা পরিশোধিত হইবে।

নেপোলিয়ান বাল্যকালে যে বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করেন, সেই বিদ্যালয়ের জনৈক শিক্ষক একদিন তাঁহার সেণ্টক্লাউডক মন্ত্রণা ভবনে দীনবেশে কিঞ্চিৎ সাহায্যের নিমিত্ত একখানি আবেদন পত্র হস্তে উপস্থিত হন।

নেপোলিয়ানের হস্তাক্ষর অত্যন্ত কদর্য্য ছিল, তিনি শিক্ষক মহাশয়কে উপহাসচ্ছলে বলিলেন, "শিক্ষক মহাশয়! আপনি আমাকে হাতের লেখা ভাল করিয়া শিখান নাই; আপনি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, আমার হস্তাক্ষর কিরূপ।" শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইলেন, সাম্রাজ্ঞী জোসেফাইন বলিলেন, মহাশয়! আপনি কিছু মনে করিবেন না, এই হস্তাক্ষরই আমার অত্যন্ত আনন্দদায়ক।" নেপোলিয়ান শিক্ষকের একটা বার্ষিক বৃত্তি বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। * * * একবার কোন বিশেষ কার্য্যবশতঃ নেপোলিয়ানকে কিছু দিনের জন্য অক্সোনি নামক স্থানে এক নরসুন্দরের গৃহে থাকিতে হয়। নেপোলিয়ানের মহত্বব্যঞ্জক রূপ ও নবীন বয়স দেখিয়া নরসুন্দরবনিতা মুগ্ধ হয়; কিন্তু নেপোলিয়ান অহোরাত্র নানা পুস্তক পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন, সুতরাং নরসুন্দরবনিতার সহিত বাক্যালাপের অবসরও পাইতেন না। ইহাতে সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠে। ইহার কয়েক বৎসর পরে একদিন কোন কার্য্য উপলক্ষে নেপোলিয়ান ঐ স্থান দিয়া যাইতে যাইতে নাপিতের দোকানের কাছে আসিয়া দেখিলেন, নাপিতিনী দোকানে বসিয়া আছে, তিনি নাপতিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছুদিন আগে বোনাপার্ট নামে এক বালক তোমাদের এখানে দিন কয়েক বাস করিয়াছিল, সে ছোকরাটী কেমন জান কি?" নাপতিনী বিরক্তির সহিত বলিয়া উঠিল, তার কথা আর কয়োনা বাছা, সে বেজায় বেরসিক, না গল্প, না হাসি, ইয়ারকি, অদ্ভুত! লোকের সঙ্গে কথা পর্য্যন্ত কহিত না কেবল কেতাব আর কেতাব; কেতাবই তার সর্ব্বস্ব ছিল। "নেপোলিয়ান বলিলেন, বাছা তুমি তাকে যেরূপ হবার আশা করে ছিলে, সে যদি সেইরূপই হ'ত, তবে আজ সে ইতালির সেনাপতি পদে আরূঢ় হইতে পারিত না। আমিই সেই নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। সম্রাট হইয়া নেপোলিয়ান তাহাদেরও বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন।

নেপোলিয়ানের কৃতজ্ঞতা।

একবার নিয়েসে তিনি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হন। বন্ধু বান্ধব পরিশূন্য বিদেশে

অতি কষ্টে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, এই সময় জেনিভা প্রদেশস্থ অনৈক সদাশয়া মহিলা শুনিতে পাইলেন যে, একটী হোটেলে একজন অসহায় সৈনিক যুবক রোগে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে, তিনি তৎক্ষণাৎ নেপোলিয়ানের রোগশয্যা পার্শ্বে উপনীত হইলেন এবং যত দিন পর্য্যন্ত তিনি সুস্থতা লাভ না করেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রমেই নেপোলিয়ান অল্পকাল মধ্যে রোগ মুক্ত হইলেন।

এই ঘটনার বহু বৎসর পরে যখন নেপোলিয়ান সম্রাট পদে আরূঢ়, সেই সময়ে একদিন তিনি উল্লিখিত রমণীর এক খানি অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তাহার দুরবস্থার কথাও লিখিত ছিল, নেপোলিয়ান পত্রের উত্তর সহ সেই রমণীর সাহায্যার্থে দশ সহস্র ফ্রাঙ্ক পাঠাইয়া দিলেন।

শ্রীসন্তোষকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রক্ত ওঠায় "আয়াপান।"

আমাদের দেশের গাছড়া আয়াপানের এত গুণ থাকিতেও আমরা সর্ব্বদাই হা হেমিমেলিস যো হেমিমেলিস করিয়া মরি! কি চিকিৎসক, কি রোগী, সকলেই আমরা শিশির ওষুধ খুঁজিয়া বেড়াই। আয়াপানএর রক্ত রোধক শক্তি খুব ভাল, একথা জানিয়াও ইহার উপর নির্ভর করিতে পারি না বা বিশ্বাস হয় না। রোগীদিগকে কোন গাছড়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে বলিলে তাহারা অগ্রে বলিয়া বসে যে, ওতে কিছু হবে না মোশাই, আপনার ওষুধ শিশিতে থাকে তো দিন্। এ রকম উত্তর অনেকেরই পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবিকই "আয়াপানে" যে রকম আশ্চর্য্য রক্ত রোধক শক্তি দেখা যায় অন্যান্য ওষুধে এরকম আশু উপকার পাওয়া যায় কিনা বলিতে পারি না।

আয়াপানের আশ্চর্য্য উপকারিতা।

রোগিণী কায়স্থ, বয়স আন্দাজ ৪৭।৪৮ বৎসর বিধবা। বিধবা হওয়া অবধি তিনি স্বহস্তে আতপ চালের ভাত রাঁধিয়া খান। এলোপ্যাথিক বা হোমিওপ্যাথিক ওষুধ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছেন। এমন কি সালের গুড় ছাড়া দোকানের জিনিষ পর্য্যন্ত স্পর্শ করেন না। মোট কথা তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধাচার থাকিয়া হিন্দু দেব দেবীর পূজাদি করেন।

প্রায় বছর সাতেক হলো, এই রোগীণীর মুখ দিয়া খুব সামান্য সামান্য রক্ত ২।৪ বার উঠিয়াছিল। সেটা বিনা ওষুধেই ভাল হয়েছিল। তারপর মাঝে আর একদিন কাসিতে কাসিতে কেবলমাত্র দুইবার গয়েরের সহিত ছিটে রক্ত দেখা দিয়াছিল। তারপর ২।৩ বৎসর আর কিছুই জানা যায় নাই। এবার প্রায় মাস খানেক গুমসো গুমসো জ্বরে ভুগিয়া বড়ই কাহিল হন। তারপর চৈত্র মাসের ফল, নীল, মহাহবিষ্য ইত্যাদিতে তিন দিন উপবাস থাকিয়া ঝাঁপের দিন (৩০শে চৈত্র যেদিন তারকেশ্বরের বা বুড়ো শিবের ঝাঁপ হয়) ভোরে বিছানা হইতে উঠিবার সময় মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার মত হন, এবং নিজে নিজেই সে অবস্থা সামলাইয়া রোয়াকের উপর শুইয়া পড়েন, তারপরই থুক্ থুকে ২।১ বার কাসিয়া খানিক খানিক গয়ের তুলেন। কয়েকবার ঐ রোগে ভুগিয়া রোগের বিষয় কতকটা তাঁর জানা ছিল, গয়ের লোনতা বোধ হওয়াতে তিনি খুব আস্তে আস্তে চাপা আওয়াজে গয়ের দেখিবার জন্য তাঁর আত্মীয়কে ডাকেন।

গয়ের খুব বেশী বেশী ৪।৫ বার উঠেছে, তা সবই রক্তময়, আত্মীয় দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে দুবার কাশীর সহিত ওয়াক তোলার সঙ্গে প্রায় আন্দাজ ১॥ছটাক ভগ্ ভগে লাল রক্ত উঠিল। বুকের একটু ভার ও মাথা ঘোরা, মধ্যে মধ্যে গা বমি বমি ছাড়া আর কোন লক্ষণ ছিল না। দুর্ব্বল খুব বেশী, মধ্যে মধ্যে হাত পা ঝিন্ ঝিন্ করছে বলেছিলেন।

বেলা ১০টার মধ্যে আরো দুইবার ১ কাঁচ্চা ১॥ কাঁচ্চা পরিমাণে রক্ত উঠেছিল। কাশীতে গয়েরের সঙ্গেও ছিটে রক্ত ৩।৪ বার দেখা গিয়াছিল। রোগীণীর আত্মীয়ের নিকট বাচনিক উপরোল্লিখিত লক্ষণ অবগত হইয়া যত শীঘ্র সম্ভব কতকগুলি আয়াপানের পাতা যোগাড় করিয়া আনিতে বলিলাম। প্রায় ২২।২৪ মিনিটের মধ্যেই অনেকগুলি আয়াপানের পাতার যোগাড় হইল। তখনই কতকগুলি পাতা ছেঁচিয়া প্রায় আধ ছটাক রস বাহির করিয়া ছেঁকিয়া তার অর্দ্ধেক খানি তাঁকে খাইতে দিলাম। পুনরায় প্রায় আধ ঘণ্টা পরে বাকী অর্দ্ধেক দেওয়া হইল। এবং রোগীণীকে একটা ঘরে জানালা খুলিয়া শোয়ান হইল।

২১টী আয়াপানের পাতা একটী নূতন হাঁড়ীতে /১॥ দেড় সের জল দিয়া সরাতে বেশ করিয়া হাঁড়ির মুখ ঢাকিয়া সিদ্ধ করিয়া আন্দাজ ৩ ছটাক জল থাকিতে নামাইয়া ঠাণ্ডা হইলে বেশ করিয়া ছাঁকিয়া অর্দ্ধ ছটাক মাত্রায় একটু একটু কাশির চিনির সহিত মিশাইয়া প্রতি ১ বা ১॥ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে ব্যবস্থা করিলাম।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আরো ৩ বার রক্ত উঠেছিল, তাও কাশীর সহিত খুব কম পরিমাণে। আয়াপানের পাতার রস খাওয়ানর পর হইতে আর বমিও হয় নাই, গা বমি বমিও করে নাই। সন্ধ্যা ৭টা পর্য্যন্ত ঐ ডিককশান ৪বার খাওয়ান হইয়াছিল। রাত্রে বেশ নিদ্রা হওয়াতে রোগের বিষয়ও কিছু জানিতে পারেন নাই এবং ওষুধ পত্রও কিছুই দেওয়া হয় নাই। ভোর ৪॥ টার সময় একবার খুব সামান্য রক্ত উঠেছিল,

তখন তিনি ঔষুধ খাইলেন না, বল্লেন কাপড় না কাচিয়া কিছু খাবো না। কাজেও তাহা হইল। ৬ টার সময় তিনি নিজে কাপড় কাচিয়া আসিয়া ১॥ কাঁচ্চা ঐ পাতার রস পান করেন। ঐ দিন ২৪ ঘণ্টার ভিতর পাতা সিদ্ধ নূতন প্রস্তুত করিয়া ১ কাঁচ্চা করিয়া ৫।৬ বার সেবন করেছিলেন। সমস্ত দিন রাত্রের ভিতর আর রক্ত দেখা যায় নাই। পথ্য এক বলকের দুধ খুব ঠাণ্ডা করিয়া, এবং তাল বার্লি লেবুর রস দিয়া সেবন করিতে বলিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি বার্লি খান নাই, শুদ্ধ লেবুর রস জল সহযোগে এবং ঠাণ্ডা দুধ খাইয়াছিলেন। আরো ৫।৭ দিন ঐ ডিকেসন সদ্য প্রস্তুত করিয়া ১ কাঁচ্চা মাত্রায় প্রত্যহ দুইবার করিয়া সেবন করিয়াছিলেন।

বছর দুই পরে একবার অষ্টমী পূজার দিন বাড়ীতে বিস্তর লোক জন আসিয়াছিল; ঐ জন্য তাঁহাকে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হয়, দিন রাত আগুণ তাতে থাকিয়া রাঁধিতে হইয়াছিল। নিজের আহারেরও খুব অনিয়ম হয়েছিল। নবমীর দিন বেলা ১১টার সময় আবার একটু রক্ত গয়েরের সহিত দেখা দেয়। সেবার তিনি কাহাকেও নিজের রোগের বিষয় না বলিয়া নিজেই বাগান হইতে আয়াপানের পাতা তুলিয়া তার রস আধ ছটাক পরিমাণে দুইবার সেবন করে ছিলেন। সেদিন কেবল খুব সামান্য পরিমাণে দুইবার মাত্র রক্ত উঠে ছিল। এই দিন হইতে তিনি নিজে আয়াপানের গুণ বেশ বুঝিতে পারিয়া তার পর দিন হইতে স্নানের পর ১০।১২টী আয়াপানের পাতা খানিকটা জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছটাক মাত্রায় একবার করিয়া সেবন করিতেন, এবং আহারের পর যে একটী করিয়া পান খাইতেন ঐ পানের সহিত ৪।৫টী আয়াপানের পাতা দিয়া চিবাইয়া খাইতেন। মধ্যে মধ্যে সুবিধা বা সময় পাইলে মাসের মধ্যে এক দিন বা ২।১ মাস অন্তর ২।১ দিন আয়াপানের ডিককসনও খাইতেন। তার পর ছয় সাত বৎসর আর রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখিতে পান নাই।

রক্ত উঠা রোগী মাত্রেই (তা রক্ত পিত্তই হউক বা রক্তোৎকাশই হউক) আয়াপানের গুণ পরীক্ষা করা উচিৎ। রক্ত পিত্ত রোগ বা দূষিত রক্ত উঠা রোগ বহু পুরাণ হইলেও ইহাতে রোগ খুব দমন থাকে এবং আরোগ্যের পথ পরিস্কার করিয়া দেয়। অল্প দিনের রোগ বা নূতন রোগ আরম্ভ হইলে কেবল উপরোক্ত উপায় দ্বারায় আরাম হইয়া যায়।

ডাঃ অনুকুল চন্দ্র বিশ্বাস,
হড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, হুগলী।

গার্হস্থ্য জ্ঞাতব্য বিষয়।

মৃগীর অসুখ।

ফিট হইবামাত্র রোগীর হস্তের তালুতে কিঞ্চিৎ লবণ দিলে সহজেই জ্ঞান হইয়া যাইবে। ইহা যেন সাধারণে পরীক্ষা করেন।

কান কট্‌কটানীতে টীং ওপিয়ম এবং সুইট অয়েল একত্র মিশাইয়া কর্ণে দিলে আরোগ্য হইবে। অথবা ফ্লানেলের থলের মধ্যে লবণ দিয়া তাহা গরম করিয়া সেক দিলে ভাল হইবে।

নাকে রক্ত পড়িলে রোগীর হস্ত দুটী সোজা করিয়া মস্তকের দিকে উচু করিয়া ধরিলে রক্ত বন্ধ হইয়া যাইবে। ফট্‌কিরির জলের নস্য গ্রহণেও রক্ত বন্ধ হইতে পারে। রক্ত বন্ধ হইলে পুণরায় এরূপ না ঘটে, সেজন্য কোষ্ঠ পরিষ্কারের ব্যবস্থা করা উচিত।

স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম।

১। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করা অভ্যাস করা উচিত। অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগরণ করা উচিত নয়।

২। শীতল জলে প্রাতঃস্নান হিতকর, স্নানের পর শুষ্ক বস্ত্র অথবা তোয়ালে দ্বারা গাত্র মার্জ্জন করিলে ঠাণ্ডা লাগিয়া রক্তের যে পরিবর্ত্তন হইয়া উঠে, ঘর্ষণে তাহা স্বস্থানে প্রধাহিত হইয়া স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন করে।

৩। পানার্থে জলই পান করা উচিত। কোনরূপ মাদক দ্রব্য পান করা উচিত নহে।

৪। যে কক্ষে আলোক এবং বায়ু, চলাচল করে, তাহাতে শয়ন করা উচিত।

৫। যখন আবশ্যক হইবে, শীতল জলে মস্তক ধৌত করিয়া মস্তক শীতল রাখা, ভাল।

৬। যাহাদের অজীর্ণ রোগ, তাহাদের অধিক ভোজন করা উচিত নহে। রাত্রের ভোজন লঘুই হওয়া উচিত।

৭। যথাসাধ্য পরিমিত পরিশ্রম ব্যায়াম ব্যতীত শরীর রক্ষা হয় না।

৮। ক্রোধ সম্বরণ আবশ্যক, সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচার ব্যতীত দীর্ঘজীবন লাভ করা যায় না।

পাতিলেবু পুরাতন জ্বরের খুব ভাল ঔষধ।

সন ১৩২০ সালের ২০ আশ্বিন তারিখে একটী ২০।২১ বৎসরের স্ত্রীলোক জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আসে। তাহার বাচনিক ইতিহাস শুনিয়া অবগত হইলাম যে, সে পূর্ব্বে প্রায় ১১ মাস জ্বরে ভুগিয়া বিস্তর ঔষুধ পত্র খাইয়াছে। কুইনাইন, প্যাটেণ্ট, গাছ গাছড়া ইত্যাদি কিছুই বাকী ছিল না। আশ্বিন মাসের ১লা হইতে ১৩ই পর্য্যন্ত কেবল চারিটেবেল্ (Charitable Dispensary) ডিসপেনসারীতে ঔষুধ খায়। জ্বর

কিছুতেই কম হয় নাই। কখনও বা সাগু কখনও বা ভাত ইত্যাদি খাইত। রোগীণী খুব কৃশা, প্রায় অস্থি চর্ম্ম সার বলিলেও বলা যায়। চোখ মুখ সব ফ্যাক্‌সা ফ্যাক্‌সা হইয়া গিয়াছে। জ্বর বেলা ৩টা ৪টার সময় আসে, শীত সামান্য হয়, ৪।৫ ঘণ্টা জ্বর ভোগ হয়, জ্বর ছাড়িবার সময় ঘাম হইত না, মাথা ধরিত। জ্বর আসিবার সময় আলস্য, আবল্য হাই তোলা, গা ভাঙ্গা, মুখ দিয়া জল উঠা ইত্যাদি আরম্ভ হইয়া জ্বর আসিত। জ্বর স্পষ্ট প্রকাশ পাইলে কেবল হাত পায়ের কামড় ছাড়া আর কোন উপসর্গ হইত না।

প্রথম দিন নেট্রাম মিউর (Natram mur 30) ৩০ দুদিনের জন্য ৩ ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবার জন্য ৬ মাত্রা ওষুধ দেওয়া হইল। দুদিন ওষুধ সেবন করিয়া বিশেষ কোন উপকার দেখা গেল না কেবল সময়ের একটু তফাৎ হইল মাত্র। সন্ধ্যার সময় জ্বরটা আসিল, চক্ষু ও হাত পায়ের জ্বালা সেই দিন হইতে আরম্ভ হইল। মধ্যে একদিন কোনও ঔষধ দেওয়া হইল না, পরদিন জ্বর ও পূর্ব্ব দিনের মত সন্ধ্যার সময়েই আসিল এবং চোখ ও হাত পায়ের জ্বালাও বর্ত্তমান ছিল। অনেক দিনের জ্বর, অনেক কুইনাইন ও প্যাটেণ্ট ওষুধ খাইয়াছে, উপস্থিত রোগীর জ্বালাও বর্ত্তমান আছে, আর্সেনিকে উপকার হইতে পারে ভাবিয়া ৩০ শক্তির আর্সেনিক (Arsenic 30) ২ মাত্রা করিয়া দুই দিনের জন্য দেওয়াতেও জ্বরের কোন সুবিধা দেখিতে না পাইয়া ওষুধ পত্র সব বন্ধ করিয়া নিম্নের মুষ্টীযোগটী ৪।৫ দিন সেবন করিয়া সংবাদ দিতে বলিলাম।

ব্যবস্থা—

একটী বড় পাতী নেবু খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া মাটীর হাঁড়ীতে তিন পোয়া জল মাটীর পাত্র করিয়া মাপিয়া দিয়া, তাহাতে ঐ লেবুর কুচা গুলি ফেলিয়া দিয়া, সরা দ্বারা হাঁড়ীর মুখ বন্ধ করিয়া, কাঠের মৃদু জ্বালে সিদ্ধ করিতে হইবে। দেড় ছটাক জল অবশিষ্ট থাকিতে হাড়িটী নামাইয়া শীতল হইলে প্রত্যহ তিনবার সেবন করিবে। প্রত্যহই নূতন করিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে অর্থাৎ বাসি সিদ্ধ ডিকক্‌সন থাকিলে তাহা খাওয়া হইবে না।

এই নিয়মে লেবু সিদ্ধর জল ৪দিন তিন বার করিয়া সেবন করিয়াছিল। ৫দিন কোন কারণে ওষুধ তয়ের করা হয় নাই বলিয়া ওষুধও খাওয়া হয় নাই। কিন্তু সেদিন নাম মাত্র একটু জ্বর আসিয়াছিল। তার পরও প্রায় ১মাস কাল সে ঐরূপ নিয়মে ওষুধ প্রস্তুত করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া খাওয়াতে তার খুব বড় পিলে ও যকৃত পর্য্যন্ত খুব কমিয়া গিয়াছিল।

আরো তিনটী ঐ রকম ওষুধ-ঘেচ্‌ড়া ম্যালেরিয়া জ্বরের রোগীকে ঐ রকম পাতী লেবুর ডিকক্‌সন দ্বারা আরাম করিয়াছি।

১লা কার্ত্তিক আর একটী ঐ রকম নানান উপসর্গযুক্ত জ্বরের রোগীকে ঐ লেবুর ডিকক্‌সন সেবন করাইয়া হাত পা জ্বালা, চোখ জ্বালা, গা হাতের কামড়ানী, মাথার যন্ত্রণা, গা মাটী মাটী ইত্যাদি যাবতীয় উপসর্গ ৩।৪ দিনে সারিয়া গিয়া জ্বরও খুব কম হইয়াছিল, শেষে তিনি আর অপেক্ষা না করিয়া, ঐ সামান্য জ্বর টুকু যাহা আরো ২।১ দিন ঐ ডিকক্‌সন সেবন করিলে বন্ধ হইয়া যাইত। তাহা না করিয়া আমার ওষুধ দিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত করায়, আমি আর্সেনিক ২০০ শক্তি (Arsenic 200) দুই দিনে দুমাত্রা দিয়া জ্বর টুকু বন্ধ করিয়া দিলাম।

ডাঃ অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস
হুগলী।

Dry Cell.

বা

শুষ্ক ব্যাটারী।

গিল্‌টীর কাজ শীর্ষক প্রবন্ধে অনেক প্রকার ব্যাটারীর চিত্র দিয়া বুঝাইয়া ছিলাম, আমাদের কোন কোন পাঠক ড্রাই ব্যাটারী কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছেন, পূর্ব্বে যে সকল ব্যাটারীর কথা বলা হইয়াছিল, সেগুলি সমস্তই তরল বা লিকুইড্‌ ব্যাটারী। তরল ও শুষ্ক ব্যাটারীতে সমান কাজই হইবে, তবে ব্যবহার করিতে করিতে যখন ড্রাই ব্যাটারির শক্তি একেবারে কমিয়া যাইবে, তখন ইহা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইবে। কিন্তু তরল ব্যাটারীতে পুনরায় আরক নূতন করিয়া দিলেই পুনরায় সতেজ ভাবে কার্য্য করিতে থাকিবে।

ড্রাই ব্যাটারীর সুবিধা ইহা যেখানে সেখানে লইয়া যাইতে কোন কষ্ট বা বিপদ নাই। তরল ব্যাটারী অপেক্ষা ইহা অনেকটা নিরাপদ বলিয়া এখন ইহা বোতাম, পুষ্পস্তবক, মস্তকের অলঙ্কারাদির সহিত যোগ করিতেও পাশ্চাত্য জাতি কুণ্ঠিত হইতেছেন না। নানাপ্রকার ইলেক্‌ট্রিক অলঙ্কার হইয়াছে, তাহাতে তার দ্বারা পকেটস্থ ব্যাটারীতে যোগ করিয়া দেওয়া হয়, এই ব্যাটারীতে একটী ক্ষুদ্র বোতাম টিপিবা মাত্রই অলঙ্কারের ডায়মণ্ড কাটা স্থল গুলি ঠিক হীরকের ন্যায় জ্বলিয়া উঠে। এই ড্রাই ব্যাটারী দ্বারা কলিংবেল, টেলিফোন, নানা প্রকার পকেট আলোক জ্বলিবে, যাঁহারা ইহার ব্যবহার জানে, তাঁহারা ইহা দ্বারা বিবিধ কাজ করিতে পারিবেন। কি উপায়ে ড্রাই ব্যাটারী প্রস্তুত করিতে হয়, নিম্নে তাহার ফরমুলা দিলাম, কষ্ট সহিষ্ণু পাঠকগণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত করিতে পারেন।

ড্রাইসেল (Dry Cell):—পজেটিভ প্লেটের জন্ত জিঙ্ক বা দস্তার সরু রড্ (Rod) এবং নিগেটিভ প্লেটের জন্ত কার্বন বা কয়লা ও অক সাইড অফ ম্যাঙ্গানিজ একত্র করিয়া চুর্ণ করতঃ জমাইয়া লম্বা রডের ন্তায় করিতে হইবে, তৎপরে সেলটী ড্রাই করিবার জন্ত সালফেট্ অফ্ লাইমের পেষ্ট তৈয়ার করিয়া তাহাকে ক্লোরাইড অফ অ্যামেনিয়ার জলে অনেকক্ষণ ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। তুলিয়া শুষ্ক করিলে পর সকলগুলিকে একটী উপযুক্ত কাচ পাত্রে পুরিয়া এবং পজেটিভ ও নিগেটিভ প্লেটে একটী করিয়া বাইন্ডিং স্ক্রু দিয়া ব্যবহার করিলেই হইল। ইহার ভোল্টেজ—১'৫।

১। ফেরো প্রুসিয়েট পেপার।

(Ferro Prussiate copying paper)

সম্ভবতঃ অনেক গ্রাহকই এই কাগজ বাজারে দেখিয়াছেন। কোন নক্সা অথবা কোন লাইন ড্রয়িং-এর অনেকগুলি আবশ্যক হইলে প্রথমতঃ ট্রেসিং পেপার (Tracing paper) সেই নক্সার উপর ফেলিয়া কাল কালী দ্বারা (ইণ্ডিয়ান ইঙ্ক হইলে হইবে) তাহা নকল করিতে হয়। তৎপর সেই ট্রেসিং পেপার ফেরো প্রুসিয়েট পেপারের উপর রাখিয়া উভয়কে একত্রে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখিতে হয়। তৎপর ছায়ায় আসিয়া জল দ্বারা ভাল রকম ধৌত করিলে দেখা যায়, নীল জমির উপর শ্বেত বর্ণ নক্সা বা চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে। এই প্রকারে ট্রেসিং পেপারের নিম্নে যত বার প্রুসিয়েট পেপার রাখিয়া রৌদ্রে দিবে, ততবারই এক একখানা ছবি উঠিবে। এই ফেরো প্রুসিয়েট পেপার বাজারে খরিদ করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা অধিক দিন ভাল অবস্থায় থাকে না। বাতাস লাগিলেই ইহার গুণ ক্রমশঃ বিনষ্ট হইতে থাকে। ইহা প্রস্তুত করিবার প্রণালী জানা থাকিলে আবশ্যক মত ইহা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে এবং কাগজ নূতন প্রস্তুত বলিয়া নক্সা ছবি ইত্যাদিও ভাল রকম উঠিবে এবং অতি অল্প খরচেই অনেক কাগজ প্রস্তুত হইবে।

প্রস্তুত প্রণালী—

পটাসিয়ম ফেরি সাইয়েনাইড	১৫০ গ্রেণ
জল	২ আউন্স

এই দ্রব একটী শিশিতে রাখিয়া ইহাতে ১ নং চিহ্নিত কর।

এমোনিয়াম সাইট্রেট অব আয়রণ	১৯২ গ্রেণ
জল	২ আউন্স

এই দ্রব অন্ত এক শিশিতে রাখিয়া ২ নং চিহ্নিত কর।

উভয় দ্রব আবশ্যক অনুযায়ী সম পরিমাণে মিশ্রিত কর এবং নরম ব্রাস দ্বারা কাগজের এক পৃষ্ঠে মাখাইয়া দাও। এই কাগজের নামই ফেরো প্রুশিয়েট পেপার।

সাবধান, কখনও সূর্য্যালোকে ঔষধ মাখাইও না। রাত্রে প্রদীপের আলোতে মাখাইয়া অন্ধকারে রাখিয়া দিলেই সমস্ত শুকাইয়া যাইবে। তৎপর বাক্সর ভিতর অন্ধকারে রাখিয়া দিবে। সূর্য্যালোকে ইহার গুণ নষ্ট হইয়া যায়। কেবলমাত্র ব্যবহারের সময় বাহির করিবে। সমস্ত ঔষধই বটকৃষ্ট পালের দোকানে পাওয়া যাইবে।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস
বিয়ানি বাজার, (সিলেট)।

২। ঝড় বৃষ্টি নিরূপক যন্ত্র।

কলিকাতার অনেক দোকানেই এই যন্ত্র খরিদ করিতে পাওয়া যায়। একটী কাচের চুঙ্গির ভিতর জলের মত এক প্রকার পদার্থ থাকে। ঝড় বৃষ্টি আগমনের পূর্ব্বে এই জলমধ্যে কার্পাসের মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই কার্পাসবৎ পদার্থ যত অধিক উৎপন্ন হয়, ঝড়ও তত অধিক পরিমাণে হইবে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহার প্রস্তুত প্রণালী কঠিন নহে।

অল্প আয়তন বিশিষ্ট দীর্ঘাকৃতি একটী শিশি সংগ্রহ কর। ওডিকলোন ইত্যাদির শিশির মত হইলেই চলিবে। এই শিশি নিম্নলিখিত পদার্থে পূর্ণ কর—

কর্পূর	৮ অংশ
সোরা	৪ „
এমোনিয়া নাইট্রেড	২ „
রেক্টিফাইড স্পিরিট	৬০ „

প্রথমতঃ কর্পূর স্পিরিটে দ্রব করিয়া তৎপর অন্তান্ত জিনিস মিশ্রিত কর।

শিশির গলদেশ পর্য্যন্ত উক্ত দ্রব পূর্ণ কর এবং একটী কর্ক দ্বারা মুখ বন্ধ কর। তৎপর একটী সূচ গরম করিয়া কর্কের মধ্যে ছিদ্র করিয়া দাও। তাহা হইলেই যন্ত্র প্রস্তুত হইল।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস
বিয়ানি বাজার (সিলেট)

ব্যবসায়ীর কয়েকটী অবশ্য স্মরণীয় কথা।

১। নিজের ব্যবসায়ে কখন পরের উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না। প্রত্যেক বিষয়টীতে, প্রত্যেক দ্রব্যটীতে, দৃষ্টি রাখিতে হইবে, তবে তুমি বাঁচিবে। নচেৎ ধ্বংস তোমার পরিণাম জানিয়া রাখিও।

২। কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি সেনাপতি, কর্ম্মচারীগণ সামান্ত যোদ্ধা মাত্র, তোমার দূরদর্শিতাই সেখানে প্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাও তুমি কর না। নিজের কথা ভুলিয়া যাও, দূরে থাকিতে ভাল বাস, ঝঞ্ঝাট পোহাইতে নারাজ, তোমার লক্ষী শ্রী, তোমার বিজয় কেন লাভ হইবে বল দেখি? তুমি অলস, আয়াসী, অদূরদর্শী, তোমার কর্ম্মচারীগণ ঠিকই তোমার মত হইবে। ভাল কর্মী

তোমার কারবারে থাকিলে বরং তোমার সংস্রবে সেও নষ্ট হইবে। একথা বোঝ কি ভাই ?

৩। সর্ব্বদা সহাস্যবদন, বীরহৃদয় লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে, কাহাকেও ক্ষুণ্ণ করিও না, কর্ম্মীর আদর করিতে শিখিবে তবে কারবারের উন্নতি হইবে। যে কারবারে উচ্চ কণ্ঠ, কলহ, কিচি কিচি, ঝিকি ঝিক, সেখানে মঙ্গল নাই! এমন স্থানে লক্ষ্মীশ্রী হয় না।

৪। প্রকৃত ভদ্র লোকের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবে, পরের কথায় নাচিয়া উঠিও না, পর নিন্দুককে পদাঘাতে সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিবে, এ সকল পাপ। কর্ম্মক্ষেত্রের পবিত্র স্থান ইহাদের দ্বারা কলুষিত হইতে দিও না।

৫। বহ্বাড়ম্বর শূন্য হইবে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, সময়ের মূল্য বুঝিতে হইবে। ভদ্র, অভদ্র সকলের নিকট ভদ্রতা শিষ্ঠাচার দেখাইবে। তুমি বড় লোক দোকান-দার, তাহাতে আমার কি ? আমি দাম দিব, জিনিষ কিনিব, আমার জন্য তুমি যা প্রত্যাশ করিয়া থাক। আমার উপর তোমার মেজাজ দেখাইতে আসা অতি বড় ধৃষ্টতা, একথা যদি তোমার না বুঝিবার শক্তি থাকে, ব্যবসায় করা তোমার মত অসংযত মূর্খের কাজ নয়।

৬। চাটুকারের চাটু বাক্যে মুগ্ধ হইও না। স্বার্থপর অতি ঘৃণিত চরিত্রের লোক ব্যতিত কেহ তোষামোদ করে না। স্পষ্ট বলিতে সাহসী হইবে যে, তোষামোদ তুমি ভাল বাস না। এ কারবারের ক্ষেত্রটা তোষাখানাও নয়, আর তোমার আয়াস খানাও নয় যে, মোসাহেব না হইলে বাঁচিবে না। কদাচ চাটুবাক্যে প্রলুব্ধ হইও না, কর্ম্মক্ষেত্রে তুমি বীর, পূর্ণ ভদ্র লোকের ব্যবহারই তোমার অস্ত্র শস্ত্র, তোষামোদে ভুলিলে লোকে গ্রাস বুঝিয়া লইবে। পরে তাহারাই কান্ পাতলা বাবু বলিয়া অন্তরালে অতি ঘৃণিতভাবে সমালোচনা করে, ইহা স্বামরা স্বকর্ণে শুনিয়াছি।

৬। Wastage বা ক্ষতি ও অপচয়ের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অতি ক্ষুদ্র অপচয়ও উপেক্ষায় নহে, অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা জল প্রবেশ করিয়া অতি বড় অর্ণবপোত ধ্বংস মুখে পতিত হয়।

ব্যবসায়ের পত্রাদি পুস্তকাদি অবকাশ সময়ে অধ্যয়ন করিতে হইবে। হইতে পারে, তোমার ধারণা, তুমি সব জান, বোঝ ভাল, কিন্তু নেয়ারগণ স্বর্ণকারগণের পতিতাক্ত ভস্ম রাশি হইতেও স্বর্ণ কণা সংগ্রহ করিয়া থাকে। অতি অগ্রাহ্যনীয় স্থান হইতেও অতি বড় সন্ধান ও সঙ্কেৎ পাওয়াও অসম্ভব নয়।

৮। অবস্থা ভাল বলিয়া কাহাকেও অবজ্ঞা করিও না। বিশ্বপ্রেম শিক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ক্ষুদ্র বড় হয়, বড় ক্ষুদ্র হয়, যে বড় সে ছোট মনে করিতে শিখিলেই লোকের চক্ষে বড় দেখায়। লোকে বড় না বলিলে ত বড় হওয়া যায় না, উচ্চ হইবার আকাঙ্খা থাকিলে লোককে ভাল বাসিতেই হইবে। সেই জন্য বহু পূণ্যের ফলে যদি অবস্থা ভালই হয়, লোক হিতে, বিশ্ব প্রেমে মাতোয়ারা হইলে অমরত্ব লাভ করিবে। সে অমরত্ব পার্থিব ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা অনেক মহান। কর্ম্মক্ষেত্রে ঐ মহান অমরত্বে যেন লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়।

তবে আজ বিদায় হই, যদি না শুন, যদি উপেক্ষা কর, তাহাতে কিছু আসে যায় না। আমার ব্রতই এই, আমাকে বলিতেই হইবে। "Great talkers are small workers" যাহারা বেশী কথা বলে তারা খুব কমই কাজকরে এদেশে এদৃষ্টান্ত যথেষ্ট।

System.

সুশৃঙ্খলা।

লাভ ও লোকসান কার্য্যের সুশৃঙ্খলার উপর, কাজ কারবার অনেকে এদেশে করেন, কিন্তু অনেক স্থলেই শৃঙ্খলার অভাব। এদেশের লোকের সুশৃঙ্খলার দিকে কোন মনোযোগ নাই। সেই জন্য উপরে কাজ কর্ম্ম দেখিতে ভাল, কিন্তু ভিতরে বস্তা ভরা গলদ। লাভ লোকসানের হিসাব করিতে যাইতে অনেকের সাহসেও কুলায় না। পাঁচ বৎসরেও খাতা দুরস্ত হয় না, দেনা পাওনা কিছুই আদায় হয় না। ক্রমে কারবার চলা ভার হয়। হঠাৎ কোন ব্যবসায়ীকে বল দেখি, আমি দেনা পাওনা মিটাইয়া দিব, আমার হিসাব দেখাও, সে কদাচ তাহা পারিবে না। এইত গেল হিসাব নিকাশের দশা।

তারপর Sale department বা বিক্রয় বিভাগের কথা। বহু লোক জন, ষ্টক হইতে জিনিস টানিয়া আনিয়া খরিদদারের সম্মুখে ফেলিতেছে, মস্ত হট্টগোল, খরিদদার ক্রয় করি-য়াই হউক, বা না করিয়াই হউক চলিয়া গেল, তাহার পর যেখানকার জিনিস সেই স্থানেই রাখাইত সুশৃঙ্খলা, কিন্তু বাঙ্গালীর সুশৃঙ্খলায় দক্ষতা নাই, যে যেখানে পারিল, সেই স্থানে তুলিয়া ফেলিল, তাহার ষ্টক মিলান, কেমন সহজসাধ্য, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। তখন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে পড়িয়া আছে। কতই বা আর দেখাইব, কেই বা তাহা শুনিবে, আমাদের অহং জ্ঞানেই আমরা মরিয়াছি, আমাদের বিশ্বাস আমরা সমস্তই জানি, কিন্তু ইংরাজ—শুদ্ধ ইংরাজ কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য জাতি, যে কোন কাজ করুক না কেন, আগে সুশৃঙ্খলার ভিত্তি স্থাপন করিয়া তবে কার্য্যে অগ্রসর হইবে। প্রথমেই হিসাবের খাতা পত্র ছাপাইবে, প্রত্যেক জিনিসের বা ২০।২৫ প্রকার জিনিসের চার্জ্জে এক এক জন লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার দায়ীত্বে ষ্টক,

রাখিবে, যখন সেল্ বা বিক্রয় ডিপার্টমেন্টের কোন বিক্রয়কারীর কোন দ্রব্য আবশ্যক হইবে, ষ্টক রক্ষকের নিকট স্বাক্ষর করিয়া লইয়া আসিবে, বিক্রয় হইয়া গেলে তাহা তাহাকে জ্ঞাপন করিবে; না বিক্রয় করিতে পারে, ষ্টকরক্ষককে তাহা ফেরৎ দিবে। বল দেখি, কি সুন্দর সুশৃঙ্খলা! আমাদের system বা সুশৃঙ্খলা না থাকায় আমরা কখন সময়ের অভাব মোচন করিতে পারিব না।

আমাদের গৃহস্থালী ব্যাপারেও এই গলদ। কোথায় কোন জিনিস পড়িয়া আছে, তাহার ঠিকানা পাওয়া যায় না। সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বাঙ্গালীমাত্রেই প্রায় শান্তি পান না। সুশৃঙ্খলার অভাবে আমাদের কোন দিকেই শান্তি সুখ থাকে না, থাকিতে পারেও না।

জাতীয়তায় বড় হইতে চাহিলে সুশৃঙ্খলা অভ্যাস একান্ত আবশ্যক। আমাদের এ গলদ যতদিন না যাইবে, ততদিন লক্ষ্মীশ্রী হইবে না, ইহা ধ্রুব নিশ্চিত।

একদিন ভারতের আর্য্যগণ এই সুশৃঙ্খলার প্রতি কিরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, তাহা কোন পূজা পদ্ধতির অনুষ্ঠানগুলি দেখিলেই অনুমান হইবে। সেই সুশৃঙ্খলা হারাইয়াই আজ আমরা শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছি। হায় হায়, আর কখনও কি সেই সকল আর্য্য রীতিনীতিতে আমরা আস্থা প্রদান করিতে শিখিব।

পল্লীগ্রামে কৃত্রিম উপায়ে বরফ প্রস্তুত প্রণালী।

চৈত্রমাসের শেষ সপ্তাহ হইতে আষাঢ় মাস পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যেমন গরম পড়ে, এমন আর কোন কালে হয় না। পাড়াগাঁয়ের লোকে ইচ্ছা করিলেই বরফ পাইতে পারেন না। এমন কি অনেকে বরফের মুখ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। সুতরাং ইহাতে বুঝিতে পারা যায়, বরফ তাঁহাদের নিকট কি অমূল্য পদার্থ। অধিক কি, গ্রীষ্মপ্রধান দেশের সকলেই এই সময়ে শীতল জিনিস পছন্দ করে। বিশেষ অনেকেই শীতল জল খাইতে পারিলে অত্যন্ত আনন্দিত হন। সেই জন্য আজ আমরা কাজের লোকের পাঠক পাঠিকার জন্য পাড়াগাঁয়ে কি করিয়া সহজ উপায়ে বরফ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহার উপায় বলিয়া দিতেছি। একবার বলা হইলে, কিন্তু আর শুনিতে পাইবেন না। এখন ইহা বুঝিয়াই যাহা করিতে হয় করুন।

বরফ যে কেবল বিলাসী বাবুগণেরই ভোগ্য, তাহা নহে। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পীড়াদিতে বরফ না হইলে চলে না। মাথায় রক্ত উঠিলে বরফের ব্যাগ মাথায় দিয়া তবে সেই স্থান হইতে রক্ত তাড়াইয়া দিতে হয়। যখন জ্বরের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়, রোগী যাতনায় ছটফট করিতে থাকে, তখন তাহার বরফই একমাত্র ঔষধ। এইরূপ কলেরা প্রভৃতি বহু ব্যাধি আছে। সেই সকল পীড়ায় বরফ না হইলে রোগীর রক্ষা পাওয়াই দায় হইয়া উঠে। যাহা হউক, এমন যে উপকারী বস্তু তাহা কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, এক্ষণে তাহাই বলিব। পাথরের এক গ্যালন মাপের একটি বোতল লও। ঐ বোতল খুব অল্প দামেই পাওয়া যায়। কিছু সময় বৃষ্টি হইবার পর আকাশ হইতে যে জল পড়িতে থাকে, তাহা কোন পাত্রে করিয়া ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়। ঝরণার জল হইলেই কিন্তু সব চেয়ে ভাল হয়। পরিষ্কার ঝরণার জল খুব গরম করিয়া তাহা হইতে সাত পাইন্ট পরিমাণ লইয়া আমাদের কথিত পাথরের বোতলে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার মধ্যে দুই আউন্স পরিস্কৃত সোরা মিশাইয়া দিয়া ঐ বোতল পীপার ছিপি দ্বারা শক্ত করিয়া বন্ধ করিতে হইবে। পরে গভীর জলবিশিষ্ট একটি কূপের মধ্যে রজ্জু সংযোগে ঐ বোতলটি ডুবাইয়া দিতে হইবে। এইরূপ ভাবে তিন চারি ঘণ্টা ডুবাইয়া রাখিলে ঐ বোতলের জল জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। আর একটি কাজ করিতে হইবে। ঐ দড়ী ধরিয়া পুনঃপুনঃ বোতলটি উঠাইতে নামাইতে হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেক বারেই বোতলটি জলের উপরিভাগে উঠাইতে হইবে, আবার গভীর জল মধ্যে ডুবাইয়া দিতে হইবে। কিছুক্ষণ বোতলটি কূপ মধ্যে (কুয়া) ডুবাইয়া রাখিয়া পরে ঐরূপ করিতে হইবে। চারি ঘণ্টার মধ্যেই সকল কাজ শেষ হইয়া যাইবে। তখন বোতলটি উঠাইয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হইবে। না ভাঙ্গিলে বরফ পাইবার উপায় নাই। এই নিয়মে সকল সময়েই পল্লীগ্রামে বরফ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। অধিক পরিমাণে বরফ প্রস্তুত করিতে হইলে বড় বোতলের আবশ্যক। অথবা ছোট ছোট অনেক গুলি বোতল হইলেও চলে। যত বড় বোতলই লওয়া হউক না কেন, প্রতি সাত পাইন্ট জলে দুই আউন্স করিয়া বিশুদ্ধ সোরা মিশাইতে হইবে। এ কথা যেন মনে থাকে। আর সব চেয়ে অধিক কাজের কথা একটি বলিব। যে বোতলই লওয়া হউক না কেন, তাহা পূর্ণ করিয়া যেন জল না দেওয়া হয়। তাহার কারণ এই জল অপেক্ষা বরফ হাল্কা। এক গেলাস জলের উপর বরফ ছাড়িয়া দিলে তাহা ভাসিতে থাকে। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, জল অপেক্ষা বরফ হাল্কা। সুতরাং ৵১ একসের জলের বরফ তৈয়ারী করিলে পরিমাণে অনেক বেশী হয়। যে বোতলে একসের জল ধরিতে পারে, তাহাতে সেই একসের জলদ্বারা প্রস্তুত বরফ ধরিতে পারে না। বরফ অনেক বেশী হয়। অতএব ঐ প্রত্যেক সাত পাইন্ট হিসাবে যে পরিমাণ জল দিতে হইবে, তাহা যেন বোতলের কানায়

কানায় না উঠে। জল যেন বোতলের অনেক নীচে থাকে। ঐরূপ ভাবে জলপূর্ণ বোতলে ছিপিবন্দ করিয়া বরফ তৈয়ারী করিতে গেলে বোতলই ফাটিয়া যাইবে, আর যদি বোতল খুব শক্ত থাকে, তবে জলের মধ্যে ছিপি খুলিয়া সকল বিষয় পণ্ড হইয়া যাইবে। এই কথাগুলি যেন সকলের স্মরণ থাকে। আমাদের কথিত উপায়ে দুগ্ধ জমাইয়াও বরফ করিতে পারা যায়। বোতলে জলের পরিবর্ত্তে গরম দুগ্ধ দিলেই হইল। ইহাতে আর কোন বিশেষ নূতন কথা নাই। ইহাতে কাহার কিছু উপায় হইলে আর একটি বিষয় লইয়া বারান্তরে পাঠক পাঠিকাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। ইতি—

শ্রীগণপতি রায়।

ALUMINIUM.

এলুমিনিয়ম ধাতুর নূতন প্রকার ব্যবহার।

এলুমিনিয়ম ধাতুর কথা এখন আর সাধারণকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। ভারতের প্রত্যেক ঘরেই এখন এই ধাতুনির্ম্মিত গ্লাস, রেকাব, কত ঘটী বিরাজ করিতেছে। ভারতবর্ষে এলুমিনিয়ম ধাতুর কাজ বেশই চলিতেছে। এখন আবার এই ধাতুর অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রস্তুত করিয়া রেশমের সহিত বস্ত্রবয়ন করা হইতেছে। ইহা দ্বারা উৎসব, থিয়েটারের সম্মুখের পর্দ্দা প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া অতি মনোহর শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। ভারতে এইরূপ দেখন ডালির বস্ত্রের সম্যক আদর হইবার ক্ষেত্রের অভাব নাই। এদেশের যাঁহারা এলুইমিনিয়মের কার্য্যে নিয়োজিত, তাঁহাদের এই নবাবিষ্কৃত উপায়ে এদেশেও রেশম সহযোগে বস্ত্র বয়নের চেষ্টা করা উচিত। ইহার পায়েন দিবার পন্থা অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই পন্থা আবিষ্কৃত হইলে এরোপ্লেন বা উড়োকল প্রভৃতিতে ইহার প্রচুর ব্যবহার হইবে, ইহা সুদৃঢ় অথচ হাল্‌কা জিনিস, মচ্‌কায়, তবু ভাঙ্গে না।

FOUL KEEPING IN BANGAL.

মোরগ এবং হংসাদি পালন।

ইহা একটী সর্ব্বজন পরিচিত লাভজনক ব্যবসায়, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এ দেশের পল্লীগ্রামের মুসলমানগণ মোরগ পুষিয়া থাকেন এবং তাহাদের অণ্ডাদি ঝাঁকায় করিয়া কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে পাঠাইয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত ভাবে পক্ষীর চাষ করিলে ভয়ানক লাভ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই পক্ষী পালন এদেশের কসাইয়ের কাজ বলিয়া পরিত্যক্ত প্রায় অবস্থাতেই রহিয়াছে। কলিকাতার মদন বড়ালের লেনে সেখ বাবু নামক একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান যুবক ক্ষুদ্র একটী Poultry firm করিয়া মুরগী হাঁস পারাবতাদি প্রতিপালন করিতেছেন। ইনি জাহাজে মাল সরবরাহ করেন, এই জন্যই সম্ভবতঃ এই কার্য্য করিতেছেন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার সময় কতকগুলি অভিজ্ঞতাও উপদেশ জানা আবশ্যক। কারণ পশুপক্ষীগণ এক স্থানে থাকিতে থাকিতে রোগাক্রান্ত হয়।

পক্ষী কিনিয়া পালন করিতে হইলে কিনিবার আগে কতগুলি গুঢ় রহস্য জানা আবশ্যক। যথা—যে সকল মোরগ বা হাঁস যৌবনোম্মুখ অর্থাৎ অন্ততঃ ২।৩ মাস বয়স্ক, সেইরূপ দেখিয়া কিনিতে হয়। যে সকল পক্ষীর শরীর সতেজ, বুক প্রশস্ত এবং পদদ্বয় ছোট এইরূপ পক্ষী দেখিয়া কিনিতে হয়।

একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানকে তারের জাল দিয়া মাথার উপর পর্য্যন্ত ঘেরিয়া তাহার ভিতর কাঠের ঘর নির্ম্মাণ করাইয়া লইতে হয়, রৌদ্র এবং জলের সময় পক্ষীগণ সেই ছায়ায় আশ্রয় লইতে পারে। সম্মুখে একটা দীর্ঘ প্রস্থে সুবৃহৎ চৌবাচ্ছা বা খাদ কাটিয়া তাহাতে পরিষ্কার জল রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হয়। সন্তরণশীল পক্ষীগণ ঐ জলে সাঁতার দিয়া বেড়াইবে, নচেৎ বাঁচিবে না। উপর নীচে সমস্তই তারের জালে ঘেরিয়া তাহার ভিতর মোরগ ও হংসের পৃথক পৃথক বিভাগ করিয়া দিতে হয়, নচেৎ হাঁস ও মুরগীতে লড়াই করিয়া পরস্পর পরস্পরের অবনতি করিয়া তুলিতে পারে। অনেকে আলিপুরের চিড়িয়াখানা দেখিয়া থাকেন, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে, কিরূপে ঐ সকল পক্ষী সংরক্ষিত আছে।

খাদ্যের ব্যবস্থা।

মাদী পক্ষীগণের এবং যাহারা ডিম্ব ধারণ করিতেছে, তাহাদিগকে দৈনিক ৩ বার খাদ্য দিতে হয়, প্রাতে তরকারীর পরিত্যক্ত পাতা ডাটা ইত্যাদি, মধ্যাহ্নে অন্নাদি, সন্ধ্যায় শুষ্ক শস্যের দানা প্রভৃতি। ছোট ছোট শাবকদিগকে ঘণ্টায় ১বার করিয়াও আহার দিতে হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শীতাতপ হইতে রক্ষার সুবন্দোবস্তাদি করিলে পক্ষীর মড়ক উপস্থিত হইতে পারে না। পক্ষীর বিষ্ঠাদি উৎকৃষ্ট তেজস্কর সার মধ্যে গণ্য সুতরাং সেগুলি কোন স্থানে রাখিয়া দিতে হয়।

ইহা যে বিশেষ লাভজনক তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদেশের হিন্দুগণ ছাগলের চাষ করিয়া বিক্রয় করিয়াও থাকেন। যাহাদের মূলধন আছে, তাঁহারা সামান্ত বেতনে লোক রাখিয়া এ কর্ম্মকে উৎসাহিত করিলে, অর্থাগম হইবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।

Poultry keepingএর বিবিধ পুস্তকাদি আছে, তাহা পাঠ করিলে একার্য্যে দক্ষতা লাভ করা যায়।

(জনৈক বহুদর্শী)

Health and Hygine.

স্বাস্থ্য-তত্ত্ব।

স্যার ফিলিপ্ সিড্নী বলিয়াছিলেন

"The ingredients of health and long life are,
Great temperance, open air,
Easy labour, little care.,

অর্থাৎ খুব মিতাচার, বিশুদ্ধ বায়ু, সহজ পরিশ্রম, এবং কিঞ্চিৎ সতর্কতা এই গুলির দীর্ঘ জীবন এবং স্বাস্থ্য লাভের উৎকৃষ্ট উপকরণ। আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা প্রায় ইহার সকলগুলি হইতে বঞ্চিত। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অহরহই সংযমের জন্য উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সেই সকল মহাবাক্যের প্রতি অনাস্থাবান হইয়াই সর্ব্বনাশ করিয়াছি, যাঁহারা সেকালের লোকের ন্যায় সংযমী, মিতব্যয়ী তাঁহারা এখন স্বাস্থ্যবান এবং দীর্ঘজীবনী। আমরা সে আদর্শ দেখিয়াও উদাসীন। স্বাস্থ্য মানব জীবনের অতি মূল্যবান সম্পত্তি, এ সম্পত্তি নিজে ব্যতিত অপরে রক্ষা করিতে পারে না। বাঁচিয়া থাকিবার জন্যই জন্ম, মরিবার জন্ম জন্ম নহে। কিন্তু মরণ আমরা নিজেরাই আহ্বান করিয়া শরীর মন্দিরে লইয়া আসি। একটু চিন্তা করুন। স্বাস্থ্য ব্যতীত ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কিছুই লাভ করিতে পারা যায় না। সুতরাং স্বাস্থ্য রক্ষার বিশেষ আবশ্যক আছে।

Health is the foundation of all our Physical happiness (Herder) অর্থাৎ স্বাস্থ্যই একান্ত দৈহিক সুখের ভিত্তি স্বরূপ "Deseases are the taxes of the pleasure" পীড়া কেবল ফুর্ত্তিবাজ জীবনের উপর কর স্বরূপ। সে বলিয়াছেন, স্বাস্থ্যের সহিত সমস্ত স্ফুর্ত্তিমাত্রার কল্পনাই পলায়ন করে। ক্ষণিক সুখের জন্য স্বাস্থ্য নষ্ট করা অতি শোচনীয় নির্ব্বুদ্ধিতা।"

অনেক বিখ্যাত চক্ষু চিকিৎসকের মত এই, দন্তের পীড়া হইতে ক্রমশঃই চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই জন্য চক্ষু চিকিৎসকগণ সাধারণতঃ দন্তের অবস্থা পরীক্ষা করিয়া থাকেন। নিম্নের চোয়াল অপেক্ষা উপরের চোয়ালের দন্তপীড়া হইতে দৃষ্টিশক্তির অধিকতর হানি হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বাহিরে দাঁতের কোন দোষ দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে মাংসস্ফীতি নিবন্ধন চক্ষুর পীড়া উৎপাদন করে। যাহা হউক সর্ব্বাবস্থায় খারাপ দন্ত উঠাইয়া ফেলিতে পারিলে চক্ষুর পীড়া ভাল হইয়া থাকে।

কলিকাতায় শিশু মৃত্যু।

কলিকাতার একটিং হেল্থ অফিসার ডাক্তার ক্রেক বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য বিবরণীতে বড় শোচনীয় কাহিনী প্রকাশ করিয়াছেন। কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও স্বাস্থ্যের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে কলিকাতায় শিশু মৃত্যু কিরূপ অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, বিগত বর্ষের স্বাস্থ্য বিবরণী হইতে তাহার সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার ক্রেক বলিয়াছেন, বিগত বর্ষে সমগ্র কলিকাতা সহরে মোটের উপর ৫,০৪৪ অর্থাৎ যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার প্রতি হাজারে ২৬৯টীর মৃত্যু হইয়াছে। শতকরা ৩৬০৫ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশের অধিক শিশুর এক সপ্তাহের পূর্ব্বেই মৃত্যু হয়। নিয়মিত কালের পূর্ব্বে প্রসব, প্রসূতির দুর্ব্বলতা ও ধনুষ্টঙ্কার—যাহাকে সাধারণ কথায় পেঁচোয় পাওয়া বলে—এই কয়েক কারণেই অধিকাংশ শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ডাক্তার ক্রেক বলিয়াছেন, গৃহের যে ঘরটী সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ, যাহাতে শিশুর জীবন রক্ষার সর্ব্বপ্রধান প্রয়োজন আলোক ও বায়ু চলাচল করিতে পারে না, যে গৃহে অবস্থান করিলে সুস্থকায় ব্যক্তিও পীড়াগ্রস্থ হয়, সেই গৃহটীই সাধারণতঃ প্রসূতির জন্য নির্দ্দেশ করা হইয়া থাকে। দরিদ্র লোকেরা আর্দ্র, দুর্গন্ধ কাঁচা ঘরই প্রসূতির বাসের জন্য নির্দ্দেশ করে। অজ্ঞ "ধাই" দিগের দ্বারা যে উপায়ে শিশুর নাড়ীচ্ছেদ করা হয়, তাহাতেই অনেক শিশুই এক সপ্তাহের পূর্ব্বে ধনুষ্টঙ্কারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক মাসের পূর্ব্বে যে সকল শিশুর মৃত্যু হয়, তাহাদিগের শতকরা ৩৩ জনকে বাঁচান যাইতে পারে। ডাক্তার ক্রেক নাড়ীচ্ছেদের পরে ক্ষত স্থান বাঁধিবার জন্য টিনের কৌটায় করিয়া ঔষধ বিতরণ করিতে চাহিয়াছেন। ইহার সহিত "ধাই" দিগের জন্য উপদেশও লিখিত থাকিবে। ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া প্রভৃতিও শিশুমৃত্যুর অন্যতম কারণ, ডাক্তার ক্রেক এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম পালন করিলে এই সকলের হাত হইতে সহজে শিশুদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে। বিশুদ্ধ দুগ্ধের অভাব কলিকাতায় শিশুমৃত্যুর আর একটী প্রধান কারণ। টাকায় চারি সের করিয়া দুগ্ধ ক্রয় করিয়া কয়জনে শিশুর জীবন রক্ষা করিতে পারে? সুতরাং জলমিশ্রিত দূষিত দুগ্ধের

হয়া শিশুর জীবন রক্ষা ত দূরের কথা, জীবন হানি হইয়া থাকে। আমরা আশা করি, কলিকাতার অধিবাসিগণ এই অসম্ভব শিশুমৃত্যু হ্রাস করিবার চেষ্টা করিবেন।

বিবিধ বার্ত্তা।

জার্ম্মানীর জেলখানা সমূহে কয়েদীদিগের চিত্তবিনোদনের জন্য গান বাজনার সুবিধা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যে সকল কয়েদী সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী, তাহারা সন্ধ্যার পরে আহারান্তে গান বাজনা করে, অন্যান্য কয়েদীরা গান বাদ্য শুনিয়া আমোদ উপভোগ করে। রবিবারে কয়েদীগণ কারাগারের মধ্যবর্ত্তী ভজনালয়ে উপাসনা করিয়া থাকে। জার্ম্মাণীর এই সাধু উদ্যম সকল দেশের আদর্শস্থানীয় হওয়া কর্ত্তব্য। মানুষকে সৎপথে লইয়া যাইতে হইলে, তাহার মধ্যে পবিত্র ও সাধু ভাবের উন্মেষ করা প্রয়োজন। জর্ম্মণীর কারাগার সমূহের কর্ত্তৃপক্ষ ইহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

ছয় বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ৫০০ লোক বায়স্কোপ সাহায্যে জীবিকার্জ্জন করিত, এখন ১,২৫,০০০ লোক এই ব্যবসায়ে নিযুক্ত আছে। আমেরিকার লোকেরা বায়স্কোপ দেখাইয়া প্রতি বর্ষে ন্যূনকল্পে ৪৫ কোটী টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

সম্প্রতি ফরাসী রাজ্যে এক নূতন আইন প্রচলনের জন্য চেষ্টা হইতেছে। এই আইন প্রচলিত হইলে ফ্রান্সের রাজধানী পেরী-নগরীর কোন ডাক্তার দরিদ্র শ্রমজীবীর নিকট হইতে একদিনের জন্য ১।০ এক টাকা চারি আনার অধিক দর্শনী লইতে পারিবেন না। বিশেষ বিশেষ শ্রমজীবী সভার সদস্যগণও পীড়িত হইলে ডাক্তারদিগকে এই দর্শনীতেই রোগ পরীক্ষা করিতে হইবে।

সম্প্রতি ২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা মূল্যে আমেরিকায় একটী ষাঁড় বিক্রীত হইয়াছে; ষাঁড়ের নাম পেলার মো। এই ষাঁড়টী জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

আমেরিকার ওহিয়ো প্রদেশের মিঃ মিলার এক জাতীয় পেঁয়াজ উৎপন্ন করিয়াছেন। পেঁয়াজের স্বাভাবিক বর্ণ ও গুণ প্রভৃতি সমস্তই ইহাতে বিদ্যমান আছে, তবে ইহাতে উৎকট গন্ধ নাই। বাঙ্গালা দেশে এই পেঁয়াজের খুব আদর হইবে সন্দেহ নাই।

দক্ষিণ আমেরিকার ইকু কডর প্রদেশের লোকেরা বৃক্ষের ত্বক হইতে কম্বল প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহারা প্রথমতঃ খুব পাতলা করিয়া বৃক্ষের ত্বক তুলিয়া লয়, তারপর ঢেঁকির সাহায্যে পিষিয়া জলের সহিত মিশাইয়া লয়। পুনরায় ঢেঁকিতে পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। এই শুষ্ক বৃক্ষ ত্বক হইতে যে সুন্দর কম্বল প্রস্তুত হয়, দক্ষিণ আমেরিকার লোকেরা উহা অনেক সময়ে ২ বৎসর হইতে ৫ বৎসর পর্য্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকে।

ডাকাইত ধরিবার পুরস্কার।—ডাকাইতি ধরিবার জন্য বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট বিশেষ পুরস্কারের ঘোষণা করিয়াছেন। ডাকাইতি করিবার কালে কোন ডাকাইত ধৃত হইলে ধৃতকারী জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের দ্বারা বিশিষ্টরূপে পুরস্কৃত হইবেন। নিরস্ত্র ডাকাইত ধৃত হইলে পাঁচশত টাকা, আর বন্দুক বা তরবারিধারী সশস্ত্র ডাকাইত ধরিলে পনেরশত টাকা পুরস্কারের ব্যবস্থা হইয়াছে। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট পুরস্কার প্রদান করিবেন।

ফরাসী রাজ্যে বীরাঙ্গনা।—ফরাসী বীরাঙ্গনা জোয়ান আর্কের অপূর্ব্ব বীরত্ব কাহিনী সকলেই অবগত আছেন, সম্প্রতি ফ্রান্সের আর এক বীরাঙ্গনার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইনি সমগ্র ফ্রান্সদেশে বীরাঙ্গনা সৈন্যদল গঠন করিতেছেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যখন জর্ম্মণ ও ফরাসী জাতির মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন ম্যাডাম ডুপানিয়ান নাম্নী এক ফরাসী রমণী ফরাসী সৈন্যদলের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অপূর্ব্ব বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। গ্রীস তুরস্ক যুদ্ধের সময়েও ইনি রণভূমির অনেক দুরূহ বিপদসঙ্কুল স্থানে গমন পূর্ব্বক অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ম্যাডাম ডুপানিয়ানের পূর্ব্বে আর কোন রমণী ফরাসী সৈন্যদলে যোগদানের অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। সম্প্রতি ম্যাডাম ডুপানিয়ান তাঁহার জীবনের মহাব্রত সাধনে প্রয়াসী হইয়াছেন। তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অনলবর্ষিণী বক্তৃতা দ্বারা স্ত্রীলোকদিগকে সমরবিভাগে প্রবেশ করিবার জন্য উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিতেছেন। তাঁহারই উত্তেজনায় বহু রমণী সমর সচিবের নিকট এই আবেদন করিয়াছেন, স্ত্রীলোকদিগের জন্য এক রমণী পল্টন গঠন করিয়া আমাদিগকে তাহাতে প্রবেশের আদেশ প্রদান করা হউক। প্রকাশ, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ইহাদিগের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন। ইহাদিগের যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ পরিচ্ছদ কিরূপ হইবে তাহাও স্থির হইয়া গিয়াছে।

ম্যাডাম ডুপানিয়ান ২৮ হাজার যুবতীকে মহিলা-পল্টনে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ৭॥০ হাজার সামরিক কর্ম্মচারী কার্য্য করিবেন। যুদ্ধের সময় এই সকল মহিলা পুরুষদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করিয়া আপনারা গৃহরক্ষার ভার গ্রহণ করিবেন, প্রয়োজন হইলে আপনারাও কৃপাণ হস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে জীবনদানে প্রস্তুত হইবেন।

প্রকৃত সদিচ্ছা ও আগ্রহ থাকিলে একজন স্ত্রীলোকের সাহায্যে কিরূপ মহদনুষ্ঠানের সূচনা হইতে পারে, ম্যাডাম ভুপানিয়ানের জীবনবৃত্তান্ত হইতে তাহার পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায়। ম্যাডাম ভুপানিয়ানের নাম ফ্রান্সের রমণী সমাজে ধন্য হইয়াছে।

ক্রোরপতি মিঃ পিয়ারপণ্ট মরগ্যান।

সম্প্রতি মিঃ পিয়ারপণ্ট মরগ্যানের উইল প্রকাশ হইয়াছে। নগদ ৬০০,০০০ পাউণ্ড, অন্যান্য দানাবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি এবং ছবি ও শিল্প দ্রব্যাদি তাঁহার পুত্র পাইবেন। বাৎসরিক ২০,০০০ পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি তাহার স্ত্রী জীবিত কাল ভোগ করিবেন এবং ২০০,০০০ পাউণ্ড উইল করিয়া অপরকে দিতে পারিবেন। তিন জন কন্যা প্রত্যেকে ৬০০,০০০ পাউণ্ড পাইবেন; তৃতীয় কন্যা বিবাহিতা হইলে যদি সন্তান না হয়, তাহা হইলে স্বামীকে কেবল ২০০,০০০ পাউণ্ড দিতে পারিবেন, বাকী অংশ এষ্টেট ভুক্ত হইবে। জামাতারা প্রত্যেকে ২০০,০০০ পাউণ্ড এবং অন্য দুই জন আত্মীয় ৫০,০০০ ও ২০,০০০ পাউণ্ড পাইবেন। নিউইয়র্কের স্ত্রীলোকদিগের প্রসব হওয়ার জন্য হাসপাতালের ডাক্তার মার্কী বাৎসরিক ৫০০০ পাউণ্ড পাইবেন। তাঁহার লাইব্রেরীয়ান মিস বেলী গ্রীন ১০,০০০ পাইবেন এবং নির্দ্দিষ্ট বেতনে উপস্থিত পদে থাকিতে পাইবেন। সহকারী লাইব্রেরীয়ান ২০০০ পাউণ্ড, জাহাজের কাপ্তেন পোর্টার ৩০০০ পাউণ্ড, প্রাইভেট সেক্রেটারী ৩০০০ পাউণ্ড এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য ৩০০০ পাইবেন। তাঁহার লণ্ডন ও নিউইয়র্ক অফিসের প্রত্যেক কর্ম্মচারী এক বৎসরের বেতন পাইবেন এবং তাঁহার অধীনে যতলোক চাকরী করিতেছেন, সকলেরই জন্য কিছু কিছু ব্যবস্থা উইলে আছে।

নিউইয়র্ক স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের জন্য হাসপাতালে সাহায্য করিতে আদেশ দিয়াছেন এবং সেণ্ট জর্জ্জ গীর্জ্জায় ১০০,০০০ পাউণ্ড এবং ষ্টেট মিশন ফণ্ডে ২০,০০০ পাউণ্ড দান করিয়াছেন। বুঝুন একটা জীবনে কত টাকাই উপার্জ্জন করিয়াছিলেন।

Editor in Council.

সম্পাদকীয় মন্ত্রণা সভা।

শ্রীযুক্ত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বনগ্রাম।

প্রশ্ন। বালাখানার তামাকে কি মসলা দিলে সেরূপ সুগন্ধ হয়?

উত্তর। বালাখানার তামাকে আমরা মৃগনাভীর গন্ধ পাই, আরও মসলা থাকিতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই। ভাল মৃগনাভী মিঃ বটকৃষ্ণ পালের অথবা ঈশ্বর কুণ্ডু এণ্ড সনসের দোকানে পাইতে পারেন।

শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ বসু

শান্তিপুর।

১ প্রশ্নের উত্তর। হোয়াটনিং ভ্রমক্রমে ছাপা হইয়াছে, যাহা বাজারে হোয়াটিং বলিয়া পাওয়া যায়, ইহা তাহাই।

২য় প্রশ্ন। গায়ানসাইন্ রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাওয়াই সম্ভব। চাচ গালার কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। যেপরিমাণ চাচ গালা এবং আল কোহল মিশাইলে তুলির মুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, অথচ রং ফিঁকে না হয়, তাহাই ইহার পরিমাণ বুঝিতে হইবে।

৪ প্রশ্ন। আলকোহল বা সুরাসারে এক আউন্সে ১ ড্রাম পরিমাণ জাফরান দিয়া দেখুন। ইহাই টীংচার করিবার নিয়ম।

৩য়। হোয়াইট্ লেডের পরিবর্ত্তে সাইনবোর্ড লেখার কার্য্যে নানাপ্রকার রংএর এনামেল কিনিতে পাওয়া যায়, তাহা ধর্ম্মতলায় রঙ্গের দোকানে পাইবেন। রিপলিন রং ও ব্যবহার করা যায়। সমস্ত রংই ধর্ম্মতলার মোড়ে পেন্‌ট্ শপে বা রঙ্গের দোকানে পাওয়া যাইবে। এ সকল রং স্থায়ী হইবে।

(ক) মেসার্স শা ওয়ালেসের ঠিকানা ৪নং বাঙ্কশাল ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

M. D. Tusnial Esqr—

চিকুয়াগুল্ টী ষ্টেট্, শ্রীহট্ট।

২০শে সেপ্টেম্বরের পত্রোত্তরে জানাইতেছি, দন্ত মঞ্জনে যে লাল রং হয়, সেটা "Carmine" নামক এক প্রকার রংএর হওয়াই সম্ভব। যিনি ব্যবহার করেন, আমার বোধ হয়, তিনি সেই লাল রং শুষ্ক "কারমাইনের চূর্ণ" ব্যবহার করেন। ইহা নিরাপদ, বহু খাদ্য দ্রব্য ঔষধাদির রং করিবার জন্য ব্যবহার হয়। কলিকাতার বটকৃষ্ট পাল এণ্ড কোং'র দোকানে পাওয়া যায়, পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। আপনার পত্রানুযায়ী অনেকগুলি কাজ আমি আমার বিবিধ কার্য্যের জন্য যথা সময়ে সম্পন্ন করিতে পারি নাই, ত্রুটী ক্ষমা করিবেন। এখন আদেশ পাইলে করিতে পারিব।

পত্রাদি লেখকগণের প্রতি।

শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র বসু—বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া যদি আপনি হারিসন রোডের কোন দোকান হইতে পকেট্ ইলেকট্রীক লাইট্ লইয়া প্রতারিত হইয়া থাকেন, তবে

আমরা তাহার কি উপায় করিতে পারিব বলুন?

শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীচরণ রায়, আঙ্গারিয়া বন্দর নবেম্বর, ডিসেম্বর পাঠান হইয়াছে।

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ। আপনার গল্প প্রকাশ যোগ্য নহে। "কাজের লোকে" এরূপ প্রবন্ধ প্রকাশের স্থান নাই। প্রবন্ধ ফেরৎ দিলাম, পত্রান্তরে পাঠাইবেন।

শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ প্রামানিক।

উত্তর। চঞ্চল শিশুদের সমস্ত বস্ত্র ফটকিরির খুব কড়া জলে ডুবাইয়া শুকাইয়া পরিধান করিতে দিলে সহসা অগ্নি লাগিতে পারে না। যাহাদের ঘরে ছোট ছেলে মেয়ে, তাহাদের খোলা লাম্প ব্যবহার করাই উচিত নয়।

যেখানে ছেলেরা নাগাল না পায়, এমন স্থানেই আলোক রাখা উচিত। এই শীতকালে পিতা মাতার অসাবধানতার দোষে কত ছেলে যে দগ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহার সংবাদ জানিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। পিতা মাতার সর্ব্বদাই শিশুদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা উচিত, ইহাই সদুপায়।

দেশীয় মুষ্টিযোগ।

আঙ্গুল হাড়া।

এই রোগটী যদিও সামান্য, কিন্তু ইহার যন্ত্রণা বড় সামান্য নহে। ভুক্তভোগী মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। এই রোগের প্রারম্ভে একটী অঙ্গুলিতে অল্প অল্প বেদনা অনুভূত হয়। অনন্তর অঙ্গুলিটী ফুলিয়া তাহাতে অত্যন্ত জালা, বেদনা ও টনটনানি উপস্থিত হয়। রোগী যন্ত্রণায় অধীর হইয়া পড়ে। জালা এত দূর বর্দ্ধিত হয়, যে তাহা জুড়াইবার জন্য রোগী বারম্বার শীতল জলে পীড়িত অঙ্গুলিটী ডুবাইয়া রাখে। কিন্তু তাহাতেও সোয়াস্তি লাভ করে না। অবশেষে আঙ্গুল পাকিয়া ঘা হয় এবং রোগীকে অনেক দিন কষ্ট দেয়। এই রোগে কাহারও বা দুই হাতের সমস্ত অঙ্গুলি গুলিই আক্রান্ত হয়। রোগ অত্যন্ত প্রবল হইলে, আরোগ্য লাভের পরও পীড়িত অঙ্গুলিটী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া পায় না—চিরদিনের মত বিকৃত হইয়া থাকে। আয়ুর্ব্বেদে ক্ষুদ্ররোগাধিকারে এই রোগ চিপ্প ও অঙ্গুলি বেষ্টক নামে অভিহিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ মতে বায়ু ও পিত্ত নখের মাংসকে দূষিত করিয়া দাহ ও পাক বিশিষ্ট এই রোগ উৎপাদন করে। ইহার চলিত নাম আঙ্গুল হাড়া। রঙ্গপুর জেলায় এই রোগকে "আঙ্গুল জরা" বা "নখ জরা" বলে। এই রোগের একটী সহজসাধ্য পরীক্ষিত ঔষধ নিম্নে লিখিত হইল।

গাম্ভারী বা গামার নামে পরিচিত বৃক্ষ সম্ভবতঃ অনেকেই চিনেন। কিন্তু অনেকে আবার পিটুলী, পিঠে পোড়া, ভুর্কণ্ডী বা ভেগ্গী নামক বৃক্ষকেই গাম্ভারী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন। ইহা নিশ্চয়ই ভুল। যাঁহারা গামার গাছ চিনেন না, তাঁহারা কোনো বিশ্বস্ত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকের কাছে চিনিয়া লইবেন। ছাপরা প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের কাছেও চিনিয়া লইতে পারেন। সে দেশের লোকে ইহাকে গাম্ভার বলে এবং প্রায় সকলেই চিনে। তাহারা এই গাছের কাঠে এক প্রকার বাদ্য যন্ত্র প্রস্তুত করে।

গাম্ভারী বৃক্ষের সাতটী কোমল পত্র লইয়া একটীর উপর একটী, তার উপর আর একটী, এইরূপে সমুদয় পত্রগুলি একত্র সাজাইবে। সেই উপর্য্যুপরি সজ্জিত পত্র গুচ্ছ দ্বারা পীড়িত অঙ্গুলিটী উত্তমরূপে বেষ্টন করিয়া একগাছি সূত্র দ্বারা জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিবে। সেদিন আর খুলিবে না। তৎপর দিন খুলিয়া, যদি ক্ষত থাকে, তাহা পরিষ্কৃত জলে উত্তমরূপে ধুইয়া, পুনরায় উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত সাতটী নূতন গাম্ভারী পত্র দ্বারা পূর্ব্ববৎ বাঁধিবে। আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যহই এইরূপ করিতে হইবে। এই প্রক্রিয়ায় এক দিনেই উপকার পাওয়া যায়। ৫।৭ দিনে রোগ নিঃশেষে আরোগ্য হয়। আঙ্গুল হাড়া রোগের প্রারম্ভ হইতে পক্কাবস্থা পর্য্যন্ত সকল সময়েই এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় এবং সমান ফল লাভ হয়। আশা করি, ঔষধটী সকলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। গৃহ প্রাঙ্গন স্থিত অনায়াস লভ্য একটী সামান্য বৃক্ষ পত্রের কিরূপ অসামান্য গুণ, তদ্দ্বারা কিরূপ সহজ উপায়ে বিনা ব্যয়ে আঙ্গুল হাড়া রোগের উৎকট যন্ত্রণা আশু প্রশমিত হয় তাহা দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইবেন।

শ্রীমনোমোহন চক্রবর্ত্তী।

Death by by brain Rust.

মস্তিষ্কের মড়িচায় মৃত্যু।

প্রোফেসর এ, ভিকটর সিগ্‌নো Prof. A. Victor segno তাঁহার Mental law of science এ শারিরীক এবং মানসিক পরিশ্রমের হিতকারিতায় অনেক কথাই বলিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে(Dr. Duke , ডাক্তার ডিউক লণ্ডনের কোন আদালতে সাক্ষ্য প্রদানকালে একটা বড় গুরু তথ্যের কথা বলিয়াছিলেন। ডাঃ ডিউক একজন সুবিখ্যাত বহুদর্শী চিকিৎসক। ইনি বলিয়াছিলেন যে, "Softening of brain brought about by lack of mental exercises causes the death of one third of the rural labourer of that country" অর্থাৎ মানসিক পরিশ্রমের অভাবে প্রায় ৫০ অংশ পরিমাণ শ্রমজীবি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

জেরায় সময় ডাঃ ডিউক বলেন যে, এইরূপ মৃত্যু কৃষকগণের মধ্যেই অধিক দেখা যায়, ইহারা শারিরীক পরিশ্রম করে বটে,

কিন্তু মানসিক পরিশ্রমের পরিমাণ ইহাদের মধ্যে নিতান্তই অল্প। তাহার পর তিনি দেখান, যে শ্রমজীবিগণের এই মৃত্যু মস্তিষ্ক ক্ষয়ের জন্য ঘটে না মস্তিষ্ক চালনার অভাবে মরিচা ধরিয়া যায়। "Rusted rather than wore out and when he attained the age of 65 or 75 he usually died from an apoplectic fit or something of kind অর্থাৎ যখন তাহাদের বয়স ৬৫ বা ৭৫ বৎসর হয় তখন আপিলেকটীক বা তদ্রুপ কোন রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই অভিজ্ঞতায় অনুকূলে তিনি প্রমাণ দেখান যে, জজ এবং অপর মানসিক শ্রমজীবিগণকে অহরহ মস্তিষ্ক চালনা করিতে হয়, এইরূপ মস্তিষ্ক চালনা স্বত্বেও সাধারণতঃ কায়িক শ্রমজীবি অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিয়া থাকেন। সেই জন্য শুদ্ধ কায়িক পরিশ্রম করিলেই যে দীর্ঘ জীবনলাভ করা যায়, তাহা নহে, মানসিক শ্রম না থাকিলেও মস্তিস্কে Rust অর্থাৎ মড়িচা ধরিয়া মৃত্যু হইয়া থাকে।

"Signogram."

Plain talk with young men.

প্রকৃত শত্রু এবং মিত্র।

সৎ এবং অসৎ উভয় প্রকার চিন্তাই মানব হৃদয়ে উঠিয়া থাকে। দয়া দাক্ষিণ্য ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন, পরহিত চিন্তা প্রভৃতি উচ্চ চিন্তাগুলিই পরম বন্ধু, আর পরহিংসা অসৎ প্রবৃত্তি, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ মাৎসর্য্য আত্মম্ভরিতা, পরের অনিষ্ট চিন্তা এই গুলি মানবের প্রকৃত শত্রু, এই গুলিকে দমন করিতে পারিলে বহিঃশত্রুও দমন করা যায়। কিন্তু মানুষ বহিঃশত্রুর পশ্চাতে ধাবিত হইয়া হৃদয়ের শত্রুগুলিকে উত্তেজিত করে কেন?

অপরের আত্মাকে তুমি যত ক্ষুদ্র ভাব না কেন, সে আত্মাতেও ভগবানের বসবাস আছে, আমাকে মনকষ্ট দিলে তাঁকেও লাগে, তাহার দণ্ডও আছে, কিন্তু তুমি মোহান্ধ বুঝিবে কেমন করিয়া ?

যদি কোন নীচাশয়ের দ্বারা অপমানিত হও বা আহত হও, কদাচই তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইও না। যাঁহার ঘরে আঘাত লাগে, সেই তাহার প্রতিকার করে, তুমি কে ? মানব দেহ একটা আবরণ মাত্র, ভিতরে যার ঘর, সেই থাকে। সহ্য করাই মধুব। কে বলে তুমি অসহায়, তুমি একা, যাহার কটাক্ষে ত্রিভুবন লয় হয়, তাহার কাছে আবার এজগতে ক্ষমতাশালী কে ? সে যদি তোমার সহায় না থাকিবে, তবে এত কাল বাঁচিয়া আছে কিরূপে ? তোমার আত্মীয় বন্ধুর যে তুমি ভরষা কর, যখন তুমি মর, তখন তারা রাখুক দেখি। কিন্তু দুর্ভাগা তোমার, এত বড় আত্মীয়, এত ক্ষমতাবান্ সহায়কে তুমি মনেও কর না, সেই জন্য কষ্ট পাও। শঙ্কটে একবার ডাক দেখি, "আমার কেউ নাই গো তুমি রক্ষা কর" দেখিবে কোথা হতে কোন অদৃশ্য হস্ত শত্রুর হস্ত হতে রক্ষা করবে। কে বলে তুমি, অসহায়, তুমি একা ? তুমি সহায়তা খোজই না তা পাবে কেমন করে ?

সৎ কর্ম্মের ভান করে, অসৎ কর্ম্মই কর, তোমার নিজের নাম জাহিরের জন্য। নির্ব্বোধ মানুষেও যখন সেটা বুঝতে পারে, পরমাত্মা সেটা বুঝেন না মনে কর্ত্তে পার—সেটা তোমার মোহান্ধতা মাত্র। যদি তুমি নিরীহ পথপ্রান্ত পতিত পথিকের মাথায় পদাঘাত করতে করতে তোমার শালগ্রামশীলাও লয়ে যাও, মনে কর কি, তোমার শালগ্রামশীলা তাতে সন্তুষ্ট হন্ ? মনেও করো না। ভগবান ঠিক তোমারই মতনটী নন্, তিনি মহান—তিনি তাঁহার জীবের একটী উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাসও সহ্য করতে পারেন না। তুমি নির্ব্বোধ, তাই তোমার কৃত কর্ম্মকে অভ্রান্ত মনে করে অহঙ্কারে ধরাকে সরাজ্ঞান কর, দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার কর। একটা হোচট্ খেলেই তোমার অস্তিত্ব ঠিক জল বুদবুদের ন্যায় কোথায় মিসাইয়া যায়। তুমি মোহান্ধ, তাই সেই মহান্ শক্তি দেখতেও পাও না, বুঝেছ ?

রাজসূয় যজ্ঞ আর অক্ষুন্ন কীর্ত্তি দুই-ই এক রকম। সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে জয় কল্লে তবে রাজসূয় যজ্ঞ হয়, আর জগতের একটি উত্তপ্ত দীর্ঘশ্বাস না ফেলিয়ে যে কীর্ত্তি লাভ করা যায়, তাকেই বলে অক্ষুন্ন কীর্ত্তি। আর সেই কীর্ত্তিই অমরত্ব। কীর্ত্তি স্থাপন করা কি সহজ কথারে বাপু ? পরের দেঁড়ে মুসে নিয়ে কীর্ত্তি মন্দির তোলা যায় না। কাজটা এত সহজ, আর সস্তা, নয়। প্রকৃত মনুষ্যত্বেরই নামান্তর দেবত্ব, আগে দেবত্ব লাভ কর্ত্তে পাল্লে তবে অমর কীর্ত্তি। মরণ তোমার, অহংজ্ঞানে তাই এত বড় নির্লজ্জ হয়ে লোক সমাজে কীর্ত্তি রাখবার সাধ কর, আর জগৎকে জ্বালিয়ে মার।

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press 71 Sankaritola Lane, Calcutta.

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২॥০ টাকা। Registered No. C. 421.

THE BUSINESSMAN.

An Ideal Trade Journal Devoted to useful Art, Manufacture, &c.

কাজের লোক।

কার্য্যকরী কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসা এবং সাহিত্য বিষয়ক

সচিত্র গার্হস্থ্য মাসিক পত্র।

Edited by S. P. Chatterjee.

৭ম বর্ষ। ১২শ সংখ্যা। New Series, December, 1913. * নূতন সংস্করণ। ডিসেম্বর, ১৯১৩। Vol. VII. No 12.

কিছু নিজেদের কথা।

ভগবানের "কৃপায় কাজের" লোকের এই সংখ্যার সহিত সপ্তম বর্ষ পূর্ণ হইল। আমরা বর্ষ শেষে গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, পৃষ্ঠ-পোষক এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণকে প্রথমা-বধিই আমাদের প্রতি সমান সহানুভূতি ও করুণাকটাক্ষ পাতের জন্য সসম্ভ্রমে অভি-বাদন করিতেছি।

এই সাত বর্ষ ধরিয়া বহু গ্রাহকই শিল্প বাণিজ্যের দিকে মনোযোগী হইয়াছেন, বহুজন "কাজের লোকের" প্রদর্শিত পন্থার প্রতি আস্থা প্রদর্শন করিয়া স্বাধীন জীবিকার্জ্জনের জন্য আগ্রহবান হইয়াছেন, ইহাতেই আমাদের কঠোর পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিতেছি।

"কাজের লোকের" জন্মের পূর্ব্বে এরূপ কাগজ এদেশে ছিল না বলিলেই হয়। এখন কাজের লোকের অনুকরণে দুই একখানি কাগজ বাহির হইতেছে দেখিয়া আমাদেরও আনন্দের সীমা নাই। শিল্প বাণিজ্য সংক্রান্ত পৃথক কাগজের এদেশে আরও বাহুল্য হইলে আরও উপকার হইবে। কিন্তু এদেশের শিল্পানুরাগের অভাবে এরূপ শ্রেণীর কাগজের প্রতি, আগ্রহাতিশয্য নাই বলিলেই হয়। এইরূপ অবস্থা স্বত্বেও আমরা আমাদের সংকল্প পরিত্যাগ করি নাই, পুনরায় নবোদ্যমে অষ্টম বর্ষের জন্য আয়োজন করিতেছি।

---

৭ বৎসরে "কাজের লোকে" এত বিষয় সংগ্রহীত হইয়াছে যে, তাহা একখানা ছোট খাট বিশ্বকোষ বিশেষ হইয়াছে। কর্ম্মী হইতে হইলে মানুষের যাহা কিছু জানিবার এবং শিখিবার আবশ্যক, আমরা বহু কষ্টে সেইরূপ বিষয় নির্ব্বাচনে অহরহ পরিশ্রম করিয়া থাকি, দেশের লোক সহানুভূতি দেখাইলে এবং সযত্নে পাঠ করিলে এত পরিশ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিতে পারি।

আমরা আশা করি, যাঁহারা অবস্থাপন্ন, তাঁহারা "কাজের লোকের" গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়া নিজেরাও যদি না পাঠ করেন, তাহা হইলে পল্লী বালকগণের হস্তে দিলেও তিনি তাঁহার গ্রামের ও সমাজের মহৎ উপকারই সাধন করিতে পারেন। আমরা সানুনয়ে প্রত্যেক পুরাতন গ্রাহককে কাজের লোকের উদ্দেশ্য প্রচারের জন্য একটু মনোযোগী হইতে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহারা একটু মনোযোগ দিলেই আমরা প্রত্যেক পুরাতন গ্রাহকের সাহায্যে মাত্র একটী করিয়া গ্রাহক পাইলেও ৬ সহস্র গ্রাহক এই বর্ষেই পাইতে পারি। আর অধিক কিছু প্রার্থনা করি না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

সপ্তম বর্ষের কাজের লোক বাহির হইতে চলিল, ডিসেম্বর মাসের কাগজ পাইয়া যাঁহার যে সংখ্যা কম আছে, আমাদিগকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাইলেই আমরা সেই সংখ্যা গুলি পাঠাইয়া দিব। ১৫ই জানুয়ারীর পর আর আমরা অপ্রাপ্ত সংখ্যা দিতে পারিব না। তজ্জন্য ক্ষুণ্ণ হইলেও কোন প্রতিকারই করিতে সক্ষম হইব না।

আরও একটী কথা।

বর্ষ শেষ হইলেও কেহ কেহ আজও কাজের লোকের ১৯১৩ সালের বার্ষিক মূল্য পাঠান নাই, প্রার্থনা, দয়া করিয়া তাঁহারা এই শেষ খণ্ড পাইয়া মূল্য পাঠাইয়া দিয়া অনুগৃহীত করেন। তাগিদ দিতে আমরা কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হই।

অভাবনীয় সুযোগ!

১৯০৯ হইতে ১৯১৩ পর্য্যন্ত সমস্ত খণ্ড "কাজের লোক" এখনও পাওয়া যাইবে। এই বিশাল গ্রন্থাবলীর মূল্য ১৫৲, কিন্তু যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, তাঁহারা ১৯১৪ সালের ২৷৷৹ এবং উপরোক্ত বিশাল অত্যাবশ্যকীয় গ্রন্থ-গুলি একুনে মাত্র ৯৷৷৹ টাকায় পাইবেন। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মূল্য ৩৲ দিতেও আপনারা কুণ্ঠিত হইবেন না। সমস্ত সংবাদ পত্রেই ভূয়সী প্রশংসিত। অনেকে একেবারে যদি ৯৷৷৹ পাঠাইতে অক্ষম হয়েন, তাহা হইলে উপরোক্ত ৯৷৷৹ টাকা আমরা ২।৩ কিস্তিতে লইবার বন্দোবস্ত করিতে পারি। কিন্তু ১৯১৪ সালের অগ্রিম মূল্য ২৷৷৹ টাকা অতি অবশ্যই পাঠাইবেন। পুস্তক সংখ্যা অল্প, ত্বৎপর আবেদন করুন। অসংখ্য সহজসাধ্য উপার্জ্জন পন্থার একটীর মূল্যও উক্ত ৯৷৷৹ টাকা নহে। স্থানান্তরে "কাজের লোক" সম্বন্ধে বিখ্যাত সংবাদ পত্র সমূহের মন্তব্য পাঠ করুন।

বশম্বদ
"কাজের লোক"—কার্য্যাধ্যক্ষ।
১৭নং অক্রুর দত্তের লেন
বহুবাজার কলিকাতা।

পল্লীবাসীর সুখ।

পূজার ছুটী হইলে দেশের দিকে ছুটীতে কেমন প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। যাঁহাদের অভাব নাই, তাঁহারা দেশে না যাইয়া দেশ দেশান্তরে চলিয়া যান, যাঁহাদের অর্থাভাব, তাঁহাদের অগত্যাই দেশের মাটী দেখা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আশ্বিন, কার্ত্তিক মাসে পল্লীগ্রাম বাসীর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়। কোনরূপ খাদ্যই পাওয়া যায় না, ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাস হইতে কাহারও পরিত্রান নাই, রাস্তাঘাটের দারুণ দুরবস্থা, কর্দ্দম ও জলে গ্রাম্য পথ গুলি দুর্গম, ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল, দুরবস্থার সীমা থাকে না, এবৎসরের ত কথাই নাই। বন্যার প্রকোপে তরী তরকারী শাক সবজী সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কষ্টে-শ্রষ্টে দুটী অন্ন আর পোস্তই প্রায় সমস্ত ভদ্র-লোকের উপাদেয় আহার্য্য হইয়া দাড়াইয়াছে। পল্লীগ্রামের এই সুখ—মসকের দংশন, পচা পুকুরের দুর্গন্ধ, রাস্তাঘাটের দুরবস্থা, অনেক রাজপুরুষই আবহমান দেখিয়া আসিতেছেন, কিন্তু কোন প্রতিকারই হইল না, হইবে বলিয়া আশাও হয় না।

এই দুরবস্থার দিনে একটা ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কোন পল্লীবাসী ইহার প্রতিকারের উপায় কখন স্বপ্নেও মনে আনেন না।— এক জায়গায় শীর্ণ ম্যালেরিয়া পীড়িত কতকগুলি লোক বসিয়া কেবল দলাদলী, মোকর্দ্দমা মামলার কথায় মসগুল্ হইয়া থাকে। ইহাদের আত্মনির্ভরতা মোটেই নাই—কেমন উদ্যোগহীন, জড় ভরত সদৃশ। এত ম্যালেরিয়ায় ভোগে, এত তরীতরকারীর অভাবে কষ্ট পায়, তথাপি নিজেদের বাড়ীর পয়প্রণালী পরিষ্কার করে না বা শাক সবজীর আবাদ করিয়া আহারাদির সুবন্দোবস্ত করিতে জানে না। সর্ব্বদাই অলস, উৎসাহ হীন, পরচর্চ্চারত, এই সকল দেখিয়া অবাক হইয়া যাইতে হয়।

বর্দ্ধমানের অন্তর্গত গলসীর অবস্থা দেখিয়া বাস্তবিক আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। এখানে থানা আছে, একটী বালিকা বিদ্যালয়, একটী ছেলেদের জন্য মাইনর স্কুল আছে, বহু ভদ্র-লোকের বাস, কিন্তু রাস্তাঘাটের দুরবস্থা দেখিলে চক্ষে জল আসে, ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে ঘরে ঘরে হাঁসপাতাল, কিন্তু কেহ এক কপর্দ্দক ব্যয় করিয়া রাস্তায় বা স্ব স্ব পয়প্রণালীর কোন উন্নতি সাধন করে না করিবার জন্য প্রয়াসীও নহে। যাঁহারা চাঁদা করিয়া রাস্তা দুরস্ত করেন, তাঁহাদের সেই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া যাহাদের অর্থ আছে, তাহারা ইষ্টকাদি বহন করিয়া লইয়া যায়, অন্য রাস্তা থাকিলেও, পাছে গাড়োয়ানকে অধিক পয়সা লাগে বলিয়া সেই কাঁচা রাস্তার উপর দিয়া গাড়ী চালাই-বার হুকুম দিতেও লজ্জিত হয় না। কখন সেই ভগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তার জন্য এক পয়সাও দিতে দেখা যায় না, এবম্বিধ স্বার্থপর সাজা ভদ্রলোকের গ্রামের উন্নতির আশা সুদূর পরাহত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

গ্রামে একটা হাট আছে, রবিবার এবং বৃহস্পতিবারে হাট হয়। যাহা হউক, শাক সবজী যাহা আসে, তাহা ও এখন আর আসি-তেছে না। হাটের লোকের সঙ্গে গ্রামবাসীগণ ঝগড়া করে, কাজেই হেটোগণ আর আসে না। এই প্রসঙ্গে হিন্দুস্থানীগণের ব্যবসা বুদ্ধির কথা উল্লেখ যোগ্য। হুগলী হইতে সামান্য অবস্থার জন কয়েক হিন্দুস্থানী

এবৎসরে গলসী গিয়া গ্রামবাসীর খাদ্য কষ্ট দেখিয়া আইসে। তাহারা এই উপার্জ্জনের মাহেন্দ্রযোগ কখন উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা দেখিল যে, বন্যায় এদেশের তরি তরকারীর অবস্থা শোচনীয়, গ্রামবাসীর ভয়ানক খাদ্য কষ্ট, গ্রামের যুবকগণ স্যাকরার দোকানে তামাক খায়, অলস, বচন-বাগীস ফাঁকা মানের কাঙ্গাল, এতগুলি সুবর্ণ সুযোগ তাহাদের ন্যায় ব্যবসায় বুদ্ধি বিশিষ্ট লোকে উপেক্ষা করিতে পারে না। তাহারা মোকামা প্রভৃতি স্থান হইতে বেগুন, মুলো, লেবু, কপি প্রভৃতি আমদানী করিয়া বেশ উপার্জ্জন করিতে লাগিল, আর গ্রাম্য কুঁড়ের রাজাগণ তাহাদিগকে ধন্যবাদ দিয়া উদর পূর্ণ করিয়া বাঁচিলে, শুদ্ধ গলসী কেন, প্রায় সমস্ত পল্লীগ্রামের লোকেরই স্বভাব, চরিত্র, বল, বুদ্ধি এত হীন হইয়াছে যে, মনে হয় না যে, বাঙ্গালার পল্লীবাসী কখন আর মানুষের মত হইতে পারিবে।

Experts Advice.

অভিজ্ঞের উপদেশ।

বিজ্ঞাপন।

অনেকে মনে করেন যে, যে সকল সংবাদ পত্র সুলভ, তাহা গরীব ও অশিক্ষিত সমাজেই অধিক প্রতিপত্তি লাভ করে, সুতরাং গরীবদের মধ্যে কোন বিজ্ঞাপনই কার্য্যকারী হয় না। কিন্তু আমেরিকানগণ বলেন, It is a mistake to suppose that, the uneducated labourers are not worth the general advertsers attention, and that papers which *confessedly* cirlulated in this field * are undesirable mediums. The poorera person is, of course the less money he has to spend but it is frequently a tendenecy towards extravagance that keeps him poor" অর্থাৎ যাহারা গরীব তাহাদের ব্যয় করিবার অর্থের পরিমাণ কম হইতে পারে, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা কম নহে—গরীবদের মধ্যে মিতব্যয়িতার পরিমাণ কম, নচেৎ তাহারা দরিদ্রই থাকে কেন? দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমেরিকান অভিজ্ঞগণ দেখাইতেছেন যে "It is notorious fact that a *servant girl for* example, will often indulge in purchases, which her mistress would not think she could afford" অর্থাৎ সামান্য চাকরাণীগণ এমন জিনিস কিনিতে অনায়াসে সাহসী হয়, যেখানে তাহার প্রভু-পত্নী কখনও স্বপ্নেও ভাবে না। এ দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নাই বরং আমাদের ধারণা এই শ্রেণীর লোকগণই ক্রেতার হিসাবে উৎকৃষ্ট। কিন্তু এদেশের ব্যবসায়ীগণ বসন্তের কোকিলের মত, আপনার খেয়ালের গানেই মাতোয়ারা, কোকিলের যেমন বাসা করিবারও সন্তান পালন করিবারও সময় নাই, এদেশের অনেক ব্যবসায়ীর খেয়ালপ্রসূত ব্যবসায়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার বা তৎসম্বন্ধে চিন্তারও সময় কুলায় না। কোকিলের ন্যায় পর প্রত্যাশী, পরে সেই কারবার হইতে যদি কিছু দিতে পারে, পায়, নচেৎ সমস্ত ফুরাইয়া যায়। এদেশের ব্যবসায়ীর ব্যবসায় সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ বা কাগজ পড়িতে প্রবৃত্তি নাই। এই সবজান্তা রোগেই দেশটা সর্ব্ব বিষয়েই মরিয়াছে।

"It is all very well to be able honestly to say that you have the best goods in the market, but the manner in which you will tell that big and truthful fact is as great a thing" হইতে পারে, তোমার জিনিস ভাল, তুমি খুব সততার সহিত বিজ্ঞাপন দিতে চাও, কিন্তু কিরূপে সেই সত্যকে সাধারণের চক্ষে ধরিতে হয়, সে কৌশল যে তোমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য সম্ভার হইতেও অতি বড় মূল্যবান, তাহা জান কি? তুমি তাহা জান না। কেমন করিয়া সাধারণকে তোমার সত্য কাহিনী বলিতে হয়, সে কৌশল এবং যে ভাষায় তোমার অভিজ্ঞতা নাই, তাই বিজ্ঞাপনে তুমি যাহা ব্যয় কর, তাহা তুমি পাও না, পাইবার যোগ্যও নও। সে দোষ তোমার নিজস্ব, তাহা কাগজেরও নয়, জিনিসেরও নও।

S. P.

আয়াপান।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত।

আমারই এক আত্মীয় বৃদ্ধকে আমি সর্ব্বদা পানের সহিত আয়াপানের পাতা চিবাইয়া খাইতে দেখিয়াছি, তাঁহার হাতে সর্ব্বদা ২০.২৫টী আয়াপানের পাতা মজুত দেখিতাম। তিনি বলিতেন, পূর্ব্বে তাঁর রক্তপিত্ত ব্যারাম হয়, (তিনি একজন ভাল রকম গায়ক ছিলেন, প্রথম যৌবন হইতেই গান বাজনা আরম্ভ করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গান বাজনা লইয়াই ছিলেন, তার নাম অনেকে জানেন, ৺ত্রিপুরা-চরণ বিশ্বাস। ঐ রক্ত পিত্ত বা ঐ রক্ত উঠা হইতেই কাসির সহিত রক্ত উঠিতে আরম্ভ হয়। ঐ রোগের জন্য প্রথম প্রথম অনেক রকম কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু সর্ব্বদা আয়া-পানের রস সেবন ও পানের সহিত আয়া-পানের পাতা খাওয়াতে যে রকম আশাতীত উপকার পাইয়াছিলেন, এমন আর কোনও ঔষুধে পাই নাই। পানের সহিত পাতা চিবাইয়া রসটী পান করিয়া সিটাটী (চিবা) ফেলিয়া দিতেন। কোনও রকম অনিয়মে বা বেশী ঠাণ্ডা লাগিয়া কাসি বাড়িলে

আয়াপানের পাতা একটু ঘন করিয়া সিদ্ধ করিয়া ২।৩ দিন ৩।৪ বার করিয়া খাইলেই কাসি পর্য্যন্ত কমিয়া যায়।

আরও ৩।৪টী রক্তপিত্ত রোগীকে আয়াপানের পাতা ব্যবহার করাইয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি।

আর একটী রোগী, বয়স আন্দাজ ৫০এর উপর, ৮।১০ বৎসর কাসির ব্যারামে ভুগিতেছে, মধ্যে মধ্যে কাসির গয়েরের সহিত রক্তের ছিট দেখা যাইত। মাঝে মাঝে কাসিও খুব বাড়িত, কাসের বৃদ্ধির সময় কোন ওষুধ পত্র না খাইলে যাতনায় বিশেষ কষ্ট হইত। তার আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় সময় মত চিকিৎসাও হইত না এবং রীতিমত ওষুধ পাইত না। টোট্‌কা টাট্‌কী দাতব্য ওষুধ ইত্যাদিতেই কাজ সারিত। ১৩১৯ সালের কার্ত্তিক মাসের শেষে তার একবার কাসি খুবই বাড়ে গয়েরের সহিত রক্তও থাকে। ২।৩ দিন তাকে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ দিবার পর আয়াপানের কথা মনে পড়ায় তাকে ২০।২২টী আয়াপানের পাতা ৮।১০ খানি তেজ পাতা, তিন ভরি বাকস গাছের শিকড়ের ছাল, ৮।১০টী বাকসের পাতা একত্রে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যহ তিন বার করিয়া এক ছটাক মাত্রায় সেবন ব্যবস্থা করিলাম। (ঐ জিনিস কয়টী তিন পোয়া জল দিয়া নূতন হাঁড়ীতে চাপা দিয়া সিদ্ধ করিয়া তিন ছটাক থাকিতে নামাইতে হইবে) তিন দিন এই নিয়মে এই ডিককৃসন সেবন করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছিল। পুরাতন কাসির রোগ বলিয়া সে এ মুষ্টি যোগটী প্রত্যহই দুবার করিয়া আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতেছে। এই এক বৎসরের মধ্যে কাসি বাড়ে নাই। যদিও রোগ নির্দ্দোষ আরাম হয় নাই বটে, কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে রোগ বৃদ্ধির যাতনা আদৌ ভোগ করিতে নাই। পূর্ব্বে বর্ষাকালে ও শীতকালে এবং অন্য সময় কোন রকম অত্যাচার হইলেই কাসি বাড়িত, এবার তাহা হয় নাই।

ডাঃ অনুকূল চন্দ্র বিশ্বাস।

বেকারের উপায়।

১। যাহাদের মূলধন নাই, তাহাদের এখন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ারিংএর কাজ শিখিলে বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইবে। কলিকাতায় বহু ইলেকট্রিকের কারবার, তাহাদের নিকট অ্যাপ্রেনটিস থাকিয়া কাজ শিখিতে হয়।

২। টাইপ রাইটার মেশিন মেরামত করিতে শিখিলেও উপার্জ্জন হইবে। কলিকাতা শ্রীনাথ দাসের লেনে টাইপরাইটীং মেরামতের স্কুল আছে, শিখিবার জন্য ছেলে লওয়া হয়।

৩। প্রেসেস্ রুল, ইষ্টিও এবং ইলেকট্রো করিতে শিখিলেও বেশ উপার্জ্জন হইবে। কেমন করিয়া এই কাজ গুলি শিক্ষা করিতে হয়, আমরা একে একে বারান্তরে শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিব।

৪। নকাসি বা নক্সার কাজ শিক্ষা করিলে বড় বড় স্বর্ণকারগণের দোকানে থাকিয়া বেশ উপার্জ্জন করা যায়।

৫। লিনোটাইপ বা ছাপাখানায় কম্পোজের কলে কাজ করিতে শিখিলে মাসিক ৫০ হইতে ১০০ টাকা পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করিতে পারা যায়। অনেক ভদ্রসন্তান এই কার্য্য করিয়া উপার্জ্জন করিতেছেন। কাজটা ভাল, কোন ইংরাজী বড় দৈনিক পত্রের আফিসে থাকিয়া এই কাজ শিক্ষা করিতে হয়। শিখিলে ছাপাখানা মহলে সমাদরে গৃহীত হওয়া যায়।

উপরোক্ত কাজগুলি শিক্ষা করিতে বিশেষ কোন মূলধনই চাই না। কেবল কায়িক পরিশ্রম আবশ্যক। দরিদ্র বেকারের ইহা না করিলে চলিবে কেন?

Home Industry.

গার্হস্থ্য শিল্প।

সুলভ মাকাসার অয়েল।

অলিভ অয়েল	১ পাউণ্ড
অয়েল অরিগেনম্	১ ড্রাম
অয়েল রোজ মেরি	১ স্ক্রুপল

একত্র মিশাইয়া একটা শীতল স্থানে রাখিয়া দাও, এবং মধ্যে মধ্যে ঝাকুরাইয়া দাও। এক সপ্তাহ পরে ব্যবহার্য্য। লাল রং করিতে হইলে অলিভ অয়েলে আলক্কানেট রুট চূর্ণ করিয়া কয়েক ঘণ্টা রাখিলেই তৈল লাল হইবে। তাহার পর ছাঁকিয়া অন্যান্য উপকরণ গুলি মিশাইতে হইবে। সমস্ত সামগ্রী গুলি ভাল ভাল ডাক্তার খানায় পাওয়া যাইবে।

New sort of Hair dye.

নূতন প্রকারের চুলের কলপ্।

নাইট্রিক অ্যাসিড্	১ ভাগ
নাইটেড্ অফ্ সিলভার	১০ ভাগ
সাপ্‌গ্রীণ	৯ ভাগ
মিউসিলেজ	৫ ভাগ
জল	৩০০ ভাগ

মিশ্রিত করিয়া শিশিতে রাখিতে হইবে। ব্যবহার বিধি, প্রথমে সাবান দিয়া চুলকে তৈলহীন করিতে হইবে, তাহার পর ব্রুস বা নূতন চিরুনীকে উপরোক্ত লোশনে ডুবাইয়া আস্তে আস্তে চুলের উপর টানিয়া যাইতে হইবে, যেন মস্তকের চর্ম্ম স্পর্শ না করে, তাহা হইলে দাগ হইয়া যাইবে।

কাশীর সহজ ঔষধ।

১টা কাগজী লেবুকে অগ্নির উত্তাপে ভাজিয়া লও, যেন পুড়িয়া না যায়। তাহার সমস্ত রস নিংড়াইয়া একটা পরিষ্কার কাচ পাত্রে রাখ, ইহাতে ৩ আউন্স মিছরী চুর্ণ দিয়া কর্ক বন্ধ করিয়া রাখ। যখন ভয়ানক কাশী হইবে, একটী কাচের চামচেতে কিঞ্চিৎ অন্ততঃ ১ ড্রাম আন্দাজ ঢালিয়া সেবন কর, কাশী অতি সহজে ভাল হইবে। ইহা যেমন হিতকারী, সেইরূপ মুখ প্রিয়।

Rose-cream.

রোজ ক্রিম্।

ইহা গালের মেছেতা, গাল ফাটা, সূর্য্য দগ্ধতায় ব্যবহার্য্য। স্ত্রীলোকগণের আদরের সামগ্রী।

আল্মণ্ড অয়েল বা বাদাম তৈল	১ পাঃ
শ্বেত মৌ মোম	১ আউন্স
স্পারমাসেটী	১ আউন্স

একটা এনামেলের পাত্রে দিয়া মৃদু অগ্নির উত্তাপ দিতে থাক, একটু ঘনীভূত হইলে নামাইয়া শীতলাবস্থায় অয়েল নিরোলী ২০ ফোঁটা, অটো অফ্ রোজ ১৫ ফোঁটা দিয়া উত্তম রূপে নাড়িয়া দিয়া মিশাইতে হইবে। তাহার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিনে মাটীর কৌটায় বা প্রশস্ত মুখ শিশিতে পুরিয়া অয়েল পেপার বা চর্ম্ম দ্বারা শিশির বা পাত্রের মুখ গুলি বান্ধিয়া লেবেলাদি দিয়া বিক্রয়োপযুক্ত করা যাইতে পারে। ব্যবহার বিধি, মুখখানি বেসম বা সাবান দ্বারা ধুইয়া তোয়ালে দ্বারা মুছিয়া শুষ্ক করত অঙ্গুলি দ্বারা গালে, মুখ মণ্ডলে মর্দ্দন করিতে হইবে, ইহা দ্বারা ব্রণদুষ্ট মুখের ও লাবণ্য বৃদ্ধি হইবে।

PEARL WATER FOR COMPLEXION.

Castile soap	1 pound
Water	1 Gallon
Dissolve then add:—	
Alchohol	1 quart
Oil Rosemerry	2 Dr.
Oil Lavender	2 Dr.

Mix well,

ইহা দ্বারা সন্ধ্যা ও প্রাতে বাহু গাত্র এবং মুখ মণ্ডল ধৌত করিলে লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে। P. R

চাইনিজ লোমনাশক চুর্ণ।

নূতন পোড়ান চুণ চুর্ণ	১৬ আঃ
পারল্ অ্যাস	২ আঃ
Sulphuret of Potash	২ আঃ

উত্তমরূপে পিষিয়া সূক্ষ্ম চুর্ণে পরিনত করিতে হইবে। ব্যবহার বিধি—যে স্থানের লোম নষ্ট করিতে হইবে, সেই স্থান আগে গরম জল দ্বারা আর্দ্র করিয়া তাহার পর একটু চুর্ণ লইয়া তাহাতে জল দিয়া লোমযুক্ত স্থানে মাখাইয়া একটু পরে ধৌত করিয়া দিলেই সমস্ত চুল উঠিয়া যাইবে। যদি এই পাউডার মাখানর পর সেই স্থানে একটু টাটানী বোধ হয়, তাহা হইলে গরম জল দ্বারা অথবা ভিনিগার দ্বারা ধৌত করিয়া দিলেই ভাল হইয়া যাইবে। চুণ আছে বলিয়া সময় সময় একটু টাটান অসম্ভব নহে।

স্বাস্থ্যবার্ত্তা।

সর্দ্দি হইলেই যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র তাহার প্রতিকার হয়, সেই জন্য চেষ্টা করা আবশ্যক। সর্দ্দি হইলে ৪।৫ বার অডি-কলোনের ঘ্রাণ লইবে। একখানি রুমালে অডি-কলোন ঢালিয়া মুখ ও নাসাপথের সাহায্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া শ্বাস টানিয়া লইলে গলদেশের প্রদাহও সঙ্গে সঙ্গে সর্দ্দি কফ বিদূরিত হইবে। ফ্রান্সের অন্তর্গত লায়ন্সের চিকিৎসকগণ এই উপায়ে অনেক লোককে আরোগ্য করিয়াছেন।

৫০ গ্রাম সোডিয়াম সেলিসাইলেট (Sodium Salicilate) জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রাতে মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় তিনবার ব্যবহার করিলেও বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ক্রমাগতঃ তিন দিন পর্য্যন্ত ব্যবহারে কোন উপকার না হইলে আর ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না। তারপর প্রয়োজন হইলে অনুরূপ চিকিৎসা করিতে হয়। এই দুইটী প্রক্রিয়ায় কোন প্রকার ক্ষতির আশঙ্কা নাই।

সাউদার্ন পেসিফিক্ রেলরোডের চিকিৎসা বিভাগের ডাক্তার জর্জ্জ, আর, কার্সন ডিপ্থেরিয়া রোগের এক অভিনব চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন; "ডিপথেরিয়া" রোগের আক্রমণ হইতে ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য-লাভ করিতেছেন, এইরূপ কোন রোগীর দেহ হইতে শোণিত সার গ্রহণ পূর্ব্বক ডাক্তার কার্সন উহা ডিপ্থেরিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করাইয়া দিয়া থাকেন। ইহার ফলে প্রথম দিবসে শরীরের তাপ কিছু বৃদ্ধি পাইলেও দ্বিতীয় দিবসে তাপের মাত্রা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় উপনীত হয়। তিন চারি দিবসের মধ্যে পুনরায় তাপ বৃদ্ধি আর একবার শোণিত সার প্রবেশের প্রয়োজন হয়।

মাছি তাড়াইবার উপায়—গরম জলে অয়েল অব ল্যাবেণ্ডার কয়েক ফোঁটা মিশ্রিত করিয়া গৃহে ছড়াইয়া দিলে গৃহের মধ্যে পোকা ও মাছি কয়েক দিন ধরিয়া প্রবেশ

করিতে পারে না। যে স্থানে মাছির উপদ্রব খুব বেশী, সে স্থানের লোকেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।

সৎকার্য্য।

চতুষ্পাঠীর জন্য অট্টালিকা দান—মেদিনীপুর বড়বাজারের বাসন ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চাবড়ি মহাশয় পাটনাবাজার ৺রামনারায়ণ চতুষ্পাঠীর জন্য পাটনাবাজারস্থ তাঁহার প্রকাণ্ড অট্টালিকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। প্রাচীন কালে সংস্কৃত বিদ্যাদান জন্য রাজা, মহারাজা ও ধনী ব্যক্তিবর্গ অজস্র অর্থ ভূসম্পত্তি দান করিয়া ধর্ম্মানুরাগিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। কাল মাহাত্ম্যে সেরূপ ত্যাগানুরাগ বিলুপ্ত-প্রায়! এরূপ সময়ে সংস্কৃত বিদ্যার শিক্ষা প্রসার কল্পে যাঁহারা এরূপ ত্যাগ স্বীকার করেন, তাঁহারা নিশ্চয় জন্মান্তরীণ ধর্ম্ম-সংস্কার-সম্পন্ন মহাপুরুষ! তাঁহারাই ধর্ম্ম রক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জন সাধারণকে মুগ্ধ ও প্রভূত পুণ্য সঞ্চয় করেন। আমরা আশা করি, চাবড়ি মহাশয় এই শুভ কার্য্য সম্পাদনে কালবিলম্ব করিবেন না, কারণ শুভস্য শীঘ্রং। মানুষের জীবন জল বুদ্‌বুদবৎ ক্ষণস্থায়ী। শুভকার্য্যই চিরস্থায়ী হয় ও কর্ত্তাকে শান্তি প্রদান করে।

কবি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ আজ সর্ব্ববাদীসম্মত সাহিত্য সম্রাট। তিনি সাহিত্যিকের সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করিয়াছেন। তিনি "নোবেল্ পুরস্কার" প্রাপ্ত হইয়াছেন। এ সম্মান বাঙ্গালী, কেন, কোনও ভারতীয়, ভারতীয় বা বলি কেন, কোনও এসিয়া মহাদেশবাসী কখনও প্রাপ্ত হয়েন নাই।

* এই "নোবেল্ পুরস্কার" কি, পাঠকপাঠিকাগণ তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানিতে নিশ্চয়ই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিবেন। সুইডেন্‌বাসী আলফ্রেড্ বার্ণার্ড নোবেল্ ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৯৬ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার পিতার যুদ্ধোপকরণ "টর্পেডো" জাহাজ প্রস্তুতকারক কারখানা ছিল। ইনি সেই কারখানাটি রাখিয়া ও তাহার উন্নতি করতঃ বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করেন। ইউরোপের সকল জাতি ইহার কারখানা হইতে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করেন। তিনি স্বয়ং একজন রাসায়নিক ও এন্‌জিনিয়ার ছিলেন। নানাবিধ স্ফোটক পদার্থ দ্বারা তিনি বহু প্রকার মনুষ্য সংহারক প্রহরণ প্রস্তুত করিয়া জগতে এক ভীষণ নর-সংহারক ব্যক্তি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। একটি পেটেন্ট লইয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত তাঁহার এক তুমুল মোকর্দ্দমা হয়। সেই মামলায় তিনি জয়লাভ করেন। তাঁহার জীবনের শেষভাগে মনে অনুতাপের সঞ্চার হয়। মনুষ্য সংহাররূপ ঘৃণিত নারকীয় কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিলেন, কি করিলে সেই পুঞ্জীকৃত পাপের শান্তি হয়, তজ্জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। চিন্তা করিতে করিতে স্থির করিলেন, সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থরাশি সৎকার্য্যে দান করিবেন। তখনই সেই সঙ্কল্প গবর্ণমেন্টের নিকটে জ্ঞাপন করিলেন। সরকার সোৎসাহে ঐ অর্থ সাধারণ সৎকার্য্যে ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তখন কমিটি গঠিত হইল। নোবেল তাহার সমগ্র ধনরাশি সস্মিত বদনে সরকারের হাতে দিয়া দিলেন। পরে স্থির হইল, সেই টাকার সুদে প্রতি বৎসর পাঁচটি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। প্রত্যেকটির মূল্য এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকা। প্রথম পুরস্কার বৎসরের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্টির জন্য, দ্বিতীয় পুরস্কার বিবাদমান স্বাধীন জগতের মধ্যে শান্তি স্থাপন, সৈন্য সংখ্যা হ্রাস ও জগতের শান্তি বিধান কল্পে বিশেষ উদ্যমের জন্য, তৃতীয় পুরস্কার রসায়ন ও শারীর স্থান সম্বন্ধে গবেষণার জন্য, চতুর্থ পুরস্কার ভৈষজ্য বিদ্যার গবেষণার জন্য ও শেষ পুরস্কার বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য। এবার আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রথম পুরস্কার পাইয়াছেন। উহা সাহিত্যিকবর রাড্‌য়ার্ড কিপলিং নমসেন্ ছালি প্রিড্‌হম ইত্যাদি বিশ্ববিশ্রুত বিদ্বানেরা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন রবি তাঁহাদের ন্যায় বিশ্ববিজয়ী বিদ্বান্। রবির এ সৌভাগ্যে বাঙ্গালী জাতি আজ ভাগ্যবান। ভগবান তাঁহাকে চিরজীবি করুন।

Curious Facts.

বিস্ময়কর তথ্যাবলী।

চিকিৎসক—বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯৯ জন লোক চিকিৎসকের কার্য্য করিয়া থাকেন। অশ্ব চিকিৎসক ও গোবৈদ্য প্রভৃতি এই সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত।

উকীল ও মুহুরীর সংখ্যা—সমগ্র বঙ্গদেশের উকীল, মোক্তার ও আইন উপদেষ্টার সংখ্যা ৪৮ হাজার ১ শত ২২ জন। ইহাদের অধীনে ২৭ হাজার ৬ শত ১৬ জন মুহুরী প্রভৃতি আছে।

চৌকিদার ও পুলিশ সংখ্যা—সমগ্র বঙ্গদেশে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৮ শত ৩৯ জন চৌকিদার ও ৩৮ হাজার ১ শত ৬৭ জন পুলিশ কর্ম্মচারী আছে।

প্রকাণ্ড ঘড়ি—আমেরিকার ফিলাডেলফিয়া সহরে একটি ঘড়ি আছে, তাহার মিনিটের কাঁটা ৮ হাত লম্বা। বহুদূর হইতে এই ঘড়ীর শব্দ শুনা যায়।

(সংগৃহিত)

চাট্‌নি এবং চাটনি প্রস্তুত করণ।

(বিদেশীয় পদ্ধতি)

বহু কাল হইতে নানা দেশে বিবিধ প্রকারের চাটনি প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোধ হয়, মান্ধাতার আমল হইতে চাটনির ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে।

ভারতের লোকের শেষ পাতে অর্থাৎ ভোজন শেষ করিবার সময় একটু অম্লমধুর রসাত্মক দ্রব্য ভোজন করা চাই। বাঙলার লোক প্রথমতঃ উচ্ছের সুক্ত, নিমঝোল, তার পর ডাল, ডালনা, কালিয়া, ঝোল, প্রভৃতি কটু রসাত্মক ব্যঞ্জন, তদন্তে অম্ল এবং সর্ব্বশেষে মধুর রসের দ্রব্যাদি দ্বারা ভোজন সমাপন করিয়া থাকে। পশ্চিম প্রদেশেও অনেক স্থলে কিন্তু অগ্রে মিষ্টান্ন তদন্তে লুচিতরকারি খাইয়া থাকে। কিন্তু কি বাঙলা, কি পশ্চিমাঞ্চল সর্ব্বত্রই চাটনি ব্যবহারের বিধি দেখিতে পাওয়া যায়। রোমান ইতিহাসে পড়া যায় যে, রোমীয়গণ প্রথমেই চাট্‌নি ব্যবহারের পক্ষপাতি, তাঁহারা বলেন যে, প্রথমে চাট্‌নি খাইলে ক্ষুধা ও জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হয়। বাঙলায় চাট্‌নি প্রস্তুত হইতে পারে না এমন ফল, মূল বা শাক সব্জী নাই বলিলেই হয়। উচ্ছে, করলা, কুমড়া, কপি, লঙ্কা, সালগম, বীট, কচু, আদা, ওল, টমাটো, বীটপালম, চুকাপালম, আম, আনারস, জলপাই, করমচা প্রভৃতি বহুতর ফল, মূল ও শাক সব্জীর মুখরোচক চাট্‌নি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইউরোপীয়গণ কতকগুলি শাক সব্জীর চাষ ফলতঃ চাট্‌নির জন্যই করিয়া থাকেন। তাঁহারা মাংস বা মাছ রাঁধিবার সময় কপি, সালগম, বীট, পিঁয়াজ প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যবহার করেন, তাহাই তাঁহাদের নিকট সালাদ আখ্যা পায়। তাঁহারা আমাদের বাঙলার মত ঝোলে আলু, কাঁচকলা, বেগুণ ব্যবহার করেন না। কাঁচকলাত ভারতের বিশেষতঃ বাঙলার একচেটিয়া জিনিষ। ইউরোপে ইহার চেহারা কেহ দেখে নাই। বেগুণ, আলু ও তথায় সালাদের মত ব্যবহার হয় না। তাঁহারা সালাদের জন্য সালগম, পাইনাক, বীট, লেটুস, কেশ, পেঁয়াজ, রসুন, লঙ্কা, সুগন্ধী মসলা শাক যেমন মারজোরাম, সেজ, ল্যাভেণ্ডার, থাইম প্রভৃতির চাষ করিয়া থাকেন। আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ সালাদ প্রস্তুতের জন্য তৈল, আদা, লবণ, চিনি কিম্বা মধু প্রভৃতি দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের দেশে অম্ল মধুর চাট্‌নিতে প্রায়ই লঙ্কা, পেঁয়াজ বা রসুন ও চিনি, সরিষা হলুদগুঁড়া, লবঙ্গ, ছোট এলাচ দারুচিনি প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। বিলাতি চাট্‌নিতে শিরকা বা ভিনিগারের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন বিলাতি চাট্‌নি প্রস্তুত কারক বলেন, যে সরিষাগুঁড়া, সরিষা তৈল এবং শিরকা উত্তম চাট্‌নির অঙ্গ। তাহাতে সিদ্ধকরা ডিমের কুসুম দিতেও পারা যায়। ডিমের কুসুম: গুঁড়াইয়া চাট্‌নির সহিত মাখাইয়া দিতে হয়।

আমাদের দেশের মত ইউরোপীয়গণ লৌহ কটাহে চাট্‌নি প্রস্তুত করেন না। লৌহ কটাহে চাট্‌নির রঙ খারাপ এবং লৌহে অম্লরস সংযোগে কষ বাহির হইয়া স্বাদেরও বৈলক্ষণ্য হইতে পারে। ইউরোপীয়গণ এই জন্য ইহার পরিবর্ত্তে কাচ কিম্বা এনামেল পাত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ আগে যত শাক সব্জীর সালাদ প্রস্তুত করিতেন, এখন আর তত করেন না। এখন তাঁহারা ক্রেশ, জলক্রেশ, লেটুস, এণ্ডিভ স্পাইনাক, শসা এই কয়টি হইতেই সালাদ প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। খাইবার সময় তাঁহারা সিদ্ধ আলু, সিদ্ধ কপি, আটিচোক, সিম, মটর প্রভৃতি মিশাইয়া লন।

বাঙলা দেশে মটর ও সিমের চাট্‌নি বড় কেহ করে না, কিন্তু পশ্চিমা লোকে ইহার বেশ সুস্বাদু মুখরোচক চাট্নি বানাইয়া থাকেন। পশ্চিমা লোকে আহারের সময় অন্য ব্যঞ্জনের বদলে চাট্‌নিই বেশী খাইয়া থাকেন। ইউরোপীয়গণ আলু, কপি, সালগম, পিঁয়াজ, মাছ কিম্বা মাংস একত্রে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া লইয়া হলুদ, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা সংযোগে রাঁধিতে জানেন না। তাঁহারা আলু আলাদা সিদ্ধ করেন, মাংস বা মাছ পৃথক সিদ্ধ করেন, পিঁয়াজ সিদ্ধ করিয়া লইয়া পরে খাইবার সময় এক ডিসে আবশ্যক মত দুইটি বা তিনটী জিনিষ মিশাইয়া লন। তাহাতে অতঃপর সালাদ মিলিত হইল, তাহাতে সস্ যাহাকে আমরা বাঙলায় অম্লের ঝোল বলিতে পারি তাহা মিশাইয়া দেওয়া হইল। ফরাসিদিগের সালাদও মন্দ নহে। একটি ফরাসি সালাদের কথা বলিতেছি। লেটুস দুই প্রকারের আছে ক্যাবেজ লেটুস্ এবং কস্ লেটুস্। তাঁহারা কস্ লেটুস্ গুলি লইয়া গোটা বেশ পাতা খেঁসিয়া কাটিয়া ফেলেন। অবশেষে জলে ধুইয়া পাতা ছাড়াইয়া একটি কাচ কিম্বা এনামেল পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত অলিভ তৈল, ভিনিগার ভালরূপে মিশাইয়া লন। আবশ্যক মত লবণ, ঝালের নিমিত্ত গোলমরিচের গুঁড়া ও লবণ প্রদান করিয়া থাকেন। চাট্‌নিটি আরও মুখরোচক করিবার জন্য পেঁয়াজ কুচাইয়া দিয়াও থাকেন। ইহারা চাট্‌নির দ্রব্যগুলি বড় সিদ্ধ শুক্না করিবার দিকে যান না। ভিনিগারে ও লবণে জরিয়া যতটুকু নরম হইতে পারে, হয়। ঐ সকল দ্রব্য যে এই প্রকারে প্রস্তুত হইলে যে কম নরম হয় বা কম সুস্বাদু হয়, তাহা বলা যায়

না। আমাদের দেশের চাট্‌নি অধিকাংশই সিদ্ধ শুক্‌না করিয়া তৈয়ারি হইয়া থাকে। হয় সিদ্ধ করা বা শুক্‌না করা যেন বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু বাঙলায় চাট্‌নির রাজা কাসুন্দি, কাঁচা আম থেঁতো করিয়া রসাল অবস্থায় সরিষা গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, সরিষার তৈল ও আরও কত কি মেথী, জিরে প্রভৃতি ১২ খান মশলায় প্রস্তুত হইয়া থাকে, যদিও ইহাতে আগুনের উত্তাপ লাগে না, তথাপি দেখা যায় যে, সব মশালা মাখাইয়া ক্রমাগত কয়েকদিন রৌদ্রের তাপে রাখিতে হয়। আসল কথা এই যে, কোন উপায়ে হউক, তাপে পক্ক করিতেই হইবে।

আমের সদ্য চাট্‌নি—আম ফালা করিয়া লইয়া, সেই ফালাগুলি থেঁতো করিতে হইবে। তাহার সহিত আদা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, সরিষার তৈল, কাঁচা লঙ্কা বাটা ও লবণ মিশাইয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া খাইতে দিলে লোকে তাহার স্বাদ কখন ভুলিতে পারে না। যাঁহারা মিষ্ট প্রিয়, তাঁহারা অল্প চিনি মিশাইয়া লইতে পারেন। লবণ, ঝাল ও মিষ্টের পরিমাণ যাহার যাহা রুচি তদনুসারে ঠিক করিয়া লইতে হয়।

ইংরাজগণ প্রায়ই লেটুস সালাদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। লেটুস সালাদ সহজে প্রস্তুত হয় বলিয়া ইংরাজের নিকট ইহা বহু প্রচলিত। বাস্তবিক দেখা যায় যে, তাঁহারা যে কোন জিনিষ দিয়া সালাদ তৈয়ারি করুন না, তাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লেটুস্‌ থাকিবেই। এই জন্যই বোধ হয় ইংরাজিতে লেটুসের নামই সালাদ হইয়াছে।

আমরা যেমন আমাদের দেশে চাট্‌নিতে মাখাইবার জন্য সরিষার তৈল ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ ইউরোপীয়গণ অলিভ তৈল এবং ভিনিগার (যাহাকে বাঙলায় আমরা সিরকা বলি) ব্যবহার করিয়া থাকেন।

সিরকা ভাল না হইলে চাট্‌নিতে দুর্গন্ধ হয়। বেশ ভাল সিরকা বা সুরাসার ব্যবহার করা চাই। চাট্‌নি সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ মিঃ সিডনি স্মিথ বলেন যে, চাট্‌নিতে যতটুকু তৈল দিতে হইবে, তাহার তিন ভাগের এক ভাগ ভিনিগার দেওয়া আবশ্যক। ভিনিগার যত কম ব্যবহার করিয়া কাজ সারা যায়, ততই ভাল। কিন্তু তৈল যথেষ্ট পরিমাণে দেওয়া চাই। এ বিষয়ে আমরা ইউরোপীয়গণের সহিত একমত হইতে পারি। কিন্তু ইউরোপীয়গণের মধ্যে অনেকে এক্ষণে তৈলের পক্ষপাতী নহেন। যদি তৈল ব্যবহার একেবারেই অমত হয়, তাহা হইলে ভিনিগারে গোলমরিচ গুঁড়া, লবণ এবং আবশ্যক মত চিনি কিছুক্ষণ ভিজাইয়া রাখিয়া সেই মিশ্রণটি অবশেষে যে বস্তুর চাট্‌নি হইবে তাহাতে ঢালিয়া দিতে হয়। বিলাতের লোকে কখন কখন তৈল, সরিষার গুঁড়া, ভিনিগার, লবণ ও চিনির সহিত দুধ, ডিমের কুসুম ও দুধের পনির ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইউরোপে অনেক ভাল চাট্‌নি প্রস্তুত হয় সত্য, কিন্তু এই বিষয়ে তাঁহারা সিদ্ধহস্ত তাহা বলা যায় না। ভারতের চাট্‌নির নাম করিলে যেন জিহ্বা দিয়া জল পড়িতে থাকে, কিন্তু রুচিভেদে বোধ হয় আমাদের দেশের চাট্‌নি আমাদের ভাল লাগে, ইউরোপের চাট্‌নি তাঁহাদের মুখপ্রিয়।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইংরাজদিগের পক্ষে লেটুস্‌ সালাদের জন্য একটি প্রধান দ্রব্য। এই লেটুস্‌ কিন্তু গ্রেট ব্রিটনে ভাল রূপে জন্মান যায় না। ইংরাজী লেটুস্‌ অপেক্ষা ফরাসী লেটুস্‌ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ও খাইতে সুস্বাদু। ফরাসী ক্যাবেজ ও কস্‌ লেটুস্‌ উভয় প্রকারই খুব ভাল। ফরাসীরা সর্ব্ব বিষয়ে খুব সৌখীন, তাঁহাদের চাষ আবাদেও সৌখীন ধরণের। তথায় লেটুস্‌ উভয় প্রকারই খুব ভাল। তথায় লেটুস্‌ চাষ কাচ আচ্ছাদনের মধ্যে অতি যত্নে সম্পাদিত হয়। সাধারণ জমি হইতে উচ্চ ভুমিতে লেটুস চাষের ক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট করা হয়। তাহাদের লেটুসে কোন ক্রমে পোকা লাগিতে পারে না। ঐ ফরাসী লেটুস যখন সযত্নে প্যাক করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়া পৌঁছে তাহা দেখিতে এক জিনিষই সুন্দর। ইংরাজী লেটুসের এত যত্ন লওয়া হয় না, সুতরাং তাহা তত ভালও হয় না।

ফরাসীরা আলুর সালাদ করিয়া থাকেন। ফরাসী দুই তিন রকম সালাদের পরিচয় দিয়া আমরা এ প্রস্তাব শেষ করিব।

টমাটোসালাদঃ—টমাটোগুলি ফালা ফালা করিয়া কাটিয়া তাহাতে বড় পেঁয়াজের চাকা চাকা কাটা কয়েক খণ্ড দেওয়া হয়। তাহার উপর পার্শলি শাক কুচা, তদুপরি চিনি দিয়া তৈল ও ভিনিগার ঢালিয়া দিতে হয়। যাহাদের পেঁয়াজে বাধা আছে, তাহারা পেঁয়াজ অনায়াসে বাদ দিতে পারে, কিন্তু পেঁয়াজ দিলে যেন সালাদ মজে ভাল।

আলুর সালাদ—সিদ্ধ আলু ফালা ফালা কুটিয়া তাহার সহিত তৈল ও ভিনিগার মিশাইতে হয়। ইহাতেও পার্শলি কুচান মিশান হয়। তাহার পর অবশেষে ঝাল গুল মরিচের গুঁড়া ও লবণ দিবার প্রয়োজন। আলু ফালাগুলি ভাঙ্গিয়া না যায়, এরূপ সতর্ক-ভাবে নাড়িয়া চাড়িয়া মশলাগুলি মাখান কর্ত্তব্য।

আলুর চাট্‌নি ফরাসীগণ গরম গরম খাইতে ভাল বাসেন—সেই সময় ইহা খাইতে অধিকতর সুস্বাদু।

কলার সালাদঃ—চারি ছয়টা পাকা কলা ছাড়াইয়া তাহাতে এক পোয়া আন্দাজ বাদাম বাটা মিশাইতে হইবে। ইহাতে অবশেষে লবণ, গোল মরিচের গুঁড়া ও লেবুর রস দিলেই সালাদ প্রস্তুত হইয়া গেল।

ফরাসীরাও আমাদের মত চাট্‌নিতে সরিষার তৈল ঢালিয়া থাকে। আমরা যেমন চাট্‌নিতে সব মশলা মাখাইয়া লইয়া তদুপরি খানিকটা তৈল ঢালিয়া দিই এবং তাহার উপর লবণ ও লঙ্কা গুঁড়া ছড়াইয়া

দিয়া থাকি, ইঁহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকেন। পার্থক্য এই যে, ইঁহারা লঙ্কার তত ভক্ত নহেন। তাহার বদলে গোল মরিচ গুঁড়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ইউরোপীয়গণ এখন অনেকে ভিনিগারের বদলে লেবুর রস ব্যবহার করিতেছেন। আমরা ভিনিগার কিম্বা লেবুর রস কদাচিৎ ব্যবহার করিয়া থাকি। চাট্‌নি টক করিতে হইলে কাঁচা কিম্বা পাকা তেঁতুল আমরা ব্যবহার করি।

(কৃষক)

নানা কথা।

নির্লিপ্ততার পরিচয়।

ভগবন্ পরমহংস দেব উপদেশ দিতেছেন যে, সংসার ধর্ম্মে নির্লিপ্ত থাকাই শ্রেয়, সকলকে ভালবাসিতে হইবে, স্নেহ মমতা যত্ন সমস্তই করিতে হইবে, কিন্তু তাহাতে লিপ্ত হওয়াই দোষ। যেমন কাহারও স্ত্রী সংসারের সকলকেই ভালবাসে, স্নেহ করে, কিন্তু রাত্রিকালে স্বামী ব্যতীত আর কাহারও নিকট শয়ন করে না, সেইরূপ সংসারের সমস্ত জিনিস, সমস্ত জীব, আত্মীয় স্বজনকে ভাল বাসিবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে, ভগবানে, এমন সরল উপদেশ কি আর কোথাও পাইবে?

পোষ্টাল সংবাদ—গত বৎসরে ২৭ লক্ষ ৫০ হাজারটী ইনসিওরে ৬৬ কোটী টাকার ইনসিওরান্স হইয়াছিল, ১৩৪ মণ ২৭ সের কুইনাইন বিক্রয় হইয়াছে। গত ৩১ এ মার্চ্চ পর্য্যন্ত সেভিংসব্যাঙ্ক বিভাগে ১৫৬৬৮৬০ টী চলিত হিসাব ছিল। এই সকল হিসাবে ২০ কোটী ৬২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা জমা ছিল।

পোষ্ট আফিসে চুরি ডাকাতি—গত বৎসরে পোষ্টাফিস সংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯টী চুরি ডাকাতি হয়, তৎপূর্ব্বে বৎসরের সংখ্যা ছিল ২৮টী, গত বর্ষের ১৯টীর মধ্যে ১২টী ইংরাজ শাসনাধীনে হয়; তন্মধ্যে বঙ্গদেশে ১, বোম্বায়ে ১, ব্রহ্মদেশে, ১ ও বিহারে ১ এবং পাঞ্জাব ও যুক্তরাজ্যে ১টী, মান্দ্রাজে ৪টী এবং বেলুচিস্থানে ২টী হইয়াছিল। অবশিষ্ট ৭টী সামন্ত রাজ্যের এলাকাধীনে ঘটিয়াছিল।

চারি সেরী আরশোলা—ইংলণ্ডের কভেন্ট উদ্যানে একটি আরশোলা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহার ব্যাস ৪৭ ইঞ্চি এবং ওজন ৵৪ সের।

ওজনদরে স্ত্রী বিক্রয়—সেণ্ডউইচ দ্বীপপুঞ্জে স্ত্রীলোকেরা ওজন দরে বিক্রীত হইয়া থাকে। তথাকার অধিবাসীদিগের ধারণা যে রমণী ওজনে যত বেশী হইবে, তাহার সৌন্দর্য্য সেই পরিমাণে অধিক।

পৃথিবীর রণতরি—সমগ্র পৃথিবীতে মানোয়ার বা রণতরির সংখ্যা মোট ১৮০। এতন্মধ্যে ইংলণ্ডের ৫৫, আমেরিকার ৩১ জাপানের ১৬, ফ্রান্সের ২১, রুষিয়ার ৯, জার্ম্মণীর ৩৩, অষ্ট্রীয়ার, ১২, এবং ইটালীর ৩ খানি মাত্র।

ইউরোপে শতায়ু জন সংখ্যা।—সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারী রিপোর্টে প্রকাশ যে, যদিও জনসংখ্যায় বুলগেরিয়া রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত, তথাপিও ইউরোপ মহাদেশের এই রাজ্যে শতায়ু বৃদ্ধের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। এই রাজ্যের জন সংখ্যা সাড়ে চল্লিশ লক্ষ; ইহার মধ্যে ৩৮৮৩ জন লোকের বয়স শত বর্ষের অধিক। সরকারী বিবরণে লিপিবদ্ধ অন্যান্য দেশের অঙ্কপাত মূলে নিম্নে প্রদত্ত উপসংহারে উপনীত হইতে হয়:—রুমানিয়ার শতায়ুর সংখ্যা ১০৭৪, সার্ভিয়া—৫৭৩, স্পেন—৪১০, ফ্রান্স—২১৩, ইটালি—১৯৭, ইংলণ্ড—৯২, রুশিয়া—৮০, জার্ম্মাণী—৭৬, নরওয়ে—২৩, স্পেন—১০, বেলজিয়ম—৫, ডেনমার্ক—২, এবং সুইজলণ্ড—শূন্য।

বিভিন্ন ব্যবসায়।—ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন সহরে কত লোক বিভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সম্প্রতি সংবাদ পত্রে তাহার এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। এই তালিকা পাঠে জানিতে পারা যায়, লণ্ডনে ৪ হাজার এটর্ণি ৩ হাজার ব্যারিষ্টার ৪ হাজার ডাক্তার, ৫ হাজার ঔষধবিক্রেতা, ৩৫টী হাসপাতাল, ২৭০ হাজার গ্রন্থকার ৮ হাজার বাদক ২৩ হাজার স্কুল মাষ্টার, ১০ হাজার হোটেল ২৩ হাজার ছাপাখানা, ৫ হাজার পুস্তক বিক্রেতা ৭ হাজার ঘড়িওয়ালা, ৬০ হাজার দরজী নরনারী ৭৫ হাজার পোষাক নির্ম্মাতা ৩০ হাজার জুতাওয়ালা, ১৫ হাজার মাংসবিক্রেতা ১৫ হাজার রুটিওয়ালা, ১৫ হাজার চা বিক্রেতা আছে। লণ্ডনের বাণিজ্য ও ব্যবসায় কত সুদূর প্রসারিত, তাহা ইহা হইতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে।

লোমজ সেতু—ডয়েড ব্রিজ কর্ণওয়াল ইংলণ্ডের একটী ছোট নগর। এই নগরে সম্প্রতি একটী অপূর্ব্ব সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে। সেতুটীর ইতিহাস শ্রবণ করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। খরস্রোতা স্রোতস্বিনীর বেগ এত প্রবল ছিল যে, সচরাচর যে, সকল প্রস্তর সহযোগে সেতু প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা ক্ষণমাত্রও ঐ স্রোতের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিত না। নানাবিধ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বিত হইয়াও কোন ফল হইল না। পরে, ঘটনাক্রমে লোমপূর্ণ বিস্তর থ'লে তথায় নিমজ্জিত হইয়া পড়ে। কয়েকদিন পরে দেখা গেল, ঐ থ'লে গুলি

এত কঠোর ও দৃঢ় সংবদ্ধ হইয়াছে যে, স্থাপতিগণ পরীক্ষা করিয়া এক বাক্যে ঐ লোয়ের বস্তাগুলিকে ভিত্তি অবলম্বন করিয়া সেতু নির্ম্মাণের পরামর্শ প্রদান করিলেন। যথাসময় সেতু নির্ম্মিত হইল। ইহা আশাতিরিক্ত ফল প্রদান করিতেছে।

Special for "Businessman."

কলোটাইপ প্রসেসে ছবি তুলিবার প্রণালী।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"কাজের লোকের" সেপ্টেম্বর সংখ্যায় আমি পাঠকগণকে ব্লটিং কাগজের উপর চর্ব্বিযুক্ত কালী মাখাইয়া পরীক্ষা করিবার জন্ত অনুরোধ করিয়াছিলাম। যাঁহারা তাহা পরীক্ষা করিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই দেখিতে পাইয়াছেন, ব্লটিং কাগজের চর্ব্বি মাখান অংশে (যাহাতে জল লাগে নাই) চর্ব্বিযুক্ত ল্যাম্প্য ব্লাক লাগিয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু অপর অংশ (যাহা জলে সিক্ত হইয়াছে) চর্ব্বিযুক্ত কালী গ্রহণ না করাতে পরিষ্কার রহিয়াছে। আমরা উক্ত পরীক্ষা হইতে এই শিক্ষা করিলাম যে, জল বিহীন অংশ চর্ব্বিযুক্ত কালী গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু জলসিক্ত অংশ এই কালী গ্রহণ করিতে না পারিয়া পরিষ্কার থাকে।

এক্ষণে আমাদের পূর্ব্ববর্ণিত বাইক্রমেট-যুক্ত জিলেটিন মাখান কাচখণ্ড লও। আমরা দেখিয়াছি, সেই কাচের অর্দ্ধাংশ জল সিক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরার্দ্ধে জল লাগে নাই। এক্ষণে যদি পূর্ব্বকথিত কালী মাখান রোলার এই কাচ খণ্ডের উপর পরিচালনা করা যায়, তবে কাচ খণ্ডের অর্দ্ধাংশে কালী লাগিবে, কিন্তু জলযুক্ত অংশে কালী না লাগিয়া পরিষ্কার থাকিবে।

এক্ষণে কলোটাইপ প্রসেসের মূল ভিত্তি পাওয়া গেল। পুরু কাচ অথবা অন্য কোন ধাতুপাতের উপর বাইক্রমেট যুক্ত জিলেটিন মাখাইয়া তাহা ফটোগ্রাফিক নিগেটিভের (negative) নীচে রাখিয়া রৌদ্রে দিলে নিগেটিভের কৃষ্ণবর্ণের গাঢ়তা অনুসারে কতক অংশ হইতে জল গ্রহণের শক্তি বিলুপ্ত হইবে এবং আবার কতক অংশে (অর্থাৎ যে অংশে আলো লাগে নাই) জল গ্রহণের শক্তি থাকিবে। তৎপর ইহার উপর চর্ব্বি যুক্ত কালী মাখান রোলার ঘর্ষণ করিলে কতক অংশে কালী লাগিবে, আবার কতক অংশ (অর্থাৎ জল যুক্ত অংশ) পরিষ্কার থাকিবে। এক্ষণে সাধারণ নিয়মে প্রেসে কাগজ দিয়া চাপ দিলে ছবি উঠিবে। ইহাই কলোটাইপ প্রসেসের মূল ভিত্তি—তবে ছবি পরিষ্কাররূপে তুলিবার জন্য ইহার প্রত্যেক অংশের নানা উন্নতি বিধান করা হইয়াছে। আমি ক্রমান্বয়ে সেই সকল অংশ বিশদরূপে বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

কলোটাইপের জন্য গ্লাস প্রস্তুত করণ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জিলেটিন মাখাইবার জন্য গ্লাস অথবা ধাতুর পাত আবশ্যক। ধাতু পাতের সুবিধা এই যে, প্রেসে চাপা দিবার সময় ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু ইহাতে একটী অসুবিধা আছে; ছবি পাতের পশ্চাৎ দিক হইতে দেখা যাইবে না। কিন্তু গ্লাসের পশ্চাৎ দিক হইতে দেখা যায় বলিয়া সাধারণতঃ গ্লাসই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কার্য্যের জন্য গ্লাস পুরু হওয়া আবশ্যক। আকৃতি অনুসারে গ্লাস সাধারণতঃ $\frac{3}{8}$ হইতে $\frac{5}{8}$ ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে। গ্লাস যত বড় হইবে, তাহা ততই অধিক পুরু হওয়া আবশ্যক, নতুবা প্রেসে চাপা দিবার সময় ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। আবার গ্লাসের উপরিভাগ সমতল হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহাতেও ভাঙ্গিবার আশঙ্কা আছে।

গ্লাসের উপরিভাগ মসৃণ বলিয়া সাধারণ গ্লাসের উপর জিলেটিন লাগাইলে তাহা গ্লাসের সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হইবে না। এজন্য গ্লাসের উপরিভাগ কিছু অসৃণ হওয়া আবশ্যক। নিম্নলিখিত প্রক্রিয়ায় তাহা করা যাইতে পারে।

দুই খানা গ্লাস লও। ক্ষুদ্র হইলে দুই খানার আকৃতি সমান হইতে পারে, কিন্তু বড় হইলে এক খানা গ্লাস ক্ষুদ্র হওয়া আবশ্যক, কারণ বড় গ্লাসের উপর ছোট গ্লাস সুবিধামত ঘর্ষণ করা যাইতে পারিবে। কিছু সূক্ষ্ম ইমারি পাউডার (ডাক্তার খানা কি দোকানে পাইবে) সংগ্রহ কর। বড় গ্লাস খানা সমতল জায়গায় রাখিয়া তাহার উপর কিছু ইমারি পাউডার ছড়াইয়া দাও এবং অল্প অল্প জল সিঞ্চন কর। তৎপর অপর ক্ষুদ্র গ্লাস খানা ইহার উপর রাখিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া নীচের গ্লাস খানা ঘর্ষণ করিতে থাক। যতক্ষণ পর্য্যন্ত ইমারি দ্বারা নীচের গ্লাসে আঁচড় পড়িবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঘর্ষণ কর। যখন দেখিবে, ইমারির শক্তি কমিয়া গিয়াছে, তখন গ্লাস ধুইয়া আবার নূতন ইমারি পাউডার দিয়া ঘষিতে থাকিবে। এই প্রকার ৩।৪ বার ইমারি পরিবর্ত্তন করিয়া ঘর্ষণ করিলে গ্লাস প্রস্তুত হইবে। তৎপর জল দ্বারা ভাল রকম ধুইয়া শুষ্ক করিলে ইহা কার্য্যোপযোগী হইবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস।
পোঃ বিয়ানিবাজার।
সিলেট।

মহামতি গ্লাডষ্টোন।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন তাঁহার একটী পুত্রের অসুস্থতা নিবন্ধন নেপ্‌লস নগরে গমন করেন, তথায় তদানীন্তন কালের রাজা Ferdinand II প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার সন্দর্শন করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন, তিনি দেখেন, কতকগুলি উচ্চবংশীয় অপরাধী ব্যক্তিকে বহু জনতাপূর্ণ স্যাঁতসেঁতে স্থানে বাস করিতে দিয়াছে এবং তাঁহাদের খাদ্য কুক্কুর প্রভৃতি হেয় পশুগণেরও অখাদ্য। তাহাদের স্থান হইতে এত দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে যে, জেলরগণও তথায় যাইতে ঘৃণা বোধ করেন।

এই সমস্ত দর্শন করিয়া তিনি Earl of Aberdinকে একখানি পত্র লেখেন, এই পত্রে সমগ্র ইউরোপ খণ্ড কম্পিত হইয়াছিল। পার্লামেণ্টে এই বিষয় লইয়া বহু তর্ক-বিতর্ক হয়, অবশেষে এই পত্র বৃটিস গবর্ণমেণ্টএর দ্বারা ইউরোপের প্রত্যেক কোর্টে প্রেরিত হইয়াছিল।

যদিও গ্লাডষ্টোন একজন বিখ্যাত কনসার্ভেটিভ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, তত্রাপি তিনি কর্ণ ল নামক একটী ল বা আইন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখেন যে, এই শস্যকর ধরা বা Corn Law সংরক্ষণ করিতে হইলে শতশত কৃষক সম্প্রদায় অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে অর্থাৎ কৃষক সম্প্রদায়কে অতিরিক্ত শুল্ক দিতে হইলে তাহারা স্ত্রী-পুত্র পরিবার লইয়া বড়ই বিপদগ্রস্ত হইবে। এই বিষয় লইয়া স্যার রবার্ট পিল্ এবং গ্লাডষ্টোন পার্লামেণ্টে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে শস্যকর উঠিয়া যায় এবং গ্লাডষ্টোন লিবারেল দলেও একজন নেতারূপে পরিগণিত হন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বোর্ড অব্ ট্রেডের সভাপতির পদ প্রাপ্ত হন, তখন তিনি রেল যাত্রিদিগের তৃতীয় শ্রেণীর উন্নতির জন্য পার্লামেণ্টে আবেদন করেন। কারণ তৎকালে তৃতীয় শ্রেণীর কামরা অত্যন্ত অস্বচ্ছ এবং সঙ্কীর্ণ ছিল। ইদানীং রেল যাত্রীদিগের যে সমস্ত সুবিধা হইয়াছে, তাহা সেই মহাত্মা গ্লাডষ্টোনেরই অদ্ভুত চিন্তা শক্তির ফলে। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট চির কৃতজ্ঞ। এইরূপ বহু অসাধারণ কার্য্য, এবং বক্তৃতার পর মহামতি গ্লাডষ্টোন ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে Prime Minister বা প্রধান সচীবের পদ প্রাপ্ত হন।

গ্লাডষ্টোন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রধান সচিবের পদ প্রাপ্ত হইয়া জগতের যে মহৎ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না। এক কথায় বলিতে গেলে তিনি সুযোগ্য মহারাণীর সুযোগ্য মন্ত্রীই হইয়াছিলেন বটে। তিনি ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার প্রধান সচিব পদাভিষিক্ত কালে যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা সমস্ত বিবৃত করিতে গেলে প্রবন্ধে বৃহৎ হইয়া পড়িবে এবং বোধ হয়, পাঠকগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিবে। যাহা হউক, তথাপি তন্মধ্যে যে ঘটনাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তাহাই প্রকাশ করিব। প্রথমতঃ তিনি আয়র্লণ্ড দেশীয় রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়গণের গির্জ্জা সমূহ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন এবং আয়র্লণ্ড দেশীয় প্রজাগণের জমী জমার উন্নতি বিধান করেন, তৎপরে তিনি ইংলণ্ড প্রদেশস্থ শিক্ষা বিভাগের উন্নতি সাধন করেন, তৎপরে তিনি সৈন্য ক্রয় করা রহিত করেন। ইহার কিয়ৎ বৎসর পরে কোন বিশেষ কারণ বশতঃ গ্লাডষ্টোন মন্ত্রিত্ব পদ পরিত্যাগ করেন এবং মিষ্টার ডিস্‌রেলি তাঁহার স্থান অধিকার করেন। এই ডিস্‌রেলিই শেষে, আর্ল অব্ বেকন্‌সফিল্ড উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে গ্লাডষ্টোন পুনরায় মন্ত্রীপদ প্রাপ্ত হন এবং ৫ বৎসর কর্ম্ম করিয়া পুনরায় স্বীয় পদ পরিত্যাগ করেন। এই সময়েই তিনি হোমরুল প্রভৃতি কতকগুলি শাসন পদ্ধতি লইয়া

অনেক তর্ক ও বক্তৃতা করেন। তিনি অতঃপর বার্দ্ধক্য বশতঃ স্ব ইচ্ছায় কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অবসর গ্রহণ কালে পার্লামেণ্ট মহাসভা এবং ইংলণ্ডের শাসন কর্ত্তাগণ তাঁহাকে অনেক উপাধি দান করিতে কৃতসংকল্প হন, কিন্তু তিনি তাহা অম্লান বদনে প্রত্যাখান করেন।

মহামতি গ্লাডষ্টোন জীবনের অবশিষ্টাংশ হাওয়ার্ডেন নগরে অতি সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তৎকালীন অনন্য-সাধারণ উদারতা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা সন্দর্শন করিয়া তৎপ্রদেশস্থ জনসাধারণ বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বৃদ্ধকালাবধি সময়ের কিঞ্চিৎ মাত্রও অপব্যবহার করিতেন না। অতি প্রত্যুষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করতঃ ভ্রমণ করিতে যাইতেন, তৎপরে গ্রাম্য উপাসনা মন্দিরে ঈশ্বর উপাসনা সমাপনান্তে প্রাতঃ ভোজন গ্রহণ করিতেন এবং দিবা দ্বিপ্রহরাবধি লিখন পঠন এবং বিবিধ শাস্ত্র আলোচনা করণান্তর দিবসের ভোজন গ্রহণ করিতেন, এবং তৎপরে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় শাস্ত্রাদি আলোচনা করিতেন। অপরাহ্নে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যাকালে উপাসনান্তর রাত্রি একাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত পুস্তকাদি পাঠ করিতেন, এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পুত্র কন্যা প্রভৃতির গীত বাদ্য শ্রবণে এবং বিবিধ নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদেও যথাসাধ্য যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি প্রত্যহ একটী করিয়া বৃক্ষ ছেদন করিতেন, ইহাই তাঁহার শারীরিক ব্যায়াম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি আমাদের সম্মুখে তাঁহার উজ্জ্বল চরিত্রের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সমূহ প্রদর্শন করাইয়া গিয়াছেন, তাহা আমাদের প্রত্যেকেরই অনুকরণ করা ও তদনুযায়ী কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তিনি ধনী অপেক্ষা নির্দ্ধন, বিদ্বান অপেক্ষা মূর্খ এবং সভ্য অপেক্ষা অসভ্যকে অধিক ভাল বাসিতেন। কারণ তিনি বলিতেন, যদি আমরা কখন উন্নত হই, তাহা হইলে ঐ নিম্নস্তর হইতেই উন্নত হইব। তিনি অতি নিকৃষ্ট মেথর ধাঙ্গর প্রভৃতিরও রোগাবস্থায় তাহাদের গৃহে গমন করতঃ ঔষধ পথ্যাদি দান করিতেন, এবং যতদিন পর্য্যন্ত সে নিরোগ না হইত। ততদিন পর্য্যন্ত তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে মে প্রাতঃকালে মহাত্মা গ্লাডষ্টোন ইহলোক পরিত্যাগ করেন, তিনি বহুদিন যাবৎ স্নায়ুবিক বেদনায় কষ্ট পাইয়াছিলেন, সে যন্ত্রণা বর্ণনা করিতে গেলে চক্ষু ফাটিয়া জল বাহির হয়। মহামতি গ্লাডষ্টোন কি ভারতের প্রজাগণের এবং কি ইংলণ্ডের প্রজাগণের সকলেরই পরম বন্ধু ছিলেন। কি আপদে, কি বিপদে, কি অভাবে, কি অভিযোগে তিনি আমাদের দুঃখ কষ্ট ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে জানাইতেন। কালের স্রোতে সব ভাসিয়া গিয়াছে।

তিনি গিয়াছেন, কিন্তু ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও ভিন্ন জাতি হইয়াও তিনি ভারতবাসীর উপকারার্থে যেরূপ অক্লান্ত ভাবে পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসীর হৃদয় মধ্যে তাঁহার নাম প্রস্তর ফলকের অঙ্কনের ন্যায় চির দিন অঙ্কিত থাকিবে, কীর্ত্তিই মানবকে অমরত্ব প্রদান করে। সব যায়, কিন্তু সৎকর্ম্মের স্মৃতি টুকু থাকিয়া যায়।

শ্রীসন্তোষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

রেডিয়াম।

রোগ প্রতিষেধিকা শক্তি।

(রেডিয়াম সম্বন্ধে এক নূতন আবিষ্কার)

লণ্ডনের 'রেডিয়াম ইনষ্টিটিউট্' নামে একটি শিক্ষা পরিষদ আছে। এই পরিষদের একজিকিউটিভ কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত সার ফ্রেডারিক ট্রিভস্ (Sir Frederick Treves;) সার ম্যাল্কম্ মরিস্ (Sir Malcolm Morris) এই ইনষ্টিটিউটের একজন মেম্বর; এ, ই, হেওয়ার্ড পিন্চ্ (A. E. Hayward Pinch) এই ইনষ্টিটিউটের মেডিক্যাল সুপারিনটেণ্ডেণ্ট। এই ইনষ্টিটিউট রেডিয়াম সম্বন্ধে যে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাই লিখিত হইতেছে।

রেডিয়াম হইতে অনবরতঃ রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ক্রমাগত অনন্তকাল ধরিয়া রশ্মি বিকীর্ণ হইলেও মূল রেডিয়ামের কোন ক্ষয় নাই। এই বিকীর্ণ রশ্মি, শক্তিতে মূল রেডিয়ামের তুল্য। এতাবৎকাল বিকীর্ণ রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিয়া তাহার কার্য্য কারিতা বা শক্তি পরীক্ষা করা হয় নাই। এমন দেখা গিয়াছে যে, রেডিয়ামের ঐ সমস্ত বিকীর্ণ রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিলে উহা মূল, বিশুদ্ধ রেডিয়ামের তুল্য কার্য্য শক্তি প্রকাশ করে। এইরূপে বিজ্ঞানাচার্য্যগণ যেখানে পূর্ব্বে মূল রেডিয়ামের প্রয়োজন হইত, এখন সেই স্থলে রেডিয়ামের বিকীর্ণ রশ্মিকে শূন্য নল বা খালি পাত্রে বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র সাহায্যে আটকাইয়া রাখিয়া সেই কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। লণ্ডনের এই ইনষ্টিটিউটে এখন ৪ গ্রাম মাত্র রেডিয়াম আছে। ইহার মূল্য অনুমান ১২ লক্ষ টাকা। কিন্তু ইহার মূল পদার্থগুলির মূল্য যৎসামান্য। লণ্ডনের এই 'রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটে' এখন যে পরিমাণ রেডিয়াম আছে, তাহা অতি বিশুদ্ধ।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রেডিয়াম হইতে অনবরত রশ্মি বিকীর্ণ হইলেও উহাতে মূল পদার্থের কোন ক্ষয় বা পরিবর্ত্তন হয় না, এবং এই বিকীর্ণ রশ্মি বিশুদ্ধ মূল রেডিয়ামের তুল্য। এই বিকীর্ণ রশ্মি মূল রেডিয়ামের ন্যায় রোগ প্রতিষেধেও সমর্থ। রেডিয়াম ইনষ্টিটিউটের সভ্যগণ স্থির করিয়াছেন, রোগ প্রতিকারের সময় মূল রেডিয়াম ব্যবহার করিতে না দিয়া বিকীর্ণ রশ্মিকে আবদ্ধ রাখিয়া

ব্যবহার করান যাইতে পারে। সুতরাং বলিতে হইবে, রেডিয়ামের রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে অধুনা বিজ্ঞানবিদ্‌দিগের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এখন তাঁহারা রোগ প্রতিকারের সময় মূল রেডিয়াম ব্যবহার না করিয়া শূন্য নলে যন্ত্র সাহায্যে আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মিই ব্যবহার করিয়া থাকেন।

রেডিয়াম হইতে যে অনবরত রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে, সেই সমস্ত বিক্ষিপ্ত রশ্মিকে আটকাইয়া রাখিবার জন্য খালি ফাঁপা নল বা প্লেট ব্যবহৃত হয়। এই সমস্ত প্লেট নানা আকৃতির। বায়ু নিষ্কাশন যন্ত্র সাহায্যে শূন্য নলের মধ্যে রশ্মিসমূহকে পরিচালিত করা হয় ও তাহাদিগকে তরল বাষ্পে পরিণত করিয়া সঞ্চিত রাখা হয়, এবং এই রূপে সঞ্চিত এই রেডিয়াম রশ্মি যন্ত্র সাহায্যে লণ্ডনের যে কোন হাঁসপাতাল বা যে কোন চিকিৎসকের নিকট এই ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক রেডিয়ামের রোগ প্রতিকার সম্বন্ধে মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। মনে করুন, এডিনবারার কোন ডাক্তার কোন রোগীর জন্য ২০০ শত মিলিগ্রাম রেডিয়াম চান; ইহার মূল্য ৬০ হাজার টাকার কম নহে। কিন্তু এখন এই ৬০ হাজার টাকার পরিবর্ত্তে উহা ৬০।৭০ টাকা ব্যয়ে সমাধা হইতে পারে। লণ্ডনের এই ইন্‌ষ্টিটিউট একখানি প্লেট পাঠাইয়া থাকেন। তাহাতে এই বিকীর্ণ রশ্মি সঞ্চিত হইয়া থাকে। যখন রেডিয়ামের রশ্মি খালি নলে বা প্লেটে গৃহীত হয়, তখন তাপ বিকীরণের শক্তিপরিমাণ কমিয়া যায়। সাড়ে তিন দিনে এইরূপ আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মির তাপ পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়।

এই রেডিয়াম শিক্ষা মন্দিরে ৪ চারি গ্রাম মাত্র রেডিয়াম আছে, ইহার এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম সর্ব্বক্ষণ সম্পূর্ণরূপে রশ্মি বিকীরণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছে। এই এক গ্রাম মাত্র রেডিয়াম হইতে এত রশ্মি বিকীর্ণ হইয়া থাকে যে, তাহা লণ্ডনের হাঁসপাতাল ও অন্যান্য স্থলের হাঁসপাতালের অভাব পূর্ণ করিতেছে।

বিজ্ঞান রাজ্যের অদ্ভুত আবিষ্কার রেডিয়াম রশ্মিকে লৌহ বা কাষ্ঠ প্রভৃতি কোন পদার্থ প্রতিহত করিতে সমর্থ নহে। রেডিয়াম রশ্মি সমস্ত পদার্থকে ভেদ করিয়া যাইতে সমর্থ। এই অদ্ভুত পদার্থের সাহায্যে দারুময় বা লৌহ সিন্দুকে স্থিত পদার্থ সমূহের অস্তিত্ব ও সংখ্যা নির্ণয় সম্পূর্ণ সম্ভব; ইহারই সাহায্যে উদর মধ্যস্থিত ব্রণ সমূহ প্রত্যক্ষ হয় ও তাহার চিকিৎসা ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

লণ্ডনের রেডিয়াম শিক্ষা মন্দির হইতে একগ্রেণ রেডিয়াম হইতে কত রশ্মি বিকীর্ণ হইতেছে ও সেই সমস্ত বিকীর্ণ রশ্মিকে আবদ্ধ করিয়া লণ্ডনের বহু হাঁসপাতালে কত রোগীর চিকিৎসা ব্যপদেশে তাহার সদ্ব্যবহার হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়; সার ফ্রেডারিক ট্রিভস্ বলিয়াছেন, দশ দিনের মধ্যে তাঁহারা তেরটি যন্ত্র ভিন্ন দেশে পাঠাইয়াছেন; এই তেরটি যন্ত্রে বহু ভিন্ন আকৃতির প্লেটের সহিত আবদ্ধ রেডিয়াম রশ্মি বিদ্যমান আছে; ইহাদের কার্য্যশক্তি ৮৬০ আট শত ষাট মিলিগ্রাম মূল রেডিয়ামের কার্য্যশক্তির সমান। কিন্তু এই পরিমাণ মূল রেডিয়াম সংগ্রহ করিতে অনুমান ২, ৫৮,০০০ টাকা ব্যয় হইত।

রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল।

জল রেডিয়াম সম্পৃক্ত হইলে উহা মহৌষধির ন্যায় কার্য্য করে। এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল হইতে অনেক কঠিন ও দুশ্চিকিৎস্য রোগের আরোগ্য লাভ হইয়াছে; এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জলের বর্ণ সাধারণ জল অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং উহার বর্ণ, আকৃতি ও গুণ সমস্তই সাধারণ জল হইতে ভিন্ন হয়। রোগীরা এই রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল পান করিয়া নবজীবন লাভ করেন, রক্তে লক্ষ লক্ষ নূতন পরমাণু জন্ম লাভ করে ও তাহারাই দেহকে নূতন করিয়া গঠন করে।

রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল কোন সময়ে ৪০ জন বায়ুগ্রস্ত রোগীকে সেবন করান হয়, কুড়ি জন অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ রূপে আরোগ্য লাভ করেন। রোগীকে ছয় সপ্তাহ কাল সপ্তাহে ছয় দিন ৫ ছটাক রেডিয়াম সম্পৃক্ত জল পান করান হইত।

রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটে অন্যান্য ব্যবস্থা।

সার ফ্রেডারিক ট্রিভস্ বলেন, রাজা সপ্তম এডওয়ার্ডের অভিমতানুসারে এই রেডিয়াম 'ইন্‌ষ্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। লর্ড আইভিগ্ (Lord Iveagh) এবং সার অর্ণেষ্ট ক্যাসেল (Sir Ernest Cassel) এই ইন্‌ষ্টিটিউটের প্রেসিডেণ্ট; এই মহোদয়দ্বয়ের অদম্য যত্নেই এই শিক্ষামন্দির স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে। এই শিক্ষামন্দির বা বিজ্ঞান পরিষদ সুন্দর স্থানে অবস্থিত; ইহার যন্ত্রাগার সুন্দরভাবে সজ্জিত; আরও রেডিয়াম ও অন্যান্য নূতন যন্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এই পরিষদে প্রভূত অর্থ সঞ্চিত আছে।

এই বিজ্ঞান পরিষদে সমস্ত যন্ত্র দুই প্রস্ত করিয়া মজুত আছে; এক প্রস্ত রোগীদিগের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে; আর এক প্রস্ত, যাঁহারা দরিদ্র তাঁহারা ব্যবহারের জন্য লইয়া গিয়া থাকেন; রোগী ধনীই হউন, রেডিয়াম শিক্ষামন্দিরে চিকিৎসিত হইতে হইলে কোন ডাক্তারের সাহায্যে এই শিক্ষা মন্দিরে প্রবেশ লাভ করিতে হয়। অধিকাংশ দরিদ্র রোগী হাঁসপাতালের কর্ম্মচারীগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই শিক্ষা মন্দির কেবল আগষ্ট মাসে বন্ধ থাকে, এগার মাস পূর্ণ মাত্রায় কাজ হয়; এই বিজ্ঞান পরিষদে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রত্যহ ষোল ঘণ্টা করিয়া কাজ করিয়া থাকেন; প্রাতে আটটা হইতে মধ্যরাত্রি বারটা পর্য্যন্ত কাজ চলিতে থাকে। এই শিক্ষা পরিষদে তিন জন ডাক্তার ও পাচ জন শুশ্রূষাকারী

বা পরিচারক আছে; ল্যাবোরেটরী আছে ও তাহার ডাইরেক্টর আছেন, তাঁহার নাম মিঃ এন্টন। ডাইরেক্টরের দুই জন সহকারী আছেন। আগষ্ট মাস তাঁহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক বন্ধ রাখেন; কেন না পরিষদের সমস্ত সভ্য বৎসরের এগার মাস যার পর নাই পরিশ্রম করেন; আরও একটী কারণ আছে, ইঁহাদের প্রায় সকলেরই হস্ত রেডিয়াম রশ্মির অত্যধিক উত্তাপে অল্প বিস্তর দগ্ধ, তাঁহারা এই একমাস কাল বিশ্রাম করিয়া আরোগ্য ও আরাম লাভ করিয়া থাকেন।

কোন কোন সময়ে প্রতি মাসে রোগীর সংখ্যা আট শতেরও অধিক হয়। গত বৎসরে রেডিয়াম শিক্ষামন্দিরে ধনী রোগীর সংখ্যা তিন হাজার ও দরিদ্র রোগীর সংখ্যা চারি হাজার তিন শত হইয়াছিল।

এই বিজ্ঞান পরিষদের সমস্ত রেডিয়াম একটি ঘরের ন্যায় প্রকাণ্ড সিন্দুকে রাখিয়া দেওয়া হয়; এই রেডিয়াম বিয়ালিশটি যন্ত্রের সহিত সংলগ্ন আছে, এই সমস্ত যন্ত্রের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন; ইহার কতকগুলি যন্ত্রে লণ্ডনের কতকগুলি হাঁসপাতালের ও অপর কতকগুলি যন্ত্র ডেন্মার্ক, জর্ম্মাণি, ইউনাইটেড-ষ্টেটস্ প্রভৃতি স্থানের রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউটের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ও তত্তৎস্থানের সহিত সম্বন্ধ রহিয়াছে। আগষ্ট মাসে যখন লণ্ডনের রেডিয়াম ইন্‌ষ্টিটিউট বন্ধ থাকে, তখনও এই সুদৃঢ় ঘরের মধ্যে রেডিয়ামরশ্মি সংগ্রহ ও সংরক্ষা দুই-ই সমান ভাবে চলিতে থাকে। কোন রোগী অর্থ প্রদান করিয়া চিকিৎসিত হইতে থাকিলে মূল রেডিয়াম সাহায্যে অথবা আবদ্ধ বিকীর্ণ রশ্মি সাহায্যে চিকিৎসা করা হইয়া থাকে।

সার ফ্রেডারিক ট্রিভস্ বলেন, শিক্ষা মন্দির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতেছে, ইহা নিজের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া অবস্থিতি করিতে এখন সমর্থ। এই বিজ্ঞান পরিষদ মন্দির পরিবর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহার নিকট আরও অনেক জমি ক্রয় করা হইয়াছে; রেডিয়ামের রোগ নিবারক গুণের অনুসন্ধানের জন্য ডাক্তার নিযুক্ত হইবেন, এবং অনুসন্ধান সমিতির কার্য্য আরম্ভ হইবে। যে সমস্ত ছাত্র রেডিয়ামের এই সমস্ত নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তাঁহাদের জন্য ক্লাস খোলা হইবে। অনুসন্ধান কার্য্যের সুবিধার জন্য একটি ল্যাবোরেটরীর প্রতিষ্ঠা হইবে। সঙ্গীঃ

শ্রীসতীশ চন্দ্র দত্ত।

বৈজ্ঞানিক তথ্য।

বিমান বিহারী ডাক।—ফরাসী বাণিজ্য-সচিব কলির পুষ্পক রথ "এরোপ্লেনের" সাহায্যে ডাক প্রেরণ বিষয়ে পরীক্ষা করিবার সংকল্প করিয়াছেন। ফ্রান্সের রাজধানী হইতে পওইলিক বন্দর পর্য্যন্ত ডাক প্রেরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে লণ্ডন হইতে উইণ্ডসর পর্য্যন্ত এক সপ্তাহকাল ডাক প্রেরণ করা হয়। এরোপ্লেনগুলি এক লক্ষ প্যাকেজ ও চিঠি প্রভৃতি বহন করিয়া উভয় স্থানে গমনাগমন করিয়াছিল। কিন্তু এই কার্য্যে ডাক প্রেরণ আশানুরূপ সুবিধা হয় নাই। ফরাসী বাণিজ্য-সচিব স্থির করিয়াছেন, যদি এরোপ্লেন যোগে ডাক প্রেরণ সুবিধাজনক বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে ডাকবিভাগের প্রচলিত নিয়মানুসারে এরোপ্লেন যোগে ডাক পাঠান হইবে।

গ্রহে গ্রহে গমনাগমন।—জেনিভার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ মিঃ লা কুন্টার ক্রমাগত ১৭ দিন মঙ্গল গ্রহের তত্ত্ব আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেখিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহ হইতে অতি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোর ন্যায় নীলাভ শ্বেতবর্ণ বিকীর্ণ হইতেছে। বিগত ৬।৭ বৎসর কাল আরও অনেক জ্যোতির্ব্বিদ ঐরূপ আলো দেখিতে পাইয়াছেন। কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহের আগ্নেয় গিরি হইতে ঐ আলো বহির্গত হইতেছে; কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন, মঙ্গল গ্রহের চতুর্দ্দিকস্থ বায়ুমণ্ডল হইতে ঐ আলো উৎপন্ন হইতেছে। মিঃ কুন্টারের দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে যে, মঙ্গল গ্রহে মানুষের বাস আছে, তথাকার অধিবাসিগণ পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে আলোর সাহায্যে আলাপ পরিচয় করিবার জন্য রাত্রিকালে আলো বিকীর্ণ করিতেছে। এমন দিন আসিবে, যখন মানুষ গ্রহ হইতে গ্রহান্তরে যাইয়া পরস্পরের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিব।

সূর্য্যের নূতন তথ্য—ওয়াশিংটন নগরের স্মিথ্‌সনিয়াণ ইন্‌ষ্টিটিউসন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদিগকে প্রেরণ করিতেছেন। সূর্য্যতত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য আমেরিকার কালিফোর্ণিয়ায় এবং আফ্রিকার অলজিরিয়ায় পর্য্যবেক্ষণিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই উভয় স্থান হইতে সূর্য্যের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পণ্ডিতগণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সূর্য্য একটী তারা মাত্র এবং ইহার অনেক পরিবর্ত্তন হইতেছে। ঐ ইন্‌ষ্টিটিউসনের পণ্ডিতগণ পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আমেরিকার আদিম নিবাসিগণ এসিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্বাঞ্চল ও মঙ্গোলিয়া হইতে গমন করিয়া আমেরিকায় বসতি স্থাপন করিয়াছে।

Dry Cell.

ড্রাই সেল বা শুষ্ক ব্যাটারী প্রস্তুত করিবার উৎকৃষ্ট-তর প্রণালী।

নভেম্বর মাসের "কাজের লোকে" ড্রাইসেল প্রস্তুত করিবার একটী উপায় বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ লেখক তাঁহার বর্ণিত উপায়ে ড্রাই বেটারী প্রস্তুত করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস, তাঁহার প্রদত্ত ফরমুলা ও প্রণালী অনুযায়ী বেটারী প্রস্তুত করিলে কেবল মাত্র কষ্ট ও পরিশ্রমই সার হইবে, কিন্তু আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইবে না।

প্রবন্ধ লেখক ড্রাই বেটারীর যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, সমস্তই সত্য; কিছুই অতিরঞ্জিত নহে। ভ্রমণকারীদের নিকট এবং যে সকল গ্রাম্য অধিবাসীগণ স্বকীয় গৃহ বিদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করিতে চান, তাঁহাদের নিকট ইহা অতি আদরণীয়। আমি বহুকাল যাবৎ উৎকৃষ্ট ড্রাই বেটারী প্রস্তুত করিবার জন্য নানা পরীক্ষা ও চেষ্টা করিতেছি এবং সুখের বিষয় তাহাতে আশাধিক কৃতকার্য্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছি। আমি নিম্নে যে প্রণালী বর্ণনা করিতেছি, তদনুসারে কেহ বেটারী প্রস্তুত করিলে নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

"কাজের লোকের" যে সমস্ত পাঠক বেটারী ব্যবহার করেন, তাঁহাদিগকে জানাইতেছি যে, এতদ্‌সম্বন্ধে কেহ কিছু জানিতে ইচ্ছা করিলে অতি আহ্লাদের সহিত তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর দেওয়া যাইবে। তবে প্রশ্নগুলি "কাজের লোকের" সম্পাদকের হাত দিয়া পাঠান আবশ্যক।

ড্রাই বেটারী প্রস্তুতের উপকরণ সমূহ যে কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি নির্ম্মাতার দোকানে পাইবেন। কার্ব্বণ রড্ ক্রয় করিবার সময় পিতলের ক্যাপ যুক্ত দেখিয়া ক্রয় করিবেন। কোন কোন কার্ব্বণ রডের অগ্র ভাগে পিতলের স্ক্রু বসান থাকে এবং তাহাতে ইচ্ছামত তার সংযুক্ত করা যাইতে পারে। যদি এই প্রকার রড্ সংগ্রহ করিতে না পারেন, তবে এক টুকরা তামার তার ক্যাপের সঙ্গে ঝাল দিয়া সংযুক্ত করিয়া লইবেন। নিম্নে প্রস্তুত প্রণালী বর্ণিত হইল—

কার্ব্বণ চূর্ণ	৫ অংশ
ম্যাঙ্গানিজ ডাইওক্সাইড	৫ "
নিশাদল	১ "
ক্লোরাইড্ অব জিঙ্ক	১ "
গ্লিসারিণ	॥ "
জল	১ "

সমস্ত একত্র মিশ্রিত কর।

একটী ক্ষুদ্র কাপড়ের থলিয়া প্রস্তুত করিয়া তাহার ভিতরাংশের ঠিক মধ্যভাগে একটী পেনসিলাকৃতি কার্ব্বণ রড বসাও এবং থলিয়াটী উপরোক্ত মিশ্রিত দ্রব্য দ্বারা এমনভাবে পূর্ণ কর, যেন রডের চতুর্দ্দিকে এই দ্রব্য টাইট ভাবে থাকে। তৎপর সূতা দ্বারা থলিয়া ভাল রকম বাঁধিয়া লও। ইহাই আমাদের নিগেটিভ প্লেট। এক্ষণে দস্তার পাত দ্বারা একটী সীগোল লম্বা কৌটা প্রস্তুত কর, ইহার এক পার্শ্ব আবদ্ধ ও ও অন্য পার্শ্ব খোলা থাকিবে। তলদেশের মাপে এক টুকরা সীগোল পিসবোর্ড কাটিয়া তাহা গরম প্যারাফিন ওয়াক্সে ভিজাইয়া লও। ইহা পাত্রের তলদেশে স্থাপন করিয়া তাহার উপর নিগেটিভ প্লেট এমনভাবে স্থাপন কর যেন ইহা ঠিক মধ্যভাগে থাকে এবং পাত্রের গাত্র স্পর্শ না হয়। তৎপর পাত্রের ভিতরে নিম্নলিখিত দ্রব্য ঢালিয়া দিয়া পাত্রটী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ কর।

ময়দা	১ চামচ
নিশাদল	॥ আউন্স
ক্লোরাইড অব জিঙ্ক	। আউন্স
গ্লিসারিন	।০ আঃ
জল	৪ "

ভাল রকম মিশ্রিত করিয়া গরম কর এবং গরম অবস্থাতেই দস্তা পাত্রের ভিতরে ঢালিয়া দিয়া ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর। তৎপর প্যারাফিন ওয়াক্স, রজন ও পিচ একত্র গলাইয়া পাত্রের উপর ঢালিয়া দিয়া ইহার মুখ বন্ধ কর। ভিতরের গ্যাস বাহির হইবার জন্য এই আবরণের মধ্যে একটী ক্ষুদ্র ছিদ্র রাখিবে।

দস্তা পাত্রের বহির্ভাগে এক খণ্ড তামার তার পূর্ব্বেই ঝালা দিয়া সংযুক্ত করিয়া রাখিবে।

এক্ষণে দস্তা ও কার্ব্বণ রড় উভয়ের সহিত যে দুই খণ্ড তামার তার সংলগ্ন আছে, তাহা মিলিত করিলেই তড়িৎ উৎপন্ন হইবে। এই সেলের ভোল্টেজ ১০৬।

শ্রীভূপেন্দ্র কুমার দাস।
বিয়ানি বাজার (সিলেট)।

বঙ্গে আবগারি বিভাগ।

বিগত ১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার আবকারী বিভাগে পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা ৩,৬৯,৪৫০ টাকা অধিক আয় হইয়াছে। একমাত্র গাঁজা ব্যতীত আর সকল প্রকার মাদক দ্রব্য হইতেই অধিক অর্থাগম হইয়াছে। বিগত বর্ষে দেশীয় মদ্য হইতে ১,২৮,৫৪৬ টাকা, আফিং হইতে ১,২৫,০১৬ টাকা, যে সকল দেশীয় মদ্যের উপর অধিক শুল্ক নির্দ্ধারণ করা হয়, উহাদিগের আয় হইতে ২৭,০৪৮ টাকা, তাড়ি হইতে ২৩,৯৮৪ টাকা এবং পাঁচুই হইতে ১৫,১৩৫ টাকা অধিক আয়

হইয়াছে—গাঁজা হইতে ২১,৯০৫ টাকা কম আয় হইয়াছিল। বিগত বর্ষে বাঙ্গলা দেশের অনেকগুলি জেলায় মাদক দ্রব্য বিক্রয়ের লাইসেন্সের হার কমাইয়া দেওয়া হয়—এই কুপ্রথার ফলে সমস্ত জেলাতেই লোকে অধিক পরিমাণে মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়াছে। হুগলী, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, ২৪ পরগণা এই কয়েকটী জেলাতেই এই কারণে মাদক দ্রব্যের অধিক কাটতি হইয়াছে। বিগত বর্ষে ঢাকা, বরিশাল ও ফরিদপুর জেলা হইতে খোলাভাটী তুলিয়া দেওয়া হয়—এখন সমগ্র বাঙ্গলা দেশের মধ্যে কলিকাতার অদূরবর্ত্তী রসা ভাটীতে মদ্য তৈয়ারী কার্য্য চলিতেছে। গবর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, গত বর্ষে কৃষকেরা ধান্য ও পাটের ব্যবসায় হইতে খুব লাভ করিয়াছিল, সুতরাং শ্রমজীবিগণের অবস্থার উন্নতি হইয়াছিল, উপার্জ্জিত অর্থের অধিকাংশ এই সকল মাদক দ্রব্যে নিঃশেষ করিয়াছে। দরিদ্র লোকের নিকট মাদক দ্রব্যের বিক্রয় রহিত করাই ত প্রয়োজন।

পূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় বিগত বর্ষে ২৯ মণ ৮ সের অধিক আফিমের কাটতি হইয়াছিল। আয়ের পরিমাণ ১,১৫,০১৬ অধিক হইয়াছে। আফিম বিক্রয় হ্রাস করিবার জন্য যত কিছু উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন, গবর্ণমেণ্ট ক্রমে ক্রমে তাহা সমস্তই অবলম্বন করিতেছেন, তথাপি আফিমের কাটতি হ্রাস পাইতেছে না। বিগত বর্ষে বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগের ১২৬টা আফিমের দোকান বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল—পূর্ব্বে খুচরা আফিম ৫ তোলা পর্য্যন্ত বিক্রয় করার অনুমতি ছিল, কিন্তু এখন ৩ তোলার অধিক বিক্রয় করা হয় না। বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগে এবং দার্জ্জিলিং জেলায় সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত আফিম বিক্রয়ের নিয়ম করা হইয়াছে। আফিমের ধূম্রপান মর্ফিয়ার ব্যবহার ও আফিমের প্রচলন যাহাতে হ্রাস পায়, গবর্ণমেণ্ট তৎসম্বন্ধে আইন প্রণয়নের চেষ্টা করিতেছেন।

জলপ্লাবনে-মেদিনীপুরে গো-খাদ্যের অভাবে অল্প মূল্যে গরু বিক্রয়ের

তালিকা।

থানা—ভগবানপুর।

গ্রাম—তাজপুর। মেদিনীপুর

বিক্রেতার নাম	কিরূপ গরু	বিক্রয় মূল্য।
দামু জানা,	১টী বকনা—	১৲ টাকা।
শ্রীমতী সারদা বেওয়া	১টী গাভী—	২॥০
বৃন্দাবন জানা,	১টী হেলে—	৩৲
পচু গীট,	১টী বকনা—	১॥০
কাঙালী গিরি,	১টী হেলে—	৪৲
উদয় মানা,	১টী হেলে—	২৲
কাঙালী বিজলী,	১টী হেলে—	৪৲
মুকুন্দ কাণ্ডার,	১টী হেলে—	১৲
কৈলাশ জানা,	দুইটী বকনা—	৩৲
গোবিন্দ মানা,	দুইটী বাছুর—	২৲
গোপাল জানা,	১টী হেলে—	৪৲
হাড়ো বিজলী,	১টী হেলে—	১॥০
নারায়ণ বেরা,	১টী গাভী—	৩॥০
কামদেব প্রধান,	১টী হেলে—	১॥০

গ্রাম—চড়াবাড়।

বিক্রেতার নাম	কিরূপ গরু	বিক্রয় মূল্য।
গজেন্দ্র জানা,	১টী হেলে—	১৲
	ও ১টী গাভী—	২৲
শ্রীমতী আন্দী বেওয়া,	১টী বকনা	১॥০
গরী বেরা,	১টী হেলে—	২৲
সনাতন পণ্ডিত,	১টী গাভী—	২॥০
শিবু ঘোড়াই,	বৎস সহিত ১টী গাভী	৩৲
চন্দ্র দাস,	১টী দামড়া—	৩৲
হরেকৃষ্ণ বেরা,	দুইটী হেলে—	৫৲
কৃত্তিবাস চক্রবর্ত্তী,	১টী বকনা ও দুইটী দামড়া বাছুর—	৪৲
শ্রীমন্ত মির্দ্ধা,	১টী হেলে ও ১টী গাভী—	৭৲

গ্রাম—কাথরা।

বিক্রেতার নাম	কিরূপ গরু	বিক্রয় মূল্য।
প্রসন্ন মাইতি,	১টী গাভী—	১৲
ঝাটু ঘোড়াই,	১টী হেলে—	২॥০
কমলাকান্ত জানা,	তিনটী হেলে—	৭৲

গ্রাম—কুমরিয়াজোড়।

বিক্রেতার নাম	কিরূপ গরু	বিক্রয় মূল্য।
ঝাটু করণ,	১টী গাভী—	১॥০
রাম মাইতি,	১টী গাভী—	৩৲
ভলু সাঁতরা,	১টী দামড়া—	২৸০
গঙ্গাধর জানা	১টী বাছুর—	॥০

গরুর মূল্য দেশের সকল স্থানে সমান নহে। বিক্রীত গরুর মূল্য দেখিয়া পাছে কেহ মনে করেন যে, এ অঞ্চলের গরুর মূল্য সচরাচর ঐরূপ থাকে, সেইজন্য, বলিতেছি যে এ অঞ্চলে গরুর সচরাচর এইরূপ :—

গভীর মূল্য—১০৲ টাকা হইতে ৪০৲ টাকা।

চাষের বা গাড়ী টানা বলীবর্দ্দের মূল্য—
১২৲ টাকা হইতে ৫০৲ টাকা।

বকনা ও দামড়া বাছুরের মূল্য—
৫৲ টাকা হইতে ১২৲ টাকা।

আমরা এবারে গো-সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করিলাম। বারান্তরে এতদ্‌-সম্বন্ধে অধিকতর আলোচনা এবং জল-নিকাশাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। নিহার

কলিকাতায় বিদেশী বাণিজ্য।—১৩১২ ও ১৩ সালে কলিকাতার বন্দরে ১৭৩০ খানা জাহাজ বিদেশী দ্রব্য লইয়া আসিয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৭০৮ খানা জাহাজ আসিয়াছিল। ১৭১৮ খানা জাহাজ ভারতের বাণিজ্য সম্ভার লইয়া বিদেশে গিয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব বৎসর ১৭০৪ খানা জাহাজ ভারতীয় পণ্য রপ্তানি কার্য্যে লিপ্ত ছিল।

লর্ড ক্লাইবের মূর্ত্তি।—প্রায় দেড় শত বৎসর হইল; লর্ড ক্লাইব তনু ত্যাগ করিয়াছেন, এত কাল পরে গত মঙ্গলবার বঙ্গের ছোট লাটের প্রসিদ্ধ বেলভেডিয়ার

ভবনে তাঁহার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেহারের ছোটলাট সার চার্লস বেলী লর্ড ক্লাইবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কিত লোক, সুতরাং তিনি কার্য্য সমাধা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন।

খাদ্যদ্রব্যের দুর্ম্মূল্যতা।—খাদ্য দ্রব্যের দুর্ম্মূল্যের কারণ নির্দ্ধারণ করিবার জন্য গবর্ণমেন্ট একাউন্টান্ট জেনারেল মিঃ কে, এল দত্ত ও মিঃ সিরাজকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মিঃ দত্ত তাঁহার তদন্তের ফলাফল ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ভারত গবর্ণমেন্টের মতামত নির্দ্ধারিত হইলে উহা জনসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হইবে।

কৌতুক কথা।

বাদীরউকিল। (প্রতিবাদীর উকিলের প্রতি) আপনি যুক্তি শুনতে চান্‌না দেখ্‌ছি!, আপনি একটা গাধা!

প্রতিবাদীর উকিল। আপনি খচ্চর!

জজসাহেব। (উভয়ের প্রতি) ভদ্র মহাশয়গণ! আমি দেখ্‌চি আপনারা পরস্পরকে বেশ চিন্‌তে পেরেছেন। এখন কোর্টের কাজ আরম্ভ করিয়া দিন্‌।

এক সাহেব তাঁর নূতন চাকরকে নিযুক্ত কর্‌বার সময় তার মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, তুমি কি বিবাহিত।

নূতনচাকর। না হুজুর! আমার গালে যে আঁচড়ের দাগ দেখ্‌চেন, ওগুলি বেরালের আঁচড়ের দাগ মাত্র।

ঘড়ীতে ১২টা বাজার পর ১৩ না বেজে একটা হতে বাজতে আরম্ভ হয় কেন? যেহেতুক, ১৩টা ইউরোপিয়ানদের মতে অশুভ নম্বর।

স্থান পরিবর্ত্তন।

প্রসিদ্ধ সেলাইয়ের কল বিক্রেতা এবং মেরামতকারী মেসার্স কুণ্ডু এণ্ড সন্‌স্‌ ১০ নং বেণ্টিং ষ্ট্রীট হইতে ৫০ নং বেণ্টিক ষ্ট্রীটের বাড়ীতে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এই প্রশস্ত স্থানে ক্রেতা সাধারণের স্বচ্ছন্দতা আরও বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই।

Printed and published by S. P. Chatterjee at the Durbar Press 71 Sankaritola Lane, Calcutta.

১৯১৩ সালের কাজের লোকের সূচীপত্র।

কেবল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়গুলির সূচীপত্র দেওয়া হইল।

সম্পূর্ণ

——০:*:০——

নিবেদনঃ—কাজের লোকের প্রত্যেক লাইনই অবশ্য পাঠ্য, এত বিষয়াধিক্য যে সমস্ত বিষয়ের সূচীপত্র দেওয়া কষ্ট সাধ্য এবং অল্প সময়ে অসম্ভব বলিলেও হয়। সেইজন্য প্রার্থনা, ত্রুটী ক্ষমা করিয়া নিজে নিজে নোট্ করিয়া লইলেই ভাল হয়। কাঃ সঃ

Notes